BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY VOLUME 31, NUMBER 2

ISSN 2227-3182

BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY

VOLUME 31 NUMBER 2
DECEMBER 2015

আবুল বারকাত
বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-দর্শনের নিরিখে বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াতো?

আবুল বারকাত
অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশ ও নব্য-উদারবাদী মতবাদ: 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গে

Kazi Mostafa Arif, A. S. M. Saeduzzaman
Economic Globalization and Income Inequality in Bangladesh

Shah Md. Ahsan Habib
Financial Inclusion and Developmental Central Banking: The Experience of Bangladesh

Md. Omor Faruq, Ehsanur Rauf Prince
Inclusive Growth: Dimensions of Financial Inclusion in Bangladesh

Khan A. Matin
Income Inequality in Bangladesh

Narayan Chandra Nath
Food Security of Bangladesh: Status, Challenges and Strategic Policy Options

Jamaluddin Ahmed
Political Economy of the Size of the Government

Tawheed Reza Noor
Fine Tuning the Microfinance Sector under Regulatory Control in Bangladesh: Imminent Issues and Challenges

M. Saidur Rahman, M. A. Sattar Mandal, Humnath Bhandari
Determinants of Technical Inefficiency of Rice Production in Groundwater Irrigation Markets in Bangladesh

Md. Abdul Wadud, Md. Nurunnabi Miah
Seasonal Variation in Efficiency of Rice Farms in Bangladesh

Md. Zakir Hossain, Mohammad Mizanul Haque Kazal, Jasim Uddin Ahmed
SME Development in Crops, Livestock and Fisheries in Bangladesh: Fundamentals, Reasons and Achievements

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
Bangladesh Economic Association

ISSN 2227-3182

Bangladesh Journal of Political Economy

VOLUME 31, NUMBER 2, DECEMBER 2015

Ashraf Uddin Chowdhury
Editor

Bangladesh Economic Association
4/C, Eskaton Garden Road, Dhaka-1000
Phone : 9345996, Fax : 880-2-9345996
E-mail : bea.dhaka@gmail.com
Website : bea-bd.org

বাংলাদেশ জার্নাল অফ পলিটিক্যাল ইকনমি

একত্রিংশ খণ্ড, সংখ্যা ২, ডিসেম্বর ২০১৫

সম্পাদক
ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী

সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটি
অধ্যাপক ড. অমর্ত্য সেন
অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম
অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান
অধ্যাপক রেহমান সোবহান
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা
অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম
জনাব এস. এম. আমিনুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী	কার্যকরী সম্পাদক
অধ্যাপক মোঃ হানিফ	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক আইয়ুবুর রহমান ভুঁইয়া	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. এ. কে. মনো-ওয়ার উদ্দীন আহমদ	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. মোঃ ইসমাইল হোসেইন	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মামুন	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন ঃ ৯৩৪৫৯৯৬, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬
ই-মেইল : bea.dhaka@gmail.com
ওয়েব সাইট : bea-bd.org

Bangladesh Journal of Political Economy

VOLUME 31, NUMBER 2, DECEMBER 2015

Editor
Dr. Ashraf Uddin Chowdhury

Editorial Advisory Board
Professor Dr. Amartya Sen
Professor Dr. Nurul Islam
Professor Dr. Anisur Rahman
Professor Rehman Sobhan
Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Professor Sanat Kumar Saha
Professor Dr. Muinul Islam
Mr. S.M. Aminur Rahman

Editorial Board

Professor Dr. Ashraf Uddin Chowdhury	Editor
Professor Mohammad Hanif	Member
Professor Dr. Ayubur Rahman Bhuiyan	Member
Professor Tofazzal Hossain Miah	Member
Professor Dr. A.K. Monaw-war Uddin Ahmad	Member
Professor Dr. Md. Ismail Hossain	Member
Professor Dr. Abul Barkat	Member
Professor Dr. Mohammad Mamon	Member
Professor Dr. M. Moazzem Hossain Khan	Member

Bangladesh Economic Association

- Bangladesh Journal of Political Economy is published by the Bangladesh Economic Association.
- No responsibility for the views expressed by the authors of articles published in the Bangladesh Journal of Political Economy is assumed by the Editors or the Publisher.
- Bangladesh Economic Association gratefully acknowledges the financial assistance provided by the Goverment of the People's Republic of Bangladesh towards publication of this volume.
- The price of this volume is Tk. 200, US $ 15 (foreign). Subscription may be sent to the Bangladesh Journal of Political Economy, c/o, Bangladesh Economic Association, 4/C, Eskaton Garden Road, Dhaka-1000. Telephone: 9345996. Website : bea-bd.org E-mail : bea.dhaka@gmail.com Members and students certified by their concerned respective institutions (college, university departments) may obtain the Journal at 50% discount.

Cover design by:
Syed Asrarul Haque (Shopen)

Printed by:
Agami Printing & Publishing Co.
27 Babupura, Nilkhet,
Dhaka-1205, Phone: 01971 118 243

BEA Executive Committee 2015-2016

President
Ashraf Uddin Chowdhury

Vice- Presidents
Tofazzal Hossain Miah
Mohammad Mamon
Mohammad Hanif
A.F. Mujtahid
A.K. Monaw-war Uddin Ahmad

General Secretary
Jamaluddin Ahmed

Treasurer
Md. Mostafizur Rahman Sarder

Joint Secretary
Md. Liakat Hossain Moral
Syeda Nazma Parvin Papri

Assistant Secretary
Sahanara Begum
Meherunnesa
Mir Hasan Mohammad Zahid
Sk. Ali Ahmed
Sukumar Ghosh

Members
Abul Barkat
M. Moazzem Hossain Khan
Nazmul Bari
Md. Nazrul Islam
Md. Saidur Rahman
Amirul Islam
A.K.M. Ismail
Md. Morshed Hossain
Md. Jahangir Alam
Ajoy Kumar Biswas
Md. Habibul Islam
Syed Asraul Haque
Partha Sarathee Ghosh
Subhash Kumar Sengupta

From Editor's Desk

This volume 31, No. 2 of Bangladesh Journal of Political Economy (BJPE) contains select papers presented at the Bangladesh Economic Association (BEA) 19th Biennial Conference held in 2015. All the papers included in this volume were reviewed by both internal and external reviewers, and concurred by the Editorial Board for publication.

Let me express my indebtedness to the authors, the reviewers, and the members of the Editorial Board of the Journal. Special thanks are due to Prof. Abul Barkat and who, as member of the Editorial board of the Journal, shouldered much more responsibility than usual for a member.

I am sorry to say that the article “The difference, System and Double-D GMM Panel Estimators in the Presence of Structural Breaks” by Rosen Azad Chowdhury and Bill Russell which had been presented in the Biennial Conference 2014 of Bangladesh Economic Association was published unwittingly in the earlier volume 31, no. 1, June 2015 of this journal without their knowledge.

(Ashraf Uddin Chowdhury)
Editor, Bangladesh Journal of Political Economy
President, Bangladesh Economic Association

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ষান্মাসিক জার্নাল
Bangladesh Journal of Political Economy
প্রকাশনার নীতিমালা

১। অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক বিষয়ে প্রবন্ধ প্রণয়ন করার জন্য প্রবন্ধকারদেরকে অনুরোধ জানানো হবে। ইংরেজী এবং বাংলা উভয় ভাষায় রচিত প্রবন্ধ জার্নালের জন্য গ্রহণ করা হবে।

২। Initial screening নির্বাহী সম্পাদকের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে, তবে প্রয়োজনবোধে সম্পাদনা পরিষদের অন্য সদস্যদের সহায়তা তিনি নেবেন। নির্ধারিত format মোতাবেক সংশোধনের জন্য এই পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে short-listed প্রবন্ধসমূহ প্রবন্ধকারের কাছে প্রেরণ করা হবে।

৩। অভ্যন্তরীণ reviewer সাধারণতঃ সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকেই মনোনীত হবেন। বহিঃস্থ reviewer সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রবন্ধের বিষয়ের ভিত্তিতে সম্পাদনা পরিষদের বাইরে থেকে মনোনীত হবেন, তবে তিনি দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে অবস্থান করতে পারেন। সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটির সকল সদস্য reviewer হতে পারবেন। তৃতীয় reviewer প্রয়োজন হলে সম্পাদনা পরিষদের বাইরে থেকে মনোনীত করা হবে।

৪। ক) সমিতির দ্বিবার্ষিক কনফারেন্সে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলো referral প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জার্নালের জন্য বিবেচিত হবে।

খ) বিভিন্ন সময়ে সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত আমন্ত্রিত প্রবন্ধসমূহ জার্নালের সম্পাদনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে জার্নালে প্রকাশ করা যেতে পারে।

৫। অর্থনীতি সমিতির সদস্য এবং সদস্য-বহির্ভূত যে কোন আগ্রহী প্রার্থী জার্নালের গ্রাহক হতে পারবেন। তবে সদস্যদের ক্ষেত্রে গ্রাহক ফি (subscription fee) পঞ্চাশ শতাংশ রেয়াত দেয়া হবে।

৬। জার্নালের footnoting এবং writing style এতদ্‌সঙ্গে সংযোজিত হলো (জার্নালের শেষাংশ)।

৭। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদেরকে বছরে দু'বার সম্পাদনা পরিষদের সভায় আমন্ত্রণ জানানো হবে।

৮। ক) তিনটি কোটেশন সংগ্রহ করে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে মুদ্রক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে।

খ) প্রথম proof প্রেস দেখবে, পরবর্তীতে softcopy তে প্রবন্ধকার ফাইনাল proof দেখে দেবেন।

Bangladesh Journal of Political Economy
VOLUME 31, NUMBER 2, DECEMBER 2015

Contents

1. বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-দর্শনের নিরিখে বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াতো? 1
আবুল বারকাত

2. অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশ ও নব্য-উদারবাদী মতবাদঃ ‘দর্শনের দারিদ্র্য’ প্রসঙ্গে 71
আবুল বারকাত

3. Economic Globalization and Income Inequality in Bangladesh 115
Kazi Mostafa Arif, A. S. M. Saeduzzaman

4. Financial Inclusion and Developmental Central Banking: The Experience of Bangladesh 139
Shah Md. Ahsan Habib

5. Inclusive Growth: Dimensions of Financial Inclusion in Bangladesh 151
Md. Omor Faruq, Ehsanur Rauf Prince

6. Income Inequality in Bangladesh 173
Khan A. Matin

7. Food Security of Bangladesh: Status, Challenges and Strategic Policy Options 189
Narayan Chandra Nath

8. Political Economy of the Size of the Government 251
Jamaluddin Ahmed

9. Fine Tuning the Microfinance Sector under Regulatory Control in Bangladesh: Imminent Issues and Challenges 345
Tawheed Reza Noor

10. Determinants of Technical Inefficiency of Rice Production in Groundwater Irrigation Markets in Bangladesh 403
M. Saidur Rahman, M. A. Sattar Mandal, Humnath Bhandari

11. Seasonal Variation in Efficiency of Rice Farms in Bangladesh 421
Md. Abdul Wadud, Md. Nurunnabi Miah

12. SME Development in Crops, Livestock and Fisheries in Bangladesh: Fundamentals, Reasons and Achievements 437
Md. Zakir Hossain, Mohammad Mizanul Haque Kazal
Jasim Uddin Ahmed

13. Causal Nexus of Electricity Consumption and Economic Growth: Evidence for Selected Eight Asian Countries 463
Matiur Rahman, Prashanta K. Banerjee

14. Higher Education in Sylhet International University: A Study on Students' Enrollment Behavior 479
S. M. Saief Uddin Ahmed

15. Nexus between Salinity and Ecological Sustainability of Crop Production of Southwest Coastal Region of Bangladesh: Translog Production Function Approach 491
Md. Hafiz Iqbal

Note

1. Challenges of SMEs in Bangladesh 503
Samantha Sayeed, A.N.M.G Murtuza,
M.Kawsar, M A R Sarkar

2. An Analysis of the Growth Trends of a First Generation Private Sector Bank in Post-Independence Period: A Study on AB Bank Limited 515
Biswas Shaheen Ahmmad

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 001-070
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-দর্শনের নিরিখে বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াতো?

আবুল বারকাত*

সারকথা *বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-দর্শনের নিরিখে বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াতো? এ প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত-নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াসই এ লেখাটির প্রধান উপজীব্য। ‘বঙ্গবন্ধুহীন’ আজকের ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোটায় মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ মানুষ ধনী আর ১ শতাংশ সুপার-ডুপার ধনী, ৩১.৩ শতাংশ মধ্যবিত্ত, আর ৬৫.৯ শতাংশ নিরঙ্কুশ দরিদ্র। অর্থাৎ ‘বঙ্গবন্ধুহীন’ বাংলাদেশ সুস্পষ্টভাবে ধনী-দরিদ্রে বিভাজিত। অবস্থিত মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ মানুষ অত্যুচ্চ ধনীই শুধু নয় তারা rent seeking-এর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতিতে সমগ্র অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করে; রাজনীতি ও সরকারকে তারা তাদের অধীনস্থ করেছে। এরা মোট জাতীয় সম্পদ ও আয়ের ৬০-৭০ শতাংশের মালিক। বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ এবং বঙ্গবন্ধুর “উন্নয়ন দর্শন” কার্যকর হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও প্রগতিবাদী হতো। এর ফলে ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হতো। বাংলাদেশে ধনীর সংখ্যা কমে দাঁড়াতো ০.০৭ শতাংশ; শ্রেণি কাঠামোর একদম নীচ তলার নিরঙ্কুশ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কল্পনাতীত হ্রাস পেয়ে মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশে দাঁড়াতো–সেইসাথে সংখ্যাগত ও গুণগত দিক থেকে সবচে বড় যে পরিবর্তন ঘটতো সেটা হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা আজকের তুলনায় তিন গুণ বেড়ে মোট জণসংখ্যার প্রায় ৯৯ শতাংশ হতো। এর ফলে মধ্যবিত্তের মধ্যে যে তিনভাগ আছে অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত এখানে ঘটতো আমূল কাঠামোগত রূপান্তর। উচ্চ মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো ১০.৬ গুণ; মধ্য-মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো ৩.৬ গুণ আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা আজকের তুলনায় প্রায় ১৪ শতাংশ হ্রাস পেতো। এক কথায় বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর আমূল প্রগতিবাদী রূপান্তর ঘটতো। বাংলাদেশের বিপরীতে মালয়েশিয়া অথনৈতিকভাবে অনেক গুণ বেশি উন্নতি করেছে একথা সত্য তবে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোতে তেমন কোন রূপান্তর ঘটে। বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিশীল তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হতো।*

জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানা কাঠামোটি সংবিধানিকভাবেই গুরুত্বক্রম অনুসারে যথাক্রমে ‘রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ও (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ব্যক্তিগত হওয়ার প্রতিশ্রুতির কারণে সম্পদের

---

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ প্রবন্ধের মূল অংশসমূহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক “গৌরবময় পথচলার ৬৫ বছর” শীর্ষক সংকলন গ্রন্থে প্রকাশ অপেক্ষমান। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ঊনবিংশতম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য “রাজনৈতিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন পুনর্ভাবনা” শিরোনামের সাথে সারার্থগত সাযুজ্যের কারণে প্রবন্ধটি ঈষৎ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে উপস্থাপিত হলো।

> *সবচে বেশি অংশের মালিক হতো রাষ্ট্র, তারপর সমবায়। তারপরেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তি। আর এ কারণেই জাতীয় সম্পদের ও উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তি-খানা-পরিবার পর্যায়ে মালিকানাজনিত তেমন কোন বৈষম্য থাকত না।*
>
> *ব্যক্তিগত-খানা-পরিবার পর্যায়ে জাতীয় সম্পদের যে অংশটুকু থাকতো তা বণ্টন বৈষম্য হ্রাস নীতি অথবা বণ্টন ন্যায্যতার নীতির কারণে উপরের দিকে পুঞ্জীভূত হবার কোন সুযোগই থাকত না। একই সাথে মোট জাতীয় সম্পদ ও খানার আয়ের ৭৭-৭৮ শতাংশ থাকতো ৮০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবারের হাতে। সুতরাং জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-খানা-পরিবারভিত্তিক তেমন কোন বৈষম্য থাকতো না।*
>
> *জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশ তা দরিদ্র হিসেবে যারা থাকতেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (অতিবৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস ইত্যাদি) এবং ব্যক্তিগত (শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি) কারণে সৃষ্ট অস্থায়ী–স্বল্পকালীন-আপদকালীন (temporary) দরিদ্র অথবা অদরিদ্রের কিছু সময়ের জন্য দরিদ্র হওয়া। কিন্ত বঙ্গবন্ধুর বৈষম্যহ্রাসকারী অর্থনৈতিক নীতি-দর্শন" আর একই সাথে শক্তিশালী ও কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা নীতি-কৌশল অবলম্বনের ফলে স্থায়ীভাবে কারো দরিদ্র থাকার কোন সুযোগই থাকতো না এটা জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ-বয়স-পেশা নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হতো।*

১। যে ইতিহাস না জানলেই নয়

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো? এ কোন সহজ প্রশ্ন নয়। তবে ঐতিহাসিক কারণেই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া এবং সেই সাথে এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরও অনুসন্ধান যুক্তিযুক্ত। পাকিস্তানের সেনা-শাসিত, সামন্তবাদী, নয়া-ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থানের কারণে এ প্রশ্ন উত্থাপনের কয়েকটি সহজ সরল বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি আছে। এসব যুক্তির মর্মবস্তু এরকম: **যেহেতু** পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষাকারী এক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ২৩ বছরে (১৯৪৭-১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানে আমরা ছিলাম চরম-নিরন্তর বৈষম্যের শিকার[১] যে বৈষম্যের বর্তমান অর্থমূল্য হবে কমপক্ষে ১২ লক্ষ কোটি টাকা[২]; **যেহেতু** পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যায় আমরা

---

[১] পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে দুই অর্থনীতির এই বৈষম্যের সাধারণ রূপ নিয়ে ১৯৬৬ সালে "সোনার বাংলা শ্মশান কেন(?)" শিরোনামে যে প্রচারপত্র পূর্ব পাকিস্তানে বিলি করা হয়েছিলো সেখানে স্পষ্ট লেখা ছিলো: রাজস্ব খাতের মোট বার্ষিক ব্যয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ৫,০০০ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানে ১,৫০০ কোটি টাকা, উন্নয়ন খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের বরাদ্দ ছিল ৬,০০০ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানে ৩,০০০ কোটি টাকা, মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৮০ শতাংশ পেতো পশ্চিম পাকিস্তান আর বাকী মাত্র ২০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তান, বৈদেশিক মুদ্রা আমদানীতে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ ছিলো ৭৫ শতাংশ আর পূর্ব পাকিস্তানের ২৫ শতাংশ, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অংশ ছিল ৮৫ শতাংশ আর বাদবাকী ১৫ শতাংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানীদের, আর সামরিক বিভাগের চাকুরীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অংশ ছিল ৯০ শতাংশ বাদবাকী মাত্র ১০ শতাংশ ছিলো পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য। আর চরম এসব বৈষম্যাবস্থা চলমান ও বর্ধমান তখন যখন (আমাদের) পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা সমগ্র পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি।

[২] প্রকৃতপক্ষে বৈষম্যজনিত ক্ষতির অর্থমূল্য হবে আরো অনেক গুণ বেশি। কারণ এ হিসেবে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ এবং আংশিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের হিসেবের ক্ষেত্রে পাকিস্তানে বিদেশি ঋণ-অনুদানে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য হিস্যার হিসেব করা হয়নি; হিসেব করা হয়নি বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যের যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে জনসংখ্যা অনুপাতে হিস্যা; একইভাবে হিসেব করা হয়নি বাজেটে অন্যান্য উন্নয়ন খাত যেমন শিল্প, অবকাঠামো, কৃষিতে জনসংখ্যা অনুপাতে আমাদের ন্যায্য হিস্যা ইত্যাদি। এসব হিসেব করলে বর্তমান বাজার মূল্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তান ২৩ বছরে লুট করেছে কমপক্ষে ৫০ লক্ষ কোটি টাকা (১২ লক্ষ কোটি টাকা নয়)। এ প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে উল্লেখ করেছেন "পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের কষ্টার্জিত ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নিয়ে তাদের পশ্চিম

সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলাম (পূর্ব পাকিস্তানে আমরা ছিলাম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৩%) এবং সে কারণেও বৈষম্যের উচ্ছেদ চেয়েছিলাম; **যেহেতু** বৈষম্য নিরসনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রতিবাদের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রতিনিয়ত জেল-জুলুম-হুলিয়াসহ সব ধরনের অন্যায়-অন্যায্য-অগণতান্ত্রিক আচরণের শিকার ছিলেন; **যেহেতু** আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি চেয়েছিলাম; **যেহেতু** ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার পরেও আমাদেরকে সরকার গঠনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হলো, টিকতে দেয়া হলো না; **যেহেতু** ১৯৫৮ সালে সামরিক স্বৈরাচার ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদেরকে ১০ বছর গোলাম বানিয়ে রাখলেন; **যেহেতু** আমাদের গণআন্দোলনের কারণে আইয়ুব শাহি পতনের পরে অধিকতর বেঈমান জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা নিয়ে তারই দেয়া জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পণসহ শাসনতন্ত্র দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরবর্তীকালে ঐ প্রতিশ্রুতির ঠিক উল্টোটা করে ১৯৭১-এর পয়লা মার্চ গণপরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন; **যেহেতু** আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানকে ফেডারেল সরকারের অঙ্গরাজ্য[৩] হিসেবে

পাকিস্তানকে গড়ে তোলার কাজে মত্ত ছিল”। আমার মতে বঙ্গবন্ধু উদ্ধৃত ঐ ৩ হাজার কোটি টাকা লুটের হিসেব প্রকৃত লুটের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কারণ উন্নয়ন খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের ৬ হাজার কোটি টাকার বিপরীতে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ মানুষ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ এ হিসেবে জনসংখ্যার অনুপাতের নিরিখে পাকিস্তানের মোট উন্নয়ন বরাদ্দে আমরা গড়ে বছরে ১,৭৭০ কোটি টাকা কম পেয়েছি। সে হিসেবে ২৩ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে আমরা মোট ৪৯,৭১০ কোটি টাকার সমপরিমাণ ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তারপরও যদি ধরেও নি যে বঙ্গবন্ধুর কথাটিই ঠিক অর্থাৎ ওরা ২৩ বছরে আমাদের কষ্টার্জিত ৩ হাজার কোটি টাকা লুট করেছে সেক্ষেত্রে আসল হিসেবটি কেমন হবে? ঐ ৩ হাজার কোটি টাকার বর্তমান বাজার মূল্য হবে কমপক্ষে ১২ লক্ষ কোটি টাকার সমপরিমাণ। এ হিসেবের ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়েছি সোনার দাম– যা ভরি প্রতি পাকিস্তান আমলে গড়ে ছিল ১৪০ টাকা আর বাংলাদেশ আমলে গড়ে ৫৫ হাজার টাকা (অর্থাৎ এখন ৩৯৩ গুণ বেশি)।

৩ বঙ্গবন্ধু প্রণিত ঐতিহাসিক ৬ দফা নিয়ে এখনও অনেকেরই তেমন কোনো ধারণা নেই অথবা ভ্রান্ত ধারণা আছে বিধায় বিষয়টি স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। অনেকেরই ধারণা এরকম যে ‘৬ দফা ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিনামা’– এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আসলে ৬ দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে ফেডারেল সরকারের **অঙ্গরাজ্য** হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিনামা। ঐতিহাসিক ৬ দফার মূল স্বাপ্নিক ও প্রণেতা বঙ্গবন্ধু নিজেই। ৬ দফা প্রণয়নে তিনি অনেকেরই পরামর্শ নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করার জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের জাতীয় কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ কাউন্সিল মুসলিম লীগের সাবজেক্ট কমিটির সভায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফা পেশ করেন, কিন্তু ঐ সভায় তা গৃহীত হয়নি। ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) ঢাকায় ফিরে এসে বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন। সংক্ষেপে দফাসমূহের সারবস্তু নিম্নরূপ: (দফা ১) ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ; সরকার হবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির; সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট হবে সার্বভৌম; (দফা ২) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে– দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি; অন্যান্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ; (দফা ৩) হয় সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে, আর সেটা না হলে একটি মুদ্রাই চালু থাকবে এবং সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে আর সেইসাথে পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থা থাকতে হবে; (দফা ৪) ফেডারেশনের অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে– কেন্দ্রীয় সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ রাষ্ট্রের রাজস্বের একাংশ কেন্দ্রীয় সরকার পাবেন এবং অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর মোট করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে; (দফা ৫) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যকে পৃথক হিসাব করতে হবে এবং ঐ অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারাধীন থাকবে; কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গরাষ্ট্র দেবে; অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না; অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য

দেখতে চেয়েছিলাম; **যেহেতু** ১৯৭০এ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করার পরেও আমাদেরকে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনাসহ সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি; **যেহেতু** রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক– সবদিক থেকেই সাংবিধানিক, ন্যায়-বিধানিক, নৈতিক সকল মাপকাঠিতে পাকিস্তান-রাষ্ট্র গঠনের শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে নয়া-ঔপনিবেশিক কলোনি হিসেবে দেখা হয়েছে; আর এ সবের পুঞ্জীভূত রূপ হিসেবে, **যেহেতু** শেষ পর্যন্ত আমরা ১৯৭১-এর সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে শোষণ-বৈষম্যহীন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলাম, এবং **যেহেতু** ঐ স্বপ্ন বাস্তবায়নে স্বাধীনতার ঘোষণা (Proclamation of Independence, এপ্রিল ১৯৭১) এবং ১৯৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি-ভিত্তি হিসেবে জনগণের মালিকানাধীন একটি রাষ্ট্রকাঠামোতে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, ও সমাজতন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত একটি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যেখানে বলা হয়েছিল "*আমাদের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে*" (সংবিধানের প্রস্তাবনা) ***সেহেতু*** ১৯৭১-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক, মহাকাব্যিক ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সহজবোধ্য-সুস্পষ্ট ভাষায় সংক্ষেপে ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা-বিশ্লেষণপূর্বক সমগ্র জাতির প্রতি স্বাধীনতা যুদ্ধ– মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুতির আহবান জানিয়ে বললেন "...আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায় বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। ... নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা যেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। ...কিন্তু আজ দুঃখের সাথে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের; বাংলার মানুষের রক্তের

প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে; এবং (দফা ৬) অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে (স্বাক্ষর করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ; লাহোর, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬)। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ৬ দফার বিষয়বস্তু নিয়ে দ্ব্যর্থতা-বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই– ৬ দফা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের কোনো দাবিনামা ছিল না, তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে ফেডারেল সরকারের অঙ্গরাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিনামা। এখানে ঐতিহাসিক কারণেই উল্লেখ করা উচিত যে ১৯৩৯ সালে জনাব কায়েদে আজম জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে ঘোষণা করেন 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'। এর বিপরীতে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ জিন্নাহ সাহেবের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সপ্তবিংশতিতম অধিবেশনে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ভারতের ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক রূপ সম্পর্কিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপন করেন। 'লাহোর প্রস্তাব' খ্যাত এ প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দেরই কোনো উল্লেখ ছিল না। লাহোর প্রস্তাবটি ছিল এক কথায় এরকম: ভারতের পূর্ব (বাংলা ও আসাম) এবং পশ্চিম (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব) অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত স্বাধীন ও সার্বভৌম দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন। এ প্রসঙ্গটি ঐতিহাসিক জরুরি আর আমার মতে, পূর্ব বাংলার জনগণ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২ বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৯ সাল থেকেই স্বায়ত্তশাসন দাবি করে আসছে। আর পাকিস্তান সৃষ্টির ১৮ বছর পরে (১৯৬৬ সালে) বঙ্গবন্ধু যে ৬ দফা দাবি প্রণয়ন করলেন এবং তারই ভিত্তিতে যে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হলো তা থেকে ২টি বিষয় স্পষ্ট: (১) পাকিস্তানের স্বৈরাচারি সামন্ত-সেনাশাসকেরা ঠিকই বুঝেছিলো যে ৬ দফা নেহায়েতই পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের অঙ্গরাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য রচিত হয়নি, তা রচিত হয়েছিলো এ উদ্দেশ্যে যে পাকিস্তান কাঠামোতে পূর্ব পাকিস্তান আর থাকতে সম্পূর্ণ নারাজ, (২) আর ৬ দফা আসলেই প্রণীত হয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ববাংলা হিসেবে নয়, স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে গঠনের রাজনৈতিক ভিত্তি-দর্শন হিসেবে।

ইতিহাস।...এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। ...জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। ...(পরে) তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি (ভুট্টো সাহেব) বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে। ...তারপরে (এসেম্বলি) বন্ধ করে দেয়া হলো। দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেয়া হলো আমাকে। (এসেম্বলি) বন্ধ করে দেয়ার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। ...কি পেলাম আমরা? যে আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী-আর্ত মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ... টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার (পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের) কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম... দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। ...কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন আমি না-কি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। কিসের আরটিসি? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব? ...পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ...আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আরটিসি-তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলি কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। ...আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ...এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। ...আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। ...গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য... রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দফতরগুলো– ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। ...এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি: আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এ দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো। কেউ দেবে না। ...রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমার নিউজ না দেয় কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে– যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে। কিন্তু, পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। ...প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব– এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। **এবারের সংগ্রাম**

আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম[৪]। জয় বাংলা[৫]। অর্থাৎ এক কথায় মর্মার্থ হল বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আমরা স্পষ্টভাবেই চেয়েছিলাম আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ স্বাধীনতা (freedom) ও মুক্তি (liberty); যেখানে মানুষের মৌলিক জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তি-ভিত্তিক উন্নয়ন হবে স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী (freedom-mediated) একটি প্রক্রিয়া যা এদেশে বৈষম্য হ্রাসসহ প্রতিটি "নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার" (সংবিধান, ১৯ অনুচ্ছেদ) লক্ষ্যে প্রতিটি মানুষের জন্য পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, যেগুলি হ'ল: (১) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, (২) অর্থনৈতিক সুযোগ, (৩) সামাজিক সুবিধাদি, (৪) স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, এবং (৫) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা।

২। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু কি চেয়েছিলেন, কি ছিলো তার দর্শন, আর হলোটা কি?

সেকস্পিয়ার বলেছিলেন এ জগৎ সংসারে "কেউ কেউ জন্মগতভাবেই মহান, কেউ কেউ স্বীয় প্রচেষ্টায় মহানুভবতা অর্জন করেন, আবার কেউ কেউ মহত্বের লক্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন"। আমার মতে সেকস্পিয়ার উদ্ধৃত মহত্বের ৩টি বৈশিষ্ট্যই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য। আর কিউবার প্রেসিডেন্ট বিপ্লবী ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন "আমি হিমালয় দেখিনি, আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি"। বৃটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রষ্ট (১৯৭২ সালে এক সাক্ষাৎকারে) বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "আপনার শক্তি কোথায়"? বঙ্গবন্ধুর উত্তর: "আমি আমার জনগণকে ভালবাসি"। আর যখন জিজ্ঞেস করলেন "আপনার দুর্বল দিকটা কি"? বঙ্গবন্ধুর উত্তর "আমি আমার জনগণকে খুব বেশি ভালবাসি"। এইই হল বঙ্গবন্ধু। জনগণের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর অপার আস্থা-বিশ্বাস, মানুষের প্রতি নিঃশর্ত-ভালবাসা, মমত্ববোধ, সহমর্মিতার বিরল দৃষ্টান্ত সমৃদ্ধ মানুষ– বঙ্গবন্ধু।

জনগণের অন্তর্নিহিত অপার শক্তি ও অসীম ক্ষমতার উপর বিশ্বাস; জনগণ এবং কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে– এইই ছিলো বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-দর্শনের মূলভিত্তি (যা ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে স্পষ্ট)। জনগণের স্বার্থ বিশেষত দরিদ্র মেহনতি মানুষের স্বার্থ ছিলো তার কাছে সব কিছুর ঊর্ধ্বে। আর সে কারণেই দেশপ্রেমের যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি ভালবাসার যত রূপ আছে, যত মমত্ববোধ আছে; মানুষের প্রতি সহমর্মিতার যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি আস্থার যত ধরন আছে; মহানুভবতার যত রূপ আছে; ন্যায় প্রতিষ্ঠার যত সংগ্রামী রূপ আছে– এত বহুমুখী বিরল বৈশিষ্ট্য যে একক ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিলো– তিনিই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এসবই বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ও রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি। এসবই বঙ্গবন্ধুকে করেছে "দেশজ উন্নয়ন দর্শনের" (home grown development philosophy) উদ্ভাবক, স্রষ্টা, বিনির্মাতা।

সামন্ত-সেনা শাসিত আধা ঔপনিবেশিক-সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান কাঠামোতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেনি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি এ দেশের মানুষের সুদীর্ঘ লড়াই, সংগ্রাম,

---

[৪] ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে শেষের বাক্যে বঙ্গবন্ধু যখন বললেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" ঠিক সে সময়েই পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা তাদের রিপোর্টে লিখলো "সুচতুর শেখ মুজিব সুকৌশলে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিলো– চুপ করে দেখা ছাড়া আমাদের কিছুই আর করার ছিল না।"

[৫] ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের মহাকাব্যিক ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আর সেইসাথে এ লেখার সাথে সাযুজ্য রক্ষার যুক্তিযুক্ত কারণে ভাষণের বেশ বড় অংশ উদ্ধৃত করা হলো।

আন্দোলন ও ত্যাগ তিতিক্ষার ফল। তা এ দেশের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-বয়স-পেশা-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার ফসল। আর মুক্ত ও স্বাধীন হবার বাঙালির এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটি যে ব্যক্তি, যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব জনগণের অধিকার রক্ষার স্বার্থে তার সারা জীবনে কখনও কোনো ধরনের আপোষ ব্যতীতই বাস্তবে রূপান্তরের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনিই বঙ্গবন্ধু– জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। এক কথায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত, ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রমহানিসহ (এ সংখ্যাটি আমার হিসেবে কমপক্ষে ১০ লক্ষ[৬]) ব্যাপক মানবিক ও ভৌত অবকাঠামোর ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে আমরা অর্জন করলাম স্বাধীনতা (এ বিষয়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। বঙ্গবন্ধু হাজারো ষড়যন্ত্রের মধ্যে জাতিকে উপহার দিলেন স্বাধীনতা। "হাজারো ষড়যন্ত্র" কথাটি বলার আমার সুনির্দিষ্ট কারণ আছে যা হয়তোবা তরুণ প্রজন্মসহ এদেশের অধিকাংশ মানুষের অজানা। ষড়যন্ত্রের বিষয়টি এরকম: ২১ মার্চ ১৯৭১ সকাল– মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর প্রাক্তন কর্মকর্তা তৎকালীন পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রাক-ধারণা ছিলো এরকম– "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বুঝেছে যে বাঙালিরা পিছু হটবে না। ওরা বুঝেছে এ দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণকে কোনো পথেই কোনো পদ্ধতিতেই আর ঠেকানো সম্ভব নয়। তাই মার্কিন সরকারের রাষ্ট্রদূত মারফত প্রেরিত প্রস্তাব অনুরূপই হবে"। তাই হলো। জোসেফ ফারল্যান্ড আসলেন এবং তিনি বঙ্গবন্ধুকে মার্কিন সরকারের প্রস্তাবটি বললেন। তিনি বললেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সবধরনের সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত, এমনকি তারা বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতার ব্যবস্থা করে দেবেন। তবে এক শর্তে, শর্তটি এরূপ: চট্টগ্রাম থেকে ১৫০ মাইল দক্ষিণে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দীর্ঘমেয়াদে ইজারা দিতে হবে। প্রস্তাবটি বঙ্গবন্ধু শোনামাত্র শুধু প্রত্যাখ্যানই করেননি জোসেফ ফারল্যান্ডকে মুখের উপর বলেছিলেন "মিস্টার ফারল্যান্ড আমি আপনাকে চিনি। ইন্দোনেশিয়া ও আর্জেন্টিনায় আপনি সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে ছিলেন তাও আমি জানি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আমার দেশকে পাকিস্তানি শেয়ালদের হাত থেকে মুক্ত করে আমেরিকার বাঘদের হাতে তুলে দিতে পারি না। আপনাদের এ ধরনের শর্ত আমার কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। হতেও পারে না "।[৭]

স্বাধীনতা তো দিলেন কিন্তু আসলে কি চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু? কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন? গড়তে চেয়েছিলেন কোন বাংলাদেশ? আমার মতে বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন তারই উদ্ভাবিত দেশের মাটি থেকে উত্থিত অথবা স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শনের (home grown development philosophy) ভিত্তিতে এমন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে যে বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা; যে বাংলাদেশে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী; যে বাংলাদেশ হবে চিরতরে ক্ষুধামুক্ত-শোষণমুক্ত, যে বাংলাদেশে মানব মুক্তি (liberty) নিশ্চিত হবে; যে বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে মানুষের সুযোগের সমতা; যে বাংলাদেশ হবে বঞ্চনামুক্ত-শোষণহীন-বৈষম্যহীন-সমতাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক দেশ; যে বাংলাদেশ হবে সুস্থ-সবল-জ্ঞান-চেতনাসমৃদ্ধ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষের দেশ। কেমন বাংলাদেশ চাই প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেতার ও টিভি ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন "আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাস করে। এটা কোনো অগণতান্ত্রিক কথা মাত্র নয়। আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা

[৬] আমার এ হিসেবের পদ্ধতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তৃতীয় অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

[৭] বিস্তারিত দেখুন: মোতাহার হোসেন সুফী, ২০০৯, ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক, অনন্যা প্রকাশনা (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ: ২৭৬-২৭৭।

করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি নতুন ব্যবস্থার ভীত রচনার জন্য পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়বো”।

নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই যে কাজটি করলেন তা হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন। এ ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু তার গভীর দেশপ্রেম, বিরল প্রতিভা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র গঠনে দুরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২এ আর সংবিধান রচিত হয়ে গেলো ৪ নভেম্বর ১৯৭২এ– অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র ১০ মাসের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন হয়ে গেলো। ইতিহাসে এও এক বিরল দৃষ্টান্ত যে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে এত কম সময়ের মধ্যেই সংবিধান প্রণয়ন হয়ে গেলো। তাও আবার যেনতেন সংবিধান নয়। জনগণের শক্তির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপার আস্থা-বিশ্বাসনির্ভর দেশজ উন্নয়ন দর্শনভিত্তিক সংবিধান। শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা নিরসনসহ অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ উদ্দিষ্ট চার স্তম্ভভিত্তিক বিরল এক সংবিধান। স্তম্ভ চারটি হলো: গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা (অথবা অসাম্প্রদায়িকতা), এবং সমাজতন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এ সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করলেই সহজেই বোঝা যাবে যে আসলে কেমন বাংলাদেশ তিনি গড়তে চেয়েছিলেন। সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের কয়েকটি নিম্নরূপ যা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মর্মবস্তুর সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ যেখানে তিনি বলেছিলেন ‘আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই, মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই; উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন ‘গরীব দুঃখী-আর্ত মানুষের ন্যায্য’ হিস্যার কথা:

১. প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ (*সংবিধান ,অনুচ্ছেদ ৭*)
২. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা (*অনুচ্ছেদ ১৫.ক*)
৩. কর্মের অধিকার; যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কাজের নিশ্চয়তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.খ*)
৪. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.খ*)
৫. সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা;... মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ (*অনুচ্ছেদ ১৯/১,২*)
৬. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; ...আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর (*অনুচ্ছেদ ১৭ ক,খ*)
৭. মেহনতি মানুষকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি (*অনুচ্ছেদ ১৪*)
৮. জীবনমানের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কৃষি বিপ্লব (*অনুচ্ছেদ ১৬*)
৯. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ (*অনুচ্ছেদ ১০*)
১০. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (*অনুচ্ছেদ ১১*)
১১. ...জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না (*অনুচ্ছেদ ৩২*)
১২. ... কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না (*অনুচ্ছেদ ২৮.১*)
১৩. আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান (*অনুচ্ছেদ ২৭*) ।

মোদ্দা কথা হলো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশ, যেখানে জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম। মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত এই দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু কমপক্ষে দু'টি বিষয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আজ থেকে ৪৩ বছর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিলো: প্রথমত, বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন; আর দ্বিতীয়ত, অসাম্প্রদায়িক (secular) মানস কাঠামো বিনির্মাণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐ আকাঙ্ক্ষার কাজটি ঠিক-ঠাকই শুরু হয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী তিন-চার বছরে দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষামুখী ছিলো।

কিন্তু কি এমন হলো যে উল্লিখিত জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হলো না। এর মূল কারণ কি? আমার মতে কারণটি এরকম: বঙ্গবন্ধু যে দিন থেকে (১৯৭২ সালের ২৬ মার্চে প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে) সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক-জাতীয়তাবাদী-ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কথা বলছেন, বলছেন নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে ঠিক তখন থেকেই ইতোপূর্বে সংগঠিত-সংঘবদ্ধ দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী প্রতিবিপ্লবীরা আরো দ্রুতলয়ে আরো বেশি শক্তি নিয়ে ষড়যন্ত্র-কর্মকাণ্ড জোরদার করলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের দালাল মোশতাক– তাহের উদ্দিন ঠাকুর- মাহবুবুল আলম চাষী চক্রের ষড়যন্ত্র;[৮] জিয়াউর রহমানসহ কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল সেনা সদস্যের সরকার পতনের ষড়যন্ত্র; ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাতন্ত্র[৯]; দুর্নীতি[১০], সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকা রাজাকার-আলবদর-আল শামসসহ জামায়াতে ইসলামের ষড়যন্ত্র;

---

[৮] মোশতাক-ঠাকুর-চাষীসহ সমজাতীয় ষড়যন্ত্রকারীরা হয় ইতিহাস জ্ঞানে কাঁচা ছিলেন অথবা জ্ঞানপাপি ছিলেন অথবা জাস্ট বেঈমান চরিত্রের অমানুষ ছিলেন অথবা একই সাথে সবগুলো। এখানে বাংলার ইতিহাসের কিয়দংশ স্মরণ করা সমীচীন হবে। ১৭৫৭ সাল– ভারতবর্ষের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে উপনিবেশবাদী ইংরেজরা (১৭৫৭ সালের ২৯ জুন) মীর জাফরকে বাংলার নবাব পদে বসালেন। প্রকৃত ক্ষমতা কিন্তু ইংরেজদের হাতেই রয়ে গেল। মীর জাফরের অযোগ্যতা-অদক্ষতার কারণে তারই জামাতা মীর কাসিম হলেন বাংলার নবাব। তবে মীর কাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিনা শুল্কে ব্যবসার অধিকার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্মচারীরা যখন ব্যক্তিগতভাবে বিনা শুল্কে ব্যবসার অধিকার দাবি করে বসলো তখন মীর কাসিম আপত্তি জানালেন। এ নিয়ে নবাবের সাথে বিরোধ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হলো। মীর কাসিমের দুই ঘনিষ্ঠ– নবাব সুজাউদ্দৌলাহ ও সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলম ইংরেজদের সাথে হাত মিলালো। আর মীর কাসিম পলাতক অবস্থায় ১৭৭৭ সালে অজ্ঞাত অবস্থায় মারা গেলেন।

[৯] ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন নিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন "উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীন জাতির জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটি প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো। এর কিছু আমলা ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তারা এখনও বনেদি আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে চলছে। আমরা তাদেরকে স্বাধীন জাতীয় সরকারের অর্থ অনুধাবনের উপদেশ দিচ্ছি। এবং আশা করছি, তাদের পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। আমার সরকার নব-রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে প্রশাসনযন্ত্রকে পুনর্গঠিত করবে। প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামোতে জনগণ ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টির পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।" বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তীকালে দেশ উল্টোপথে পরিচালিত হয়েছে। ফলে আমার মতে অবস্থাটা এখন এরকম– দেশ চালায় rent seeker-রা আর শাসন-প্রশাসন যন্ত্রের আমলারা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ rent seeker-দেরই অধীনস্থ সত্তা; রাষ্ট্রযন্ত্রের সবকিছুই এখন rent seeker-দের কথায় ওঠাবসা করে। আর এসবের ফলে জনগণের সাথে সরকারের নৈকট্য নয় দূরত্ব বেড়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান।

[১০] পাকিস্তান কারাগার থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন "...বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ"।

মূল্যস্ফীতি ডবল ডিজিটে পৌঁছে দেয়ার সফল ষড়যন্ত্র; খাদ্য গুদাম লুট, মজুতকারীসহ[১১] খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অকেজো করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পিএল ৪৮০-র আওতায় সবচে মারাত্মক মারণাস্ত্র "খাদ্যের রাজনীতি" প্রয়োগ[১২] (উপলক্ষ হিসেবে শর্ত দিয়েছিলো আমরা সমাজতান্ত্রিক কিউবায় পাট বেচতে পারবো না)– এসবই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূল পরিকল্পনার অংশ

---

[১১] ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে মজুতদারদের হুঁশিয়ার করে বঙ্গবন্ধু বললেন "বিপুল খাদ্য ঘাটতি আমাদের জন্য এক দুঃসহ অভিশাপ।... সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্য ঘোর দুর্দিন। ... এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারী ও গুজববিলাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি , তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে– তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।" অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খাদ্য মজুত ও চোরাকারবার নিয়ে ষড়যন্ত্রটা শুরু থেকেই করা হয়েছে। এ ষড়যন্ত্র স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র।

[১২] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনই সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে আমি সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত। সাম্রাজ্যবাদের হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পৃথিবীর সকল দেশেই রাজনৈতিক পরিবেশসহ রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে রীতিমতো নির্মোহ গবেষণা করে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ-নীতি-দর্শন তারা দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা-পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটি বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত হয়েছিলো। যার অন্যতম (১) বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার কথা বলেন, (২) বঙ্গবন্ধু জাতীয় মুক্তি আন্দোলন (National Liberation Movement)-এর সমর্থক, যেখানে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বানুযায়ী উন্নয়নশীল দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমাজতন্ত্রের পক্ষের প্রাথমিক ধাপ, (৩) বঙ্গবন্ধু ১৯৭১-এর ২১ মার্চ পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের প্রস্তাব "বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপ যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘমেয়াদে ইজারা দিলে মার্কিন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দেবে"–টি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন, (৪) বঙ্গবন্ধু কঠিন শর্তের বৈদেশিক ঋণ-অনুদান নেবার বিপক্ষে ছিলেন; তিনি পরনির্ভরশীলতা পছন্দ করতেন না; স্বনির্ভর-স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি-রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী, (৫) বাংলাদেশে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হলে দুই মেরুর বিশ্বে সমাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পাবে, (৬) বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-এর সংবিধানে 'সমাজতন্ত্রকে' সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, (৭) ভূ-রাজনৈতিকভাবে এবং অস্ত্র ব্যবসায় পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র ছিল পরস্পরের বন্ধু, (৮) বৈশ্বিক রাজনৈতিক সমীকরণে ছিল একদিকে যুক্তরাষ্ট্র-চীন আর অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন-ভারত, যেখানে সোভিয়েত-ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু শক্তি। এসব কারণে আমি সন্দেহাতীতভাবে মনে করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার শুধুমাত্র ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাই করেনি তারা বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাথে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত। আর এসব কারণে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি (bottomless basket)সহ আরো অনেক ধরনের অন্যায় উক্তি, ব্যঙ্গ-কটুক্তি করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ যে বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ মোশতাক-ফারুক-রশিদ-জিয়াউর রহমানের পুনর্বাসন করেছিল তা এখন দালিলিকভাবেই প্রমাণিত। সিআইএসহ মার্কিন সরকারের দলিলপত্রেই উল্লেখ আছে: (জাতির জনক বঙ্গবন্ধু) শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের প্রতি হেনরি কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত বিরাগ ছিল; কিসিঞ্জার বলেছেন 'মুজিব ছিলেন বিশ্বসেরা বোকাদের একজন'; সিআইএর ১৯৭২ সালের ২১ ডিসেম্বর নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে 'সরকার পরিবর্তন হবে এক আকস্মিক আঘাতে'; 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিক্সন-কিসিঞ্জার ঐতিহাসিক পক্ষপাত দুষ্ট'; ফারুক-রশিদ তৎকালিন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির পক্ষে ১৯৭২ সালে ঢাকায় মার্কিন দুতাবাসে গিয়েছিল'; 'জিয়া পঁচাত্তরের অক্টোবরের আগে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী সম্ভাব্য ভারতীয় হস্তক্ষেপ ঠেকাতে মার্কিন সাহায্য চান– তখন তিনি নেপথ্যের নায়ক'; ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার– খন্দকার মোশতাক ও জিয়া সরকার যেন টিকে থাকে সে জন্য তৎপর ছিল; বোস্টার সাহেব বলেছিলেন '১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট এর ঘটনা যারা ঘটিয়েছেন তারা দায়িত্বহীন নন'; ১৯৭৫এর ২০ আগস্ট প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ-এর সাথে প্রথম বৈঠকেই মোশতাক বোস্টারের হাত চেপে ধরে বলেছিলেন 'যে সুযোগ একাত্তরেই হারিয়েছি, তা এবার আর হাতছাড়া করা যাবে না'; বঙ্গবন্ধুর খুনিদের প্রতি কিসিঞ্জার যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান যে কারণে 'ফারুক রহমানরা ব্যাংককে গিয়েও মার্কিন কুটনীতিকদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বৈঠক করেন'; কিসিঞ্জার বলেছিলেন 'মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পেরে ধন্য মনে করছি' (বিস্তারিত দেখুন, মিজানুর রহমান খান, ২০১৪, মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড, পৃ: ১০, ৫২, ৬১-৬৬, ৭৩, ১০৮, ১৯০, প্রথমা প্রকাশনা, ঢাকা)।

হিসেবে দেশে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো। এমনই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবার পরিজনসহ হত্যা করা যায়। প্রতিবিপ্লবী এ শক্তি ষড়যন্ত্রের কাজটি দক্ষতার সাথেই করে ফেললো– ১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে।[১৩] একই এই খুনি চক্র কারাগারে আটক চার জাতীয় নেতাকেও (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি ও মো. কামরুজ্জামান) হত্যা করলো।

১৯৭৫ সালে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐ দুই আকঙ্ক্ষার **সোনার বাংলাদেশ** গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করলো। বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে শুধু যে আমাদের সোনার বাংলা গড়তে দেয়া হয়নি তা-ই নয়, সেই সাথে সব ধরনের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র হয়েছে যে কিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখী করে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে (failed state) এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বংশবদ রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। আর সে কারণেই পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় লাগাতার সেনা শাসন, স্বৈরতন্ত্র, সেনা শাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি তোষণ ও পোষণ, মৌলবাদের অর্থনীতির ও রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত– এ সবের ফলে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের ধারা; দেশি-বিদেশি দুর্বৃত্তদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সামরিক ছাউনিতে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; সামরিক ফরমানের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থবিরুদ্ধ বিষয়াদি ১৯৭২-এর মূল সংবিধান থেকে কর্তন-পরিবর্তন করা হয়েছে; স্বাধীনতা বিরোধী নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করা হয়েছে; যুদ্ধাপরাধীসহ সকল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা হয়েছে; শুধু পুনর্বাসনই নয় স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতার-সরকারের অংশীদার করা হয়েছে; সন্ত্রাস, কালোটাকা ও পেশিশক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে “নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা উপড়ে ফেলার” যে কথাটি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন সেটাকেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়েছে। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যে বা যারাই থাকেন না কেনো চালকের আসনে কোনো না কোনোভাবে শক্তভাবে বসে পড়েছেন তারা যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করেন না– যারা অন্যের সম্পদ হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল,

---

[১৩] এখানে উল্লেখ জরুরি যে, বঙ্গবন্ধু তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ভারতীয় মেজর জেনারেল (অব.) এসএস উবান তার “Phantoms of Chittagong:. The “Fifth Army“ in Bangladesh” গ্রন্থে লিখেছেন: “লক্ষ করলাম তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) বাসার কোথাও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। ...তাঁর সাথে দেখা করতে আসা মানুষজনের কোনো বাছ-বিচার নেই– একথা তুলতেই তিনি বললেন– ‘আমি জাতির জনক। দিন-রাতের যেকোনো সময়ে আমার কাছে প্রত্যেকের আসার অধিকার আছে। কেউ যদি কষ্ট-বেদনায় থাকে, তার সামনে তো আমি আমার দরজা বন্ধ করে দিতে পারি না”। এর পর জেনারেল (অব.) উবান লিখছেন “আমি তাকে বললাম, আমি আপনার এ অনুভূতিতে মুগ্ধ, তবে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি জাতির প্রতি দায়বদ্ধ। ...আমার মনে হয়, জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক নেতারা ঝুঁকি নিয়ে থাকেন, কিন্ত ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে মুজিব যতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন ততদূর খুব কম সংখ্যকই গিয়েছেন” (মূল গ্রন্থের অনুবাদক হোসাইন রিদওয়ান আলী খান, ঘাস-ফুল-নদী প্রকাশনা, ২০১৪, ঢাকা: পৃ: ১৪২।

আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয়কারী লুটেরা শ্রেণি (যাদের বলা হয় Rent Seeker)[১৪] হিসেবে সরকার ও রাজনীতিব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ-কব্জাগত করে ফেলেছেন। এটাই ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী আমাদের ইতিহাসের মূল কথা। এ মূল কথা ভুলে গেলে ইতিহাস বিকৃতি হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সামনে এগুনো অসম্ভব হবে।

বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত আমাদের সংবিধান বলছে "জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"। সংবিধানে মানুষে-মানুষে বৈষম্যের বিপরীতে সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই সাংবিধানিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল ও পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি– বাতিল ঘোষিত হয়েছে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকে বিচ্যুতি নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরবর্তীকালে বিচ্যুতির ফল হয়েছে এরকম যে, দেশ চলেছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিক উল্টোপথে। স্বপ্ন ছিলো সমতাভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা গঠনের কিন্তু তার জায়গায় প্রতিস্থাপিত করা হলো মুক্তবাজার অর্থনীতি যা কোনো অর্থেই বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর জনকল্যাণ বিরোধী ব্যবস্থা। মুক্তবাজারব্যবস্থা ভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশে আর্থসামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করেছে ও করছে: বেড়েছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, গ্রাম-শহরের বৈষম্য, দুর্বল-সবলের বৈষম্য এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য। পাশাপাশি বেড়েছে সুপার-ডুপার ধনী, জনগণের জীবন পরিচালনে প্রয়োজনীয় পণ্যের (ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) মূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা– পরস্পর সম্পর্কিত এসবই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিষহ করেছে ও তা অব্যাহত আছে। আইন শৃংখলা সুস্থিত নয়। আইন-বিচার-সরকার-রাজনীতি বাস্তবত ক্ষমতাবানদের পক্ষে কাজ করেছে ও করছে। দুঃশাসনের মাত্রাতিরিক্ততা সুশাসনকে কাগুজে বুলিতে রূপান্তরিত করেছে। সংবিধানে বিধৃত সকলের জন্য সমসুযোগের সমাজ সৃষ্টির দিকে না গিয়ে আমরা চলেছি উল্টো পথে। আর এসবের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তীকালে আমরা 'উন্নয়নের'

---

[১৪] Rent seeker ও Rent seeking বিষয়টির সংক্ষেপ ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। বিষয়টি এরকম– বিত্তবান বা সম্পদশালী হওয়া যায় দু'ভাবে বা দু'পদ্ধতিতে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির (by creating wealth) মাধ্যমে– এটা rent seeking নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ বাড়ে (total wealth increases)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, লুটতরাজ, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন অনৈতিক পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই rent seeking, আর এসবের সাথে যুক্ত যারা তারাই rent seeker। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত (wealth) বাড়ায় সেখানে rent seeking এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। Rent seeking সমাজের মোট বিত্ত কমায় এমনকি ধ্বংস করে (total wealth decreases or destroys total wealth)। Rent seeking পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নীচুতলার মানুষের দুর্দশার উৎস– বিত্তের সৃষ্টি নয় (not creation of wealth) বিত্তের হস্তান্তর (wealth transfer অর্থে)। এ পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হলো এরকম: উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নীচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবে কিন্তু নীচতলার মানুষ বুঝতেই পারবে না– কিভাবে কি হয়ে গেলো! আর rent seeking-এর এই প্রক্রিয়ায় rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে যা দুর্ভেদ্য– যে ত্রিভূজটি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। এ ত্রিভূজ যতদিন বহাল থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে (Rent seeker ও Rent seeking বিষয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির জন্য বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১৪, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে," পৃ: ৩-৪, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত লোকবক্তৃতা ২০১৪, ঢাকা: ২২ মার্চ ২০১৪)।

কথা আওড়িয়ে চলেছি। আওড়িয়ে চলেছি সে উন্নয়নের কথা যা বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশজাত-বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত-অসাম্প্রদায়িক" উন্নয়ন দর্শনের সাথে সাযুজ্যহীন ও বিপরীতমূখী।

৩। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজে ক্ষয়-ক্ষতির ধরন অনুযায়ী পরিমাণ, মাত্রা ও প্রভাব-অভিঘাত: একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ধরুন মুক্তিযুদ্ধের আগে ১৯৭০ সালের কথা– একজন দরিদ্র-নিম্নবিত্ত কৃষকের ১ বিঘা চাষের জমি আছে, হালের দুটি গরু আছে, চাষের জন্য লাঙ্গল-মই-নিরানি আছে, আছে আগামী ফসলের জন্য সংরক্ষিত বীজ আর সেই সাথে আছে জরাজীর্ণ বসতভিটা, কিন্তু ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে শুধু চাষের জমি ছাড়া সবকিছু হারিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন[১৫]। জীবনে বংশ পরম্পরা সৃষ্ট সম্পদ-সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গেলো। আর সেইসাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে তার একজন তরতাজা যুব-সন্তান শহিদ হলো অথবা চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেলো। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে ঐ কৃষকটি কি জীবনে আর কোনদিন, আর কখনও পরিবার পরিজনসহ উঠে দাঁড়াতে পারবেন; এমনকি দরিদ্র হলেও পারবেন কি আগের মত ঠিক একই রকমের দরিদ্র অবস্থাতেও ফিরতে? গ্রাম-শহর নির্বিশেষে, বিশেষত গ্রামে, ঠিক এরকমটিই ছিলো মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অবস্থা। হিমালয় পর্বতে আরোহণ করা যায়, সমুদ্রের তলদেশেও পৌঁছানো যায়, রকেটে করে চাঁদসহ বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে যাওয়া সম্ভব কিন্তু সর্বস্বান্ত ঐ কৃষককের মাজা সোজা করে উঠে দাঁড় করানোর পথ-পদ্ধতি আছে কি? অন্তত প্রচলিত উন্নয়ন-অর্থনীতি শাস্ত্রে নেই। আর এ প্রায়-অসম্ভব, অতীত অভিজ্ঞতাহীন, দুরূহ এ প্রয়োগিক বাস্তব দায়িত্বটিই নিতে হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে।

লেখচিত্র ১: ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জি ডি পি)-এর প্রবণতা (বর্তমান বাজার মূল্যে, কোটি ডলারে)

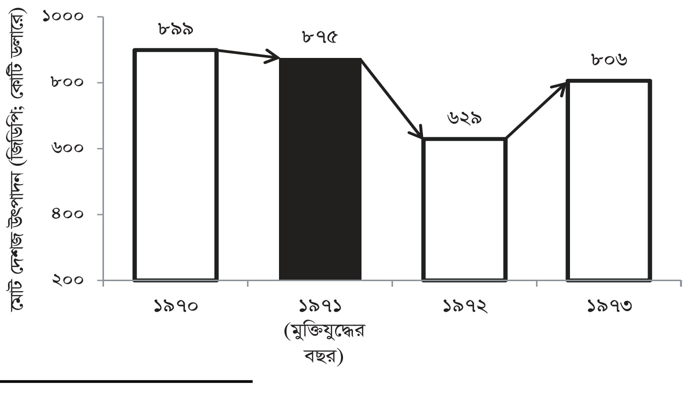

[১৫] এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেল টিক্কা খান স্পষ্টভাষায় তাদের হীন উদ্দেশ্যের কথা বলে দিয়ে ছিলেন: "মৃত্তি মাংতা আদমি নেহি" অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে শুধু মাটি টুকুই থাকবে– পোড়া মাটি, কোনো মানুষ থাকবে না। টিক্কা খান নাকি মুসলমান? অথচ ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মই বলে মানুষ হলো "আশরাফুল মাখলুকাত"– সৃষ্টির সেরা জীব; তুমি যা সৃষ্টি করতে পার না তা ধ্বংস করা পাপ; জীবে সেবা করিছে যে জন সে জন সেবিছে ঈশ্বর; জীব হত্যা মহাপাপ, ইত্যাদি। আর ইয়াহিয়া খান তো ছিলো তার ওস্তাদ। আরো এক কাঠি উপরে। তিনি বলেই বসলেন, পূর্ব পাকিস্তানে "আদমি নেহি মাংতা, মৃত্তি ভি নেহি" অর্থাৎ পোড়া মাটি তো নয়ই, কোনো মানুষই থাকতে পারবে না।

যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসন, পুনর্গঠন, পুনঃনির্মাণ-নির্মাণ কর্মকাণ্ড যে কি মাত্রায় জটিল ছিল এ বিষয়ে অনুল্লিখিত ও স্বল্পগবেষিত কয়েকটা বিষয় বলা জরুরি। বিষয়সমূহ এ রকম। একদিকে জনসংখ্যা বেশি হবার পরেও পাকিস্তানের স্বৈর- সেনা-সামন্ত-আধাঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় কম (যা আগেই উল্লেখ করেছি) আর অন্যদিকে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত সকল ধরনের অর্থনৈতিক অবকাঠামো (রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভাট, বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য) এবং পারিবারিক অবকাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্তিসহ (প্রায় ৩ কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত হন[১৬]) ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হবার ফলে কৃষি-শিল্পে মেহনতি মানুষের সংখ্যা হ্রাস পায় যার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান আমলের বৈষম্যজনিত কারণে পূর্ব পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত স্বল্প জিডিপি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে স্বল্পতর হয়ে পড়ে (দেখুন: লেখচিত্র ১)

শুধু তাই নয়– যে বিষয়টি এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট মাত্রায় অনুল্লিখিত, স্বল্প গবেষিত ও অবিশ্লেষিত রয়েই গেছে তাহলো মুক্তিযুদ্ধে যে ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হলেন তারা আসলে কারা, কোন শ্রেণি-পেশার, কোন বয়সের, গ্রামের কতজন আর শহরের কতজন? আমার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যে ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হলেন তাদের মধ্যে কমপক্ষে ২৫ লক্ষ হবেন গ্রামের মানুষ। আর বাদবাকী ৫ লক্ষ শহরের ছাত্র-যুবক-কারখানার শ্রমিকসহ অন্যান্য বিভিন্ন পেশার মানুষ[১৭]। একেবারেই স্বল্প গবেষিত অথবা আমার জানামতে আদৌ গবেষিত নয় এবং তথ্য-উপাত্তের নিরিখে একেবারেই আমাদের অজানা আরো একটি বিষয় আছে। আর তা হলো গ্রামের যে ২৫ লক্ষ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষক পরিবারের মানুষ এবং যাদের আনুমানিক গড় বয়স হবে ২৫ বছর (অধিকাংশ ২০ থেকে ৫০ বছর বয়স্ক)। এর অর্থ– মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হবার কারণে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো সক্রিয় কৃষি শ্রমশক্তির (active labour force in agriculture) এক বৃহৎ অংশ যা প্রতিস্থাপনের ক্ষমতা কারো নেই। আর তাদের মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কৃষি নির্ভর দেশে কৃষকের অভাবে কৃষিকাজ নিশ্চিতভাবেই বিঘ্নিত হল। এখানেই শেষ নয়। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে যে তরতাজা যুবকটি ২৫ বছর বয়সে আত্মত্যাগ করলেন-শহিদ হলেন তিনি তো জীবিত থাকলে দেশের অর্থনীতি ও সমাজে কমপক্ষে আরো ৩৫-৪০ বছর অবদান রাখতে পারতেন। এ ক্ষতির মূল্য কত?[১৮] যে মানুষটি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হলেন অথবা চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেলেন তার পরিবারের সংশ্লিষ্ট ক্ষতি-মূল্য (ক্ষতি-মূল্য বলতে **price** of loss or damage বললে ভুল হবে, বলতে হবে **value** of loss or damage) কত এবং কত ধরনের? সবকিছু মিলে শুধু মোট দেশজ উৎপাদনই (জিডিপি) কমলো না, জিডিপি বৃদ্ধির হারও কমে গেলো (দেখুন, লেখচিত্র ২)। অর্থাৎ এককথায় মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে জিডিপি কমলো, আর সেই সাথে জাতীয় সম্পদ (National

---

[১৬] দেখুন: জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে ১৯৭২ সালের ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।

[১৭] উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-এর সমসাময়িক সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৯২ শতাংশ ছিল গ্রামে বসবাসরত মানুষ আর বাদবাকী মাত্র ৮ শতাংশ ছিলো শহরের মানুষ।

[১৮] তবে সময় আসবে যখন মুক্তিযুদ্ধে আমাদের এ ক্ষতির মূল্য পাকিস্তানকে পরিশোধ করতে হবে। কারণ সভ্য সমাজে দেরিতে হলেও ঐতিহাসিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়– সেটাই ইতিহাসের বিধি। যারা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন তাদের বলবো আজ থেকে ২০ বছর আগে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্ভাবনার কথা ভাবুন।

Wealth) ও জাতীয় স্টক (National Stock) হ্রাস পেলো। এ অবস্থায় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে পুনর্বাসন, নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ, গঠন-পুনঃগঠন সংশ্লিষ্ট কর্মযজ্ঞ নিঃসন্দেহে সহজ কোনো বিষয় ছিলো না। দূরদর্শী দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু অভূতপূর্ব কঠিন এ কাজটি শুরু করলেন। জাতি-রাষ্ট্র গঠনে শুরুটা ছিল যেমন জরুরি তেমনি এ ছিল অসম্ভব দুরূহ এক কর্মযজ্ঞ।

লেখচিত্র ২: ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জি ডি পি)-এর প্রবণতা (২০০০ সালের স্থির মূল্যে, কোটি ডলারে)

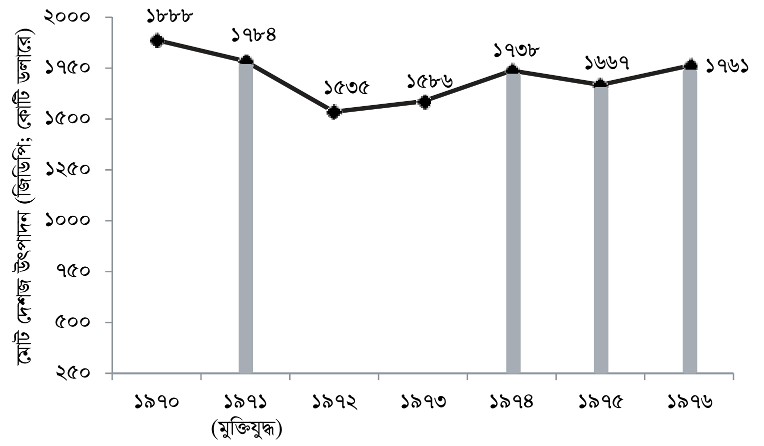

বঙ্গবন্ধু– যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মানুষের পুনর্বাসন; অর্থনীতি, সমাজ, সরকার ও জাতি-রাষ্ট্র গঠন-পুনর্গঠন, পুনঃনির্মাণ-বিনির্মাণসহ পর্বতসম যে গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন এ প্রসঙ্গে আরো দুটি গুরুত্ববহ বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। বিষয় দুটো হলো (১) ১৯৭১-এর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কি প্রচলিত অর্থের যুদ্ধ ছিল? (২) যুদ্ধে বাংলাদেশে কি কি ক্ষতি, কত ধরনের ক্ষতি, কি মাত্রায় ক্ষতি হয়েছিলো এবং ক্ষয়-ক্ষতির ধরনভেদে ক্ষতি মূল্য কত? প্রথমত, আমাদের ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধ কোনো অর্থেই প্রচলিত অর্থের যুদ্ধ ছিল না। প্রচলিত অর্থের যুদ্ধ হলো আনুষ্ঠানিকভাবে একপক্ষ অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে– যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ ইত্যাদি। এর বিপরীতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী: পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলিতে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের হাতে সরকার গঠনের ক্ষমতা না দিয়ে নয়া উপনিবেশিক পাকিস্তানি সেনাশাসকেরা আমাদেরই উপর চাপিয়ে দেয় যুদ্ধ; যুদ্ধটি আমাদের জন্য ছিলো আত্মরক্ষার যুদ্ধ; যুদ্ধটি ছিলো অন্যায়-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ, অধিকার আদায়ের যুদ্ধ; যুদ্ধটি রূপান্তরিত হয়েছিলো জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে (National Liberation War)। অন্তত দুটো কারণে এ কথাগুলো বলা জরুরি: (১) আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা কখনও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিনি; উল্টোটা সত্য– পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিলো, এবং (২) যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈর সেনা শাসকেরা আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল (বললো "জং জারি হ্যায়") এবং যেহেতু সে যুদ্ধে তারা পূর্ব পাকিস্তানের বর্ণনাতীত ক্ষয়-ক্ষতি করেছে সেহেতু চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতিসমূহ তাদেরকেই পূরণ করতে হবে– কোনো না কোনো দিন। যে ক্ষয়-ক্ষতির আংশিক হিসেব উপরে উল্লেখ করেছি আর নীচে এ বিষয়ে যে বর্ণনা-বিশ্লেষণ দিচ্ছি এসবের অনেক কিছুই হয়তোবা

অসম্পূর্ণ; প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতির অংশ মাত্র। যে কারণে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সামগ্রিক ও বহুমুখী ক্ষয়-ক্ষতির ও ক্ষয়-ক্ষতির মোট মূল্যমান নিরূপণে পূর্ণাঙ্গ নির্মোহ গবেষণা নৈতিক-ঐতিহাসিকভাবেই খুব জরুরি বলে আমি মনে করি। তবে পাশাপাশি এটাও মনে করি যে অনেক ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি আছে যা অপূরণীয়-অপরিমেয় এবং যার অর্থমূল্য নিরূপণ দুরূহ।

আসা যাক দ্বিতীয় বিষয়ে। অর্থাৎ পাকিস্তানি সেনাশাসকরা আমাদের উপর ১৯৭১ সালে যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিলো তার ফলে ৯ মাসে (মার্চ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত) আমাদের অর্থনীতি ও সমাজে কি কি ক্ষতি হলো, কত ধরনের ক্ষতি হলো, এবং ধরন অনুযায়ী ক্ষতি মাত্রা কত? আর ক্ষয়-ক্ষতির ধরনভেদে অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবারে তার প্রত্যক্ষ অভিঘাতের স্বরূপ কি? ঐসব ক্ষয়-ক্ষতির হিমালয় পর্বতসম বোঝা ঘাড়ে নিয়ে রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু দেশ গঠনের কাজ শুরু করলেন। ক্ষয়-ক্ষতি যা হলো সেসবের প্রকৃত মর্মবস্তু নিম্নরূপঃ

ক) ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হলেন যা ১৯৭১ সালে মোট জনসংখ্যার ৪ শতাংশ অর্থাৎ প্রতি ২৫ জনে ১ জন শহিদ (যাদের অধিকাংশের বয়স ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে; আর গড় বয়স হবে ২৫ বছর)। এ ক্ষতি বংশ পরম্পরা; এ ক্ষতি শহিদ পরিবারের আর্থিক ও মানসিক বিপর্যয় ঘটালো। এ ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ও সামাজিক মূল্য-অর্থমূল্য নিরূপণ অসম্ভব। এ ক্ষতি অপূরণীয়-অপরিমেয়।

খ) সরকারি হিসেবে ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানি হলো। আসলে এ সংখ্যাটি হবে আরো অনেকগুণ বেশি– আমার হিসেবে কমপক্ষে ১০ লক্ষ[১৯] যা ১৯৭১ এর মোট নারী জনসংখ্যার (৩ কোটি ৬০ লক্ষ) প্রায় ৩ শতাংশ অর্থাৎ বয়স নির্বিশেষে প্রতি ৩৩ জন নারীর

---

[১৯] মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী এবং/অথবা তাদের এদেশিয় দালাল-দোসর কর্তৃক ধর্ষিত-ইজ্জতহারা-সম্ভ্রমহারা হতদরিদ্র ১৬ জন প্রবীণ নারীকে কুড়িগ্রাম সদরের উপকণ্ঠের ৪টি গ্রামে (কালে, নীলকণ্ঠ, পলাশবাড়ী, মুকতারাম) রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন জনতা ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায় তাদের দরিদ্রাবস্থা নিরসনের ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে গত ২২ মে ২০১৪ তারিখে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা দিতে গিয়েছিলাম (এ হলো মুক্তিযুদ্ধের ৪৩ বছর পরে ৭১-এ ইজ্জতহারা-সম্ভ্রমহারা নারীর পুনর্বাসন!)। একই সাথে ঐ ৪টি গ্রামে পাকবাহিনী ও তাদের দালাল-দোসর (রাজাকার, আলবদর, আল শামস, শান্তি কমিটি) কর্তৃক ইজ্জতহানি ও ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে একটি র‍্যাপিড সার্ভে (দ্রুত জরিপ) মূলক গবেষণা পরিচালনসহ এলাকাবাসিদের সাথে কথাবার্তা বলে যে সংখ্যা পেলাম তাহলো ১৯২ জন। অর্থাৎ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত-সম্ভ্রমহারা-ইজ্জতহারা নারীর সংখ্যা ঐ চারটি গ্রামে ১৬ জন নয়, প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়ে ১২ গুণ বেশি। আমরা এও উদঘাটন করলাম যে সামাজিক, পারিবারিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন কারণে প্রকৃত ধর্ষিত-সম্ভ্রমহানির শিকার নারীদের ৮৪ শতাংশ অমানবিক ইতিহাসের জঘন্যতম এ বিষয়টি গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছেন। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেই নেই যে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কুড়িগ্রামের ঐ চারটি গ্রামে পাকবাহিনী আর তাদের দালাল-দোসররা নারীদের সম্ভ্রমহানি-ধর্ষণ-ইজ্জতহানি দ্বিগুণ বেশি মাত্রায় ঘটিয়েছিলো সেক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি কোনোভাবেই ২ লক্ষ হবে না, তা হবে কমপক্ষে ১০ লক্ষ। সংশ্লিষ্ট বিধায় এ বিষয়ে আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা হিসেবে উত্থাপন প্রয়োজন বোধ করি যে '৭১এর মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যে ১০ লক্ষ (আমার হিসেবে) মা-বোন পাকবাহিনী ও তাদের দালাল-দোসর কর্তৃক ধর্ষিত হলেন, যাদের ইজ্জত-সম্ভ্রমহানী হলো তাদেরকে "বীরাঙ্গনা" হিসেবে অভিহিত করা অন্তত আমাদের পিতৃতান্ত্রিক, প্রগতিহীন, ধর্মীয় কুসংস্কারপূর্ণ সমাজে সঠিক নয়; তা পূর্ণমাত্রায় অযৌক্তিক। বাংলাভাষা তো এতো দুর্বল ভাষা নয়? আমাদের এসব মা-বোনদের (প্রস্তাব হিসেবে বলছি) কেন "বীর নারী মুক্তিযোদ্ধা" অথবা "বীর মুক্তিযোদ্ধা" অথবা সমজাতীয় কোনো অভিধায় অভিহিত করা হচ্ছে না। কোন অধিকারে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত, সম্ভ্রমহানীর শিকার আমাদের মা-বোনদের সবার সামনে সমাজে হেয় করছি? পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর তার দোসররা অনেকেই তো ছিল সমকামী; তারা তো অনেক পুরুষকেও ধর্ষণ করেছে– একথা তো মিথ্যা নয়। সেক্ষেত্রে ধর্ষিত পুরুষদের সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করতে কি শব্দ-অভিধা ব্যবহার করবেন এবং করেন না কেনো?

একজন ধর্ষণ-ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার হয়েছেন। আমাদের এই ১০ লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষণসহ সম্ভ্রমহরণ ও ইজ্জতহানির ক্ষতি-মূল্য কত? এতো গেলো ধর্ষিত-ইজ্জতহারা-সম্ভ্রমহারা নারীর সংখ্যাগত (অর্থাৎ just number of women) দিক। আমরা জানি পাকিস্তানি বর্বর-অসভ্য সেনাবাহিনী আর তাদের এদেশিয় দালাল-দোসর 'রাজাকাররা' নারীর সম্ভ্রমহানি-ইজ্জতহানির মত বর্বরতম এ কাজটা করেছিল হয় তাদের ক্যাম্পে, না হয় তাদের দালাল-দোসরদের বাড়িতে অথবা কোনো স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালতে অথবা ইজ্জত-সম্ভ্রমহারা মা-বোনের বাড়িতেই, অথবা এসবের একাধিক স্থানে। যে প্রশ্নটি আমার জানা মতে এ পর্যন্ত কেউই উত্থাপন করেননি তাহলো ১০ লক্ষ নারী ধর্ষণ-সম্ভ্রমহারা-ইজ্জতহারা হলেন কিন্তু কতবার-কত দফা (অর্থাৎ number of incidents) আমাদের এই মা-বোনেরা ধর্ষণ-ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার হয়েছেন। এ হিসাব কেউই করেননি। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মা-বোনেরা ধর্ষিত হলেন, ইজ্জতহানীর শিকার হলেন, সম্ভ্রম হারালেন এ বিষয়ে সংখ্যাগত দিক নিয়েই যখন তেমন কোনো গবেষণাই হয়নি (অথবা এ নিয়েও এখনও যথেষ্ট কুটতর্ক চলে) তখন মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে মোট কতদফা-কতবার ঐ জঘন্যতম হিংস্র ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে গবেষণার প্রশ্নই উঠে না। অজানা কোন কারণে এ বিষয়ের গবেষণা আমরা সযত্নে এড়িয়ে গেছি। সমাজ গবেষক, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক, ইতিহাস রচয়িতারা এ বিষয়ে দেশ-জাতি-সমাজের কাছে তাদের দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে আমি কুড়িগ্রামে ৪টি গ্রামসহ (কালে, নীলকণ্ঠ, পলাশবাড়ী, মুকতারাম) অন্যান্য জেলার কয়েকটি গ্রামে দ্রুত জরিপে (rapid survey) যা পেয়েছি সেই হিসেবে ধর্ষণ-ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার মোট মা-বোনদের সংখ্যা হবে ১০ লক্ষ আর মোট দফা হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ দফা বা বার। এসব মা-বোনেরা পরবর্তীকালে সামাজিক, পারিবারিক ও মনস্তাত্বিকভাবে কি অবস্থায় দিনাতিপাত করেছেন এবং করছেন? এর তো বংশপরম্পরা প্রভাব-অভিঘাত আছে? সামাজিক বঞ্চনাসহ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এমন কি কোনো বিশেষায়িত শাখা প্রশাখা আছে যা এ ধরনের ক্ষতির মূল্যমান ও প্রকৃত অভিঘাত নিরূপণ করতে পারে? আমার জানামতে নেই। তবে সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ইতিহাসটা জানা জরুরি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আন্তঃবিষয়ক বহুশাস্ত্রীয় (multidisciplinary) গবেষণা কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া জরুরি। ঐতিহাসিক কারণেই এ গবেষণা হতে হবে রাষ্ট্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং এ কাজে দেরি করা আদৌ সমিচিন হবে না।

গ) মুক্তিযুদ্ধে ৪৩ লক্ষ ঘরবাড়ি (অর্থাৎ প্রতি পাঁচটি বাড়ির একটি বাড়ি) পূর্ণ অথবা আংশিক জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মিভূত করা হলো; ৩ কোটি মানুষকে সর্বস্বান্ত করা হলো (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ)। কমপক্ষে ১ কোটি নিরিহ মানুষকে (অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ১৩.৩ শতাংশ) দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হলো (যারা ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলো) এবং লুণ্ঠন করা হলো তাদের ফেলে যাওয়া সব সম্পদ আর সাথে নেয়া সম্পদ লুট করা হলো ভারত যাবার পথে বাংলাদেশের মাটিতেই, আর যারা দেশের ভিতরে থেকে গেলেন তাদের ব্যাপকাংশ হলেন পাকসেনা ও তাদের দোসরদের হরিলুটের শিকার[২০]। কি দোষ এসব নিরীহ মানুষের? দোষ একটাই– কেন তারা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক? আরো বড়

[২০] এখানে উল্লেখ্য যে এই হরিলুটের একাংশই কিন্তু পরবর্তীকালে মৌলবাদের অর্থনীতি বিনির্মাণে জামায়াতে ইসলাম কর্তৃক পুঁজির আদি সঞ্চয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি, জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা ২০১২, ঢাকা: ২৬ জুন)।

দোষ– কেন তারা “জয় বাংলা” স্লোগান দেন? তার চেয়েও বড় দোষ– কেন তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা মানেন? তাদের তো জাতির পিতা হবার কথা জনাব কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব!

নিরীহ মানুষের সারা জীবনের সঞ্চিত শ্রমে গড়া ৪৩ লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে ৩ কোটি মানুষকে সর্বস্বান্ত করা, আর ১ কোটি শরণার্থীসহ কয়েক কোটি মানুষকে নিঃস্ব মানুষে রূপান্তরের অর্থমূল্য কত এবং এসবের বংশপরম্পরা প্রভাব-অভিঘাত কত ধরনের? মুক্তিযুদ্ধ ৪৩ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে এখনও পর্যন্ত এসব আমাদের অজানাই রয়ে গেলো! পাকিস্তানকে এসবের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনাসহ সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ নিয়ে দেশে নতুন করে আন্দোলন-সংগ্রামসহ বিশ্বব্যাপি মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা আমাদের ঐতিহাসিক নৈতিক দায়িত্ব।

ঘ) মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী নিধন (২৫-২৬ মার্চ– দার্শনিক জে সি দেবসহ অন্যান্য), শেষের দিকে (যেমন, বিজয়ের ২ দিন আগে, ১৪-১৬ ডিসেম্বর) এমনকি পরবর্তী সময়ে জহির রায়হানসহ অনেককে হত্যা-গুম এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অসংখ্য শিক্ষক হত্যা– বিষয়টি এককথায় স্বাধীন বাংলাদেশকে পরিকল্পিতভাবে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। এ ক্ষতি অপূরণীয়-অপরিমেয়-অপরিশোধেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানিদের এ পরিকল্পনাটি মুক্তিযুদ্ধের ৪০ বছর পরেও যে বহাল আছে (হয়তো রূপ পরিবর্তন হয়েছে) তার অনেক প্রমাণ আছে, যার মধ্যে অন্যতম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের হত্যা। আমার ধারণা অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে মেধাশূন্য করার প্রক্রিয়া জোরদার হবে। মৌলবাদের শক্ত অর্থনৈতিক ভিত, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও তাদেরই সশস্ত্র জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের সরব উপস্থিতি এসব সম্ভাবনা প্রমাণে যথেষ্ট।

ঙ) জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পোড়া মাটিতে রূপান্তর করা হলো ১৮ হাজার প্রাইমারি স্কুল, ৬ হাজার হাইস্কুল ও মাদ্রাসা, ৯০০ কলেজ ভবন। বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যত বন্ধ করে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য বাংলাদেশে মানব সম্পদ সৃষ্টির প্রধান উপাদান শিক্ষাকে নির্মূল করা। এ ক্ষতির আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষতি-মূল্য কত? স্কুল-কলেজ জ্বালাও-পোড়াও ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে পাক-বাহিনী আরো ভিন্ন ধরনের ক্ষতিও করেছে– যা আজ পর্যন্ত অনুদঘাটিতই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী জিয়াউর রহমানের সরকারের আমলে শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত গোপন একটি প্রতিবেদনে মুক্তিযুদ্ধের আগের বছরের তুলনায় (১৯৬৯-৭০) মুক্তিযুদ্ধের বছরে (১৯৭১) বিভিন্ন স্তরের ও ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং সেইসাথে ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (enrolment) সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত দেয়া হয়েছে।[২১] ঐ প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে (১৯৭১ সাল) মুক্তিযুদ্ধের

[২১] গোপন ঐ প্রতিবেদনটির শিরোনাম “Annual Report on Public Instruction for the Year 1970-71”, গোপনীয় (Confidential, for official use only)। প্রতিবেদনটির প্রকাশক হিসেবে উল্লেখ আছেঃ Education Directorate, People’s Republic of Bangladesh. গোপনীয় এ প্রতিবেদনটির প্রকাশকাল ১৯৭৮ সাল। আবারো স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন (গোপনীয়) প্রকাশকাল ১৯৭৮ সাল; ক্ষমতার মসনদে জিয়াউর রহমান। একদিকে রিপোর্টটির তথ্য প্রকৃত সত্যকে

আগের বছরের তুলনায় মূলধারার সকল ধারার সকল স্তরের স্কুল-কলেজের সংখ্যা এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিশেষ করে ছাত্রী সংখ্যা কমেছে, আর বেড়েছে মাদ্রাসার সংখ্যা বিশেষ করে হাফিজিয়া ও ফোরকানিয়া কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা এবং ঐসব মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা। ১৯৭১ সালে ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় সব ধরনের মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা কমেছে ৫৭ শতাংশ (২,৬৯৫ থেকে দাঁড়িয়েছে ১,৭৭৪টিতে); প্রাথমিক পর্যায়ের মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা কমেছে ১২৯ শতাংশ; জুনিয়র মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা কমেছে ১২.৪ শতাংশ আর ছাত্রী সংখ্যা কমেছে ২২ শতাংশ; মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমেছে ৭ শতাংশ (মোট ৮৬,১৭৮); নবম ও দশম শ্রেণিতে ছাত্র সংখ্যা কমেছে ১৪.২ শতাংশ আর ছাত্রী সংখ্যা কমেছে ১৮.৬ শতাংশ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা কমেছে ৩৭ শতাংশ আর ছাত্রী সংখ্যা কমেছে ৪০ শতাংশ। শুধুমাত্র বেড়েছে মাদ্রাসার সংখ্যা। আর কওমি মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে ৪৯ শতাংশ। আগেই বলেছি যে, যে প্রতিবেদনে এসব তথ্য-উপাত্ত দেয়া হয়েছে প্রতিবেদনটি জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৮ সালে প্রণীত কিন্তু গোপন এবং অপ্রকাশিত। এসব তথ্য-উপাত্ত যা নির্দেশ করে তাহলো মুক্তিযুদ্ধের সময় মেয়েরা প্রধানত দুটো কারণে স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করেছিলো (১) ভীতি ফ্যাক্টর: পাক-বাহিনী ও তাদের দালাল-দোসরদের হাতে পড়ে ইজ্জত-সম্ভ্রমহানির ভীতি, (২) মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তান সরকার আদর্শগতভাবেই ছিল নারী শিক্ষা বিরোধী। আর ছেলেরা যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করলো তার প্রধান দুই কারণ হলো: (১) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, (২) ভীতি ফ্যাক্টর যে কখন কোথা থেকে ধরে নিয়ে গুলি করে মারে। আর এ সবের পাশাপাশি যে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যার দ্রুত উত্থান ঘটলো তার পিছনে প্রধান কারণ হলো ঐসব ছাত্রদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দালাল-দোসর সৃষ্টির কারখানা বানিয়ে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ব্যবহার করা।

চ) মুক্তিযুদ্ধের সময় ৩ হাজার অফিস ভবন ধ্বংস করা হয়। কি দোষ এসব অফিস ভবনের যে অফিস ২৩ বছর ধরে মূলত পাকিস্তানিদের সেবা করেছে? তবুও ধ্বংস করা হলো, সম্ভবত শুধু এ কারণেই যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনে অফিস নামক বাড়ি-ঘর যেন না থাকে।

গোপন করেছে (অন্তত ১৯৭১ সালে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা জোর করে বেশি দেখানো হয়েছে তার পরও সত্যের প্রবণতা লুকানো সম্ভব হয়নি) অন্যদিকে তখন (১৯৭৮ সালে) জিয়াউর রহমান রাজাকার পুনর্বাসনে ব্যস্ত বিধায় মন্ত্রীসভায় রিপোর্টটি কখনও উপস্থাপন করা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী সময় থেকেই আমরা মোটামুটি খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছি যে দেশে দু'ধরনের মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন– প্রথম ধরন হলো ‘স্বেচ্ছায় মুক্তিযোদ্ধা’ (Freedom Fighter by Choice) আর দ্বিতীয় ধরনটি হলো “ঘটনাচক্রে মুক্তিযোদ্ধা” (Freedom Fighter by Chance)। জিয়াউর রহমান ছিলেন দ্বিতীয় ধরনের মুক্তিযোদ্ধা। এখানে সঙ্গত কারণেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে দেশের ৯৯ শতাংশ মানুষই ছিলেন হয় প্রত্যক্ষ-সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা অথবা নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা অথবা সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা অথবা মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহানভূতিশীল মানুষ– এরা সবাই মুক্তিকামি মানুষ, মুক্তিযোদ্ধা। আর বড়জোর ১ শতাংশ মানুষ হবেন পাক-বাহিনীর দালাল-দোসর অথবা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল– এদের সবাইকে এককথায় ‘রাজাকার’ বলা হয়। যে কারণে আমি মনে করি একবার রাজাকার মানে সারাজীবন রাজাকার, আর একবার মুক্তিযোদ্ধা মানে সারাজীবন মুক্তিযোদ্ধা নাও হতে পারে (Once Rajakar– Rajakar forever, once Muktijuddha may not be Muktijuddha forever)। জিয়াউর রহমান-মুশতাক-তাহেরউদ্দিন ঠাকুর-মাহবুবুল আলম চাষী ওরা তো ১৯৭১ এ ‘মুক্তিযোদ্ধা’ ছিলেন, আর পরে করলেনটা কি? যার নাম নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করলেন সেই জাতির পিতাকেই তারা হত্যা করলেন! পাশাপাশি এ প্রশ্ন সঙ্গত যে, রাজাকার-আলবদর-আল শামস-শান্তি কমিটির কেউ কি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিগত চার দশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণে সচেষ্ট হয়েছেন? হননি, হবেন না।

ছ) গ্রামের ১৯ হাজার হাট-বাজার পুড়িয়ে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য হল গ্রামের অর্থনীতিতে পণ্য বেচা-বিক্রি বন্ধ করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়া। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে পণ্য বিনিময় দীর্ঘ দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে একদিকে যেমন মানুষ অর্থকষ্টে ভুগবেন ফলে তাদের পাকিস্তানিদের দালাল-দোসর হবার সম্ভাবনা বাড়বে, আর অন্যদিকে দেশজ উৎপাদন-বণ্টন-বিনিময় ব্যবস্থাটাই অকেজো হয়ে পড়বে। ধ্বসে যাবে অর্থনীতির মেরুদন্ড।

জ) মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাতেই খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় বন্ধ ছিল বলা চলে। পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের পদলেহি রাজাকার-দালালরা গ্রামের মানুষের কয়েক লক্ষ হালের বলদ ও গাভী জবাই করে গোশত খেয়েছে। আর গবাদি পশুর অভাবহেতু দেশের কোনো কোনো এলাকায় সুযোগ আর ইচ্ছে থাকলেও কৃষক হাল চাষ করতে পারতো না। তা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ১৯ হাজার হাট-বাজার পুড়িয়ে দেয়াসহ কৃষকের আয়-উপার্জন ব্যাহত হওয়ায় কৃষকের হাতে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করে চাষাবাদ করার মত কোনো টাকা-পয়সাও ছিল না। এর পাশাপাশি এ কৃষককুলের একাংশ যেমন একদিকে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেছে আর প্রায় সবাই (কয়েকটি রাজাকার-শান্তিকমিটির দালাল বাদে) তাদের পরিবারের ভোগের জন্য যে যৎসামান্য খাদ্য মজুত ছিল তা দেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের স্বেচ্ছায়-সচেতনভাবেই সরবরাহ করে নিজেরা রিতিমতো উপোস করেছে অথবা অর্ধ্বভুক্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করেছে। আমার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে স্বেচ্ছায় সহায়তাকারী দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত এসব কৃষকের সংখ্যা হবে তৎকালীন গ্রামীণ জনসংখ্যার কমপক্ষে ৯৫ শতাংশ মানুষ অর্থাৎ ৬ কোটি ২০ লাখ মানুষ (গ্রাম-শহর মিলে সারা দেশের জনসংখ্যা যখন ৭ কোটি ৯ লাখ)[২২]। কৃষিসহ খাদ্যশস্যের সার্বিক চিত্র যা তুলে ধরলাম তার পুর্ণাঙ্গ রূপ দিতে যা যোগ করতে হবে তা হলো: মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একদিকে খাদ্যশস্য উৎপাদন চরমভাবে বিঘ্নিত হলো, আর অন্যদিকে পাকহানাদার বাহিনী পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে তাদের 'পোড়ামাটি নীতি' বাস্তবায়নে সরকারি গুদামের মজুদ খাদ্যশস্য, শস্যবীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ এবং চাষের মাঠের গভীর ও অগভীর নলকূপ ধ্বংস করে দিলো। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে বাংলাদেশের গ্রাম যে অবস্থায় এসে দাঁড়ালো তা হলো নিদেনপক্ষে এরকম: গ্রামের মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হলো, চাষাবাদের উপকরণ ধ্বংস হয়ে গেলো, এবং আগেই যা বলেছি মুক্তিযুদ্ধে শহিদ অথবা পঙ্গুত্ববরণের কারণে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট পরিবারে অপরিমেয়-অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি হলো তাই নয় ক্ষয়-ক্ষতিটা হলো বংশপরম্পরা। এসবই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বছরে (১৯৭১) মুক্তিযুদ্ধের আগের বছরের (১৯৭০)

[২২] ১৯৭১ এ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিলো ৭ কোটি ৯ লক্ষ যার মধ্যে গ্রামের জনসংখ্যা ৬ কোটি ৫২ লক্ষ (অর্থাৎ তৎকালীন জনসংখ্যার প্রায় ৯২ শতাংশ)। গ্রামের জনসংখ্যার কমপক্ষে অর্ধেক অর্থাৎ ৩ কোটি ২৬ লক্ষই ছিলেন ভূমিহীন-নিঃস্ব মানুষ। এসব ভূমিহীন-নিঃস্ব মানুষের অনেকেই সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, আর বাদবাকিরা প্রায় সবাই মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন– যে যেভাবে পেরেছেন। গ্রামের মানুষ তো বটেই শহরের মানুষও গুটি কয়েক পাকিস্তানি দালালের ভয়-ভীতি-জ্বালাতনে লো–ভলিউমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আর বিবিসি-র সংবাদ শুনেছেন। 'জয় বাংলা' শ্লোগানে উজ্জীবিত হয়েছেন। নারী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিজ সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠালেও মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের মা-বাবা সৃষ্টিকর্তার কাছে যত না নিজ সন্তানের জন্য তার চেয়ে ঢের বেশি প্রার্থনা করেছেন পাকিস্তানের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধুর জন্য। গ্রামের এসব মানুষ নিঃস্বার্থভাবে এসব করেছেন শুধুমাত্র দেশ স্বাধীন করার জন্য কিন্তু তারা কেউ জানতেন না কি উপায়ে দেশ স্বাধীন হবে, কবে দেশ স্বাধীন হবে।

তুলনায় এবং মুক্তিযুদ্ধের বছরের তুলনায় মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছর মোট দেশজ উৎপাদন হ্রাস করলো (লেখচিত্র ১ ও ২)।

ঝ) মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক-বিস্তৃত-সর্বাত্মক ধ্বংসের কারণে ১৯৭০ সালের তুলনায় ১৯৭২ সালে মোট দেশজ উৎপাদন ৩০ শতাংশ হ্রাস পেলো। লেখচিত্র ১ স্পষ্ট দেখায় যে ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট দেশজ উৎপাদন (বর্তমান বাজার মূল্যে জিডিপি) ছিলো ৮৯৯ কোটি ডলার যা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থায় ১৯৭২ সালে কমে দাঁড়ালো ৬২৯ কোটি ডলারে। তবে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অগ্রাধিকারভিত্তিক পদেক্ষেপের কারণে মোট দেশজ উৎপাদন বাড়তে থাকলো, যেমন ১৯৭৩ সালে, বর্তমান বাজার মূল্যে তা গিয়ে দাঁড়ালো ৮০৬ কোটি ডলারে। ইতোপূর্বে লেখচিত্র ২-এ ২০০০ সালের স্থির মুল্যে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত মোট দেশজ উৎপাদন প্রবণতা দেখানো হয়েছে। যেখানে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়: (১) মোট দেশজ উৎপাদন ১৯৭২ সাল থেকে বাড়া শুরু করেছে, (২) ১৯৭৫ সালে ১৯৭৪ সালের তুলনায় কমেছে, যা দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অচল করার দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল (মনে রাখা জরুরি যে ১৯৭৫ সালেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে), (৩) 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে ১৯৭৬ সালে মোট দেশজ উৎপাদন আবারো একটু বেড়েছে– ১৯৭৫-এ ছিলো ১,৬৬৭ কোটি ডলার আর ১৯৭৬ সালে ১,৭৬১ কোটি ডলার। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে অনৈতিক অর্থশাস্ত্রবিদ আর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অশুভ দেশি-বিদেশি রাজনীতিবিদেরা কেউ হয়তো বলবে– "দ্যাখো বঙ্গবন্ধু নেই আর সেজন্যই মোট দেশজ উৎপাদন (১৯৭৬ সালে) বেড়ে গেলো"। নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে এ কথা শুধু যুক্তিহীনই নয় তা অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে বাধ্য। কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যার পরের বছর ১৯৭৬ সালে ১৯৭৫ সালের তুলনায় দেশজ উৎপাদনের যতটুকু বৃদ্ধি (লেখচিত্র ২) দেখা যাচ্ছে তা আসলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সে সবেরই পুঞ্জীভূত ফল। এর বাইরে অন্য যেকোনো বিশ্লেষণ হবে অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিক, অসত্য এবং সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

ঞ) মুক্তিযুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর-দালালরা ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা, ১০ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রমহানি (যে সংখ্যাটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ২ লক্ষ বলা হয়– যা সত্য নয়), বুদ্ধিজীবী নিধনসহ গ্রামের স্কুল-কলেজ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, দেশের ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে নিঃস্বতর করে শুধুমাত্র যে মানব সম্পদের অপূরণীয়-অপরিশোধেয় বংশপরম্পরা ক্ষতি করে গেলো তাই নয় সেই সাথে ভৌত অবকাঠামোর (physical infrastructure) যে ক্ষয়-ক্ষতি তারা ৯ মাসে করেছে তা সময়ের নিরিখে মানব ইতিহাসে এক বর্বরতম-বিরল দৃষ্টান্ত। ভৌত অবকাঠামোর মৌল উপাদান রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ কোনো কিছুই পাকবাহিনীর ধ্বংস তালিকার বাইরে ছিল না। তারা ধ্বংস করলো ২৭৪টি ছোট-বড় সড়ক সেতু, ৩০০টি রেল সেতু, ৪৫ মাইল রেল লাইনের সম্পূর্ণ অংশসহ ১৩০ মাইল রেল লাইনের অংশ, রেল ইঞ্জিন ও বগি মেরামতের সকল কারখানা, ডুবিয়ে ধ্বংস করলো প্রায় ৩ হাজার মালবাহী নৌকাসহ মাল পরিবহনের সরকারি কার্গো, চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে মাইন পুতে বন্দর ব্যবহার অনুপযোগী করলো, বিমান বন্দরের রানওয়ে ধ্বংস করল, ঢাকার সাথে বিভিন্ন জেলা শহরসহ বিদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করল, যুদ্ধে হেরে যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ট্রাঙ্ককল ব্যবস্থা ও টেলিফোন সংস্থার নথিপত্র পুড়িয়ে দিল, সারা দেশের বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনসহ

অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করল ও বিদ্যুতের খুটি উপড়ে ফেলল। এ ছাড়াও বন্ধ করে দিল প্রায় সকল কলকারখানা। আর যুদ্ধে হেরে আত্মসমর্পণের ঠিক পূর্বমুহূর্তে আমাদের এখানকার ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত কাগজের নোটসহ নথিপত্র পুড়িয়ে দিল এবং ব্যাংকে গচ্ছিত সোনা লুট করল। সুতরাং স্পষ্ট যে 'পোড়ামাটি নীতি' বাস্তবায়নে মাত্র ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী আর তাদের এ দেশিয় দোসর-দালালরা এ দেশের মানবসম্পদ ও ভৌত সম্পদের যত ধরনের যত রূপের ক্ষয়-ক্ষতি-ধ্বংস সাধন করা সম্ভব সবকিছু করেছে– নির্বিচারে। পৃথিবীতে কোনো যুদ্ধে মাত্র ৯ মাসে একটি জাতির এত ধ্বংস কেউ এর আগে করেছে কিনা আমার সন্দেহ। সম্ভবত এত স্বল্প সময়ে মনুষ্য সৃষ্ট এত ধ্বংসের এটাই সবচে বিরল ইতিহাস। আর এ ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে হাত দিলেন, হাত দিলেন পুনর্বাসন, গঠন-পুনঃগঠন, নির্মাণ-পুনঃনির্মাণের দুরূহ কাজে, এবং শুরুটা করলেন বাংলার মানুষের প্রতি তার অগাধ-অকৃত্রিম আস্থা-বিশ্বাস-ভালবাসা-সহমর্মিতার উপর ভিত্তি করে তারই উদ্ভাবিত "দেশজ উন্নয়ন তত্ত্ব" প্রয়োগ করে। তিনি কি করলেন তা বলার আগে এতটুকু অন্তত বলা উচিত যে প্রায়-অসম্ভব এ কাজে তিনি সর্বসাকুল্যে সময় পেয়েছিলেন মাত্র ১,৩১৪ দিন (বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন-দিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ নৃশংসভাবে পরিবার-পরিজনসহ হত্যার শিকার হন)।

৪। বঙ্গবন্ধুর ১৩১৪ দিনঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি-সমাজের গঠন-পুনঃগঠন, পুনর্বাসন, নির্মাণ-পুনঃনির্মাণসহ 'সোনার বাংলার' ভিত গঠনে বঙ্গবন্ধু কি করলেন?

মহান মুক্তিযুদ্ধে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশিয় দালাল-দোসররা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের যে ক্ষয়-ক্ষতি করেছিলো– আগেই বলেছি তা শুধু অপূরণীয় ও অপরিমেয়ই নয়, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ, মাত্রা এবং প্রকৃতি যা তা থেকে মাত্র ১৩১৪[২৩] দিনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক উন্নয়নের এক নতুন দর্শন "স্বদেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন" (home grown development philosophy)। আর এ দর্শন বাস্তবায়নে তাকে দু'ধরনের বৃহৎ বর্গের কর্মকাণ্ড করতে হয়েছিলো। প্রথমটি, আশু-তাৎক্ষণিক-জরুরি প্রকৃতির এবং কিছুটা বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক-উন্নয়ন বিষয়ক; আর দ্বিতীয়টি, দেশের ভিতরে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজ পুনঃগঠন-পুনঃনির্মাণ-এর মাধ্যমে বলা যায়, জিরো অবস্থা থেকে শুরু করে মুক্ত-স্বাধীন দেশের অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতির উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তোলা। যা কোনো অর্থেই সহজ কাজ ছিলো না, কারো কারো মতে কাজটি ছিল অসম্ভব।[২৪]

---

[২৩] বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে আর তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত হিসেব করলে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন থেকে মোট সময় হয় ১৩১৪ দিন। আর যেহেতু ১৪ই আগস্ট দিবাগত রাত কাটিয়ে ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা হয় সেহেতু ১৫ই আগস্ট থেকে বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালন করতে পারেননি, সেই হিসেবে উল্লিখিত ১৩১৪ দিন হতে পারে ১৩১৩ দিন।

[২৪] এ প্রসঙ্গে ভারতীয় মেজর জেনারেল (অব.) উবান রচিত Phantoms of Chittagong: The "Fifth Army" in Bangladesh" গ্রন্থে লিখেছেন "এই যুদ্ধ বাংলাদেশকে ব্যাপক ধ্বংসের মধ্যে ফেলে রেখে গিয়েছিল। তার সকল শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য সম্পদ বিনষ্ট হয়েছিল। বিশ্বের সর্বোত্তম শুভেচ্ছাও যদি মেলে তবু বাংলাদেশের অর্থনীতির টলমলে অবস্থা ঠিক করে তুলতে এক দশক সময় লেগে যাওয়ার কথা ছিল" (গ্রন্থের অনুবাদক হোসাইন রিদওয়ান আলী খান, ২০১৪, পৃ: ১৪০, ঘাস-ফুল-নদী প্রকাশনা, ঢাকা)।

তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার (যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ শত্রু ছিলেন)-তো মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশকে 'তলাবিহিন ঝুড়ি' ('Bangladesh is a bottomless basket') আখ্যায়িত করে বলতে চেয়েছিলেন 'কথা তো শুনলে না, দেখি মুজিবুর রহমান সমাজতন্ত্রের নামে তোমাদের কোথায় নেয়'। এ দলে কিসিঞ্জার একা ছিলেন না। আমাদের প্রবীণ (জীবিত-প্রয়াত) অনেক অর্থনীতিবিদদের নমস্য তত্ত্বগুরু জাস্ট ফাল্যান্ড ও জে আর পারকিনসন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে রীতিমতো গুরুগম্ভীর এক পুস্তকই লিখে ফেললেন যার শিরোনাম "Bangladesh: The Test Case of Development" অর্থাৎ বাংলাদেশ-উন্নয়নের এক টেস্ট কেইস। যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় নিয়ে তারা এ উপসংহারে উপণীত হলেন যে উন্নয়নের তেমন কোনো সম্ভাবনা বাংলাদেশের নেই। ফাল্যান্ড ও পারকিনসন সাহেব ঐ গবেষণা গ্রন্থে যা বললেন তার সারকথা একরকম: "বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১ কোটি হলে ভাল হতো। কিন্তু জনসংখ্যা ৮ কোটি, তাও আবার ক্রমবর্ধমান। সে কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অবস্থা আরো খারাপ হতে বাধ্য (তাদের ভাষায় "certainly get worse, terribly worse")।...মানুষ নয় প্রকৃতিই বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করে।...বাংলাদেশের তেমন কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকলে আর জনসংখ্যা কম হলে বাংলাদেশের উন্নয়ন হয়তো বা সম্ভব হতো।...উপরন্ত আছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যা বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিকে পিছনের দিকে টানছে।...উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশের প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন। আর প্রতিবেশী দেশ ছাড়া বাংলাদেশের কোনো ভৌগলিক-স্ট্রাটেজিক গুরুত্ব নেই"[২৫]। তাদের বিশ্লেষণের শেষ কথাটি এরকম: "বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সফল হতে পারে তাহলে পৃথিবীর যে কোনো দেশই তা পারবে" (ফাল্যান্ড ও পারকিনসন, পৃ: ১৯৭)। আমার মতে ফাল্যান্ড ও পারকিনসন সাহেবের অর্থনৈতিক ভাবনা-দর্শনটি ছিলো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত : তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অনড়-স্থির (static) বিষয় হিসেবে দেখেছেন, প্রকৃত অর্থে উন্নয়ন যে নিয়ত পরিবর্তনশীল চলমান (dynamic) প্রক্রিয়া তা তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। এরকম পণ্ডিতের সংখ্যা কম ছিলো না যারা শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করেছেন। এসবের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের আগে, মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাধীনতা বিরোধী দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র তো ছিলোই। এক্ষেত্রে আমার একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ উল্লেখ না করলেই নয়; অবশ্য ভৌগলিক অথবা অন্যবিধ কোনো যুক্তি ব্যবহার করে যে কেউই আমার পর্যবেক্ষণের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেই পারেন (বিষয়টি আমি মুক্তচিন্তা ও তা প্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবেই দেখবো)। আমার ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণটি এরকম: ওরা সবাই 'সাদা' মানুষ; সাদারাই কালো মানুষের দেশে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে শত শত বছর ধরে তাদের উপর অন্যায়, অবিচার, শোষণ, অমানবিক অত্যাচার, নির্যাতন, নিবর্তন করেছে। যে কারণে দেখা যায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আফ্রিকার মুক্তিকামী কালো মানুষ আর ল্যাটিন আমেরিকার অ-সাদা মানুষদের অগাধ সহানুভূতি। অবশ্য এ কথাও উল্লেখ জরুরি যে ১৯৬০-৭০-এর দশকটি ছিলো আফ্রিকা-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকায় উপনিবেশ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বর্ণ যুগ। আর সময়ের নিরিখে বিশ্বব্যাপি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এ স্বর্ণযুগের সাথে মিলে গেল বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধামুক্ত, শোষণহীন, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন।

[২৫] দেখুন, জাস্ট ফাল্যান্ড ও জে আর পারকিনসন. (1977). Bangladesh: The Test Case of Development, p. 1-5. New Delhi: S. Chand & Company Ltd।

বঙ্গবন্ধু এসব পারবেন কিনা এ নিয়ে সংশয়-সন্দেহ ছিলো অনেকের অনেক কারণে। যার মধ্যে অন্যতম হতে পারে এমন যে, যে মানুষটি ১৯৭৫ সালে হত্যার আগে বড়জোর ৩৬ বছর (১৩ হাজার ১৪০ দিন; বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী অনুযায়ী তার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৯৩৯ সালে)[২৬] আর ১৯৭১এর মুক্তিযুদ্ধের আগে সক্রিয় রাজনীতির ৩২ বছর (১১ হাজার ৬৮০ দিন) জীবনের ৪০ শতাংশ জেলে কাটালেন, জীবনের ৪৮ শতাংশ সময় কাটিয়ে দিলেন মিটিং-মিছিল-সভা-সমিতি-বক্তৃতা দিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য আন্দোলনসহ সংগঠন গড়ে তুলতে মানুষের সাথে জীবন্ত যোগাযোগ স্থাপন নিমিত্ত সবধরনের যানবাহনে চড়ে (নৌকা, ট্রেন, জিপগাড়ি, গরুগাড়ি, ঘোড়ারগাড়ি, রিকশা, ভ্যানসহ হাঁটাপথে), যে মানুষটি তার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে মাত্র ১২ শতাংশ সময় (অর্থাৎ দিনে গড়ে ৩-৩.৫ ঘণ্টা) ঘুমানোর সুযোগ পেয়েছিলেন– এ মানুষটি পারবেন কি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বিনির্মাণ করতে? তিনি যে পেরেছেন এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ-দেশপ্রেমিক-প্রয়োগবাদী-দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পেরেছেন তা তিনি দেশে ফিরে প্রথম বছরেই ১৯৭২ সালে যা যা করলেন তার মাসওয়ারি খেরোখাতাটি একবার চোখ বুলালেই সহজে বুঝা যায় (দেখুন, ছক ১)।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু উল্লিখিত বৃহৎ বর্গের অন্তর্গত প্রথম যে ধরনের কাজগুলি করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হল: মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যে সব অস্ত্র ছিলো তা সমর্পন করানো; ভারত ফেরত ১ কোটি শরণার্থিসহ মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন; শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গকে সহযোগিতা প্রদান; স্বল্প সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন; সরকার পরিচালনে ঔপনিবেশিক আইনব্যবস্থার পরিবর্তন ও বিপর্যস্ত প্রশাসনিক কাঠামোর গণমুখী পরিবর্তনসহ দক্ষ প্রশাসক সৃষ্টি; মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের আটক করে বিচারের আওতায় আনা; বাংলাদেশে অবস্থানকৃত প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে ভারতে ফেরত পাঠানো; পাকিস্তানে আটকে পড়া প্রায় ৪ লাখ বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে আনা; প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন; স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট প্রণয়ন; স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের যত দেশ থেকে যত দ্রুত সম্ভব স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন; জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জন; যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক অনুদান-সহযোগিতা প্রাপ্তির সর্বাত্মক সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা; আন্তর্জাতিক জ্বালানি তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব মোকাবেলা; মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র নস্যাতের প্রচেষ্টা; মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির দেশ বিরোধী সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড মোকাবেলা; সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা; ব্যাংক-বীমা, পাট শিল্পসহ বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ; কৃষকদের খাজনা হ্রাস ও বকেয়া খাজনা মওকুফ ইত্যাদি। ছক ১ এ প্রদর্শিত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পিত প্রথম বছরের (১৯৭২ সালের) কর্মকাণ্ডের মাসওয়ারি খেরোখাতা শুধু একটি তালিকা মাত্র নয়– তালিকায় কর্মকাণ্ডের যুক্তি পরম্পরা অনুধাবন না করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিচার অসম্পূর্ণ হবে। এ তালিকাটি বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসহ রাষ্ট্রনায়ক

[২৬] এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর নিজ বয়ান এরকম "১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরে বাংলা তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং সোহরাওয়ার্দী তখন শ্রমমন্ত্রী। তাঁরা গোপালগঞ্জ আসবেন।...স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করার ভার পড়লো আমার উপর।...১৯৩৯ সালে কলকাতা যাই বেড়াতে। শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করি।...শহীদ সাহেবকে বললাম, গোপালগঞ্জে মুসলীম ছাত্রলীগ গঠন করবো এবং মুসলীম লীগও গঠন করবো। খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেব এমএলএ তখন মুসলীম লীগে যোগদান করেছেন। তিনি সভাপতি হলেন ছাত্রলীগের। আমি হলাম সম্পাদক। মুসলীম লীগ গঠন হল। একজন মোক্তার সাহেব সেক্রেটারী হলেন, অবশ্য আমিই কাজ করতাম। মুসলীম লীগ ডিফেন্স কমিটি একটা গঠন করা হল। আমাকে তার সেক্রেটারী করা হল। আমি আস্তে আস্তে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করলাম" (দেখুন, শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২), অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ: ১০-১১, ১৩-১৪; ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)।

ছক ১: যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রথম বছরেই (১৯৭২ সালে) বঙ্গবন্ধু অগ্রাধিকারভিত্তিতে যে সকল পদক্ষেপ নিলেন তার মাসওয়ারি খেরোখাতা

গৃহীত মূল পদক্ষেপসমূহ	মাস (১৯৭২ সালে)											
	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১। মন্ত্রীসভা গঠন (১২ সদস্যবিশিষ্ট)	■											
২। মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে নির্ধারিত হয়: জাতীয় পতাকা; জাতীয় সঙ্গীত; রণসঙ্গীত	■											
৩। শরণার্থী পুনর্বাসন ও দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লক্ষ বাসগৃহ পুনর্নির্মাণে ত্রাণ কমিটির রূপরেখা প্রণয়ন	■											
৪। ভারতীয় সৈন্যদের দেশে ফেরত			■									
৫। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
৬। শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
৭। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের বিচারের জন্য "বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ" প্রণয়ন	■											
৮। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিশন গঠন	■											
৯। ধ্বংস প্রাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন/পুনর্নির্মাণ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১০। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা	■	■	■	■	■	■	■					
১১। কৃষি পুনর্বাসন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১২। ১৩৯টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১৩। সংবিধান প্রণয়ন												■
১৪। প্রশাসনিক কাঠামো পুনবিন্যাসের উদ্যোগ			■									
১৫। আন্তর্জাতিক অনুদান প্রাপ্তির কূটনীতি	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১৬। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ			■									
১৭। ব্যাংক, বীমা, পাট, বস্ত্রকল জাতীয়করণ			■									
১৮। বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১৯। ১৯৭১ এর মার্চ-ডিসেম্বরকালীন ছাত্র বেতন মওকুফ	■											
২০। প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ				■								
২১। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন							■					
২২। পঞ্চমশ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ঘোষণা	■											
২৩। বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ						■						
২৪। ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল কলেজে নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
২৫। শিক্ষকদের ৯ মাসের বন্ধ বেতন দেয়া							■	■	■	■	■	■
২৬। জরুরিভাবে ১৫০টি আইন প্রণয়ন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
২৭। কৃষকদের খাজনা মওকুফ (২৫ বিঘা পর্যন্ত)												■
২৮। পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন	■											
২৯। রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ঘোষণা	■											

উৎস: লেখক কর্তৃক বিনির্মিত।

হিসেবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পরিচালনে অগ্রাধিকারক্রম বিবেচনায় তার মেধা-মনন, প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের সুস্পষ্ট পরিচায়ক।

'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতির মান-পরিমাণসহ সংশ্লিষ্ট প্রভাব-অভিঘাত সম্পর্কে তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছি। আগেই বলেছি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি ও সমাজের গঠন-পুনঃগঠন, নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ, পুনর্বাসন ও পরবর্তীকালীন উন্নয়ন নিয়ে বিদেশি-দেশি পণ্ডিতেরা যখন যথেষ্ট সংশয়-সন্দেহ প্রকাশ করেছে তারই মধ্যে বঙ্গবন্ধু তারই উদ্ভাবিত দু'ধরনের বৃহৎ বর্গের বাস্তব-প্রায়োগিক কর্মকাণ্ড করেছেন। যার প্রথমটি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি (যার সার সংক্ষেপ ছক ১-এ দেখানো হয়েছে)। বৃহৎ বর্গের দ্বিতীয় ধরনের কর্মকাণ্ডটি ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোর পুনঃনির্মাণ-নির্মাণ, পুনঃগঠন-গঠনের মাধ্যমে শূন্য থেকে শুরু করে ক্ষুধামুক্ত, শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন এক অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করা, সোনার বাংলা গড়ে তোলা। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ১৩১৪ দিনে যেসব বিষয়ে অগ্রাধিকার (priority) দিলেন এবং সঠিক ধাপে ধাপে কাল-অনুক্রমিক (sequencing) এগুলেন এ সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞান অথবা জ্ঞানের অভাব থাকলে "বেঁচে থাকলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজকে কোথায় নিয়ে যেতেন" তা নিরূপণ অসম্ভব। মাত্র ১৩১৪ দিন সময়ে তিনি যা করলেন তার সংক্ষেপ বর্ণনা-বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

ক) মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী ১ কোটি শরণার্থীসহ দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু লক্ষ-লক্ষ বাস্তুচ্যুত-গ্রামচ্যুত-শহরচ্যুত পরিবারের পুনর্বাসন, দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লক্ষ বিধ্বস্ত বাসগৃহ পুনর্বাসনসহ এসব পরিবারে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহের কাজটি ছিল বড় মাপের চ্যালেঞ্জ। এ সমস্যা সমাধানে অন্যতম প্রধান বাধা ছিল পাকিস্তানপন্থী স্থানীয় পরিষদ ও প্রশাসন। সমাধানে বঙ্গবন্ধুর সরকার রেডক্রস সোসাইটিকে জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্নতর স্তর পর্যন্ত পুনর্গঠিত করে। একই সাথে জেলা পর্যায় পর্যন্ত ত্রাণ কমিটি গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় (৯ জানুয়ারি ১৯৭২) এবং গ্রামের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৫-১০ সদস্যের "ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি" গঠন করা হয়। এসব ত্রাণ কমিটিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে পরীক্ষিত রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর যেহেতু ঐ সময় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা পাকিস্তান আমলে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেহেতু দেশে সব স্থানীয় পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় (১ জানুয়ারি ১৯৭২)। ফলে উল্লিখিত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটিগুলোর শক্তি ও ক্ষমতা বেড়ে যায়। ১৯৭৩ এর ৪ মার্চ সরকার তথ্য দেন যে ঐ সময় নাগাদ সরকার মোট ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে সামগ্রিক পুনর্বাসনসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত ৯ লক্ষ ঘরবাড়ি পুনঃনির্মাণ করেছেন। অর্থাৎ জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রতিভূ মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মী একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক বঙ্গবন্ধু প্রথমেই যে কাজটিতে হাত দিলেন তাহলো যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের পুনর্বাসন।

খ) কৃষিই ছিলো বাংলার প্রাণ। কৃষিকে পাকবাহিনী ও তাদের দালাল-দোসররা সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দিয়েছিলো (কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা ও অভিঘাত সম্পর্কে ইতোমধ্যে তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিশ্লেষণ করেছি)। কৃষির চিরাচরিত কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের কথা বঙ্গবন্ধু গুরুত্ব দিয়েই ভেবেছিলেন; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষিতে বিদ্যমান শ্রেণি কাঠামো জিইয়ে রেখে মুক্তিও আসবে না জনকল্যাণকামী উন্নয়নও হবে না। কিন্তু এসব কাজে হাত দেবারা আগে যুদ্ধবিধস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত কৃষি-খাতকে

পুনরুজ্জীবিত করতে বঙ্গবন্ধু যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: কৃষকদের জরুরিভিত্তিতে কৃষি ঋণ প্রদান ও বীজ সরবরাহ করা; গভীর ও অগভীর নলকূপ মেরামত ও পুনঃখনন করা; হাল চাষের জন্য কয়েক লাখ গরু আমদানি করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা; ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা; এক ফসলি জমিকে দুই ফসলি জমিতে রূপান্তরের সবার্ত্মক প্রয়াস; খাসজমি ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকসহ বাস্তুহারাদের মধ্যে বণ্টন; চর এলাকায় বাস্তহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ; উপকূল অঞ্চলের মানুষদের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক বান থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।[২৭] এসব ছাড়াও কৃষিতে শ্রেণি বৈষম্য হ্রাসে কৃষকদের মুক্তিসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যেসব পদক্ষেপ নেন এবং ঘোষণা করেন তার মধ্যে ছিল ১০০ বিঘার বেশি জমির মালিকদের জমি খাস হিসেবে ঘোষণা; খাস জমি ও নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন; ঋণে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্য খায়-খালাসী আইন পাশ; বন্ধকী ও চুক্তি কবলা জমি ৭ বছর ভোগ করা হলে তা মালিককে ফেরত প্রদান যাতে জোতদারদের কাছ থেকে কৃষক জমি ফেরত পায়।[২৮] এসবই স্পষ্ট প্রমাণ করে সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা যার ভিত্তি-দর্শন ছিলো সমাজতন্ত্রসহ গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়মূল বিশ্বাস।

গ) ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন স্বদেশের মাটিতে পা রাখলেন সে সময় দেশে মোট খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টন। সরকারের হাতে খাদ্যশস্যের মজুদ ছিল মাত্র ৪ লক্ষ টন। খাদ্য পরিস্থিতি এমনিতেই ছিল সংকটময় আর সংকট গুণিতক হারে বাড়লো কারণ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের (যার বর্ণনা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে তৃতীয় অনুচ্ছেদে) একদিকে আমাদেরই আধাভুক্ত-অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানোর পাশাপাশি খাদ্য সরবরাহ করতে হবে ৯০ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি ও আটককৃত ৫০-৬০ হাজার দালাল-রাজাকারদের (যারা খাদ্য ঘাটতির মূল কারণ) এবং সেইসাথে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। খাদ্য ঘাটতি আর অতি নগন্য মজুত নিয়ে এ সমস্যারও সমাধান করলেন বঙ্গবন্ধু সরকার। এ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রাথমিক পর্যায়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার এক বিরল যোগ্যতার প্রমাণ।

ঘ) অপূরণীয়-অপরিমেয় মানবসম্পদ ক্ষতির পাশাপাশি পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশিয় দালালরা সবচে' বেশি ক্ষতি সাধন করেছে অবকাঠামোগত-ভৌত সম্পদের যার মধ্যে অন্যতম রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎ (উৎপাদন-সঞ্চালন-বিতরণ), টেলিযোগাযোগ। অবকাঠামো ধ্বংস বিষয়টি যে শুধুমাত্র পরিমাণের নিরিখে বিশাল ক্ষতি ছিল তাইই নয় তা ভবিষ্যত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনে কৌশলগত দিক থেকেও ছিল অপূরণীয়। যেহেতু যে কোনো দেশেরই 'অবকাঠামো'– উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত সেহেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত

[২৭] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, নুহ-উল-আলম লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত "ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু" গ্রন্থে (প্রকাশকাল আগস্ট ২০১১) এইচটি ইমাম রচিত প্রবন্ধ "স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু" (পৃ. ১১১) এবং একই গ্রন্থে ড. মো. মাহবুবুর রহমান রচিত "বঙ্গবন্ধুর শাসনামল, ১৯৭২-৭৫" (পৃঃ ১৫১) প্রবন্ধে। প্রবন্ধদ্বয়ে মুক্তিযুদ্ধোত্তর ১৯৭২-৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার আরো যা করেছিলো সেসবের বর্ণনা করা হয়েছে।

[২৮] বিস্তারিত দেখুন, সিরাজ উদদীন আহমেদ (২০১১), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পৃঃ ৬৬৪, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

অবকাঠামোর সংস্কার, নির্মাণ, পুনঃনির্মাণের কাজটিকে প্রথম থেকেই অগ্রাধিকার বিষয় হিসেবে গণ্য করা হলো। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বদেশে ফিরে ১২ জানুয়ারি ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠনের পরেই কোনো বিলম্ব না করে ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসেই ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সংস্কার-নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ-পুনঃগঠনে অগ্রাধিকারভিত্তিতে হাত দেন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্কার কাজে হাত দেন মার্চ মাসে (দেখুন খেরোখাতা, ছক ১)। বিধ্বস্ত রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্টসমূহ ১৯৭৩এর শেষ নাগাদ চলাচল উপযোগী করা হয়; একই সময় রেল লাইনগুলো চলাচল উপযোগী করা হয়; চট্টগ্রাম বন্দর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় ১৯৭৪ নাগাদ মাইনমুক্ত করা হয়; টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা শহরের জন্য আনুমানিক ৫ হাজার টেলিফোন সেট, ৩১টি ট্রাঙ্ক লাইন নতুন স্থাপন, এক্সচেঞ্জের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি, ২ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ টেলিফোন তার আমদানিসহ কমপক্ষে ১ হাজার দক্ষ টেলিফোন কর্মী গড়ে তোলা হয়। অর্থাৎ অতি স্বল্প সময়েই বিচক্ষণ ও প্রায়োগিক দক্ষতাসহ অর্থনীতির অবকাঠামোর বিকল অবস্থা কার্যকরভাবে সচল করা হয়। অথচ পশ্চিমা পণ্ডিতেরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন "বাংলাদেশ গড়ে তোলা অসম্ভব", "বাংলাদেশ সচল করতে কমপক্ষে দশ বছর সময় লাগবে"।

ঙ) মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিসহ শিক্ষা কার্যক্রম যে প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছিলো এ বিষয়টির বর্ণনা-বিশ্লেষণ ইতোমধ্যে করা হয়েছে (প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে)। সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকার অগ্রাধিকার ক্রমানুযায়ী যে কাজগুলি করলেন তা হলো ১৯৭১-এর মার্চ-ডিসেম্বরকালীন ছাত্র বেতন মওকুফ এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাধীন-মুক্ত-জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ সৃষ্টির জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ঘোষণা (উভয়ই ১৯৭২ এর ফেব্রুয়ারি মাসে); ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণসামগ্রি সরবরাহ (অব্যাহত এ কাজের শুরু ১৯৭২-এর মার্চ মাসে); প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ (১৯৭২এর এপ্রিল মাসে শুরু); বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান (১৯৭২এর জুন মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় বাজেটে); এবং ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন ও শিক্ষকদের ৯ মাসের মধ্যে বেতন প্রদান (উভয়ই ১৯৭২-এর জুলাই মাসে)। এসবের বেশ কয়েকটি কর্মকাণ্ড চলমান থাকলো। এ তো গেল ১৯৭২ সালের কথা। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই দেশে দ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং গণশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ৩৬ হাজার ১৬৫টি বেসরকারি স্কুল সরকারীকরণ-জাতীয়করণ এবং ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করলেন। ফলে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৪২ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকৃত হলো।

চ) স্বাধীনতাত্তোরকালে বঙ্গবন্ধু যে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষাকে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বয়নে ও জাতি-রাষ্ট্র বিনির্মাণে অন্যতম প্রধান মৌলিক উপাদান হিসেবে দেখবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। বিজ্ঞানভিত্তিক-গণমুখী-কর্মমুখী-জীবনমুখী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মাত্রায় গুরুত্বপ্রদান– এটা বঙ্গবন্ধুর দেশজ উন্নয়ন দর্শনের (home grown development philosophy) অন্যতম প্রধান অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষাকে বঙ্গবন্ধু কখনও ব্যয় (expenditure) হিসেবে গণ্য করেননি, গণ্য করেছেন উন্নয়নে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ

(investment) হিসেবে।[২৯] আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট ধারণা প্রসঙ্গে যা বললাম তার স্বপক্ষে উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার-টেলিভিশনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের একাংশের শিরোনাম ছিলো "শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ"। ১৯৭০-এর ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন "সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণির জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে"।[৩০] শিক্ষা যে মানুষের মৌলিক অধিকার, শিক্ষা যে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ আর তাই শিক্ষাখাতে যথেষ্ট মাত্রায় বিনিয়োগ করতে হবে, শিক্ষাকে যে হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত, শিক্ষক বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের যেন উচ্চ মর্যাদায় দেখা হয়, দারিদ্র্য যেন শিক্ষার মাধ্যমে মেধা বিকাশে বাধা না হয়– বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনার এসবের কোনোটিই রাজনৈতিক স্লোগানমাত্র ছিল না। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, বাংলাদেশের সংবিধান, মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন (১৯৭৩ সাল), সেই সাথে প্রথম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনাসহ প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয়করণ।

ছ) বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত শিক্ষাভাবনার শ্রেষ্ঠ প্রতিফলনই ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (যা সরকারের কাছে পেশ করা হয় ১৯৭৪ সালের ৩০ মে)। এ কমিশন দেড় বছর কঠোর পরিশ্রম আর বিভিন্ন জরিপ-পর্যালোচনার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রগতিশীল শিক্ষাসংস্কারের একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা প্রণয়ন করে। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

(১) জনগণকে জাতীয় কর্মে ও উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার যোগ্য করে তোলার জন্য একটি সর্বজনীন শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে,

---

[২৯] যদিও আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরেও অনেক নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ এখনও শিক্ষাকে ব্যয় বলেই মনে করেন। বঙ্গবন্ধু "বেঁচে থাকলে" এতদিনে হয়তো বা তাদের ভ্রান্ত এ ধারণার অবসান হতো।

[৩০] বঙ্গবন্ধুর ১৯৭০-এর নির্বাচনী ভাষণটির জন্য দেখুন: মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (১৯৮৯), ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন, পৃ: ৩০।

(২) পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে দ্রুত প্রসার ঘটেছে তাতে সুনাগরিকত্ব অর্জনের জন্য অন্তত আট বছরের বুনিয়াদি শিক্ষা প্রয়োজন। এ কারণে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে গণ্য করে তাকে সর্বজনীন করতে হবে,

(৩) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে,

(৪) প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু আছে তা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এক অভিন্ন ধরনের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে,

(৫) প্রয়োজনে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য নৈশস্কুল চালু করতে হবে,

(৬) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সূচিকে জনগণের জীবনধারণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও জীবনমুখী করতে হবে,

(৭) নবম শ্রেণি থেকে শিক্ষাক্রম মূলত দু'ভাগে বিভক্ত হবে: বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা; বৃত্তিমূলক ধারায় মাধ্যমিক শিক্ষা হবে তিন বছরের আর সাধারণ ধারায় হবে চার বছরের,

(৮) মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কার করতে হবে।

সুতরাং সুস্পষ্ট প্রতিয়মান যে, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহসহ যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল তার ভিত্তি-দর্শন হলো বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূলনীতি– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ।

চ) ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের মর্মবস্তু অনুধাবনে বিষয়টির প্রাক-ইতিহাস স্মরণ করা জরুরি। আর তা হলো নিম্নরূপ: ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের[৩১] ২১ দফা কর্মসূচিতে জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো, তবে তখনকার সময়ের বিবেচনায় তা ছিল শুধু পাট শিল্পের জন্য; আর ১৯৬৯-এর

[৩১] ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টসহ ১৯৫৫ সাল বাঙালি জাতির ইতিহাসে বিশেষ সময় বিধায় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। বিষয়সমূহ নিম্নরূপ: (১) ১৯৫৪ সালে ১০ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, যে নির্বাচনে ৩০৯ আসন বিশিষ্ট প্রাদেশিক পরিষদে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৮টি আসনে বিজয়ী হয়। এর মধ্যে ১৪৩টি আসনে বিজয়ী আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল। মুসলিম লীগ সরকারের একজন মন্ত্রীও ঐ নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেননি; (২) যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী অভিযানে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রচারে নেতৃত্ব দেন। এই একুশ দফা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দুটি দফা ছিল "বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করা হইবে" এবং "লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়ক ক্ষমতা পূর্ব বঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে" (দেখুন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড– সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮২, পৃ-৩৭৩-৩৭৪); (৩) ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয় যেখানে সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান (তখন তার বয়স ৩৪ বছর)। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপন করে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ৯২ক ধারা বলে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকারকে বরখাস্ত পূর্বক জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয়। বঙ্গবন্ধুসহ

গণআন্দোলনে ছাত্রদের ১১ দফা দাবির ৫নং দাবি ছিল পাট, বস্ত্র, চিনিকল ও ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয়করণ করতে হবে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনি ইস্তেহারে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন শোষণমুক্ত সমাজ তথা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিনির্মাণের এ লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চে তিনি জাতীয়করণ নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে ব্যাংক (বিদেশি ছাড়া), বীমা (বিদেশি ছাড়া), পাট, বস্ত্র, কাগজ শিল্প, অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পরিবহন, বৃহৎ পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠান (১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে), বিমান ও জাহাজ কর্পোরেশনকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।[৩২] এছাড়াও সামন্তবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে জমির মালিকানার সর্বোচ্চসীমা ১০০ বিঘা বেঁধে দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশের আওতায় সমস্ত শাখাসহ ১২টি ব্যাংকের দখলিস্বত্ত সরকার গ্রহণ করে সেগুলোর সমন্বয়ে মোট ৬টি ব্যাংক গঠিত হয়।[৩৩] ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩ জানুয়ারি ১৯৭২-এ জারিকৃত ১ নং আদেশ (AOP 1) এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ ঘোষিত ১৬ নং আদেশ (PO 16) এর আওতায় অবাঙালি তথা পাকিস্তানি মালিকানার ৮৫ শতাংশ শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিত্যক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত রাষ্ট্র এসবের মালিকানা ও দখল গ্রহণ করে। এসব পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ জাতীয়করণ আইনের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত' হিসেবে অভিহিত হয়। উল্লেখ্য যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের PO 16 বিধি অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা ফেরত পাবার জন্য সরকার বরাবর আবেদনের সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। তবে এ আদেশে জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি ফেরত পাবার কোনো সুযোগ ছিল না। জাতীয়করণ আইন প্রয়োগ করে ৬৭টি পাটকল, ৬৪টি বস্ত্রকল এবং ১৫টি চিনিকল জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণ করা হয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের ৫৩টি বৃহৎ শিল্প (যার মূল্যমান জাতীয়করণকৃত মোট পরিসম্পদের ৪৮ শতাংশ), পরিত্যক্ত ঘোষিত মোট ৪১১টি শিল্প-কারখানা যার মধ্যে ১১টি বৃহৎ শিল্প ইউনিট এবং ৪০০টি ক্ষুদ্র শিল্প (যার মূল্যমান জাতীয়করণকৃত মোট পরিসম্পদের ২৯ শতাংশ), এবং বাঙালি উদ্যোক্তাদের আংশিক মালিকানা

যুক্তফ্রন্টের ১৬ শত নেতা-কর্মী-সমর্থককে গ্রেফতার করা হয় আর প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে নিজগৃহে অন্তরীণ রাখা হয়। মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী দেশের বাইরে ছিলেন; মওলানা ভাসানীকে গুলি করে হত্যার হুমকি দিলেন জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা; (৪) জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার গভর্নর-শাসন স্বল্পস্থায়ী ছিল; ১৯৫৫ সালের ১০ জুলাই চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন ঐ মন্ত্রীসভায় দেশদ্রোহী শেরে বাংলা খ্যাত এ কে ফজলুল হক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন (একেই বলে রাজনীতি! একেই বলে রাজনীতিতে পালটি খেলা! একেই বলে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই!); (৫) ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশ পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন পূর্ব পাকিস্তান; (৬) ১৯৫৫ সালে জুলাই-আগস্ট মাস থেকে শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলেন; আওয়ামী লীগ 'কেন পূর্ব বঙ্গের অটোনমি চায়' শীর্ষক একটি পুস্তিকার খসড়া প্রণয়ন করেন শেখ মুজিব স্বয়ং যা প্রকাশিত হয়; (৭) ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের গণপরিষদে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষাসহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি উত্থাপন করেন; (৮) ১৯৫৫ সালের ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে 'মুসলিম' শব্দটি তুলে দিয়ে সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক এবং সংগঠনের নামকরণ 'আওয়ামী লীগ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সম্মেলনে নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সভাপতি হন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদন হন শেখ মুজিবুর রহমান।

[৩২] মযহারুল ইসলাম, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব", পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ: ৮১২।

[৩৩] বিস্তরিত দেখুন, নূহ-উল-আলম লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত ২০১১ আগস্টে প্রকাশিত "ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু" গ্রন্থে ড. মো. মাহবুবুর রহমান রচিত "বঙ্গবন্ধুর শাসনামল, ১৯৭৫-৭৫", পৃ: ২৬৩-২৬৪।

ছিল এমন ৭৫টি নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত পাট ও বস্ত্র কারখানা (যার মূল্যমান জাতীয়করণকৃত মোট পরিসম্পদের ২৩ শতাংশ)। এছাড়াও পূর্বের সরকারি মালিকানাধীন জাতীয় বিমান সংস্থা ও জাতীয় শিপিং সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এভাবে ১৯৭২ সালের মূল্যমানে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্থায়ী পরিসম্পদ জাতীয়করণ করা হয় (যার অন্তর্ভুক্ত পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকদের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান)। উল্লেখ করা উচিত যে, যেহেতু জাতীয়করণকৃত সম্পদের পূর্বতন মালিকরা প্রায় সকলেই ছিলো অবাঙালি সেহেতু বাঙালিদের দিক থেকে তেমন কোনো বিরোধিতা ছিল না। তবে প্রাক-অভিজ্ঞতার অভাব, জাতীয়করণকৃত কল-কারখানা পরিচালনে ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক নেতাদের ব্যর্থতা, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর দুর্বল অবস্থা– এসব কারণে বলা যায় জাতীয়করণের মত সংস্কার কার্যক্রম ফলপ্রদভাবে বাস্তবায়ন উপযোগী রাজনৈতিক অঙ্গিকারসমৃদ্ধ শাসন-প্রশাসনযন্ত্র সরকারের ছিলো না।[৩৪] তবে একথা আদৌ সত্য নয় যে বঙ্গবন্ধুর সরকার তার জাতীয়করণ নীতির কার্যকর বাস্তবায়নে চেষ্টা করেননি। বরঞ্চ উল্টোটা সত্য। বঙ্গবন্ধু সরকার জাতীয়করণকৃত মিল-কল-কারখানা-ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সাথে পরিচালনের লক্ষ্যে একদিকে যেমন বিদেশ থেকে (বিশেষত রাশিয়াসহ সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন দেশ এবং প্রতিবেশী ভারত) সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ-ব্যবস্থাপক এনেছিলেন, অন্যদিকে আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক এমনকি শ্রমিক নেতাদের জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান পরিচালনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ ব্যাপারটি ছিলো সময়ের (time factor)– যে সময়টি পাবার আগেই একদিকে মিল-কল-কারখানা পরিকল্পিতভাবেই অস্থিতিশীল করে ফেলা হলো আর অন্যদিকে দেশটাকে টেনে এমন জায়গায় ঠেলে দেয়া হলো যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে একটা জাতির স্বপ্ন হত্যা হয়ে গেলো। আর দুঃখজনক হলো এই যে, পিতা হত্যার কার্যকারণ বুঝতে আমাদের সময় লাগলো ২০-২৫ বছর। সাম্রাজ্যবাদ-প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ভয়াবহ এ সম্মিলিত-খেলা চলমান!

ছ) বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ছিলো এ দেশের গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি (well-being অর্থে) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philosophy aiming at ensuring people's well-being)। আগেই বলেছি, এ দর্শনের ভিত্তিমূলে ছিলো এক ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে "কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে"। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দর্শনানুযায়ী গণমানুষের মুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে জন্ম হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী" বাংলাদেশ যেখানে সাংবিধানিকভাবেই "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭)। এ দর্শনের স্পষ্ট প্রতিফলন হল তাঁর স্বপ্ন: "সোনার বাংলার স্বপ্ন", "দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন", "শোষণ-বঞ্চনা-দুর্দশামুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন"। বঙ্গবন্ধু গড়তে চেয়েছিলেন "সুস্থ-সবল-জ্ঞানসমৃদ্ধ-ভেদ-বৈষম্যহীন মানুষের উন্নত বাংলাদেশ"। বঙ্গবন্ধু তারই উদ্ভাবিত ঐ উন্নয়ন দর্শন বাস্তবে রূপ দিতে অন্যতম মৌল-উপাদান হিসেবে সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তি পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।[৩৫] আর

[৩৪] বিস্তারিত দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৪।

[৩৫] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০০৯, "বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন", বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তর আয়োজিত ৩৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: ০৭ নভেম্বর ২০০৯।

সে কারণেই মালিকানার নীতি বিষয়ে সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হলো গুরুত্বক্রম অনুসারে রাষ্ট্রে মালিকানা ব্যবস্থা হবেঃ প্রথমত– রাষ্ট্রিয় মালিকানা; দ্বিতীয়ত– সমবায়ী মালিকানা, এবং তৃতীয়ত– (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ব্যক্তিগত মালিকানা। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন গ্রামীণ সমাজে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের প্রতিটি গ্রামে গণমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে যেখানে গরীব মানুষ যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হবেন; যেখানে সমবায়ের সংহত শক্তি গরীব মানুষকে জোতদার-ধনী কৃষকের শোষণ থেকে মুক্তি দেবে; যেখানে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা গরীবের শ্রমের ফসল আর লুট করতে পারবে না; যেখানে শোষণ ও কোটারি স্বার্থ চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। মানুষের যৌথ উদ্যোগ-যৌথ চিন্তার প্রতিষ্ঠান সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর এ স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারি চিন্তাসমৃদ্ধ ছিল তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যে যেখানে তিনি বলছেন “আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে– এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুসম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।...আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার। ...অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন– কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলিকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করছি যে সংস্থার পরিচালনা দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যাক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে।...আমার প্রিয় কৃষক, মজুর, জেলে, তাঁতী ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুসম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে”। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, গরীব মানুষকে জোতদার-ধনীদের শোষণ থেকে মুক্তি, মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসসহ সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ ও

গণতন্ত্র বিকশিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতভিত্তিক, পেশাভিত্তিক গণমুখী সমবায় আন্দোলন (pro-people co-operative movement) গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত বক্তব্যে স্ব-ব্যাখ্যায়িত।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৯৭২ সালে ঘোষিত গণমুখী সমবায় আন্দোলন সফল হয়নি। একদিকে বৃহৎ ভূ-স্বামী জোতদারদের (যাদের একাংশ ছিল পাক হানাদার বাহিনীর দালাল) জমি হারানোর ভীতিসহ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্র (যার অন্যতম কারণ বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রি ছিলেন বিধায় বলেছিলেন "সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ") আর অন্যদিকে বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্র-পেশাভিত্তিক বহুমুখী সমবায় গঠন ও পরিচালন কিভাবে হবে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব–এসবই গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়নি। সেই সাথে এ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যতটুকু সময় পাওয়া প্রয়োজন ছিল তাও পাওয়া যায় নি। মনে রাখা উচিত যে, কৃষি প্রধান জনবহুল বাংলাদেশে জমি-জলা-বনভূমি শুধুমাত্র দুষ্প্রাপ্য সম্পদই নয় তা ছিলো (এখনও আছে) সমাজে ব্যক্তির শ্রেণিগত-অর্থনৈতিক-সামাজিক শক্তি ও অবস্থানের মূল ভিত্তি। বিষয়টি এরকম জমি যার শক্তি তার, যার যত বেশি জমি সে ততবেশি শক্তিধর। যে কারণেই শ্রেণিবিভক্ত কৃষিভিত্তিক সমাজে ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪ সালে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের কার্যক্রম এগোয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। বঙ্গবন্ধু এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তারপরও দমে যাননি। ১৯৭৫ সালে ২৬ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বললেন; "...এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্লান-এ বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রাম-কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারী কো-অপারেটিভ হবে।... আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। ... আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে।[৩৬] এখানে উল্লেখ জরুরি যে, বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায়সহ বহুমুখী সমবায় গঠন নিয়ে বঙ্গবন্ধু যেদিন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে এসব ঘোষণা দিলেন তার সাড়ে ৪ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো।

জ) স্বাধীনতাত্তোর ১৩১৪ দিনে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলায়' রূপান্তর ও 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর' লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র পুনর্বাসন, পুনঃগঠন, পুনঃনির্মাণ কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) মাত্র আড়াই

[৩৬] বিস্তারিত দেখুন, মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), ১৯৮৮, "বঙ্গবন্ধুর ভাষণ", পৃ: ২১৪-২১৮, ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন্স।

মাসের মধ্যেই (৩০ মার্চ ১৯৭২) দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, যার চেয়ারম্যান ছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজে।[৩৭] কমিশন দিন-রাত পরিশ্রমসহ সংশ্লিষ্ট অনেক গবেষণা, জরিপ ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিনির্মাণের জন্য মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে রচনা করলেন এক ধ্রুপদী দলিল– বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে। ধ্রুপদী এ দলিলের ভিত্তি দর্শন হিসেবে কাজ করেছে গণতন্ত্র-জাতীয়তাবাদ-ধর্মনিরপেক্ষতা-সমাজতন্ত্র সংশ্লিষ্ট বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন"– ধার করা কোনো উন্নয়ন দর্শন নয়। উন্নয়নের এই ধ্রুপদী প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলটি রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল ১৯৭২-এর 'সংবিধান'কে পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত করে।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) দেশ-জাতি-রাষ্ট্র গঠনে বঙ্গবন্ধুর প্রায়োগিক চিন্তা-ভাবনার দ্বিধাহীন, দ্ব্যর্থতাহীন, সুস্পষ্ট যৌক্তিক পথ নির্দেশনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে "বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াতো"– এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরের অনেক কিছুই অনুমান করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ -আলোকিত-বৈষম্যহীন-ভেদহীন-অসাম্প্রদায়িক মানুষ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাই ছিল স্বাধীনতার মর্মবস্তু, যে আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখেই এদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দেশ গঠনে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছিলো। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলকে বঙ্গবন্ধু সৃষ্ট এ গণআকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অভিহিত করা যুক্তিসঙ্গত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন বিষয়টি সঙ্গত কারণেই গুরুত্ব পেলেও মূল দিক নির্দেশনার বিষয় ছিল ভবিষ্যতের বাংলাদেশ– বৈষম্যহীন, জনকল্যাণকর, আলোকিত, সমৃদ্ধ, উন্নত, প্রগতিবাদী এক বাংলাদেশ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহে যা বলা হয়েছিল তা স্পষ্ট এসব নির্দেশ করে। বলা হয়েছিলঃ

১. পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য হ্রাস। আর লক্ষ্যার্জনের কৌশল হিসেবে বলা হয়েছিলঃ কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, এবং সমতা-ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী আর্থিক ও দ্রব্যমূল্য-সংশ্লিষ্ট নীতিমালা।

২. অর্থনীতির প্রতিটি খাতে বিশেষত কৃষি ও শিল্পের পুনঃগঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি।

৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে ৫.৫ শতাংশে উন্নিত করা। আর আনুষ্ঠানিক খাতসমূহে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের বিকাশ। মানব শক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করা।

[৩৭] বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে একত্রিত করা হলো দেশের স্বনামখ্যাত দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদদের। মন্ত্রী পদমর্যাদায় ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলো ড. নুরুল ইসলামকে আর প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হলো অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. মুশাররফ হোসেনকে।

৪. নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের (বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্যতেল, কেরোসিন, চিনি) উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসবের বাজার মূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে রাখা এবং স্থিতিশীল করা (কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে)।

৫. বন্টন নীতিমালা (পুনঃবন্টনমূলক আর্থিক নীতিকৌশল) এমন রাখা যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির হার গড় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশী হয় (এবং উচ্চ আয়ের মানুষদের এক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে)।

৬. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা তার ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা-দক্ষতার ভিত্তিতে নিরুপণ করা; গ্রাম-শহরে স্ব-কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি করা; অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জনকল্যাণকামী পরিবর্তন সাধন করা।

৭. বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা– ৬২ শতাংশ থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭ শতাংশে কমিয়ে আনা। স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশ নিশ্চিত করা। বৈদেশিক মুদ্রার আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বহুমুখী করা এবং আমদানি কাঠামো পুনঃবিন্যাস করা। বিশেষ করে সার, সিমেন্ট এবং স্টিলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতাভিত্তিক অনিশ্চয়তা হ্রাস করা।

৮. কৃষির প্রতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নিশ্চিত করা; খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

৯. জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অঙ্গীকার এবং সামাজিক চেতনা বিকাশ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

১০. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহায়ন, পানি সরবরাহ ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের সাধারণ সক্ষমতা ও কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পনা দলিলের মুখবন্ধে লিখলেন "এ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভবিষ্যত বিকাশের দিক নির্দেশনা এবং উন্নয়নে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে স্বল্প সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। ...জাতি গঠনে আমাদের সবাইকে একাগ্র চিত্তে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যেমনটি মুক্তিযুদ্ধে আমরা সাহস ও উদ্দীপনাসহ করেছিলাম"। আর প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল ইসলাম পরিকল্পনা দলিলের মুখবন্ধে লিখলেন "কয়েক দশকের বৈষম্য উদ্ভুত একটি দেশে মাত্র পাঁচ বছরে পুনঃগঠনের কাজ, উন্নয়নের কাজ, আর বৈষম্য দূর করার কাজ সম্পন্ন করে, দারিদ্র্য উচ্ছেদের মত আমাদের যৌথ প্রয়াসটি শুরু করা যেতে পারে মাত্র। ...সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যের কাজটির প্রস্তুতি পর্ব গুরুত্বপূর্ণ... উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গতি হয় ধীর এবং যন্ত্রণাদায়ক। এর অর্থ ভবিষ্যত অর্জনের জন্য বর্তমানে ত্যাগ স্বীকার"।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল নিয়ে উপরে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে অন্তত দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয় বলে মনে করি। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী উন্নয়ন দর্শনটি তার উদ্দিষ্ট লক্ষ-কৌশলসহ স্বাধীনতার চেতনা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ ছিলো। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তুও সে অনুযায়ী বিনির্মাণ করা হয়েছিলো (সব সীমাবদ্ধসহ) যেখানে মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাস নিমিত্ত শক্ত-ভিত্তির জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে

বিবেচিত হয়েছিলো। কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা[৩৮] দলিল রচিত হলো তা বাস্তবায়নের মাত্র দুই বছরের মধ্যে গভীর এক আন্তর্জাতিক-সাম্রাজ্যবাদী যড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসহ ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ-জনকল্যাণকর-বৈষম্যহ্রাসকারী-প্রগতিবাদী বাংলাদেশের বাস্তবসম্মত স্বপ্নকে পরিকল্পিতভাবে বিনষ্টের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করা হলো– ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে। এক্ষেত্রে আমার ধারণা হ'ল এরকম যে যদি কোনভাবে এমন কোন হিসেব করা সম্ভব হয় যেখানে “বঙ্গবন্ধুসহ আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের চেহারা কেমন হতে পারতো” এটা দেখানো যায় সে ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার গভীর ষড়যন্ত্রের কার্যকারণ সূত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল সমীকরণও হয়তো বা উন্মোচিত হয়ে যাবে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে সে প্রয়াসটি নেয়া হয়েছে যেখানে দেখানো সম্ভব হয়েছে যে যদি বঙ্গবন্ধু ‘বেচে থাকতেন’ এবং সেইসাথে গণতন্ত্র-জাতীয়তাবাদ-ধর্মনিরপেক্ষতা-সমাজতন্ত্র সংশ্লিষ্ট চার-দর্শনের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবণতা বহাল থাকতো তাহলে আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের সম্ভাব্য চেহারাটি কেমন হতে পারতো? এক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কাঠামো, প্রবৃদ্ধি হার এবং বৈষম্য বিমোচনমুখী উন্নয়ন কৌশল যদি বজায় থাকতো তাহলে মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়সহ আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বৈষম্য হ্রাসে যে পরিবর্তন ঘটতে পারতো তা আজকের সময়ের বিচারে কল্পণাতীত এবং অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজ পুনর্গঠনে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, জ্ঞান, মেধা, মনন, ধীশক্তি, সাংগঠনিক দক্ষতা সবকিছু দিয়ে বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মক চেষ্টা করলেন। আমার ধারণা মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ৩৩ বছরের রাজনৈতিক জীবনে তিনি জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে ‘শেখ মুজিব’ থেকে ‘বঙ্গবন্ধু’ (১৯৬৯ সালে) আর ‘বঙ্গবন্ধু’ থেকে ‘জাতির পিতা’ (১৯৭১ সালে)-য় রূপান্তরিত হতে সম্ভাব্য যত ধরনের মেধা-মনন-ধীশক্তি-শ্রম ব্যয় করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি এবং ভিন্নমাত্রার মেধা-মনন-ধীশক্তি-শ্রম ব্যয় করেছেন মুক্তিযুদ্ধের পরের মাত্র সাড়ে তিন বছরে বাংলাদেশকে সুখী-সমৃদ্ধ-শোষণমুক্ত-বৈষম্যহীন-অসাম্প্রদায়িক-সমৃদ্ধ আলোকিত এক রাষ্ট্র-সমাজ বিনির্মাণে। সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণের দায়িত্ব জনগণের এবং নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু একথা সত্য যে একদিকে দেশের বাইরের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আর দেশের অভ্যন্তরে ওদেরই দালাল-দোসরসহ বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠীর বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী যৌথ পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডে প্রতিবিপ্লবীদের জয় হলো ১৯৭৫ সালে (১৫ আগস্ট) বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে[৩৯] বঙ্গবন্ধু আমাদের দিয়ে গেলেন স্বাধীনতা আর আমরা পারলাম না বঙ্গবন্ধুসহ আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে– এটাই তো নির্মোহ সত্য ইতিহাস– অপ্রিয় হলেও একথাই ধ্রুব

---

[৩৮] আন্তর্জাতিক-সাম্রাজ্যবাদী এ ষড়যন্ত্রের সাথে দেশের অভ্যন্তরের যেসব ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলো আমার মতে তারা সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবাহী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি মাত্র। এদের কেউই কখনো বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাস করেন নি; দুই মেরুর বিশ্বে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপি নির্যাতিত মানুষের পক্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে থাকুক এদের কেউই তা মনে প্রাণে চান নি; এরা সবাই মনে প্রাণে শোষণ-ভিত্তিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন; এদের অনেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর দালাল-দোসর ছিলেন।

[৩৯] বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র দেশ স্বাধীন হবার শুধু আগেই নয় তা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও অব্যাহত ছিলো– বিষয়টি বঙ্গবন্ধু ভালভাবেই জানতেন। এ মর্মে উল্লেখ জরুরি যে, ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি (বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে) স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে রমনা রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণে তার বক্তৃতার এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেন “ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।...বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই” (বিস্তারিত দেখুন, মযহারুল ইসলাম, ১৯৯৩, “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব”, পরিমার্জিত সংস্করণ, পৃঃ ৭৭৫)। ১৯৭২ সালের ১৯ আগস্ট ঐ একই স্থানে ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণের

সত্য। এ বিষয়ে শেষ কথা বলা হয়তো বা কঠিন। কিন্তু অপ্রিয় সত্য হলেও এ অনুচ্ছেদ শেষ করতে চাই জীবনের শেষ জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করে। ভাষণটি ঐতিহাসিকভাবেই গুরত্বপূর্ণ এ কারণে যে ঐ ভাষণটিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আর নয়া-ঔপনিবেশিক স্বৈরাচারী পাকিস্তানী শাসনামলে যে অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার-শোষণ-নির্যাতন-নিবর্তন-বঞ্চনা-বৈষম্য দেখেছেন এবং এসব কিছুর বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই-সংগ্রাম করে যে বৈচিত্রপূর্ণ জীবন-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং পরবর্তীতে জীবনের শেষ পর্যায়ে জাতির পিতা হিসেবে মাত্র সাড়ে তিন বছর স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে যত বহুমুখী অনুভূতি-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এসব কিছুর ভিত্তিতেই গভীরতম উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন; স্বাধীনতাত্তোর সাড়ে তিন বছরের স্বাধীনতা নস্যাৎকারীদের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন এবং দৃঢ়চিত্তে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণটি ছিলো ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানের (এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের) জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা। উপরোল্লিখিত কারণে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের নির্বাচিত কয়েকটি মূল প্রসঙ্গ[৪০] উল্লেখ করছি (এসব প্রসঙ্গের "সূত্রায়ন" আমার নিজের):

> প্রসঙ্গ ১: সরকার শুরু– রিক্ত হস্তে। বঙ্গবন্ধু বললেন "আমি যখন বাংলাদেশ সরকার পেলাম, যখন জেল থেকে বের হয়ে আসলাম, তখন আমি শুধু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষই পেলাম। ব্যাংকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না। শুধু কাগজ নিয়ে আমরা সাড়ে সাত কোটি লোকের সরকার শুরু করলাম"।
>
> প্রসঙ্গ ২: দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বাংলাদেশ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উত্থান ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড। বঙ্গবন্ধু বললেন "... আমি মানুষকে বললাম, আমার ভাইদের বললাম, মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের বললাম, তোমাদের অস্ত্র জমা দাও। তারা অস্ত্র জমা দিল। কিন্তু একদল লোক আমার জানা আছে যাদের পাকিস্তান অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল তারা অস্ত্র জমা দেয়নি। তারা এসব অস্ত্র দিয়ে নিরাপরাধ লোককে হত্যা করতে আরম্ভ করল। এমনকি পাঁচজন পার্লামেন্টের সদস্যকেও তারা হত্যা করল।...অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করলো।...মানুষ হত্যা থেকে আরম্ভ করে রেল লাইন ধ্বংস করে, ফারটিলাইজার ফ্যাক্টরী ধ্বংস করে, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলো যাতে বিদেশি এজেন্টরা যারা দেশের মধ্যে আছে তারা সুযোগ পেয়ে গেল। ...আর একদল বিদেশে সুযোগ পেল, তারা বিদেশ থেকে অর্থ এনে বাংলার মাটিতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করলো। স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করলো"।

একই পর্যায়ে বললেন "এই সময়ে যদি তোমরা যুবসমাজ, ছাত্র সমাজ হুশিয়ার না থাক, তবে স্বাধীনতার শত্রুরা মাথা তুলে উঠে এমন ছোবল মারবে যে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়বে। স্বাধীনতার শত্রুরা আজ সংঘবদ্ধভাবে দেশের ভিতরে বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়" (পূর্ণাঙ্গ ভাষণ দেখুন, মিজানুর রহমান মিজান সম্পাদিত, "বঙ্গবন্ধুর ভাষণ", ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন্স, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০০, পৃ: ১২২-১৩২)।

[৪০] বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ছিলো তাঁর অন্যান্য ভাষণের তুলনায় দীর্ঘ (মোট ১০ পৃষ্ঠার ভাষণ)। ভাষণটিতে একদিকে আছে সাড়ে তিন বছর দেশ শাসনের অভিজ্ঞতার প্রকাশ, অনুরাগ-বিরাগ, বাস্তব সত্য নিয়ে কিছু কঠোর উক্তি, আর অন্যদিকে আছে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের দিক-নির্দেশনা। পূর্ণাঙ্গ ভাষণটির জন্য দেখুন: মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), ২০০০, "বঙ্গবন্ধুর ভাষণ", পৃ: ২০৭-২১৮, মোতাহার হোসেন সুফী, ২০০৯, "ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক", পৃ: ৪৫৫-৪৭১, অনন্যা প্রকাশনা।

প্রসঙ্গ ৩: বিশৃংখল-নৈরাজ্যকর অবস্থা– দেশে যেন সরকার নেই। বঙ্গবন্ধু বললেন "এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে, অফিসে যেয়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যায়, সাইন করিয়ে নেয়, ফ্রি-স্টাইল। ফ্যাক্টরীতে যেয়ে কাজ না করে টাকা দাবী করে। সাইন করিয়ে নেয়। যেন দেশে সরকার নাই"।

প্রসঙ্গ ৪: দুর্নীতিবাজদের উত্থান ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের ডাক। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে দুর্নীতি নিয়ে, দুর্নীতিবাজ কারা– এ নিয়ে এবং দুর্নীতিবাজদের উৎখাত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে বললেন "...আরেকদল দুর্নীতিবাজ টাকা-টাকা, পয়সা-পয়সা করে পাগল হয়ে গেছে। ...মিথ্যা বলার অভ্যাস আমার নাই। কিন্তু কিছুটা অপ্রিয় কথা বলবো।...আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্যপালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে।...সরকারি আইন করে কোনো দিন দুর্নীতিবাজদের দমন করা সম্ভব নয় জনগণের সমর্থন ছাড়া।...আজকে আমি বলবো বাংলার জনগণকে এক নম্বর কাজ করতে হবে, দুর্নীতিবাজদের যদি খতম করতে পারেন তাহলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ দুঃখ চলে যাবে। এতো চোরাদের চোর এই চোর যে কোথা থেকে পয়দা হয়েছে জানি না। পাকিস্তান সব নিয়ে গেছে, কিন্তু এই চোরাদের তারা নিয়ে গেলে বাঁচতাম"।

প্রসঙ্গ ৫: ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত নেই, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বঙ্গবন্ধু এ প্রসঙ্গে বললেন "...আমার জমি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জমি। আমি কেন সে জমিতে ডবল ফসল করতে পারবো না। ...আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। ভিক্ষা করতে হবে না। ভিক্ষুক জাতির কোনো ইজ্জত নেই।...আমি সেই ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না।...আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে"।

প্রসঙ্গ ৬: উন্নয়নে নতুন কর্মসূচির চার মৌল উপাদান বঙ্গবন্ধু তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের ঘোষণায় বাংলাদেশের উন্নয়নে ৪-দফা জরুরি করণীয় উল্লেখ করে বললেন "এক নম্বর হলো– দুর্নীতিবাজ খতম কর, দুই নম্বর কলকারখানায়, ক্ষেতে, খামারে প্রোডাকশন বাড়ান; তিন নম্বর হলো– পপুলেশন প্ল্যানিং; চার নম্বর হলো– জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য করার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাকে ভালবাসে, এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মানে সৎপথে চলে তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবেন"।

প্রসঙ্গ ৭: শিক্ষিত সমাজকে তাদের মন-মানসিকতার দারিদ্র্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে চরিত্র পরিবর্তনের তাগিদসহ জনগণকে শ্রদ্ধা করতে বলা। জরুরি এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট ভাষায় বেশকিছু অপ্রিয় সত্য কথা বললেন। তিনি বললেন "শিক্ষিত সমাজকে আমি অনুরোধ করবো, আমরা কতজন শিক্ষিত লোক, আমরা শতকরা ২০ জন শিক্ষিত লোক। তার মধ্যে সত্যিকার অর্থে আমরা শতকরা পাঁচজন শিক্ষিত। শিক্ষিতদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন। আমি যে এই দুর্নীতির কথা বললাম, আমার কৃষক দুর্নীতিবাজ? না। আমার শ্রমিক? না। তাহলে ঘুষ খায় কারা? ব্লাকমার্কেটিং করে কারা? এই আমরা শতকরা ৫ জন শিক্ষিত।...শিক্ষিত সমাজকে একটা কথা বলব, আপনার চরিত্র পরিবর্তন হয় নাই। একজন কৃষক যখন আসে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে আমরা বলব এই বেটা কোত্থেকে আইছিস? বাইরে বয়, বাইরে বয়। একজন শ্রমিক যদি আসে, বলি, এখানে দাঁড়া। এই রিকশাওয়ালা, ঐভাবে বসিস না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা

বলে। তুচ্ছ করে। এর পরিবর্তন করতে হবে। আপনি চাকরি করেন, আপনার মাইনা দেয় গরীব কৃষক, আপনার মাইনা দেয় ঐ গরীব শ্রমিক। ...ইজ্জত করে কথা বলুন– ওরাই মালিক।...সরকারি কর্মচারীদের বলি, মনে রেখো এটা স্বাধীন দেশ। এটা বৃটিশের কলোনি নয়, পাকিস্তানের কলোনি নয়।...একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি কিছু মনে করবেন না, আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছে কে? ...কার টাকায়? বাংলার দুঃখী জনগণের টাকায়। ...তার টাকায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, তার টাকায় ডাক্তার সাহেব, তার টাকায় অফিসার সাহেব, তার টাকায় রাজনীতিবিদ সাহেব, তার টাকায় মেম্বার সাহেব, তার টাকায় সব সাহেব। আপনি দিচ্ছেন কি? কি ফেরত দিচ্ছেন?"

প্রসঙ্গ ৮: ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা বদলে গ্রামে গ্রাম বাধ্যতামূলক সমবায় গঠন। বঙ্গবন্ধু বললেন "সমাজব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে।... যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে।...এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে।...আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না।...পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ করা হবে "।

প্রসঙ্গ ৯: আন্তর্জাতিক বাজারে ধনীদেশের মারপ্যাচ– এই দিন থাকবে না। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু স্পষ্টভাবে শক্ত কথা বলে ফেললেন "কপাল! আমাদের কপাল! আমরা গরীব দেশ তো আমাদের কপাল! আমার পাটের দাম নেই। আমার চায়ের দাম নেই। আমরা বেচতে গেলে অল্প পয়সায় আমাদের বিক্রি করতে হয়। আমি যখন কিনে আনি– যারা বড় দেশ তারা তাদের জিনিসের দাম অনেক বাড়িয়ে দেয়। আমরা বাঁচতে পারি না। ...তোমরা অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বন্ধ করো। ওই সম্পদ দুনিয়ার দুঃখী মানুষকে বাঁচাবার জন্য ব্যয় করো। তাহলে দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে।...তোমরা মনে করেছ আমরা গরীব, যে দামই হোক আমাকে বিক্রি করতে হবে। এইদিন থাকবে না"।

প্রসঙ্গ ১০: শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, যুবকদের প্রতি। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বললেন "ছাত্রদের ফেল করিয়ে বাহাদুরি নিবেন তা হয় না। তাদের মানুষ করুন।...শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন, রাজনীতি একটু কম করুন।...রাগ করবেন না"। বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে বললেন "আমি বুদ্ধিজীবীদের কিছু বলি না। তাদের সম্মান করি। শুধু এইটুকু বলি যে, বুদ্ধিটা জনগণের খেদমতে ব্যবহার করুন"। যুবকদের উদ্দেশ্যে বললেন "আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভ সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই"।

প্রসঙ্গ ১১: ঔপনিবেশিক বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে। সমসাময়িক বিচারব্যবস্থার উপর বঙ্গবন্ধু সঙ্গত কারণেই ক্ষিপ্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন "...বিচার। বিচার! বাংলাদেশের বিচার! ইংরেজি আমলের বিচার আল্লাহর মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে সেই মামলা শেষ হইতে লাগে প্রায় ২০ বছর।...এই বিচার বিভাগকে নতুন করে এমন করতে হবে যে থানায় ট্রাইবুনাল করার চেষ্টা করছি এবং সেখানে মানুষ এক বছর বা দেড় বছরের মধ্যে বিচার পাবে– তার বন্দোবস্ত করছি। ...দুঃখী মানুষের উপর ট্যাক্স বসিয়ে আমি আপনাদের পুষতে পারব না"।

৫। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেতো?

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি-সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াতো? কতদূর পর্যন্ত যেতে পারতো বাংলাদেশ? বৈশ্বিক অর্থনীতি-সমাজে বাংলাদেশের অবস্থানটা কি হতে পারতো? এ প্রশ্নের ১০০ ভাগ সদুত্তর দেবার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ এ এক জটিল সম্ভাব্যতা নিরূপণ সংশ্লিষ্ট (possibilities বা probability) প্রশ্ন। এই অনুচ্ছেদে অনেক ধরনের অনেক বৈশিষ্ট্যের যুক্তিসিদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত অনুসিদ্ধান্তের[৪১] ভিত্তিতে অঙ্ক কষে এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। ঐসব অনুসিদ্ধান্তসহ আমার হিসেবপত্তর পেশ করার আগে আবারো বলে রাখা উচিত যে আজ ২০১৪ সালে বাংলাদেশের বয়স ৪৩ বছর। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরের বাংলাদেশের বয়স ৪২ বছর, আর ইতিহাসের বর্বরতম-নৃশংসতভাবে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা[৪২] পরবর্তী 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের বয়স ৩৯ বছর। উল্লেখ জরুরি যে, বঙ্গবন্ধুকে যখন বিদেশি-দেশি ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যা করলো তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৫৫ বছর,

[৪১] 'অনুসিদ্ধান্ত' হল উপপাদ্য থেকে সহজে আসা যায় এমন সিদ্ধান্ত, যেখানে 'উপপাদ্য' হল যুক্তির দ্বারা সম্পাদন বা সমর্থন বা সমাধান অথবা প্রতিপাদন করা বা প্রমাণ করা।

[৪২] এ হত্যার কারণ-পরিণাম সম্পর্কে ইতোমধ্যে বলেছি। বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবার-পরিজনদের ১৭ জনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী (পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী নয়) হুবহু ব্যক্তি/ব্যক্তিসমূহ কে বা কারা তা প্রমাণ করা সহজ নয়। হত্যার পিছনের বিদেশি-দেশি প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের নাম হয়তো বা কোনোদিনই ইতিহাসে উদঘাটিত হবে না। তবে হত্যা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা যতদূর জানা যায় সংক্ষেপে এরকম: ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট রাতের কুচকাওয়াজের নামে মেজর ফারুক এবং মেজর রশীদ প্রথম বেঙ্গল ল্যান্সার ও দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির ৬০০ জওয়ানকে ঢাকা সেনানিবাসের বাইরে নিয়ে যায়; সফল অপারেশনের দায়িত্ব পালনকারী মেজর ফারুক সেনাদের তিন ভাগে বিভক্ত করেন: প্রথমভাগে ধানমণ্ডির ৩২ নং বাসায় বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের যাকেই পাওয়া যাবে তাকে হত্যার দায়িত্ব দেয়া হয় চাকুরিচ্যুত মেজর নূর এবং মেজর মহিউদ্দিনকে, দ্বিতীয়ভাগে মেজর ডালিমের দায়িত্ব হলো আব্দুর রব সেরনিয়াবতের বাড়ি আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করা, আর তৃতীয়ভাগে মেজর ফারুক ও রিসালদার মোসলেম উদ্দিনকে নির্দেশ দেয়া হয় শেখ ফজলুল হক মনিকে হত্যার; মেজর রশিদকে রাজনৈতিক দায়িত্ব দেয়া হয় যে তিনি যেন হত্যাকাণ্ডের পরপরই খন্দকার মোশতাক আহমেদকে রেডিও স্টেশনে এনে শেখ মুজিবের পতনের কথা ঘোষণা দেন এবং নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে মোশতাককে পরিচয় করিয়ে দেন। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার পরিজনদের হত্যার উদ্দেশ্যে মেজর নূর, মেজর মহিউদ্দিন এবং মেজর বজলুল হুদার নেতৃত্বে বিপথগামী সৈন্যরা ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ভোর ৫টা ১৫ মিনিটের দিকে পৌঁছায়। প্রথমে ক্যাপ্টেন হুদা শেখ কামালকে গুলি করে হত্যা করে। এরপরে মেজর নূর স্টেনগানের গুলি চালিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে (তখন ভোর ৫টা ৪০ মিনিট; বঙ্গবন্ধু দোতলায় উঠছিলেন), বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করার সময়েই শয়নকক্ষের দরজার সামনে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। চলে গণহত্যা– কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয় শেখ জামালকে, শেখ কামাল ও শেখ জামালের নব বিবাহিত বধূ যথাক্রমে সুলতানা ও রোজিকে, ফার্নিচারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ১০ বছরের শেখ রাসেলকে খুন করা হয় যে শিশুটি খুনীদের অনুরোধ করে বলেছিলো "আমাকে মেরো না, আমাকে হাসু আপার (শেখ হাসিনা) কাছে পাঠিয়ে দাও"। ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ড– পরিবার-পরিজনসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড ঘটে গেলো। তবে প্রকৃতির কি বিধান যে বিধানের বলে পরিবার-পরিজনসহ বঙ্গবন্ধু নির্মমভাবে হত্যার শিকার হলেন কিন্তু বেঁচে গেলেন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ সত্যতা নিশ্চিত করার স্বার্থে তাদের বেঁচে যাবার বিষয়টি লিখছি যা আমি ব্যক্তিগত কথোপকথনে শেখ হাসিনার মুখ থেকেই শুনেছি। তিনি যা বলেছেন তা এরকম: "১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে আব্বা (বঙ্গবন্ধু) ভাষণ দেবেন। ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিলো। এসব নিয়ে সবাই ছিলো খুব ব্যস্ত। উপাচার্য আব্দুল মতিন চৌধুরি স্যার ঐ অনুষ্ঠানে আমাকে উপস্থিত থাকার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু ওদিকে জার্মানি থেকে ড. ওয়াজেদ আলীর ডাক। উপাচার্য মতিন চৌধুরি স্যারকে বললাম আপনার ছাত্রকে একটু বুঝান আমি ১৫ আগস্টের পরেই যাই। মতিন চৌধুরি স্যার বললেন ও আমার প্রিয় ছাত্র ছিলো, ফোনে বলে দেবো। শেষ পর্যন্ত কাজ হলো না। ২৯ জুলাই (১৯৭৫) আমাকে স্বামীর কাছে জার্মানি যেতে হলো। আর রেহানাকেও সাথে নিলাম।"

যার মধ্যে জীবনের শেষের মাত্র সাড়ে তিন বছর অর্থাৎ মাত্র ১৩১৪ দিন তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শাসনকাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ জরুরি যে, এ দেশে উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাও যদি বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসেবে ধরে নেয়া যায় তাহলেও সুস্থ-সবল-সুঠাম দেহের অধিকারী বঙ্গবন্ধু (১৯৭৫-এর পরে) আরো কমপক্ষে ২৪ বছর বাঁচতেন (কমপক্ষে বলছি এজন্য যে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দেশের উর্ধ্বমুখী মানব উন্নয়নের কারণে মানুষের গড় আয়ু এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ৫ বছর বাড়তো)। অর্থাৎ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-প্রগতি কর্মযজ্ঞ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে কমপক্ষে ২৪ বছর।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি-সমাজ আজ কোথায় পৌঁছাতো! হিসেবপত্তর করে [যাকে অর্থশাস্ত্রসহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানিরা সিমুলেশন (simulation model) বলে থাকেন] এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পাঁচটি পদ্ধতিতত্ত্বীয় (methodological) বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথমত: কয়েকটি যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত (hypothesis) ব্যবহার করা হয়েছে; আর অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করা হয়েছে এ কারণে যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বিদেশি-দেশি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ইতিহাসের নৃশংসতম ও বর্বরোচিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অর্থাৎ ১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশ হলো "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ নয়"– "বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ" বা "আজকের বাংলাদেশ"। আমার হিসেব-পত্তের ভিত্তি হিসেবে যেসব অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করেছি তা নিয়ে যে কেউই বিতর্ক করতে পারেন (এ বিষয়ে পরে আসছি)। পদ্ধতিতত্ত্বীয় দ্বিতীয় বিষয়টি হলো "বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ" অর্থাৎ "আজকের বাংলাদেশ" (যা সরকারি পরিসংখ্যান এবং/অথবা ক্ষেত্র বিশেষে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশভিত্তিক পরিসংখ্যানিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে থেকেই হিসেব-পত্তর করা হয়েছে) এবং "বঙ্গবন্ধুসহ আজকের বাংলাদেশ" (যা সিমুলেশন মডেল ভিত্তিক আমার হিসেব) এসব তুলনার ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে বেছে নিয়েছি। দেশ হিসেবে অন্য যেকোনো দেশ বেছে নেয়া যেতো তবে তা না করে মালয়েশিয়াকে বেছে নেয়ার পিছনে প্রধানত দু'টি কারণ রয়েছে। কারণ দু'টি হলো (১) ১৯৭০-৭৩ সময়কালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মোট জাতীয় আয় (জিএনআই) ছিলো প্রায় সমান। তবে ১৯৭০ সালে মালয়েশিয়ার মোট জনসংখ্যা ছিলো আমাদের (পূর্ব পাকিস্তানের) তুলনায় প্রায় ৬.৫ গুণ কম (আমাদের ছিলো ৬ কোটি ৯১ লক্ষ আর মালয়েশিয়ার ১ কোটি ৬ লক্ষ)। যে কারণে মোট দেশজ উৎপাদন অথবা মোট জাতীয় আয় সমান বা কাছাকাছি হলেও মালয়েশিয়ার মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন অথবা মাথাপিছু জাতীয় আয় আমাদের তুলনায় ৫-৬ গুণ বেশি হবে সেটাই স্বাভাবিক– তাইই ছিলো ১৯৭০-৭৩-এর দিকের অবস্থা। (২) মালয়েশিয়ার অর্থনীতি বিনির্মিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী নেতা ড. মাহাথির মোহাম্মদ-এর নেতৃত্বে এবং বলা যায় "দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শনের" (home grown development philosophy) ভিত্তিতে। সমজাতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এবং "দেশজ উন্নয়ন দর্শন" উভয়ই আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ততদিন যতদিন বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনে নেতৃত্ব দিয়েছেন (অর্থাৎ ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের ভোররাত পর্যন্ত)। তবে মালয়েশিয়ার সাথে আমাদের পথচলা শুরুর একটা বড় পার্থক্য আছে তা হলো আমাদের পথচলার শুরুটা (ধরা যাক ১৯৭২ সাল) যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ[৪৩] থেকে আর মালয়েশিয়ার পথচলা শুরু কোনো যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে নয়। আরো একটা

[৪৩] এমন এক ধ্বংসস্তূপ থেকে যা বিশ্লেষণ করে ১৯৭২ সালের দিকেই বিদেশি বিশেষজ্ঞগণ ও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা আশংকা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন এবং অনাহারে ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাবে। ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দালাল-দোসররা যে অপূরণীয়-অপরিমেয় ক্ষয়-ক্ষতি করেছিলো এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে।

বড় পার্থক্য আছে যা অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত তা হলো মালয়েশিয়ার নেতৃত্ব সমাজতন্ত্রের কথা বলেননি (আসলে নিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তা ছিলেন), আর আমাদের বঙ্গবন্ধু তার উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম প্রধান অবিচ্ছেদ্য মৌল হিসেবে সমাজতন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন (যা সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ)। পদ্ধতিতাত্ত্বিক তৃতীয় বিষয়টি হলো ‘বঙ্গবন্ধুসহ’ আজকের বাংলাদেশের সম্ভাব্য চিত্র বিনির্মাণে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মোট জাতীয় আয়-এর গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার ৫ শতাংশ, ৬ শতাংশ, ৭ শতাংশ, ৮ শতাংশ, ৯ শতাংশ ও ১০ শতাংশ ধরে ভিন্ন ভিন্ন হিসেব (সিমুলেশন) করা হয়েছে। তবে ‘বঙ্গবন্ধুসহ’ আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের সম্ভাব্য চিত্র উপস্থাপনে মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়ের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ_ হলে যা দাঁড়াতো সেটাকেই সবচে যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। গড়ে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরার পিছনের যৌক্তিক কারণগুলো পরে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। পদ্ধতিতত্ত্বগত চতুর্থ বিষয়টি হলো সময় বা সময়কাল (বছর, বছরকাল) সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত পরিসংখ্যানের প্রাপ্যতা যা বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার তুলনা-সহায়ক হয় সেটাকেই মুখ্য বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন মোট দেশজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৭০-২০১১ সময়কাল, মোট জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ১৯৭৩-২০১১ সময়কাল ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্ধতিতাত্ত্বিক সর্বশেষ, পঞ্চম ক্ষেত্রটি হলো মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়সহ সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক চলকসমূহের মূল্য (price) বিষয়ক। বাংলাদেশের সাথে মালয়েশিয়ার অর্থনীতি তুলনীয় রাখার স্বার্থে মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয় (মাথাপিছুসহ) হিসেব করা হয়েছে ২০০০ সালের ভিত্তিতে স্থির মূল্যে (in constant price, বর্তমান মূল্য বা current price-এ নয়), আর মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (পিপিপি ডলারে) হিসেব করা হয়েছে ২০০৫ সালের স্থির মূল্যে। বাংলাদেশি টাকা আর মালয়েশিয়ার রিংগেটভিত্তিক সব হিসেবপত্তর তুলনীয় করার স্বার্থে মার্কিন ডলারে রূপান্তর করা হয়েছে।

আগেই বলেছি, বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ অর্থাৎ ‘বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ’-এর অর্থনীতি ও সমাজ আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো তা নিরূপণে বেশ কিছু যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হিসেবপত্তর করেছি। এসব যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ধরে নিয়েছি যে বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার হতো ৯ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই বার্ষিক জিডিপি ৫.৫ শতাংশে উন্নীতকরণের টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছিলো। যেসব অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে “বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশে” মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ হতো সেসব অনুসিদ্ধান্ত উপস্থাপনের আগে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার স্বার্থে আর একটি বিষয় উত্থাপন জরুরি। বিষয়টি এরকম “বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশে” মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ হতো কিনা এ নিয়ে যে কেউই তর্ক-বিতর্ক অথবা কুটতর্কে অবতীর্ণ হতে পারেন। এসব তর্কবাগিশদের প্রতি পেশাগত যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক অন্তত কয়েকটি কথা বলা জরুরি। যা নিম্নরূপঃ

প্রথমত: যে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) পরিমাণে স্বল্প অথবা অপেক্ষাকৃত স্বল্প সে দেশে সঠিক, বিজ্ঞানসম্মত ও জনকল্যাণকামী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি-কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হলে ঐ দেশে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও তার প্রবৃদ্ধির হার বাড়তে বাধ্য। এমনকি প্রবৃদ্ধির হার সে দেশে দুই অঙ্কের (ডবল ডিজিট) হতে পারে অর্থাৎ ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত। এ কোনো অসম্ভব প্রস্তাবনা নয়। এ উদাহরণ নতুন কোনো বিষয় নয়। অনেক দেশই ইতোমধ্যে এ ধরনের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়ত: যে দেশের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি অথচ মোট দেশজ উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম সে দেশে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ। এক্ষেত্রে

দুটি বিষয় নিশ্চিতকরণ জরুরি: (১) জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে, দক্ষ-জনশক্তিতে রূপান্তর, (২) সে ধরনের অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল গ্রহণ-প্রণয়ন-বাস্তবায়ন যার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত ধনাত্মক।

তৃতীয়ত: 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশের পরিবর্তে ৭ শতাংশ ধরলেও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয় উভয়ই মালয়েশিয়ার তুলনায় অনেক বেশি হতো (যা পরে দেখানো হয়েছে)।

চতুর্থত: সংশয়বাদী, সন্দেহপ্রবণ, কুট তর্কবাগিশ ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা(!) বিদেশি-দেশি অর্থনীতিবিদ ও তথাকথিত সমাজ-রাষ্ট্র চিন্তকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন জরুরি বোধ করি। প্রশ্নসমূহ সন্দেহাতীতভাবে রাজনৈতিক (মনে রাখা প্রয়োজন যে অর্থনীতি হলো আসলে বড় মাপের রাজনীতি; রাজনীতি হলো অর্থনীতির ঘনীভূত বহিঃপ্রকাশ)। রাজনৈতিক ঐ প্রশ্নসমূহ হলো: আপনারা কি ১৯৭০ সালেও ভাবতে পেরেছিলেন যে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করবো? আপনারা কি ভাবতে পেরেছিলেন যে আমরা ৯ মাসেই হাজার-লক্ষ প্রতিকূলতার মধ্যে একটি সশস্ত্র বলবান-নিয়মিত পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী ও তাদের দেশীয়-আন্তর্জাতিক দালাল-দোসরদের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঐ 'অসীম শক্তিধর' বর্বর পাকিস্তান আর্মিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারবো? আপনারা কি ভেবেছিলেন যে আমরা এতই দুর্বল যে মুক্তিযুদ্ধকালীন মোশতাক চক্রসহ বিদেশি-দেশি ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদেরকে আবারো পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে যে কোনো ফর্মুলায় ফেরত যেতে বাধ্য করবে, আর আমরা তা মেনে নিতে বাধ্য হবো? তারা সম্ভবত ভেবেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ প্রলম্বিত হবে এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ তাদের সহযোগী এ দেশের আপামর জনগণ এক পর্যায়ে হাঁপিয়ে উঠে রণে ভঙ্গ দিয়ে হাটু গেড়ে ক্ষমা চাইবে। তারা সম্ভবত ভেবেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু শুধু বক্তৃতা-পারদর্শী মানুষ দেশ গড়া তাও আবার অপূরণীয়-অপরিমেয় ক্ষয়-ক্ষতিপূর্ণ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নে নেতৃত্ব দেয়া তাঁর কাজ নয়; এ বিষয়ে নন তিনি বিশেষজ্ঞ– নন তিনি পারদর্শী সুতরাং পারবেন না তিনি। এসব প্রতিক্রিয়াশীল ভাবুকদের অনেকেই সচেতনভাবেই সাম্রাজ্যবাদের দালাল অথবা বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এর কেরানি অথবা শাস্ত্রিয়ভাবে সে পক্ষের ব্যক্তি যারা ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতি শাস্ত্রের বাইরে যেতে অপারগ[৪৪] অথবা 'জনগণের শক্তি সবকিছুর উর্ধ্বে'- এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী নন। আমি নিশ্চিত এদের

[৪৪] 'বুদ্ধিজীবী শ্রেণি'র একাংশ 'অর্থনীতিবিদ শ্রেণি' এসব 'ভাবুক' যারা ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতি শাস্ত্রের বাইরে বিচরণে অপারগ তাদের উদ্দেশ্যে বলা সমিচিন যে তাদের খুব দোষ নেই; দোষ অর্থনীতি শাস্ত্রেরই অন্তর্নিহিত; দোষ তারা অর্থশাস্ত্রের যে ধারা অথবা স্কুল অনুসরণ করেন সেখানেই বড় মাপের গলদ আছে। এ গলদ সাধারণ কোনো গলদ নয়। এ গলদ প্রধানত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ধারণাগত সংকট উদ্ভূত– প্রকৃত সত্য উপলব্ধি না করতে পারার সংকট। বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ কাপ্রার মতে বিষয়টি এরকম "উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্ব, জ্বালানী সংকট, স্বাস্থ্যসেবা খাতে সংকট, দূষণ ও অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়, সন্ত্রাস ও অপরাধের বাড়বাড়ন্ত, এবং অনুরূপ সবকিছু– এসবই একই সংকটের বিভিন্নমুখী চেহারা। সংকটটি মূলত উপলব্ধির সংকট" (দেখুন, ফ্রিটজফ কাপ্রা, ১৯৮৮, The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture, পৃ. ১৫, New York: Bantam Books)। পুরো গত শতক আর এ শতকের এখন পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানিরা (যারা মানুষের স্বভাব-আচরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে ভাবেন, যেমন অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক নৃবিজ্ঞান, এমনকি ইতিহাস শাস্ত্র) সংশ্লিষ্ট বাস্তবতা বিচার-বিশ্লেষণে মূলত কার্টেজিয় ধারণাকাঠামো (Cartesian fremework) ব্যবহার করেছেন যে ধারণা কাঠামো অনুযায়ী

অধিকাংশই বঙ্গবন্ধুর যোগ্যতা-দক্ষতা-দেশপ্রেম সম্পর্কে জানতেন না অথবা ভাবতেন অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নে দরিদ্র বিরোধী ধনিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী বৈষম্যসৃষ্টিকারী বাজার ব্যবস্থাটাই উন্নয়নের একমাত্র মহৌষধ। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংস-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের যখন খুবই প্রয়োজন ছিল তখন বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে দাতা দেশগুলো দাবি তুললো যে, "বাংলাদেশ যদি সাবেক পাকিস্তানের ঋণের দায়ের একাংশের (যে অংশ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছিলো বলে তারা দাবি করেছিলো) দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তবে বাংলাদেশকে তাদের পক্ষে সাহায্য প্রদান অসম্ভব"। যাদের উদ্দেশ্যে এত কথা বলছি তারা কি জানেন যে ঐ দুর্দিনেও বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "দাতামহল দাবি না ছাড়লে আগামীকালই তারা চলে যেতে পারেন। আমরা সাহায্য নেবো না। ওই সব শর্তে আমরা সাহায্য নিতে পারি না।" তারা কি জানেন, যে এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ ও নীতির প্রশ্নে অটল বঙ্গবন্ধু বিশ্বব্যাংকের ঐ ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেবকে কম কথায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন "শুনেছি আপনারা বলেছেন যে, বৈদেশিক সাহায্য পেতে হলে দাতামহলের শর্ত মানতে হবে আগে। ভদ্র মহোদয়গণ, এই যদি আপনাদের শর্ত হয়ে থাকে, তাহলে কোনো সাহায্যই আমরা নেবো না। আমাদের জনগণ রক্ত দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে,

---

দার্শনিক দেকার্তের জ্ঞানতত্ত্ব (যেখানে বলা হতো বস্তুর গতির আদি কারণ হচ্ছে ঈশ্বর; মানুষ হচ্ছে দেহ এবং মনের সম্মিলিত সংগঠন; দেহ হচ্ছে মনহীন বস্তু আর মন হচ্ছে বস্তুহীন সত্তা; "আমার নিজের অস্তিত্ব সন্দেহের উর্ধ্বে") থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বলা হলো মানবিক-সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ 'মন' (*res congnitans*) নিয়ে আর প্রকৃতি বিজ্ঞানের কাজ 'বস্তু' (*res extensa*) নিয়ে। বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ বলছেন– প্রকৃত অর্থে বিশ্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও উপস্থাপনে প্রয়োজন কার্টেজিয় ধারণা কাঠামো থেকে বেরিয়ে "ইকোলজিক্যাল চিন্তা-অবস্থান" (অর্থাৎ যে বিদ্যায় পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীজগতের সম্পর্ক আলোচিত হয়) গ্রহণ করা (ফ্রিটজিফ কাপ্রা, ঐ, পৃ. ১৬)। দেকার্ত ও কার্টেজিয় ধারণা সংশ্লিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বীয় এসব কথাবার্তা দর্শন শাস্ত্রীয় বিধায় অর্থনীতির জন্য আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ নিউটনের পদার্থবিদ্যা-বলবিদ্যা আর কার্টেজিয় প্যারাডাইম– এ দুয়ের সমন্বয়ে সামজিক বিজ্ঞানীরা বিশেষত অর্থনীতিবিদেরা এতকাল স্ব-শাস্ত্রিয় যেসব বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মডেল বিনির্মাণ করে চলেছেন সেসবই প্রতিনিয়ত ভ্রান্ত প্রমাণিত হচ্ছে, প্রমাণিত হচ্ছে বাস্তবের সাথে যোগসূত্রহীন শাস্ত্র হিসেবে। বর্তমান যুগের অর্থশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য সকল জ্ঞান-শাখার মতই খণ্ডিত ও লঘুকৃত এপ্রোচ (fragmented and reductionist approach) দ্বারা পরিচালিত। এসব কারণেই প্রচলিত অর্থনীতিবিদেরা অর্থাৎ 'অর্থনীতিবিদ শ্রেণি' "বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে অর্থনীতি শাস্ত্র সামুহিক/সামগ্রিক ইকোলজিক্যাল ও সোশাল সিস্টেমের ক্ষুদ্র একটি দিক মাত্র যেখানে জীবন্ত ঐ সিস্টেমে মানুষ একে অন্যের সাথে এবং প্রকৃতির সম্পদের সাথে প্রতিনিয়ত সম্পর্কিত, যে প্রকৃতির বেশির ভাগই প্রাণ-বিশিষ্ট সত্ত্বা। সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক ভ্রান্তি হলো এই যে তারা এ সামুহিক-অন্তসম্পর্কিত গঠন-কাঠামোকে বিভাজিত করে খণ্ডিত করে, এবং প্রতিটি অংশকে ভিন্ন অংশ মনে করে বিভিন্ন একাডেমিক বিভাগে চর্চা করে, এভাবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অর্থনৈতিক শক্তির মৌল বিষয়াদি অবজ্ঞা করেন আর অর্থনীতিবিদেরা তাদের মডেলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা যুক্ত করতে ব্যর্থ হন। ... অন্য আরো একটা অতিব গুরুত্বহ বিষয় যা অর্থনীতিবিদেরা অতিমাত্রায় অবজ্ঞা করেন তা হল– অর্থনীতির গতিময় (dynamic) বিবর্তন। ... জীবনের বিষয়াদি খন্ডিতকরণের এবং পৃথক কামরাভুক্ত করার কারণে তাত্ত্বিক সমস্যার গাণিতিক সমাধানে অর্থনীতিবিদদের আর তেমন কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না।... মূল্য আছে কিন্তু মূল্যায়িত করা হয় না– এ দিক থেকে অর্থনীতিবিদরা এতকাল পর্বতসম ব্যর্থ চর্চা করেছেন "(বিস্তারিত দেখুন, ফ্রিটজফ কাপ্রা, ১৯৮৮, পৃ. ১৮৮-১৯১)। অর্থনীতিবিদ শ্রেণির এসব মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে কথার ফুলঝুরির শেষ নেই। তবে এক্ষেত্রে একটি চাণক্য শ্লোক প্রণিধানযোগ্য হতে পারে– "বৃক্ষহীন দেশে ভেরেন্ডা গাছও বৃক্ষ বলে পরিগণিত হয়"।

> এ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে, আমাদের বাঁচতে হলে জনগণের সে শক্তিকে কাজে লাগিয়েই বাঁচতে হবে। আমরা আপনাদের সাহায্য ছাড়াই চলবো।”[৪৫]
>
> এতক্ষণ যেসব সংশয়-সন্দেহবাদী কুটতর্কবাগিশ এদেশি অথবা এদেশের ভিনদেশি অথবা বিদেশি অর্থনীতিবিদ-সমাজচিন্তকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করলাম এবং সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম-নীতি-আদর্শ-জনগণের অপার শক্তির প্রতি আস্থার কিছু নমুনা উল্লেখ করলাম তাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো ক্ষোভ-বিক্ষোভ-আক্রোশ-ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই (এদের বেশির ভাগকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা চিনি না; তাদের লেখা-ঝোকা পড়েছি মাত্র)। তবে এদের জন্য দুঃখ হয় এজন্য যে, এদেরই বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবিসহ সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি করেছেন অথবা চাকরি থেকে অবসর নিয়ে (সম্ভবত দুদেশি পাসপোর্টধারী হিসেবে) হয় বিদেশে অথবা বাংলাদেশে এখন প্রত্যক্ষ সরকার-ঘনিষ্ঠ উন্নয়ন-পরামর্শক (সরকারে যে দলই থাকুক না কেনো) হিসেবে কাজ করছেন এবং/অথবা উন্নয়ন পরামর্শ-প্রেসক্রিপশন প্রদানকারী সংস্থার মালিক এবং/অথবা আমাদের দেশের “উন্নয়ন” কিভাবে কোন পথে হতে পারে এসব নিয়ে চিন্তা-দুশ্চিন্তার দোকান “Think Tank” খুলে বসেছেন!

আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াতো ৯ শতাংশ। এ হিসেব নিরূপণে বিভিন্ন যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ধরে নিয়েছি যে বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ ২০১১ সাল নাগাদ (তখন বঙ্গবন্ধুর বয়স হতো ৯০ বছর) তিনি মোট ৭টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ণ সময়সহ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম ৩ বছর সময় পেতেন। ধরে নিয়েছি যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) শেষ বছর নাগাদ প্রবৃদ্ধির হার গিয়ে দাঁড়াতো ৫.৫ শতাংশে (যে টার্গেট বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতেই ছিল)। ক্রমান্বয়ে এক পর্যায় পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ডাবল ডিজিটে (দুই অঙ্কে) উন্নীত হতো। বঙ্গবন্ধুর “স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শনের” প্রভাব-অভিঘাত হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন সম্ভাবনাসহ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির যুক্তিতে ধরে নিয়েছি যে ঐ প্রবৃদ্ধির হার হতো: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৭৮-৮৩) ৭.৫ শতাংশ, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮৩-৮৮) ৮.৫ শতাংশ, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮৮-৯৩) ৯.৫ শতাংশ, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৯৩-৯৮) ১০ শতাংশ, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৯৮-২০০৩) ১০.৫ শতাংশ, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (২০০৩-০৮) ১১ শতাংশ এবং অষ্টম পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে একই ধারা বজায় থাকতো অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার হতো ১১ শতাংশ। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এসব হিসেব করলে ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সময়কালে ‘বঙ্গবন্ধুসহ’ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার হতো বার্ষিক গড়ে ৯ শতাংশ। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবৃদ্ধির হারে ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে শুধুমাত্র মোট দেশজ উৎপাদনের কয়েকগুণ বৃদ্ধিই ঘটতো না সেইসাথে ধরে নেয়া অনুসিদ্ধান্তসমূহের বৈশিষ্ট্যের কারণে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যও বহুগুণ হ্রাস পেতো। আমার মতে এটাই ছিল বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত “দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শনের” অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যাকে এক কথায় যে নামে সূত্রায়িত করা যায় তা হল

[৪৫] এ অংশের অধিকাংশ তথ্য-উৎস হলো বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের স্মৃতিচারণ এবং মোতাহার হোসেন সুফী রচিত গ্রন্থ “ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক” (অনন্যা প্রকাশনা, ২০০৯, পৃ: ৪০৫-৪০৭)।

"বৈষম্যহ্রাসকারী ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মডেল" অথবা "বৈষম্যহ্রাসকারী প্রগতির মডেল" অথবা "বৈষম্যহ্রাসকারী উন্নয়ন মডেল" অথবা "অসমতা হ্রাসকারী প্রগতির মডেল" অথবা "অসমতা হ্রাসকারী উন্নয়ন মডেল"। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে" কি হতো, কেমন হতো অর্থনীতি ও সমাজের আজকের রূপ? সেক্ষেত্রে প্রক্ষেপণের (projections) ভিত্তি হিসেবে যেসব যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ:

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানে বিধৃত চার মূলনীতির (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ) ভিত্তিতে জনগণের সার্বভৌমত্ব– জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭) ও জনগণের মৌলিক অধিকার সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার অন্যতম হলঃ মালিকানার নীতি (অনুচ্ছেদ ১৩), মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ১৫), বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব (অনুচ্ছেদ ১৬) এবং ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য প্রদর্শন না করা (অনুচ্ছেদ ২৬), অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা (অনুচ্ছেদ ১৭), জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা (অনুচ্ছেদ ২০), নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য (অনুচ্ছেদ ২১), চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৯), ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪১), স্থানীয় শাসন (অনুচ্ছেদ ১১,৫৯,৬০), সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আইন প্রণয়ন ও অর্থসংগ্রহ পদ্ধতি (অনুচ্ছেদ ৬৫-৯২), বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি (অনুচ্ছেদ ৯৪-১১৬), এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি (অনুচ্ছেদ ১১৮-১২৬)। সেই সাথে সংবিধানের মূল বিধান অনুযায়ী ধরে নেয়া হয়েছে যে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসমঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে [অনুচ্ছেদ ৭ (২)]– অর্থাৎ জনগণকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না; মালিকানার নীতি সংবিধানে বর্ণিত বিধি মোতাবেক হতে হবে (অর্থাৎ বিশ্ব-ব্যাংক, আইএমএফ তুষ্টি চলবে না; রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের বেসরকারিকরণ সংবিধান বিরোধী); গ্রাম-শহরের বৈষম্যহ্রাস করবেন কিন্তু কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার করবেন না– তা হবে না; বস্তিবাসী বাড়তেই থাকবে– তা হবে না; জাত-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষে বৈষম্য প্রদর্শন করবেন– তা হবে না; শিক্ষাকে পণ্যে (বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষাবস্তু'তে) রূপান্তরিত করবেন– তা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী; ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মানুষকে নিরন্তর উচ্ছেদ প্রক্রিয়াভুক্ত করে রাখবেন– তা হবে না; স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করবেন না– তা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী; সমাজতন্ত্রের নাম-নিশানা নেবেন না– তা হবে না; ধর্মকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনবেন– তা শুধু সংবিধান বিরোধীই নয় তা মুক্তিযুদ্ধের মৌল চিন্তা বিরোধী; শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য বাড়াতেই থাকবেন– তা চলবে না; অসাম্প্রদায়িক জাতিয়তাবাদ অন্য কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করবেন– তা হবে না; আইনের শাসনের ব্যত্যয় ঘটাবেন– তা হবে না।

২. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে (বাস্তবে হয়নি; পরিকল্পনাকাল ছিল ১৯৭৩-৭৮ আর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় ১৯৭৫-এ)।

৩. বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবিত গণমুখী সমবায় আন্দোলন বাস্তবায়িত হয়েছে (যা বাস্তবে হয়নি)। যার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায়সহ গ্রামীণ কৃষক সমবায়, তাঁতী সমবায়, জেলে সমবায়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায়।

৪. অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে (যা আসলে হয়নি)– খাদ্য উৎপাদন ও কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বৈদেশিক পরনির্ভরশীলতা হ্রাসের মাধ্যমে।[৪৬]

৫. মানবসম্পদসহ প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে[৪৭] (যা আসলে হয়নি)।

৬. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কর্মকাণ্ড সাংবিধানিক ও ন্যায়বিধানিক দৃষ্টিতে বাস্তবায়িত হয়েছে (যা আসলে হয়নি)।

৭. জাতীয়করণকৃত কল-কারখানা-ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পিত উন্নয়ন ও উত্তরোত্তর বিকাশ হয়েছে (যা আসলে হয়নি)।

৮. অবকাঠামোর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়েছে– প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে যার ভবিষ্যত নির্দেশনা উল্লেখ হিসেবে করা হয়েছিল রাস্তা-ঘাট-ব্রিজ, কালভার্ট, জলপথের/নদীর নাব্যতা রক্ষা করে দেশব্যাপী একক জলপথ-জাল, সমুদ্র-নদী-স্থলবন্দর, বিদ্যুত-জ্বালানি ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে (যা কাঙ্খিত পর্যায়ে হয় নি)।

৯. সরকারি স্বাস্থ্য খাতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কভারেজ ও মান বৃদ্ধি হয়েছে (যা কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনানুযায়ী আসলে হয়নি)।

১০. লাইসেন্স পারমিট ও সংশ্লিষ্ট ঘুষ-দুর্নীতি নির্মূল হয়েছে (আসলে আদৌ হয়নি। যা ১৯৭৪-এর দিকে বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং যা rent seeker-দের এক নব্য-ধনী গোষ্ঠী সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে কারণে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ জনসভার ভাষণে– ২৬ মার্চ ১৯৭৫– বলেছিলেন "পাকিস্তান সব নিয়ে গেছে, কিন্তু এই চোরাদের তারা নিয়ে গেলে বাঁচতাম")।

১১. পাকিস্তানি বর্বর সেনাদের দালাল-দোসর যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার চরম লঙ্ঘনকারীদের বিচার ও বিচারিক রায় কার্যকর হয়েছে (যা আসলে হয়নি। প্রক্রিয়াধীন। এ প্রক্রিয়ার শেষ হবে কবে– কেউই জানে না। এরাই পরবর্তীকালে একদিকে যেমন বঙ্গবন্ধু সরকার বিরোধী ও দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক ছিল আর অন্যদিকে এরাই ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক জঙ্গিত্বের বাহক হলো)।

---

[৪৬] বঙ্গবন্ধু তার জীবনের শেষ জনসভায় (২৬ মার্চ ১৯৭৫, রেসকোর্স ময়দানে) বলেছিলেন "আমি ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না"। এছাড়া আগেই উল্লেখ করেছি ১৯৭২ সলে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে দাতামহল যখন দাবি জানালো যে পাকিস্তানের ঋণের দায়ের একাংশের দায়িত্ব বাংলাদেশকে নিতে হবে তখন বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টকে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট বলেছিলেন "এই যদি আপনাদের শর্ত হয়ে থাকে, তাহলে কোনো সাহায্যই আমরা নেবো না।" তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিলো "বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ৬২ শতাংশ থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭ শতাংশের মধ্যে কমিয়ে আনা।

[৪৭] মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব ছিল জ্ঞান-সমৃদ্ধ দক্ষ-প্রশিক্ষিত জনশক্তি গঠনের এবং এ লক্ষ্যের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ এর দিকে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন মানুষের অভিজ্ঞান-সচেতনতা-দক্ষতা বৃদ্ধি পেতো অন্যদিকে অর্থনীতিতে মানুষের উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন সক্ষমতা ও ফলপ্রদতা বৃদ্ধি পেতো। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা বঙ্গবন্ধু বহুবার বলেছেন এবং সর্বশেষ বলেছেন ১৯৭৫-এর ২৬ মার্চ জীবনের শেষ জনসভার ভাষণে– যা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি।

১২. পাকিস্তান ফেরত সেনা কর্মকর্তাদের পুনর্বাসিত করা হলো না (আসলে করা হলো। বস্তুত এরাই তারা যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কোনোকিছুই ধারণ করতেন না, বরঞ্চ উল্টোটাই করেছেন। আর এদের অনেকেই এখন ভেতর থেকে অথবা বাইরে থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন)।

১৩. মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাতেই যেসব বাঙালি আমলা পাকিস্তানিদের স্বার্থ রক্ষার্থে নিয়োজিত ছিল তাদের পুনর্বাসিত না করে শাস্তি দেয়া হলো (বাস্তবে হয়েছিল ঠিক উল্টোটা। ঐসব আমলাদের অনেককেই পুনর্বাসিত করা হলো। ঐ আমলারা মানসিকভাবে ছিলেন উপনিবেশিক ও মুসলিম লীগ–সামন্তবাদী মানসিকতার আমলা। চেয়ারে বসিয়ে যাদের দিয়ে আর যাই হোক সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের কোনটিই বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না)।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' যে বাংলাদেশ হবার কথা ছিল সে বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা যায়নি; সেই বাংলাদেশের সাথে আজকের বাংলাদেশের ব্যবধান দুস্তর; আজকের বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের উল্টো প্রকৃতির; আজকের বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' নয়। সেই সাথে এটাও বলা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' উপরোল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহের কোনটা কোন মাত্রায় অথবা কোন অনুসিদ্ধান্তের মান কত হতো তা বলা দুস্কর। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' মূল অনুসিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হতো এবং অনুসিদ্ধান্তসমূহের যৌথ মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হতো নতুন এক বাংলাদেশ যাকে আমি বলছি "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ"। যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এবং বৈষম্য হ্রাস পেতো অনেক গুণ। হিসেব-পত্তর কষে এসব বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে যা পেয়েছি তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। তার আগে আবারো স্মরণ করে দিতে চাই যে, ১৯৭০-২০১১ অথবা ১৯৭৩-২০১১ সময়কালের জন্য বৃহৎ বর্গের মানদণ্ডে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দেখা হয়েছে দু'ভাবে: "আজকের বাংলাদেশ" (অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার ফলে যে বাংলাদেশ পেয়েছি অথবা 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ') এবং 'বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ' (অর্থাৎ যদি বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকতেন' এবং উল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হতো)। আর এ দুই বাংলাদেশকে তুলনা করা হয়েছে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মালয়েশিয়ার একই সময়ের অর্থনীতির সাথে। সেই সাথে অর্থনীতিতে পরিবর্তন-রূপান্তরের পাশাপাশি সমাজের শ্রেণি কাঠামোতে কি ঘটেছে এবং কি ঘটতে পারতো সেটাও হিসেব-পত্তর করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং উল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হলে (যা বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যর কারণেই অবশ্যই কার্যকর হতো বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের কার্যকারিতার মাত্রা যাই হোক না কেন) অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরিখে আজকের 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অর্থনীতি আজকের মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে অনেকগুণ ছাড়িয়ে যেতো যদিও ১৯৭৩ সালের দিকে ঐ দুই অর্থনীতির অবস্থা মোটামুটি একই রকম ছিল। সেইসাথে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিগত বৈষম্যের চেহারা কাঠামোটি পাল্টে যেত এবং শ্রেণিবৈষম্য হ্রাস পেয়ে তা সমতাভিমুখি হতো যা আজকের বাংলাদেশে চরম বৈষম্যমূলক এবং যে পরিবর্তনটি মালয়েশিয়ায় আদৌ হয়নি (বিষয়টি পরে বিস্তারিত বিশ্লেষিত হয়েছে)।

প্রথমে আসা যাক বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বড় দাগে অর্থনৈতিক পরিবর্তনটা কেমন হতে পারতো, কোন অবস্থায় দাঁড়াতো আজকের 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার অর্থনীতির তুলনায় সম্ভাব্য

অবস্থাটা কেমন হতো? ‘বঙ্গবন্ধুসহ’ আজকের[৪৮] বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার যা একই সময়ের মালয়েশিয়ায় ১৫ হাজার ৪২৬ কোটি ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশের জিডিপি মালয়েশিয়ার তুলনায় আজ ২.৭৩ গুণ বেশি হতো (দেখুন, লেখচিত্র ৩); এমনকি মাথাপিছু জিডিপি আজকের মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেতো– মালয়েশিয়ার মাথাপিছু জিডিপি ৫,৩৪৫ ডলার আর ‘বঙ্গবন্ধুসহ’ বাংলাদেশে আমাদের হতো ৬,০৬১ ডলার (দেখুন, লেখচিত্র ৪) আর এটা ঘটতো তখন যখন আমাদের মোট জনসংখ্যা মালয়েশিয়ার চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বেশি (আর ১৯৭০ সালে ৬.৫ গুণ বেশি ছিল, দেখুন, লেখচিত্র ৫)। এতো গেল মোট দেশজ উৎপাদনের কথা। সংগত কারণেই মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) ক্ষেত্রেও ‘বঙ্গবন্ধুসহ’ বাংলাদেশের অনুরূপ উর্ধ্বগামী পরিবর্তনের ফলে এখন আমাদের মোট জাতীয় আয় দাঁড়াতো ৪২ হাজার ৫১৪ কোটি ডলারে। যা মালয়েশিয়ায় ১৫ হাজার ৫ কোটি ডলার অর্থাৎ মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয়ের তুলনায় ‘বঙ্গবন্ধুসহ’ বাংলাদেশে আমাদের মোট জাতীয় আয় ২.৮ গুণ বেশি হতো (দেখুন, লেখচিত্র ৬)। শুধু তাই নয়– মালয়েশিয়ার তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা ৪ গুণ বেশি হলেও আমাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় হতো ৫,৫৯৮ ডলার যা মালয়েশিয়ায় ৫,১৯৯ ডলার (দেখুন, লেখচিত্র ৭), অর্থাৎ মালয়েশিয়ার তুলনায় মাথাপিছু ৩৯৯ ডলার বেশি। আর মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের[৪৯] ক্ষেত্রে বলা চলে ঘটনাটা ঘটতে পারতো বিপ্লবাত্মক (পরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। এতো গেলো ‘বঙ্গবন্ধুসহ’ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনীতির প্রধান দুই সূচক মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়ে যে আমূল পরিবর্তন হয়ে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে অতিক্রম করার মোটা দাগে মোদ্দা কথা। এখন একটু বিস্তারিত বিশ্লেষণে আসা প্রয়োজন যেখানে

লেখচিত্র ৩: মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি): ১৯৭০-২০১১
(২০০০ সালের সালের স্থির মূল্যে, কোটি ডলারে)

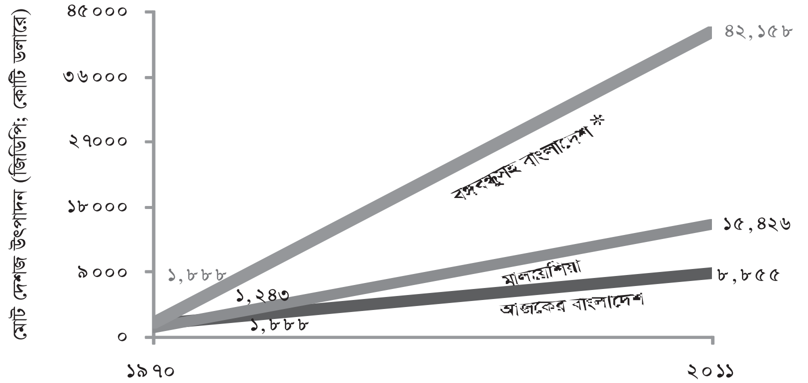

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

[৪৮] এ অনুচ্ছেদে হিসেব-পত্তর উপস্থাপনে যেখানেই ‘আজ’, ‘আজকে’, ‘আজকের’, ‘এখন’, ‘এখনকার’, ‘বর্তমান’, বর্তমানের’– এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই ২০১১ সাল ধরে নিতে বা পড়তে হবে।

[৪৯] মাথাপিছু প্রকৃত আয় অর্থাৎ অর্থের (আমাদের ক্ষেত্রে টাকার আর মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে রিংগেট এর) ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ এক একক অর্থ দিয়ে কি পরিমাণে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করা যায়। প্রায়শই এক্ষেত্রে পিপিপি ডলার (purchasing power parity dollar) ব্যবহার করা হয়।

'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের সাথে আজকের মালয়েশিয়ার, 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের সাথে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের, এবং 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের সাথে মালয়েশিয়ার অর্থনীতির (যা কিছু মাত্রায় উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) তুলনীয় অবস্থা দেখানো সম্ভব।

লেখচিত্র ৪: মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন: ১৯৭০-২০১১
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, ডলারে)

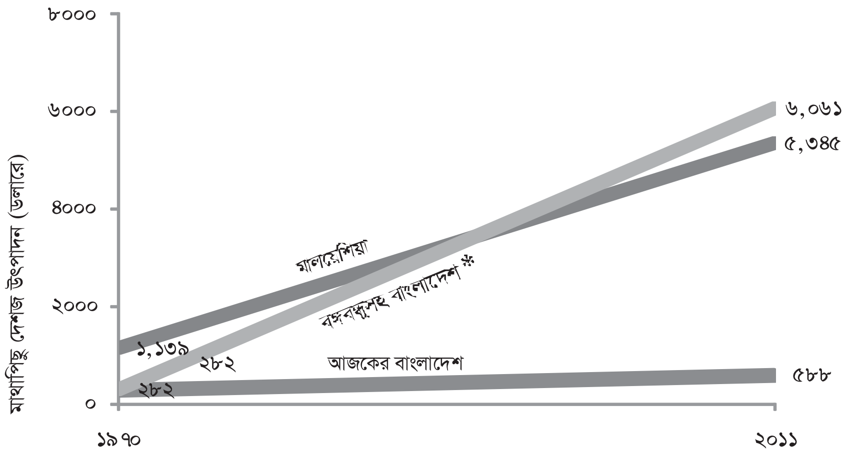

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র ৫: বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা (মিলিয়নে): ১৯৭০-২০১১

তথ্য উৎস: বাংলাদেশের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন সনের "Statistical Year Book"; ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ প্রবন্ধকার কর্তৃক জনসংখ্যার গতি প্রবণতা ধরে হিসেবকৃত। আর মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

লেখচিত্র ৬: মোট জাতীয় আয় (জিএনআই: ১৯৭৩-২০১১
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, কোটি ডলারে)

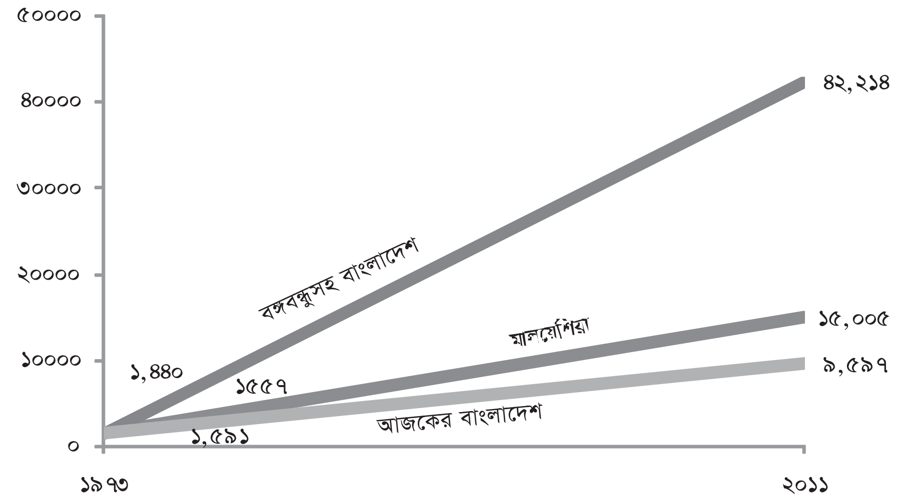

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র ৭: মাথাপিছু জাতীয় আয়: ১৯৭৩-২০১১
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, ডলারে)

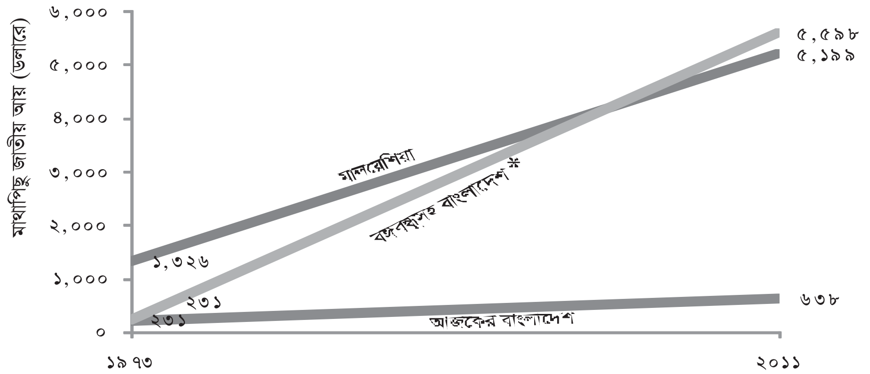

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হলে (যা অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে ইতোমধ্যে বিবৃত হয়েছে) অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এখন বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর সম্ভাব্য পরিমাণ হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার কিন্তু 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে তার পরিমাণ মাত্র ৮ হাজার ৮৫৫ কোটি ডলার[৫০] (দেখুন, লেখচিত্র ৫)। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সেনা-স্বৈরশাসন ও স্বৈরশাসনের মোড়কে তথাকথিত গণতান্ত্রিকতার নামে লুণ্ঠনকারী rent seeker গোষ্ঠী সৃষ্টিসহ অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ তথা সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট নয়াউদারবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতি দর্শন যা উন্নয়নবান্ধব নয় দরিদ্রবান্ধব তো নয়ই। আর এ জনকল্যাণবিমুখ স্বদেশবিমুখ উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নের ফলে বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' সম্ভাব্য মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ যা হতে পারতো তা আদৌ হয়নি, হয়েছে তার মাত্র ২১ শতাংশের সমপরিমাণ। অর্থাৎ মোটা দাগে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের তুলনায় 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে আমরা ২০১১ সালে মোট দেশজ উৎপাদন হারিয়েছি (৪২,১৫৮ বিয়োগ ৮,৮৫৫) ৩৩ হাজার ৩০৩ কোটি ডলারের সমপরিমাণ। এ ক্ষতি বলা চলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার কারণে মাত্র এক বছরের (২০১১ সালের) আনুমানিক ক্ষতি। এভাবে ১৯৭৫ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ৩৬ বছরে প্রতি বছরের ক্ষতি যোগ করলে পুঞ্জীভূত যে ক্ষতি হবে তার সম্ভাব্য পরিমাণ আমার হিসেবে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮৯ কোটি ডলার। এখন বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন ৮ হাজার ৮৫৫ কোটি ডলার আর মালয়েশিয়ার ১৫ হাজার ৪২৬ কোটি ডলার অর্থাৎ মালয়েশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদন আমাদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ অথচ বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং তার উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হলে আজ আমাদের মোট দেশজ উৎপাদন হতো মালয়েশিয়ার তুলনায় ২.৭৩ গুণ বেশি (আমাদের হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার; দেখুন, লেখচিত্র ৩)। শুধু তাই নয় 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মাথাপিছু দেশজ উৎপাদনে কল্পনাতীত উর্ধ্বগামিতা অর্জন সম্ভব হতো– 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে এখন (২০০০ সালের স্থির মূল্যে) মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন ৫৮৮ ডলার আর মালয়েশিয়ার ৫,৩৪৫ ডলার (অর্থাৎ আমাদের তুলনায় ৯ গুণ বেশি), কিন্তু 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে ঐ মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে হতো ৬,০৬১ ডলার (অর্থাৎ মালয়েশিয়ার তুলনায় মাথাপিছু ৭১৬ ডলার বেশি)। মাথাপিছু ব্যাপারটা নেহায়েতই গড়ের ব্যাপার। সুতরাং প্রকৃত উন্নয়নের খুব ভাল মানদণ্ড নাও হতে পারে যদি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য-বঞ্চনা ক্রমাগত বাড়ে (যেটাই আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই বাস্তব চিত্র)[৫১]। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে একদিকে মাথাপিছু সম্ভাব্য দেশজ উৎপাদন হতো ৬,০৬১ ডলার আর অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের

---

[৫০] বিভ্রান্তি এড়ানোর স্বার্থে বাংলাদেশে ২০১১ সালের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৯৫-১৯৯৬ ভিত্তি বছর ধরে ২০১১ সালের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ বলা হয়েছে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৫,৫০২ কোটি ডলার (১ ডলারে ৭০ টাকা হিসেবে); আর ২০০৫-২০০৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১১ সালের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ বলা হয়েছে ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯ হাজার ২৩৩ কোটি ডলার (দেখুন: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪, পৃ: ২৮৫-২৮৬, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অণুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)। আমার হিসেবে ২০০০ সালের স্থির মূল্যে ২০১১ সালে বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হবে ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৮ হাজার ৮৫৫ কোটি ডলার যেটাই লেখচিত্র ৩-এ দেখানো হয়েছে।

[৫১] পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদী সকল দেশসহ আজকের সামাজ্যবাদের কেন্দ্রভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্টে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে যে ব্যাপক জনগোষ্ঠির মধ্যে বৈষম্য-অসমতা ক্রমাগত বাড়ছে এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, জোসেফ স্টিগলিজ, (2013). The Price of Inequality. New

অন্তর্নিহিত বেশিষ্ট্যের কারণেই বৈষম্য হ্রাস পেতো অনেকগুণ অর্থাৎ এই মাথাপিছু উচ্চ দেশজ উৎপাদন হতো বৈষম্য হ্রাসকারী মাথাপিছু উৎপাদন।

এতক্ষণ যা বললাম তা মূলত মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মাথাপিছু দেশজ উৎপাদনের কথা। আসা যাক জাতীয় আয়ের (জিএনআই) প্রসঙ্গে। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে এখন মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৯ হাজার ৫৯৭ কোটি ডলার[৫২] আর মালয়েশিয়ার ১৫ হাজার ৫ কোটি ডলার (অর্থাৎ আমাদের তুলনায় ১.৫৬ গুণ বেশি; দেখুন, লেখচিত্র ৬)। কিন্তু বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এখন আমাদের মোট জাতীয় আয় হতো ৪২ হাজার ২১৪ কোটি ডলার যা মালয়েশিয়ার তুলনায় ২.৮ গুণ বেশি আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় ৪.৪ গুণ বেশি। অন্যভাবে বলা যায় 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় এখন হতো মালয়েশিয়ার চেয়ে ২৭ হাজার ২০১ কোটি ডলার বেশি, আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় সেটা হতো ৩২ হাজার ৬১৭ কোটি ডলার বেশি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে এ উল্লম্ফন বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের কারণেই ঘটতো। একই সাথে বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' জনবহুল বাংলাদেশে এখন মাথাপিছু জাতীয় আয় মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে ৫,৫৯৮ ডলারে দাঁড়াতো যেখানে মালয়েশিয়ার মাথাপিছু জাতীয় আয় ৫,১৯৯ ডলার আর 'বঙ্গবন্ধুহীন'

এতো গেল মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বিষয়াদি। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক ভাল পরিমাপক হলো মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (percapita real national income)। ১৯৭৩ সালে মাথাপিছু প্রকৃত আয় (পিপিপি ডলারে) ছিল মালয়েশিয়ায় ১,৪০০ ডলার আর বাংলাদেশে ৩০০ ডলার (লেখচিত্র ৮)। 'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের (২০১১ সালের) বাংলাদেশে তা ১,৮৯০ ডলার আর মালয়েশিয়ার ১৩,৮২২ ডলার অর্থাৎ মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে আজকের মালয়েশিয়া আজকের বাংলাদেশের তুলনায় ৭.৩ গুণ বেশি এগিয়ে আছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আজকের বাংলাদেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয় মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে ১৪,১০০ ডলারে দাঁড়াতো অর্থাৎ যেটা আজকের মালয়েশিয়ার তুলনায় মাথাপিছু ২৭৮ ডলার বেশি আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় মাথাপিছু ১২,২১০ ডলার (অথবা ৭.৫ গুণ) বেশি (দেখুন, লেখচিত্র ৮)।

York: Penguin Books; পল ক্রুগম্যান. (2013). End this Depression Now. NY: W.W. Norton & Company Ltd; জেফরি স্যাকস. (2012). The Price of Civilization: Reawekening Virture and Prosperity after the Economic Fall. London: Vistage Books; থমাস পিকেটি. (2014). Capital in the Twenty-First Century. (translated by Arthur Goldhammer). Harvard: The Belknap Press of Harvard University; জন পার্কিনস. (2006). Confessions of An Economics Hit Man. The Shocking inside story of how American REALLY took over the world. London: Ebury Press: নোয়াম চমস্কি ও আন্দ্রে ভ্লাটচেক. (2013). On Western Terrorism: From Hiroshima to Drone Warfare. London: Pluto Press.

[৫২] আমার হিসেবে ২০০০ সালের স্থির মূল্যে ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় ৬ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯ হাজার ৫৯৭ কোটি ডলার (১ ডলারে ৭০ টাকা হিসেব করা হয়েছে)। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইট অনুযায়ী ১৯৯৫-১৯৯৬ সালের স্থির মূল্যে ২০১১ সালে মোট জাতীয় আয় বলা হয়েছে ৪ লক্ষ ৯৬ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬ হাজার ১ কোটি ডলার। ২০০৫-২০০৬ সালের স্থির মূল্যে হিসেব করলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৫ হাজার ১৬৯ কোটি টাকা অর্থাৎ ১০ হাজার ৭৪ কোটি ডলার।

লেখচিত্র ৮: মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়: ১৯৭৩-২০১১
(২০০৫ সালের স্থির মূল্যে, পিপিপি ডলারে)

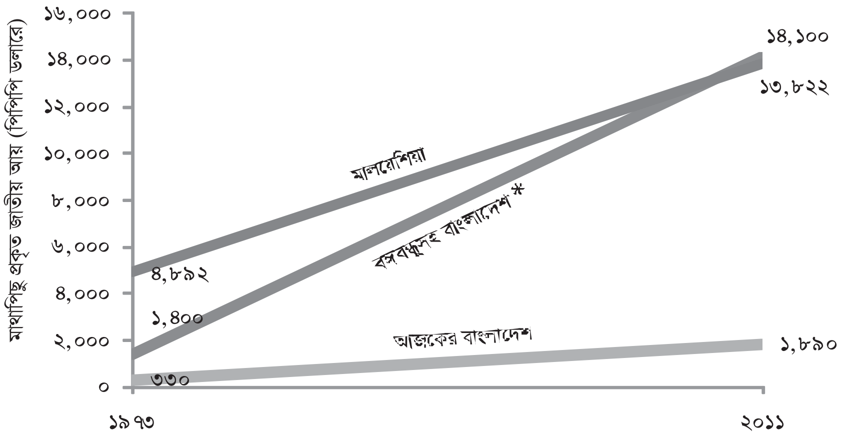

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার এইই হলো দীর্ঘমেয়াদী প্রতিফল। পিছিয়ে গেলাম, আমরা অনেক পিছে পড়লাম। এর জন্য কে দায়ী, কি ভাবে দায়ি, কি তারা চেয়েছিলো সে প্রসঙ্গে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ কিছু বিশ্লেষণ ইতোমধ্যে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে তুলে ধরেছি, আর বাকিটা দায়িত্বশীল-দেশপ্রেমিক-জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ইতিহাস রচয়িতাসহ সামাজিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করবেন। তবে এক্ষেত্রে বিশ্লেষণভিত্তিক আমার উপসংহার হলো এরকম যে, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলো তারাই বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের মূল পরিকল্পনাকারী ষড়যন্ত্রকারী; সাম্রাজ্যবাদ– সমাজতন্ত্র বিরোধী তো বটেই এমনকি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ (secular nationalism) বিরোধী বিধায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদই ‘বঙ্গবন্ধুসহ’ সোনার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত অভিযান চালিয়েছিল এবং তাদের এ কর্মকাণ্ড এখনও অব্যাহত– এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত; বঙ্গবন্ধুর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে– তা মুক্তিযুদ্ধের আগের বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ৩৩ বছরে (১৯৩৮-১৯৭১) হোক আর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সাড়ে তিন বছরে (১৯৭২-১৯৭৫) হোক– যারা তাঁর আদর্শের শত্রু ছিল তারাই ঐ হত্যা পরিকল্পনাকারী; তারা প্রথমে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রধান শত্রু ছিল; তারাই মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অসাম্প্রাদায়িক জাতিয়তাবাদের চেতনায় বাংলাদেশকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না দেয়ার এজেন্ট, তারাই বাংলাদেশকে মর্যাদাহীন অকার্যকর দরিদ্র দেশ হিসেবে জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল; এবং বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তারা শুধু বঙ্গবন্ধু নামক স্বাধীনচেতা-দেশপ্রেমিক মুক্ত-স্বাধীন দেশ-রাষ্ট্র-সমাজ গঠনের দর্শন প্রণেতা ও তা বাস্তবায়নকারী এক ঐতিহাসিক বিশাল ব্যক্তিত্বকেই হত্যা করেনি, তারা হত্যা করেছে একটি দ্রুত উদীয়মান রাষ্ট্র-সমাজের ভবিষ্যত; এবং হত্যার সময়কাল হিসেবে বেছে নিয়েছে সম্ভাব্য দ্রুততম হারে বৈষম্যহ্রাসসহ অর্থনৈতিক প্রগতির সময়কাল– এ ঐতিহাসিক সময় চয়নটিও গভীরতম এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন মাত্র অর্থাৎ

এসব করে তারা হত্যা করেছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দ্রুততম বিকাশের ঐতিহাসিক যুগপর্বকে। আমার হিসেবপত্তরসহ ইতিহাসই তো তার সাক্ষ্য বহন করছে।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হলে আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারার যে আমূল পরিবর্তনের সম্ভাব্যতার কথা এতক্ষণ বিশ্লেষিত হলো তা যথেষ্ট নয়। মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন (যার অধিকাংশই এ অনুচ্ছেদের 'অনুসিদ্ধান্ত'সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে) বাস্তবায়নের ফলে আমূল পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটতো রাজনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আর সেই সাথে তার উন্নয়ন দর্শন ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হলে কেমন হতো আজকের বাংলাদেশ সমাজের চেহারা? কেমনটি হতে পারতো শ্রেণি বিভক্ত সমাজের পরিবর্তিত শ্রেণি কাঠামো? আমার হিসেবে যা হতো তার কয়েকটি প্রবণতা-সম্ভাবনা নিম্নরূপঃ

ক) ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের ৪৩ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সুনামগঞ্জের আব্দুল নূর, বীর প্রতীকের একমাত্র কন্যা (যার জন্ম ১৯৭১ সালে) হোসনে আরাকে রাস্তায় গোবর কুড়িয়ে ঘুটা বানিয়ে বিক্রি করে হাওড়ের জীর্ণ কুটিরে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হতো না। ঢাকার নওয়াবগঞ্জের শহীদ আমির হোসেন, বীর প্রতীকের একমাত্র কন্যা সেলিনা খাতুনকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) প্রকল্পে কোদাল হাতে মাটি কেটে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো না। মুক্তিযোদ্ধা-সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা-মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবন দিতে প্রস্তুত সহানুভূতিশীল মানুষদের দরিদ্র-বঞ্চিত-শোষিত-নিষ্পেষিত হতে হতো না। বয়োবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা ভ্যান চালায় আর ভ্যানে বসে রাজাকার সিগারেট ফুকে বলে "এই ব্যাটা মুক্তিযোদ্ধা জোরে চালাতে পারিস না"– এ অবস্থা কখনও হতো না। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের কারণে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক (১৯৭৩ সালে) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বা তার স্ত্রী, কন্যা-পুত্র বা এখনও জীবিত পিতা-মাতাদের প্রায় ৫৮ শতাংশ আর্থিকভাবে অসচ্ছল থাকতেন না।[৫৩]

খ) মহান মুক্তিযুদ্ধে ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার ১০ লক্ষ নারীকে যাথাযোগ্য মর্যাদায় সমাজে বসবাসের সকল সুযোগ সৃষ্টি করা হতো।

গ) ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়িত হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক-মানবিক-চেতনায়ন বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে মানব মুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনা-সংশ্লিষ্ট বোধ বৃদ্ধি পেতো এবং তা কার্যকরভাবে দেশ-সমাজ গঠনে নিয়ামক ভূমিকা রাখতো। এসবের ধনাত্মক প্রতিফল হতো অনেক গভীর-বহুমুখী-বহুবিস্তৃত। এবং বংশ পরম্পরা।

ঘ) সংবিধানের ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় শাসন (local governance) উৎসাহিত হতো এবং ঐসকল প্রতিষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক এবং নারীরা যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করতেন; নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসন ভার অর্পন করা হতো এবং স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রয়োজনে করারোপসহ বাজেট প্রণয়ন ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের

[৫৩] এসব নিয়ে বিস্তারিত দেখুন জনতা ব্যাংক কর্তৃক গবেষিত ও প্রকাশিত আকর গ্রন্থ "একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় জীবনগাঁথাঃ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা স্মারকগ্রন্থ", জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জুন ২০১২, পৃঃ ১-৮।

ক্ষমতা প্রাপ্ত হতো। এ সবের প্রকৃত অভিঘাত যা দাঁড়াতো তা হল জনগণই হবেন প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত মালিক এবং দেশের উন্নয়ন ও প্রগতি কর্মকাণ্ডে দেশের সাধারণ মানুষের অভিপ্রায়ই নিয়ামক ভূমিকা পালন করতো। আর ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন উন্নয়নে জনগণের প্রকৃত অংশিদারিত্ব বাড়তো অন্যদিকে দুর্নীতি-লুণ্ঠন-পরজীবী প্রকৃতির উন্নয়ন-প্রগতি বিরোধী কর্মকাণ্ড উচ্ছেদ হয়ে যেতো। "মানুষ নিজেই নিজের ইতিহাস রচনা করতেন"– এটাই ছিলো বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের নিহিতার্থ।

ঙ) মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সবার জন্য সব ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান হেতু স্থুল জন্ম হার (crude birth rate) এবং স্থুল মৃত্যুহার (crude death rate)– উভয়ই হ্রাস পেতো। এসবের ফলে দারিদ্র্য-উদ্ভূত মৃত্যুহার বহুগুণ হ্রাস পেতো। জন্ম ও মৃত্যু হার হ্রাস পেলেও আজকের জনসংখ্যা হয়তো বা ১৫ কোটিতেই থাকতো কিন্তু জনসংখ্যায় বড় ধরনের গুণগত পরিবর্তন ঘটতো। যা হতো তা হলো এই ১৫ কোটি জনসংখ্যাটি নিঃসন্দেহে উচ্চতর গুণমান সমৃদ্ধ আলোকিত জনসম্পদে রূপান্তরিত হতো ফলে মানুষের জীবন যাত্রা ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত মানে আমূল পরিবর্তন আসতো। যা দেশজ মেধা-মননের বিকাশসহ দেশজ উৎপাদন-পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার চেহারাটাই পাল্টে দিতো (অন্তত শ্রমের অধিকতর ফলপ্রদতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে)। এ সবের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিফল হতো আজকের বাংলাদেশের তুলনায় অন্য এক বাংলাদেশ বিনির্মিত হয়ে যেতো– যে বাংলাদেশকেই বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা' নামে আখ্যায়িত করতেন।

চ) জনসংখ্যা ১৫ কোটি থাকতো তবে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নের ফলে মোট জনসংখ্যায় গ্রামের জনসংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেতো। গ্রাম তো আর আজকের মত গ্রাম থাকতো না। গ্রামের মানুষ নগরের নাগরিক সমাজের সকল সুবিধা গ্রামে বসেই পেতেন– পেতেন বিদ্যুৎ, পেতেন জ্বালানি সুবিধা, পেতেন সুপেয় পানি ও পয়ঃনিস্কাশন প্রণালির বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক সুবিধাদি, পেতেন বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার সুযোগ, পেতেন আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, পেতেন আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ গণযোগাযোগ ও ব্যক্তি যোগাযোগের সকল মাধ্যমে সহজ অভিগম্যতা (অর্থাৎ যাকে বলে PSURA, providing scientific urban amenities in rural areas)। এ সবের ফল দাঁড়াতো একদিকে গ্রামের মানুষের সুস্থ আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লম্ফন। আর অন্যদিকে আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭২ শতাংশ এখন গ্রামে বাস করেন যা মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ (যেখানে ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৯২ শতাংশ একই সময়ে মালয়েশিয়ায় তা ছিল ৬৭.৩ শতাংশ)। উপরের বর্ণিত বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনটি গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হলে গ্রামের চিত্র আমূল পাল্টে যেতো– সংজ্ঞাগতভাবেই গ্রামকে আর প্রচলিত অর্থের গ্রাম বলা যেতো না এবং গ্রাম-শহরের জনসংখ্যার এখন যে অনুপাতটা আছে (৭২:২৮) অর্থাৎ মোট ১৫ কোটি মানুষের ৭২ শতাংশ গ্রামে বাস করেন আর বাকি ২৮ শতাংশ শহরে বাস করেন সেটা ঠিক উল্টো হতো অর্থাৎ জনসংখ্যায় গ্রাম-শহরের অনুপাতটা হতো ২৫:৭৫– এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে আজকের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে গ্রাম থেকে শহরে যে গলাধাক্কা অভিবাসন হচ্ছে এবং সেই সাথে গ্রাম থেকে শহরে আসা অভিবাসিত এই মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে স্বল্প মজুরিতে কাজ করে প্রথমে দরিদ্র থেকে নিঃস্ব হচ্ছেন আর তারপরে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হচ্ছেন–

এই প্রক্রিয়া থাকতো না; কারণ গ্রাম থেকে মানুষ কোন কারণে শহরে আসলেও সে মানুষ অপেক্ষাকৃত জ্ঞান-সমৃদ্ধ সুস্থ-সবল দক্ষ-প্রশিক্ষিত আলোকিত মানুষ হিসেবে নিদেনপক্ষে শিল্পায়নের আওতায় থাকতেন এবং উচ্চতর জীবনমানের অধিকারী হতেন।

ছ) বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট ও গ্রাম-শহরের প্রভেদ দূরীকরণ নিমিত্ত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৬) বঙ্গবন্ধু ঘোষিত (১৯৭৫ সালে) গণমুখী সমবায় আন্দোলন (যার অন্তর্ভুক্ত ছিলো বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রামীণ সমবায়, কৃষক সমবায়, তাঁতী সমবায়সহ ১৯৭২ এর সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গুরুত্বক্রম অনুযায়ী রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানার ধরনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরেই সমবায়ী মালিকানার স্বীকৃতি/প্রতিশ্রুতি) ও কল-কারখানায় শ্রমিকের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে থাকতো না কোনো ভূমিহীন কৃষক, থাকতো না জল-জলায় মালিকানাহীন প্রকৃত দরিদ্র কোনো জেলে, থাকতো না দরিদ্র কোনো মেহনতি শ্রমিক।

জ) বহুমুখী-বহুরূপী দারিদ্র্যের অনেকগুলোর কোনো অস্তিত্বই থাকতো না, দারিদ্যের কিছু কিছু রূপ প্রশমিত হতো এবং আস্তে আস্তে সেগুলোও বিলুপ্ত হতো। বহুমুখী দারিদ্র্যের এসব রূপের মধ্যে আছে আয়ের দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, কর্মহীনতার দারিদ্র্য, স্বল্প-মজুরির দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিশুদারিদ্র্য, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য, নারী-প্রধান খানার দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য, ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, বস্তিবাসী ও স্বল্প-আয়ের মানুষের দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত, 'পশ্চাৎপদ'-পেশা, চর-হাওর-বাওর-এর মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র্য (রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র্য), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, মানস-কাঠামোর (mind set) দারিদ্র্য ইত্যাদি।[৫৪]

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শন বাস্তব রূপ নিলে উপরে যা যা উল্লেখ করেছি সবকিছুই তেমনটি হতো– কারণ এ সম্ভাবনা বাস্তব, কল্পনাপ্রসূত কিছু নয়। আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোটাই সম্পূর্ণ বদলে যেতো। শ্রেণিসমাজের রূপান্তর ঘটতো এ কারণেও যে ১৯৭২ এর সংবিধানের চার মূল স্তম্ভে ছিলো সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ভিত্তিক মানুষে-মানুষে বৈষম্য হ্রাসসহ সমজাতীয় বিষয়াদি নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি (যা একাধিক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করেছি)।

আজকের বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোটি কেমন আর কেমনটা হতো ঐ শ্রেণি কাঠামো যদি বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হতো (বঙ্গবন্ধু 'যদি বেঁচে থাকতেন')? এ সংশ্লিষ্ট হিসেবপত্তর

---

[৫৪] দারিদ্র্যের বহুরূপ-বহুমুখ এবং সংশ্লিষ্ট কারণ-পরিণামসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৪, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে", পৃ: ৯-২৮, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত লোক বক্তৃতা, ২০১৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অডিটোরিয়াম, ঢাকা: ২২ মার্চ ২০১৪।

কেউ আগে করেছেন বলে আমার জানা নেই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার হিসেবপত্তরভিত্তিক বর্তমান আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত হলে ঐ কাঠামো কেমন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের হতো[৫৫] তা যথাক্রমে ছক ২ ও ছক ৩এ দেখানো হয়েছে।

ছক ২: আজকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো, ২০১১ (মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি)

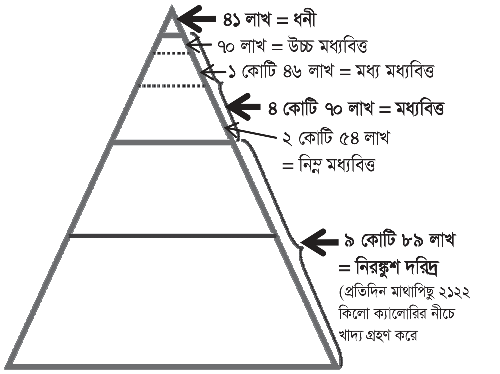

উৎস: আবুল বারকাত, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভুত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে", পৃ: ১৭, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত লোকবক্তৃতা ২০১৪ (ঢাকা ২২ মার্চ ২০১৪। লোকবক্তৃতার ২০১০ সালের শ্রেণি পিরামিডকে ২০১১ সালের জন্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

ছক ৩: 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো ২০১১ সাল নাগাদ কেমন হতো? (মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি)

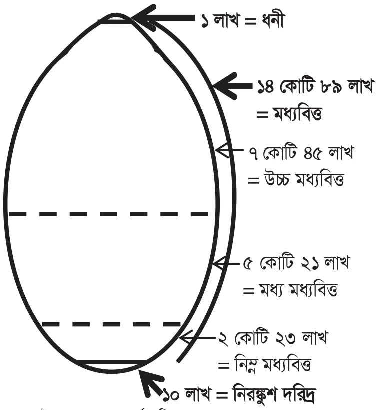

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত

'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি অতিমাত্রায় শ্রেণিভিত্তিক এবং চরম বৈষম্যমূলক। শুধু তাই নয় এ শ্রেণি বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। বঙ্গবন্ধুহীন বাংলদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর বিকাশ প্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আমাদের সার্বিক দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতার অধোগতি হচ্ছে[৫৬]। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর সম্পদ পূঞ্জীভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে, যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আর এদেরই মধ্যে ১০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের মোট বিত্তের ৯০ শতাংশ বিত্ত-সম্পদ (অর্থাৎ এরা হলো দেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর যে মই সে মইয়ের উপরের ১ শতাংশ মানুষ যাদের বলা হয়

[৫৫] বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর শ্রেণিভিত্তিক আমার হিসেব পত্তর নিয়ে যে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা সবারই আছে। তবে ভিন্নমত অথবা দ্বিমত পোষণকারীদের এ বিতর্কে অবতীর্ণ হবার আগে অনুরোধ করবো এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যে তারা বিশ্বাস করেন কিনা যে ১৯৭২ এর সংবিধানে প্রতিশ্রুত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত তারাই দরিদ্র। আর একই সাথে অনুরোধ করবো মানেন কিনা যে দারিদ্র্যের বহুরূপ আছে, দারিদ্র্য বহুমুখী (যেসব রূপের কথা উপরে 'জ' এ উল্লেখ করেছি)। এসব রূপের যে কোনো একটি বা একাধিক রূপ যার জন্য প্রযোজ্য তিনিই দরিদ্র, আর তার জীবনের অবস্থাটাই দারিদ্র্য।

[৫৬] বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান শ্রেণি বৈষম্যসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৪, প্রাগুক্ত পৃ: ১৫-২৮।

super–duper elite)। অর্থাৎ এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে জনসংখ্যার অত্যুচ্চ এক শতাংশের এক সমীকরণ যাকে নোবেল বিজয়ী অথনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ আখ্যায়িত করেছেন "Of the 1%, for the 1%, by the 1%," হিসেবে, এমনকি পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায় সর্ব্বোচ ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে সর্ব্বোচ বিত্তশালী ১ শতাংশ আমেরিকান তাদের দেশের মোট বিত্ত-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মালিক; যেখানে ক্রমবর্ধমান অসমতা (inequality) এবং সুযোগের অভাব (lack of opportunity) হেতু ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে আর গরীবরা হচ্ছে আরো গরীব[৫৭]।

'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোটা নিম্নরূপ (ছক ২ দেখুন) : মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ (অর্থাৎ ৪১ লাখ) মানুষ ধনী আর ১ শতাংশ হবে যাকে বলে সুপার-ডুপার ধনী, ৩১.৩ শতাংশ মধ্যবিত্ত (মোট ৮ কোটি ৭০ লাখ মানুষ), আর ৬৫.৯ শতাংশ নিরঙ্কুশ দরিদ্র (absolute poor, যাদের সংখ্যা ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ সুস্পষ্টভাবে ধনী-দরিদ্রে বিভাজিত। আর আর্থ-সামাজিক শ্রেণি মই-এর অত্যুচ্চ স্থানে অবস্থিত মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ মানুষ অত্যুচ্চ ধনীই শুধু নয় তারা rent seeking-এর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতিতে সমগ্র অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করে ফেলেছে; রাজনীতি ও সরকারকে তারা এমনভাবে তাদের অধীনস্থ কব্জাগত সত্তায় রূপান্তরিত করেছে যখন তারাই আসলে চালকের আসনে, যখন তাদের কথায়ই রাজনীতি ও সরকার ওঠাবসা করে। এরা মোট জাতীয় পারিবারিক সম্পদ ও আয়ের (কালো টাকাসহ) ৬০-৭০ শতাংশের মালিক। আর তার বিপরীতে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য (যা বহুমুখী) বেড়েছে ও ক্রমাগত বাড়ছে। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-সমীকরণটা দাঁড়িয়েছে এমন যে লুটেরা দুর্বৃত্ত, পরজীবী, অনুপার্জিত আয়কারী, অন্যের সম্পদ হরণকারী-আত্মসাৎকারী, ফাও-খাওয়া এই rent seekers গোষ্ঠী সরকার ও রাজনীতিকে তাদের অধীনস্থ করার ফলে বাস্তব উন্নয়ন নীতি-দর্শনটাই এমন যে ধনী আরো ধনী হবে, মধ্যবিত্তের অধোগতি হবে, এবং দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হয়ে নিঃস্ব হবেন আর তার পরে হবেন ভিক্ষুক (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে)। এ সবই 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো রূপান্তরের মূলকথা।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও বৈষম্য হ্রাসকরণ-উদ্দিষ্ট উন্নয়ন দর্শন" কার্যকর হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও প্রগতিবাদী হতো – এতে আমার কোনই সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে'এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হলে আজকের ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর আমূল পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটে যেমনটি দাঁড়াতো তা নিম্নরূপ (দেখুন ছক ৩, আর তুলনামূলক অবস্থার জন্য লেখচিত্র ১১ দেখুন): আজকের বাংলাদেশে মোট ১৫ কোটি জনসংখ্যার যেখানে ২.৭ শতাংশ ধনী সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে কমে দাঁড়াতো ০.০৭ শতাংশ (অর্থাৎ আজকের ৪১ লক্ষের বিপরীতে মাত্র ১ লক্ষ মানুষ); শ্রেণি কাঠামোর একদম নীচ তলার নিরঙ্কুশ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আজকে যেখানে মোট

[৫৭] এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন জোসেফ স্টিগলিজ, ২০১৩, The Price of Inequality, Penguin Books, পৃ: ix, xi, xiii, xxix-xxxii, xlii-xliii, xliv-xlvii, 1-3, 5, 19, 35,-38; পল ক্রুগম্যান, ২০১৩, End This Depression Now, WW. Norton & Company Ltd., পৃ: ৭৪-৮২; নোয়াম চমস্কি, ২০০৩, Hegemony or Survival : America's Quest for Global Dominance, Penguin Books, পৃ: ১৫৯।

জনসংখ্যার ৬৫.৯ শতাংশ (মোট ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষ) সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে (আজকের দৃষ্টিতে/এ সময়ে বসে) কল্পনাতীত হ্রাস পেয়ে মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশে দাঁড়াতো (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হত মাত্র ১০ লাখ); সেইসাথে সংখ্যাগত ও গুণগত দিক থেকে সবচে বড় যে পরিবর্তন ঘটতো সেটা হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিবর্তন রূপান্তর– আজকে মোট জনসংখ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা ৩১.৩ শতাংশ (মোট ৪ কোটি ৭০ লাখ মানুষ) যা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে প্রায় তিনগুণ বেড়ে মোট জনসংখ্যার ৯৯.৩ শতাংশে উন্নীত হতো (অর্থাৎ মোট মধ্যবিত্তের সংখ্যা হতো ১৪ কোটি ৮৯ লাখ মানুষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আজকের বাংলাদেশের তুলনায় একদিকে ধনী মানুষের মোট সংখ্যা ৪১ গুণ কমে যেতো, অন্যদিকে নিরঙ্কুশ দরিদ্র মানুষের মোটসংখ্যা প্রায় ৯৯ গুণ কমে যেতো, আর মধ্যবিত্ত মানুষের মোটসংখ্যা ৩.২ গুণ বাড়তো। শুধু তাইই নয় যে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় ধনী ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বহুগুণ হ্রাসের ফলে মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো সেই সাথে মধ্যবিত্তের মধ্যে যে তিনভাগ আছে অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত আসলে এখানেই ঘটতো আমূল কাঠামোগত রূপান্তর। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় উচ্চ মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো ১০.৬ গুণ (আজকের বাংলাদেশের ৭০ লক্ষ থেকে বেড়ে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষে উন্নীত হতো), মধ্য-মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো ৩.৬ গুণ (মোট ১ কোটি ৪৬ লক্ষ থেকে বেড়ে ৫ কোটি ২১ লক্ষ মানুষ), আর সংগত কারণেই মধ্যবিত্তের উপর তলায় এত বৃদ্ধির ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা আজকের তুলনায় প্রায় ১৪ শতাংশ হ্রাস পেতো (মোট ২ কোটি ৫৪ লক্ষ থেকে কমে ২ কোটি ২৩ লক্ষ মানুষে দাঁড়াতো)। অর্থাৎ এক কথায় বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন" বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর আমূল প্রগতিবাদী রূপান্তর ঘটতো– এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বাংলাদেশের বিপরীতে মালয়েশিয়া অর্থনৈতিকভাবে অনেক গুণ বেশি উন্নতি করেছে একথা সত্য তবে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোতে তেমন কোন রূপান্তর ঘটেনি যা বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশে অবশ্যম্ভাবিভাবেই ঘটতো। আর তা ঘটতো "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন" বাস্তবায়নের কারণেই অন্য কোনো অলৌকিক কারণে নয়।

লেখচিত্র ৯: 'বঙ্গবন্ধুহীন' ও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোতে বিভিন্ন শ্রেণির তুলনামূলক অবস্থা: দু'অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত মোট ১৫ কোটি মানুষের শতকরা হার, ২০১১

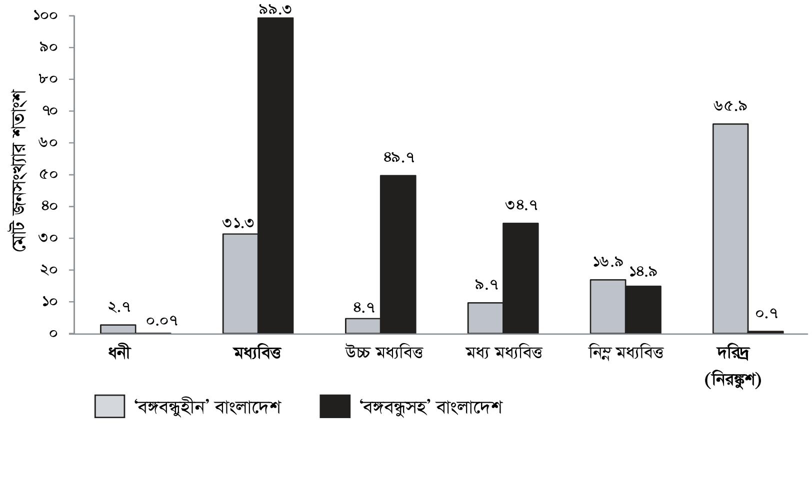

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়ন হলে (যার ভিত্তি হিসেবে বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি) বাংলাদেশের অর্থনীতিসহ সমাজের শ্রেণিকাঠামোতে যে আমূল প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটতো সে বিষয়ে নিশ্চিত উপসংহারে উপনীত হবার আগে আরো কিছু বিশ্লেষণাত্বক বিষয়াদি উল্লেখ জরুরি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিশীল পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশকারী আরো কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

ক) জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানা কাঠামোটি সংবিধানিকভাবেই গুরুত্বক্রম অনুসারে যথাক্রমে 'রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ও (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ব্যক্তিগত হবে' – প্রতিশ্রুতির কারণে সম্পদের সবচে বেশি অংশের মালিক হতো রাষ্ট্র, তারপর সমবায়[৫৮]। তারপরেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তি। আর এ কারণেই জাতীয় সম্পদের ও উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তি-খানা-পরিবার পর্যায়ে মালিকানাজনিত তেমন কোন বৈষম্য থাকত না।

খ) ব্যক্তিগত-খানা-পরিবার পর্যায়ে জাতীয় সম্পদের যে অংশটুকু থাকতো তা বণ্টন বৈষম্য-হ্রাস নীতি অথবা বণ্টন ন্যায্যতার নীতির কারণে শ্রেণি-কাঠামো মই-এর উপরের দিকে পুঞ্জীভূত হবার কোন সুযোগই থাকত না। যেমন ঐ শ্রেণি মই-এর (class ladder) উপরের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবার-এর হাতে থাকতো উক্ত সম্পদ ও আয়ের বড়জোর ১৫ শতাংশ (যা এখন ৭০-৮০ শতাংশ) আর শ্রেণি মই-এর সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ-এর হাতে থাকতো উক্ত সম্পদ ও আয়ের ৭-৮ শতাংশ। একই সাথে উল্লিখিত মোট জাতীয় সম্পদ ও খানার আয়ের ৭৭-৭৮ শতাংশ থাকতো ৮০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবারের হাতে। জাতীয় খানা ভিত্তিক আয়ের চেহারাটাও আমূল পাল্টে অনুরূপ হতো। সুতরাং জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-খানা-পরিবারভিত্তিক তেমন কোন বৈষম্য থাকতো না বললে অত্যুক্তি হবে না।

গ) জন্মসূত্রে মানুষের দরিদ্র হবার কোন সুযোগ থাকতো না। বংশ পরম্পরা দারিদ্র্য বলতে কিছু থাকতো না। দরিদ্র হিসেবে যারা থাকতেন (মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশ) তার কারণ হতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (অতিবৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি)

---

[৫৮] আমার কাছে সংবিধানে বিধৃত এই সমবায়ের অর্থ অধুনা তথাকথিত 'অংশগ্রহণমূলক' (partnership) উন্নয়ন বলতে যা বুঝানো হয় তা নয়। তথাকথিত "অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন" আসলে নয়া-উদারবাদীদের প্রেসক্রিপশন। এক্ষেত্রে যা বুঝানো হয় তাতে আমি বুঝি সম্পদ-সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বাড়তেই থাকবে আর তারই মধ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মেহনতি মানুষ অধিক হারে সম্পৃক্ত হবেন বা অংশগ্রহণ করবেন। আমার কাছে এই 'অংশগ্রহণের' অর্থ "শ্রমিক-কৃষক আরো বেশি কাজ করো, আরো বেশি উৎপাদন করো। আর আমরা মালিকরা যত বেশি পাবো তার অংশ তো চুইয়ে তোমাদের কাছেই যাবে– trickle down হবে। তোমরা আগের চেয়ে ভাল থাকবে। মজুরির আন্দোলন করে অযথা ঝামেলা বাড়িও না। কারখানা বন্ধ হলে তোমাদের কাজ থাকবে না। আর তাতে দেশের মহাক্ষতি হয়ে যাবে"। এই সম্পৃক্ততার বা অংশগ্রহণের মানে দাঁড়ায় উৎপাদনের উপায় ও শ্রমের যন্ত্র-হাতিয়ারের উপর যেমন চাষের জমির উপর প্রকৃত কৃষকের থাকবে বড়জোর অভিগম্যতা (access) মালিকানা (ownership) নয়। এসবই হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিকে জিইয়ে রাখার জন্য উদার ও নব্য-উদারবাদী অথনীতিবিদদের এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি (intellectual fraud) যার পেছনে আছে সমাজতন্ত্রসহ অসাম্প্রাদায়িক জাতিয়তাবাদ ঠেকানোর প্রচেষ্টা আর অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের দর্শন এবং যার বাস্তবায়ন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদেরই প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক ও নীতি-নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাবলু টি ও) আফ্রিকান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংকসহ জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন অংগ প্রতিষ্ঠান, এবং ইদানীংকালের বহু ধরনের 'থিংক ট্যাংক' (Think Tank, মহাচিন্তা-মহাদুশ্চিন্তার ল্যাবরেটরি) কে।

এবং ব্যক্তিগত (শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি) কারণে সৃষ্ট অস্থায়ী–স্বল্পকালীন-আপদকালীন (temporary) দরিদ্র অথবা অদরিদ্রের কিছু সময়ের জন্য দরিদ্র হওয়া। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর “মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণভিত্তিক বৈষম্যহ্রাসকারী অর্থনৈতিক নীতি-দর্শন” আর একই সাথে শক্তিশালী ও কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা (strong and efficient social protection system) নীতি-কৌশল অবলম্বনের ফলে স্থায়ীভাবে কারো দরিদ্র থাকার কোন সুযোগই থাকতো না। এবং এটা জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ-বয়স-পেশা নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হতো।

৬। তাহলে মূল কথা যা দাঁড়ালো: উপসংহার

এ প্রবন্ধের মূল বিষয়– কেমনটি হতো আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা যদি বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকতেন’ এবং সেইসাথে যদি বঙ্গবন্ধুর “স্বদেশ মাটি উত্থিত বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন দর্শন” বাস্তবায়িত হতো? এ প্রশ্নের বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মোহ সম্ভাব্য উত্তর অনুসন্ধানে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়াদির বিশদ বিশ্লেষণের কোনো বিকল্প ছিল না। ‘বঙ্গবন্ধুসহ’ আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি মাত্রা কেমন হতে পারতো তা নিরূপণ করার আগে প্রথম ৪ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে যার অন্যতম ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব ইতিহাসের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহ, মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজে ক্ষয়-ক্ষতির প্রভাব-অভিঘাতসহ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বঙ্গবন্ধু ১৩১৪ দিনে (অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫) ‘সোনার বাংলার’ ভিত গঠনে যা করেছিলেন তার বিশ্লেষণ। আর এসব কিছুর নিরিখে বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্ত অবলম্বনে বিভিন্ন হিসেব-পত্তের ভিত্তিতে পঞ্চম অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেতো– এ বিষয়টি। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণভিত্তিক এ প্রবন্ধের মূল কথা যা দাঁড়ালো সেগুলি নিম্নরূপ:

ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনটা যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত মাত্র ৫৫ বছরের (১৯২০-১৯৭৫) । তার মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন আনুমানিক ৩৭ বছর– মুক্তিযুদ্ধের আগে প্রায় ৩৩ বছর আর মুক্তিযুদ্ধের পরে (১৯৭২ এর ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত) মাত্র সাড়ে তিন বছর (১৩১৪ দিন)। ১৯৭২ এর মহান মুক্তিযুদ্ধপূর্ব সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের ৪০ শতাংশ সময় বঙ্গবন্ধু জেলে জেলে কাটিয়েছেন। আর ৪৮ শতাংশ সময় ব্যয় করেছেন মানুষের সাথে জীবন্ত যোগাযোগ রক্ষা করে সংগঠন গড়ে তোলাসহ মাঠের আন্দোলন-সংগ্রামে, ঘুমিয়েছেন মাত্র ১২ শতাংশ সময় (দিনে গড়ে ৩-৩.৫ ঘণ্টা)। কারণ একটিই– তা হলো নিখাদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের (পূর্ব পাকিস্তানের) ন্যায্য অধিকার আদায়ের ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে ছিলেন অনড়-অটল-অবিচল বিশ্বস্থ। দেশ-বিদেশের কোনো শক্তি বঙ্গবন্ধুকে এ প্রশ্নে নিম্নতম মাত্রায় কক্ষচ্যুত করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষের– জনগণের অন্তর্নিহিত অসীম সুপ্ত শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জনগণ এবং কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম– নেতৃত্ব সেখানে উপলক্ষ মাত্র। যে কারণেই বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিটি ছিলেন মানুষের প্রতি নিঃশর্ত আস্থা, বিশ্বাস, ভালবাসা, মমত্ববোধ, সহমর্মিতা, মহানুভবতাসহ দেশপ্রেমের যত রূপ আছে সবকিছুর একীভূত বিরল সত্তা। যে কারণেই মানুষের বিশেষত দুঃখী মেহনতী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর প্রশ্নে রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে আপোষহীন– তা মুক্তিযুদ্ধের

আগেই হোক বা মুক্তিযুদ্ধের পরেই হোক। আন্দোলন-সংগ্রামের এ প্রক্রিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান দিন-রাত মাঠে-ঘাটে রাজনীতির সাধারণ কর্মী থেকে ধাপে ধাপে রূপান্তরিত হন 'বঙ্গবন্ধু'তে তার পর 'বঙ্গবন্ধু' থেকে 'জাতির পিতা'য়। জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম এবং তার ফসল ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং পরবর্তীকালে মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র-সমাজ গঠনে অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড– এ প্রক্রিয়ার পুরো সময়টাতেই (অর্থাৎ তার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের ৩৭ বছর) তিনি সবসময়ই বিদেশি-দেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিরোধী, বঙ্গবন্ধুর দর্শন বিরোধী, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গঠনের বিপক্ষ শক্তির, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর বিপক্ষ শক্তির, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ার বিরুদ্ধ শক্তির, অসাম্প্রদায়িক জাতিয়তাবাদ বিরোধী শক্তির এ ষড়যন্ত্র চূড়ান্তভাবে কার্যকর হলো ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাসের বর্বরতম নৃশংসতম হত্যার মাধ্যমে। এ হত্যা শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর মত ইতিহাসে একজন বিরলপ্রজ ব্যক্তিকে হত্যা নয়– এ হত্যা একটি স্বাধীন জাতির সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ-আলোকিত ভেদহীন জাতিতে রূপান্তরের স্বপ্নের হত্যা।

খ) বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ছিলো এ দেশের গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি (well-being অর্থে) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philosophy towards people's well-being)। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন দর্শনের ভিত্তি-শক্তি ছিল গণমানুষ। আর ঐ বিশ্বাস যে জনগণ এবং কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে। আর তার উন্নয়ন দর্শনটি ঐ রাজনৈতিক জীবন দর্শনেরই প্রতিফলন। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে যে, উন্নয়ন হবে মানুষের ন্যায্য-ন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তি-ভিত্তিক স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী (rights based liberty and freedom-mediated process) একটি প্রক্রিয়া যেখানে সবার জন্য, বিশেষত গরীব-দুঃখী মেহনতী মানুষের জন্য পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। যার মধ্যে থাকবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা, এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা-সুরক্ষার স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনটি তারই উদ্ভাবিত ও ধারণকৃত "দেশের মাটি উত্থিত অথবা স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শন" (Home grown development philosophy), যে দর্শন অনুযায়ী প্রকৃত উন্নয়ন হলো, এমন এক প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় নির্মিত হবে সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ-ভেদ-বৈষম্যহীন-আলোকিত মানুষের সংঘবদ্ধ-সংহতিপূর্ণ সমাজ ও অর্থনীতি ব্যবস্থা।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনে বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও সমাজ বিনির্মাণের বিষয়টি ছিল অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। এ দর্শনে একই সাথে অন্যতম অনুষজ্ঞ ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-বয়স-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার বিষয়টি। বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ভিত্তির অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো– নীতি-নৈতিকতার নিরিখে সকল মানুষ মানুষ হিসেবে সমান। যে কারণে ১৯৭২ এর সংবিধানে "জনগণ এবং কেবলমাত্র জনগণই সার্বভৌম" (জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক, সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭) এই ভিত্তি দর্শন অবলম্বনে চার মূল স্তম্ভ– গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র– সমুন্নত রেখে দেশ পরিচালন তথা উন্নয়ন ভাবনার অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অঙ্গিভূত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের বৈশিষ্ট্য হলো বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন এবং সেই সাথে অসাম্প্রদায়িক (secular) মানস কাঠামো বিনির্মাণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। এ উন্নয়ন দর্শনে নতুন সমাজব্যবস্থার ভিত

রচনায় পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত ও বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ধারণ-লালনকৃত দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতেই বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এমন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে যে বাংলাদেশে জন্মসূত্রে কেউ দরিদ্র থাকবে না, যে বাংলাদেশে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী, যে বাংলাদেশ হবে চিরতরে ক্ষুধামুক্ত-শোষণমুক্ত, যে বাংলাদেশ হবে বঞ্চনামুক্ত-সমতাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশে মানবমুক্তি (liberty অর্থে) নিশ্চিত হবে– হবে তা সুসংহত ও সুদৃঢ়, যে বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে সকল মানুষের সুযোগের সমতা, যে বাংলাদেশ পরনির্ভরশীল হবে না– হবে স্বনির্ভর-স্বয়ংসম্পন্ন; যে বাংলাদেশ হবে 'সোনার বাংলা'। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন দর্শনসহ এই উন্নয়ন দর্শন শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ নেবার আগেই বিদেশি-দেশি বঙ্গবন্ধু দর্শন বিরোধী চিরস্থায়ী শত্রুরা দেশ স্বাধীন হবার আগে যেমন ষড়যন্ত্র করেছে তেমনি দেশ স্বাধীন হবার পরে ষড়যন্ত্রের গতি বৃদ্ধি করে স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখী একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে (পরিবার-পরিজনসহ) হত্যা করেছে। এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে বঙ্গবন্ধু হত্যার মূল পরিকল্পনাকারীরা ঠিক সেই সময়টাকে বেছে নিয়েছিল যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু তারই উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শন প্রয়োগে প্রগতিমূখী-উন্নয়নমুখী (take off) করে গড়ে তুলছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ঘোষণা করছিলেন (হত্যার মূল পরিকল্পনাকারীরা এখনো ইতিহাসে অনুদঘাটিতই রয়ে গেছে– আংশিক উদ্ঘাটিত হয়েছে তারা যারা ঐ পরিকল্পনার বাস্তবায়নকারী)। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ভবিষ্যত বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ইতিহাসের একটা শিক্ষার কথা মনে রাখা সঙ্গত হবে: বিষয়টি হলো বঙ্গবন্ধু বলতেন "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ", তবে সে মানুষের কেউ যদি মোশতাক-তাহেরউদ্দিন ঠাকুর-মাহবুবুল আলম চাষী-জিয়াউর রহমান রাজাকার-আলবদর-আলশামস হয় সেক্ষেত্রে ঐ ধরনের অমানুষের প্রতি বিশ্বাস হবে আত্মঘাতি– শুধু ব্যক্তির জন্য নয় সমগ্র জাতির ভাগ্যের জন্যও।

গ) মুক্ত-স্বাধীন-ক্ষুধামুক্ত-শোষণমুক্ত-বৈষম্যহীন-অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম বুঝেছিলেন যে স্বৈর-সেনা-সামন্তশাসিত পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে থেকে ঐ স্বপ্ন বাস্তবায়ন অসম্ভব। যে কারণে জেল-জুলুম-হুলিয়া-নির্যাতন-নিবর্তন থেকে শুরু করে পাকিস্তানের কারাগারে (যখন তারই সামনে তারকবর পর্যন্ত খনন করা হয়েছিল) থাকা অবস্থাতেও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিলেন পূর্ণমাত্রায় সচেতন, বিশ্বস্ত এবং আপোষহীন। তিনি ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে জনগণকে আহবান করলেন আর জনগণ তারই ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মাত্র ৯ মাসের মধ্যেই দেশ স্বাধীন করলো। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা দিলেন আর আমরা তা রক্ষা করতে পারলাম না।

ঘ) একদিকে জনসংখ্যা বেশি হবার পরও পাকিস্তানের স্বৈর-সেনা-সামন্ত আধা-ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের (অর্থাৎ 'আজকের বাংলাদেশের') মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ছিল কম আর অন্যদিকে পাকিস্তান কর্তৃক আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া অন্যায় যুদ্ধে (যার মোকাবেলায় আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে সশস্ত্র হয়েছিলাম) পাকিস্তানিদের 'পোড়ামাটি নীতি'র কারণে যুদ্ধবিধ্বস্ত সকল ধরনের অর্থনৈতিক অবকাঠামো (রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎকেন্দ্র ইত্যাদি) এবং পারিবারিক অবকাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্তিসহ (প্রায় তিন কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত হন) ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ (যাদের মধ্যে ২৫ লক্ষ গ্রামের যুবক ও কর্মক্ষম জনশক্তি,

যাদের বেশির ভাগই গ্রামের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসা এবং যাদের বৃহৎ অংশ ছিলেন পরিবারের একমাত্র কৃষিজীবী মানুষ) হবার ফলে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে কৃষি-শিল্পে মেহনতি মানুষের সংখ্যা হ্রাস পায় যার প্রত্যক্ষ ফল হলো পাকিস্তান আমলে বৈষম্যজনিত কারণে অপেক্ষাকৃত মাত্রার স্বল্প মোট দেশজ উৎপাদন স্বল্পতর হয়ে গেলো। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো যখন তার সমস্ত মেধা-মনন, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দেশপ্রেম, সততা দিয়ে তিনি তারই উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শন প্রয়োগ করে কল্পনাতীত স্বল্পসময়ের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসনের নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ, গঠন-পুনঃগঠন, পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করলেন। এক্ষেত্রে মাত্র ১৩১৪ দিন দেশ পরিচালনায় অগ্রাধিকারক্রম ও কর্মধাপ (priority and sequencing) বিবেচনা বিশ্লেষণে বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসহ রাষ্ট্র নায়কের পরিচয়টা স্পষ্ট প্রতীয়মান। তবে ঠিক যে সময়ে বঙ্গবন্ধু তার দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করে (১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে জনসভার ভাষণে) সমাজতন্ত্রের কথা আরো জোর দিয়েই বলা শুরু করলেন, দুর্নীতিবাজদের উত্থান ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের ডাক দিলেন, শর্তাধীন বৈদেশিক সাহায্য না নেবার কথা আরো দৃঢ়তার সাথে বলা শুরু করলেন (বললেন, তিনি ভিক্ষুক জাতির নেতা হতে চান না), ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা পাল্টে নতুন সমাজব্যবস্থার ভিত্তি শক্তিশালী করার কথা আরো উচ্চ স্বরে বলা শুরু করলেন, গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলকভাবে বহুমুখী সমবায় গঠনের কথা বললেন, শিক্ষিত সমাজসহ আমলা-বুদ্ধিজীবীদের মন-মানসিকতার দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করে চরিত্র শুদ্ধির তাগাদা দিলেন, যুবসমাজকে ফুলপ্যান্ট ছেড়ে হাফপ্যান্ট পরে বহুমুখী সমবায়ে কাজ করার তাগিদ দিলেন, ঔপনিবেশিক বিচারব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা আরো দৃঢ়তার সাথে বললেন, এবং আন্তর্জাতিক বাজারে গরীব দেশের বিরুদ্ধে ধনীদেশের ব্যবসায়ী মারপ্যাচের বিষয়াদি উল্লেখ করলেন– তখন থেকেই একদিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আর অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানসহ ঐ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দালাল-দোসরদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী তথা বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বিরোধী যৌথ পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড অতীতের তুলনায় আরো অনেক বেশি দ্রুততার সাথে ও কার্যকরভাবে জোরদার হতে থাকলো। প্রতিবিপ্লবীদের জয় হলো ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে। এরপর থেকে শুরু 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের উল্টো পথে যাত্রা। এখান থেকেই শুরু আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার অকাল মৃত্যু।

ঙ) বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে উল্লিখিত প্রতিক্রিয়াশীল যৌথ শক্তির উদ্যোগে লাগাতার সেনাশাসন, স্বৈরতন্ত্র, সেনাশাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তি তোষণ-পোষণ, ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনীতি ও অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত– এসবই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড করে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই তার বিপরীতে অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করলো। এ ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি শুধু পুনর্বাসিতই হয়নি তারা ২০-২৫ বছরে এমন এক ব্যবস্থা-কাঠামো সৃষ্টি করেছে যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনের দায়িত্বে যে বা যারাই থাকুন না কেনো প্রকৃত চালকের আসনে শক্তভাবে জেঁকে বসেছে তারা যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না– যারা অন্যের সম্পদ হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে rent seeker (লুটেরা, পরজীবী, ফাও খাওয়া শ্রেণি, দুর্বৃত্ত) গোষ্ঠী মাত্র; এবং এই rent seeker গোষ্ঠী এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যেখানে সরকার ও রাজনীতি

তাদেরই কথায় ওঠাবসা করে। এটাই ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রকৃত সত্য ভাষ্য যা অস্বীকার করলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ধারণ করে ভবিষ্যতে এগুনো দুরূহ হবে।

চ) এতো গেল ১৯৭৫ পরবর্তী 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের বিগত প্রায় চার দশকের কথা। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আর সেইসাথে বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হলে ' বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সামাজিক প্রগতি কোথায় গিয়ে ঠেকতো? এ প্রশ্নের উত্তরে বেশ কিছ যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করে অর্থনীতির কয়েকটি চলকের (macroeconomic variable) সম্ভাব্য পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে এবং তা একদিকে তুলনা করা হয়েছে ' বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশের সাথে আর অন্যদিকে 'আজকের মালয়েশিয়ার' সাথে। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে তুলনীয় হিসেবে ধরার পিছনে কয়েকটি যুক্তি কাজ করেছে: (১) পথ চলার শুরুর দিকে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া উভয় দেশেই মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয় প্রায় সমান ছিলো (যদিও মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা ছিলো, বাংলাদেশের তুলনায় ৬.৫ গুণ কম, অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে 'মাথাপিছু' দেশজ উৎপাদন ও আয় আমাদের তুলনায় মালয়েশিয়ার ৬.৫ গুণ বেশি হবার কথা); (২) বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া উভয় দেশেরই ১৯৭৩ এ পথচলার শুরু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে; (৩) বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া উভয় দেশেরই পথচলা শুরু 'দেশজ উন্নয়ন দর্শন' অবলম্বন করে (তবে মৌলিক পার্থক্য যেখানে তা হল বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছিলেন আর মালয়েশিয়ার ড. মাহাথির মোহাম্মদ সে পথে যাননি)। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আজকের অর্থনীতির অবস্থা কেমন হতো তা নিরূপণের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর কি ধরনের সম্ভাব্য পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটতো সেটাও নিরূপণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

আমার হিসেবপত্তর স্পষ্ট নির্দেশ করে যে অর্থনীতির প্রধান মানদণ্ডসমূহের নিরিখে 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি আজকের মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে অনেক গুণ ছাড়িয়ে যেতো এবং সেইসাথে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের বৈশিষ্ট্যের কারণেই আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে শ্রেণী বৈষম্য হ্রাস পেয়ে সমাজ সমতাভিমুখী হতো যা মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং একইসাথে 'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশে যা চরম বৈষম্যমূলক (যে কারণে আমি বলি যে বৈষম্যপূর্ণ দুই অর্থনীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা লড়াই-সংগ্রাম-মুক্তিযুদ্ধ করলাম আবারও সেই বৈষম্যপূর্ণ দুই অর্থনীতির ফাঁদে পড়েছে আজকের বাংলাদেশ)। 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার যা একই সময়ের মালয়েশিয়ায় ১৫ হাজার ৪২৬ কোটি ডলার অর্থাৎ মালয়েশিয়ার তুলনায় ২.৭৩ গুণ বেশি এবং একই সময়ের 'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশের তুলনায় ৪.৭৬ গুণ বেশি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশে মাথাপিছু জিডিপি মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করতো (যদিও বা একই সময়ে মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা আমাদের তুলনায় ৪ গুণ কম)– আমাদের মাথাপিছু জিডিপি হতো ৬,০৬১ ডলার যা মালয়েশিয়ায় ৫,৩৪৫ ডলার। মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) ক্ষেত্রেও 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশ মালয়েশিয়াকে ২.৮ গুণ অতিক্রম করতো। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় হতো ৪২ হাজার ৫১৪ কোটি ডলার বিপরীতে এখন মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয় ১৫ হাজার ৫ কোটি ডলার। এক্ষেত্রে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় হতো ৫,৫৯৮ ডলার যা মালয়েশিয়ায় একই

সময়ে ৫,১৯৯ ডলার। প্রকৃত অর্থে তুলনীয় পিপিপি ডলারে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপনের অপেক্ষাকৃত শ্রেয় মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (পিপিপি ডলারে) এখন হতো ১৪,১০০ ডলার যা মালয়েশিয়ায় ১৩,৮২২ ডলার, আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় মাত্র ১,৮৯০ ডলার (অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় ৭.৫ গুণ কম)। অর্থনীতির মূল চলকসমূহের নিরিখে 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশ আজকের মালয়েশিয়াকে শুধুমাত্র অতিক্রম করতো তাইই নয় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের সমতাভিমুখী বৈশিষ্ট্যের কারণে তা হতো প্রগতিশীল বৈষম্যহ্রাসকারী মাথাপিছু উৎপাদন অথবা বৈষম্যহ্রাসকারী মাথাপিছু প্রকৃত আয়।

ছ) বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং সেইসাথে বঙ্গবন্ধুর প্রগতিবাদী উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর আমূল পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটে যেতো। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মোট ১৫ কোটি জনসংখ্যার মাত্র ০.০৭ শতাংশ হতো ধনী যা 'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশে ২.৭ শতাংশ (এ গ্রুপে জনসংখ্যার ১ শতাংশ অত্যুচ্চ ধনী বা super duper rich আছেন যারাই আজ অর্থনীতি-রাজনীতি-রাষ্ট্র-সরকার সবকিছুরই মূল নিয়ন্ত্রণকারী), আর মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশ থাকতো দরিদ্র মানুষ ('বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে এখন মোট জনসংখ্যার ৬৫.৯ শতাংশ বহুমুখী দরিদ্র) যারা বংশপরম্পরা বা চিরস্থায়ী দরিদ্র হতেন না– হতেন অস্থায়ী-স্বল্পকালীন-আপদ-বিপদকালীন দরিদ্র। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে একদিকে ধনীর সংখ্যা এখনকার তুলনায় ৪১ গুণ কমে যেতো, দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে যেতো প্রায় ৯৯ গুণ, আর অন্যদিকে বেড়ে যেতো মধ্যবিত্ত গ্রুপে মানুষের সংখ্যা যা এখন মোট জনসংখ্যার ৩১.৩ শতাংশ তা দাঁড়াতো মোট জনসংখ্যার ৯৯.৩ শতাংশে। এক্ষেত্রে গুণগত যে পরিবর্তনটা হতো তা হলো উচ্চ-মধ্যবিত্তের আপেক্ষিক সংখ্যা এখনকার মোট জনসংখ্যার ৪.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াতো ৪৯.৭ শতাংশে, মধ্য-মধ্যবিত্তের সংখ্যা এখনকার ৯.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াতো ৩৪.৭ শতাংশে, আর নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংখ্যা এখনকার ১৬.৯ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াতো ১৪.৯ শতাংশে। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থেই সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য থাকতো না, মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশই হতো উচ্চ-মধ্যবিত্ত (৫০ শতাংশ) ও মধ্য-মধ্যবিত্ত (৩৫ শতাংশ), আর দরিদ্র মানুষ বলতে তেমন কেউই থাকতো কিনা সন্দেহ। কারণ এ গ্রুপে আজকের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ কমে দাঁড়াতো ০.৭ শতাংশে, সেটাও আবার অস্থায়ী-স্বল্পকালীন-আপদকালীন দরিদ্র মানুষ। বঙ্গবন্ধুর প্রগতিবাদী উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন মানুষের জন্মসূত্রে অথবা বংশপরম্পরা অথবা পেশাগত অথবা ধর্ম-বর্ণ-জাতি গোষ্ঠীগত দরিদ্র হবার কোনো সুযোগই থাকতো না, আর অন্যদিকে সম্পদ আর্থ-সামাজিক শ্রেণি মই-এর উপরতলায় ধাবিত-প্রবাহিত-পুঞ্জীভূত হবারও কোনো সুযোগ থাকতো না।

তথ্যপঞ্জি

আহমেদ, সিরাজ উদদীন. (২০১১). *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

ইমাম, এইচটি. (২০১১). স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু। নুহ-উল-আলম লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ "*ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু*"। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আগস্ট ২০১১।

ইসলাম, মযহারুল. (১৯৯৩) *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (পরিমার্জিত সংস্করণ)।

বারকাত, আবুল, (২০১২). *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*। জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা ২৬ জুন ২০১২। ঢাকা।

বারকাত, আবুল. (২০০৯). *বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন*।বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তর আয়োজিত ৩৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে রচিত মূল প্রবন্ধ০৭ নভেম্বর ২০০৯, ঢাকা।

বারকাত, আবুল. (২০১৪). *বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে*। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত লোকবক্তৃতা ২২ মার্চ ২০১৪। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

রহমান, শেখ মুজিবুর. (২০১২). *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ।

রহমান, ড. মো. মাহবুবুর (২০১১) বঙ্গবন্ধুর শাসনামল । নূহ-উল-আলম লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ "*ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু*" বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আগস্ট ২০১১।

খান, মিজানুর রহমান. (২০১৪) *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (সর্বশেষ সংশোধনিসহ মুদ্রিত, অক্টোবর ২০১১), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৪).*বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা২০১৪* ।অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অণুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সুফী, মোতাহার হোসেন. (২০০৯). *ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক* (দ্বিতীয় সংস্করণ)। ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড (২০১২).*একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় জীবনগাঁথা: খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা স্মারকগ্রন্থ*। ঢাকা: জনতা ব্যাংক লিমিটেড।

মিজান, মিজানুর রহমান (সম্পাদিত). (১৯৮৯). *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*। ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন ।

CAPRA, FRITJOF. (1988). *The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture*. New York: Bantam Books.

CHOMSKY, N.(2003). Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, NY: Penguin Books.

CHOMSKY, N. AND VLTCHEK, A. (2013). *On Western Terrorism: From Hiroshima to Drone Warfare*. London: Pluto Press.

FAALAND, J. AND PARKINSON, J. R. (1977).*Bangladesh: The Test Case of Development*. New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

KRUGMAN, P. (2013). *End this Depression Now*. NY: W.W. Norton & Company Ltd.

PERKINS, J. (2006). Confessions of An Economic Hit Man. The Shocking inside story of how American REALLY took over the world.London: Ebury Press.

PIKETTY, T.(2014).Capital in the Twenty-First Century. (Goldhammer, A. Trans.). Harvard: The Belknap Press of HarvardUniversity.

SACHS, J. (2012). The Price of Civilization: Reawekening Virture and Prosperity after the Economic Fall. London: Vintage Books.

STIGLITZ, J. E.(2013). *The Price of Inequality*.New York: Penguin Books.

UBAN, S.S. (2014). Phantoms of Chittagong: The "Fifth Army" in Bangladesh. (Khan, Hossain Ridwan Ali. Trans.). ঢাকা: ঘাস ফুল নদী।

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 071-114
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশ ও নব্য-উদারবাদী মতবাদ: 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গে

আবুল বারকাত*

সারকথা *বিগত সাড়ে ৫ শত বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ১৯৬০ দশক যখন থেকে নব্য-উদারবাদীদের উত্থান– এ সময়টুকু বাদ দিলে পিছনের ৫০০ বছরের অর্থনীতি শাস্ত্র মূলত দুটি বৃহৎ বর্গের প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর অনুসন্ধান করেছে: (১) সম্পদের উৎস কি, কে সম্পদের স্রষ্টা, এবং সম্পদ কোথায় সৃষ্টি হয়? (২) বাজার ব্যবস্থা কিভাবে চলা উচিত? মুক্ত-অবাধ বাজার, মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টা, মুক্ত বাণিজ্য নাকি বাজারে ভূস্বামী-সামন্তপ্রভু-রাজা-সম্রাট-রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব থাকতে হবে? বিগত সাড়ে ৫ শত বছর ঐ দুই প্রধান বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত কোন সদুত্তর মেলেনি। এসব বিষয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করেছেন তাদের প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তার কালের নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক শ্রেণির শ্রেণিস্বার্থ রক্ষাকারী আজ্ঞাবাহী মাত্র। কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন দাসভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জিইয়ে রাখতে, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন সামন্তবাদ টিকিয়ে রাখতে, কেউ ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী যুগে আগত নতুন শ্রেণির, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন পুঁজিবাদের, কেউ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদের, আবার কেউ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের। ব্যতিক্রম শুধু কার্ল মার্কসের অর্থনীতিসাহিত্য যেখানে অতীতের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পদ্ধতিতত্ত্ব প্রয়োগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিধি বিধানের ভিত্তিতে সামাজিক বিশ্ববীক্ষার আওতায় শুধু ঐতিহাসিক উত্তরণশীল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতত্ত্বই আবিষ্কৃত হয়নি, যেখানে প্রমাণ হয়েছে যে কোন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই স্থির-অনড় নয়, তা নিয়ত পরিবর্তনশীল। মার্কসের পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের এ কাঠামো সূত্রে নির্মোহতা, সমগ্রতা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং ঐতিহাসিকতা আছে আর সর্বোপরি আছে সর্বজনীনতা। মার্কসের আগে ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ অর্থশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনকে সুসংহত-সুসংবদ্ধভাবে অন্তত মূল্যের শ্রমতত্ত্ব ও বাজারের জটিল বিষয়াদির বিশ্লেষণ করে সূত্রবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কসের আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতি শাস্ত্রের মার্কস পরবর্তী ধারাসমূহ অর্থনীতি শাস্ত্রকে খণ্ডিত ও কামরাভুক্ত করে যত ধরনের উপযোগিতার তত্ত্ব খাড়া করা যায় তা দিয়ে ধ্রুপদী চিন্তা জগতের মূল্যের শ্রমতত্ত্বকেই বিসর্জন দিলো– এটা করা হলো বেশ সচেতনভাবেই এবং এর ফল যা হবার তাই হলো: অর্থনীতি শাস্ত্র যুক্তির জগৎ থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে নিল, ফলে শাস্ত্রের 'দর্শনের দারিদ্র্য' মহাদারিদ্র্যে রূপান্তরিত হল। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের পশ্চাদপসারণের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষা বিশেষত সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পতন পরবর্তীকালে একমেরুর বিশ্বে বৈশ্বিক সকল প্রাকৃতিক সম্পদে (জল সম্পদ, জ্বালানি-খনিজ সম্পদ, আকাশ-*

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মহাকাশ সম্পদ) আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একক নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনীতি শাস্ত্রে আবির্ভূত হয়েছে নব্য-উদারবাদী মতবাদ। এ মতবাদ কোন সুস্থিত দর্শন কিনা বলা ভার তবে বিশ্বে পুঁজি যখন কেন্দ্রে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদসহ পশ্চিমা ধনী দেশে উদ্বৃত্ত তখনই এ মতবাদ নতুন করে শুধুমাত্র মুক্তবাজার, অবাধ বাণিজ্য, নিরঙ্কুশ ব্যক্তিমালিকানার কথা বলেই ক্ষান্ত হয় না, দুনিয়া কব্জা করতে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী বৈশ্বিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে তুলে বিশ্ব বাজার, বিশ্ব বাণিজ্য, বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনের মারাত্মক সব বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন রচনায় ব্যস্ত। এবং শুধু তাই নয় ঐসব একপেশে বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন না মেনে চললে দুর্বলের শাস্তির বিধান তৈরিরও দায়িত্ব নিজে নিজেই নিয়েছে, ফলে দুর্বল দেশের (উন্নয়নশীল, উন্নয়নকামী, স্বল্পোন্নত, 'গরীব' দেশ) সার্বভৌমত্ব বলে কিছু থাকছে না। এ এক মহাবিপর্যয়– প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্য সৃষ্ট। এ মহাবিপর্যয় থেকে মনুষ্য সমাজকে মুক্তি দিতে হলে অর্থনীতি শাস্ত্রকে শাস্ত্রীয় 'দর্শনের মহাদারিদ্র্য' থেকে বেরিয়ে আসতে হবে– যত না শাস্ত্রের প্রয়োজনে তারচে অনেক বেশি বিশ্ব-জনগণের ভবিষ্যৎ প্রাগ্রসর জীবনের প্রয়োজনে। এখন অর্থনীতি শাস্ত্রের কাজ হবে আধুনিক চরম বৈষম্যমূলক অসম বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনীতির অন্তর্নিহিত নিয়ামক বিষয়াদির বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ বিশ্লেষণপূর্বক 'নতুন এক একীভূত অর্থশাস্ত্র' বিনির্মাণ করে তারই ভিত্তিতে 'নতুন মানবিক উন্নয়ন দর্শন' প্রণয়ন। জটিল এ প্রক্রিয়ার কার্য-কারণ ব্যাখ্যা-বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথনির্দেশনা দিতে হয়তোবা প্রয়োজন সামাজিক বিজ্ঞানের কার্ল মার্কসের মত 'মহাজ্ঞানী' দার্শনিকসহ প্রকৃতি বিজ্ঞানের কোপারনিকাসের মত 'মহা বিজ্ঞানী' ও 'জ্ঞান শাস্ত্রের মহাগৌরব' গিওর্দানো ব্রুনোর মত নির্মোহ দার্শনিকদের সমন্বিত উদ্যোগ। কিন্তু ততক্ষণ বসে না থেকে আমাদের কাজ হবে অনিবার্য এ পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার একক ও যৌথ প্রয়াস অব্যাহত রাখা।

নির্যাস শব্দগুচ্ছ : *অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাস, অর্থনীতি শাস্ত্রের মূলধারা, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও অর্থনীতি শাস্ত্র, অর্থনীতি শাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য, দর্শন ও অর্থনীতি, মানব বিবর্তন ও অর্থনীতি, ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্র, মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র, নব্য-উদারবাদ, নতুন অর্থনীতির দর্শন, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ভবিষ্যতের অর্থশাস্ত্র, সম্পদ, বাজার।*

১। ভূমিকা

অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য' বিষয়ে এ পর্যন্ত কেউ তেমন কিছু বলেননি, লেখেননি। বিষয়টি জটিল এবং শুধুমাত্র অর্থনীতি শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিষয়টি জটিল এ জন্য যে অর্থনীতি শাস্ত্রের সুনির্দিষ্ট চিন্তা-দর্শন একদিকে যেমন সমসাময়িক ঐতিহাসিক সময়ের সাথে সম্পর্কিত এবং ঐ যুগের 'নিয়ামক ক্ষমতা কাঠামোর' (dominant power structure) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সুতরাং ঐ চিন্তা-দর্শন বিশ্লেষণে সে যুগের আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস নির্মোহভাবে জানতে হবে আর অন্যদিকে অর্থনীতি শাস্ত্র যেহেতু উদ্ভব সূত্রেই নীতি-নৈতিকতা শাস্ত্রীয়, মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রীয় এবং বিচারবোধ কেন্দ্রিক এবং যথেষ্ট মাত্রায় এলোমেলো সেহেতু অর্থশাস্ত্রের চিন্তা দর্শন বিচারে এসব বিষয়কেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে।

আমার এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ব্যাপক-বিস্তৃত অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তা দর্শনের ইতিহাস (History of Economic Thoughts) রচনা নয়। এসব বিচার-বিশ্লেষণ করেই প্রবন্ধেরদ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করেছি নির্যাস কথা যা আসলে আমার উপসংহারিক বক্তব্য। যেহেতু অর্থনীতি শাস্ত্রের বর্তমান যুগ হল

এক মেরুর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা উদ্দিষ্ট নব্য-উদারবাদীদের (Neo-liberalism) যুগ সেহেতু প্রবন্ধের চতুর্থ (শেষ) অনুচ্ছেদে নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি ধারার মতবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বিশ্বায়নের যুগে বৈশ্বিক অর্থনীতির মহাসংকট ও মহামন্দার বিংশ শতকেরদ্বিতীয়ার্ধ ও একবিংশ শতকে অর্থনীতি শাস্ত্রের দর্শনগত মহাদারিদ্র্যের লক্ষণসমূহ উত্থাপন করেছি। নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি চিন্তা দর্শনগতভাবে প্রকৃত অর্থে অতীতের সকল অর্থনীতি চিন্তা থেকে পশ্চাৎপদ যার উদ্দেশ্য এমনকি নীতিশাস্ত্রীয় মানবকল্যাণ চিন্তার ধারে কাছেও নেই, যা আসলে দর্শন চিন্তাও নয়, যা প্রধানত প্রায়োগিক-প্রেসক্রিপশন জাতীয় (Prescriptive instrumental economics)। অর্থনীতি শাস্ত্রের নব্য-উদারবাদী মতবাদটি সেসব পথ-পন্থা-পদ্ধতি বাতলে দেয় যা মুক্তবাজারের নামে (যে মুক্তবাজার কখনও মুক্তও নয়, এবং নয় তা দরিদ্র বান্ধব) শ্রেণিসমাজে বৈষম্য বাড়াতে বদ্ধ পরিকর, যাদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মূলত সাম্রাজ্যবাদের ভরকেন্দ্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখার কৌশলাদি বাতলে দেয়, যা অনৈতিক এবং অতিমাত্রায় আগ্রাসী। উদারবাদের স্বর্ণযুগ ("Golden age of Liberalism") অর্থাৎ ১৮৭০-১৯১৩ কালপর্ব যা ছিলো ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের যুগ–তার তুলনায়দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯৪৫ পরবর্তী) মার্কিন আধিপত্যবাদের যুগ অনেক বেশি নির্মম, নিষ্ঠুর, বর্বর। আর মার্কিন আধিপত্যবাদের এ যুগের অর্থনীতি শাস্ত্রীয় কুট পরামর্শদাতাদের মতবাদই হল নব্য-উদারবাদ। নব্য-উদারবাদ সে পরামর্শই দেয় যা বাস্তবায়নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের সকল মৌল-কৌশলিক সম্পদে, যেমন (১) জল সম্পদ, (২) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, (৩) আকাশ-মহাকাশ সম্পদে তাদের অভিগম্যতা নয় (not just access)– নিরঙ্কুশ মালিকানা (absolute ownership) ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ (absolute control) প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। নব্য-উদারবাদী অর্থশাস্ত্রীয় মতবাদ সে পরামর্শই দেয় যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈষম্য-অসমতা বাড়লে বাড়ুক, বাড়ুক বিশ্বের প্রায় ৮০০ কোটি মানুষের বঞ্চনা-বিচ্ছিন্নতা (alienation অর্থে) কিন্তু যে কোন পথে যে কোন পদ্ধতি ও পন্থায় উল্লিখিত তিনটি বৈশ্বিক মৌল-কৌশলিক সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হোক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-আধিপত্য। এ আধিপত্য বাস্তবায়নে নব্য-উদারবাদীদের পরামর্শ একদিকে বৈশ্বিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিধি বিনির্মাণ প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডাবলুটিও)-কে নিজের মত কাজে লাগাতে হবে অন্যদিকে প্রয়োজনে বিশ্বের যে কোন দেশে সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা ব্যবহারসহ যে কোন পথ-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যা যত বেশি 'ক্রিমিনাল' মাত্রারই হোক না কেন[১]। এসবই নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি শাস্ত্রের দর্শনের মহাদারিদ্র্যের একই সাথে কারণ ও পরিণাম। একদিকে অর্থনীতি শাস্ত্রের দর্শনগত 'মহাদারিদ্র্য' আর অন্যদিকে বৈশ্বিক মহাবিপর্যয়ের আলামত– এ দুই কারণে প্রবন্ধের শেষ (চতুর্থ) অনুচ্ছেদেই অর্থনীতি শাস্ত্রের নতুন তত্ত্ব-দর্শন বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছি।

---

[১] এসবের অসংখ্য উদাহরণের একটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সত্য এ উদাহরণটি দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র একজন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা 'ইকনমিক হিটম্যান' জন পার্কিনস। তিনি লিখেছেন "ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট জেইমি রোলডস ও পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর টোরিজসকে আমি তাদের দেশপ্রেম ও সজ্ঞান-চেতনার জন্য খুবই সম্মান-শ্রদ্ধা করতাম। ঐ দুজনই কয়েক দিনের ব্যবধানে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। তাদের মৃত্যু আসলে দুর্ঘটনা ছিল না। আসলে তাদের হত্যা করা হয়েছিলো। কারণ তারা উভয়েই বিশ্ব সাম্রাজ্যের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন, সরকার ও ব্যাংক-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন...। ভয়-ভীতি অথবা ঘুষ-দুর্নীতি সবসময়ই আমার পথ রূদ্ধ করে রেখেছিলো" (দেখুন, John Perkins. 2006. Confessions of An Economic Hit Man. The shocking inside story of how America REALLY took over the world. পৃঃ ix)।

প্রবন্ধের চতুর্থ অনুচ্ছেদে নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি মতবাদের 'দর্শনের মহাদারিদ্র্য' প্রসঙ্গটি উত্থাপনের আগে তৃতীয় অনুচ্ছেদে নব্য-উদারবাদের দর্শনগত মহাদারিদ্র্যের ভিত্তি বা ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী (stage setting matters) অর্থনীতি শাস্ত্রের বিগত সাড়ে ৫০০ শত বছরের অন্যান্য বিভিন্ন মূল ধারার সংক্ষিপ্ত বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক 'দর্শনের দারিদ্র্য' ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটানোর প্রয়োজন বোধের কারণে প্রবন্ধের শেষে "অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশে ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট দর্শন সহায়ক প্রবন্ধ/গ্রন্থসমূহ" শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হয়েছে।

২। নির্যাস কথা: উপসংহারিক বক্তব্য

অর্থনীতি শাস্ত্রে মৌলিক আবিষ্কার অথবা মৌলিক চিন্তা খুব একটা নেই বললে অতিকথন হবে না। বেশির ভাগ অর্থনীতি চিন্তা-দর্শন স্থান-কালভেদে সমসাময়িক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আবর্তিত। এসবে মৌলিকত্বের সর্বজনীনতা নেই বললে অত্যুক্তি হবে না বলছি এ কারণে যে অর্থশাস্ত্রীয় ঐসব চিন্তার গুণ-মানসহ গুরুত্বের সর্বজনীনতা 'মহাবিজ্ঞানী' দার্শনিক কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) অথবা 'জ্ঞান শাস্ত্রের মহাগৌরব' দার্শনিক গিওর্দানো ব্রুনোর (১৫৪৮-১৬০০) "ব্রহ্মাণ্ডের সূর্যকেন্দ্রিক ধারণার" মত নির্মোহ ধ্রুব সত্য নয়। এ নিরিখে এমনকি কার্ল মার্কসের অর্থশাস্ত্রীয় চিন্তাও শ্বাশ্বত নয় কারণ তিনি পুঁজিবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন যে পুঁজিবাদ তাঁরই মতে সভ্যতার ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার (Socio-economic Formation) ঐতিহাসিক চতুর্থ বৃহৎ স্তর মাত্র; যে পুঁজিবাদ তাঁরই মতে শেষ স্তর নয় (এ বিষয়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে)।

অর্থনীতি শাস্ত্রে চিন্তার মৌলিকত্ব দাবিদার হিসেবে যেসব নাম স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্রায়শই তর্কাতীত যে সব নাম উল্লেখ করা হয় তারা প্রধানত কয়েকটি বিষয়ে দার্শনিক এবং/অথবা প্রায়োগিক ভাবনার প্রাগ্রসর ভাবুক। আর সংশ্লিষ্ট দর্শন চিন্তায় যেসব প্রশ্নগুচ্ছ প্রাধান্য পেয়েছে তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জরুরি। কারণ গত সাড়ে ৫ শত বছরের অর্থশাস্ত্রের মৌলিকত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে আমি এ শাস্ত্রের গুরুদের ভাবনা-চিন্তাকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' হিসেবে অভিহিত করছি। আসা যাক অর্থনীতি শাস্ত্রের সেসব মৌলিক প্রশ্নগুচ্ছের কথায় যা এ শাস্ত্রে প্রাধান্য পেয়েছে এবং যারই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ঐ শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় গুরুদের 'নমস্য দার্শনিক' বলা হয়ে থাকে। এসব প্রশ্নকে দুটি প্রশ্নগুচ্ছে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিচে উপস্থাপন করা হল:

> প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ: সম্পদের (wealth) উৎস কি? কে সম্পদ সৃষ্টি করে? কোথায় কোন খাত-ক্ষেত্রে সম্পদ সৃষ্টি হয়? সম্পদের উৎস সংশ্লিষ্ট কার্যকারণ নির্ণয় করে কেউই কোপার্নিকাসের মত 'মহাবিজ্ঞানি' অথবা গিওর্দানো ব্রুনোর মত 'জ্ঞান শাস্ত্রের গৌরব' হতে পারেন না। কেনো? সহজ উত্তর– মানব বিবর্তনের ইতিহাসের[২] অধিকাংশ সময়কালের জন্য এ প্রশ্নটিই প্রযোজ্য নয়। এ প্রশ্ন ও সংশ্লিষ্ট ভাবনা-চিন্তা প্রযোজ্য শুধুমাত্র তখন থেকে যখন সম্পদ পুঞ্জিভূত করার প্রশ্ন আসলো অর্থাৎ মানব সভ্যতার বিবর্তনে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দ্বিতীয়

[২] ভূতত্ত্বীয় গবেষণায় পৃথিবীর বিবর্তনকে সময়ানুক্রমে চার ভাগে ভাগ করা হয়: (১) প্রিক্যামব্রিয়ান, (২) প্যালিওজয়িক, (৩) মেসোজয়িক, (৪) সিনোজয়িক। এসবের সাথে যুক্ত মানব বিবর্তন। পৃথিবীর সৃষ্টি আজ থেকে ৪৫০ কোটি বছর বা তারও আগে; প্রথম জীবন্ত কোষ সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে ২৫০-৩৮০ কোটি বছর আগে; প্রথম বিশালদেহি ডাইনোসর জাতীয় প্রাণিদের সৃষ্টি আজ থেকে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ৬ কোটি বছর আগে; দুই পায়ে দাঁড়ানো কিন্তু সামনের দিকে একটু ঝুকে থাকা লেজবিহীন চেহারায় বানর কুল সদৃশ মানুষ এসেছে এখন থেকে ১৮ লক্ষ থেকে ৫০

বৃহৎ বর্গের স্তর থেকে– দাস যুগ থেকে। কিন্তু মানব ইতিহাসের কমপক্ষে ৯৯ শতাংশ সময়কালই তো আদিম সাম্যবাদী সমাজ। আর মানব ইতিহাসের ৯৯ শতাংশ সময়কালের আদিম সমাজে সম্পদের উৎস সংশ্লিষ্ট এ প্রশ্নটিই অবান্তর। অবান্তর প্রশ্ন নিয়ে আর যেই ভাবুক দার্শনিকদের ভাববার কোন কারণ নেই। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতদের এ নিয়ে ভাবতে হয়েছে। কারণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা আদিম যুগের উৎপাদিকা শক্তির বিবর্তন জানতে হয়েছে। যে বিবর্তনের ফলে যত সময় পরেই হোক এসেছে দাস যুগ। সঙ্গত কারণেই শোষণ ভিত্তিক প্রথম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা দাস যুগ থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক পুঁজিবাদ পর্যন্ত সময়কালে নির্দিষ্ট গোষ্ঠির সংখ্যাস্বল্প কয়েকজনের স্বার্থ সংরক্ষণে অর্থনীতির শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের ভাবতে হয়েছে। আর ভাবতে ভাবতে দাস যুগ থেকে মধ্যযুগের দাসমালিক-ভূস্বামী জমিদার-সম্রাট-রাজা-বাদশাহদের উপদেষ্টা হিসেবে অর্থনীতি শাস্ত্রের ভাবুকদের এক পর্যায়ে এমনও বলতে হয়েছে যে "যুদ্ধ ভাল, যদি জেতার সম্ভাবনা থাকে" (যেমন মার্কেন্টাইলিস্ট বা বাণিজ্যবাদী অথনীতিবিদ-পণ্ডিতদের), আর একই কথা কিন্তু আজকের সাম্রাজ্যবাদী যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরতলার গুটিকয়েক মানুষের স্বার্থে নোবেল বিজয়ি অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যানকে বহু 'চিন্তা-ভাবনা' করে বলতে হয়েছে "ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইরাক দখল করা মার্কিন অর্থনীতির জন্য ভাল হবে"। অবশ্য এ কথাও সত্য যে সম্পদের উৎস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি চিকিৎসক-অর্থনীতিবিদ ফিজিওক্রাট ফ্রাঁস্যুয়া কেনে্ হিসেবপত্তর কষে 'ট্যাবলু ইকনমিকে' (যা ছিল অর্থশাস্ত্রের প্রথম ম্যাক্রোইকনমিক মডেল)-তে রাজ-রাজরাসহ সামন্ত প্রভুদের উদ্দেশ্যে বললেন "ফরাসি কৃষকদের ২০০ বছরের স্থবিরতার জন্য তোমরাই দায়ী"; "কৃষিতে মধ্যস্বত্বভোগী সামন্তপ্রভু যতদিন থাকবে ততদিন কৃষক কুলের জীবনে উন্নতির কোনই সম্ভাবনা নেই, অতএব উন্নতি চাইলে সামন্তপ্রভুদের উপর উচ্চহারে কর বসানোর বিকল্প নেই"। এসব কথা স্মরণ করানোর পেছনে আমার দুটো প্রধান উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য হল এ কথা প্রমাণ করা যে সম্পদ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুচ্ছ মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বজনীন নয়, তা উত্তরণ পর্বের ইস্যু, এবং পর্বটি ইতিহাসের সময়কাল-ব্যাপ্তি বিচারে স্বল্পকালীন। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল এ কথা প্রমাণ করা যে সম্পদ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুচ্ছের ভাবনা-চিন্তাকারী 'পণ্ডিত' অর্থনীতিবিদদের মূল লক্ষ্য ছিল দাস মালিক-ভূস্বামী-সম্রাট-রাজা-বাদশা-সামন্তপ্রভু-পুঁজিপতি-সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা। অতএব, বিষয়টি সার্বজনীনও নয়, মানবকল্যাণ উদ্দিষ্টও নয়। তাহলে সম্পদের উৎসসহ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাদির অনুসন্ধান উদ্দিষ্ট অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতদের চিন্তা-ভাবনা আসলেই তাদের 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রতিফলিত করে– এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দিহান।

লক্ষ বছর আগে (বিবর্তন শাস্ত্রের বিজ্ঞানীরা যাদেরকে বলেন 'হোমো এরিকটাস'), আর বিবর্তনের এ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সোজা হয়ে হাঁটা এবং চেহারাতেও বানর সদৃশ্যতা নেই অর্থাৎ 'মানুষ' যাদেরকে বিবর্তন শাস্ত্রের বিজ্ঞানীরা বলেন 'হোমো স্যাপিয়েন্স'– এই মানুষের আগমন এখন থেকে ৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ বছর আগে। 'হোমো স্যাপিয়েন্স' এই মানুষই পরবর্তীকালে হোলোসিন যুগে আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন, Russell Ash. 2006. Whitaker's World of Facts. pp. 34-35; Knowledge Encyclopaedia-The Big Book of Knowledge, 2012. pp. 180-181; John. H. Postlethwait, Janet.J.Hopson. 1992. The Nature of Life. pp. 418-426).

দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ: বাজার ব্যবস্থা কিভাবে চলা উচিত? মুক্ত-অবাধ বাজার, 'মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টা', 'মুক্ত বাণিজ্য' (laissez faire, laissez passer) নাকি বাজারে সম্রাট-রাজা-বাদশাহ-রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপ থাকতে হবে? এখানেও প্রথম প্রশ্নগুচ্ছের অনুরূপ সমজাতীয় কথা প্রযোজ্য। আর তা হল: উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-পরিভোগ (production-exchange-distribution-consumption)– এ সমীকরণের পূর্ণাঙ্গ রূপ ইতিহাসের কাল বিচারে বেশি দিন আগের কথা নয়। এ সমীকরণে মানুষের ভোগ-পরিভোগের (consumption) ব্যাপারটা মানব সভ্যতার উষালগ্নের প্রশ্ন। কারণ প্রাণিজগত বা জীবজগতের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় (human evolution) মানুষ যখন থেকে মানুষ হলো তখন থেকেই তাকে খাদ্য ভোগ-পরিভোগের ভাবনা ভাবতে হয়েছে। আর সেটাও তো আদিম সাম্যবাদী যুগের কথা– ৫০ লক্ষ বছর আগের কথা। মানুষের হোমো এরিকটাস থেকে হোমো স্যাপিয়েন্সে রূপান্তরে এবং দীর্ঘকাল হোমো স্যাপিয়েন্স অবস্থায় বিবর্তিত হবার ইতিহাসে প্রথমে মানুষ চার পা থেকে উঠে দুই পায়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ায় মানুষ প্রকৃতিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খাদ্য-সম্পদ (বন-জঙ্গলের মাটিতে পড়ে থাকা ফলমূল, জলাভূমির পাড়ে পড়ে থাকা মাছ-কাকড়া জাতীয় প্রাণী, মৃত পশু-পাখি ইত্যাদি) সংগ্রহ করে জীবন পরিচালন করেছে। এভাবে সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক মানব জীবন চলেছে লক্ষ লক্ষ বছর। প্রকৃতি ছিল বিরূপ। শৈত্য প্রবাহ থেকে শুরু করে ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস আর জীবজন্তুর সাথে লড়াই-সংগ্রামে মানুষ যাযাবর জীবনে বাধ্য হয়েছে। এসবের ফলে কোন এক পর্যায়ে প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ-বৃত্তিক কর্মকাণ্ড মানব চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট হয়নি। এ প্রক্রিয়ায় পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে অস্তিত্ব রক্ষা ও জীবন পরিচালনে প্রকৃতির সাথে লড়াই-সংগ্রাম করে বহু লক্ষ বছর চিন্তা-ভাবনার ফলে মানুষ আবিষ্কার করেছে পৃথিবীর প্রথম শ্রম-হাতিয়ার (instrument of labor)। যেটা সম্ভবত ছিল লাঠিজাতীয় এবং/অথবা ইট-পাথর জাতীয় কোন হাতিয়ার যা ব্যবহার করে গাছে না উঠে আবিস্কৃত ঐ শ্রম-হাতিয়ার ছুঁড়ে ফল পেড়ে মানুষ ক্ষুধা নিবারণ ও বংশ রক্ষা করেছে। এই শ্রম হাতিয়ারটাই বলা চলে মানুষের উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ কাল, যে আবিষ্কার মানুষকে জীবজগতের অন্যান্য সব প্রাণীকুল থেকে আলাদা সত্তায়, উচ্চতর সত্তায় রূপান্তর ঘটিয়েছে। এটাই হল মানুষের সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ড (collectionist activities) থেকে শিকারভিত্তিক অর্থনীতিতে (hunting economy) রূপান্তর ভিত্তি। সেইসাথে এরই ফলে একদিকে যেমন মানুষের জীবন চাহিদা বেড়েছে আর অন্যদিকে পেছনের লক্ষ লক্ষ বছরের তুলনায় মানুষের বংশবৃদ্ধি (অর্থাৎ জনসংখ্যা) একটু একটু করে অতি ধীর গতিতে অগ্রসর হয়েছে।[৩] প্রথম শ্রম হাতিয়ার আবিষ্কারের কয়েক লক্ষ বছর পরে মানুষ আরো শ্রম হাতিয়ার আবিষ্কার করলো, যার মধ্যে অন্যতম জীবজন্তু, পশুপাখি শিকারের শ্রম হাতিয়ার– ছুঁচালো পাথর, বর্শা-বল্লমসহ তীর-ধনুক জাতীয় শ্রম হাতিয়ার যা ব্যবহার করে মানুষ পশুপাখি শিকারসহ জীবজন্তু-পশুপাখিকে বশ মানাতে পারলো। আর সেইসাথে প্রকৃতির সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ড ও

[৩] বিস্তারিত দেখুন, Joel. E. Cohen. 1996. How Many People Can the Earth Support. পৃ: ৭৯-৮১, ৪০০. আদিম যুগের জনসংখ্যা নিয়ে এ পর্যন্ত কেউই এমনকি আনুমানিক তেমন হিসেব দিতে পারেন নি। তবে জোয়েল কোহেন বলছেন এখন থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার; আর এখন থেকে ৩ লক্ষ বছর আগে তা ছিল ১০ লক্ষ, এখন থেকে ২৭ হাজার বছর আগে তা ছিল ৩৩ লক্ষ ৪০ হাজার। আর এখন পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা প্রায় ৮০০ কোটি।

শিকারভিত্তিক অর্থনীতি-র মিশ্ররূপ থেকে উচ্চতর পর্যায়ের শিকার ভিত্তিক ও পশুপালনভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর ঘটলো। স্থায়ী রূপ নিল উৎপাদন-ভোগ/পরিভোগ সমীকরণ, যে সমীকরণ মানুষের জীবনমান বাড়ালো, যে সমীকরণে আর যাই থাক বাজার অনুপস্থিত। মানুষের মানুষ হবার এ প্রক্রিয়ায় মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে ভাব আদান-প্রদানের যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে আবিষ্কার করলো ভাষা, যা প্রাথমিক পর্যায়ে সম্ভবত ছিল বিভিন্ন বিষয় বুঝানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের হাক-ডাক-ইশারা ভাষা (যার ব্যাকরণসহ মর্মবস্তু এখনও পর্যন্ত ভাষা বিজ্ঞানীদের অজানা)। আন্তব্যক্তিক যোগাযোগ মাধ্যমের এ ভাষা মানুষকে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে দিল। এসবের অনেককাল পরে মানুষ যা আবিষ্কার করলো সেটা মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের সম্ভবত সবচে বড় উল্লম্ফনের শক্ত ভিত্তি গড়ে দিলো– সেটা হল পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালানো, আগুন সংরক্ষণ এবং আগুনের বহুমুখী ব্যবহার। আগুন আবিষ্কার মানুষকে একদিকে জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিল আর অন্যদিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে-ঝলসিয়ে খাদ্য-খাবার খাওয়ার শর্ত সৃষ্টির ফলে মানুষের জীবনের আয়ুষ্কাল বেড়ে গেল এবং যাযাবর জীবনের অবসানসহ একই স্থানে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি হল। সভ্যতার ইতিহাসে এইই প্রথম মানুষ 'নিজেই নিজের ঠিকানা' সৃষ্টি করলো। আর এই ঠিকানা তুলনামুলক স্থায়ী হবার পরেই (তুলনামুলক স্থায়ী এজন্য যে সম্ভবত মানুষ তখনও পর্যন্ত ঘর-বাড়ি বানাতে শেখেনি পাহাড়ের গুহাতেই বাস করতো) মানুষ সম্ভবত উৎপাদন-পরিভোগ সমীকরণ কাঠামোকে অতীতের তুলনায় শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে সক্ষম হলো। এমন শক্ত ভিত্তি যেখানে মানুষ কৃষিকাজের আগমন বার্তা পেয়ে গেলো। এই সেই নির্মোহ সত্য শ্বাশত বিবর্তনের লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাস যে প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজেই নিজেকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুললো। এ প্রক্রিয়ায় অতীতের প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে ভোগ-পরিভোগের আমূল রূপান্তর ঘটে তা প্রতিস্থাপিত হল মানুষের আবিষ্কৃত শ্রম হাতিয়ার, যোগাযোগের ভাষা আর আগুনের আবিষ্কার মধ্যস্থতাকারী উৎপাদন ও উৎপাদন ফলের সমতাভিত্তিক বণ্টন– এখানে বিনিময় (exchange) বলে কিছু নেই। তাহলে এখানে 'বাজারের' প্রসঙ্গও নেই; 'বাজার' প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। আসলে বিনিময়ের প্রসঙ্গ আরো কয়েক লক্ষ বছর পরের প্রসঙ্গ, যে প্রসঙ্গ এসেছে মানুষ যখন থেকে স্থায়ী কৃষিকাজসহ শ্রম বিভাজন (division of labour) এবং শ্রমের বিশেষায়ন (specialization) করেছে তখন থেকে। সেটাও হাজার হাজার বছরের প্রাথমিক পর্যায়ে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন এবং পরবর্তীকালে নিয়মবদ্ধভাবে। বিনিময়ের প্রসঙ্গ এসেছে তখন থেকে যখন মানুষ স্থায়ীভাবে এবং দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে এবং যখন থেকে জীবন বৈচিত্র সৃষ্টি হয়েছে। আদিম যুগে মানুষের যুথবদ্ধ জীবনকালের তুলনায় এসব সেদিনের কথা; মানব সভ্যতার ইতিহাস-কাল অনুযায়ী বেশি দিন আগের কথা নয়। আর 'বাজারের' প্রসঙ্গ এসেছে তখন থেকে যখন থেকে কম দামে কিনে বেশি দামে বেচার প্রশ্ন এসেছে অর্থাৎ যখন থেকে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার প্রশ্ন এসেছে। আর তা এসেছে তখন যখন মানুষে মানুষে শোষণের প্রয়োজন হয়েছে। যুক্তিসঙ্গতভাবেই 'বাজার' প্রসঙ্গের শুরু মানব সভ্যতার প্রথম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার যুগে নয়দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ আদিম সাম্যবাদী যুগে নয়, দাস যুগে। আবার 'বাজারের' এ প্রশ্নটিও চিরস্থায়ী নয়। কারণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার শেষ স্তর যৌক্তিকভাবেই মানুষে মানুষে শোষণভিত্তিক হবার কোন কারণ নেই সেটা প্রাকৃতিক বিধি অনুযায়ী উৎপাদিকা শক্তির (productive forces) বিকাশের অনিবার্যতার কারণেই অবশ্যম্ভাবিভাবেই হবে সাম্যবাদী

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। এ রূপান্তর শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার– হতে পারে তা এখন থেকে ৫০ বছর পরে অথবা ১০০ বছর পরে অথবা ১৫০ বছর পরে। এ অবস্থায় মানব সমাজ কতদিনে পৌঁছুবে তা আদৌ মুখ্য বিষয় নয়, মুখ্য বিষয় যুক্তির বিষয় যে সেটা হবে।

অর্থনীতির শাস্ত্রীয় দর্শনের বয়স বেশি নয়। বড়জোর সাড়ে ৫শ বছর (ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি ধর্মযাজক টমাস বেকন দিয়ে শুরু) যেখানে মানুষের মানুষ হবার বিবর্তন প্রক্রিয়ার শুরু কয়েক লক্ষ বছর। আবার দর্শন শাস্ত্র– শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতি শাস্ত্রের চেয়ে কয়েক হাজার বছর বয়জ্যেষ্ঠ। কারণ দর্শন শাস্ত্রের কাজ (scope অর্থে) সময়ের নিগড়ে বাধা নয় তা মৌলিক, বিস্তীর্ণ এবং বহুবিস্তৃত, যেখানে অর্থশাস্ত্রের কাজ সময়ের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা এবং তা মৌলিকও নয় এবং যথেষ্ট সংকীর্ণ, ক্ষুদ্রার্থের বিজ্ঞান। সময়ের নিরিখে জগৎ, জীবন, মানব সমাজের বিবর্তন, মানুষের চেতনা ও জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার কার্যকারণ নিরুপণে দর্শন শাস্ত্রের ক্যানভাসটা যেখানে বিশাল ও সামূহিক, সেখানে সময়ের নিরিখে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিশাস্ত্র বিজ্ঞানের রূপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে তবে দু'একটি ক্ষেত্রে (যেমন ফিজিওক্রাট, ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্র) তা বড়জোর ক্ষুদ্রার্থের বিজ্ঞান বা অনুবিজ্ঞান হবার চেষ্টা করেছে আর শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে– কার্ল মার্কসের হাতে ক্রমে তা বিজ্ঞানের রূপ নিয়েছে বলা চলে। এসব কথা বলছি এ কারণে যে যেখানে দর্শন শাস্ত্রের কাজ হলো জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ, তার চেতনা ও জ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রভৃতির মৌল বিধান নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা সেখানে অর্থনীতি শাস্ত্রের কাজ (যখন থেকে অর্থনীতি শাস্ত্র তুলনামূলক নিম্নমাত্রার বিজ্ঞানের রূপ নিয়েছে) সম্পদ সৃষ্টির উৎস ও বাজার সম্পর্কিত জটিল বিষয়াদির সাধারণ সূত্রসমূহ (general laws) গড়ে তোলা। এসব কারণেই দর্শন শাস্ত্রে খোঁজ মেলে 'মহাবিজ্ঞানি' কোপার্নিকাস ও 'জ্ঞান শাস্ত্রের গৌরব' গিওর্দানো ব্রুনোর, আর অর্থনীতি শাস্ত্রে বড়জোর একজন পল স্যামুয়েলশন অথবা কেনেথ এ্যরোর। অতএব, অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতদের আজ যে বিদ্যাভিমান ও জাত্যাভিমান তা ঐতিহাসিক সময় বিবেচনায় সর্বৈব মেকি বৈ কিছু নয়। অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের বিদ্যাভিমান প্রকৃতি এমনই যে তারা (অধিকাংশই) সহজ বিষয় জটিল করতে পারদর্শী অথবা জটিল বিষয় সহজ করতে সক্ষম নন অথবা জটিল বিষয় জটিলতর করে উপস্থাপনে তাদের জুড়ি নেই। অর্থনীতির শাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরা কথায় কথায় চাহিদা-সরবরাহের লেখচিত্র অঙ্কন করেন, আর প্রশ্ন করলে ঐ লেখচিত্রে হয় চাহিদা রেখা না হয় সরবরাহ রেখা না হয় উভয় রেখাই ডানে-বামে উপরে নিচে নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করেন। আর বেশি প্রশ্ন করলে সাধারণ্যে দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করে দুর্বোধ্য আঙ্কিক মডেল বিনির্মাণ করে এমনসব কথাবার্তা বলেন যার মর্মবস্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা নিজেরাও বোঝেন কিনা সন্দেহ। জিনিস দুর্বোধ্য করে তারা বাহাদুরি নিতে চায়, চায় 'জ্ঞান' ফলাতে আর আম-জনতা না বুঝে তাদের কুর্নিশ করেন। শেষ বিচারে নির্মোহ দর্শন শাস্ত্রের বিপরীতে অর্থশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্য অনেক মাত্রায় স্বাভাবিক এবং অনেক মাত্রায় অর্থনীতিবিদদেরই সৃষ্ট।

৩। অর্থনীতি শাস্ত্রের মূল ধারাসমূহ: শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্যের স্বরূপ

যুগ বিভাজনে অর্থশাস্ত্রের মূল ধারাসমূহকে প্রাচীন কাল, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে বিভাজিত করা যেতে পারে। আর তারই সাথে সঙ্গতি রেখে, ধারা সংশ্লিষ্ট যেসব নাম ও মতবাদ নিয়ে আলোচনা-বিশ্লেষণ হয়ে থাকে তার মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হল এরিস্টোটেল, প্লেটো, চীনা কনফুসিয় মতবাদ, ভারতীয় চার্বাক

দর্শন ও চানক্যের অর্থশাস্ত্র, বাণিজ্যবাদ (marcantilist), ফিজিওক্রাট ফ্রান্সুয়া কেনে, উদারপন্থী ডাড্লী নর্থ- ডেভিড হিউম-জন লক্, ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রের উইলিয়াম পেটি-ম্যালথাস-ডেভিড রিকার্ডো-এডাম স্মিথ-জেরেমি বেন্থাম-জিন বাপ্টিস্ট সেঁই, মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের কার্ল মার্কস, কেইনসিয় অর্থশাস্ত্রের জন মেইনার্ড কেইন্স প্রমুখ। এদের মধ্যে দু'একটি ব্যতিক্রম, যেমন সঙ্গতি বিশ্লেষক এডাম স্মিথ আর দ্বন্দ্ব সংঘাত বিশ্লেষক কার্ল মার্কস ছাড়া কেউই তেমন উচ্চতায় উঠতে সক্ষম হননি, কেউই তেমন উচ্চতায় উঠে মানব জীবনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের নিরিখে বড় পর্দায় অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক সাধারণ সূত্র বিনির্মাণ করতে সক্ষম হননি। বিপরীতে প্রায় প্রত্যেকেই তাদের যুগে বসে সম্পদ, বাজার, উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-ভোগ সমীকরণ, রাষ্ট্র ও সরকারসহ উপরিকাঠামোর প্রতিষ্ঠান– এসবের সমসাময়িক যুগ-পর্দায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, কখনও বা তুলনামূলক সামষ্টিক– বড় পর্দায় কখনও বা ব্যক্তিক– ক্ষুদ্র পর্দায়। ফলে এদের হাতে অর্থশাস্ত্র কখনও প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানের রূপ লাভ করেনি। এমনকি মৌলকত্বের বিচারে অর্থশাস্ত্রের গুরু এডাম স্মিথ, কার্ল মাকর্স এবং জন মেইনার্ড কেইনসও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন "তাদের বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কারণে নয়, বরং প্রধানত তাঁদের অর্থনৈতিক তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সামাজিক দর্শনের জন্যই"।[৪]

সুতরাং যা আগেও একটু বলেছি সেটার কিছুটা পুনরাবৃত্তি হলেও বলতে দ্বিধা নেই যে মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা যে সময়ে যে যুগে যে জগতের অংশ ছিলো অর্থশাস্ত্রে তারা প্রধানত সে সময়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব বিনির্মাণ করেছেন, যা যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে অসার প্রতিপন্ন হয়েছে। এটাই অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্যের উৎস কথা।

ইতোমধ্যে (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে) বলেছি মানুষের বিবর্তন ইতিহাস ৫০ লক্ষ বছর, আদিম সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বয়স তারচে মাত্র একটু কিছু কম এবং তাও ৪৯ লক্ষ ৯০ হাজার বছর। কিন্তু আজ থেকে ৫০০ বছর আগেও আনুষ্ঠানিক অর্থে অর্থনীতিবিদ বলতে তেমন কারো সাক্ষাত মেলা ভার এবং তখন অর্থনীতি শাস্ত্রটা ছিল মূলত নৈতিক দর্শনের (moral philosophy) একটি শাখা মাত্র। যে শাখায় অর্থনীতি শাস্ত্রের বিবেচ্য বিষয় ছিল সম্পদ সৃষ্টির উৎস নির্ণয় থেকে শুরু করে সম্পদ বৃদ্ধির পথ-পদ্ধতি বাতলে দেয়া, এ লক্ষ্যে মুক্ত বাজার অথবা বাজারে রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপের পথ-পদ্ধতি-ক্ষেত্রসমূহ বাতলে দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট কর-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ঋণ, বৈদেশিক বাণিজ্য বা এধরনের বিষয়াদি নিয়ে 'sponsored' চর্চা করা। আর আধুনিক যুগে আজ এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-পুনঃবণ্টন-ভোগ/পরিভোগের আন্তসম্পর্ক পুনঃউদঘাটনসহ ধনী-দরিদ্র, দারিদ্র্য-বৈষম্য, দৈব ঘটনার জগত (world of doubt and chance), বিশ্ববাণিজ্য, বিশ্ববাজার, বৈশ্বিক সম্পদ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক মুদ্রা, বৃহদাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বৃহদাকার সরকার, বৃহদাকার ইউনিয়ন, যোগাযোগ, তথ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ-প্রতিবেশ-জলবায়ু ইত্যাদি। এসবই সময়ের দাবি। বিজ্ঞানের পথে না মাড়িয়ে শুধুমাত্র সমসাময়িক জগতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সময় ব্যয় করে আবারও ভুল করছে অর্থনীতি শাস্ত্র। আসলে ফাঁদে পড়েছে অর্থনীতি শাস্ত্র। ফাঁদ পেতেছে এক মেরুর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ, আর সেই ফাঁদে অর্থনীতি শাস্ত্রের সবাইকে ঢুকতে বাধ্য করছে নয়া-উদারবাদী (Neo-liberal) অর্থনীতি দর্শন (বিষয়টি পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। সুতরাং অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্য আবারও

---

৪ Daniel. R. Fusfeld. 1982. The Age of the Economist,Illinois: Scott, Foresmen and Company. p. 3।

চলতে থাকবে এবং সম্ভবত এ দারিদ্র্যের গতির হার হবে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক। অবস্থাটা হবে অর্থনীতির ঐ বুড়ো অধ্যাপকের গল্পের মত যিনি প্রতিবছরই পরীক্ষায় ছাত্রদের একই প্রশ্ন করতেন কিন্তু উত্তরটা বদলাতে হতো।

যেহেতু এ প্রবন্ধে অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তা দর্শনের ইতিহাস (History of Economic Thoughts) রচনা আমার লক্ষ্য নয় (যদিও বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ববহ)– আমার লক্ষ্য ঐ দর্শনের অন্তর্নিহিত মর্মবস্তু অনুসন্ধান করে অন্তস্থিত চিন্তা 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গ উত্থাপন করা সেহেতু এ লক্ষ্যে অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তা দর্শনের যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো। এ কাজটিও দুরূহ বটে। কথাটি বলছি এ জন্য যে, এমনকি অর্থ শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় গুরুদের অনেকেই তাদের পূর্বের এবং সমসাময়িক কালের ব্যাপক অর্থনীতি সাহিত্যের অনেক কিছুর সাথেই পরিচিত ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড তার অর্থনীতিবিদদের যুগ (The Age of the Economist) গ্রন্থের শেষে 'অধ্যয়ন ইঙ্গিত' অধ্যায়ে বলছেন "অর্থনীতি সাহিত্য যেমন ব্যাপক, তেমনই জটিল। এমন কি পেশাদার অর্থনীতিবিদদের পক্ষেও এখন আর এর সবটুকুর সাথে পরিচিত থাকা সম্ভব নয়, যদিও এক শতাব্দী আগে কার্ল মার্কসের পক্ষে সারা জীবন পড়াশুনা করার ফলে এই শাস্ত্রের যেখানে যা লেখা হয়েছিল তার প্রায় সবটাই পড়ে ফেলা সম্ভব হয়েছিল"।[৫]

অর্থনীতি শাস্ত্রের মূলধারাসমূহের শাস্ত্রীয় দর্শন চিন্তার স্বরূপ উদঘাটন করে সংশ্লিষ্ট 'দর্শনের দারিদ্র্য' বিষয়টি অনুধাবনের আগে আমি সুস্পষ্ট ১০টি বিষয় বলে রাখা জরুরি বোধ করছি। বলা চলে এসব বিষয় সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানের পদ্ধতিতাত্ত্বিক (Methodological) বিষয়। ঐ ১০টি বিষয় নিম্নরূপ: (১) অর্থনীতি যেহেতু একটি সামাজিক বিজ্ঞান সেহেতু এর ক্রমবিকাশে মতাদর্শগত বিতর্কটা স্বাভাবিক। আর মতাদর্শগত বিভিন্ন সিস্টেমের পরস্পর সম্পর্কিত সংজ্ঞা, প্রমাণাদি এবং যুক্তিসঙ্গত তত্ত্বমালা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অর্থনীতির অনেক মূল্যবান উপাদান; (২) সামাজিক কর্মপন্থা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিতর্ক, দার্শনিক বিতর্ক থেকেই জন্ম নিয়েছে অর্থনীতি শাস্ত্রের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ টেকসই সূত্র; (৩) গোঁড়া-কুসংস্কারাচ্ছন্ন অর্থনীতির স্বীকৃত সিদ্ধান্তসমূহ আজ বিপদের সম্মুখীন; (৪) পৃথিবী নিয়ত পরিবর্তনশীল বিধায় পৃথিবীর সমস্যাগুলিও পরিবর্তনশীল আর তাই অর্থনীতির শাস্ত্রের চিন্তা দর্শন স্থির হতে পারে না; অর্থনীতি শাস্ত্রকে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে; (৫) স্বীকার করুক বা না করুক আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের অনেকেই কোন না কোন ভুলে যাওয়া অর্থনীতিবিদদের অন্ধ ভক্ত; (৬) আধুনিক জগতে অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রভাব অন্য যে কোন শাস্ত্রের তুলনায় বেশি; (৭) অর্থনীতির তত্ত্ব আর বাস্তব জগতের সমস্যা আন্তসম্পর্কিত বিধায় মানুষ যখনই তার পছন্দের কিছু একটা বেছে নিতে চাইবে তখনই তাকে অন্য কিছু একটা ছাড় দিতে হবে– এখান থেকে শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের 'পছন্দ তত্ত্বের' উৎপত্তি (Theory of Choice)। যেহেতু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সৃষ্টি করে বেছে নেবার সুযোগ, আর পছন্দ করার সুযোগের সাথে জড়িত রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থা সেহেতু অর্থনীতিবিদদের দাম থাকবে (মূল্য নয়) অনেক দিন; (৮) যে কোন তত্ত্বের কাজ ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যকে নিয়মবদ্ধ করা আর সমস্যার সমাধান হতে হবে বাস্তবভিত্তিক এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও ভাবনার সাথে তা এমন সাযুজ্যপূর্ণ হতে হবে যা থেকে যুক্তিসঙ্গত ফল পাওয়া যায়। আর এসবের পাশাপাশি সমাজের বিবর্তনে যেহেতু উৎপাদিকা শক্তির

[৫] দেখুন, ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড (১৯৯১). অর্থনীতিবিদদের যুগ, পৃ: ২৭১ (বঙ্গানুবাদ, ড. আবদুল্লাহ ফারুক, ঢাকা: বাংলা একাডেমি)।

(productive forces) বিকাশ অনিবার্য আর এই অনিবার্যতার মধ্যে ক্রিয়া করে উৎপাদন সম্পর্ক সেহেতু যে উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির অনিবার্য বিকাশে বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে সে উৎপাদন সম্পর্ক প্রাকৃতিক নিয়মেই পাল্টে যাবে। এসব নিরিখে অর্থনীতি শাস্ত্রটা সব সময়ই রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy); অন্যান্য বিজ্ঞানের মতই অর্থনীতি শাস্ত্রের নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, যে ভাষা ধারণা সংজ্ঞায়িত করে, অনুসিদ্ধান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, সূত্র বিনির্মাণ করে এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ বিধি (general law) প্রতিষ্ঠা করে। এসবও পরিবর্তনশীল। অর্থনীতি শাস্ত্র এসব পরিবর্তন অনুধাবনে এখনও পর্যন্ত খুব বেশি এগুতে পারেনি বিধায় সম্পূর্ণ শাস্ত্রটাই দিশেহারা অবস্থায় নিপতিত– এখান থেকে জন্ম নেবে আগামী দিনের অর্থশাস্ত্র; এবং সর্বশেষ (১০) জীবনের সমস্যাগুলো সবসময়ই জটিল ছিল– এক্ষেত্রে সরলীকরণ হবে আত্মঘাতী; অতীতের মানুষেরা আমাদের মতই বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ছিলেন; আমাদের তত্ত্ব তাদের চেয়ে ভাল– একথা শুধু বিতর্কিতই নয় তা হতে পারে জ্ঞান-জগতে পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

এখন আসা যাক মূলধারার অর্থনীতি শাস্ত্রের মর্ম কথায় এবং সংশ্লিষ্ট 'দর্শনের দারিদ্র্য' ইঙ্গিতবহ প্রসঙ্গসমূহে। উল্লেখ্য যে অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের সারবত্তা (essence) অনুসন্ধানে ঐতিহাসিক সময়কালের নিরিখে যে সকল বিষয়সমূহের বিকাশের অন্তর্নিহিতদ্বন্দ্বঅনুধাবন করতে হবে সেগুলি হলো: সম্পদের উৎসকেন্দ্রিক (কে সম্পদ সৃষ্টি করে, কোথায় সম্পদ সৃষ্টি হয় এবং কিভাবে সম্পদ বাড়ানো যায়), উৎপাদনের উপায়ের (means of production) উপর মালিকানার ধরণ-স্বরূপ কেন্দ্রিক, উৎপাদিত দ্রব্যের সরল বিনিময় ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার কেন্দ্রিক,[৬] উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-ভোগ সংশ্লিষ্ট সমীকরণ কেন্দ্রিক, উৎপাদনের উপাদান (factors of production) কেন্দ্রিক, শ্রম বিভাজন কেন্দ্রিক, উৎপাদনে বাজার-রাষ্ট্র-সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নির্ধারণ কেন্দ্রিক, সামুহিক ইকোলজিক্যাল সিস্টেমের সাথে আন্তসম্পর্ক কেন্দ্রিক, প্রভৃতি।

মানব সভ্যতার পঞ্চদশ শতকের আগে আধুনিক বাজার অর্থনীতি বলতে তেমন কিছু ছিল না। যা ছিল তা কোন অর্থেই আধুনিক পণ্য প্রথা নয়– ছিল বড়জোর সরল পণ্য উৎপাদন (simple commodity production)। সরল পণ্য উৎপাদনের শুরুটা তখন থেকে যখন থেকে শ্রম বিভাজনের (division of

---

৬ বিষয়টি Exchange of products এবং Transformation of product into commodity সংশ্লিষ্ট। উল্লেখ্য সকল দ্রব্যই পণ্য নয়, তবে সকল পণ্যই দ্রব্য (all products are not commodities but all commodities are product)। উৎপাদিত দ্রব্য বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হলেই তা হয় পণ্য। আর তাই যুক্তিসঙ্গতভাবে মানব সমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় 'দ্রব্যের' (product) ইতিহাস 'পণ্যের' (commodities) ইতিহাসের চেয়ে পুরাতন। আবার উৎপাদিত দ্রব্য যখন পণ্য নয় তখন দ্রব্য বিনিময়ের মূল উদ্দেশ্য শোষণ নয়, নেহায়েতই বিনিময়– ব্যবহারিক মূল্যের বিনিময়। আর দ্রব্য যখন বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত হয় তখন পণ্য বিনিময়ের মূল উদ্দেশ্য 'শোষণ'। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিময়ের এ বিষয়টি যে সহজ সমীকরণে প্রকাশ করা যেতে পারে তা হলো প্রথম ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দ্রব্য যখন পণ্য নয়): "পণ্য– টাকা– পণ্য" অর্থাৎ নিজের শ্রমজাত পণ্য অন্যের শ্রমজাত পণ্যের সাথে বিনিময় (এখানে অর্থ পুঁজি না); আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দ্রব্য যখন পণ্য হয়): "টাকা– পণ্য– বেশি টাকা" অর্থাৎ এখানে মূল্য আত্মপ্রসারণশীল, টাকা পণ্য ক্রয় করে আরো বেশি টাকা বানাচ্ছে, এটাই মূলধন, যা শোষণ উদ্ভূত। সমিকরণের প্রথম 'টাকা' (অর্থাৎ 'অর্থ') বিনিয়োগ হচ্ছে, অর্থাৎ বাজারে যাচ্ছে এবং বাজারে গিয়ে কিনছে 'শ্রম' অথবা 'শ্রম উদ্ভুত কোনো পণ্য' (যেমন, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, কাঁচামাল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি)। এ পণ্য উৎপাদন প্রথার ভিত্তিমূলে আছে দুটি বিষয় (১) শ্রম বিভাজন ও (২) শ্রমের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব। আর এই পণ্যই হলো পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক কোষ (economic cell form)-এর সৃষ্টি ঠিক তখন থেকেই যখন থেকে শ্রমশক্তিও (labour power) পণ্যে পরিণত হয়েছে– বাজারে বেচা কেনার পণ্যে।

labor) শুরু। সভ্যতার উষালগ্নে আদিম সাম্যবাদি অর্থনীতিতে শ্রম বিভাজনের কোন এক পর্যায়ে একটি জনগোষ্ঠীর উৎপাদিত দ্রব্য অন্য এক গোষ্ঠীর উৎপাদিত দ্রব্যের সাথে কেনা-বেচা হতো না– হস্তান্তরিত হত (বলা চলে বিনিময় হতো), আর একই গোষ্ঠীর উৎপাদিত দ্রব্য ঐ গোষ্ঠীর সবার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যেতো। এ ধরণের গোষ্ঠী-অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপায়ের (means of production) উপর মালিকানা ছিল যৌথ অথবা সর্বজনীন। এ প্রক্রিয়ায় বিকাশের এক পর্বে যখন থেকে শ্রম বিভাগের সাথে উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ঘটলো ঠিক তখন থেকেই আসলে বাজারের লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদন প্রথার শুরু অর্থাৎ এককথায় ব্যক্তিগত মালিকানাই পণ্য উৎপাদনের মূল ভিত্তি। সরল পণ্য উৎপাদন প্রথাটি দাস যুগের অর্থনীতি ও পরবর্তী সামন্তবাদী অর্থনীতির প্রাথমিক পর্বের জন্যও প্রযোজ্য (প্রাথমিক পর্ব বলা হচ্ছে এ জন্য যে সামন্তবাদই এক পর্যায়ে পুঁজিবাদে প্রবেশ করে)। এ দুই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শুরুটাই ছিল কৃষক ও কারিগরদের ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদনের আকারে, যেখানে উৎপাদক নিজেই উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক এবং সে কারণেই নিজের উৎপন্ন দ্রব্যেরও মালিক। অর্থাৎ এ ধরনের অর্থনীতি ব্যবস্থায় নিজের শ্রমের ফল উৎপাদক নিজেই ভোগ করতে পারে। তাই সরল পণ্য উৎপাদনের ঐ পদ্ধতিতে শোষণ বলতে কিছু নেই। বাজার ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন প্রথায় শোষণের শুরুটা তখন থেকে যখন সরল পণ্য উৎপাদনের রূপান্তর ঘটলো পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন প্রথায় যেখানে মানুষের শ্রমই হয়ে গেলো বাজারে কেনা-বেচার পণ্য, যেখানে পণ্য উৎপাদন হয়ে গেলো সর্বজনীন ও নিয়ামক (universal and dominant system of production of commodities)। সরল পণ্য উৎপাদনে যেখানে উৎপাদনের উপায়ের মালিক উৎপাদক নিজেই এবং অর্থনীতি পরিচালিত হত মালিক-উৎপাদকের শ্রমের ভিত্তিতে সেখানে রূপান্তরিত পুঁজিতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদনের ভিত্তি হল মালিক দ্বারা শ্রমিক শোষণ (অর্থাৎ উদ্বৃত্ত শ্রমের ফসল আত্মসাৎকরণ। সুতরাং পণ্য উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট বাজার প্রথা ইতিহাসজাত বিষয়, মানব সমাজের বিবর্তনের উত্তরকালীন বিষয়, মানুষের স্বভাবজাত নয়, এবং তা সনাতনও নয়, শ্বাশতও নয়। এখানেই ধ্রুপদী অর্থনীতি শাস্ত্রের গুরু এডাম স্মিথ বড় ভুল করে ফেলেছেন যখন বলছেন "পণ্য প্রথা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে, এটা তার স্বভাবজাত"। অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের শুরুটাই এখানে 'দর্শনের দারিদ্র্য' দিয়ে। প্রকৃত পক্ষে পণ্য প্রথা তথা বাজার ব্যবস্থা ইতিহাসের এক কালাংশে শুরু, যা আরেক কালাংশে অবলুপ্ত হতে বাধ্য। তারপরেও মানুষ থাকবে, উৎপাদন হবে, শ্রম বিভাজন উত্তরোত্তর বিকশিত হতে থাকবে, উৎপাদনের উপায় ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ শ্রম-হাতিয়ার বিকশিত হতে থাকবে। এটাই প্রকৃতির বিধান।

বাজার অর্থনীতি অর্থাৎ যে বাজারের মাধ্যমে পণ্যের দাম, উৎপাদনের পরিমাণ আর প্রত্যেকের উপার্জন নির্ধারিত হচ্ছে এমন এক পদ্ধতিতে যেখানে ব্যক্তি বিশেষের একক প্রভাব নেই, ব্যাপক অর্থের এ ব্যবস্থার উদ্ভব দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগের শেষে মাত্র পঞ্চদশ শতকের শুরুতে। এর আগের অবস্থার বিশ্লেষণ, যা ইতোমধ্যে করেছি, তার বাস্তব রূপটি ছিল এমন যে ইউরোপের বেশির ভাগ মানুষই এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাস করতো যার সামাজিক ভিত্তিটাই ছিল এমন যেখানে অর্জন-প্রবণ মুনাফা-কেন্দ্রিক ক্রয়-বিক্রয় প্রধান অর্থনীতির বদলে প্রত্যেক মানুষের জন্য ছিল কতগুলো অধিকার আর প্রতিদানে ছিল কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন। এ পরিবর্তন-রূপান্তরটা ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম যার নজরে এলো তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক যার নাম টমাস বেকন। টমাস বেকন ঐ যুগের জড়বাদকে তিরস্কার করে বললেন "যে সব ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফার অনুসন্ধানে লিপ্ত তারা হলেন লোভী, মেষপালক আর রাখাল স্বভাবের ভদ্রলোক"। সমসাময়িক সময়ের অর্থনৈতিক বিকাশ

ক্রমটা ছিল এ রকম: যে কৃষক সমাজ সামন্ত প্রভু জমিদারদের (manor) হাতে তাদের শ্রম ও শ্রমলব্ধ ফসল তুলে দিত (দ্রব্য খাজনা– rent in kind) তারা পরবর্তীকালে ফসল বিক্রি করে নগদ অর্থে খাজনা দেয়া শুরু করলো (অর্থাৎ দ্রব্য খাজনার রূপান্তর ঘটলো অর্থ খাজনায়– rent in cash)– প্রসারিত হতে থাকলো বাজার (market)। এ প্রক্রিয়ায় সামন্ত প্রভুদের একাংশ বাজারে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হলো যাদের হাতে ক্রমপুঞ্জিভূত হতে থাকলো সম্পদ এবং ক্ষমতা; সৃষ্টি হলো দ্বৈত অর্থনীতি– একদিকে কৃষিভিত্তিক পল্লী আর অন্যদিকে বাণিজ্য ভিত্তিক নগর; সৃষ্টি হলো নিয়ন্ত্রিত এক অর্থনীতি যেখানে ম্যানর আর গিল্ড ঠিক করতো বাজারের লেন-দেন, আদান-প্রদানের বিধিবিধান; ঠিক সমসাময়িক সময়েই ভৌগলিক আবিষ্কারসমূহ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করলো যা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যতে (ইউরোপে) সোনা ও রূপার আকারে বিপুল পরিমাণ মুলধন প্রবাহ সৃষ্টি করলো; জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব বংশমর্যাদা ও গীর্জার ক্ষমতায় আঘাত হানলো; নব্য শাসকেরা যুদ্ধের নতুন কলাকৌশল রপ্ত করে প্রতিষ্ঠা করলো বেতনভুক্ত সেনাবাহিনীসহ বিশাল নৌবহর যে জন্য প্রয়োজন পড়ল বিপুল অর্থ ও উন্নত প্রশাসন; এসব চাহিদা মিটাতে সৃষ্টি হল জাতীয় কর ব্যবস্থা– সৃষ্টি হল বাজার ব্যবস্থার নবতর রূপ আর নয়া অর্থনৈতিক এ ব্যবস্থার ফলে 'অর্থনীতি' নামক একটি শাস্ত্রেরও উদ্ভব ঘটলো, যেখানে ধর্মযাজকরাই ছিলেন 'অর্থনীতিবিদদের' প্রথম দল।

অর্থনীতিবিদদের প্রথম দল ধর্মযাজকদের চিন্তা-ভাবনার মূল বিষয় ছিল কিভাবে অর্থনৈতিক জীবনের নৈতিক ভিত্তিকে পুনর্গঠন করা যায়। অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রথম দল এসব ধর্মযাজকেরা বলতে থাকলেন পৃথিবীর জীবনটা চিরস্থায়ী পরলৌকিক জীবনের প্রারম্ভিকা মাত্র, আর মানুষের সকল উদ্যোগ-আচরণেই নৈতিকতার বিধিবিধানকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া উচিত; তাঁরা বললেন মোক্ষপ্রাপ্তিই জীবনের মূল কাজ; তাঁরা এও বললেন যে অর্থের কারণেই অর্থ কামনা করাটা পাপ। কিন্তু গোঁড়া ধর্মযাজকদের এসব কথা মুনাফা-ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থার সাথে ক্রমান্বয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো। ধাঁধাঁয় পড়লো মানুষ, আর জন্মসূত্রেই ধাঁধাঁয় পড়লো অর্থনীতি শাস্ত্র। একদিকে ধর্মের নীতিশাস্ত্রীয়শিক্ষা যে প্রত্যেকেই নৈতিক দিকে থেকে একে অপরের কাছে দায়বদ্ধ অর্থাৎ ভ্রাতৃভাব, আর অন্যদিকে বাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকার জন্য একে অপরকে টেক্কা দেবার প্রয়োজনীয়তা, একে অপরকে পিছনে ফেলার প্রচেষ্টা অর্থাৎ প্রতিযোগিতা। মোক্ষলাভ ও পার্থিব সাফল্যের নৈতিক এ দ্বন্দ্ব থেকে উৎপত্তি ষোড়শ শতকের ইউরোপে পোপ বিরোধী খ্রীষ্টিয় ধর্ম বিপ্লব বা রিফরমেশন। এদের যুক্তি "মোক্ষলাভ হবে নিজের পেশায় কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে, পেশা যেটাই হোক না কেন। পেশা ঈশ্বর প্রদত্ত"। তাদের মূল বক্তব্য হল এরকম "ব্যবসায়ীরা ঈশ্বর সৃষ্ট এবং তারা ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষের সাথে ঈশ্বরের মধ্যস্থতাকারী মাত্র", আর এ বক্তব্য দিয়ে তাঁরা এমন ধরনের অর্থনৈতিক নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করলো যা মুনাফাভিত্তিক বাজার অর্থনীতিকে নৈতিক সমর্থন যোগালো। নব্য অর্থনৈতিক এই নীতিশাস্ত্র একদিকে বলেছে মানুষের উচিত অপর মানুষের সম্পর্কে কর্তব্যজ্ঞান-সম্পন্ন হতে হবে আর অন্যদিকে বলেছে বাজার অর্থনীতির "খদ্দের সাবধান" নীতির আওতায় প্রতিযোগিতার আইনের অনুশাসন মেনে চলতে হবে– এসব বলে নতুন এক নৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। এখান থেকেই শুরু অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য'।

অর্থনীতি শাস্ত্রের ইতিহাসে মার্কেন্টাইলিস্ট (mercantilist) বা বণিকতন্ত্রী বা বাণিজ্যবাদীরাই ছিল প্রথম মূলধারা। ষোড়শ আর সপ্তদশ শতকে গড়ে ওঠা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের (Nation States) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি আর সেই সাথে অষ্টাদশ শতকের বিতর্ক চূড়ান্ত বিবেচনায় জাতীয় সম্পদের (national wealth) উৎস কি? এসবই ছিল তাদের চিন্তা-ভাবনার মূল বিষয়াদি। তখন জাতীয় সম্পদের উৎস সংশ্লিষ্ট বিতর্কে কেউ মনে করতেন সেটা হচ্ছে ব্যবসা, কেউ বলতেন কৃষি এবং

প্রকৃতি, আবারো কেউ মনে করতেন মানুষের শ্রম। বিতর্কটা গুরুত্ববহ ছিল এ কারণে যে এ প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভর করত সরকারের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক নীতি (economic policy) নির্ধারণ। অভ্যন্তরীণ সমস্যাটি ছিল প্রধানত মধ্যযুগের স্থানীয় ভিত্তিক সমাজ থেকে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে ঐক্য প্রতিষ্টা সংশ্লিষ্ট। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর অর্থ সারা দেশের জন্য একক মুদ্রা ব্যবস্থা, একক ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি, সারা দেশে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন টোল-শুল্কের বিপরীতে একক কর ও শুল্ক ব্যবস্থার প্রবর্তন। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সামন্তপ্রভুদের সাথে জাতীয় শাসক রাজ-রাজরাদেরদ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল অনিবার্য। আর এই দ্বন্দ্ব সংঘাতে উভয় পক্ষেরই প্রয়োজন ছিল স্ব-স্ব পক্ষীয় মিত্রবাহিনী। অর্থাৎ দু'ধারার অর্থনীতিবিদ। এদের মধ্যে ঐক্যকামী জাতীয় শাসক–রাজ-রাজরাদের পক্ষটাই ছিলো পাল্লায় ভারী, আর পাল্লা ভারি করতেই মার্কেনটাইলিস্টদের উদ্ভব। রাজ-রাজরারা জাতি রাষ্ট্র গঠনে মিত্র হিসেবে যাদের পেলেন তারা হলেন নগরের উদীয়মান বণিকশ্রেণি, ক্ষুদ্র ভূমিমালিক শ্রেণি, উকিল শ্রেণি এবং সরকারি আমলা ও কোর্ট। এ মৈত্রি ছিল সমস্বার্থের ঐক্য। কারণ, বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ বণিক সম্প্রদায়ের কাজ যে বণিকেরা রাজার সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক; ক্ষুদ্র ভূমি মালিক শ্রেণি রাজার মধ্যে দেখতে পেলো স্থানীয় জমিদার-ব্যারনদের শক্তি কাবু করার পথ; নতুন নতুন জটিল শর্তাবলী জুড়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে প্রয়োজন ছিল উকিলদের; আর সরকারি আমলা-প্রশাসন ও কোর্ট ছিলো এসবের কৌশলগত অংশিদার 'ভদ্রলোক শ্রেণি'। সুতরাং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনেই রাজশক্তি, বণিকশক্তি, ভদ্রলোক আর বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজন অনিবার্য ছিল। তা অনিবার্য ছিল সমগ্রজাতিকে একজন শক্তিমান শাসকের অধীনে একত্রিত করার স্বার্থে। আর এসব কারণেই প্রয়োজন দেখা দিল শক্তিশালী সামরিক ও নৌশক্তির এবং উৎপাদন ও বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করার অর্থনৈতিক নীতিমালা। এসব বাস্তবায়নে যারা যুক্তি-তর্ক হাজির করলেন তারাই আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রথম সংঘবদ্ধ চিন্তাবিদ– মার্কেনটাইলিস্ট। এই মার্কেনটাইলিস্টরাই প্রথম বললেন জাতিসমূহের সম্পদের উৎস হল 'বাণিজ্য'– কৃষি, শিল্প, বা শ্রম নয়। সুতরাং বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রয়োজনে যুদ্ধ করে অন্যের দেশ দখল করা অনৈতিক নয় বলে রাজাদের ফর্দ দিলেন "যুদ্ধ ভাল, যদি যুদ্ধে জেতা যায়"; তারাই বললেন (ড্যানিয়েল ডিফোর থেকে ধার করে) বৈদেশিক বাণিজ্য উৎসাহিত করতে উপনিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা; বাণিজ্য সম্প্রসারণে সরকার কর্তৃক বণিকদের সকল ধরনের প্রণোদনার কথা বললেন; তারাই ফর্দ দিলেন নিরঙ্কুশ সংরক্ষণবাদী নীতি (absolute protectionism) গ্রহণের পক্ষে; মজুরি কম রাখার পরামর্শ দিলেন; স্ব-বাণিজ্যিক স্বার্থ উৎসাহিত করতে পরামর্শ দিলেন সংরক্ষণমূলক শুল্কব্যবস্থা ও নেভিগেশন আইন প্রণয়নের; মুদ্রা বিষয়ক নীতি (money policy)-তে তাঁরা চাইলেন 'সহজ মুদ্রা নীতি' (easy money policy) অর্থাৎ মুদ্রা সরবরাহ যথেষ্ট থাকবে যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য উৎসাহিত হয় এবং সুদের হার কম থাকে; মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বললেন সঙ্গত কারণেই এবং সেইসাথে যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন বাণিজ্যিক ভারসাম্য দেশের অনুকুলে রাখতে হবে– এই ছিলো মার্কেন্টাইলিস্টদের মৌলিক মতবাদ। অর্থনীতি শাস্ত্রে মার্কেন্টাইলিস্টদের এসব চিন্তাধারার প্রতিটি উপাদানই ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে জাতি রাষ্ট্র গঠনে ঐক্য সৃষ্টিসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চরম বৈষম্যাবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণিত। অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় বিজ্ঞান আর মতবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উভয় দিক থেকেই মার্কেন্টাইলইজম ইংল্যান্ড, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশের অর্থনৈতিক গতি বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু শাস্ত্রীয় দর্শন হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনকে যেভাবে স্থানিক রূপ দিয়েছে তা তাদের 'দর্শনের দারিদ্র্যে'র সুস্পষ্ট প্রতিফলন। মার্কেন্টাইলিজমের যে আগ্রাসী সংরক্ষণবাদী নীতি অবলম্বণে ইংল্যান্ড, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশ সমসাময়িককালে উন্নতি করেছে আজকের যুগে ঐ ইংল্যান্ড-ফ্রান্সসহ ইউরোপের প্রায়

সকল শক্তি আমাদের উন্নয়নশীল বিশ্বকে অথবা উন্নয়নকামী বিশ্বকে বলছে যাই করো সংরক্ষণবাদী নীতি গ্রহণ করতে পারবে না, বলছে উদার হও, অর্থনীতিকে উদারীকৃত কর। এ শুধু মার্কেন্টাইলইজমের অন্তস্থিত দারিদ্র্য নয়, এ এক বিষম স্ববিরোধ!

মার্কেন্টাইলইজম যখন বাজার অর্থনীতির কিছু কিছু অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষতি করতে লাগলো তখনই হলো প্রতিবাদ। আর প্রতিবাদ থেকে জন্ম নিল অর্থশাস্ত্রের নতুন মতবাদ। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিল কৃষক, শিল্প উৎপাদক ও ছোট ব্যবসায়ী (বড় ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া ব্যবসার জ্বালা-যন্ত্রণায়)। কৃষকরা দেখলেন রাজপুরুষরা করমুক্ত কিন্তু যাবতীয় কর আদায় করা হচ্ছে ক্ষুদে কৃষক আর স্বনির্ভর কৃষিজীবীদের থেকে; শিল্প উৎপাদনকারীরা দেখলেন যে যা কিছু সুবিধে সবই যাচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারণ-সম্প্রসারণে; সাধারণ জনগণ দেখলেন সরকার দুর্নীতি পরায়ণ-অযোগ্য; আর উপনিবেশের মানুষ দেখলেন যে সৈন্যদল ইংরেজ-ফরাসি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে হেন অন্যায় নেই যা করছে না অথচ আমাদের তাদেরকেই পুষতে হচ্ছে তখন মার্কেন্টাইলইজমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আস্তে আস্তে প্রতিরোধের শক্তিতে রূপান্তরিত হল। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে ক্ষুদ্র কৃষক কর-শুল্কের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল; ইংরেজদের মার্কিন উপনিবেশে "প্রতিনিধিত্ব ছাড়া ট্যাক্স না দেয়ার দাবি" উঠল; ভারতে উপনিবেশ বিরোধী শক্তি দানা বাঁধতে থাকলো; আমেরিকায় শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ও উপনিবেশ-বিরোধী আমেরিকান বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেলো; এমনকি ইউরোপেও অর্থনৈতিক প্রশ্নে বিতর্ক জোরদার হলো। শেষ পর্যন্ত মার্কেন্টাইলইজমের যুগের পরিণতি এমনই খারাপ হলো যখন ভ্যাঁসো দ্য গুরনে (১৭১২-১৭৫৯) নামক সরকারের একজন ট্রেডমার্ক ইনসপেক্টর মার্কেন্টাইল নিয়ন্ত্রণ বিধির বিরুদ্ধে মোহভঙ্গ হয়ে বললেন 'লেজে ফেরে', 'লেজে পাসে' (laissez faire, laissez passer) অর্থাৎ 'মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টা', 'মুক্ত বাণিজ্য'। অবশ্য এ হলো মোহভঙ্গ বাণী। এ বাণীও পরবর্তীকালে দেখা যাবে একদিকে যেমন মুক্তির বাণী নয়, অন্যদিকে এ বাণীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতি শাস্ত্রের দর্শনকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' থেকে মুক্ত করতে আদৌ সক্ষম হয়নি।

ফ্রান্সে মার্কেন্টাইলইজমের বিরোধীরা ফিজিওক্রাট (Physiocrat) খ্যাত। অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশে ফিজিওক্রাটদের অবস্থান অন্য অনেকের চেয়ে সত্যনিষ্ঠ। এদের প্রধান ফ্রাঁসোয়া কেনে (Francois Quesney, ১৬৯৪-১৭৭৪) পেশায় চিকিৎসক এবং রাজা পঞ্চদশ লুই এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক। তিনি ফরাসি দেশে কৃষকদের ১৫০-২০০ বছরের স্থবিরতার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেললেন সম্পদের উৎস শিল্প বা বাণিজ্যে নয়, সম্পদের উৎস কৃষি। তার মতটি এরকম: প্রকৃতির জীবনদানকারী সামগ্রী হিসাবে একমাত্র কৃষিই উৎপাদনে নিয়োজিত মানব প্রচেষ্টার ফলে উদ্বৃত্ত(surplus) সৃষ্টি করতে সক্ষম। অর্থনীতিতে উৎপাদন-পুনরুৎপাদন সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে চিকিৎসা শাস্ত্রের আবিষ্কার মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার নিরিখে দেখে তিনি ১৭৫৮ সালে আবিষ্কার করলেন 'ইকনমিক টেবিল' (Tableŭ Economique)। যা অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রথম "ম্যাক্রোইকনমিক টেবিল" অথবা প্রথম "ম্যাক্রোইকনমিক মডেল" নামে স্বীকৃত। যেখানে তিনি দেখালেন, কিভাবে কৃষি থেকে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে খাজনা (rent), মজুরি এবং বেচাকেনার মাধ্যমে তার গতিপথে সকল শ্রেণির মানুষেরই ভরণপোষণ জোগায়। কেনের বিশ্লেষণ ভূস্বামী-ভিত্তিক রাজতন্ত্রকে চরম আঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়াল যখন তিনি বললেন যে প্রকৃত উৎপাদক শ্রেণি–কৃষককুলের স্থবিরতার মূলে আছে ভূস্বামী-জমিদার যারা প্রকৃত অর্থে পরজীবী, আর তাই ফ্রান্সের উন্নতি চাইলে মধ্যস্বত্বভোগীসহ পরজীবী ভূস্বামীদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করতে হবে (কৃষকের উপর নয়), কারণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টিকারী কৃষকদের উদ্বৃত্তঐ ভূ-স্বামীরা বিলাস জীবন যাপনে ব্যয় করে আয়ের উৎপাদনশীল

চলাচল ব্যাহত করছে। শেষমেশ চাকুরি হারালেন ফ্রাঁন্সুয়া কেনে্। কেনে্র পাশাপাশি জ্যাকস তুরগো (১৭২৭-১৭৮১) ছিলেন আরেকজন ফিজিওক্রাট যিনি অর্থমন্ত্রী হয়ে রাজার সমর্থনে সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং মার্কেন্টাইললিজম বিরোধী সংস্কার কার্যক্রমে হাত দেন– কিন্তু সম্ভ্রান্ত সামন্তদের বিরোধিতার মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন। কয়েক বছর পরেই আবার ঐ সরকারকেও দূর করে দেয়া হয়। ফ্রাঁন্সোয়া কেনে্, জ্যাকস্ তুরগোসহ ফিজিওক্রাটদের সকলেই একটি মৌলিক প্রশ্নে একমত হন যে সকল সম্পদই শেষ পর্যন্ত জমি থেকে আসে। শিল্প শুধুমাত্র প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের আকার পরিবর্তন করতে পারে আর বাণিজ্য পারে শুধুমাত্র তার অবস্থান ও মালিকানা পরিবর্তন করতে। একমাত্র জমিই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে এবং এটা ছিল সম্পদের উৎস সম্পর্কেদ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব। ফিজিওক্রাটদের এ তত্ত্বের প্রধান ভ্রান্তি যেখানে তা হল কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য নির্বিশেষে সকল খাত-ক্ষেত্রেই যে উদ্বৃত্তসৃষ্টি হয় এবং সে উদ্বৃত্তবণ্টিত হয় মালিক শ্রেণির মধ্যে– এ সত্যকে দেখতে না পারা। সম্ভবত এটিই ছিল অর্থনীতি শাস্ত্রের অন্যতম মূলধারা ফিজিওক্রাটদের চিন্তা-ভাবনার প্রধান সীমাবদ্ধতা, আর এ সীমাবদ্ধতা থেকেই উদ্ভূত তাদের 'দর্শনের দারিদ্র্য'।

অর্থনীতি শাস্ত্রে ফিজিওক্রাটদের প্রভাব টিকে ছিল বহুদিন, কিন্তু তাদের যুগটা ছিল ক্ষণস্থায়ী। ফিজিওক্রাটদের পাশাপাশি মোটামুটি একই সময়ে আবির্ভুত হয় অর্থনীতি শাস্ত্রের উদারপন্থী (Liberalism) দল। সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে পা পা হাঁটি হাঁটি করে উনবিংশ শতকে এই মতবাদটা হয়ে দাঁড়ালো অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তা জগতের প্রধান স্রোতধারা যা আজও চিরায়ত বা ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল রাজনৈতিক অর্থনীতি (Classical Political Economy) হিসেবে পরিচিত। ধ্রুপদী অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রথম যুগের অর্থনীতিবিদেরা প্রথমেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণগুলোকে আক্রমণ করে শুল্ক, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট বিধি নিষেধ উঠিয়ে দেবার পরামর্শ দিল। তাদের যুক্তির মূল ভিত্তি হল "ব্যক্তিগত প্রেরণার ফল সবার জন্যই মঙ্গলজনক"। ইংল্যান্ডে এ ধারার প্রথম দিকের প্রবক্তা ডাড্লি নর্থ (১৬৪১-১৬৯১) তার "Discourse upon Trade"-এ জোরালো যুক্তি দিলেন যে বাণিজ্য হতে হবে অবাধ (মুক্ত বাণিজ্য)। কারণ বাণিজ্যে উভয় পক্ষেরই সুবিধে হয়, এতে পারদর্শিতা বাড়ে, শ্রম-বিভাজন উন্নততর হয় ফলে সম্পদ বাড়ে। আর এসবের বিপরীতে মার্কেন্টাইলিস্টদের সমালোচনা করে ডাড্লি নর্থ বললেন যে নিয়ন্ত্রণ– বাণিজ্যহ্রাস ও সীমাবদ্ধ করে ফলে উল্লিখিত সকল সুবিধে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং প্রকৃত সম্পদহ্রাস পায়। ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) ১৭৫২ সনে নর্থের যুক্তি সমর্থন করে দেখালেন যে স্বয়ংক্রিয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোন পক্ষেরই বাণিজ্যের ভারসাম্য থাকতে পারে না। ডাড্লি নর্থেরও কিছু আগে ইংল্যান্ডে দেশান্তরী এক ডাচ চিকিৎসক বানার্ড দ্য ম্যোন্ডেভেইল (১৬৭০-১৭৩৩) ১৭১৪ সালে 'মৌমাছিদের গল্প' (The Fable of the Bees) শীর্ষক জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত ছন্দহীন কবিতার ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করলেন (যার প্রচার সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়)। ম্যোন্ডেভেইলের কবিতাটির প্রধান যুক্তি হল এ রকম: সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে পাপ কাজের ফল, পুণ্যের নয়। ব্যক্তির নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার ফলেই উন্নয়ন আসে, যেমন আরাম ও আয়াসের ইচ্ছে থেকে, বিলাস আর আনন্দ থেকে। কঠিন পরিশ্রম করার বা সঞ্চয় করার বা অপরের মঙ্গল করার ইচ্ছা থেকে নয়। ব্যক্তির স্বার্থপরতার প্রেরণাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে সৌভাগ্য আর অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। স্বার্থপরতার পাপ মানুষকে তার লাভটা সর্বোচ্চ পরিমাণে তুলতে উৎসাহিত করবে এবং এইভাবেই তা জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করবে। এইভাবে পাপ প্রতিপালন করে উদ্ভাবনী দক্ষতাকে, তার সাথে যদি সময় আর শিল্পজুড়ে দেয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, জীবনের যত সুবিধে, আসল স্ফূর্তি, আরাম আর আমোদ, এত বেশি অর্জিত হবে যে দরিদ্র্যেরাও

আগের দিনের ধনীদের চেয়ে ভালভাবে বাঁচবে, তাতে যোগ করার মত আর কিছুই বাকি থাকবে না। ম্যোন্ডেভেইলের এসব কথাবার্তা যথেষ্ট স্পষ্ট এবং মারাত্মক। আর মারাত্মক এসব কথাবার্তা যতই অপ্রিয় হোক বা অশোভনীয় হোক আসলে এসবই হয়ে দাঁড়ালো মুক্তবাজার সমর্থনকারী অর্থনীতি শাস্ত্র–ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম মৌল ভিত্তি। এর পরেও উদারবাদী অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় চিন্তা-ভাবনার 'দর্শনের দারিদ্র্যে'র আর অবশিষ্ট কি থাকতে পারে?

অষ্টাদশ শতকের উদারপন্থী অর্থনীতিবিদেরা কৃষি বা ব্যবসা কোনটাকেই সম্পদের উৎস মনে করতেন না, তাদের মতে মানুষের শ্রমই সম্পদ সৃষ্টি করে। তারা বলতেন প্রাকৃতিক উৎপন্ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম নয়, এ সক্ষমতা অর্জন করতে হলে প্রাকৃতিক উৎপন্নকে মানুষের শ্রম দিয়ে পরিবর্তিত-রূপান্তরিত করতে হবে; উৎপাদনমূলক শ্রম ছাড়া প্রাকৃতিক সামগ্রীর মূল্য নেই। এই মতবাদকে "মূল্যের শ্রম তত্ত্ব" (Labor Theory of Value) বলা হয়। ইংরেজ দার্শনিক জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪) শ্রম আর সম্পদের উৎপাদন বিষয়ক ধারণার সাথে ব্যক্তিগত সম্পক্তিকে যুক্ত করে সম্পত্তির অধিকারকে উদারপন্থী মতবাদের অন্যতম প্রধান ভিত্তিতে রূপান্তরিত করেন। পরবর্তী সময়ের উদারপন্থীরা শ্রম, সম্পদ এবং সম্পত্তি নিয়ে আরো অগ্রসর হয়ে বললেন 'ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিরাপদ করতে হবে অন্যথায় কাজে আগ্রহ কমে যাবে এবং তার ফলে সম্পদের উৎপাদন কমে যাবে'।

আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা অথবা ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি শাস্ত্রের জনক হলেন এডাম স্মিথ (১৭২০-১৭৯০)। ১৭৭৬ সনে প্রকাশিত হয় তার ধ্রুপদী গ্রন্থ "An Inquiry in to the Nature and Causes of Wealth of Nations" (যা সর্বজনে Wealth of Nations নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ)। স্মিথের 'বাজারের অদৃশ্য হাত' (invisible hand of market)-এর নাম শোনেনি এমন শিক্ষিতজন নেই বললেই চলে। এডাম স্মিথ এক ধরনের 'প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ভিত্তিক ব্যবস্থায়' (System of natural liberty) বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বাসমতে প্রত্যেক মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ দিলে তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই সর্বোত্তম পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হবে। তার মতে এই সহজ সূত্রের ভিত্তিতেই একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থাতেও সামাজিক শৃংখলা-সংহতি গড়ে উঠবে। এডাম স্মিথের এ ধারণার সাথে ১৭০৪ সালে "মৌমাছিদের গল্প" রচয়িতা ম্যোন্ডেভেইলের মারাত্মক অনৈতিক ও অশোভনিয় বক্তব্য "সভ্যতার উন্নতি মানুষের পাপ কাজের ফল, পূণ্যের নয়"-এর পার্থক্য কোথায়? এডাম স্মিথ বলছেন "আমরা যে আমাদের খাবার আশা করি, সেটা কসাই, শৌন্ডিক বা রুটিওয়ালার দয়ার উপর নির্ভর করে নয়, বরং তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই এটার সরবরাহ হবে। আমরা তাদের স্বার্থের সাথেই কথা বলি, তাদের মহানুভবতার সাথে নয়, আর আমাদের কি দরকার সেটা তাদের সাথে আলোচনা করি না বরং তাদের সুবিধাটাই আলাপের বিষয়বস্তু"। স্মিথের মতে সরকারই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান বাধা। তবে সরকারকে স্মিথ কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে চান তা স্পষ্ট নয়। স্মিথ একদিকে বলছেন যে 'এক অদৃশ্য হাত' বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে উন্নতি নিশ্চিত করবে আবার ব্যবসায়িদের মধ্যে যে জনস্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রবণতা আছে সে বিষয়েও তিনি সচেতন তাই বলছেন "একই ব্যবসার লোকদের কদাচিৎ দেখা সাক্ষাত হয়। এমন কি আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষেও নয়, কিন্তু দৈবাৎ যখনই তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়, তার উপসংহারে হয় জনসাধারণের বিপক্ষে কোন ষড়যন্ত্র, না হয় জিনিসের দাম বাড়ানোর কূটকৌশল থাকবেই"। স্মিথের একথাটি যদি ঠিক হয় সেক্ষেত্রে তার "স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার" তত্ত্বের কি হবে? অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় ভাবনার ভাবনা গুরু এডাম স্মিথের 'দর্শনের দারিদ্র্য' একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এসবের বহিঃপ্রকাশের

কয়েকটি নিম্নরূপ, (১) যা দিয়ে সর্বতোভাবে এবং প্রকৃতই সব সময় সমস্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় তা যে 'শ্রম' সে কথা প্রমাণে এডাম স্মিথ বলেছেন "শ্রমের সমান সমান পরিমাণের মূল্য শ্রমিকের কাছে সর্বকালে এবং সর্বস্থানে একই হতে বাধ্য। তার স্বাস্থ্যের, শক্তির এবং কর্মের স্বাভাবিক অবস্থায়, এবং তার যে গড়পড়তা কর্মকুশলতা আছে তাতে সে সর্বদাই তার বিশ্রামের, স্বাধীনতার এবং সুখের নির্দিষ্ট এক অংশ ত্যাগ করতে বাধ্য" (Wealth of Nations, V.1, ch. V)। একদিকে, এ ক্ষেত্রে (সর্বত্র নয়) এডাম স্মিথ পণ্য উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হয় তা দ্বারা মূল্য নির্ধারণের সাথে শ্রমের মূল্য দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ গুলিয়ে ফেলেছেন, এবং তাঁর ফলে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সমপরিমাণ শ্রমের মূল্য সর্বদাই সমান। অপরদিকে, তাঁর এই রকম একটা আন্দাজ আছে যে শ্রম যে হিসেবে পণ্যের মূল্যের ভিতর প্রকাশিত হয় সেই হিসেবে তা কেবল শ্রমশক্তি ব্যয় বলে পরিগণিত, কিন্তু তিনি এই ব্যয়কে কেবল স্বাভাবিক কাজকর্ম হিসেবে নয়। কিন্তু তাঁর চোখের সম্মুখে হয়েছে আধুনিক মজুরী-শ্রমিক।[৭] (২) 'কার্যকর চাহিদার' প্রকৃতি এবং আয় বণ্টনের ধরনের উপর এর নির্ভরশীলতা বিষয়ক স্মিথের ধারণার সীমাবদ্ধতা অনেক। তার মতে 'উৎপাদন খরিদ্দারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যাবে'। কিন্তু আসলে যা ঘটে তা হল: আয়ের বণ্টন যদি অত্যন্ত অসম হয়, তবে ঐ ব্যবস্থায় ধনী বেশি পাবে আর দরিদ্রের জন্য থাকবে সামান্য। (৩) স্মিথ– সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাটা একাধারে প্রাকৃতিক এবং প্রয়োজনীয় মনে করতেন এবং ঐ ব্যবস্থার সমর্থন করতেন। খাজনা আর মুনাফা স্পষ্টতই মানুষের শ্রমের ফল– নিজের স্বার্থের প্রেরণার মত কোন প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। এটা স্মিথের বাজারকেন্দ্রিক প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ভারসাম্যের ধারণাটিকেই অযৌক্তিক করে দেয়। (৪) এসবের পাশাপাশি এডাম স্মিথের ধ্রুপদী অর্থনীতি দর্শনের অন্যতম ভ্রান্তিকে বলা হয়– "এডামের বিভ্রান্তি" বা "এডামের ভ্রান্ত যুক্তি" (Adams Fallacy)। বিষয়টি এরকম: এডাম স্মিথের আগে অর্থনীতি শাস্ত্র যখন সার্বভৌম সরকারদের বুদ্ধি পরামর্শ দিত যে কিভাবে সরকারি নীতিকৌশল বিশেষত সরকারি আর্থিক নীতি বিনির্মাণ করে বাজারের সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা সরকারের পক্ষে বাড়ানো যায় সেখানে স্মিথ অর্থনীতিবিদদের এ ভাবনা-ক্ষেত্র প্রসারিত করলেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি ভাবলেন সমাজ কিভাবে আরো বেশি ফলপ্রদ আরো বেশি উৎপাদনশীল হতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে বাজারসহ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তি জীবনের সম্পর্কটা কেমন হতে হবে। এবং তিনি বললেন, আধুনিক সমাজ বৃহৎ দুটি বর্গে বিভক্ত যার মধ্যে সংহতি হতে হবে। প্রথম বর্গ হল ব্যক্তি জীবন, আর দ্বিতীয় বর্গ হলো সমাজ জীবন। তিনি বললেন: অর্থনৈতিক জীবনে ব্যক্তির উদ্যোগ ও পারস্পরিক যোগসূত্র ব্যক্তি-নির্ভরহীন সূত্র দিয়ে পরিচালিত হয় যা ব্যক্তির নিজস্বার্থ বা স্ব-স্বার্থের জন্য উপকারী; আর ব্যক্তির স্ব-স্বার্থ কেন্দ্রিকতার বাইরে আছে রাজনীতি, ধর্ম এবং নীতি-নৈতিকতাসহ সমাজ জীবন। তার মূল কথা হল ব্যক্তির স্ব-স্বার্থের সাথে সামাজিক জীবনের সংহতি হতে হবে– আর এ সংহতি সাধনের একমাত্র মাধ্যম হলো ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ নিমিত্ত 'বাজারের অদৃশ্য হাত' (মুক্ত বাজার)। এক্ষেত্রে স্মিথের যুক্তিগত ভ্রান্তি (Adams Fallacy) হলো তার স্ব-বিরোধী বক্তব্য যে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি এমন একটি সিস্টেম যেখানে ব্যক্তির স্বার্থপরতা অন্য সবার মঙ্গল বয়ে আনে। এখানে স্মিথের অবস্থানের "নৈতিক ভ্রান্তি" (moral fallacy) হলো "বিমূর্ত ভাল" (abstract good) কোনো কিছু পাবার আশায় আমাদেরকে মূর্ত ও প্রত্যক্ষ (concrete and direct) মন্দ বা

---

[৭] পণ্যের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত এডাম স্মিথের এ সমালোচনা করেছেন কার্ল মার্কস (দেখুন, কার্ল মার্কস, ১৯৮৮, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ: ৭১)।

শয়তানকে বেছে নিতে বলছেন; "যুক্তিগত ভ্রান্তি" (logical fallacy) হলো স্মিথসহ কেউই এ পর্যন্ত প্রমাণ করতে সক্ষম হননি যে কিভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সমষ্টির জন্য ভাল হয়; আর "মনস্তাত্বিক ব্যর্থতা" (psychological failure) হলো স্মিথের যুক্তি মেনে নিলে পুঁজিবাদের উন্নয়ন ফল হিসেবে বৈষম্য থেকে শুরু করে কমজোরি সবার উপর পুঁজিবাদের ঋণাত্মক প্রভাব-অভিঘাত মেনে নিতে হয়।[৮]

এডাম স্মিথের মতই ধ্রুপদী রাজনৈতিক-অর্থনীতি শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)। মূলধন সঞ্চয়ের প্রবক্তা রিকার্ডোর মতে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সবচেয়ে বড় উৎস হলো মূলধনের প্রবৃদ্ধি, এবং সকল অর্থনৈতিক কর্মপন্থা সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হওয়া উচিত। এই মত প্রমাণের জন্য তিনি অর্থনীতির এক তাত্ত্বিক মডেল প্রণয়ন করেন যা পরবর্তী ৫০ বছর অর্থনীতিবিদদের চিন্তা জগতে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। রিকার্ডোর মডেলে বলা হল– যদি অর্থনীতিকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া হয় তবে সেটা একদিন সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। তবে রিকার্ডোর মতে সেই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ব্যবসাকে সকল রকম নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে যাতে মুনাফা সর্বোচ্চ হয়, আর সর্বোচ্চ সঞ্চয় এবং পুঁজি সংগঠন সম্ভব হয়। স্মিথের মতই রিকার্ডোর বিশ্বাস– সরকারি হস্তক্ষেপ উৎপাদনহ্রাস করে। রিকার্ডোর অর্থনীতি তত্ত্বের অন্যতম শক্তি হলো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা। অবাধ বাণিজ্য যে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের অর্থনৈতিক প্রগতির উপায় তা প্রমাণে তিনি প্রণয়ন করেন বিখ্যাত তুলনামূলক সুবিধার সূত্র (Law of Comparative Advantage)। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন থেকে পণ্যমূল্য নির্ধারণে পণ্যের দুস্প্রাপ্যতা (scarcity) সংশ্লিষ্ট বিষয়টি গৌণ হতে থাকে তখন থেকে তুলনামূলক সুবিধার তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ভ্রান্তি স্পষ্ট হতে থাকে। এক্ষেত্রে রিকার্ডোর চিন্তা-ভাবনা হয়তো বা তার সময়কালে গ্রহণযোগ্য ছিল, কিন্তু তা সর্বজনীনতা পায় নি। এটাকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' ছাড়া আর কি নামে অভিহিত করা যায়? রিকার্ডো তাঁর জীবনের শেষের দিকে এসে সচেতনভাবেই তাঁর অন্বেষার বিষয় হিসেবে বেছে নেন মজুরি ও মুনাফা এবং মুনাফা ও খাজনার ভেতরের শ্রেণি-স্বার্থগতদ্বন্দ্বকে। এইদ্বন্দ্বকে তিনি সরলচিত্তে সমাজের প্রাকৃতিক নিয়ম বলে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু, এই সময়েই বুর্জোয়া অর্থনীতি এমন এক সীমান্তে এসে পৌছুল, যা পেরিয়ে যাওয়ার সাধ্য তার ছিল না। রিকার্ডোর জীবদ্দশাতেই এবং তাঁর বিরুদ্ধেই, তা সমালোচনার সম্মুখীন হল, সিসমন্ডির তরফ থেকে।[৯]

অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তা ইতিহাসে জেরেমী বেন্থামের (১৭৪৮-১৮৩২) সুখ বা উপযোগিতার (utility) তত্ত্ব যা আসলে সম্ভাবনাময় এক হস্তক্ষেপপন্থী তত্ত্ব (intrventionist doctrine)। বিষয়টি দর্শনগতভাবে নতুন দিক উন্মোচনের প্রয়াস। বেন্থাম যুক্তি দিলেন যে প্রত্যেকটা কাজই যে পরিমাণে সুখ সৃষ্টি করে থাকে, নৈতিক বিচারে তা ঠিক ততটুকুই মূল্যবান। তাঁর মতে, বহু মানুষের যদি সামান্য করেও সুখ বৃদ্ধি করা যায়, তবে তা সামান্য কয়েকজন মানুষের প্রত্যেকের বিরাট পরিমাণ সুখ বৃদ্ধির চেয়ে ভাল। বেন্থামের উপযোগিতাবাদ তত্ত্বটি তত্ত্ব হিসেবে সুখপাঠ্য। কিন্ত প্রশ্ন থেকেই যায় আসলে উপযোগিতা কি, কার উপযোগিতা, কি তার পরিমাপ, শ্রেণি বিভক্ত সমাজে বহুমানুষের সামান্য সুখ বৃদ্ধি গুটিকয়েক ধনী-সুপার-ডুপার ধনীর সুখহ্রাস করে সম্ভব কিনা?

---

[৮] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Foley. K. Duncan. 2006, Adam's Fallacy: A Guide to Economic Theology. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press. pp. xi-xiv, 1-3, 28-44.

[৯] দেখুন, কার্ল মার্কস, ১৯৮৮, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ: ২৫।

জ্ঞানজগতের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আত্মস্থ করে তার নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণপূর্বক অর্থনীতি শাস্ত্রকে যিনি সর্বপ্রথম এক ঐতিহাসিক (historical), সামূহিক (holistic), সর্বজনীন (universal) সাধারণ সূত্রের (general law, universal law) আওতায় কাঠামোবদ্ধ করে এ শাস্ত্রের 'দর্শনের দারিদ্র্য' দূরীকরণে স্বার্থকতা দেখিয়েছেন তিনি কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)। এবং অথনীতি শাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাসে এ কৃতিত্ব সম্ভবত এককভাবে মার্কসেরই– এ কথা বললে আদৌ অত্যুক্তি হবে না। উল্লেখ্য যে এ প্রবন্ধে আমি যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছি অর্থাৎ "অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশ ও নব্য-উদারবাদী মতবাদ: 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গে"– সে নিরিখে সঙ্গত কারণেই এ রচনায় কার্ল মার্কস অন্যের তুলনায় বেশি জায়গা দখলের দাবি রাখেন; এর অন্যথা মার্কসের প্রতি অবিচার সমতুল। অবশ্য মার্কস নিজেকে নিজে কখনও অর্থনীতিবিদ হিসেবে দাবি করেননি; তিনি নিজেকে একজন 'সামাজিক সমালোচক, বা 'Social critique' হিসেবে মনে করতেন।

অর্থনীতি শাস্ত্রে মার্কসের দর্শনটি তাঁর সামাজিক বিশ্ববীক্ষার (Social Cosmology) অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সে কারণেই মার্কসের অর্থনীতি শাস্ত্র অন্য সবার তুলনায় ভিন্ন– পূর্ণাঙ্গ এক দর্শন। মার্কসের সামাজিক বিশ্ববীক্ষায় বৃহৎবর্গের প্রধান তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত মৌল উপাদান হল: (১) ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি (Classical Political Economy; এডাম স্মিথ-ডেভিড রিকার্ডোসহ যার দর্শনগত সারার্থ ইতোমধ্যে আলোচনা-বিশ্লেষণ করেছি), (২) দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শন (Dialectical and Historical Materialism; প্রধানত হেগেল ও ফয়েরবাখ), এবং (৩) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব (Utopian Socialism; টমাস কাম্পানেল্লা, ফ্রাঁসো মেরি চালর্স ফুরিয়ের, টমার মোর, লুই ব্লাঙ্ক, রবার্ট ওয়েন)। মার্কসের সামাজিক বিশ্ববীক্ষা এ তিনটি বৃহৎবর্গের কোন সরল সমষ্টি নয়; প্রতিটিকেই মার্কস তাঁর মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নিজ দর্শন আবিষ্কারে প্রয়োগ করেছেন, এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে অতীতের সকল প্রচলিত ধারার বিপক্ষে সম্পূর্ণ নিজস্ব-নতুন দর্শন বিনির্মাণ করেছেন। মার্কসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ভিন্নধর্মী। যেমন হেগেলেরদ্বন্দ্ববাদকে মার্কস নিঃশর্ত সমর্থন দেন নি, বলেছেন "আমার ডায়ালেকটিক পদ্ধতি হেগেলের পদ্ধতি থেকে শুধু ভিন্ন তাই নয়, তার একেবারে বিপরীত। হেগেলের মতে মনুষ্য মস্তিস্কের জীবন প্রক্রিয়া অর্থাৎ চিন্তনপ্রক্রিয়া, 'ভাব' নামে যাকে তিনি একটি স্বতন্ত্র সত্তায় পরিণত করেছেন, তাহল বাস্তব জগতের স্রষ্টা এবং বাস্তব জগৎ সেই 'ভাবের' দৃশ্যমান বাহ্যরূপ মাত্র। পক্ষান্তরে, আমার মতে মানব মনের মধ্যে বাস্তব জগৎ প্রতিফলিত হয়ে চিন্তার যে বিভিন্ন রূপে পরিণত হয়, ভাব তা ছাড়া আর কিছুই নয়।...তাঁর (হেগেলের) ডায়ালেকটিকস মাথায় ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মিথ্যে আবরণের আড়ালে যুক্তির শস্যকণাটিকে আবিষ্কার করতে হলে তাকে আবার ঘুরিয়ে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে হবে"।[১০]

শাস্ত্রীয়ভাবে তরুণ মার্কস অর্থনীতির মানুষ ছিলেন না, ছিলেন আনুষ্ঠানিক আইন শাস্ত্রে পড়াশুনা করা দার্শনিক। তরুণ দার্শনিক মার্কস প্রাথমিক অবস্থায় বুঝতে পেরেছিলেন সমাজের পরিবর্তন-রূপান্তরের কার্যকারণ এবং এ প্রক্রিয়ায়ই হয়ে ওঠেন জ্ঞানজগতের সম্রাট যে সম্রাট নিজেকে শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়ায় গণ্ডিবদ্ধ না রেখে সমাজ পরিবর্তন-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন "এতদিন দার্শনিকেরা পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এখন প্রয়োজন তা পাল্টে ফেলা"। মার্কসের অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠার শুরুটা তখন যখন তার বয়স ২২ বছর, ১৮৪০ সালের

[১০] কার্ল মার্কর্স, ১৯৮৮, পূঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ: ৩২-৩৩।

দিকে। তিনি জার্মানির এক শহরে গাছ কাটার প্রতিবাদে স্থানীয় দৈনিক 'রেইনিস জাইটুং' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যেখানে আইনি বিষয়াদিই ছিল প্রধান। এ প্রবন্ধের সমালোচনা করে মার্কসেরই চিরস্থায়ী সহযোদ্ধা ও বন্ধু ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস (তখনও তাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি) বলেছিলেন গাছকাটা সম্পর্কিত মার্কসের আইনি ব্যাখ্যা 'দুর্বল', এর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন (এ দুজনের বন্ধুত্বের শুরুটাও এখান থেকে)। এর আগে ইতোমধ্যে মার্কস ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে পড়াশুনা করেন প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাসহ আইন, ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয়াদি। নিয়মিতভাবে অর্থশাস্ত্র নিয়ে মার্কসের ব্যাপক অধ্যয়নের কাজটি শুরু হয় ১৮৪৩ সালের শেষ ভাগে, প্যারিসে। অর্থনীতি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনার সময় প্রথম থেকেই তিনি মহাগ্রন্থ রচনা করতে মনস্থ করেন, যার সারমর্ম হবে বর্তমান ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের কঠোর সমালোচনা। এ কার্য সম্পাদনের পথে তাঁর প্রাথমিক গবেষণা কাজগুলি সুনির্দিষ্টভাবে রূপ লাভ করে এইসব রচনায়, যেমন, '১৮৪৪ সালে অর্থনীতি ও দর্শন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি', 'জার্মান ভাবাদর্শ', 'দর্শনের দৈন্য', 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি', 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' ইত্যাদি। মার্কসের এসব রচনার মধ্যেই পুঁজিবাদী শোষণের মূলনীতির, পূঁজিপতি এবং মজুরি-শ্রমিকের স্বার্থের মধ্যে আপসহীন বৈপরীত্যের, পুঁজিবাদের সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্কের বৈরিভাবাপন্ন ও অস্থিতিশীল চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

'পুঁজি' (Das Capital) গ্রন্থটি অর্থনীতি শাস্ত্রে মার্কসের অনন্যসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত অবদান। মার্কস নিজেই বলেছেন "এ গ্রন্থের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হল আধুনিক সমাজের গতির অর্থনৈতিক নিয়ম প্রকাশ করা", আর ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ নিয়ে লিখেছেন "পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের অভ্যুদয়ের পর থেকে পৃথিবীতে শ্রমিকদের জন্য এর মত এমন গুরুত্বসম্পন্ন একটি বইও বের হয়নি, যেটি আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক– সর্বপ্রথম এখানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে"। মার্কস তাঁর জীবনের প্রধান এ গ্রন্থটি রচনা করেন চার দশক ধরে– ১৮৪৩ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন (১৮৮৩) পর্যন্ত। মার্কসের অর্থনীতি দর্শন সংকীর্ণ অর্থের অর্থশাস্ত্র নয় তা রাজনৈতিক অর্থনীতি। মার্কসের অমর গ্রন্থ 'পুঁজি' বা Das Capital-ই তার সহজ প্রমাণ যেখানে এই গ্রন্থের সাব-টাইটেল 'Critique of Political Economy' এবং এ গ্রন্থের ফরাসি সংস্করণের পূর্বভাষ্যে (১৮৭২ সাল) মার্কস বলছেন "আমি বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, ইতোপূর্বে অর্থনীতি বিষয়ে যা কখনো অবলম্বিত হয়নি।...বিজ্ঞানের দিকে যাওয়ার কোন রাজপথ নেই, শুধু তারাই তার উজ্জ্বল শিখরে পৌঁছাতে পারে যারা ক্লান্তিদায়কতার চড়াই বেয়ে ওঠার ভয় পায় না"।[১১] 'পুঁজি' গ্রন্থে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণামকে কার্ল মার্কস তিন খণ্ডে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদনের (Production) প্রশ্ন;দ্বিতীয় খণ্ডে– পুঁজিবাদী সঞ্চলনের (Circulation) প্রশ্ন; আর তৃতীয় খণ্ডে– সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রশ্ন (Capitalistic production as a whole)। এ গ্রন্থে মার্কস যে অর্থনীতি শাস্ত্রকে শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য' থেকে মুক্তি দিতে পেরেছেন তার কয়েকটি কারণ-লক্ষণ হতে পারে নিম্নরূপ, যা মার্কসেরই ভাষায়: (১) "সমগ্র জৈবসত্তা হিসেবে জীবদেহের অনুশীলন সেই দেহস্থিত কোষগুলির (cells) অনুশীলন থেকে অনেক সহজ। অধিকন্তু, অর্থনৈতিক রূপসমূহের বিশ্লেষণে অনুবীক্ষণযন্ত্র কিংবা রাসায়নিক বিকারক কোন কাজে লাগে না। বিমূর্তনের শক্তিকেই (power of abstraction) উভয়ের স্থান গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে শ্রমজাত দ্রব্যের

[১১] কার্ল মার্কস, পুঁজি, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬

পণ্য-রূপ– অথবা পণ্যের মূল্যরূপ– হল অর্থনৈতিক কোষস্বরূপ। যারা তলিয়ে দেখে না তাদের কাছে এইসব রূপের বিশ্লেষণ খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো বলে মনে হবে। এগুলি খুঁটিনাটি ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু তা শারীরস্থানের আনুবীক্ষণিক বিশ্লেষণের মতই"।[১২] (২) "পদার্থবিজ্ঞানী যখন কোনো ভৌত বস্তু পর্যবেক্ষণ করেন তখন হয় তিনি এমন একটি স্থান বেছে নেন যেখানে বস্তুটি অন্যান্য জিনিষের বিঘ্নকর প্রভাব থেকে মুক্ত নিজস্ব বিশুদ্ধরূপে উপস্থিত থাকে, অথবা তিনি এমন এক অবস্থায় পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান যেখানে বিশুদ্ধরূপেই বস্তুটিকে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আমাকে উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি এবং উক্ত পদ্ধতির অনুষঙ্গী উৎপাদন ও বিনিময়ের অবস্থা পরীক্ষা করতে হয়েছে। অদ্যাবধী ইংল্যান্ডই এ উৎপাদন-পদ্ধতির ক্ল্যাসিক ক্ষেত্র"।[১৩] (৩) "মূলত প্রশ্নটি এই নয় যে পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মাবলী থেকে উদ্ভূত সামাজিক দ্বন্দ্বের বিকাশের মাত্রা কম না বেশি। প্রশ্নটি হল সেই নিয়মাবলী সম্বন্ধেই, সেই প্রবণতাগুলি সম্বন্ধেই, অমোঘ ভবিতব্যের মতো যা অবশ্যম্ভাবী ফল প্রসব করে। শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত দেশ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের সামনে তুলে ধরে তারই ভবিষ্যতের ছবি"।[১৪] (৪) "আমি সমাজের অর্থনৈতিক গঠন রূপকে দেখেছি প্রাকৃতিক ইতিহাসেরই একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, তাই আমার দৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষ যে সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি, সে নিজে কখনই তার জন্য দায়ী হতে পারে না"।[১৫] (৫) "আজকাল বিদ্যমান মালিকানা-সম্পর্কের সমালোচনার তুলনায় নাস্তিকতা তো culpa levis [লঘু অপরাধ]"।[১৬] (৬) "দাস প্রথার বিলুপ্তির পর পুঁজি এবং ভূসম্পত্তিঘটিত সম্বন্ধের আমূল পরিবর্তন প্রত্যাসন্ন। এগুলি হল যুগের লক্ষণ, লাল রাজপোশাক কিংবা পুরোহিতের কৃষ্ণ উত্তরীয়, কোনকিছু দিয়েই তা ঢাকা যাবে না।...তার মানে...বর্তমান সমাজ স্ফটিকদানার মতো নিরেট নয়, এ সমাজ জীবদেহের মতো পরিবর্তনীয় এবং নিরন্তরই তার পরিবর্তন ঘটছে"।[১৭] আমি এসব বিষয় উত্থাপন করলাম এ জন্যে যে মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থে বিশ্লেষিত পুঁজিবাদের উদ্ভব-বিকাশ-পরিণামের কার্যকরণ সম্পর্ক কখনও বোঝা সম্ভব নয় যদি গবেষণার পদ্ধতিতাত্ত্বিক (Methodology of Research) উল্লিখিত বিষয়াদি অনুধাবন না করা যায়। এ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলাম এ জন্যেও যে মার্কসই তার পুঁজি গ্রন্থের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের উত্তর ভাষে লিখেছেন 'পুঁজি' গ্রন্থে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, সেটা যে কেউ বোঝেনি তা বোঝা যায় সে সম্বন্ধে তৈরি নানা পরস্পর বিরোধী ধারণা থেকেই"।[১৮]

১৮৫০ সাল নাগাদ কার্ল মার্কস আধুনিক অর্থশাস্ত্র– রাজনৈতিক-অর্থনীতি শাস্ত্রের দর্শন জগতের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। অর্থনীতি শাস্ত্রকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' অপবাদ থেকে মুক্ত করেছেন। অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় মুক্তি ঘটাতে মার্কসকে আবিষ্কার করতে হয়েছে অনেক তত্ত্ব যার অন্যতম হলো; আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার (Socio-economic Formation) তত্ত্ব, শোষণ-বিচ্ছিন্নতা-অর্থনৈতিক স্বার্থসহ শ্রেণি

---

[১২] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯

[১৩] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯

[১৪] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯-২০

[১৫] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১

[১৬] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১

[১৭] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২

[১৮] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০

সংগ্রামের তত্ত্ব,[১৯] পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার প্রাকৃতিক অবসানের তত্ত্ব[২০], পুঁজিবাদে পণ্য উৎপাদনের সর্বজনীনতার তত্ত্ব (capitalism as a system of universal commodity production), পণ্যের বিনিময় মূল্য নিরূপনে বিমূর্ত শ্রমের (abstract labor) তত্ত্ব ইত্যাদি। মার্কস-ই প্রথম যিনি বললেন যে রাজনৈতিক অর্থনীতি শাস্ত্র হবে সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের (production relations) সাথে উৎপাদিকা শক্তির (productive forces) আন্তসম্পর্ক নির্ণয়কারী শাস্ত্র, যেখানে মূল কথা হলো নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক যেমন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নির্ধারণ করবে তেমনি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধার কারণ হলে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ককে বিদায় নিতে হবে (এটাই সিস্টেমের 'মৃত্যুঘণ্টা', এটাই সমাজ বিপ্লবের সূচনা লগ্ন)। এ অর্থে মানুষের বিকাশ, সমাজের বিকাশ, সভ্যতার বিকাশ কোন অনড়-স্থীর (static, stationary status) বিষয় নয় তা নিয়ত পরিবর্তনশীল (ever changing, dynamic) বিষয়। এ বিষয়ের বিশ্লেষণে মার্কসই প্রথম দেখালেন সভ্যতার ইতিহাসে ৫-ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার (socio-economic formation) উপস্থিতিঃ (১) আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (২) দাস উৎপাদন ব্যবস্থা, (৩) সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (৪) পুঁজিবাদি উৎপাদন ব্যবস্থা, এবং (৫) সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা (যার প্রথম স্তরকে বলা হয় সমাজতন্ত্র)। যেখানে প্রতিটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার স্ববৈশিষ্ট্যের উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production) আছে। আর প্রতিটি উৎপাদন পদ্ধতি নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক (production relation) ও উৎপাদিকা শক্তির (productive force) দ্বান্দ্বিক সমাহার। যেখানে উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রধান নিয়ামক হলো উৎপাদনের উপায়ের (means of production– যেমন জমি, জলা, যন্ত্রপাতি-কলকারখানা ইত্যাদি) উপর

---

[১৯] এ প্রসঙ্গে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছেন "ইতোপূর্বে যেসব সমাজ দেখা গিয়েছে, তাদের সকলেরই ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস" (বিস্তারিত দেখুন, Marx, Karl and F. Engels. 1848. The Communist Manifesto)।

[২০] যা 'পুঁজি' গ্রন্থে তো বিস্তারিত আছেই। তারও আগে মার্কস অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গ গ্রন্থে (১৮৫৮ সালে) লিখেছেন– তারপরই "সমাজ বিপ্লবের যুগ শুরু হয়" ('Then begins the era of social revolution'); ঘটে যায় 'উচ্ছেদকদের উচ্ছেদ' ('expropriators are expropriated')। বিষয়টির গুরুত্বের কারণে এ পাদটিকায় একটু বিস্তারিত উদ্ধৃত করা হলো। মার্কস লিখেছেন "অধ্যয়ন চালিয়ে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হলাম এবং একবার উপনীত হওয়ার পর যা আমার অধ্যয়নের পথ-নির্দেশক নীতি হয়ে উঠল তার সারসংক্ষেপ উপস্থিত করা যায় নিম্নলিখিতভাবে। তাদের জীবনীয় সামগ্রীর সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, মানুষে মানুষে অবশ্যম্ভাবী রূপেই নির্দিষ্ট কতকগুলি সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেগুলি তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, যথা তাদের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশে এক নির্দিষ্ট স্তরের উপযুক্ত উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদনের এই সম্পর্কগুলির সামগ্রিকতাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রকৃত বনিয়াদ, যার উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক আইনগত ও রাজনৈতিক সৌধ এবং বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রূপের সামাজিক চৈতন্য যার অনুষঙ্গী। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। মানুষের চৈতন্য তাদের অস্তিত্বকে নির্ধারিত করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চৈতন্যকে নির্ধারিত করে। বিকাশের এক বিশেষ স্তরে বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে কিংবা– একই কথা শুধু আইনগত ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছ– এযাবৎ সেগুলি যার কাঠামোর মধ্যে কাজ করেছে সেই মালিকানা-সম্পর্কের সঙ্গে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তিগুলির সংঘাত বাধে। এই সম্পর্ক উৎপাদন শক্তিগুলির বিকাশের আকার থেকে পরিণত হয় তাদের শৃঙ্খলে। তখন শুরু হয় সমাজ-বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে, আগেই হোক অথবা পরেই হোক, সমগ্র বিশাল সৌধটির রূপান্তর ঘটে। এরূপ রূপান্তর বিচার-বিশ্লেষণ করার সময়ে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মতো যথাযথভাবে যা নির্ধারণ করা যায় উৎপাদনের সেই অর্থনৈতিক পরিবেশের বৈষয়িক রূপান্তর, আর আইনগত রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিল্পকলাগত ও দার্শনিক– সংক্ষেপে, যে-সমস্ত মতাদর্শগত রূপের মধ্যে মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয় ও লড়াই করে তা দূর করে, এই দুয়ের মধ্যে সর্বদাই প্রভেদ-নির্ণয় করা দরকার" (দেখুন, কার্ল মার্কস, ১৯৮৩, অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে, মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশনা, পৃঃ ১৩)।

মালিকানার ধরন (হতে পারে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ঐতিহ্যগত, প্রথাগত, সর্বজনীন ইত্যাদি), আর উৎপাদনের উপায়-এর মূল উপাদান হলো শ্রমের বস্তু ও শ্রমের উপায় বা হাতিয়ার। আর উৎপাদিকা শক্তির প্রধান তিনটি মৌল উপাদান হলো (১) উৎপাদনী অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতাসহ শ্রমশক্তি– মানুষ, (২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, (৩) উৎপাদনের উপায়। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নিরন্তর। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা সমাজ-অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে তখন যখন নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।[২১]

মার্কস যে অর্থনীতি শাস্ত্রকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' থেকে উদ্ধার করে সমগ্র এই শাস্ত্রটিকেই বৈজ্ঞানিকভাবে শক্ত পায়ের উপর দাঁড় করাতে পেরেছেন তার কারণ-সংশ্লিষ্ট দু'একটা উদাহরণ দেয়া সঙ্গত হবে। এ সবই 'পুঁজি' গ্রন্থে আছে যা সম্পর্কে অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাসে মার্কসের আগে কেউই ভাবেননি। প্রথমত: অর্থনীতি শাস্ত্রের ইতিহাসে মার্কসই প্রথম যিনি পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ শুরু করেছেন সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দিয়ে নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত 'একক পণ্য দিয়ে যেখানে একক একটি পণ্য হলো তা যার মধ্যে পুঁজিবাদের সকলদ্বন্দ্বসংঘাত ঘনীভূত অবস্থায় পাওয়া সম্ভব। এ মর্মে মার্কস লিখেছেন "যে সমস্ত সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির প্রাধান্য বর্তমান, সেখানকার ধনসম্ভার পণ্যের এক বিপুল সমারোহরূপে দেখা দেয়, আর এক একটি পণ্য এ ধনসম্ভারের প্রাথমিক রূপ হিসেবে দেখা দেয়। সে কারণেই আমার গবেষণাও শুরু হয়েছে পণ্যের বিশ্লেষণ থেকেই"।[২২] দ্বিতীয়ত, হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে কেউই বলতে পারলো না কি সেই কারণ যার ফলে দুটো পণ্যের মধ্যে বিনিময় হয় (exchange)। মার্কসই প্রথম এ কারণ উদঘাটন করে পুঁজি গ্রন্থে লিখলেন "একদিকে সমস্ত শ্রমই হল শারীরবৃত্তের দিক থেকে, মানুষের শ্রম শক্তির ব্যয়, এবং একই রকম বিমূর্ত মানবিক শ্রম হিসেবে, তা পণ্য মূল্য সৃষ্টি এবং গঠন করে। অপর দিকে সমস্ত শ্রমই হল এক একটি বিশিষ্টরূপে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সম্পাদিত মানুষের শ্রমশক্তি, এবং তার ফলে, উপযোগী শ্রম হিসেবে তা তৈরি করে ব্যবহার মূল্য"।[২৩]

এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে মার্কসের অনুসারীদের একটা সহজাত প্রবণতা আছে তা হল: যা মার্কসের অবদান নয় সেটাও (সম্ভবত অজ্ঞতার কারণে) মার্কসের নামে চালিয়ে দেয়া আর যেখানে মার্কসের অবদান ঐতিহাসিক- মৌলিকতম তা উচ্চারণ না করা (এটাও সম্ভবত অজ্ঞতার কারণেই)। যেমন অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই অনেকেই বলে ফেলেন উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্ব অথবা মূল্যের শ্রম তত্ত্বের স্রষ্টা মার্কস– আসলে উভয়ই ভ্রান্ত ধারণা, এ দুয়ের কোনটিই মার্কসের আবিষ্কার নয়। উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্বকথা মার্কসের বেশ আগেই বলেছেন ফিজিওক্রাট ফ্রান্সুয়া কেনে্ এবং ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের উইলিয়াম পেটি এবং এডাম স্মিথ, আর মূল্যের শ্রম তত্ত্বের বিষয়টিও মার্কসের আগে এডাম স্মিথ বলেছেন– বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কস শুধু তার স্ব-উদ্ভাবিত পদ্ধতিতত্ত্ব ও গভীর জ্ঞান দিয়ে এ দুটি তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ করে ভিন্ন আঙ্গিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন। আবার অর্থশাস্ত্রে মার্কসের ঐতিহাসিক মৌলিকতম আবিষ্কারের অনেক বিষয়ই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুচ্চারিত থেকে যায়। যেমন পুঁজিবাদের উৎপাদন অথবা পুঁজিবাদী সিস্টেম বুঝার ক্ষেত্রে "একক পণ্যের বিশ্লেষণ" (Analysis of single commodity when capitalism is a system of universal commodity production), পণ্যের মূল্য সংশ্লিষ্ট

---

[২১] এসব বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ১৯৮৫, বিশ্ববীক্ষার বিষয়: সম্পাদকের বক্তব্য, পৃ. ১৫-২১

[২২] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭

[২৩] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১

ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্যের নিগূঢ় অর্থ, এবং সবচে মৌলিক বিষয় যা মার্কসকে অন্তত অর্থশাস্ত্রে মার্কস হিসেবে অমরত্ব দিয়েছে– "বিনিময় মূল্য নির্ধারণে অথবা পণ্যমূল্য নির্ধারণে বিমূর্ত শ্রম" (Theory of Abstract Labor), এবং "পণ্যে নিহিত শ্রমেরদ্বিবিধ চরিত্রের প্রকৃতি" (Dual nature of labor embodied in a commodity)।

এ কথাগুলো বললাম অনেক কারণে, যার অন্যতম হল আমার দু-একটি প্রায়োগিক বাস্তব ধারণা (যা সম্ভবত অভ্রান্ত, তবে ভ্রান্ত হলে আশ্বস্ত হবো) —"বুঝে সুঝে কার্ল মার্কসের দর্শনের অনুসারী হওয়া কোন সহজ ব্যাপার নয়", "ঘোষণা করে মার্কসবাদী হওয়া যতটা সোজা মার্কসবাদ আত্মস্থ করা ততটা সোজা নয়"; "যেখানেই মানুষ শোষিত-নিস্পেষিত-নির্যাতিত-বঞ্চিত হবে সেখানেই মার্কসবাদী হবার চাহিদা তত বাড়বে"। তবে মার্কসের পুঁজি (Das Capital) গ্রন্থটির অন্তর্নিহিত বিষয়াদি না বুঝে অথবা ভুল বুঝে যে উপকারও হয়নি তা নয়। যেমন রাশিয়ায় জার সম্রাটের আমলে (১৮৭০-এর দিকে) মার্কর্সের পূঁজিগ্রন্থের রুশ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের জন্য প্রন্থটি যখন জার-সম্রাটের সেন্সর বোর্ডের কাছে পাঠানো হল তখন জার সম্রাটের আজ্ঞাবাহী সেন্সর বোর্ড না বুঝে অনুমতি দিল এই বলে যে "গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু হল কিভাবে একজন ভাল পুঁজিপতি হওয়া যায় তার দিক নির্দেশনা" ("guide to how to be a good capitalist")। আবার মার্কর্সের তত্ত্ব দর্শন আত্মস্থ না করেই অনেকে নিজেকে মার্কসবাদী হিসেবে ঘোষণা করে অনেকটা ধর্মের গোঁড়ামি অথবা অন্ধত্বের শিকার হয়ে মৃত মার্কসের তেমন ক্ষতি করতে পারেননি তবে ক্ষতি করেছেন সমাজের বিশেষত রাজনৈতিক সমাজের।

মার্কসের আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতি শাস্ত্রকে মূল্যের শ্রম তত্ত্বটা বিসর্জন দিতে হলো। না বসে থেকে তারা আয় বণ্টন ও ব্যবসা-চক্রের দিকে মনোযোগ দিয়ে অর্থনীতি শাস্ত্রে নতূন পথের সন্ধান খুঁজলেন। নতুন পথের মূল বক্তব্যটা বেশ সোজাসাপ্টা: কোন দ্রব্য বা সেবারমূল্য ঐ দ্রব্যে বা সেবার কতটা শ্রম ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে নির্ধারিত হবে না বরং তা ঠিক হবে যা কেনা হয়েছে তার শেষ এককটা কি পরিমাণ প্রয়োজন মিটিয়েছে তা দিয়ে। এটাই বিখ্যাত প্রান্তিক উপযোগনীতি (Principle of marginal utility)। এ হলো বেন্থামীয় উপযোগবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব। প্রান্তিক উপযোগের এ নীতিটা বিশ্লেষণ করেছেন কার্ল মেন্গার (১৮৪০-১৯২১), উইলিয়াম স্ট্যানলী জেভনস (১৮৩৫-১৮৮২) এবং লিও ওয়াল্রাস (১৮৩৭-১৯৭০)। প্রান্তিক উপযোগের নীতিটি মেনগার বুঝিয়েছেন ক্রেতার প্রান্তিক (বা শেষ) এককের তৃপ্তি দিয়ে; জেভনস দেখালেন যে প্রান্তিক অবস্থানে উপযোগিতা হ্রাস পায়; আর ওয়াল্রাস দেখালেন কেমন করে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই ক্রেতার খরচ করবার সিদ্ধান্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উপযোগবাদ আর প্রান্তিক উপযোগনীতির ধারণাগুলি অর্থনীতি শাস্ত্রের পুরো কেন্দ্র বিন্দুকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণি বিভাজন আর তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চিন্তা থেকে সরিয়ে দিল– সরিয়ে দিল সেখান থেকে যার উপর ইতিপূর্বে রিকার্ডো এবং মার্কস জোর দিয়েছিলেন। অর্থনীতিশাস্ত্র সমষ্টির চিন্তাদর্শন ও সামাজিক চিন্তা দর্শন থেকে একক ব্যক্তির এবং ব্যক্তি ক্রেতার (individual consumer) সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হল। অর্থনীতি শাস্ত্রের এ এক মহাপশ্চাৎপদতা। পুঁজিবাদে যখন বৈষম্য ক্রমবর্দ্ধমান, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যখন জরুরি, আয়-বণ্টননীতি যখন আরো গভীর গবেষণার দাবি রাখে, সমষ্টির চিন্তা ও সামাজিক চিন্তা যখন আরো বেশি প্রয়োজন, পণ্য-দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ নিয়ে যখন আরো অনেক ভাবনা জরুরি, তথ্য অসামঞ্জস্য (information asymmetry) যখন বাস্তবতা ঠিক তখনই একক ব্যক্তি এবং একক ক্রেতা-ব্যক্তি নিয়ে এ অতিভাবনা দুর্ভাবনারই বিষয়। এসব করে প্রকৃত অর্থে অর্থনীতি শাস্ত্রের 'দর্শনের

দারিদ্র্য’ বাড়ানো হলো। বলা চলে অর্থনীতি শাস্ত্রের দর্শনের দারিদ্র্য চিরস্থায়ীকরণের বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করা হল।

অর্থনীতি শাস্ত্রের ‘দর্শনের দারিদ্র্য’ কিভাবে চিরস্থায়ীকৃত হলো এতক্ষণ সেসবের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে দর্শন শাস্ত্রীয় কয়েকটি দিক না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর তা হলো এই যে অর্থনীতি শাস্ত্রের এ দারিদ্র্য চিরস্থায়ীকরণের প্রয়াসে দোষটা অর্থনীতিবিদদের না'কি অর্থনীতি শাস্ত্রের না'কি উভয়েরই? যদিও এ প্রশ্নের বেশ যথামাত্রায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে তথাপি আরো একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করি। আর সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণটি নিম্নরূপ: অর্থনীতিবিদেরা এখন এক শ্রেণির মানুষ যাদের বলা যায় “অর্থনীতিবিদ শ্রেণি”, যারা এমন ভাবুক যে ‘ক্ষুদ্রার্থের’ অর্থনীতি শাস্ত্রের বাইরে বিচরণে তাঁরা অপারগ। এ অপারগতায় তাঁদের খুব দোষ নেই; দোষ অর্থনীতি শাস্ত্রেরই অন্তর্নিহিত; দোষ অর্থশাস্ত্রের যে ধারা অথবা স্কুল তাঁরা অনুসরণ করেন সেখানেই বড় মাপের গলদ আছে। এ গলদ সাধারণ কোনো গলদ নয়। এ গলদ প্রধানত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ধারণাগত সংকট উদ্ভূত– প্রকৃত সত্য উপলব্ধি না করতে পারার সংকট। বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ কাপ্রার মতে বিষয়টি এরকম “উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্ব, জ্বালানী সংকট, স্বাস্থ্যসেবা খাতে সংকট, দূষণ ও অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়, সন্ত্রাস ও অপরাধের বাড়বাড়ন্ত, এবং অনুরূপ সবকিছু– এসবই একই সংকটের বিভিন্নমুখী চেহারা। সংকটটি মূলত উপলব্ধির সংকট”[২৪]। পুরো গত শতক আর এ শতকের এখন পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানিরা (যারা মানুষের স্বভাব-আচরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে ভাবেন, যেমন অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক নৃবিজ্ঞান, এমনকি ইতিহাস শাস্ত্র) সংশ্লিষ্ট বাস্তবতা বিচার-বিশ্লেষণে মূলত কার্টেজিয় ধারণাকাঠামো (Cartesian fremework) ব্যবহার করেছেন যে ধারণা কাঠামো অনুযায়ী দার্শনিক দেকার্তের জ্ঞানতত্ত্ব (যেখানে বলা হতো বস্তুর গতির আদি কারণ হচ্ছে ঈশ্বর; মানুষ হচ্ছে দেহ এবং মনের সম্মিলিত সংগঠন; দেহ হচ্ছে মনহীন বস্তু আর মন হচ্ছে বস্তুহীন সত্তা; “আমার নিজের অস্তিত্ব সন্দেহের উর্ধ্বে”) থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বলা হলো মানবিক-সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ ‘মন’ (*res congnitans*) নিয়ে আর প্রকৃতি বিজ্ঞানের কাজ ‘বস্তু’ (*res extensa*) নিয়ে। বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ বলছেন– প্রকৃত অর্থে বিশ্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও উপস্থাপনে প্রয়োজন কার্টেজিয় ধারণা কাঠামো থেকে বেরিয়ে “ইকোলজিক্যাল চিন্তা-অবস্থান” (অর্থাৎ যে বিদ্যায় পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীজগতের সম্পর্ক আলোচিত হয়) গ্রহণ করা। দেকার্ত ও কার্টেজিয় ধারণা সংশ্লিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বীয় এসব কথাবার্তা দর্শন শাস্ত্রীয় বিধায় অর্থনীতির জন্য আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ নিউটনের পদার্থবিদ্যা-বলবিদ্যা আর কার্টেজিয় প্যারাডাইম– এ দুয়ের সমন্বয়ে সামজিক বিজ্ঞানীরা বিশেষত অর্থনীতিবিদেরা এতকাল স্ব-শাস্ত্রিয় যেসব বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মডেল বিনির্মাণ করে চলেছেন সেসবই প্রতিনিয়ত ভ্রান্ত প্রমাণিত হচ্ছে, প্রমাণিত হচ্ছে বাস্তবের সাথে যোগসূত্রহীন শাস্ত্র হিসেবে। বর্তমান যুগের অর্থশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য সকল জ্ঞান-শাখার মতই খণ্ডিত ও লঘুকৃত এপ্রোচ (fragmented and reductionist approach) দ্বারা পরিচালিত। এসব কারণেই প্রচলিত অর্থনীতিবিদেরা অর্থাৎ ‘অর্থনীতিবিদ শ্রেণি’ “বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে অর্থনীতি শাস্ত্র সামুহিক-সামগ্রিক ইকোলজিক্যাল ও সোশাল সিস্টেমের ক্ষুদ্র একটি দিক মাত্র যেখানে জীবন্ত ঐ সিস্টেমে মানুষ একে অন্যের সাথে এবং প্রকৃতির সম্পদের সাথে প্রতিনিয়ত

[২৪] বিস্তারিত দেখুন, Fritjof Capra. 1988, The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture. New York: Bantam Books, pp. 15-16, 188-191.

সম্পর্কিত, যে প্রকৃতির বেশির ভাগই প্রাণ-বিশিষ্ট সত্ত্বা। এসব কিছু বিবেচনা করে অর্থনীতি শাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্য' নির্দেশে ফ্রিটজফ বলছেন, "সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক ভ্রান্তি হলো এই যে তারা এ সামুহিক-অন্তসম্পর্কিত গঠন-কাঠামোকে বিভাজিত করে খণ্ডিত করে, এবং প্রতিটি অংশকে ভিন্ন অংশ মনে করে বিভিন্ন একাডেমিক বিভাগে চর্চা করে, এভাবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অর্থনৈতিক শক্তির মৌল বিষয়াদি অবজ্ঞা করেন আর অর্থনীতিবিদেরা তাদের মডেলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা যুক্ত করতে ব্যর্থ হন। ... অন্য আরো একটা অতিব গুরুত্বহ বিষয় যা অর্থনীতিবিদেরা অতিমাত্রায় অবজ্ঞা করেন তা হল– অর্থনীতির গতিময় (dynamic) বিবর্তন। ... জীবনের বিষয়াদি খন্ডিতকরণের এবং পৃথক কামরাভুক্ত করার কারণে তাত্ত্বিক সমস্যার গাণিতিক সমাধানে অর্থনীতিবিদদের আর তেমন কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না।... মূল্য আছে কিন্তু মূল্যায়িত করা হয় না– এ দিক থেকে অর্থনীতিবিদরা এতকাল পর্বতসম ব্যর্থ চর্চা করেছেন"।

অর্থনীতিশাস্ত্রে দু'জন মার্কসের কথা বলা হয়। প্রথম মার্কস হলেন কার্ল মার্কস "যিনি পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা প্রমাণ করেছিলেন", আর দ্বিতীয় মার্কস হলেন জন মেইনার্ড কেইন্স যিনি "মৃত্যু ঘন্টা থেকে পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে ছিলেন"। কেইন্স ১৯৩৬ সালে লিখলেন "The General Theory of Employment, Interest, and Money", যাকে এডাম স্মিথের 'Wealth of Nations' এবং কার্ল মার্কসের 'Das Capital'এর সমতুল্য মৌলিক চিন্তা-গ্রন্থ বলা হয়। বিশ্ব মহামন্দা থেকে পুঁজিবাদ উদ্ধার কাজে বেকার সমস্যার কার্যকারণ উদঘাটনে কেইন্স অর্থনীতি শাস্ত্রে নতুন ভাষা সৃষ্টি করলেন। যার অন্যতম ভোগের আগ্রহ (propensity to consume), নগদ টাকা হাতে রাখার আগ্রহ (liquidity preference), গুণিতক (the multiplier) টাকার সরবরাহের মিলেমিশে এই চলকগুলো স্থির করে দেয় উৎপাদন আর কর্মনিয়োগের মাত্রা এবং সেই সাথে মূল্যমানের উপরও প্রভাব ফেলে। পুরনো তত্ত্ব অনুসারে সুদের হারটাই সঞ্চয় আর বিনেয়োগের মধ্যে সমতা নির্ধারণ করে আর মজুরি কমানোর দ্বারা পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থায় পৌঁছানো যায়– কেইন্সের "জেনারেল থিওরিতে" যে প্রস্তাবনা তা ছিল এ তত্ত্বের একেবারে উল্টো। কেইন্স চেয়েছিলেন আয় বণ্টনে অধিক সমতা এবং দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতির সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অনুপার্জিত আয়ের উপরে বাধা নিষেধ। কেইন্সের ধারণায় সকলের জন্য সমৃদ্ধি একটি কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর সামাজিক শৃংখলা অর্জন পরস্পরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রশ্ন হলো পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সেটা কি সম্ভব? মনে রাখা দরকার– কেইন্স এসব কথা বলেছেন এখন থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে যখন তিনিদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেননি, দেখেননি স্নায়ুযুদ্ধ, দেখেননি নব্য-উদারবাদী মতবাদের 'উলঙ্গ দর্শন', দেখেননি বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিশ্বব্যাপি মাতম। এখন তো নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ এবং পল ক্রুগম্যান পুঁজিবাদের আওতায় এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

৪। নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি মতবাদঃ সাম্রাজ্যবাদী সেবাদাসত্বের 'উলঙ্গ দর্শন'

অর্থনীতি শাস্ত্রে নব্য-উদারবাদী (Neo-liberalism or Neo-liberal doctrine) মতবাদটি আসলে অষ্টাদশ শতকের ধ্রুপদী উদারবাদী অর্থনীতিবিদদের (যাদের অন্যতম এডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো) অবাধ বাজার বা মুক্তবাজার মতবাদের (Laissez faire doctrine) আধুনিক সংরক্ষণ মাত্র, তবে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের তুলনায় অনেক বেশি আগ্রাস আধিপত্যবাদী। নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক মতবাদের প্রারম্ভকাল ১৯৬০-এর দিকে হলেও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে তা নিয়ামক রূপ নিয়েছে ১৯৮০-র

দিক থেকে। অর্থনীতি শাস্ত্রে নব্য-উদারবাদী মতবাদের কার্যকারণ বিশ্লেষণে শুরুতেই মনে রাখতে হবে যে তাদের প্রধান পূর্বসূরী এডাম স্মিথ যখন ১৭৭৬ সালের দিকে তার "বাজারের অদৃশ্য হাত" নিয়ে খেলছেন তখন বৃটেনে শিল্প বিপ্লবের সবে শুরুর দিক– পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো সবে গড়ে উঠেছে, আর নব্য-উদারবাদী মতবাদওয়ালারা যখন মুক্তবাজার নিয়ে খেলতে উন্মত্ত তখন পুঁজিবাদি তার সর্বোচ্চ শিখর সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছে দুটো বিশ্বযুদ্ধ পার করেছে দুই মেরুর বিশ্ব একমেরুর বিশ্বে রূপান্তরিত হয়েছে, বৃটিশ আধিপত্যের যুগ শেষ হয়ে মার্কিন আধিপত্যের যুগের চার দশক পার করে সাম্রাজ্যবাদের মূল ভরকেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্বের তিন মৌল-কৌশল সম্পদে (জল, জ্বালানি-খনিজ-আকাশ-মহাকাশ) নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, এবং এ প্রক্রিয়ায় একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ধনী দেশসমূহের আঁতাত গড়ে তুলেছে এবং পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অশুভ ত্রিভূজীয় আঁতাতের[২৫] মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করছে।

রাজনৈতিক-অর্থনীতির ধারণা হিসেবে উদারবাদের স্বীকৃতি ও খ্যাতির শুরুটা ১৭৭৬ সালে যখন স্কটল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ তার "The Wealth of Nations" পুস্তকে ফর্দ দিলেন যে জাতির সম্পদ বাড়াতে চাইলে যা যা করতেই হবে তা হলো প্রধানত এরকম: সরকারের পক্ষ থেকে বাজার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর নাক-গলানো (intervention অর্থে) কমিয়ে ফেলতে হবে; বাজারের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণ সর্ব নিম্নমাত্রায় নিয়ে আসতে হবে; বাণিজ্য হতে হবে অবাধ, মুক্ত; কোনো শুল্ক রাখা চলবে না (no tariffs); বাণিজ্যে কোনো ধরনের বাধা (no barriers) রাখা চলবে না; ব্যবসা-বাণিজ্য বাজারকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে (no controls)। এবং শেষ পর্যন্ত বললেন দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই– "বাজারের অদৃশ্য হাত" (invisible hand of market) সব কিছু ঠিকঠাক করে দেবে। আগেই বলেছি আজকের নব্য-উদারবাদ অষ্টাদশ শতকের এই ধ্রুপদি উদারবাদেরই নবতর রূপ তবে তা ঐ উদারবাদের চেয়ে বহুগুণ আগ্রাসী; এক কথায় আধিপত্যবাদী। আজকের নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি শাস্ত্রীয় মতবাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্পষ্ট: সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ স্বার্থ সংরক্ষণে ফর্দ দেয়া, আর সেই ফর্দ তাদেরই সৃষ্ট বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থাসহ সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় বাস্তবায়ন করা।

নব্য-উদারবাদী মতবাদ মোটামুটি গত চার দশক ধরে নিরন্তর বলে যাচ্ছে– যদি অর্থনৈতিক উন্নতি চাও এবং দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কমাতে চাও তাহলে যা যা করতে হবে তা হলো এরকম: মুক্ত বাজার-অবাধ বাজার-বাধাহীন বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করো; এমন অবস্থা সৃষ্টি করো যেখানে বাজার ছাড়া কেউই শাসন করার ক্ষমতা রাখবে না; সবকিছু ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দাও (complete privatization); সরকারকে যদি একটু-আধটু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিতে হয় তা হতে হবে সাময়িক এবং পরে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিতে হবে। আর নব্য-উদারবাদের এসবই হলোদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর 'ওয়াশিংটন ঐক্যমত' (Washington Consensus)-এর মতাদর্শিক ভিত্তি। বৈশ্বিক

---

[২৫] নয়া উদারবাদীদের এই অশুভ ত্রিভুজীয় আঁতাত আসলে কি করে, তা কোন উদ্দেশ্যে কিভাবে কাজ করে, কিভাবে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করে, কিভাবে তা উন্নয়নশীল দেশসমূহকে 'মূলা' দেখিয়ে নব্য-উদারবাদী নীতি গ্রহণে বাধ্য করে, কি তার পরিণাম প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Ha-Joon Chang. 2008. Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, পৃ: ১৩-১৮, ২৩, ৩২-৩৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৫-১৪৯, ১৫৬-১৫৭।

পর্যায়ে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপনে যার উদগাতা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আর সাথে আছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্ব ব্যাংক (The World Bank), বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) এবং সংশ্লিষ্ট 'থিংক ট্যাংক'। যৌথ নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে তারা বিশ্বব্যাপী নব্য-উদারবাদ নির্দেশিত 'ওয়াশিংটন ঐক্যমত' ভিত্তিক সংস্কার কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করার জন্য যে দেশকে যেখানে, যে সময়ে, যতদূর চাপ প্রয়োগ সম্ভব তা তারা নির্দ্বিধায় করে থাকে। এই ওয়াশিংটন ঐক্যমত প্রধানত জন উইলিয়ামসন প্রস্তাবিত[২৬] ১০টি নীতি-কৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ঐ নীতি-কৌশলের সারবস্তু নিম্নরূপ: (১) আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে মূল ফর্দ হল সরকারি ব্যয়ে বড় মাপের ঘাটতি থাকবে না। কারণ সরকারি ব্যয়ে বড় মাপের ঘাটতি পুঞ্জিভূত হতে থাকলে তা মূল্যস্ফীতি বাড়াবে, কমাবে উৎপাদনশীলতা। সরকারি ঘাটতি ব্যবস্থা শুধুমাত্র অর্থনীতিতে সাময়িক স্থিতিশীলতার স্বার্থে ব্যবহার করা যেতে পারে; (২) সরকারি ভর্তুকি এমন এক অপচয় যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহায়ক নয় এবং দরিদ্রদের জন্য কল্যাণকর নয়; (৩) কর কাঠামো সংস্কার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একদিকে করের ভিত্তি (tax base) সম্প্রসারণ করতে হবে আর অন্যদিকে সৃজনশীল উদ্যোগ (innovation) ও কাজের ফলপ্রদতা (efficiency) বাড়াতে প্রান্তিক কর হার নমনীয় করতে হবে; (৪) বাজার হবে সুদের হারের একমাত্র নির্ধারক এবং সে হার হবে ধনাত্মক তবে প্রকৃত হিসেবে নমনীয় (moderate অর্থে); (৫) অর্থের বিনিময় হার হতে হবে ফ্লোটিং; (৬) বাণিজ্য হতে হবে সম্পূর্ণ উদারিকৃত অর্থাৎ আমদানি উদারিকরণে সবধরণের পরিমাণগত বাধা অপসারণ করতে হবে; বাণিজ্য রক্ষার ক্ষেত্রে স্বল্পমাত্রার এবং অপেক্ষাকৃত সমতামুখী ট্যারিফ থাকতে হবে– ফলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হবে; (৭) ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ক্ষেত্রে 'পুঁজি হিসাব' (capital account) উদারীকরণ করতে হবে যার ফলে এক দেশ থেকে যেন অন্যদেশে বিনিয়োগ প্রবাহ আকর্ষিত হয় এবং বিদেশে অবস্থানরত পুঁজি যেন স্বদেশে বিনিয়োগ হতে পারে; (৮) সকল রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন উদ্যোক্তা-শিল্প প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীকরণ করে ব্যক্তি মালিকানায় রূপান্তরিত করতে হবে; যেসব ক্ষেত্রে সরকার ফলপ্রদ ও ফলপ্রসু ফল দেখাতে পারে না (যেমন টেলিযোগাযোগ) তা বাজারের হাতে ছেড়ে দিতে হবে; (৯) বাজারে অনুপ্রবেশে বাধা সৃষ্টিকারী অথবা যা কিছু প্রতিযোগিতা-প্রতিবন্ধক সবকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত নিয়ন্ত্রণমুক্ত (deregulation) করতে হবে। এক্ষেত্রে যৌক্তিক কয়েকটি ক্ষেত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতে পারে, যেমন নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, পরিবেশ ও ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নজরদারী ইত্যাদি; এবং (১০) ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা-অধিকারের আইনগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আসলে এতসব হবে– হতে হবে– দিতে হবে– করতে হবে– এসব বলে নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি মতবাদ উদ্ভূত ফর্দ দিয়ে 'ওয়াশিংটন ঐক্যমত' চাচ্ছেটা কি? চাওয়াটা ঐক্যমতের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট। আর তা হলো যখন দুই মেরুর বিশ্ব ছিল তখন সাম্রাজ্যবাদের মূল কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইতো বিশ্বের ৩-টি বৃহৎবর্গের মূল সম্পদের উপর অভিগম্যতা (access)- যেগুলি হল (১) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ (fuel, energy, minerals), (২) পানি সম্পদ (water resources), এবং (৩) মহাশূন্য (space)। আর এখন এক মেরুর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের মূল হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের উল্লিখিত বৃহৎবর্গের তিন মূল সম্পদের উপর

[২৬] বিস্তারিত দেখুন, Williamson., John. 1990. "What Washington Means by Policy Reform" in John Williamson, ed. *Latin American Adjustment: How much Has Happened?* Washington, DC: Institute for International Economics.

অভিগম্যতা নিয়ে আদৌ সন্তুষ্ট নয়, তারা চায় ঐ তিন সম্পদের উপর একচ্ছত্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ (absolute ownership and control)। আর এসব নিশ্চয়ই বিশ্বের আপামর তাবত মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচনের লক্ষ্যে নয়, গুটি কয়েক মানুষের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে থাকে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ বলছেন 'Of the 1%, for the 1%, by the 1%'।[২৭]

অনেকেরই মতে নব্য-উদারবাদ এখন "আজকের বিশ্বের চেহারা বিনির্মাণে নির্ধারক মতাদর্শ এবং আমরা নব্য-উদারবাদের যুগে বাস করছি"।[২৮] কেউ কেউ বলছেন নব্য-উদারবাদ প্রধানত "রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রায়োগিক এক তত্ত্ব যা অনুযায়ী মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি (human well-being) সবচে ভালভাবে এগিয়ে নেয়া সম্ভব যদি ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্যোক্তা-সংশ্লিষ্ট স্বাধীনতা ও দক্ষতার মুক্তি নিশ্চিতকরণের জন্য এমন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ করা যায় যেখানে থাকবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মালিকানা সুরক্ষার শক্তিশালি নিশ্চয়তা, মুক্ত বাজার এবং অবাধ বাণিজ্য। আর রাষ্ট্রের কাজ হবে এসব কাজ সুচারুরূপে প্রতিফলন-উদ্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ ও লালন করা"।[২৯] আবার কেউ বলছেন নব্য-উদারবাদ হল "এক রাজনৈতিক দর্শন যেখানে সবচে অগ্রাধিকারের বিষয় হল ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদের উপর অধিকার"।[৩০] আর এসব বলতে বলতে নব্য-উদারবাদীদের কেউ কেউ এমন অবস্থানে পৌঁছে যান যখন বলেন পুরোপুরি মুক্তবাজার চাই এবং তা নিশ্চিত করতে হলে সরকার ব্যবস্থাকেই বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হবে– এটা হল 'নৈরাজ্যবাদী-উদারবাদ' (anarcho-liberalism)। নব্য-উদারবাদই মহৌষধ–এটি প্রমাণে কারা কারো যুক্তি হল এরকম: "মুক্তবাজার ও অবাধ বাণিজ্য উদ্ভবসূত্রে মানব সমাজে মানুষের যে সৃজনশীল সুপ্ত প্রতিভা এবং উদ্যোগগ্রহণের স্পৃহা আছে তা অবমুক্ত করার একমাত্র মাধ্যম। আর এ মাধ্যম ব্যবহার করলে মানুষের মুক্তি ও জীবন-সমৃদ্ধি উভয়ই বাড়বে এবং সেইসাথে সম্প্রসারিত হবে সম্পদ বিনিয়োগের সবচে ফলপ্রদ ব্যবস্থা"।[৩১]

তাহলে এ পর্যন্ত যা উল্লেখ করলাম তার ভিত্তিতে বলা যায় নব্য-উদারবাদ যা চাচ্ছে পরিণামসহ তা হল এরকম: (১) বাজারই হবে শাসক (rule of the market) এবং অনিয়ন্ত্রিত-মুক্তবাজার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ যা শেষ পর্যন্ত সবার জন্য মঙ্গলজনক হবে। ব্যাপারটা আমার মতে অনেকটা প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগান সাহেবের "সাপ্লাই সাইড ইকনমিকস" এবং "ট্রিকল ডাউন ইকনমিকস" (চুইয়ে পড়া সুবিধের তত্ত্বনীতি)-এর মত যেখানে ইতোমধ্যে দুটিই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

---

[২৭] Stightz Joseph.E, 2013. The Price of Inequality. p.xlvi.

[২৮] Saad-Filho, Alfred and Deborah Johnston. 2005. "Introduction", pp. 1-6 in Alfredo Saad-Filho and Alfredo Deborah Johnston. 2005. Neoliberalism – A Critical Reader.

[২৯] Harvey, David, 2005. A Brief History of Neoliberalism.

[৩০] Blomgren, Anna-Maria. 1997. Nyliberal politisk filosofi. En kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek. Nora: Bokforlaget Nya Doxa.

[৩১] Hayek, Friedrich A. 1973. Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles and Political Economy. Volume 1: Rules and Order; Murray ([1962/1970] 2004. Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles- Power and Market: Government and the Economy. [Two books republished in one file.] Auburn, Alabama: the Ludwig von Mises Institute. http/www.mises.org/rothbard/mespm.PDF.

(২) সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয় কমাতে হবে এবং এমন কি দরিদ্রদের জন্য যে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনি আছে সেসব কমিয়ে ফেলে আস্তে আস্তে তা উঠিয়ে দিতে হবে। তাদের যুক্তি– এসব করলে নিজেই নিজেকে দেখার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে মানুষের মধ্যে উদ্যোগ-উদ্দীপনা বাড়বে, মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা বাড়বে যা এক পর্যায়ে সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেবে। (৩) সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনতে হবে। তাদের যুক্তি– সব কিছুতেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে আনলে মুনাফা বাড়বে, যা দারিদ্র্য হ্রাসে কাজে লাগবে, পরিবেশ উন্নততর করতে সহায়ক হবে এবং কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা বাড়াবে। (৪) সবকিছু ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রের মালিকানায় যা কিছু আছে (দু'একটি বিষয় বাদে) সবকিছু বিরাষ্ট্রিকরণ করে ব্যক্তি মালিকানায় (privatization) ছেড়ে দিতে হবে, যেমন ব্যাংক, শিল্প-কারখানা, রেল, হাইওয়ে, বিদ্যুৎ, স্কুল, হাসপাতাল, এমনকি সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ও ল্যাট্রিন। এসবের নিট ফল আসলে যা হবে (ইতোমধ্যে হয়েছে) তা হল একদিকে জাতীয় সম্পদ গুটি কয়েক মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত হবে আর অন্যদিকে অঢেল জনগোষ্ঠি এখনকার চেয়ে অধিকতর দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার শিকারে রূপান্তরিত হবে। (৫) "পাবলিক গুডস" অথবা "কম্যুনিটি"– এসব ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে এবং এসব প্রপঞ্চকে "ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব" হিসেবে প্রতিস্থাপন করতে হবে। আর তাই যদি হয় তাহলে এসবের পরিণতি হবে মারাত্মক– দরিদ্র মানুষকে তার সন্তানের শিক্ষা, তার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবার দায়িত্ব, এবং সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদেরকেই নিতে হবে; এবং দরিদ্র মানুষ যদি এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে 'অলস' বলে দোষ দেয়া হবে। এসব এক্সপেরিমেন্ট ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশে হয়েছে এবং অভিঘাত যা দেখা গেছে তা হল এরকম: নয়া-উদারবাদ মানে "ল্যাটিন আমেরিকায় নয়া-উপনিবেশবাদ", "ইউরোপে মহামন্দার প্রাক লক্ষণ", "এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে জাতীয় সম্পদের লুটপাট", "আফ্রিকায় পেছনে হাঁটা" ইত্যাদি।

নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি শাস্ত্র মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার ধার ধারে না। শুধু তাইই নয় নব্য-উদারবাদ মনে করে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যে কোনো দেশের উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ বিষয়ে নব্য-উদারবাদের বিশ্বগুরু নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান তো কোনো ধরনের রাখঢাক না করে বলেছেন মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আয় বৈষম্য-অসমতা নিয়ে আমাদের ভাবনার কোনো কারণই থাকতে পারে না। আর এর পিছনে তিনি যুক্তি দিয়েছেন: (১) অর্থনীতিকে ভালভাবে কাজ করতে হলে সত্যিকার অর্থে একটা স্তরের বৈষম্য-অসমতা কাম্য; (২) যেভাবেই দেখা হোক না কেন, মুক্তবাজার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সিস্টেমে একটা পর্যায়ে বৈষম্য-অসমতা থাকবেই (unavoidable অর্থে); এবং (৩) বাজার অর্থনীতিতে মানুষে মানুষে বৈষম্য-অসমতা নন-মার্কেট অর্থনীতির চেয়ে কম।[৩২] মিল্টন ফ্রিডম্যান এসব বলেই ক্ষান্ত হননি। আরো এক ধাপ এগিয়ে আরো যা বলছেন তা শুনলে যেকোনো সুস্থ-মস্তিস্কের ব্যক্তি নিমেষেই অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। তিনি বলছেন– "আমি মাদক-নেশা জাতীয় দ্রব্য পণ্যাদির বৈধকরণের পক্ষে। আমি যে মূল্যবোধ সিস্টেম ধারণ করি তা অনুযায়ী কোনো মানুষ যদি নিজে নিজেকে হত্যা করতে চায় সে অধিকার তার থাকতে হবে/সে অধিকার তাকে দিতে হবে। নেশা-মাদক জাতীয় দ্রব্যাদি থেকে যে ক্ষতি হয় তার প্রধান কারণ ঐসব দ্রব্যাদির বেচাকেনা অবৈধ"।

32 Milton Friedman. 1962. Capitalism and Freedom; Milton and Rose D. Friedman. 1980. *Free to Choose*.

নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি দর্শন, সে দর্শনের প্রয়োগফল এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণায় অনেক নির্মোহ সত্য স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় যা যা প্রমাণিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম নিম্নরূপ: নব্য-উদারবাদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে; নব্য-উদারবাদ বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশে দেশে বৈষম্য-অসমতা প্রকট থেকে প্রকটতর করেছে; উন্নয়নশীল বহুদেশে নব্য-উদারবাদের যুগে দারিদ্র বেড়েছে; নব্য-উদারবাদ গণতন্ত্র বিকাশে সহায়ক নয় বরঞ্চ বিভিন্ন দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে; নব্য-উদারবাদী দর্শনের প্রয়োগে ১৯৯০ দশকের প্রবৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক উপকৃত হননি; নব্য-উদারবাদ কর্পোরেট দুর্নীতি বৃদ্ধির কারণ; অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নব্য-উদারবাদের এঙ্গলো আমেরিকান মডেলের বিপরীতে পূর্ব এশিয়ার মডেল ভাল ফল দিয়েছে; নব্য-উদারবাদী এঙ্গলো-আমেরিকান মডেল সার্বজনীন নয়; নব্য-উদারবাদী দর্শনের বিপরীতে সরকারি কর্মকর্তারা অনেক দেশেই অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল বিনির্মাণ করেছেন; নব্য-উদারবাদী অবাধ বাণিজ্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য অপটিমাল নয় বিশেষত যখন তারা শিল্পোন্নত দেশের সাথে বাণিজ্য করে; মুক্ত-অবাধ বাণিজ্য সে পথ নয় যে পথে আজকের শিল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নত হয়েছে; নব্য-উদারবাদের ধারণা যে অধিকতর অবাধ-মুক্ত বাণিজ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বাড়ায়– এ যুক্তি দুর্বল; বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে যে বিচ্যুতি ঘটে তা নব্য-উদারবাদের প্রবক্তারা এ নিয়ে যা বলেন তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক; নব্য-উদারবাদী ধারণার বিপরীতে অনেক অর্থনৈতিক তত্ত্ব আছে যা সিলেকটিভ শিল্প উন্নয়ন নীতি সহায়ক; নব্য-উদারবাদীদের ধারণা ভ্রান্ত যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকেরা তাদের সমধর্মী ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের চেয়ে কম ফলপ্রদ এবং বেশি অদক্ষ; নব্য-উদারবাদের এ ধারণা ভ্রান্ত যে রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান প্রবৃদ্ধি সহায়ক নয়; নব্য-উদারবাদের ধারণা যে প্যাটেন্ট অধিকার প্রতিষ্ঠা নতুন নতুন অভিজ্ঞান সৃষ্টির সহায়ক– এ ধারণা ভ্রান্ত এবং শিল্পোন্নত দেশের উন্নয়নে প্যাটেন্ট-এর কোনো ভূমিকা ছিল না; নব্য-উদারবাদের মেধাস্বত্ব বিষয়টি উন্নয়নশীল দেশের জন্য ব্যয়বহুল ব্যাপার; নব্য-উদারবাদের আন্তর্জাতিক পুঁজি প্রবাহের উদারিকরণ প্রস্তাব যুক্তিতে টেকে না; আন্তর্জাতিক ব্যাংক ঋণ অনেক দেশেই আর্থিক ভঙ্গুরতার কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে; বৈদেশিক ঋণের সুদ-আসল পরিশোধ বিষয়টি মহাবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে; নব্য-উদারবাদের প্রস্তাবিত অনিয়ন্ত্রিত পোর্টফলিও বিনিয়োগ উন্নয়ন সহায়ক নয় এবং তা নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে; বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং অন্যান্য বহুজাতিক কর্পোরেশনের উপস্থিতি উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনেক ধরনের বিপর্যয়কর সমস্যার কারণ; নীতিনির্ধারকদের জানতে হবে যে বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশের ভিতরের পুঁজির ব্যাপকাংশ আবার বিদেশে নিয়ে যেতে সাহায্য করে; দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক ব্যবস্থার উদারীকরণ অনেক উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নে ব্যর্থতার কারণ হয়েছে; নব্য-উদারবাদীরা যে আর্থিক সিস্টেমের উদারিকরণের কথা বলেন তা প্রায়শই 'speculation-led development' এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে শেষ পর্যন্ত কারেন্সি এবং ব্যাংকিং ক্রাইসিস (সংকট) ঘটে, যা আবার আয় বৈষম্য বাড়ায় এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং আর্থিক ভঙ্গুরতা বাড়ায়; নব্য-উদারবাদীরা যে বলেন 'পুঁজির বাজার-ভিত্তিক বরাদ্দ' বিনিয়োগ বাড়ানোর এবং অদক্ষতা, অফলপ্রদতা, অপচয় ও দুর্নীতি রোধের শ্রেষ্ঠ উপায়– এসব কথা ঠিক নয়; উদারিকরণকৃত আর্থিক সিস্টেম বেশির ভাগ দেশেই উন্নয়ন-সাফল্যের অংশ ছিল না; নব্য-উদারবাদের ফর্দ অনিয়ন্ত্রিত কারেন্সি কনভার্টেবিলিটি– কারেন্সি অবচিতি এবং সংশ্লিষ্ট বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, তা পুঁজি পাচার এবং আর্থিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে; নব্য-উদারবাদের ফর্দ যে উন্নয়নশীল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের বাইরে স্বাধীন সত্তা হতে হবে– এ তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে কেন্দ্রীয়

ব্যাংকের স্বাধীনতা মূল্যস্ফীতি রোধে ব্যর্থ হয়েছে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখেনি; নব্য-উদারবাদীদের মূল্যস্ফীতি সংক্রান্ত পরামর্শ ভুল পরামর্শ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং ঐ পরামর্শের ফলে এমন মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হয়েছে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে পিছনে টেনে ধরেছে; নব্য-উদারবাদীদের পরামর্শে বাজেটে যে বরাদ্দ কাঠামো বিন্যাস করা হয়েছে তার ফল খারাপ হয়েছে, তা জনগণের জীবনমানে ক্ষতির কারণ হয়েছে এবং আশু ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করেনি; ঐতিহাসিকভাবেই দেখা যায় যে কন্টিনেন্টাল ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান-এর অপেক্ষাকৃত অত্যুচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে সে সময়কালে যখন সরকারি (বাজেট) ব্যয় বরাদ্দ ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি এবং বাজেট ঘাটতিও ছিল বেশি; নব্য-উদারবাদীরা সরকারি বরাদ্দের বিপক্ষে অবস্থান করেন কিন্তু একথা ঐতিহাসিক প্রমাণিত যে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ প্রাইভেট বরাদ্দের চেয়ে খারাপও নয় এবং তা ব্যক্তিখাতের বরাদ্দের বাধাও নয়।[৩৩] তাহলে যা দাঁড়ালো সেটা এরকম– নব্য-উদারবাদ আসলে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণিত দর্শন যা কোনো মানদণ্ডেই জনকল্যাণকর নয়– কোনো দেশেই, এবং যা দেশে দেশে rent seeker[৩৪] সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, এবং

---

[৩৩] প্রতিটি বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Chang, Ha-Joon and Ilene Grabel. 2005. Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual. pp. 16-20, 22-23, 34-36, 43-45, 48, 60-66, 74, 85-88, 94-99, 112-113, 116-120, 125-126, 143-144, 153-157, 168-177, 180, 182-186, 190-191, 193-196.

[৩৪] 'Rent seeker' এর মর্মানুবাদ হতে পারে দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, অনুপার্জিত আয়কারী, লুটেরা, আত্মসাৎকারী, ফাও-খাওয়া শ্রেণি, ফটকাবাজ গোষ্ঠী ইত্যাদি। Rent seeking বিষয়টির ব্যাখ্যাটি এরকম। বিত্তবান বা সম্পদশালী হওয়া যায় দু'ভাবে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির (creation) মাধ্যমে– এটা rent seeking নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ বাড়ে (total wealth increases)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই rent seeking, আর এসবের সাথে যুক্ত যারা তারাই rent seeker। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত বাড়ায় সেখানে rent seeking এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। Rent seeking সমাজের মোট বিত্ত কমায় এমনকি ধ্বংস করে (total wealth decreases or destroys total wealth)। Rent seeking পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নীচুতলার মানুষের দুর্দশার উৎস– বিত্তের সৃষ্টি নয় (not creation of wealth) বিত্তের হস্তান্তর (wealth transfer অর্থে)। এ পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হলো এরকম: উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নীচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবে কিন্তু নীচতলার মানুষ বুঝতেই পারবে না– কিভাবে কি হয়ে গেলো! আর rent seeking-এর এই প্রক্রিয়ায় rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে যা দুর্ভেদ্য– যে ত্রিভুজটি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। Rent seeking এর এ বিষয়টি অর্থনীতির ভাষায় 'zero sum game'ও নয়– এটা প্রকৃত অর্থে 'negative sum game'। বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তির স্ব-স্বার্থ (self interest) বিকশিত হবার সুযোগ দিলে এক 'অদৃশ্য হাত' (invisible hand of market) অন্য সকলের জীবনসমৃদ্ধি বাড়াবে। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ এর বিশ্বমহামন্দা আর ২০০৭-০৮ এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের পরে এডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হাততত্ত্ব' আর কেউ বিশ্বাস করেন কিনা সন্দেহ– 'অদৃশ্য হাত' এখন অদৃশ্য। নব্য-উদারবাদ হল এই অদৃশ্য হাত'এর দৃশ্যমান তত্ত্ব। বাজার ব্যবস্থাটাই এমন যা rent seeker সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; rent seeking সমাজে বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; rent seeking অর্থনীতির instability (অস্থিতিশীলতা) বাড়াবে আর ঐ অস্থিতিশীলতা বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে; rent seeking থেকে উদ্ভূত বৈষম্য-অসমতা মানুষের সুযোগের সমতা কমাবে আর সুযোগের অসমতা বৃদ্ধি বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে; আর পুরো এ প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে" *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "লোকবক্তৃতা ২০১৪", ২২ মার্চ ২০১৪ (৮ চৈত্র ১৪২০)*, সিনেট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)।

একই সাথে যা দেশজ rent seeking পদ্ধতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের প্রাণকেন্দ্রসহ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ জিইয়ে রাখার চেষ্টা মাত্র।

নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি শাস্ত্রের মতবাদ বলছে 'বিশ্বায়ন (globalization) মুক্তবাজার ও অবাধ বাণিজ্যকে অনিবার্য করে তুলেছে। এ সুযোগ নিতে যারা ব্যর্থ হবে ঐতিহাসিক ব্যর্থতার দায়ভার তাদেরকেই নিতে হবে। প্রথমেই বলা উচিত যে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন-এর উপযোগিতা নিয়ে বিপরীতমুখী স্পষ্ট দুটো পক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম পক্ষ 'globaphiles'-দের অবস্থান বিশ্বায়নের পক্ষে, আরদ্বিতীয় পক্ষ globaphobes' (globalization এর কথা শুনলে যাদের গায়ে জ্বর ওঠে)–দের অবস্থান বিপক্ষে। মাঝামাঝি আর এক পক্ষ আছে যারা বলার চেষ্টা করেন যে বিশ্বায়ন যেহেতু বাস্তবতা সেহেতু বিশ্বায়ন কিভাবে সবার জন্য উপকারি হতে পারে তা ভাবা দরকার। মধ্যপক্ষে অবস্থান নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ যা বলছেন তা এরকম: বিশ্বায়ন যেভাবে কাজ করছে তা দারিদ্র্য হ্রাস করছে না; বিশ্বায়ন ট্রাডিশনাল মূল্যবোধের সাথে বিরোধাত্মক; বিশ্বায়ন গ্রামীণ অর্থনীতিতে ঋণাত্মক ভূমিকা রাখছে; বিশ্বায়ন গণতন্ত্রকে পাল্টে দিয়ে জাতীয় এলিটদের পুরাতন স্বৈরাচারকে আন্তর্জাতিক অর্থগোষ্ঠীর নতুন স্বৈরাচার দিয়ে প্রতিস্থাপিত করছে; বিশ্বায়ন-এর ফলে কোটি কোটি মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছে এবং তাদের জীবনে অনিশ্চয়তা বেড়েছে; বিশ্বায়ন যেভাবে চলছে আর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যেসব নিয়মকানুন বানাচ্ছে তাতে করে সংস্থাটিই এখন বৈশ্বিক অসমতা সৃষ্টি ও ভণ্ডামির প্রতীক (symbol) হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে; বিশ্বায়নের বিধি-বিধান যেভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে তাতে উন্নত বিশ্বের শিল্প পণ্য উন্নয়নশীল দেশে অবাধে ঢুকবে অথচ উন্নয়নশীল বিশ্বে উৎপাদিত পণ্য (বস্ত্র-সুতা-কৃষিজাত) অবাধে উন্নত বিশ্বে ঢুকতে পারবে না; বিশ্বায়নের আওতায় মেধাস্বত্ব আইন (intellectual property right) আসলে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি (intellectual fraud)। এসব কারণেই স্টিগলিজ বলছেন বিশ্বায়ন বাস্তবায়নে যে ধরনের ব্যবস্থাপনা চলছে (managing globalization অর্থে) তা পরিবর্তিত না হলে উন্নয়ন তো হবেই না বরঞ্চ দারিদ্র্য ও অস্থিতিশীলতা বাড়তে থাকবে; প্রয়োজন সেই সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার যারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শাসকের ভূমিকা পালন করছে এবং সে সংস্কারে বিশ্বায়নের মানবকল্যাণকামী সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে (বলা হচ্ছে 'institute a more humane process of globalization' এর কথা)।[৩৫] আর নোয়াম চমস্কি সোজাসুজি বলছেন "বিশ্বায়ন ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবে এবং বিশ্বে অর্থনৈতিক বিভাজন সম্প্রসারিত করবে।[৩৬]

বিশ্বায়নের অর্থ যদি উদারীকরণের নামে পুঁজি ও বাণিজ্যের অবাধ বিচরণ হয় সেক্ষেত্রে সবার চিন্তা উদ্রেকের জন্য 'গ্লোবালাইজেশন' বা বিশ্বায়ন নিয়ে একটা যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। ধনী বিশ্বের বিশ্বায়ন গুরুরা এ প্রশ্নটি ভয় করেন। বিশ্বায়নের আওতায় এখন পর্যন্ত মোটামুটি বিশ্বায়িত হবার প্রক্রিয়ায় আছে বাণিজ্যের বিশ্বায়ন (trade globalization)। যেখানে মূল কথা 'movement of goods is a substitute for the movement of people'[৩৭]। পুঁজির অবাধ চলাচল আর সেই সাথে স্বল্প ট্যারিফের ফলে শিল্প-কারখানাসহ ফার্ম তার শ্রমিককে বলতেই পারে যে যদি আমার শর্তে

[৩৫] বিস্তারিত দেখুন, Stiglitz, Joseph. E, 2002. Globalization and Its Discontents, pp. 244-252.

[৩৬] Noam Chomsky, 2003. Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, p. 230.

[৩৭] Stiglitz, Joseph. E, 2013. The Price of Inequality, pp. 6-7.

অর্থাৎ আমার নির্ধারিত স্বল্প মজুরিতে এবং কর্ম পরিবেশ যা আছে তা মেনে নিয়ে কাজ না করতে চাও তাহলে আমি আমার কারখানা সরিয়ে ফেলবো, প্রয়োজনে অন্য দেশে নিয়ে যাবো– অর্থাৎ উন্নত দেশে শ্রমিকের মজুরিসহ কর্ম পরিবেশ নিয়ে দরকষাকষির সুযোগ নেই, আর সে কারণেই ধনী দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আসলেই নেই বললেই চলে। এখন আসা যাক ঐ প্রশ্নে যা ধনীদেশের বিশ্বায়নপন্থীরা ভয় পান। প্রশ্নটি সহজ: ধরুন আগামীকাল থেকে বিশ্বে যদি পুঁজির অবাধ চলাচল বন্ধ হয়ে শ্রমের অবাধ চলাচল পদ্ধতি চালু হয়ে যায় তাহলে বিশ্বের অর্থনীতির চেহারাটা কি হবে? কেমন রূপ নেবে? সেক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ আরো আরো শ্রমিক পাবার প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হবে। আর তাইই যদি হয় তা হলে যে শ্রমিকদের আমদানি করা হবে তাদের আকর্ষিত করার স্বার্থে পুঁজিপতিকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে হবে: তোমাদের মজুরি ভাল দেয়া হবে, তোমাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ভাল স্কুলের ব্যবস্থা করা হবে, তোমাদের মজুরি থেকে খুবই স্বল্পমাত্রায় আয়কর কাটা হবে। আর এ সিদ্ধান্ত যদি নেয়াই হয় সেক্ষেত্রে পুঁজির উপর উচ্চ হারে কর বসাতে হবে। জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন বর্তমান বিশ্বটা এরকম নয়, এবং অংশত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের rent seeker ১ শতাংশ পরজীবীরা এমনটা চাইতে পারে না (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭)।

বিশ্বায়নের যুগে বৈশ্বিক অর্থনীতির দৃশ্যপট এখন যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা থেকে সহজেই অনুমেয়: চিরাচরিত-প্রচলিত (traditional) চিন্তা দিয়ে হবে না; ঐ পথে হেঁটে লাভ হবে না; লাভ হবে নব্য-উদারবাদীদের কথা না শুনলে– আর শুনলে ক্ষতি গুণিতক হারে বাড়তেই থাকবে; লাভ হবে না এ কারণেও যে ধনী দেশ তাদের নিজ দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফলাফল বিচার না করেই স্বল্পন্নোত দেশগুলোকে তাদের পরীক্ষাগার (field of experiment অর্থে) ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে।[৩৮] আর ধনী বিশ্বের অনুকরণ করে লাভ হবে না কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই তো rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থ সে দেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়িয়েছে।

উপসংহার

আজকের উন্নত দেশসমূহ অতীতে তাদের নিজেদের অর্থনীতির উন্নয়নে কখনও নব্য-উদারবাদী মতবাদ গ্রহণ করেনি, বিপরীতে নিরঙ্কুশ সংরক্ষণবাদী নীতি (absolute protectionist policies) অবলম্বনে তারা উন্নয়নের আজকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ঐ সব দেশ এখনও বিভিন্ন নামে নিজ দেশে সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশল চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এখন একমেরুর অসম প্রতিযোগিতার (non level playing field) বিশ্বে তারাই তাদের স্ব-স্বার্থ সংরক্ষণ ও তা বিকাশে অন্যদের (যারা স্বল্পোন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নকারী) বাধ্য করছে যা তারা নিজেরা গ্রহণ করে নি, যা তারা নিজেরা মেনে চলে নি। সাম্রাজ্যবাদী ধনী বিশ্ব স্বল্পোন্নত, উন্নয়নকামী বিশ্বকে মুক্তবাজার, অবাধ বাণিজ্য, মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টা (laissez faire, laissez passer), পুঁজির অবাধ চলাচল মানতে বাধ্য করছে এবং সে লক্ষ্যে এখন তারা বৈশ্বিক অর্থনীতির বাজার বিধি, ব্যবসায় বাণিজ্য বিধি সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে প্রণয়ন করছে এবং দরিদ্র বিশ্বের দারিদ্র্যের সুযোগে তাদের এসব মানার সবক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, করছে, করবে।

[৩৮] বিস্তারিত দেখুন, Piketty, Thomas. 2014. Capital in the Twenty-First Century. pp. 471-492.

উল্লিখিত কারণেই নব্য-উদারতাবাদী অর্থনীতি শাস্ত্রকে নির্দ্বিধায় পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসত্বের উলঙ্গ দর্শন হিসেবে অভিহিত করলে আদৌ কোন অত্যুক্তি হবে না। নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি শাস্ত্র এবং তার প্রায়োগিক বিধি-বিধান অর্থনীতি শাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্যই' শুধু নয় 'দর্শনের চরম দারিদ্র্য' বৈ কিছু নয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ জরুরি। যত দ্রুত ততই মঙ্গল। অন্যথায় যারা এ দর্শনের বিক্রেতা সরবরাহকারী (ধনী দেশ) এবং যারা এ দর্শনের ক্রেতা-ভুক্তভোগী ভোক্তা (দরিদ্র দেশ) দীর্ঘমেয়াদে উভয়েরই ক্ষতি-বিপর্যয় অনিষ্ট।

এ বিপর্যয় রোধে অর্থনীতি শাস্ত্রের কাজ হবে আধুনিক অসম বিশ্বের রাজনৈতিক-অথনীতির অন্তর্নিহিত নিয়ামক বিষয়াদির বস্তুনিষ্ঠ নির্মোহ বিশ্লেষণপূর্বক "নূতন এক একীভূত অর্থশাস্ত্র" বিনির্মাণ করে তারই ভিত্তিতে "নূতন মানবিক উন্নয়ন দর্শন বিনির্মাণ করা যার কার্যকর প্রয়োগ ধনী দেশের ক্রমবর্দ্ধমান বৈসম্য-অসমতা রোধ করতে সক্ষম হবে এবং একই সাথে যা দরিদ্র দেশের মানবিক উন্নয়ন (humane development) প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে। এ দর্শনের ভিত্তি হতে হবে 'বৈশ্বিক লাভ', 'বৈশ্বিক প্রগতি'। বিষয়টি অর্থনৈতিক, তবে সমাধান রাজনৈতিক। যেহেতু মানুষের বিবর্তনে ৯৯ শতাংশ সময় কেটেছে সমতা ভিত্তিক সমাজিক কাঠামোতে, যেহেতু মানুষ যে অর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বাস করে তা স্থির-অনড় নয় নিয়ত পরিবর্তনশীল, যেহেতু বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ মানুষকে উত্তরোত্তর অধিক হারে আলোকিত করতে থাকবে, এবং যেহেতু উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ককে পাল্টে দেবে সেহেতু প্রাকৃতিক কারণেই মানব কল্যাণকামী এ সমাধান হবে— ব্যাপারটি সময়ের। আর আমাদের কাজ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশ ইতিহাস সংশ্লিষ্ট দর্শন সহায়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থসমূহ

বারকাত, আবুল. (২০১৪), "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতাঃ একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে" *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "লোকবক্তৃতা ২০১৪", ২২ মার্চ ২০১৪ (৮ চৈত্র ১৪২০)*, সিনেট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বারকাত, আবুল. (২০১২ক), 'বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি', জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, জাহানারা ইমাম স্মরণসভা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ডব্লিউভিএ মিলনায়তন, ঢাকাঃ ২৬ জুন ২০১২।

বারকাত, আবুল. (২০১২খ), শাহ এএমএস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা-২০১২, 'বাংলাদেশে দারিদ্র্য চিন্তাঃ ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট', বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ঢাকাঃ ২৭ জানুয়ারী ২০১২, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

বারকাত, আবুল. (২০০৬). 'একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তাঃ বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি', বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, আঞ্চলিক সেমিনার, রাজশাহীঃ ১৫ জুলাই ২০০৬।

বারকাত, আবুল. (১৯৮৫). বিশ্ববীক্ষার বিষয়ঃ সম্পাদকের বক্তব্য। আবু মাহমুদ রচিত *মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, ১ম সংস্করণ, খণ্ড ১*. ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি।

মার্কস, কার্ল. (১৯৮৮). *পুঁজি.* খণ্ড ১, অংশ ১। মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশন।

ফাসফেল্ড, ড্যানিয়েল. (১৯৯১).*অর্থনীতিবিদদের যুগ.* (বঙ্গানুবাদ, ড. আবদুল্লাহ ফারুক. ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি)।

ARROW, K. J. (2008). Arrow's theorem. In: Durlauf, S. N. and Blume, L. E. *The new Palgrave dictionary of economics (8 volume set)* (2nd ed.).Basingstoke, Hampshire New York: Palgrave Macmillan.

ARROW, K. J. and DEBREU, G. (2001). *Landmark papers in general equilibrium theory, social choice and welfare*. Cheltenham, UK Northampton, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing.

ARROW, K.J. (1983). *Collected papers of Kenneth J. Arrow*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

ARROW, K. J. (1984). *Collected papers of Kenneth J. Arrow, volume 4: the economics of information*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.

ARROW, K. J. (1985a). *Collected papers of Kenneth J. Arrow, volume 5: production and capital*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.

ARROW, K.J. (1985b). *Collected papers of Kenneth J. Arrow, volume 6: applied economics*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.

ARROW, K.J. (1974). *The limits of organization*. New York: Norton.

ARROW, K. J. (1970). *Essays in the theory of risk-bearing*. Amsterdam: North-Holland Pub. Co.

ARROW, K.J. (1968). Economic equilibrium. In: Merton, Robert K. and Sills, David L.(ed.) *International encyclopedia of the social sciences (vol. 4)*. London and New York: Macmillan and the Free Press.

ARROW, K.J., SUPPES, P. AND KARLIN, S. (1960). *Mathematical models in the social sciences, 1959: Proceedings of the first Stanford symposium*. Stanford, California: Stanford University Press.

ARROW, K.J. (1959). Functions of a theory of behavior under uncertainty. *Metroeconomica*. 11(1-2). pp.12-20.

ARROW, K. J. and Hurwicz, L. (1953). *Hurwicz's optimality criterion for decision making under ignorance*. Technical Report 6. Stanford University.

ARROW, K. J.(1951). *Social choice and individual values*. New York: John Wiley & Sons, Inc ; London: Chapman & Hall.

BARKAT, A. (2005). *Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh.* Sida and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm. March 2005. Sweden: Sida and FÖreningen for SUS.

BELL, JOHN F. (1967). *A History of Economic Thought.* Second edition. New York: The Ronald Press Company.

BENTHAM, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*. London: T. Payne.

BENTHAM, JEREMY. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. 1stedition. Oxford: Clarendon Press.

BLAUG, MARK. (1968). *Economic Theory in Retrospect*. Heinemann Educational Publishers; 2nd Revised edition.

BLOMGREN, ANNA-MARIA. (1997). Nyliberal politisk filosofi. En kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek. Nora: Bokforlaget Nya Doxa.

CHANG, HA-JOON. (2008). *Bad Samaritans: The Myth of Free Tread and the Secret History of Capitalism.* NY: Bloomsburg Press.

CHANG, HA-JOON and GRABEL, ILENE. (2005). *Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual*. Zed Books Ltd.

CHARLES GIDE and CHARLES RIST. (1948).*A History of Economic Doctrine*. George G. Harrap& Co Ltd; 2nd Edition.

CHOMSKY, N. (2003). *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance.*London: Penguin Books.

CHOMSKY, N. (2005). *Imperial Ambitions*. London: Penguin Books.

CHOMSKY, N. (2006). *Failed States: The Abuse of Power and The Assault on Democracy.* London: Penguin Books.

CHOMSKY, N. (2007). *Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World.*New Delhi: Viva Books Private Limited.

COHEN, JOEL. E. (1996). *How Many People Can the Earth Support*.W.W. Norton & Company.

COMMONS, JOHN R. (1899). *Theory of the Labour Class.*

DEANE, PHYLLIS. (1978). *The Evolution of Economic Ideas*.Cambridge University Press, Oct 5, 1978.

DOBB, MAURICE. (1973). *Theories of Value and Distribution since Adam Smith: Ideology and Economic Theory*. Cambridge University Press, 1973.

ENGELS, F. (1972). *The Origin of the Family, Private Property and the State* .New York : Pathfinder

FOURIER, C. (1971). *Design for utopia*. New York: Schocken Books.

FOURIER, C. and POSTER, M. (1971). *Harmonian man*. Garden City, N.Y.: Doubleday.

FRIEDMAN, M., SAVAGE, L. AND BECKER, G. (2007). *Milton Friedman on economics*. Chicago: University of Chicago Press.

FRIEDMAN, M. (1991). Quantity Theory of Money. In: Eatwell, J., Milgate, M. and Newman, P. *The New Palgrave*. New York: Norton.

FRIEDMAN, M. and LEUBE,KURT R. (1987).*The Essence of Friedman.* Stanford, Calif: Hoover Institution Press.

FRIEDMAN, M. and FRIEDMAN, ROSE D. (1980). *Free to Choose*. New York: Harcourt Brace Jovanvich.

FRIEDMAN, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. *Journal of Political Economy*. 85.

FRIEDMAN, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.

FUSFELD, DANIEL R. (1972). The Rise of the Corporate State in America.*Journal of Economic Issues*.

FUSFELD, DANIEL. R. (1982).*The Age of the Economist*. Scott, Foresman and Company.

GIDDENS, A. (2003). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. N.Y: Routledge.

GRAY, A. (1931; 1961). *The Development of Economic Doctrine: An Introductory Survey*. London: Longmans, Green.

HALEVY, E. (1952). *The Growth of Philosophic Radicalism*. Reprinted. Trans. Morris, M. London: Faber and Gwyer.

HARVEY, D. (2009*). Reshaping Economic Geography: The World Development Report 2009***.** The Hague: Institute of Social Studies.

HARVEY, D. (2007). *A Brief History of Neoliberalism.*Oxford: Oxford University Press

HARVEY, D. (2006). *Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development.* London: Verso.

HARVEY, DAVID. (2005). *A Brief History of Neoliberalism.* Oxford: Oxford University

HARVEY, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

HARVEY, D. (1996). *Justice, nature, and the geography of difference*. Cambridge, Mass.: Blackwell Publishers.

HARVEY, D. (1982). *The limits to capital*. Chicago: University of Chicago Press.

HAYEK, F. A. and HAMOWY, R. (2011). *The constitution of liberty*. Chicago: University of Chicago Press.

HAYEK, F.A and KLEIN, P. (1992). *The fortunes of liberalism*. Chicago: University of Chicago Press.

HAYEK, F. A. (1973). *Law, Legislation and Liberty: A new Statement of the Liberal Principles and Political Economy.Volume 1: Rules and Order*. London: Routledge.

HAYEK, F.A. (1944). *The Road to Serfdom.* Chicago: University of Chicago press.

HEGEL, G. W. F. (1962). *Lectures on the philosophy of religion*. London: Routledge & Kegan Paul.

HEGEL, G. W. F. and SIBREE, J. (1902). *Lectures on the philosophy of history*. London: G. Bell and Sons.

HEGEL, G.W. F. (1894). *Lectures on the Philosophy of History*.London: H. G. Bonn.

HUMAN DEVELOPMENT REPORT (2013). *The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World*. New York: UNDP.

HUME, D. (1961). *A treatise of human nature*. Garden City, N.Y.: Doubleday.

HUME, D. (1894). *An enquiry concerning the human understanding*. Oxford: Clarendon Press.

HUME, D. (1752). *Political discourses*. Edinburgh: Printed by R. Fleming, for A. Kincaid and A. Donaldson.

JEVONS, W. S. (1876). The future of political economy. *Forthnightly Review.* 19.

JEVONS, W. S. (1879). Methods of social reform, II: A state parcel post. The Contemporary Review. 34.

JEVONS, W.S. (1866). Brief account of a general mathematical theory of political economy. *Journal of the Royal Stitistical Society.* 29. pp. 282-287.

JEVONS, W. S. (1869). *The substitution of similars, the true principle of reasoning*. London: Macmillan & Co.

JEVONS, W. S. (1883). *Methods of social reform*. London: Macmillan and Co.

JEVONS, WILLIAM S. (1871). The Theory of Political Economy. Reprint. Harmondsworth: Penguin Books.

JEVONS, WILLIAM S. (1866). The Coal Question. 2d ed. London: Macmillan. Available online at: http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnCQ.html.

KAPLAN, S. (1976). *Bread, politics and political economy in the reign of Louis XV*. The Hague: Martinus Nijhoff.

KEYNES, J. M. (1965). *A Treatise on money*. New York: Harcourt, Brace and company.

KEYNES, J. M. (1956). *Essays and Sketches in Biography*. New York: Meridian Books.

KEYNES, J. M. (1940). *How to pay for the war, a radical plan for the chancellor of the exchequer*. London: Macmillan.

KEYNES, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money.* London: Macmillan and Co.

KEYNES, J. M. (1931). The End of the Gold Standard .*Sunday Express,* 27 Septemper 1931.KEYNES, J. M. (1920). *The Economic Consequences of the Peace*. New York: Harcourt, Brace, and Howe.

KEYNES, J.M. (1926). *The end of laissez-faire*. London: L. & Virginia Woolf.

KEYNES, J. M. (1920). *The economic consequences of the peace*. New York: Harcourt, Brace and Howe.

KEYNES, J. M. (1915). The Economics of War in Germany. *The Economic Journal*, 25(99), p.443.

KRUGMAN, P. (2013). *End This Depression Now*. W.W. Norton & Company, Inc.

KRUGMAN, P. (2012). *End this depression now!*. New York: W.W. Norton & Co.

KRUGMAN, P., WELLS, R. and GRADDY, K. (2008). *Economics*. New York]: Worth Publishers.

KRUGMAN, P. (2007). *The conscience of a liberal*. New York: W.W. Norton & Co.

KRUGMAN, P. (1994). *Peddling prosperity*. New York: W.W. Norton.

KUAN, L. Y. (2000). *From Third World to First,The Singapore Story: 1965-2000*. Marshall Cavendish Editions.

LETWIN, W. (1963). *The Origins of Scientific Economics: English Economic Thought, 1660-177*.Methuen & Co., 1963.

LOCKE, J. (1990). Questions Concerning the Law of Nature. In: Robert Horwitz et al. *Questions Concerning the Law of Nature.* Ithaca: Cornell University Press.

LOCKE, J. (1969). *Two Treatises of Government.* London: C. and J. Rivington.

LOCKE, J. (1692). *Some considerations of the consequences of the lowering of interest, and raising the value of money*. London: Printed for Awnsham and John Churchill

MALTHUS T.R. (1959). *Population: The First Essay*. The University of Michigan Press, Ann Arbor Books

MALTHUS, T. (1951). *Principles of political economy.* New York: Kelley. MALTHUS, T. (1824). Political economy. *Quarterly Review* 30 (60). pp. 297–334.

MALTHUS, T. (1817). *An Essay On The Principle Of Population; Or A View Of Its Past And Present Effects On Human Happiness; With An Inquiry Into Our Prospects Respecting The Future Removal Or Mitigation Of The Evils Which It Occasions*. London: Cllowes.

MALTHUS T.R. (1798a). *An Essay on the Principle of Population*. Reprint.Oxford World's Classics.

MALTHUS, T. et al. (1798b). *An Essay on the Principle of Population, as it affects the future improvement of Society; with remarks on the speculations of W. Godwin, M. Condorcet and other writers.* London: Anonymous.

MANDEVILLE, B. (1962). *The Fable of the Bees*. Capricorn Books.

MANDEVILLE, B. (1733). *The fable of the bees*. London: Printed and sold by J. Roberts.

MANDEVILLE, B. (1732). *An enquiry into the origin of honour, and the usefulness of Christianity in war. By the author of The fable of the bees*. London: Printed for John Brotherton.

MARX, K. and ENGELS, F. (1848). *The Communist Manifesto*. New York: Penguin group.

MARX, K. (1872). *Das Capital.*Hamburg: Otto Meissner.

MARX, K. (1867). *A Critique of Political Economy*. Reprinted.New York: Penguin Books.

MENGER, K. (1979). *Selected papers in logic and foundations, didactics, economics*. Dordrecht: D. Reidel Pub. Co.

MENGER, K. (1973). Austrian Marginalism and Mathematical Economics. In: Hicks, J. R. and Weber, W.(eds) *Carl Menger and the Austrian School of Economics.* Oxford: Oxford University Press.

MENGER, K. (1967). The Role of Uncertainty in Economics. In: Shubik, M. (ed.) *Essays in Mathematical Economics in Honor of O. Morgenstern*. Princeton: W. Schoellenkopf and W. G. Mellon.

MENGER, K. (1938). An Exact Theory of Social Groups and Relations. *American Journal of Sociology* . 43. pp. 790-798.

MENZER, C. (1871). *Principles of Economics*. New York: New York University Press.

MICHAEL ST. J. P. (1954). *The Life of John Stuart Mill*. London: Secker & Warburg, GB (1954); New York: MacMillan.

MILL,J. S. (1848), *Principles of Political Economy* London: Longmans, Green and Co.

MISES, LUDWIG von. (1960; 1976). *Epistemological Problems of Economics*.New York: New York University Press.

MISES, LUDWIG von. (1957; 1969). *Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution*. New Rochelle, N.Y.: Arlington House.

MISES, LUDWIG von. (1949; 1966). *Human Action: A Treatise on Economics*. Chicago: Henry Regnery.

MITCHELL, C.WESLEY. (1966). *Lecture Notes on Types of Economic Theory*.New York, A. M. Kelley, 1949; monographic text.

MONROE, ARTHUR E. (1945). *Early Economic Thought: Selections from Economic Literature prior to Adam Smith*.Fifth Edition. Cambridge (Mass.): Harvard University Press;

MOORE, T. (1840a). Thoughts on Mischief. *Morning Chronicle,* 2 May 1840.

MOORE, T. (1840b). Religion and Trade. *Morning Chronicle,* 1 June 1840.

MURRAY, R. ([1962/1970] 2004. Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles- Power and Market: Government and the Economy.

NICHOLAS, GEORGESCU R. (1971). *The Entrophy Law and the Economic Process.*

NORTH, D. (1846). *Discourses upon trade*. Edinburgh: A. and C. Black.

NORTH, SIR D. (1691). *Discourses upon Trade*.A Reprint of Economic Tracts in 1907. Baltimore: The Johns Hopkins Press.

OWEN, R. (1813). *A new view of society, or, Essays on the principle of the formation of the human character, and the application of the principle to practice*. London: Printed for Cadell and Davies.

OWEN, R. and CLAEYS, G. (1993). *Selected works of Robert Owen*. London: W. Pickering.

OWEN, R. M. (1813).*A New View of Society*.University of Michigan.

PERKINS, J. (2006). *Confessions of An Economic Hit Man. The shocking inside story of how America REALLY took over the world*.Lodon: Ebury Press.

PETTY, W. (1691). *The Political Anatomy of Ireland.*

PETTY, W. (1690). *Political Arithmetic, etc.* Calvel.

PETTY, W. (1679). *A treatise of taxes and contributions*. London: Printed for Obadiah Blagrave.

PETTY, W. (1662). *A Treatise on Taxes and Contributions*. London: Obadiah Blagrave.

PHILLIPS, W.A. (1958). The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the U.K. 1861-1967". *Economics*. 25.

PIERO, S. (1955). The Works and Correspondence of David Ricardo: Biographical Miscellany. Cambridge: Cambridge University Press, 1955.

PIKETTY, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. The Belknap Press of Harvard University.

PLATO. (2000). *The republic*. (Ferrari, G. and Griffith, T. Trans.) Cambridge: Cambridge UniversityPress.

POLANYI, K. (1944). (published paperback 1957). *The Great Transformation*. New York: Farrar & Rinehart, inc.

QUESNAY, F. (1758). Tableau économique.Akademie-Verlag, 1965; Free Press, 1817.

RAE, J. (1895). *Life of Adam Smith*. New York: Kelley.

RAGHURAM, G. RAJAN. (2010). *Fault Lines: How Hidden Fractures still Threaten the World Economy.* Princeton University Press.

RICARDO, D. (1911). *On the principles of political economy and taxation*. London : J. M. Dent & sons, ltd.

RICARDO, D. (1817).*On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.

RIMA, IRENE H. (1972). *Development of Economic Analysis. The Irwin series in economics*. Revised edition.

ROLL, E. (1956). *A History of Economic Thought*.Thirdedition.NJ: Prentice-Hall Englewood Cliffs.

SAAD-FILHO, A. and JOHNSTON, D. (2005). Introduction.In: Saad-Filho,A.& JohnstonD. (eds). *Neoliberalism – A Critical Reader*.

SAAD-FILHO, A. and JOHNSTON,D. (2005). *Neoliberalism – A Critical Reader.* London: Pluto Press.

SACHS, J. (2012). *The Price of Civilization: Reawakening Virtue and Prosperity after the Economic Fall.*London: Vintage Books.

SAMUELSON, P. and BARNETT, W. (2007). *Inside the economist's mind*. Malden, MA: Blackwell Pub.

SARGENT, THOMAS J. and WALLANCE, N. (1976). Rational Expectations and the Theory of Economic Policy.*Journal of Monetary Economics.* 2.

SAY, JEAN-BAPTISTE. (1880; 1971). *A Treatise on Political Economy: or the Production, Distribution and Consumption of Wealth.* New York: Augustus M. Kelley.

SAY, JEAN-BAPTISTE. (1936). *Letters to Thomas Robert Malthus on political economy and stagnation of commerce*. London: G. Harding's Bookshop Ltd.

SCHUMPETER, JOSEPH. A. (1954). *A History of Economic Analysis*. New York: Oxford University Press.

SEN, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, Inc.

SMITH, A. (1759). *The theory of moral sentiments*. London: A. Miller.

SMITH, A. (1776). *The Wealth of Nations.* London : J.M. Dent & Sons ; New York : E.P. Dutton.

SPENCER, H. (1864). The survival of the Fittest.In:SPENCER, H *The Principles of Biology*. London:Williams and Norgate.

STARK, WERNER. (1944). *The Ideal Foundations of Economic Thought: Three essays on the philosophy of economics (Ed. Mannheim, Karl.).*First Edition.Oxford University Press.

STIGLITZ, JOSEPH. E. (2013). *The Price of Inequality*. Penguin Books.

STIGLITZ, JOSEPH. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. Penguin Books.

TAWNY, RICHARD H. (1947). *Religion and the Rise of Capitalism*. New York: Harcourt,Brace in.

TOMMASO, CAMPANELLA. (1623). *The City of the Sun (Alternate titles: "La città del sole"; Latin: Civitas Solis)*. Create Space Independent Publishing Platform (14 Jan 2013).

TURGOT, A. (1795). *Reflections on the formation and distribution of wealth*. London: Printed by E. Spragg.

TURGOT, A. and GROENEWEGEN, P. (1977). *The economics of A.R.J. Turgot*. The Hague: Martinus Nijhoff.

TURGOT, A. and MEEK, R. (1973). *Turgot on progress, sociology and economics*. Cambridge [England]: University Press.

VEBLEN,T. (1904). *The Theory of Business Enterprise*. Reprint edition. New York: Charles Scribner's Sons.

VEBLEN, T. (1954). The Theory of the Leisure Class. New York: Macmillan,. 1899. New York: New American Library, Mentor Edition.

VEBLEN, THORSTEIN (1934; 1899). *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. Introduction by Stuart Chase.* New York: The Modern Library.

WALRAS, L. AND JAFFÉ, W. (1965). *Correspondence of Léon Walras and related papers*. Amsterdam: North-Holland Pub. Co.

WILLIAMSON., J. (1990a). What Washington Means by Policy Reform.In: Williamson, J. (ed). *Latin American Adjustment: How much Has Happened*. Washington, DC: Institute for International Economics.

WILLIAMSON., J. (1990b). What Washington Means by Policy Reform In: Williamson, J. (ed). *Latin American Adjustment: How much Has Happened*.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp.115-138
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Economic Globalization and Income Inequality in Bangladesh

KAZI MOSTAFA ARIF*
A. S. M. SAEDUZZAMAN**

Abstract *The impact of economic globalization on macroeconomic variables has become an issue of significant academic interest. From one point of view, economic globalization is considered to promote economic growth and social stability, while from an alternate viewpoint, it is blamed for growing income inequality which in turn increases economic and social instability and hinders economic growth. Income inequality has become an important issue for Bangladesh's economic development in recent years. This study investigates economic globalization as characterized by international trade and foreign direct investment (FDI) flows, foreign aid and remittance inflows to show their impact on income inequality in Bangladesh. The study employs Phillips-Ouliaris Cointegration Test to identify the existence of a long run relationship between the variables. After the application of FMOLS regression analysis, the empirical results show that not all the globalizing factors show unidirectional effect on income inequality in Bangladesh. Increase in foreign trade increases inequality, but increase in FDI and remittance inflow reduces it. Some possible policy choices are also proposed to deal with this issue of income inequality.*

Key Words: *Economic globalization, FMOLS, Income inequality, Gini coefficient, Foreign trade, FDI, Foreign aid, Phillips-Ouliaris cointegration Test, Remittance.*

* Associate Professor Department of Economics, Islamic University, Kushtia.
** M.S.S. Student, Department of Economics, Islamic University, Kushtia.

1. Introduction

Economic globalization and income inequality have been two of the most hotly debated issues in Economics for the last three decades. Economic globalization is expected to enhance economic performance through increasing flows of productive resources and knowledge across the world. Income inequality is expected to hamper economic growth by creating deficiencies in investment, productive capacities and utilization of resources, as well as in the smooth level of consumption. The most important driving forces of economic globalization are trade liberalization, FDI, remittance inflow, foreign aid etc. Trade liberalization leads to higher flows of goods, services, and capital among nations, increasing competitiveness both in the goods and capital markets. Likewise, FDI allows the transfer of production technology particularly in the form of new business establishment. However, in the developing countries, a significant portion of remittance earning is spent for consumption purposes, asset acquisition, investment in trade and business and to finance export payments. Moreover, advanced countries (donor) often aid weaker nations in the form of financial resources, commodities (such as food, military equipment), technical advice and training. The purpose of this aid is to promote economic development in the recipient countries. On the other side, income inequality is the disproportional distribution of income among the people in a country, which is not at all desirable. The addressing issues of income inequality are significant. The existence of the traditions of income redistribution and welfare schemes among countries and societies across the globe indicates that societies do not like income inequality. Many studies have been carried out to address the impact of inequality on economic performance, where most of the studies conclude that income inequality is detrimental to development (Alesina and Rodrik, 1994). Therefore, it is important to study income inequality from the view point of economic globalization not only for its economic and socio-political consequences, but also for its intrinsic value to equity. The economic globalization and income inequality relationship has been discussed by several authors. Findings differ from author to author. Bergh and Nilsson (2010), Thomas Piketty (2014), Feenstra and Hanson (1997), Sala-i-Martin (2002), Slaughter & Swagel, (1997), Ocampo & Martin, (2003), etc., argue that there is a positive relationship between income inequality and economic globalization. However, Adams (2008), Ostry and Berg (2011), Das (2005), Tisdell & Svizzero (2004) argue that economic globalization negatively impacts income inequality.

This paper is organized into ten parts. Following the introduction, second part discusses on the objectives of this paper, third part background. Methodology,

results and interpretations of the findings of the study, recommendations, and conclusions are respectively organized by the subsequent parts.

2. Objectives of the Study

The general objective of this study is to investigate empirically the impact of economic globalization on income distribution in Bangladesh. And our specific objectives are to:

- investigate whether globalization has any significant relationship with income inequality in Bangladesh;
- examine which globalizing factors are responsible for increasing income inequality in Bangladesh;
- examine which globalizing factors are affecting income inequality negatively in the country;
- state some key policy solutions to address the problem of income inequality in Bangladesh.

3. Background

In the early years of the 1970s, Bangladesh pursued an inward-oriented development policy, imposing high tariffs and quota on imports. As a result, export declined drastically. But, in the 1980s Bangladesh shifted its industrialization policy towards export-promotion. The country started providing financial incentives on exportable commodities (in the form of tax exemption). To attract foreign direct investment and promote export, Export Processing Zones (EPZ) were established. Privatization of state owned enterprises started in the early 1970s (Ahmed, 2001). Export composition changed from primary commodities to manufacturing goods (Love and Chandra, 2005). In the following years, imports of capital machinery, intermediate goods and industrial raw materials started rising. With increasing exports and imports the economy of Bangladesh has maintained the GDP growth rate at 5 per cent and above in the past decade or so. Foreign trade was 17.6 percent of GDP in 1990, while in 2002 it rose to around 29.4 percent (World Bank, 2004). In FY 2012-13, total imports and total exports were $34.08 billion and $23.76 billion respectively. The World Bank (Ali, 1981) states that overseas remittances are credited to have brought a favourable balance of payments as well as created a new resource base for the country. If the cost of importing raw material is taken into account, then the net remittances' earnings will be higher than the earnings of the garments sector. In

FY 2001-02, the net earnings from remittances was net US$2.501 billion, whereas the net export earnings from RMG was between US$2.29-2.52 billion in 2003 (Bangladesh Bank, 2014). The contribution of remittance to GDP has grown dramatically, taking off at a meagre 1 percent in 1977-1978 to 5.2 percent in 1982-83. Murshed (2000) finds that an increase in remittance by 1% results in an increase in national income by 3.33%. In Bangladesh, FDI inflow plays an important role in determining the surplus/deficit in the capital and financial account of the BOP statement. The aggregate FDI inflow to Bangladesh was USD 5,510 million over the time period 1998-2007. Of this, equity was 54% ($2,986 million), reinvested earnings 30% ($1,634 million), and intra-company loans constituted 16% ($890 million) (Bangladesh Bank, 2014). Bangladesh has historically run a large trade deficit, financed largely through aid receipts and remittances from workers overseas ("Background Note: Bangladesh", 2008). In 1973, Bangladesh received $1035.2 million as food aid. Within the following two years, food aid doubled, remaining that level up to 1980. The average food aid inflow during the period 1972-1999 accounted for $216 billion. Aid inflows gradually became diversified with increased growth in developmental needs. Bangladesh was committed $42.55 billion up to 30 June 1999 by donor countries and international agencies, which constituted food aid 14.08%, commodity aid 24.42% and project aid 61.50%. Over the years, project aid including technical assistance increased substantially, while the share of food aid and commodity aid declined (Rahman Mahfuzur, 2006).

4. Literature Review

In this section we will review various studies carried out in the relevant field.

The standard Stolper-Samuelson theorem (1941) states that free trade increases income for the abundant factors and reduces income for the scarce factors. Therefore, countries abundant in both physical and human capital (the developed nations) can see a significant improvement in the real and nominal income for the owners of these two factors of production with increasing trade liberation. In other words, income inequality will be increased in the developed countries and the opposite will happen in the developing countries. Some authors find that economic globalization eventually results in a reduction in income inequality in less developed countries and an increase in the advanced developed countries, supporting the Stolper-Samuelson hypothesis. Using the KOF index of globalization and the Fraser index of economic liberalization, Bergh and Nilsson (2010) summarize that the reforms to encourage economic liberalization increase

income inequality in the advanced countries. But for developing and under-developing countries, they find that social globalization is the most crucial factor in increasing income inequality. Social globalization is one of the KOF index components.[1]

Unlike Bergh and Nilsson, Mundell (1957) finds that FDI inflow into developing nations has a remarkable impact on the reduction of inequality levels. FDI leads to a general rise in the amount of capital as it flows mainly from the developed countries to developing countries, increasing the marginal physical product of labour. As a result both the real wages and nominal wages increase, thus income inequality decreases in the developing countries.

On the other hand, Barba Navaretti et al. (1998)[2] argue that it may be more efficient for firms in developing countries to acquire used rather than new machinery in certain instances. In fact, benefits of skill based technology transfer (SBTC) from developed to developing countries are much higher for middle income developing countries than for their low income counterparts. Accordingly, Mescher and Vivarelli (2007) provide similar conclusions. Comparing the middle income and the low income countries they find that the low income countries are not affected by globalization. However, several authors find the existence of empirical evidence that contradicts the Stolper-Samuelon theorem. This kind of evidence we see in the study of Figini and Gorg (1999). These authors affirm that increased penetration of foreign direct investment widens the gap of inequality in the developing countries. The multinational companies outsource their activities relying heavily on low skilled and cheap labour. They introduce new technologies that didn’t exist previously in the developing economies. A high demand for highly skilled workers to cope with the new technologies arises initially, leading to an increase in their wage levels, and thus creating income disparity between high skilled and low skilled workers. But in the later phases, previously unskilled or low-skilled workers become skilled themselves due to the experience gained with the use of the new technologies (learning by doing), resulting in a decrease of wage inequalities. Conducting a study on Ireland they find evidence on this, noting that there is a Kuznet’s inverted-U shaped relationship between wage inequality and FDI inflows.

---

1 KOF measures globalization on three dimensions: Economic, Social & Political. Web address: http://globalization.kof.ethz.ch/

2 These findings are consistent with Berman (2000) who found most high and middle-income countries showed symptoms of skill-biased technological change in the 1980s; while no results emerged for the low income group of countries.

In contrast to the view of the neoclassical theory, the dependency theory argues that dependency of the developing countries on the advanced countries harms the former economically and socially, especially in the long run (Firebaugh and Beck, 1994; Stringer, 2006). This theory further argues that dependency on international trade and FDI inflows creates and maintains this dependency. Major proponents of this school of thought argue that FDI inflow into the developing countries creates disparities and dualism in economies and productive structures, and thereby hampers economic growth and increases income inequality. For instance, the multinational companies create highly capital intensive export sectors in the developing countries. They operate their business worldwide staying away and utilizing most of the resources, the existing capital and credit of these economies. But they repatriate most of the profits and wealth earned in these economies. Besides this, the penetration of FDI in the local communities tends to produce and maintain local elites whose main function is to ensure the best interests of multinational companies (Firebaugh and Beck, 1994; Stringer, 2006).

Contradicting the view of Stolper-Samuelson theorem, Barro (2000) argues that: "the standard theory seems to conflict with the concerns expressed in the ongoing popular debate about globalisation. The general notion is that an expansion of international openness (…) will benefit most the domestic residents who are already relatively well off" (p. 27). Further, Feenstra and Hanson (1997) present a similar conclusion, but in a slightly different manner. Examining the impact of foreign direct investment (FDI) on the share of skilled labour in total wages in Mexico using state-level data on two-digit industries from the Industrial Census for the period 1975 to 1988, they argue that rising wage inequality in Mexico has a link to capital inflows from abroad. The effect of these capital inflows shifts production in Mexico towards relatively skilled labour-intensive goods, thereby increasing the relative demand for skilled labour. As a result, it is inevitable that this increased demand for skilled labour will lead to inequality between highly skilled workers and the least qualified, as the former attracts huge wages compared to what the latter earns as salary. This is clearly evident in the Mexico case. The relative wages earned by the unskilled workforce is deteriorated in the country which therefore means that inequality is increased.

Some studies show that there is no correlation (or very little correlation i.e., insignificant correlation) between economic globalization and income distribution disparity. As Edwards (1997) concludes-"for the developing countries, there is no evidence linking openness or trade liberalization to increases in inequality" (p. 209). But David Dollar (2001) presents a somewhat different argument. He argues that, though economic globalization lowers between-nation income inequality, it

has hardly any real effect on within-nation income inequality. He states that poverty and income inequality are interconnected. As poverty level is decreasing in the globalizing developing countries, correspondingly income inequality level is also decreasing. In another study, Dollar and Kraay (2001) propose that, on average poorer households should benefit proportionally as much from trade and openness as other households. If this is the case, then every household of a country will benefit equally from globalization and it cannot increase income inequality within that country. In the same manner, Li, Squire, and Zou (1998) find that income inequality across countries varies greatly, but income inequality within countries remains relatively stable. They assert that a country's economic policy is controlled by the rich to an extent that allows them to preserve their privileged position, while the poor, faced with the brunt of capital market imperfections, cannot acquire enough capital to change their position in the distribution of income.

There is some evidence in the literature that to some extent economic globalization increases the severity of income inequality: According to Cornia (1999), globalization has a positive link with income inequality and the production outsourcing processes. He mentions that globalization increases disparity in income levels between individuals in various regions. A similar conclusion can be derived from the empirical findings by Sala-i-Martin (2002). He finds that the within-country income inequality is rising. He further finds that within-nation income inequality accounts for a small portion of total income inequality, so a little increase in the within-nation inequality cannot significantly reduce between-nation inequality. Sala-i-Martin uses the Gini Coefficient, the variance of log-income, two Atkinson's Indices and three Generalized Entropy Indices to prove his argument. He does not think that a rise in income inequality is always a bad side of globalization. And finally, some authors state that globalization does not affect income distribution at all. For example, Mahler et al. (1999) and Mah (2003) do not find any statistically significant relationship between FDI inflow and income inequality in the developing economies.

A number of empirical research studies have been conducted to investigate the nexus between economic globalization and income inequality in the developing countries. Of these, some are really unique and noteworthy. For instance, using KOF index Bergh and Nilsson (2010) add social and political aspects to economic globalization to explore the economic globalization and income inequality relationship. Figini and Gorg (1999) utilize Kuznet's U-shaped Hypothesis to show the relationship between wage inequality and FDI inflows. Barba Navaretti et al. (1998) use skilled based technological change in this regard. However, none

has taken the impact of other factors of economic globalization on income disparity into account. In the above studies we see that in most of the cases, trade liberalization and FDI inflow proxy for economic globalization. These studies ignore other important factors like foreign aid, remittance inflow etc. Additionally, in most of the cases, the studies are devoted to comparing either the between-country and within-country income inequalities or the developing country and developed country income inequalities. But the findings of these studies comparing presentations of inequalities cannot be used properly by a country in national policy making. For, a country needs more specific information about itself for this purpose; which cannot be obtained from a single study putting together multiple countries at a time. In addition, these comparisons may yield nonsense results as there is a huge problem in Gini Coefficient data on almost every database. Sometimes it needs adjustments to control for differences arising from the concepts measured (income versus consumption), the measure of income (gross versus net), the unit of observation (individual versus households), and the coverage of the survey (national versus sub-national). Besides this, we find no such study which extensively examines the economic globalization and income inequality relationship for a single country. Furthermore, very few studies are conducted on developing countries like Bangladesh in the field of globalization and income inequality. In this field, the more advanced developed and developing countries (for example- USA, India, China, UK, Germany etc.) are given priorities. In this sense these studies fail to fill the gap in the relevant literature.

In our study we examine if Gini Coefficient is affected by foreign trade, foreign aid, FDI, and Remittance inflow in Bangladesh. For this purpose, we collected data on Gini Coefficient from SWIID (Standardized World Income Inequality Database), on trade, aid and remittance inflow from World Bank Development Indicators database, and on FDI from TheGlobalEconomy.com website. These data sources are very reliable. We hope this study will fill the gap we have herein identified in the literature.

5. Methodology

To investigate the impact of economic globalization on income inequality, we specify the following regression model:

$$G_t = \alpha + \beta_1 A_t + \beta_2 F_t + \beta_3 R_t + \beta_4 T_t + u_t \qquad (1)$$

Where,

G = Gini Coefficient;

α = Intercept;
β's = Coefficient of the explanatory variables;
A = Foreign aid;
F = Foreign direct investment;
R = Personal remittance inflow from abroad;
T = Foreign trade;
u = Error term/stochastic term.
t = Time

Here, Gini Coefficient proxies for income inequality and total volume of trade, foreign aid, foreign direct investment and remittance inflow from abroad act as proxy variables for globalization. When the sign of any of the β_4 is positive (negative), increases in the corresponding globalizing factor increases (reduces) income inequality levels. According to the Stolper-Samuelson argument (1941), the sign of is expected to be negative (positive) if the country under investigation is a labour (capital) abundant country. If Mundell's hypothesis (1957) that increase in FDI flows may reduce income inequality holds true, then the sign of β_2 should be negative. But according to the argument made by Feenstra and Hanson (1997), that increased FDI inflows may benefit the skilled labourers more than unskilled labourers, the sign of β_2 should be positive. The sign of β_1 should be negative if increase in foreign aid in the country is effective in helping to reduce income inequality. And finally, if remittance inflow tends to decrease the disparity in the income distribution in Bangladesh then β_3 should be negative and vice versa.

Firstly, we run OLS regression analysis, and then conducted residual diagnostics tests to see whether the error terms -

- serially correlated;
- normally Distributed;
- homoscedastic.

Under OLS regression we then run the CUSUM test to check for any structural break in the variables in the model. As we are dealing with time series data, we need to examine the unit root properties of the variables and we also need to conduct a cointegration test to investigate whether there is any long run relationship between the explained variable and any of the explanatory variables (which may yield spurious/nonsense results).

To test whether the time series are stationary or non-stationary, we used ADF unit root test. As our unit root test suggests that the variables are integrated at different

orders, to test for any long run relationship among the response variable and the predictor variables we resorted our cointegration test to Phillips-Ouliaries Cointegration Test. This test was originally developed by Peter C. B. Phillips and S. Ouliaris (1988). There are other tests for cointegration, namely Engle Granger Cointegration Test and Johansen System Cointegration Test which require that all variables should be non-stationary at levels but stationary at first difference. But for any of the variables cointegrated at order two $I(2)$ or for variables cointegrated at different orders, these tests are no longer appropriate. Furthermore, Johansen System Cointegration Test is designed to estimate a cointegrating relationship among variables in a system of equations. In this case our best option is Phillips Ouliaries Cointegration Test.

Direct application of conventional regression techniques to Equation (1) is not appropriate since most macroeconomic time series variables are non-stationary so as to make conventional hypothesis-testing procedures based on the t, F, and X^2 test statistic unreliable. In the presence of autocorrelation and mixed order of cointegration of the variables, the most appropriate method to estimate the coefficient parameters of explanatory variables of our regression model is FMOLS (Fully Modified Least Squares). Phillips and Hansen (1900) developed the method of FMOLS to provide optimal parameter estimates of the cointegrating regressions. This method modifies least squares taking into consideration of the effects of serial correlation of the residuals and endogeneity in the regressors arising from the existence of a cointegrating relationship. We apply here the FMOLS approach as our regression model suffers from the autocorrelation problem and the variables have different orders of cointegration, i. e., some of the variables are stationary at levels and some are at first difference.

After conducting FMOLS regression, we again conduct residual diagnostics to check the validity of our model. The test for autocorrelation and the test for homoscedasticity are not required at this stage as FMOLS does correct these issues on its own. This time, we only need to check the residual plots to see whether the residuals are normally distributed using the same method applied before. In addition, we use Eviews7 statistical package software for residual diagnostics, CUSUM test, unit root test, cointegration test and FMOLS regression analysis as well as MS-Excel spreadsheet application software for data processing and representation.

6. Results

To test whether our regression model is a best regression model we conduct the following residual diagnostic tests under OLS regression analysis:

- Jarque-Bera Test to determine if the residuals are normally distributed;
- Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test to detect if the residuals are serially correlated;
- Breusch-Pagan-Godfrey Test to if the residuals are homoscedastic.

Figure-1 shows that the Jarque-Bera probability value is 0.662247. This value is more than 5%, so we can not reject the null hypothesis that the residuals are normally distributed.

In Table 6-1, we present the result of the test for autocorrelation of the residuals. Null hypothesis is that the residuals are not serially correlated. In this table we find that the probability value is 0.0116; which is less than 5%. Therefore we

Figure 1: Jarque-Bera Normality Test (OLS)

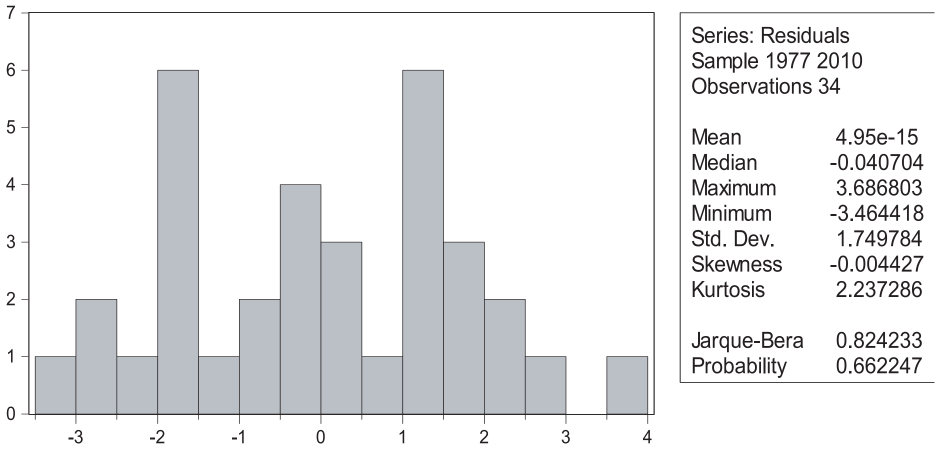

reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis that the residuals are serially correlated.

We present the heteroscedasticity test result in Table 6-2. What we find here is that the probability value of 0.5113 is more than 5%. Therefore we cannot reject the null hypothesis that the residuals are homoscedastic.

So among the three residual diagnostic tests, we fail to meet the one of serial correlation. So our regression model suffers from the problem of autocorrelated error terms.

Table 6-1: Test for Autocorrelation

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	4.797873	Prob. F(2,27)	0.0165
Obs*R-squared	8.915117	Prob. Chi-Square(2)	0.0116

Test Equation:
Dependent Variable: Residual
Method: Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Foreign Aid	-0.384184	0.530922	-0.723617	0.4755
FDI	0.466790	1.595179	0.292625	0.7720
Remittance Inflow	0.195652	0.288630	0.677865	0.5036
Trade	-0.106654	0.117482	-0.907835	0.3720
C	2.944261	3.409214	0.863619	0.3954
Residual (-1)	0.602748	0.194701	3.095762	0.0045
Residual (-2)	-0.162249	0.214489	-0.756443	0.4559

R-squared	0.262209	Mean dependent var	4.95E-15
Adjusted R-squared	0.098256	S.D. dependent var	1.749784
S.E. of regression	1.661598	Akaike info criterion	4.034678
Sum squared resid	74.54453	Schwarz criterion	4.348929
Log likelihood	-61.58952	Hannan-Quinn criter.	4.141846
F-statistic	1.599291	Durbin-Watson stat	1.753991
Prob(F-statistic)	0.185775		

Next we run the CUSUM test to identify if there is any structural break or abrupt change in the variables of the regression model. In Figure-2, the red lines are upper and lower limits of the tests at 5% level of significance. The blue line is CUSUM line. If the CUSUM line is between the red lines of significance, then we cannot reject the null hypothesis that there is no structural break in the model. As in our case, the blue line is within the two red lines, so our model pass the CUSUM test that there is no structural break in the model.

The results of the standard ADF unit-root tests are summarized in Table 6-3. The ADF test results show that for the variables Trade, Foreign Aid and Remittance Inflow, in the level form, the null hypothesis of a unit root cannot be rejected at the conventional significance levels when a constant is included in the test, but the null hypothesis of a unit root is rejected for these variables in first difference form. These results suggest that these time series variables in this study are series, so they are all stationary in the first difference form. So is the variable FDI but only with the inclusion of both the slope and constant. Gini Coefficient is stationary only at level form when a constant is included in the test. In all other cases this variable shows unit root property. When both a constant and a slope are included

Table 6-2: Heteroscedasticity Test of the Residuals

Heteroscedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.775393	Prob. F(4,29)	0.5502
Obs*R-squared	3.284993	Prob. Chi-Square(4)	0.5113
Scaled explained SS	1.478470	Prob. Chi-Square(4)	0.8304

Test Equation:
Dependent Variable: Residual^2
Method: Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.165819	6.078988	1.178785	0.2481
Foreign Aid	-1.162072	0.992841	-1.170452	0.2513
FDI	-0.920483	3.238116	-0.284265	0.7782
Remittance Inflow	-0.467823	0.496809	-0.941656	0.3541
Trade	0.033701	0.198420	0.169845	0.8663
R-squared	0.096617	Mean dependent var		2.971691
Adjusted R-squared	-0.027987	S.D. dependent var		3.355221
S.E. of regression	3.401849	Akaike info criterion		5.421568
Sum squared resid	335.6047	Schwarz criterion		5.646033
Log likelihood	-87.16666	Hannan-Quinn criter.		5.498117
F-statistic	0.775393	Durbin-Watson stat		1.545797
Prob(F-statistic)	0.550204			

in the test, all the variables except Foreign Aid are non-stationary at levels, but at difference form all the variables except Gini Coefficient are of *I* (1) series (stationary). Therefore, we find that the variables show mixed order of integration.

Figure 2: CUSUM test for Change Detection

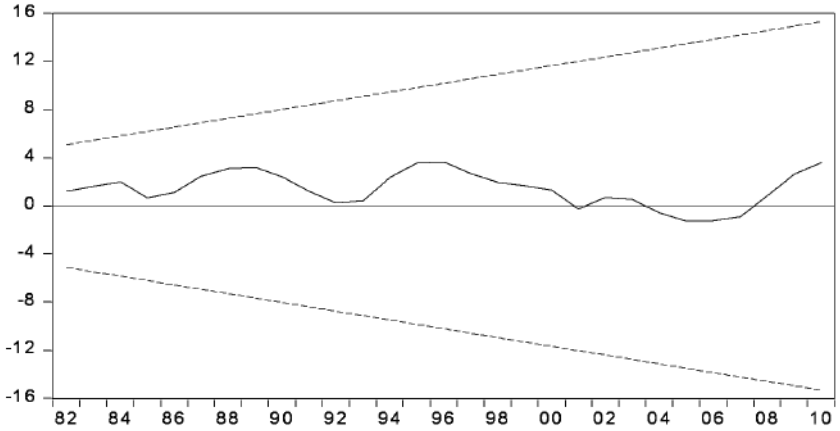

Table 6-3: Results of ADF unit root test

Constant Only	Constant and Slope							
	Levels		1^{st} difference		Levels		1^{st} Difference	
Gini Coefficient	-3.1842**	[1]	-2.28855	[0]	-3.19439	[1]	-2.26437	[0]
Trade	-0.0225	[0]	-5.31712*	[0]	-1.82535	[0]	-5.42921*	[0]
Foreign Aid	-1.13704	[0]	-8.04661*	[0]	-4.25220**	[0]	-7.84897*	[0]
FDI	2.08204	[6]	-0.41116	[7]	1.49192	[7]	-4.74288*	[5]
Remittance Inflow	0.90870	[0]	-4.01387*	[0]	-0.67716	[0]	-4.05464**	[0]

Note: The computed t statistics for variables in levels and in first differences are presented in the Table. ***, **, and * indicate significance at the 10%, 5%, and 1% levels respectively. The numbers in the brackets [ ] are the optimal lags, selected according to the Schwarz selection criterion.

Then we perform Phillips-Ouliaris test for cointegration to investigate the possible ointegrating relationship among the variables and the results are summarized in Table 6-4. In the Table, we find no *P* value falling below or being

Table 6-4 : Phillips-Ouliaris Cointegration Test

Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth)

Dependent	tau-statistic	Prob.*	z-statistic	Prob.*
Gini Coefficient	-3.761099	0.2841	-17.82942	0.3998
Foreign Aid	-3.429011	0.4195	-18.91874	0.3367
FDI -4.489482	0.0953	-22.15525	0.1842	
Remittance Inflow	-3.418567	0.4241	-18.71447	0.3481
Trade	-4.707452	0.0651	-25.61937	0.0826

*MacKinnon (1996) p-values.

Intermediate Results:

	AGN	AID	FDI	REM	TRADE
Rho – 1	-0.556736	-0.477018	-0.743733	-0.562312	-0.767308
Bias corrected Rho - 1 (Rho* - 1)	-0.540286	-0.573295	-0.671371	-0.567105	-0.776345
Rho* S.E.	0.143651	0.167190	0.149543	0.165890	0.164918
Residual variance	2.129187	0.252347	0.025774	0.363700	3.806592
Long-run residual variance	2.028136	0.321571	0.021438	0.367703	3.887315
Long-run residual autocovariance	-0.050526	0.034612	-0.002168	0.002001	0.040361
Bandwidth	NA	NA	NA	NA	NA
Number of observations	33	33	33	33	33
Number of stochastic trends**	5	5	5	5	5

**Number of stochastic trends in asymptotic distribution

Figure 3: Jarque-Bera Normality Test (FMOLS)

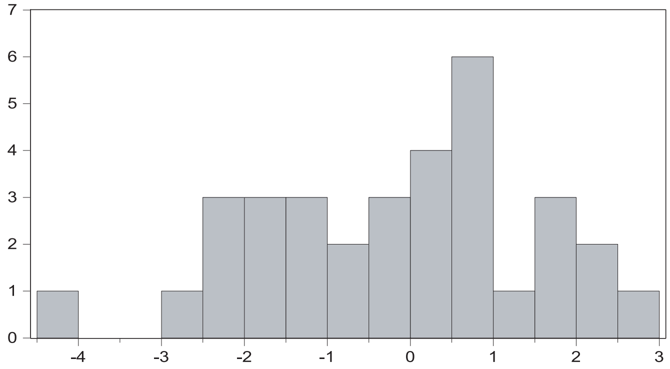

Series: Residuals	
Sample 1978 2010	
Observations 33	
Mean	-0.216442
Median	0.166078
Maximum	2.960354
Minimum	-4.203111
Std. Dev.	1.670106
Skewness	-0.258038
Kurtosis	2.489633
Jarque-Bera	0.724364
Probability	0.696156

equal to 5%. Therefore we cannot reject the null hypothesis that there is no cointegrating relationship among the dependent variable and the independent variables in the regression model.

As our regression model suffers from autocorrelation in the error terms and its variables show differing orders of cointegration, we ran a cointegrating regression analysis using FMOLS (Fully Modified Least Squares) approach. The FMOLS regression results are summarized in Table 6-5. Before looking into Table 6-5, we first look into Figure-3.

Figure-3 presents the required information for checking whether the residuals (which we get after running FMOLS regression analysis) are normally distributed. The figure illustrates that the residuals are normally distributed and we cannot reject the null hypothesis due to P value being greater than 5%. In other words, the residuals show randomness in their distribution. Therefore our model is a valid model.

Now we look into Table 6-5 (the following page). Here we notice that the value of the correlation coefficient R^2 is 0.729249, meaning that the explanatory variables can explain 72.9% of the total variability in the explained variable. This means that there is a strong relationship between the explained variable and the explanatory variables. (R^2 is smaller than the Durbin Watson statistic (1.046200) which is another good sign). Therefore, the hypothesis H_1 of our study "Globalization affects income inequality significantly" is not rejected.

We further find that the P values of the variables Foreign Aid, FDI, Remittance Inflow and Foreign Trade are 0.3904, 0.0251, 0 and 0 respectively. This means that FDI, Remittance Inflow and Foreign Trade have a significance influence on Gini Coefficient as their P values are less than 5%. But Foreign Aid has no

Table 6-5: FMOLS Test

Dependent Variable: Gini Coefficient
Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)
Included observations: 33 after adjustments
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Foreign Aid	-0.485632	0.556682	-0.872368	0.3904
FDI	-4.236372	1.789968	-2.366731	0.0251
Remittance Inflow	-2.225335	0.275901	-8.065707	0.0000
Trade	0.637408	0.109195	5.837351	0.0000
C	31.77445	3.438577	9.240582	0.0000
R-squared	0.729249	Mean dependent var		37.18368
Adjusted R-squared	0.690570	S.D. dependent var		3.469410
S.E. of regression	1.929909	Sum squared resid		104.2873
Durbin-Watson stat	1.046200	Long-run variance		3.446038

significant influence on Gini Coefficient as its P value is more than 5%. Significantly it cannot explain the variability in the Gini Coefficient.

Now the question remains as to which of the variables among FDI, Remittance Inflow and Foreign Trade affect Gini Coefficient positively and which affect it negatively. To answer this question we have to look at the signs of the respective coefficients of these variables. From Table 6-5, we see the values of the coefficients of the variables FDI, Remittance Inflow and Foreign Trade are respectively -3.72, -2.16 and 0.59. These coefficients imply that-

- FDI and Remittance Inflow affect Gini Coefficient negatively. An increase in FDI or in Remittance Inflow or in both reduces the value of Gini Coefficient and vice versa.

This finding leads us to conclude that we reject hypothesis H_3 of our study that "Increase in FDI increases income inequality" and we cannot reject hypothesis H_4 that "Increase in Remittance decreases income inequality".

- Conversely, Foreign Trade and Gini Coefficient have a positive relationship between them. Increase in trade leads to an increase in the value of Gini Coefficient.

Therefore, we cannot reject the hypothesis H_2 that "Increase in trade increases income inequality". Anyway, we reject hypothesis H_5 that "Increase in Foreign

Trade decreases income inequality", as the corresponding P value of Foreign Aid is more than 5% (0.3904 > 0.05).

7. Interpretations

The results we just found provide the answer to our research question, regarding what the impact of economic globalization is on income inequality in Bangladesh. As we know, the value of Gini Coefficient lies between 0 and 1 where 0 means perfect equality and 1 means perfect inequality in income distribution. Therefore the economic interpretation of the result obtained from our regression analysis is that there is a significant relationship between globalization and income inequality in Bangladesh. But we cannot say that all the factors of globalization play a significant role in increasing or decreasing income inequality in the country. As our result suggests-

- An increase in international trade deteriorates income distribution (alternatively it increases income inequality, because it increases the value of Gini Coefficient),
- Contrarily, increase in foreign direct investment and personal remittance inflow into the country improves income distribution (it decreases income inequality) and vice versa.
- But regarding foreign aid what our empirical results suggest is that it does not have any significant influence on increasing or decreasing income inequality in Bangladesh.

It seems quite clear that the findings of our study do not support the neoclassical view regarding the role of international trade (Stolper-Samuelson) that the productivity of labour tends to increase with trade liberalization in developing countries whose labour endowments are abundant (as Bangladesh is considered to be a labour abundant country), which leads to a reduction in wage inequality. But these findings support the Mundell's hypothesis (1957) that the FDI flows from developed countries to developing countries are likely to increase labour productivity and real wage, and thus the FDI flows to developing countries should reduce income inequality.

At the same time, our study findings reject the arguments made by Feenstra and Hanson (1997), Figini and Gorg (1999), Bergh and Nilsson (2010), Edwards (1997) and Dollar and Kraay (2001); because, Feenstra and Hanson (1997) and Figini and Gorg (1999) state that FDI inflow increases income inequality in the developing countries, Bergh and Nilsson (2010) state economic globalization positively affects

income inequality, and Edwards (1997) and Dollar & Kray (2001) state trade liberalization does not increase income inequality in the developing countries. Moreover, our study findings also reject the conclusions of Mahler et al. (1999) and Mah (2003) who do not find any statistically significant relationship between FDI inflow and income inequality in the developing economies.

On the other hand, our study results are consistent with the results of Mescher and Vivarelli (2007) who find that foreign trade brings adverse consequences in terms of income distribution in the low income countries (we have mentioned earlier in the introduction section that Bangladesh is a low income country). In addition, our study results partially support the dependency theorists' arguments that trade and FDI inflows deteriorate income inequality in the developing countries (which is supported by Firebaugh & Beck, 1994; Stringer, 2006).

8. Recommendations

Globalization is irresistible and inescapable. It can affect an economy both negatively and positively. In any case, we should not simply turn our back and embrace it blindly. We have to be prepared, we have to plan, and we have to formulate policy so that globalization can bring about sustainability in the development of our economy. We have to take corrective measures in order to ensure that the adverse consequences of globalization do not befall us. We cannot allow our economy to grow in a fashion that will create a few hundred or thousand billionaires at the cost of the tens of millions of common people. Following the findings of our study we recommend the following measures be taken by the government of Bangladesh in dealing with the income inequality problem while maintaining sustainable growth and development processes:

- To attract more and more FDI flow in the country, the government should improve the existing investment environment. For this, government may increase investment incentives or may reduce the exchange rates up to a tolerable limit by posing no obstacle to the growth process of the economy; nevertheless, FDI in the labour intensive sector should be given special preference.
- The government should increase investment in skilled labour production so that manpower entrance into the international labour market can increase, leading to higher remittance earning. Our country is not capital abundant, but the country is abundant in human resources which should be allowed to move freely around the world. By exporting manpower, we must try to have our due share in the free market economy

- Our findings show trade increase income inequality. So, should we stop trading? The answer is obviously no, we cannot ignore it, as trade is the engine of an economy. Rather we have to change the pattern of trade. The government should change its trade policy so as to increase exports and decrease imports of labour intensive goods. The government may increase import duties and increase export subsidies for this purpose. Additionally, the government should also encourage domestic production of imported labour intensive goods.
- The government needs to increase investment in education so that human resources can develop up to the global standard. The government also needs to ensure access to high quality education and introduce apprenticeship (study and work facilities together) for the marginal mass of the country.
- Good foreign relations with the more advanced countries may mean an increase in FDI, an increase in export of labour intensive goods, and an increase in the manpower export for the country. Therefore, the government should place more emphasis on foreign relations.
- The government should enforce and enhance the progressive taxation system (intended for the people with high income) in order to redistribute national income in such a way that does not hinder economic growth. But the labour intensive industries should be excluded from this consideration.
- At the same time, a minimum wage law should be formulated in the country in order to ensure that marginal workers are not exploited.

And finally, for the developing countries, it is high time to be united to face the adverse effects that globalization results in. If globalization is properly guided, it can result in a more equitable world order.

9. Conclusion

The relationship between Economic globalization and income inequality is very complex and difficult to measure due to the lack of data of certain areas and factors. The relationship between globalisation and income in equelity differs depending on regions, time periods, methods of analysis etc. We have examined the impact of recent economic globalization (measured by trade, FDI inflow, foreign aid and remittance inflow) on income inequality in Bangladesh using time series data for the period of 1977-2010. The ADF unit root test indicates that the

variables are cointegrated at different orders. The Phillips-Ouliaris cointegration test indicates the existence of no cointegrating relationship in the regression model. In the presence of autocorrelation we run FMOLS (Fully Modified Least Squares) regression technique. Findings show FDI inflow and remittance inflow have played an important role in improving income distribution in Bangladesh, whereas, trade does the opposite, and foreign aid is insignificant in the model. This confirms that there is a significant relationship between economic globalization and the disparity in the distribution of national income in Bangladesh. The empirical results suggest that Mundell's hypothesis (1957) is verified in Bangladesh. Nonetheless, these results do not accord with Stolper-Samuelson theorem (1941).

The findings of the study have some important policy implications. The government of Bangladesh should consider different development strategies and relevant policy options in order to reduce income inequality. The government may make some solid plans and formulate policies accordingly to encourage FDI inflow and remittance inflow in the country. The government may also consider bringing about changes in the tax and subsidy systems and using them to lessen the severity of income inequality.

References

Adams, S. (2008). Globalization and income inequality: Implications for intellectual property rights. Journal of Policy Modeling, 30(5), 725-735.

Ahmed, N. (2001). Trade Liberalization in Bangladesh: An Investigation into Trends. University Press Limited, Dhaka, Bangladesh.

Ali, S.A. (1981). An Analysis of the Institute of Home Remittance by Bangladeshi Workers Abroad on the National Economy in Labour Migration from Bangladesh to Middle East", The World Bank Staff Working Paper No. 454, Washington, D.C.

Anbarasan, E. (2012, August 29). Chinese factories turn to Bangladesh as labour costs rise. *BBC News.* Retrieved from http://www.bbc.co.uk/news/business-19394405

"Background Note: Bangladesh". (2008, March), *Bureau of South and Central Asian Affairs*. Retrieved from http://www.state.gov

Bangladesh Bank. (2014). Statistics Department.

Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. Journal of economic growth, 5(1), 5-32.

Bergh, A., & Nilsson, T. (2010). Do liberalization and globalization increase income inequality?. *European Journal of Political Economy*, 26(4), 488-505.

BGMEA. (2014). Industry Strengths. *BGMEA B2B Web Portal*. Retrieved from http://www.bgmea.com.bd/home/about/Strengths

Board of Investment, Bangladesh. (2014). Garments and Textiles. Retrieved from http://www.boi.gov.bd/index.php/potential-sector/garments-and-textitles

Cornia, G. A. (2003). The Impact of Liberalisation and Globalisation on Income Inequality in Developing and Transitional Economies (No. 843). CESifo working paper.

Das, S. P. (2005). Gradual globalization and inequality between and within countries. *Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique*, 38(3), 852-869.

Deininger, K., & Squire, L. (1996). A new data set measuring income inequality. *The World Bank Economic Review*, *10*(3), 565-591.

Dollar, D. (2001). Globalization, inequality, and poverty since 1980. Washington, DC: World Bank.

Dollar, D., & Kraay, A. (2001). Trade, growth, and poverty. World Bank, Development Research Group, Macroeconomics and Growth.

"Economic Focus:". (2008, April 19). *The Economist (London: The Economist Group).* p. 81.

Edwards, S. (1997). Trade policy, growth, and income distribution. *The American Economic Review*, p. 209.

Feenstra, R. C., & Hanson, G. H. (1997). Foreign direct investment and relative wages: Evidence from Mexico's maquiladoras. *Journal of international economics*, 42(3), 371-393.

Feldstein, M. (2000). Aspects of Global Economic Intergration: Outlook for the Future (No. w7899). National Bureau of Economic Research.

Figini, P., & Görg, H. (2006). Does foreign direct investment affect wage inequality? An empirical investigation (No. 2336). IZA Discussion Paper.

Firebaugh, G., Beck, F., 1994. Does economic growth benefit the masses? Growth, dependence, and welfare in the Third World. American Sociological Review 59, 5, 631-653,

Li, H., Squire, L., & Zou, H. F. (1998). Explaining international and intertemporal variations in income inequality. *The Economic Journal*, 108(446), 26-43.

Lindert, P. H., & Williamson, J. G. (2003). Does globalization make the world more unequal?. In *Globalization in historical perspective* (p. 227). University of Chicago Press.

Love, J and Chandra, R. (2005). Testing export-led growth in Bangladesh in a multivariate VAR framework, *Journal of Asian Economics*, Vol. 15, Issue 6, pp.1155-1168.

Mah, J. S. (2003). A note on globalization and income distribution—the case of Korea, 1975–1995. *Journal of Asian Economics*, 14(1), 157-164.

Mahler, V. A., Jesuit, D. K., & Roscoe, D. D. (1999). Exploring the Impact of Trade and Investment on Income Inequality A Cross-national Sectoral Analysis of the Developed Countries. Comparative Political Studies, 32(3), 363-395.

Meschi, E., & Vivarelli, M. (2009). Trade and income inequality in developing countries. World Development, 37(2), 22.

Milanovic, B. (2003). CAN WE DISCERN THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON INCOME DISTRIBUTION? EVIDENCE FROM HOUSEHOLD SURVEYS.

Mundell, R. A. (1957). International trade and factor mobility. the american economic review, 321-335.

Murshed, K A S and Kazi Iqbal and Meherun Ahmed (2000). A Study on Remittance Inflows and Utilization, IOM, Dhaka (mimeo). Orozco, M. 2003 "Workers' Remittance in an International Scope", Working Paper commissioned by the

Multilateral Investment Fund of the Inter American Development Bank, Inter-American Dialogue, Washington.

Navaretti, G. B., Soloaga, I., & Takacs, W. E. (1998). When vintage technology makes sense: matching imports to skills (No. 1923). World Bank, Development Research Group.

Ocampo, J. A., & Martin, J. (Eds.). (2003). Globalization and development: a Latin American and Caribbean perspective. World Bank Publications.

Ostry, J., & Berg, A. (2011), Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?, IMF Staff Discussion Note SDN/11/08, International Monetary Fund

Phillips, P. C., & Ouliaris, S. (1988). Testing for cointegration using principal components methods. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2), 205-230.

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-first Century. Harvard University Press, p. 571.

Rahman Mahfuzur, S. M. (2006). Foreign Aid. Banglapedia, National Encyclopedia of Bangladesh, 2006.

Rodrik, D., & Alesina, A. (1994). Distributive Politics and Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 109, 65–90.

Sala-i-Martin, X. (2002). The disturbing" rise" of global income inequality (No. w8904). National Bureau of Economic Research.

Slaughter, M. J., & Swagel, P. L. (1997). Does Globalization Lower Wages and Export Jobs? (No. 11). International Monetary Fund, pp. 1-19.

Solt, F. (2009). Standardizing the world income inequality database*. *Social Science Quarterly*, 90(2), 231-242.

Steger, M. B. (2009) Globalization: A Very Short Introduction.

Stolper, W. F., & Samuelson, P. A. (1941). Protection and real wages. The Review of Economic Studies, 9(1), 58-73.

Stringer, J., Unpublished results. Foreign Direct Investment and Income Inequality in Developing Countries: An Exploration of the Causal Relationship Using Industry Level FDI Data. Document prepared for the 2006 annual Midwest Political Science Association conference.

Stringer, J.M., 2006. Foreign direct investment and income inequality in developing countries: An exploration of the causal relationship using industry level FDI data. Paper presented at the annual meeting of the Midwest Political Science Association, Retrieved May 20, 2008, from http://www.allacademic.com/meta/p140292_index.html

TheGlobalEconomy.com. (2014). Bangladesh Development Indicators. Retrieved from http://www.theglobaleconomy.com/ Bangladesh/Foreign_ Direct_ Investment/

TISDELL, C., & SVIZZERO, S. (2004). Globalization, social welfare, public policy and labour inequalities. The Singapore Economic Review, 49(02), 233-253.

World Bank. International Economics Dept. Development Data Group. (2004). World development indicators. World Bank.

World Bank Group. (2013). *World Development Indicators 2013*. World Bank Publications.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 139-150
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Financial Inclusion and Developmental Central Banking: The Experience of Bangladesh

SHAH MD. AHSAN HABIB*

Abstract *The necessity of the developmental goals of a central bank is receiving growing acceptability for which several central banks in developing countries started using financial inclusion to spur economic and social development. In the context of Bangladesh, Bangladesh Bank is mandated by its charter to promote and maintain a high level of output, employment, and real income, fostering growth and development of the country's productive resources along with preserving monetary and financial stability. Bangladesh Bank has remained proactive in its mandated developmental role, with monetary and credit policy stance supporting attainment of the government's inclusive growth and poverty reduction goals. Based on the secondary information, the paper attempts to draw some lessons from Bangladesh experiences that can be extended and generalized with respect to developmental central banking in developing countries. The study found that the policies and measures which have been undertaken so far in Bangladesh in the context of developmental and inclusive banking are in the right directions and have already started creating positive impacts. In the context of Bangladesh there need not be a trade-off between developmental central banking and financial and economic stability. Designing target specific products and strategies for groups like women, farmers, small enterprises, sharecroppers worked tremendously for Bangladesh. It implies that a central bank may bring visible success to the lives of the common people beyond inflation.*

1. Introduction

1.1 Over the years, there has been a notable global change in the theory and practice of central banking. It is well-known that central banks in most countries developed or developing aim to achieve monetary and financial stability, and

* Professor & Director [Training], BIBM

contribute in attaining a country's developmental goals, explicitly or implicitly. Recognizing developing country realities, the necessity of the developmental goals of a central bank itself is receiving growing acceptability. Especially access to finance for low-income households or financial exclusion is hurting economic growth and overall wellbeing, and this realization induces many central banks in developing countries to use financial inclusion to spur economic and social development.

1.2 Bangladesh Bank (BB), a developing country central bank, is engaged in attaining developmental goals by supporting attainment of the inclusive growth and poverty reduction objectives of the government. Besides preserving monetary and financial stability, BB has remained proactive in its developmental role. Especially, in recent years, BB has brought about deeper engagement of the country's financial sector with a social responsibility driven financial inclusion strategy. To promote its developmental goals, BB has upgraded the country's financial market infrastructure by setting up fully automated nationwide online clearing system and hastening automation in banks. Notable initiates have been taken up to ensure appropriate regulatory and supervisory regimes for effective oversight of risk management, internal controls and customer interest protections. Several incentives like refinance lines from BB and limited interest subsidies have been made available to promote lending to the farmers, small enterprises and poor households. More or less all banks that are in operation in the country, local and foreign, private and state-controlled, have come forward in the financial inclusion drive. The paper targets to discuss the initiatives and experience of Bangladesh Bank in regard to its financial inclusion drives and developmental central banking in Bangladesh. Based on the secondary information, the paper attempts to draw some lessons that can be extended and generalized with respect to developmental central banking in developing countries.

2. Financial Inclusion and Developmental Central Banking in Developing World

2.1 There are arguments that central banks should pursue developmental goals actively in developing market (Gray, 2006). The recipe of developmental central banking is dramatically different from the historically dominant theory and practice of central banking, not only in the developing world, but, notably, in the developed countries themselves (Epstein and Grabel, 2007). Advocates of a developmental role for central banks argue that central banks that use a variety of tools such as credit allocation policies, regulated interest rates, direct lending to priority sectors, and so on, can play a more effective role. The evolution in the role

of central bankers from pure monetary policy and financial stability to a greater role in propelling and sustaining inclusive economic growth is being driven by several trends. Many central banks in developing economies share this vision and have already pioneered the adoption of methods to support new technologies, increase financial literacy and boost financial inclusion (Baer et. al, 2012). In this connection the most dramatic change and transformation have taken place in the central banking in developing world (Epstein, 2009). Krampf (2012) noted, in developing countries, central banks were much more emphatically 'agents of economic development' than in many richer countries. However, the role of central banking in supporting developmental policies varied from country to country, as a function of an array of complex factors, including inherited economic, financial and industrial conditions and structures.

2.2. This new focus of central banks on financial inclusion is observed in the vision of the majority of policy-makers in the developing world. It is because of the fact that access to formal financial sector can economically and socially empower individuals, in particular poor people, allowing them to better integrate into the economy, contribute to the development and protect themselves against economic shocks. However, it is to be mentioned that financial inclusion is not only the process of ensuring access to financial services, it must also be appropriate. Access has to be fair, transparent and cost effective and through mainstream institutional players (Kochhar, 2009). Only opening a bank account is not financial inclusion. Of course, access to bank account and credit facilities could be a short run targets, however, in the long run it is about credit worthiness of the financially included people to attain sustainable developmental goals. For attaining true objectives, supply-side initiatives must complement financial literacy or awareness- the demand side phenomena (Subbaro, 2013).

2.3 In recent years, a group of central bankers has developed their mandates in innovative ways to promote more inclusive and sustainable growth by bringing the promise of financial inclusion of the world's 2.5 billion unbanked population (Baer et. al, 2012). The G-20 has recognized financial inclusion as a key enabler of growth and inclusive financial sector is considered key to attaining the goals contained in the United Nations Millennium Declaration. A number of standard-setting bodies have accepted that the issues relating to financial inclusion need to be incorporated in the international regulatory framework (Blanchard, 2011). The creation of the Alliance for Financial Inclusion (AFI) as a global platform for sharing financial inclusion insights is a clear sign of this new vision. With a shared global agenda (the Maya Declaration - a framework for domestic and collective actions with the aim to bring more of the world's poorest people into the formal

financial system.) and strong national targets to bring a positive impact to the lives of the poor, more than 100 AFI member institutions are creating a global momentum for change (Higgins, 2013). These initiatives have offered common grounds for international cooperation on the issue of financial inclusion.

2.3 On the way to attain developmental and financial inclusion goals, several developing countries have pioneered many of the smartest approaches. Even the charter of the central bank of Argentina was changed to incorporate the new approach. In March of 2012, the Argentinean Parliament approved a new charter for the Central Bank of Argentina that embodies some key goals of developmental central banking according to which 'the purpose of the central bank is to promote monetary stability, financial stability, employment and economic development with social equity, within the scope of its powers and under the framework of the policies determined by the national government' (Epstein, 2013). In line with their financial stability mandates, central banks have also focused on ensuring that supply side offerings are protective to the interests of smaller and poorer customers. For instance, in Malaysia, central bank played an active role in promoting financial education and ensuring fair treatment of consumers (Higgins, 2013). In the Philippines, the central bank helped to double the number of access points (banking offices and ATMs) in just over 10 years. In Nigeria, a package of measures relevant to financial inclusion has led to a 7 percent reduction in the number of Nigerians excluded from the banking system in just two years. The enabling regulatory approach by the Central Bank of Kenya, has resulted in mobile financial services being used by 23 million people via a mobile network of more than 90,000 agents; and in Tanzania, 45 percent of the adult population is using mobile financial services through 138,000 agents (GSMA, 2013). These are not isolated cases; other developing and emerging countries are seeing similar financial inclusion successes (Higgins, 2013).

3. Financial Inclusion and Developmental Central Banking-Bangladesh Perspective

3.1 As noted in the publication of BB (2012) on the developmental roles of central banking, the Bangladesh Bank is mandated by its charter to promote and maintain a high level of output, employment, and real income, fostering growth and development of the country's productive resources along with preserving monetary and financial stability. And, BB has remained proactive in its mandated developmental role, with monetary and credit policy stance supporting attainment of the government's inclusive growth and poverty reduction goals based on national aspirations and global visions like the UN MDGs.

3.2 Bangladesh Bank has been focusing on achieving its inflation targets while providing sufficient space in its monetary program for lending to activities which support broad-based investment and inclusive growth objectives. It has been using both monetary and financial sector policy instruments to achieve these goals. A number of steps have been undertaken over the years to ensure the stability of the financial system. For promoting economic development and economic stability, BB adopted two approaches: *One*, its financial inclusion and developmental finance campaign tries to engage the private financial sector to help reach underserved households and businesses with both banking services and credit to help generate employment, investment and growth. *Two*, it tries to promote financial stability by helping to channel credit away from destabilizing activities and toward productive investments. BB has been working to engage financial sector in its ‘social responsibility’ and ‘financial inclusion’ drives to promote financial and economic stability. Society and common customers are receiving due attention to the central bank’s initiatives. In response to the BB’s initiatives, total CSR expenditure of banks increased by more than eight times in last five years. To ensure improved customer services the ‘Customers’ Interest Protection Centre’ (CIPC) was established in the head office of BB and in its branch offices in March 2012. Since the inception of the CIPC complaints have been coming to this centre everyday through telephones, mobile phones, e-mail and by post too. Recently a new department named ‘Financial Integrity and Customer Services Department’ has been opened for dealing with the complaints of the customers and clients of Banks and Financial Institutions more quickly and easily. Besides, for the improvement of the standard of customer services the banks have been advised to rationalize the charges, realized from the customers, as far as possible and to display the chart of the deposit and the interest rate as well as the schedule of charges in the suitable and easily noticeable places in the banks and also in their respective web-sites.

3.3. BB proved itself as an advanced organization in the pace of technological development. The implementation of Central Bank Strengthening Project (CBSP) started in late 2003 targeted to achieve the goal of automating its business process. The World Bank considers this project of BB as the most successful one of all projects taken in Bangladesh in recent time. BB has also taken numerous innovative initiatives to build a country-wide modern technology based, efficient and more secured banking system including automated payment systems, online banking system, online CIB service, mobile banking, e-commerce, new services in the Information Technology sector especially outsourcing facility, etc. Installation of National Payment Switch software has opened new windows of e-

commerce in Bangladesh. Banking system of the country has responded tremendously to the initiatives of the Bangladesh Bank. Significant response among the banks is observed in adopting ATM, online and SWIFT during recent years. As of end 2009, about 47 percent bank branches were computerized, whereas the figure was around 90 percent as of end 2013 (BIBM, 2014).

3.4 The approach to financial inclusion would vary from country to country. Especially, extensive drive is required in a country like Bangladesh where a big section of population is excluded. In a recent speech of the Governor of Bangladesh Bank, financial inclusion is reckoned in Bangladesh as access to financial services from: one, officially regulated and supervised entities (banks and financial institutions licensed by Bangladesh Bank, MFIs licensed by the Micro-credit Regulatory Authority, registered co-operatives); and two, official entities themselves (post offices offering savings, money transfer and insurance services, national savings bureaus). In terms of above guideline, despite substantial bank branch expansion and increase of membership of MFIs and other institutions, about 25 percent of adult population is still financially excluded. A substantial proportion of the households, especially in rural areas, is still outside the coverage of the formal banking system and is therefore, unable to access mainstream financial products (Choudhury, 2014). BB has undertaken a comprehensive financial inclusion campaign to reach out with financial services to the disadvantaged population of the country. Along with moral suasion, a number of policy measures covering opening of bank branches, deposit and credit products, some of which are very innovative for our banking system, have been taken in this regard. These include: changing of branch opening rules from 5:1 to 1:1 (for opening 1 urban branch, 1 rural branch is to be opened), availability of highest quality banking services to farmers by allowing them to open banks account with minimum initial deposit (BDT 10 only); issuing branch licenses to all SME/Agriculture service centers; easy and effective access to banking services for physically incapable people, hard core poor, unemployed youth, freedom fighters etc.; relaxing conditions of loan repayment and providing fresh facilities to natural calamity affected farmers; mandatory participation in agriculture/rural credit for all banks including PCBs and FCBs; provision of agriculture credit to sharecroppers; formulation and implementation of Agriculture and SME Credit Policies and targets; putting emphasis on financing women entrepreneurs; arranging refinancing schemes for banks; developing ICT solutions (mobile banking, smart card etc.) for inclusive banking; encouraging creative partnership between banks and MFIs; agent banking, policy guidelines for Green Banking and introduction of financial inclusion oriented CSR, School banking, arranging cross

country banking road show etc. Because of the remarkable pro-poor initiatives of the central bank, a recent article in China Daily (May 2014) termed the Bangladesh Bank governor as 'Poor Man's Governor'.

3.5 In regard to the facilitation of agricultural financing in Bangladesh, there are two state owned agricultural lending specialized banks to offer credit services to the agricultural sector. Alongside this, all commercial banks operating in Bangladesh are now extending agricultural credit, directly, through regulated Micro Finance Institutions (MFls) or through intermediaries in value chain. Total disbursements of agricultural credit are on steadily rising trend since 2009. Agricultural credit at concessional interest rate is being extended by banks to farmers for growing of pulse, spices, lentils and oilseeds. Banks get interest subsidy from government through BB against these loans. Local productions of these specialized crops are already contributing significantly towards reduction of import dependence. To support sharecropper farmers, BB launched a refinance scheme worth BDT 5 billion for landless sharecroppers in partnership with BRAC, the largest non-bank MFI in Bangladesh in 2010. Under this scheme, loans were provided to almost 15 million sharecroppers in 14 months till end 2013. Moreover, an ADB assisted crop diversification credit project is extending credit for growing of higher value crops (vegetables, fruits, flowers, spices, oilseeds) in the country's poverty ridden north-western region. Apart from this, state-owned banks are extending loans to sharecroppers, a sizable number of whom are women farmers. BB exercises close monitoring on the activities and credit volumes in the agricultural sector.

3.6 In a major financial inclusion initiative, banks have opened over 10 million new bank accounts in names of small farmers and other rural and urban people of small means at no charge, with nominal initial deposits as low as Taka ten (about twelve US Cents). These accounts are being used by the account holders for receipt of agricultural input subsidies; social safety net payments etc.; besides use as savings and payments medium. With a view to fostering savings habits and financial literacy among the young, banks have launched 'School Banking' initiatives in schools. So far, almost all scheduled banks have opened around seventy thousands accounts for the school students. Besides, a DFID supported financial literacy campaign is underway to create mass awareness of benefits of opening bank accounts and using to best advantage of account holders.

3.7 The central bank issued policy guidelines for green banking in February 2011. According to the guidelines, all operating banks and financial institutions need to take effective measures to conduct environment friendly banking activities in the country. BB's initiatives have made significant changes in regard

to the creation of green governance frameworks in banks. By the time all banks formulated environmental policies and Green Banking Cells; and around three-fourth banks have formulated one or more sector specific environmental policy guideline. Banks have introduced green office guides for their employees and in some banks there are notable initiatives in regard to savings of paper, water and power etc. Bangladesh Bank has also issued a common reporting format to all the commercial banks to report green banking activities including the extent of carbon footprint in a structured way. Banks and financial institutions now regularly submit a quarterly report to Bangladesh Bank on their performance of green banking activities. BB has introduced a refinance line for banks against their loans to environmentally beneficial projects like renewable energy generation, installation of Effluent Treatment Plants and of new energy efficient technologies at a concessional interest rate. The green initiates of Bangladesh Bank were awarded in 2012, when the Governor of the central bank was presented with the title 'Green Governor' in the United Nations Climate Change Conference in Doha.

3.8 Considering SME development as one of the important development agenda of the country, BB has initiated a comprehensive policy and programs on SME credit. Accordingly, an indicative yearly target of disbursing SME credit by the banks and financial institutions were fixed for every year since 2010. A new department namely 'SME and Special Programs Department' has been established on December 2009 in BB, which is solely responsible for policy formulation, facilitating fund, monitoring and development of entrepreneurship in the SME sector. Besides, a separate inspection department has also been established in BB to effectively monitor this type of credit. BB, with the help of government and different development partners, is now implementing five refinance schemes for banks and financial institutions against their disbursed SME credit. With a view to mainstreaming SME credit, banks and financial institutions are advised to adopt cluster development policy. BB has already taken various initiatives for identifying different clusters around the country and is encouraging all stakeholders for further development of such clusters. As per directives of BB, banks and financial institutions are also coming forward for SME cluster development. Various small-scale manufacturing clusters have already been identified by this time in 20-25 districts of Bangladesh. Light engineering, agricultural machineries, handloom, handicrafts, leather and footwear, small garments are some mentionable clusters in which banks and financial institutions are disbursing SME credit.

3.9 For mainstreaming women in economic activities, BB has taken a number of initiatives to ensure women entrepreneurs to have access to financial facilities on simple terms and conditions. To ensure loan facility for the women entrepreneurs, at least 15 percent of total BB refinance fund for SME sector has been allocated for them at a reduced interest rate. Banks and financial institutions may sanction loan up to BDT 2.5 million to women entrepreneurs without collateral but against only personal guarantee under refinance facilities provided by BB. In order to include a large number of micro women entrepreneurs in the SME credit facilities, a policy of group based lending of up to BDT 50 thousand or above has been initiated. The share of women entrepreneurs in total SME loan disbursement has been increasing consistently.

3.10 In order to bring the vast unbanked/under-banked population under the umbrella of formal financial service BB has taken steps to introduce bank-led mobile financial services (MFS). Disbursement of inward foreign remittance and domestic fund; payment of utility bills, salary, allowances, pension; buying and selling of goods and services; balance inquiry; tax payment; Government subsidy payment and payment of the benefits of social safety nets can easily and quickly be provided through mobile financial services. To make MFS service more effective, 'Guidelines for Mobile Financial Services' was issued in September 2012. By the time over 50 percent banks were permitted to offer MFS services that are offering different mobile services through 240 thousand bank-agents countrywide. MFS has created an opportunity of fast and cost-effective transaction even to the remotest corner of the village as well as it has given access to modern banking services to the rural poor including the social safety net beneficiaries. Following recent issuance of agent banking guidelines, BB expects that there would be greater access to banking services in under-served areas with the scaling up of various pilot initiatives in 2014. This would complement the growth of mobile banking services where currently by end 2013, 13 million accounts were already in use.

4. Concluding Remarks

4.1 The social responsibility driven financial inclusion campaign launched by BB serves to keep productive sector away from involvement in speculative financing that eventually leads to asset price bubbles creation. Central bank's developmental role, therefore, act as an in-built stabilizer of the financial system. The policies and measures which have been undertaken so far in Bangladesh in the context of developmental and inclusive banking are in the right directions and have already started creating positive impacts. The banking services of the

country have started reaching to the low-income groups and to the remote Bangladesh. Rural deposits and advances of the country increased from less than 13 percent and 8 percent in 2010 to above 18 percent and 10 percent respectively by the end of 2013. In between 2009 and 2013, SME financing increased by over three times which now constitute around 30 percent of total loans and advances of banks. Following a tremendous rate of growth, the users of the mobile banking services in the country exceeded 15 million.

4.2 Today, central bankers in the emerging and developing world have established a roadmap to create an innovative and enabling environment for financial inclusion through cooperation and shared experiences. Obviously, one size does not fit all, and goals and tools should be tailored to fit specific national needs and resource limitations; however, country initiatives and experiences offer valuable lessons in reshaping the approach of central banking to attain developmental goals. In the context of Bangladesh experience, it is proven that there need not be a trade-off between developmental central banking and financial & economic stability. It is also to be noted that the developmental goals of BB has been consistent with its capacity to implement and monitor the programs.

4.3 A central bank may bring visible success to the lives of the common people beyond inflation. Thus, central banks is required to develop broader expertise beyond an understanding of inflation to the understanding on issues related to employment, distribution, green technology, poverty and development. The central bank leadership is expected to focus on issues related to broader economic concerns and cooperate with others in the government and broader economy. Based on the experience of Bangladesh Bank, it can be stated that a central bank can develop explicit developmental goals, make them public and then report on their degree of success.

4.4 Designing target specific products and strategies for groups like women, farmers, small enterprises, sharecroppers worked tremendously for Bangladesh. These underserved groups are getting visible benefits and improving their living standards. Direct involvement of the central bank through refinancing brings positive results, as observed in the case of the country. Bangladesh is a very good example of channeling banking eservices to the low-income rural people in response to the central bank's initiative.

References

1. Baer, Tobias, Tony Goland and Robert Schiff (2012) New credit-risk models for the unbanked, Mckancy & Company, Washington DC.
2. Bangladesh Bank (2013) *Developmental Central Banking in Bangladesh-Recent Reforms and Achievement 2009-12*, Bangladesh Bank, Dhaka.
3. BIBM (2014), Review of Information Technology Operations of Banks, Annual Review Study of BIBM, Dhaka, Bangladesh.
4. Blanchard, Olivier. 2011. ‘Monetary Policy in the Wake of the Crisis,’ IMF, Macro Conference. Available at:tp://www.imf.org/ external/np/ seminars/eng/ 2011/res/pdf/ob2presentation.pdf
5. Choudhury, Toufic Ahmad (2014) Financial Inclusion in Bangladesh: Background, Issues, Regulatory Measures and Challenges, A paper prepared for Outreach E-workshop on ***Financial Inclusion*** to be held on May 26, 2014 at Bangladesh Bank, Rajshahi.
6. Epstein, Gerald (2013) Developmental central banking: winning the future by updating a page from the past [http://www.elgaronline.com/view/journals/roke/1-3/roke.2013.03.02.xml]
7. Epstein, Gerald (2009) Post-war Experiences with Developmental Central Banks: The Good, the Bad and the Hopeful, G-24 Discussion Paper Series No. 54, February 2009, United Nations, Geneva.
8. Epstein G and Grabel I (2007). *A Primer on Financial Policy*. Brasilia, Internal Poverty Centre.
9. Epstein G and Heintz J (2006). Monetary Policy and Financial Sector Reform for Employment Creation and Poverty Reduction in Ghana. UNDP, International Poverty Centre, Country Study, 2. June. Available at: http://www.undp.org/povertycentre/ipcpublications.htm.
10. Epstein G and Yeldan E, eds. (2008). Alternatives to Inflation Targeting for Stable and Egalitarian Growth. *International Review of Applied Economics, Special Issue on Inflation Targeting.* March.
11. Gray, Simon T (2006), Central Banking in Low Income Countries, Center for Central Banking Studies, *Handbook Series 5*, Bank of England, UK.
12. Hannig , Afred (2013)Developing countries focused on financial inclusion are reshaping central banking, *Central Banking Journal*, Nov 2013.

13. GSMA MMU (2013), The Kenyan Journey to Digital Financial Inclusion, Kenya.

14. Krampf Arie (2012), Developmental Central Banking”, HES Annual Conference, 2012, Presented at the 39th Annual Meeting of the History of Economics Society Brock University ST. Catharines, Ontario.

15. Kochhar, Sameer (2009) *Speeding Financial Inclusion*, Academic Foundation, New Delhi.

16. Subbarao, Duvvri (2013) Keynote Address in India-OECD- World Bank Regional Conference on Financial Education, *RBI Monthly Bulletin*, India.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 151-172
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Inclusive Growth: Dimensions of Financial Inclusion in Bangladesh

MD. OMOR FARUQ*
EHSANUR RAUF PRINCE**

Abstract *Financial inclusion, has a great role to play for promoting inclusive growth. Financial inclusion ensures access to a well-functioning financial system, by creating equal opportunities, enables economically and socially excluded people to integrate better into the economy and actively contribute to development and protect themselves against economic shocks. Financial inclusion leads to greater asset accumulation by the poor and it is also associated with pro-poor growth. Poverty reduction and promoting inclusive growth are the most important policy priorities of the government of Bangladesh. In this paper an attempt has been made to discuss the various dimensions of financial inclusion in Bangladesh for promoting inclusive growth. Due to heterogeneity of socio-economic structures, there are diverging views and different solutions in different countries. So, individual countries need to design their own national strategies for inclusive growth and inclusive financial sector development. Bangladesh Bank (central bank of Bangladesh) has been contributing to the government's efforts to speed up inclusive growth through its financial inclusive campaign in the country. Progress has been achieved in financial inclusion in Bangladesh but many remains still to be done in deepening financial inclusion. It is imperative to design a long-run strategy for inclusive financial sector in Bangladesh for promoting sustainable inclusive growth as well as for overall economic development of the country.*

Key Words: *Financial Inclusion, Inclusive Growth, Time series.*

* The author is Joint Director, Monetary Policy Department, Bangladesh Bank.
** Author is pursuing MSS in Economics at East West University.

1. Introduction

Over the past few years "Inclusive Growth" issue has received greater attention among development practitioners in developing countries. There are different views on the issue of inclusive growth process. In a narrow sense financial growth means pro-poor growth. In a broader idea inclusive growth is such a growth process in the economy that includes all population segments of the country which creates opportunities for all specially for the poor segment of the population through active participation in the economic development process. Inclusive financial sector development is one of the key drivers of promoting inclusive growth which provide financial services to the poor people vis-à-vis indirectly reducepoverty and inequality. In this respect, there is a rapid thrust for financial inclusion in many countries including Bangladesh where it got development policy priorities.

Financial Inclusion has becomean important development priority for the global and national level policy makers in recent times. World Bank Group in October 2013 postulated the global goal of universal access to basic transaction services as an important milestone towards full financial inclusion- a world where everyone has access and can use the financial services he or she needs to capture opportunities and reduce vulnerability (World Bank 2013b).

Financial inclusion is widely recognized in the policy circle and it is integral to the inclusive growth process and sustainable development of a country. The financial inclusion has emerged as a concept in Bangladesh just after liberation when the then government nationalized all the commercial banks (Islam &Mamun, 2011). Under the nationalization policy, branches were established in different places in the country including rural areas in view of covering the hitherto population neglected from the formal financial system. For a dynamic socio-economic progress, a reform in the financial sector has been put in place starting from 1990 (Financial Sector Review, BB, 2006). Post 90s, Bangladesh economy enters into the period of liberalization including the reforms of the financial sector in an intensive way. Opening of a good number of private commercial banks with their different banking products and services has influenced the economy targeting different sections of people in the country. Along with the gradual development of the Bangladesh's financial sector, the economic activities have been increasing steadily. The GDP growth was below 5 percent on an average during 90s, whereas the country has been maintaining about a 6 percent average GDP growth in last ten years (Sixth Five Year Plan, FY 2011-15, Part-3); therefore, financial inclusion has greater impact on economic activities. Bangladesh Bank had been pushing all banks and financial institutions

to extend financial services for all productive purposes of all under-served or un-served population in the society.

Financial inclusion refers to a broader concept in its nature, scope and definition. In the blue book titled "Building Inclusive Financial Sector for Development", United Nations (2006) defines financial inclusion as the access to credit for all "bankable" people and firms, to insurance for all insurable people and firms and to savings and payments services for everyone. Basic financial services include savings, short and long-term credit, leasing and factoring, mortgages, insurances, pensions, payments, local money transfers, and international remittances. Financial inclusion is a key element of social inclusion, which refers to the opportunity for the hitherto excluded population from the process of social andeconomic development. Hitherto financial and social excluded populations are related to poverty with deprivations in health, education and asset ownership.

Inclusive growth is a notion of financial and social inclusion where the concept is a growth process based on fuller participation of all the population segments benefitting them all. Reaching out the excluded population in growth process, inclusive growth stresses more on investment in rural infrastructure and agriculture and more on spending in education and health care. Financial institution can make the banking and financial services and provide financial education for the financially and educationally vulnerable people. Thus, inclusive growth is expected to be stronger and better rounded not only in terms of income but also in other measures of development such as human development, food security and environmental sustainability.

In this backdrop, this paper will examine i) the different dimensions of financial inclusion in Bangladeshii)is financial inclusionreallyacceleratinggrowth process of Bangladesh?

Section-2 of this paper provides literature review, section -3 is about the dimensions of financial inclusion and inclusive growth in Bangladesh, section-4 explains Theoretical Model and Empirical Analysis. And section-5 is conclusion.

2. Literature Review

Global literature explains financial exclusion in the context of a larger issue of social exclusion of weaker sections of the society. While Leyshon and Thrift (1995) explain financial exclusion as such processes those aid to prevent some social groups and individuals from getting access to the formal financial system, Carbo et al. (2005) and Conroy(2005) opine that it is a state of inability of some

poor and disadvantaged societal groups to access the financial system. Mohan (2006) reasons that financial exclusion implies the lack of access by somesegments of the society to suitable, low-cost, fair and secure financial products and services from mainstream providers. Ensuing the reasoning made above, it can be an indication that financial exclusion occurs mostly to people who are the disadvantaged sections of the society.

One more issue of interest is whether low level of financial inclusion is associated with high income inequality (Kempson et al., 2004). Beck et al. (2007) have examined financial sector outreach and its factors by employing cross country data. Even, in the developed economies too, studies have revealed that the exclusion from the financial system occurs to low-income groups, the ethnic minorities, immigrants and others (Barr, 2004; Kempson and Whyley, 1998; Connoly and Hajaj, 2001). Studies by Leyshon and Thrift (1995), and Kempson and Whyley (2001) highlight that the geographical factor that people living in rural areas and in locations that are remote from financial centres are more likely to be financially excluded. As such, countries with low levels of income inequality tend to have relatively high level of financial inclusion (Buckland et al., 2005; Kempson and Whyley, 1998). In other words, the levels of financial inclusion inevitably rise in response to both prosperity and declining inequalities. Another factor that can be related with financial exclusion is employment (Goodwin etal., 2000). Recent evidence also suggests that the continued payment of social security benefits and the state pension in cash is significantly related to financial exclusion (Kempson and Whyley, 1999).

Informal sector accounts for a substantial share of employment in several less developed countries (ILO, 2002) which does not facilitate the process of financial inclusion. Formal employment also entails inclusion and, hence, the proportion of formal sector employment would be a vital indicator of the degree of financial inclusion.

Committee on Financial Inclusion in India (Rangarajan Committee, 2008) defines it as the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit, where needed by vulnerable groups, such as weaker sections and low income groups, at an affordable cost. These financial services include the entire gamut – savings, loans, insurance, credit, payments, etc. The financial system has to provide its function of transferring resources from surplus to deficit units but both deficit and surplus units are those with low incomes, poor background, etc. By providing these services, the aim is to help them come out of poverty.

According to Peachy and Roe (2004), developed countries have experienced good levels of inclusion. However, it is reported that (ADB, 2007), in the developing countries, formal financial sectors serve relatively a small segment, often not over 20-30 percent of the population. Recent data illustrate those countries with large proportion of financial exclusion also show higher poverty ratios and higher levels of inequality.

Choudhury (2010) studied the issues related with financial inclusion, international experiences and the status of Bangladesh. Siddique*et* al. (2011) studies the various features and barriers to financial inclusion with a specific reference to Bangladesh. Islam and Mamun (2011) discussed the extent of financial inclusion by looking at the role of Bangladesh Bank in promoting inclusive growth in Bangladesh.Bahar*et* al. (2013) examined the relationship of "the Inclusive Banking and Inclusive Growth: Bangladesh perspective" and explained how inclusive banking influenced inclusive growth.

3. Dimensions on Financial Inclusion and Inclusive Growth in Bangladesh

3.1 Financial Inclusion

Finance influences not only the efficiency of resource allocation throughout the economy but also the comparative economic opportunities of individuals from relatively rich or poor households. Financial institutions exist to serve as intermediaries in market with high information asymmetries and transaction and information costs. As the bridges between the firms and the households, financial institutions live up to the primary function of being able to spur growth and development. Though this may be the case, there exists a divide within the financial system in itself. Financially excluded, as they are defined to be, there is a seen need for them to be included in the financial sector.

The G20 association of major world economic powers added its imprimatur to financial inclusion by recognizing it as one of four pillars in the financial sector reform structure of its Global Development Agenda, and given equal standing along with financial integrity, financial consumer protection, and financial stability. In so doing, the G20 defined financial inclusion as:

"…a state in which all working age adults have effective access to credit,savings, payments, and insurance from formal service providers…"

Financial inclusion, as defined by Rangarajan Committee on Financial Inclusion in India is "the process of ensuring access to financial services and timely and

adequate credit where needed by vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost." Though much has been written on financial inclusion, a gap in the literature is seen as no comprehensive measure is available to determine the level on financial inclusion in countries. As such, Sarma (2008) proposes an index which can answer the empirical questions as regards financial inclusion and development.

The World Bank usually measures the level of financial inclusion through certain banking measures. These include number of bank branches, number of accounts, and domestic credit as percentage of GDP and domestic deposit as percentage of GDP.These indicators for financial inclusion however, as Sarma (2008) argues, are not enough because it only identifies one dimension of banking outreach.

As an initiative of the Indian Council for Research on Economic Relations, Sarma(2008) proposed a measure by which the level of financial inclusion can be measured. Following from the framework of other UNDP indicators such as the human development index (HDI), gender related development index (GDI) and other indices, the index of financial inclusion (IFI) was derived. A dimension index for each included dimension of the IFI was first derived. The dimension index for the i^{th}dimensions is given by the formula:

$$\mathrm{di} = \frac{Aii - mi}{Mi - mi}$$

Where,

Ai = Actual value of dimension i

m = minimum value of dimension i

M = maximum value of dimension i

After getting the dimensions, the formula for the index of financial inclusion was derived to be a weighted average of the dimension indexes. As such, it can be presented as follows:

$$\mathrm{IFIi} = 1 - \sqrt{(1-d1)2 + (1-d2)2 \ldots\ldots + (1-dn)n} \,/ \sqrt{n}$$

The three dimensions included in Sarma's (2008) define the three most used determinants of financial inclusion in previous studies conducted by the World Bank.These are banking penetration, availability of banking services and usage measured in terms of number of people with bank accounts, number of bank branches and credit and deposits as percentage of GDP, respectively.

Due to unavailability of data, Sarma (2008) was limited to coming up with an index for only a few countries and an index of financial inclusion based on only two dimensions. The index is only based on usage and availability.

Table 3.1: Overall Scenario and coverage of financial access of Financial Inclusion in Bangladesh

Banks		**Coverage**
1.	Population (15+)	95.6 (mil.)
2.	Total No. of bank branch outlets (up to June 2013)	8,427
3.	(i) Total No. of deposit accounts in banks (up to June 2013), Of which	61.2 (mil.)
	(ii) No. of no-frills accounts of small holder/tenant farmers and other low income individuals opened with nominal Tk. 10 initial deposits (up to 22nd August 2013)	13.2 (mil.)
	(iii) No. of mobile phone banking accounts. (up to July 2013)	
	(iv) No. of agent outlets serving mobile phone banking users (up to July 2013)	7.2 (mil.)
	(v) No. of ATM outlets of banks (December 2012)	108 (thousands)
MFIs		
1.	No. of licensed NGO-MFIs (June 2012)	618
2.	No. of branches (June 2012)	17,977
3.	No. of clients (June 2012)	24.6 (mil.)
Post Office and Cooperatives		
1.	No. of Post Office branches	10,000
2.	No. of Post Offices with facility of Electronic Money Transfer (EMT) services	1,150
3.	Post Offices with postal cash cards services	31
4.	No. of Cooperatives	183 (thousands)

Source: *Rahman A.,The Mutually –Supportive Relationship between Financial Inclusion and Financial Stability.A publication of BB.*

It has been observed from the above data that total number of deposit accounts in banks (up to June 2013) stood at 61.2 million which is about 64 percent of the total population of age 15+ and 108 percent of the economically active population.

Financial inclusion due to opening of no-frill accounts (13.2 mil.) constitutes almost 25 percent of the total economically active population.There are around 8.4 thousands bank branches along with about 18thousands branches of NGO-MFIs, 1.2 thousands post offices and 183thousands cooperative outlets totaling about 210.6 thousands branches/outlets for 56.6 million economically active

population generating at least one financial service point per 270 people.As of July 2013, there are around 7.2 million mobile banking accounts which are growing at around 10 percent per month during the last few months.

From table 3.2, it is observed that the financial inclusion as percent of total population is increased gradually. In 2003 it was 40.10 percent and in 2010 it was 56.42 percent. Financial inclusion increased by 40.70 percent in 2010 compare to 2003. This was mainly possible because of innovative initiatives from the Bangladesh Bankand Government. In this respect, BB's initiative to instruct banks to give facility to open 10 taka account for farmer and rural people.

Table-3.3 reflects the overall situation of financial inclusion in SAARC countries. Maldives is the leader in this region concern to financial inclusion. But Bangladesh's position is alsogoodin some area like ATMs per 1,000 km^2, Number, Commercial bank branches per 1,000 km^2, Number,Deposit accounts with commercial banks per 1,000 adults, Number ofLoan accounts with commercial banks per 1,000 adults, Number of active mobile money accounts per 1000 adults, Outstanding deposits with commercial banks as percent of GDP, Outstanding loans from commercial banks as percent of GDP.

3.2 Financial Inclusion through Banks and Non -Bank financial institutions

Financial Inclusion Data Working Group (FIDWG) in 2013 defined the Core Set of Financial Inclusion Indicators. They addressed the two basic dimensions of financial inclusion: access and usage of financial services.

"Access" refers to the ability to use the services and products offered by formalfinancial institutions. Determining levels of access may require identifying andanalyzing potential barriers to opening and using a bank account, such as cost or physical proximity of bank service points (branches, ATMs, etc.)

"Usage" refers to the depth or extent of financial services and product use. Determining usage requires gathering details about the regularity, frequency and duration of use over time. The indicators for usage in the Core Set are: percentage of adults with at least one type of regulated deposit account, percentage of adults with at least one type ofregulated credit account.

Table-3.4 (a) and 3.4 (b) depicts access and use of financial services in Bangladesh.

Table 3.2 : Status of Financial Inclusion in Bangladesh

Year	Adult Population (millions)	Total population (millions)	Population per bank branch (in number)	Number of bank deposit A/Cs (millions)	Deposit A/Cs as % of adult population	Number of members in MFIs (millions)	MFI members as % of adult population	Number of members in cooperatives (millions)	Cooperative members as % of adult population	Financial inclusion as % of adult Population	Financial inclusion as % of total Population
2003	80.80	133.40	21406	31.30	38.73	14.63	18.11	7.57	9.37	66.21	40.10
2004	82.25	135.20	21443	31.60	38.42	14.40	17.51	7.76	9.43	65.36	39.76
2005	83.80	137.00	21420	33.10	39.50	18.82	22.46	7.92	9.45	71.41	43.68
2006	84.60	138.80	21171	34.50	40.78	22.89	26.95	8.03	9.45	77.33	47.13
2007	87.08	140.60	20320	35.70	42.02	20.83	24.52	8.22	9.68	74.36	46.05
2008	89.62	142.40	20566	37.60	43.83	23.53	24.36	8.44	9.84	77.63	48.86
2009	92.24	144.20	19681	38.97	42.25	24.90	26.99	8.64	9.37	78.61	50.28
2010	94.50	146.10	18947	48.68	51.51	24.94	26.39	8.81	9.32	87.23	56.42

Source: *Rahman (2009b), MRA, BBS, Schedule Bank Statistics,BB andWorking Paper Series: WP 1101 (Dec. 2011). Research Department.BB.*

Table 3.3: Access and use of financial services in SAARC Countries (2013)

	Bangladesh	India	Pakistan	Sri Lanka	Nepal	Maldives	Afganistan	Bhutan
ATMs per 100,000 adults, Number	6.33	13.27	6.49	16.68	8.47	26.64	0.78	20.18
ATMs per 1,000 km2, Number	52.22	38.96	9.90	40.47	10.46	213.33	0.19	2.79
Commercial bank branches per 100,000 adults, Number	8.19	12.16	9.33	18.57	8.57	16.24	2.49	16.41
Commercial bank branches per 1,000 km2, Number	67.59	35.68	14.24	45.06	10.58	130.00	0.60	2.27
Deposit accounts with commercial banks per 1,000 adults, Number	610.61	1,197.57	316.48		478.90	1,772.27	143.83	984.99
Loan accounts with commercial banks per 1,000 adults, Number	94.92	147.00	27.82		33.67	145.72	4.08	150.32
Number of active mobile money accounts per 1000 adults, Number	41.64		13.66				7.35	
Value of mobile money transactions (during the reference year) (% of GDP), Percent	5.63		4.00				18.46	
Outstanding deposits with commercial banks as percent of GDP, Percent	68.85	69.98	34.26	46.85	82.50	61.37	19.59	61.39
Outstanding loans from commercial banks as percent of GDP, Percent	49.81	55.14	18.28	42.24	49.30	48.98	4.43	53.15

Source: International Monetary Fund (IMF)

In 2005, Commercial bank branches per 100,000 adults was 6.86 in 2005 but in 2013 it was 8.19.Depositors with commercial banks per 1,000 adults were254.51 and in 2013 it increased to577.27. ATMs per 100,000 adults were increased from 0.19 in 2005 to 6.32 in 2013.Borrowers from commercial banks per 1,000 adults increased from 65.50 in 2005 to 84.11 in 2013.Commercial bank branches per

Table 3.4 (a): Access and use of financial services in Bangladesh

Year	Commercial bank branches per 100,000 adults	Depositors with commercial banks per 1,000 adults	ATMs per 100,000 adults	Borrowers from commercial banks per 1,000 adults
2005	6.86	254.51	0.19	65.50
2010	7.44	324.77	2.05	66.49
2011	7.65	464.12	3.60	86.74
2012	7.84	498.63	4.88	84.60
2013	8.19	577.27	6.32	84.11

Source: Financial Access Survey, IMF

1,000 km^2were 6.86,7.44 and 8.19 respectively in 2005, 2010 and 2013. There have a rapid increase of ATMs per 100,000 adults from 0.19 in 2005 to 6.32 in 2013.Borrowers from commercial banks per 1,000 adult's also substantially increased between 2005 and 2013.

Table-3.5 expressedbranch, deposit and advance in the banking system in rural and urbanarea. At end December 2000, the number of rural brancheswas 3659 (59.8 percent of total branches), which increased to 4827 (57.3 percent of total branches) at end of June 2013. The number of branches in urban areas increased from 2460 (40.2 percent of total branches) as of end December 2000 to 3600 (42.7

Table 3.4 (b): Access and use of financial services in Bangladesh

Year	Commercial bank branches per 1,000 km^2	ATMs per 1,000 km^2	Household deposit accounts with commercial banks per 1,000 adults	Outstanding deposits with commercial banks (% of GDP)
2005	49.56	1.41	265.08	42.98
2010	59.06	16.29	360.56	53.86
2011	61.88	29.16	321.23	57.34
2012	64.72	40.31	342.48	59.81
2013	67.58	52.21	450.99	68.84

Source: Financial Access Survey, IMF

percent of total branches) at end June2013. The number of rural branches increased at a lower rate compared with the number of urban branches.

Total deposits of rural branches increased toTaka 1030.9 billion (18.0 percent of totaldeposits) at end June 2013 from Taka 160.6billion (22.6 percent of the total deposits) as ofend June 2000. The amount of urban deposits increased to Taka 4690.2 billion (82.0 percent of total deposits) at end June 2013 compared to Taka 549.2 billion (77.4 percent of total deposits) as on 30 June 2000. The amount of advances in rural areas increased from Taka100.1 billion as of end June 2000 to Taka434.3 billion at end June 2013. However, the share of rural advances decreased to 10.2percent as of end June 2013 from 16.9percent of the same period in 2000. The amount of urban advances increased from Taka 493.5 billion (83.1 percent of total advances) at end June 2000 to Taka 3813.8billion (89.8 percent of total advances) as on30 June 2013.

BB introduced Mobile banking servicesin order to easy excess to financial services for the people who have no opportunity to take the service from formal

Table 3.5: Branch, deposit and advance in the banking system - rural and urban

(Billion taka)

Year	Number of Branch*			Deposit**			Advance**		
	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total
2000	3659	2460	6119	160.6	549.2	709.8	100.1	493.5	593.6
2005	3764	2638	6402	218.3	1197.6	1415.9	117.6	999.7	1117.3
2010	4393	3265	7658	436.9	2942.3	3379.2	206.9	2367.5	2574.4
2011	4551	3410	7961	536	3579.9	4115.9	254.5	2958.3	3212.8
2012	4760	3562	8322	853.1	4011	4864.1	405.6	3453.7	3859.3
2013	4827	3600	8427	1030.9	4690.2	5721.1	434.3	3813.8	4248.1

Source: Bangladesh Bank Annual Report 2012-2013.

financial institutions. The initiatives of BB are the milestone in the banking sector for the use of mobile financial services. It may be mentioned here that; *Bangladesh bank achieved International Award for Promoting Mobile Banking by the Alliance for Financial Inclusion.* Some indicators of mobile banking are shown in table-3.6.

Small and medium enterprises (SMEs) are playing an increasingly important role as engines of economic growth in Bangladesh. BB has undertaken different programmes to provide relatively cheaper funds to the banks and financial institutions to encourage them to engage in SME financing. SME and Special Programmes Department (SME&SPD) of BB is working to facilitate this. The Monitoring Division of SME&SPD has been set up to ensure the monitoring of SME financing activities and to obtain the facts and figures of SME development. To expand and develop this sector, Bangladesh Bank has been continuing its

Table 3.6: Indicators of Financial Inclusion through Mobile Financial Services

Year	Value of total outstanding mobile banking balances	Value of mobile money transactions (during the reference year)	Number of registered agent outlets	Number of registered mobile money accounts	Number of active agent outlets	Number of active mobile money accounts	Number of mobile money transactions (during the reference year)
2011	44000000	476000000	5654	125506	2551	7186	229592
2012	746000000	63809000000	54594	3229573	45183	989128	25895678
2013	3141000000	5.16648E+11	185023	13173425	136333	4472342	228601768

Source: Financial Access Survey, IMF

refinancing facilities for FY13 for Banks and NBFIs for SMEs.

In 2005, SME borrowers from commercial banks were 184504 and in 2010 by increasing 93.30 percent it reached to 356645. In compare to 2010 the numbers of borrowers increased by 21.55 percent in 2013. SME loan accounts increase from 201697 in 2005 to 580377 in 2010 and in 2013 it reached to 636381. On the other hand, SME outstanding deposits and loans also increased tremendously this period of time.

Table 3.7: Financial inclusion by SME sector

Year	Commercial banks: of which: SME borrowers	Commercial banks: of which: SME loan accounts	Commercial banks: of which: SME Outstanding Deposits	Commercial banks: of which: SME Outstanding Loans
2005	184504	201697	38013000000	65829000000
2010	356645	580377	1.21532E+11	5.39438E+11
2011	433262	534992	4.30514E+11	9.55454E+11
2012	467586	552246	4.84116E+11	1.12382E+12
2013	433497	636381	5.16081E+11	1.16421E+12

Source: Financial Access Survey, IMF

3.3 Financial Inclusion through Micro Finance Institutions

In Bangladesh about 70 percent of the poor people live in rural areas and are concentrated in the agriculture sector.Along with the Government, the MFIs are involved to provide financial services to the people and accelerate the overall economic development of the country through microcredit operations. The overall scenario of financial inclusion through MFIs is shown in table-3.8.

The Grameen Bank and the MFIs constituted a rapidly growing segment of the rural financial market in Bangladesh and brought about a major breakthrough in reaching out to the rural poor. Microcredit operations have been providing various social and financial services to the poor for more than three decades. It brings banking to the poor villagers with a focus primarily on women in order to

Table 3.8: Situation of Financial Inclusion through MFIs.

Year	Deposit taking MFIs: of which: household borrowers	Deposit taking MFIs: of which: household depositors	Deposit taking MFIs: of which: household loan accounts	Deposit taking MFIs: of which: household Outstanding Deposits	Deposit taking MFIs: of which: household Outstanding Loans
2005	13980000	18820000	13980000	21005000000	56059000000
2010	20724894	26388150	20724894	53590000000	1.4867E+11
2011	20673607	26044130	20673607	63304000000	1.73798E+11
2012	19312926	24637184	19312926	75208000000	2.11227E+11
2013	19271479	24617934	19271479	93998000000	2.5701E+11

Source: Financial Access Survey, IMF

establish a sustainable means of income. According to BB Annual Report 2012-13, although more than a thousand of institutions are operating microcredit program, only 10 large Micro Finance Institutions (MFIs) like (BRAC, ASA, TMSS, BURO TANGAIL, Proshika, Jagarani Chakra Foundation, Shakti Foundation, PadakhkhepManabikUnnayan Kendra, Caritas Bangladesh and RDRS) and Grameen Bank represent lion's share of total savings of the sector. Grameen Bank and large NGOs like BRAC, ASA, TMSS and BURO TANGAIL disbursed credit of366.08 billion taka in FY 2012-13.

Besides extending micro-credit, many MFIs in Bangladesh have collaborated with insurance companies in extending another financial service, viz., micro insurance to the poor, offering modest sized covers such as credit life insurance ('debt dies with debtor'), health and accident insurance (for sicknesses and injuries requiring hospitalization etc)., property insurance (usually for livestock bought with MFI loans), at affordably low rates of premium.

3.4 Inclusive Growth due to financial Inclusion and its status in Bangladesh

Several Researchers identify the several indicators of inclusive growth due to financial inclusion. Bahar*et* al.(2013) identified some indicators of financial inclusion like national and sector wise growth rates and their patterns, sector wise unemployment rate, national and regional Gini Coefficient, status of physical infrastructure, national health and educational attainments etc. Sarma(2008) proposed a measure by which the level of financial inclusion can be measured. Following from the framework of other UNDP indicators such as the human development index (HDI), gender related development index (GDI) and other indices.

According to Swamy (2010), a growing GDP is an evidence of a society, getting its collective act together for progress. As its economy grows, a society becomes

more strongly organized, more compactly interwoven. Growth is good, sustained high growth is better and sustained high growth with inclusiveness is best of all. Inclusive growth in the economy can only be achieved when all the weaker sections of the society, including agriculture and small scale industries, are nurtured and brought on par with other sections of the society in terms of economic development.

Bangladesh's economy has been performing of real GDP growth of more than six percent on average for more than few years. This stable growth trend has been maintained because of the Bangladesh government's inclusive development strategy, supported by Bangladesh Bank's (BB) initiative of emphasizing socially responsible financing in its everyday activities and pushing these objectives into the country's financial sphere.

All banks and financial institutions, whether state-owned, private, local or foreign, have devotedly engaged themselves in nationwide financial inclusion. Financial support from these initiatives has boosted agriculture, with SMEs (Small and Medium Enterprises) projects generating domestic output.

Bangladesh's GNI per capita in 1973 was USD 224.30 in1980 it was USD 243.51 ,1990 was USD 269.62 in 2000 was USD 349.50 in 2010it was USD 539.09 and in 2013 it USD 625.34. In compare 1973 the GNI per capita increased near about three times for the last four decades.

For the last few years in Bangladesh, financial inclusion is increasing gradually which is induced sustained economic growth and increased GNI per capita. And this increased GNI per capita influences inclusive growth in Bangladesh.

According to Table-A (Annexur-1), Bangladesh's HDI value for 2013 is 0.558—which is in the medium human development category. Between 1980 and 2013, Bangladesh's HDI value increased from 0.336 to 0.558, an increase of 66.0 percent or an average annual increase of about 1.55 percent.

Table-A (Annexure-1) reviews Bangladesh's progress in each of the HDI indicators. Between 1980 and 2013, Bangladesh's life expectancy at birth increased by 15.8 years, mean years of schooling increased by 3.1 years and expected years of schooling increased by 5.1 years. Bangladesh's GNI per capita increased by about 165.7 percent between 1980 and 2013.

Table-B (Annexure-1) depicts that Bangladesh's 2013 HDI of 0.558 is below the average of 0.614 for countries in the medium human development group and below the average of 0.588 for countries in South Asia.

Table-C explained theBangladesh's IHDI for 2013 relative to selected countries and groups. According to table –C, Bangladesh's HDI for 2013 is 0.558. However, when the value is discounted for inequality, the HDI falls to 0.396, a loss of 29.1 percent due to inequality in the distribution of the dimension indices. Pakistan and Nepal show losses due to inequality of 30.1 percent and 28.8 percent respectively. The average loss due to inequality for medium HDI countries is 25.6 percent and for South Asia it is 28.7 percent. The Human inequality coefficient for Bangladesh is equal to 28.7 percent.

Table-D described the Bangladesh's GDI value and its components relative to selected countries and groups. The Gender Development Index (GDI) based on the sex-disaggregated Human Development Index, defined as a ratio of the female to the male HDI. The GDI measures gender inequalities in achievement in three basic dimensions of human development—health (measured by female and male life expectancy at birth), education (measured by female and male expected years of schooling for children and mean years for adults aged 25 years and older); and command over economic resources (measured by female and male estimated GNI per capita).

There have a rapid decline of poverty between 2005 and 2010 and was a sizeable decline in the incidence of extreme poverty. The percentage of population under the lower poverty line, the threshold for extreme poverty, fell by 29.6 percent (or 7.4 percentage points) from 25 percent of the population in 2005 to 17.6 percent in 2010. A fall of 47percent (or 7 percentage points) occurred in urban areas and that of 26 percent (7.5percentage points) in rural areas. The percentage decline in extreme poverty rate was thus more than that in the poverty rate, consistent with the growth in per capita consumption due to increase in per capita GNI (Sixth Five Year Plan).

But another considerable concern in Bangladesh is about the growing income inequality.Income Gini coefficient from 0.451 in 2000 to 0.458 in 2010 due to an increase in rural incomeinequality(Sixth Five Year Plan).

It is observed from the above discussion that over the time due to financial inclusion influences the inclusive growth. But it is also observed that over the time with sustained GDP growth income inequality also increased.

4. Macroeconomic Factors

A number of macroeconomic fundamentals and structural factors are drivers of inclusive growth. For sustainable poverty reduction, rapid pace of growth is necessary. There are many factors in social, economic and political are for

influencing financial inclusion; In this study we have attempted to see the comportance variables to measure financial inclusion for time series analysis.

First, per capita GNI (Gross Nation Income) because if there is an increase in per capita income (*gnigro*) (measured as per capita GNI growth rate), there will be an increase in inclusive growth process. Assuch, per capita income (which used as a determinant in a similar analysis by Andrea Vaona and Roberto Patuelli, 2008) is commonly acceptedmeasure of standard of living of people and, consequently, is a major factor that enhances inclusive growth and, hence, it is included in the analysis.

Second, there is also an argument that overall credit has impact on inclusive growth process (Andrea Vaona, 2005). In view of this, credit to gross domestic product (*cregdp*) (measured as a ratioin percentage to GDP) is included as a determinant.

Third, Domestic savings (*savgdp*)(measured in ratio as percent of GDP)) is included as a determinant in order to account for the argument that savings propels economic activity in the system at large and helps in inclusive growth process (Beck,Levine and Loayza, 2000).

So, the linear form of the regression equation has been estimated

$$gdpgro = \beta_1 + \beta_2 gnigro + \beta_3 cregdp + \beta_4 savgdp + \mu$$

Where,

gdpgro = GDP growth rate

gnigro = GNI per capita growth rate

cregdp = Credit provided by all financial institutions as percent of GDP

savgdp = Saving as percent of GDP

Here is$_1$intercept, and$_{2,3 4}$are coefficients and the signs of the coefficient expected to be positive also $\mu$is the error term. A simple OLS technique has been used to examine the impact of financial inclusion on inclusive growth.

4.1 Regression results and discussion

This study found that GNI per capita has a very high significant impact on inclusive grow. This implies that if there is an increase in per capita income, there certainly increase in inclusive growth. Because the coefficient of GNI per capita growth is 0.929 which means 1% increase in GNI per capita income will increase the GDP growth 0.929 percent.This finding is consistent with other finding like

Kraay (2004) and Beck et al. (2007). Though, credit provided by all financial institution (as percent of GDP) has significant impact on inclusive growth but this study found that this variable is not statistically significant. However, saving as percent of GDP is statistically significant but negatively correlated with growth.

Regression Results

Dependent variable gdpgro	
gnigro1	0.929***
	(0.034)
cregdp1	0.039
	(0.038)
savgdp1	-0.092*
	(0.048)
Constant	-0.040
	(0.119)
Observations	39
R-squared	0.960

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nature and strength of the impact of various determinants on Inclusive growth

Explanatory variable	Correlation trend
gnigro	Positive and highly significant
cregdp	Positive but not significant
savgdp	Negative and significant

Limitation

As the data of four variables are time series in nature, so it is essential to test the unit roots. Augmented Dicky-Fuller test has been used for unit roots test. First, we test the unit roots for all variables at level. We found that all variable contain unit roots at level. But when using first difference we found all variable are stationary in first difference.

Unit root test result

Variables	Level	First difference
gdpgro	I(0)	I(1)***
gnigro	I(0)	I(1)***
cregdp	I(0)	I(1)***
savgdp	I(0)	I(1)***

The regression result has some flaws because the observations are limitedonly 39 observations which are not sufficient for time series analysis. Moreover, lots of socio-economic and political factor factors are responsible for inclusive growth

but as data are not available for all factors so this study did not include all those factors in the growth model.

5. Conclusion

Inclusive growth has been a development policy priority in many countries. For promoting inclusive growth financial inclusion has become an important vehicle. Delivering financial services to all sections of the population will remain a challenge that central banks around the world will face over the next few years. Promoting inclusive growth through financial inclusion has been a challenge and a key priority in populous low income developing economies like Bangladesh. Fair progress has been achieved in financial inclusion in Bangladesh but much remains still to be done in deepening financial inclusion in Bangladesh. There is a need for effectively promoting and facilitating adoption of cost saving options of financial service delivery to numerous clienteles in dispersed off branch locations, including mobile phone / smart card based banking using microfinance institutions and other locally active area agents. Bangladesh Bank may construct an effective multidimensional Index for Financial Inclusion that captures information on various aspects of financial inclusion.

References

1. ADB (2007).Low-income households' access to financial services, International Experience, Measuresfor Improvementand the Future, Asian Development Bank.
2. Andrea Vaona (2005). Regional evidence on the finance-growth nexus, Working paper No. 30, University of Verona, Department of Economic Sciences, Polo Zanotto, Vialedell.Università 4, 37129, Verona, Italy.
3. Andrea Vaona and Roberto Patuelli (2008). New empirical evidence on localfinancialdevelopment and growth,Working paper N. 08-05, Decanato Della Facoltà di Scienzeeconomiche, Via G. Buffi, 13 CH-6900 Lugano,Switzerland.
4. Annual Report, Bangladesh Bank, different Issues.
5. Bahar, Habibullah, Md. MohiuddinSiddique and Mahmood-ur-Rahman (2013), "Inclusive Banking and Inclusive Growth: Bangladesh Perspective". Research Monograph 006, BIBM, Dhaka.
6. Barr.M. (2004).Banking the poor, *Yale Journal on Regulation*, 21, pp. 122-239.
7. Beck, T., R. Levine and N. Loayza (2000). Finance and the Sources of Growth, Journal of Financial Economics, 58, pp. 261.300.
8. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. and Levine, R. (2007).Finance, inequality and the poor, *Journal of Economic Growth*, 12 (1), pp. 27-49.
9. Carbo, S., E.P.M. Gardener, P. Molyneux (2005). Financial Exclusion, Palgrave MacMillan.
10. Connolly, C. and K. Hajaj (2001). Financial services and social exclusion, financial services consumer policycentre, University of New South Wales.
11. Conroy J. (2005). APEC and financial exclusion: missed opportunities for collective action? Asia-Pacific Development Journal, 12 (1), June.
12. Chakrabarty, K.C. November 5, 2012. "Financial Inclusion indicators".The Bank for International settlements-Central Bank of Malaysia Workshop, kuala Lumpur.
13. Choudhury, T. A. (2010), "Inclusive Banking/Financial Inclusion: Issues, International Experiences and Bangladesh Status", A Paper Presented in a workshop arranged by Bangladesh Economic Association.
14. Goodwin, D., L. Adelman, S. Middleton and K. Ashworth (2000). Debt, money management and access to financialservices: evidence from the 1999 PSE survey of Britain, 1999 PSE survey, Working Paper 8, Centre for Researchin Social Policy, Loughborough University.
15. Human Development Report 2014, UNDP.
16. Islam, Ezazul and Mamun, SA. December 2011. "Financial Inclusion: The Role of Bangladesh Bank." Working Paper Series; WP 1101, Research Department, Bangladesh Bank.

17. ILO (2002). Women and men in the informal economy: a statistical picture, international labour office, Geneva.
18. Kempson, E., A. Atkinson and O. Pilley (2004). Policy level response to financial exclusion in developed economies: lessons for developing countries, Report of Personal Finance Research Centre, University of Bristol.
19. Kempson, E. and C. Whyley (1998).Access to current accounts, British Bankers' Association, London.
20. Kraay, A. (2004). When is growth pro-poor? Cross-country evidence, IMF Working paper 4-47, International Monetary Fund, Washington, DC.
21. Leyshon, A. and N. Thrift (1995). Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and theUnited States, *Transactions of the Institute of British Geographers*, New Series, Vol. 20, No. 3, pp. 312-41.
22. Mamun,S.A.2012. "The role of financial inclusion towards inclusive growth in Bangladesh".
23. Mohan, Rakesh (2006). Economic growth, financial deepening and financial inclusion, address at the annual bankers' conference, Hyderabad on November 3, 2006. http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/ Speeches/ PDFs/73697. pdf
24. Peachy, S. and A. Roe (2004). Access to finance: what does it mean and how do savingsbank foster access? Brussels:World Savings Bank Institute.
25. Rahman, A. 2009." Financial inclusion as a tool for combating poverty- the Bangladesh Approach." A Keynote Address in 1st AFI Global Policy Forum. Nairobi.
26. Rahman, A. 2014."Sustaining Bangladesh's Growth and Development with Financial Stability and Inclusiveness". The First Bangladesh Economists' Forum Conference, 21-22 June, Dhaka.
27. Rangarajan Committee (2008). Report of the committee on financial inclusion, Government of India.
28. Sarma, Mandira (2012), "Index of financial Inclusion- A measure of financial sector inclusiveness". Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, Working paper no. 07/2012.
29. Schedule Bank Statistics, Bangladesh Bank, Different Issues.
30. Siddique, Md., Mohiuddin, TanweerMehdee and Md. ZakirHossain (2010), "Financial Inclusion and Rural Banking: The case of Bangladesh". *Banking Research Series*, BIBM, Dhaka.
31. SwamyVighneswara (2010), "Bank-based financial intermediation for financial inclusion and inclusive growth". Banks and Bank Systems, Volume 5, Issue 4, 2010.
32. World Bank (2006), "Building Inclusive Financial Sectors for Development".

Annexure-1

Table A: Bangladesh's HDI trends based on consistent time series data and new goalposts

Year	Life expectancy at birth	Expected years of schooling	Mean years of schooling	GNI per capita (2011 PPP$)	HDI value
1980	54.9	4.9	2	1,021	0.336
1985	57.4	5	2.4	1,086	0.357
1990	60	5.6	2.9	1,098	0.382
1995	62.7	6.5	3.3	1,230	0.417
2000	65.3	7.5	3.7	1,444	0.453
2005	67.5	8.4	4.4	1,762	0.494
2010	69.4	9.5	5.1	2,337	0.539
2011	69.9	10	5.1	2,457	0.549
2012	70.3	10	5.1	2,592	0.554
2013	70.7	10	5.1	2,713	0.558

Source: Human Development Report 2014, UNDP

Table B: Bangladesh's HDI indicators for 2013 relative to selected countries and groups

	HDI value	HDI rank	Life expectancy at birth	Expected years of schooling	Mean years of schooling	GNI per capita (PPP US$)
Bangladesh	0.558	142	70.7	10.0	5.1	2,713
Pakistan	0.537	146	66.6	7.7	4.7	4,652
Nepal	0.540	145	68.4	12.4	3.2	2,194
South Asia	0.588		67.2	11.2	4.7	5,195
Medium HDI	0.614		67.9	11.7	5.5	5,960

Source: Human Development Report 2014, UNDP

Table C: Bangladesh's IHDI for 2013 relative to selected countries and groups

Country	IHDI value	Overall loss (%)	Human inequality coefficient (%)	Inequality in life expectancy at birth (%)	Inequality in education (%)	Inequality in income (%)
Bangladesh	0.396	29.1	28.7	20.1	37.8	28.3
Pakistan	0.375	30.1	28.7	29.9	45.2	11.0
Nepal	0.384	28.8	27.8	21.1	44.0	18.3
South Asia	0.419	28.7	28.0	24.4	41.6	18.0
Medium HDI	0.457	25.6	25.2	21.9	35.1	18.6

Source: Human Development Report 2014, UNDP

Table D: Bangladesh's GDI value and its components relative to selected countries and groups

Country	Life expectancy at birth		Expected years of schooling		Mean years of schooling		GNI per capita		HDI values		F-M ratio
	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	GDI value
Bangladesh	71.5	69.9	10.3	9.7	4.6	5.6	1,928	3,480	0.528	0.58	0.908
Pakistan	67.5	65.7	6.9	8.4	3.3	6.1	1,707	7,439	0.447	0.6	0.75
Nepal	69.6	67.3	12.5	12.2	2.4	4.2	1,857	2,554	0.514	0.56	0.912
South Asia	68.9	65.7	10.8	11.4	3.5	5.8	2,384	7,852	0.522	0.63	0.83
Medium HDI	70	65.9	11.4	11.8	4.7	6.4	3,199	8,619	0.565	0.65	0.875

Source: Human Development Report 2014, UNDP

Abbreviations

ATM	Automated Teller Machine
BB	Bangladesh Bank
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
FIDWG	Financial Inclusion Data Working Group
FY	Financial Year
GDP	Gross Domestic Product
GoB	Government of Bangladesh
GNI	Gross National Income
HDI	Human Development Index
IFI	Index of Financial Inclusion
IHDI	Inequality- adjusted Human Development Index
IMF	International Monetary Fund
IT	Information Technology
IPFF	Investment Promotion Financing Facility
MFI	Microfinance Institutions
MRA	Microcredit Regulatory Authority
NBFI	Non Bank Financial Institution
NGO	Non Government Organization
SME	Small and Medium Enterprises
SPD	Special Programmes Department
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Programs
WB	The World Bank

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 173-188
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Income Inequality in Bangladesh

KHAN A. MATIN*

Abstract *The level and trend of economic inequality in Bangladesh is analyzed for the period 1973-2010 using various Household Income and Expenditure Survey data. The data set provides an opportunity to display the proliferations of distribution of both household income and expenditure, the nature of income transfer at different quintiles, deciles of households at rural, urban and national level. The findings suggests that that there have been perennial transfer of income from the lower four quintiles of the households to the highest quintile. The annual average rate of income loss has been -0.71% for the 1st (bottom) quintile, -0.54% for the 2nd quintile, -0.32% for the 3rd quintile, and -0.27% for the 4th quintile. The annual average gain in income share for the highest (top) quintile has been 0.46%. The Gini concentration ratio for both income and expenditure has shown increasing trend at rural, urban and national level over the period under consideration. The annual average rate of increase of Income Gini concentration ratio was 0.77%. The Gini concentration ratio for expenditure is somewhat lower while compared to itscorresponding value in the income distribution. In order or decelerate the concentration of income or expenditure efforts are required to be taken to bring more and more people of the poorer quintiles into gainful economic activities at home and abroad. Boosting up the manpower development by imparting TVET for overseas employment should deserve priority in national policy making given the bulge in working age population thus reaping the harvest of demographic dividend.*

Key Words: *Income inequality, Expenditure inequality, Gini concentration ratio, TVET, Demographic dividend.*

1. Introduction

Rising economic inequality through the distribution of income, consumption, wealth or assets is a major challenge in Bangladesh. Available household level information

* Professor at the Institute of Statistical Research and Training (ISRT), University of Dhaka.

suggests that the distribution of income is much more unequal than the distribution of consumption. Income inequality as measured by the Gini coefficient for the distribution of income has risen substantially during the last four decades or so. The analysis is carried out by two interlinked method of measuring inequality: the Lorenz Curve and the Gini Coefficient. Both originate in the early years of the twentieth century. In 1905 Max Otto Lorenz published a paper in an American Statistical Journal outlining the technique which was to bear his name. Corrado Gini's index of income inequality was published shortly afterwards in 1912. The value of Gini coefficient varies between 0 meaning perfect equality (where every one in the society has exactly the same amount of income or assets) and 1 implying perfect inequality (where a single individual possesses all the income or assets and everyone else has nothing). Sometimes it is expressed as per cent where it varies between 0% and 100%. Clearly the two extremes are trivial; the key thing to bear in mind is that the lower the value that Gini coefficient takes place (between 0% and 100%), the greater the degree of prevailing equality. Apart from computing Gini Coefficient or Gini index analysis needs to be carried out according to income share accruing to different groups of population in deciles and quintiles or taking a ratio of income of top 10% of households to bottom 10% households. In Bangladesh such information is available in the published reports of the Household Income and Expenditure Surveys conducted by the Bangladesh Bureau of Statistics since 1973-74. In the present study, the level and trend of income inequality have been studied for the period 1973/74 to 2010 by rural urban background and also for per capita income. The extent of inequality in consumption expenditure has been studied for the period 1991-92 to 2010 by rural urban and per capita expenditure. The inequality is found to be higher for income while compared to the inequality of expenditure. In the last four decades or so, the inequality is on the rise in Bangladesh. A brief analysis has also been carried out on the Global inequality based data furnished by Global think tanks. Some recent concerns expressed by the UN Secretary-General, ESCAP, ADB, World Bank, OXFAM and OECD has been reiterated. There is a long list of suggestions for slowing down the increase in inequality in the 6th Five Year Plan and the research findings given by the international Organizations.

2. Data

The current statistics of the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS, 2013), Bangladesh Bank (2014) and Ministry of Finance (2014) are the main source of data. However on line data set available on the website of World Bank and OECD and other organizations have also been used.

3. Findings

3.1 Income Share of Households in Quintiles

The share of income (per cent) accruing to different household quintiles is presented in Table 1 and

Figure 1**.** Over the period under consideration income share has declined in the 1st, 2nd, 3rd and 4th quintiles. Income share has increased in the top quintiles. There are clear indications that not only the poor, but the middle class also suffered losses in the share of their income. More specifically, the income share of the households in the bottom (1st) quintile decreased from 7.20 per cent in 1973-74 to 5.22 per cent in 2010. There being an over all loss of 1.78 percentage point over the period. The annual average rate of decline is -0.71 percent. The income share of households in the 2nd quintile was 11.30 per cent in 1973-74 which declined to 9.10 per cent in 2010. The over all decline for the period was 2.20 percentage points and the annual average rate of decline is -0.54. Then income share of the 3rd quintile decreased by 1.77 percentage points from 15.10 in 1973-74 to 13.33 in 2010 giving an annual average rate of decrease of -0.32 percent. The income share of households in the 4th quintile decreased at an annual average rate of -0.27 per cent. It is worthwhile to ponder here that annual rate of loss in income share varies inversely with the economic status of the households. The poorer the households the more they suffer in terms of share in income. On the basis of classification according to quintiles this phenomenon continues up to 4th quintiles. Now where have income share of these households gone?

The answer is available in the gain in income share of the households in the top quintile. There is hefty gain of income share of 7.38 percentage points from 44.40 in 1973-74 to 51.78 in 2010 displaying an annual rate of increase of 0.46 per cent. That's not all. We have provided information on income share of 9th and top(10th) deciles. It turns out that house holds in the 9th quintile did not make any gain in the share of income distribution. It appears that households in the 9th quintile have suffered loss in income share in some of the previous years, but in 2010 they could barely breakeven. Similar loss and gain in income share according to quintiles and deciles has also been observed in rural and urban areas. So income inequality is on the assent.

3.2 Ratio of Income Share in top 10% to Bottom 10%

This ratio is often used as a measure of saturation of income inequality. The values of this ratio according to rural urban background are given in table 2 and figure 2. At the national level this ratio has increased from 10.14 in 1973-74 to 17.94 in

Table 1: Income Share (Per cent) Accruing to Household Quintile/Decile : National 1973-2010

YEAR	1st Quintile (bottom)	2nd Quintile	3rd Quintile	4th Quintile	5th Quintile (top)	9th Decile	10th Decile
1973-74	7.00	11.30	15.10	22.80	44.40	16.00	28.40
1981-82	6.64	10.72	15.20	22.12	45.32	15.79	29.53
1983-84	7.20	11.75	15.94	21.73	43.38	15.08	28.30
1985-86	6.99	11.18	15.07	20.70	46.04	14.58	31.46
1988-89	6.64	10.89	15.05	21.23	46.20	15.20	31.00
1991-92	6.52	10.89	15.53	22.19	44.96	15.64	29.32
1995-96	5.71	9.83	13.88	20.50	50.08	15.40	34.68
2000	6.15	9.68	13.17	18.79	52.01	14.00	38.01
2005	5.26	9.10	13.13	19.79	52.71	15.07	37.64
2010	5.22	9.10	13.33	20.56	51.79	15.94	35.85
Change During 1973-2010	-1.78	-2.20	-1.77	-2.24	7.38	- 0.06	7.45
Annual rate of change 1973-2010 (Per cent)	-0.71	-0.54	-0..32	-0.27	0.46	-0.01	0.72

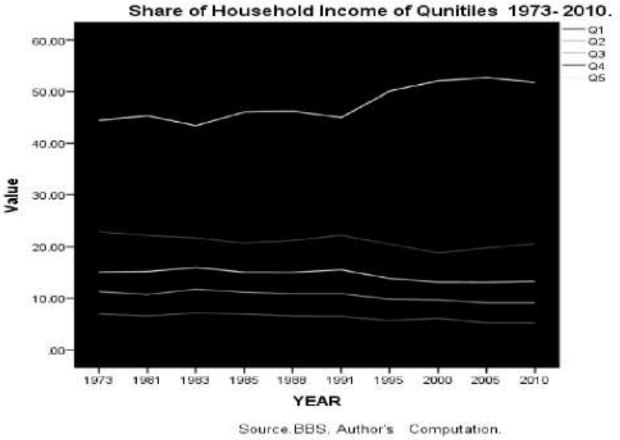

Figure 1.

2010 giving an worsening situation for the bottom 10% households share in income. The overall increase in the ratio during the period has been 7.78 with an annual average rate of increase of the ratio as 2.13 per cent. For the rural area this ratio increased from 11.00 in 1973/74 to 15.20 in 2010 implying an over all

increase of 4.20 of the ratio and an annual average rate of increase of 1.06 per cent. The value of the ratio for urban area in 1973/74 was 9.12 which increased to 17.74 in 2010 indicating an over all increase of 8.42 for the whole period. The annual average rate of increase has been 2.56 per cent. It appears that the income share of lower 10% households in urban areas worsened more while compared to the income share of the bottom 10% households in rural areas. The average annual rate of increase in inequality using the ratio seems to be higher in the urban area (2.56%) while compared to the rural area where it is found to be 1.06%. Very high level of inequality in the urban area was observed for the years 2000 and 2005.

Table 2 : Ratio of Income Share Accruing to Top 0% to Bottom 10% Households:Rural, Urban and National 1973-2010

Year	Rato =Top 10%/Bottom 10%		
	National	Rural	Urban
1973-74	10.14	11.00	9.12
1981-82	10.70	9.40	10.85
1983-84	9.79	9.45	9.87
1985-85	11.19	10.62	10.00
1988-89	11.74	10.98	11.30
1991-92	11.33	10.50	11.53
1995-96	15.48	11.81	18.78
2000	15.77	11.72	20.45
2005	18.82	15.07	22.82
2010	17.92	15.20	17.54

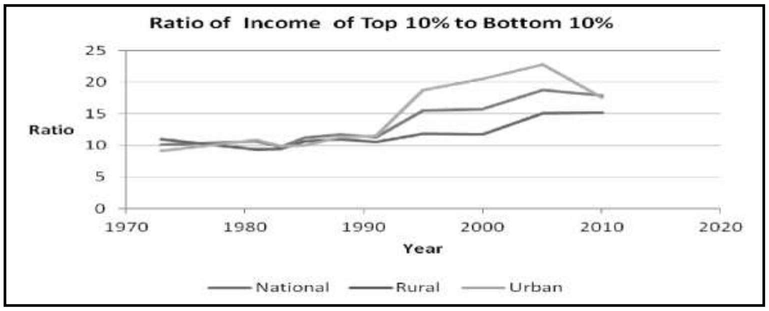

Figure 2.

3.3 Income Concentration Curve

The income concentration curves for few selected years are given in Figure 3. Cumulative Income share (Percent) is shown on the vertical axis and cumulative households(per cent) is on the horizontal axis. As usual the concentration curves for income lies below the line of equal distribution(45 degree line) and the we

also observe that the more recent the curves the more they deviate from the line of even distribution. We see more concentration of income in recent years while compared to past years.

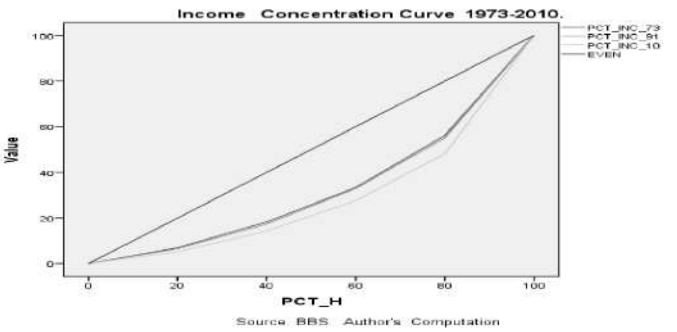

Figure 3.

3.4 **Gini Concentration Ratio or Gini Index for Income**

Income inequality as measured by the Gini coefficient or Gini index for the distribution of income has risen substantially during the last four decades or so. The measure of income inequality is given by Gini coefficient due to Italian Statistician Corrado Gini. The value of Gini coefficient varies between zero meaning perfect equality and 1 implying perfect inequality where a single individual possesses all the income or assets. Sometimes it is expressed as per cent where it varies between zero and 100. The value of the Gini coefficients are given in table 4 and Figure 5. The value of Gini concentration index increased from 0.36 in 1973-74 to 0. 46 in 2010 at the national level The over all increase during the period has been 0.10 and the annual average increase has been 0.77 per cent. In the rural area the value of Gini coefficient increased from 0.35 in 1973-74 to o.43 in 2010 and in the urban area the value of Gini coefficient increased from 0.38 in 1973-74 to 0.45 in 2010. The values of the Gini concentration ratio has been found to be higher in the urban area while compared to their corresponding values in the rural areas in all the years suggesting the prevalence of more income inequality in the urban areas while compared to the rural areas. This urban-rural difference in income inequality widened in the years 2000 and 2005. By and large we can see that the inequality in Bangladesh is on the rise. There has been a slight decrease in inequality in the urban area during 2005-2010.

Table 3: Income Gini Index 1973 to 2010

Year	National	Rural	Urban
1973-74	0.36	0.35	0.38
1981-82	0.39	0.36	0.41
1983-84	0.36	0.35	0.37
1985-86	0.38	0.36	0.37
1988-89	0.38	0.37	0.38
1991-92	0.39	0.36	0.40
1995-96	0.43	0.38	0.44
2000	0.45	0.39	0.50
2005	0.47	0.43	0.50
2010	0.46	0.43	0.45
Change during 1973-2010	0.10	.08	0.07
AverageAnnual rate of change(Per cent)	0.77	0.63	0.51

Source and Note: BBS. Statistical Yearbook of Bangladesh. Several Years.
HIES 2010 Report. Also other years. Author's computation.

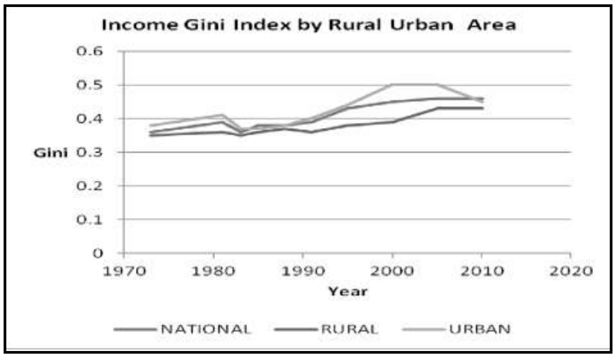

Figure 4.

3.5 Gini Coefficient of Per capita income

We have also information available for Gini coefficient on per capita income for the period 2000-2010. The values of the Gini coefficient of per capita income are similar to those obtained for household income. The over all change during the period and the average annual rate of change are also shown in table 5. Rural income inequality as given by Gini coefficient has increased from .393 in 2000 to 0.431 in 2010, but there is some decline in the Gini coefficient in the urban area from 0.497 in 2000 to 0.452 in 2010.

Table 5: Gini Index Per Capita Income : 2000-2010.

Year	National	Rural	Urban
2000	0.451	0.393	0.497
2005	0.467	0.428	0.497
2010	0.458	0.431	0.452
Change during 2000-10	0..007	.038	0.045
AverageAnnual rate of change(Per cent)	0.15	0.97	—0.90

Source: BBS

3.6 **Income Share of Bottom 40 per cent of Households. 1973-2010.**

The income share (per cent) accruing to bottom 40% of the households is given in table 6 and Figure 6. It is the econcern of the development partners to improve the well being of the poorer segment of the population. We see from the table that the income share accrued to bottom 40% of the households decreased from 18.30 per cent in 1973/74 to 14.32 per cent in 2010. The over all decrease in income share for the period has been 3.98 percentage point and the annual average rate of decrease has been 0.60 per cent.

Table 6: Income Share (Per cent) Accruing to Bottom 40 per cent of Households: National 1973-2010

YEAR	Income Share (Per cent) Accruing to Bottom 40 per cent Households
1973-74	18.30
1981-82	17.36
1983-84	18.95
1984-85	18.17
1988-89	17.53
1991-92	17.41
1995-96	15.54
2000	15.83
2005	14.36
2010	14.32
Change during 1973-2010	- 3.98
Average Annual rate of change(Per cent)	-0.60

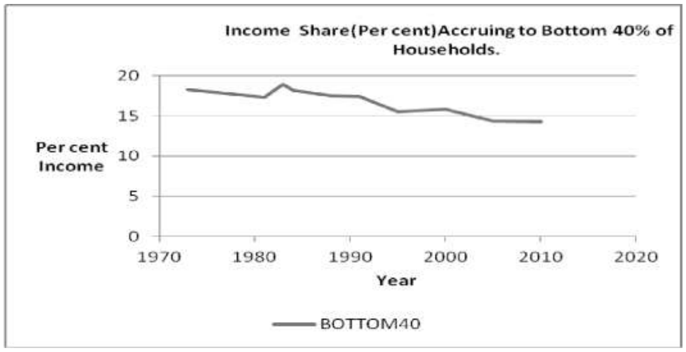

Figure 6.

4. Expenditure Inequality

4.1 Expendture Share Accoding to Quintiles of Households

Information on expenditure of consumption is available for the period 1988-89 to 2010. Expenditure inequality has been found to be lower while compared to the respective values of income inequality. Regarding consumption expenditure of the different quintile groups we see that the household s in the bottom(1st) quintile has suffered a shrinkage of 1.16 percentage points in consumption expenditure, the

Table 7: Expenditure Share (Per cent) of Household Quintile: National 1988-2010

YEAR	1st Quintile (bottom)t	2nd Quintile	3rd Quintile	4th Quintile	5th Quintile (top)
1988-89	10.04	13.82	17.25	21.65	37.24
1991-92	9.96	13.99	17.58	22.25	36.22
1995-96	9.26	12.91	16.40	21.28	40.15
2000	8.66	12.00	15.70	21.07	42.57
2005	8.79	12.07	15.71	20.97	42.46
2010	8.88	12.37	16.07	21.27	41.41
Change During 1988-2010	-1.16	-1.45	-1.18	-0.38	4.17
Annual rate of change 1988-2010 (Per cent)	-0.52	-0.47	-0.31	-0.08	0.51

Source and Note: BBS. Statistical Yearbook of Bangladesh. Several Years. HIES 2010 Report. Also other years. Author's computation.

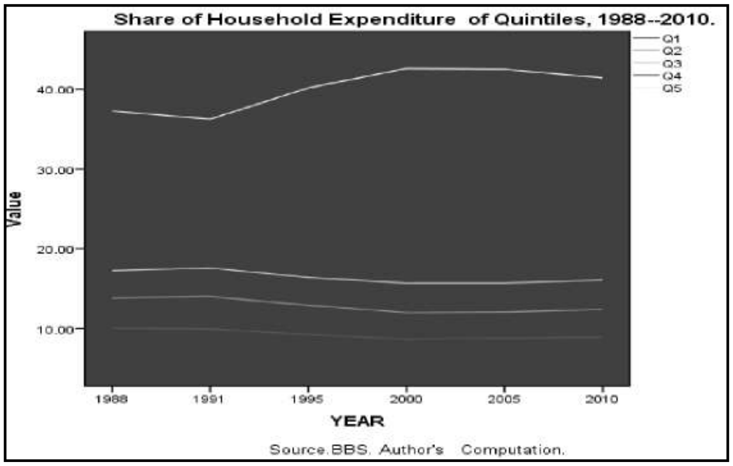

Figure 7

2nd quintile suffered a shrinkage of 1.45 percentage points, the third quintile suffered a shrinkage of 1.18 percentage points and the fourth quintile suffered a loss of .38 percentage points. The poor, the lower middle class and the upper middle class all experienced a squeezed consumption basket. It is only the rich households in the top (5th) quintile who had the privilege of enjoying a expanded consumption basket of goods and services. The expenditure of top quintile increased by 4.17 percentage points. The poorer the households the more is the shrinkage in consumption expenditure share over time. Based on the information on quintiles as many as 80 percent households have their share in consumption expenditure squeezed over time. So inequality is on the increase.

4.2 Expenditure Concentration Curve

The consumption expenditure concentration curves for few selected years are given in Figure 8. Cumulative share in consumption expenditure (Percent) is shown on the vertical axis and cumulative households (per cent) is on the horizontal axis. The concentration curves for consumption expenditure lies below the line of equal distribution (45 degree line) and the we also observe that the curves belonging to more recent years deviate more from the line of even distribution. We see more concentration in consumption expenditure in recent years while compared to past years.

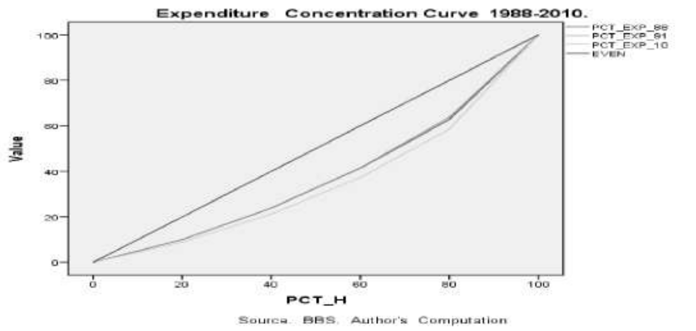

Figure 8.

4.3 Gini concentration ratio for Consumption Expenditure

The Gini concentration ratio for consumption expenditure according to rural urban areas is given in table 8 and Figure 9. Information on Gini consumption expenditure concentration ratio are available for the period 1991-2010. At the national level Gini concentration of expenditure increased from0.26 in 1991 to o,32 in 2010. The over all increase in the ratio during the period has been 0.06 and the annual average rate of increase has been 1.15 per cent. In the rural area the Gini concentration ratio for expenditure increased from 0.25 in 1991 to 0.27 in 2010 with an over all increase of 0.02 for the period and an average annual rate of increase of 0.40 per cent. The values of the Gini concentration ratio has been found to be higher in the urban areas while compared to the corresponding values in the rural areas. Further, the values of Gini concentration ratio for consumption expenditure have been found to be lower than the corresponding values of the Concentration ratio for income in all the years and in rural and urban areas. We can reasonably argue that the analysis provides convincing evidence that there is less inequality in consumption expenditure while compared to inequality in income.

Table 8: Consumption Expenditure Gini Index: 1991 to 2010

Year	National	Rural	Urban
1991-92	0.26	0.25	0.31
1995-96	0.31	0.27	0.37
2000	0.33	0.28	0.37
2005	0.33	0.28	0.36
2010	0.32	0.27	0.34
Change During 1991-2010	0.06	0.02	0.03
Annual rate of change 1988-2010 (Per cent)	1.15	0.40	0.48

Source and Note: BBS. Statistical Yearbook of Bangladesh. Several Years.
HIES 2010 Report. Also other years.

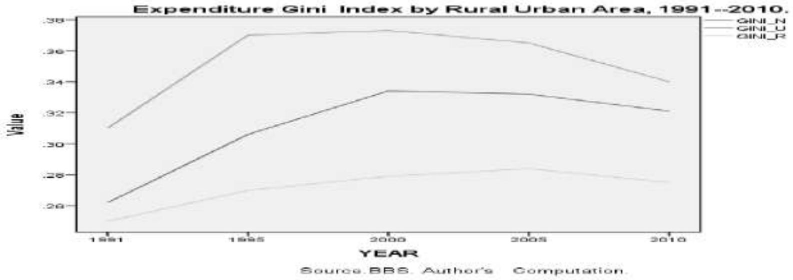

Figure 9.

4.4 Gini Concentration Ratio for Per capita Expendture

We have also information available for Gini coefficient on per capita expenditure for the period 1991-2010. The values of the Gini coefficient of per capita expenditure are similar to those obtained for household expenditure. The over all change during the period and the average annual rate of change are also shown in table 9. At the national level expenditure inequality as given by Gini coefficient has increased from .26 in 1991 to 0.32 in 2010. In the rural areas the Gini coefficient decreased from 0.25 in 1991 to 0.28 in 2010. In the urban area the value of the Gini coefficient of per capita expenditure increased from 0.31 n 1991 to 0.34 in 2010.

Table 9: Gini Index of Per Capita Expenditure

Year	National	Rural	Urban
1991-92	0.26	0.25	0.31
1995-96	0.31	0.27	0.37
2000	0.31	0.27	0.37
2005	0.33	0.28	0.36
2010	0.32	0.28	0..34
Change During 1991-2010	0.06	0.03	0.03
Annual rate of change 1988-2010 (Per cent)	1.15	0.60	0.48

4.5 Expenditure Share of bottom 40 per cent of households. 1988-2010

The expenditure share (per cent) accruing to bottom 40% of the households is given in table 10 and Figure 10. It is the concern of the development partners to improve the well being of the poorer segment of the population. We see from the table that the expenditure share of the bottom 40% of the households decreased from 23.82 per cent in 1973/74 to 21.25 per cent in 2010. The over all decrease in expenditure share for the period has been 2.57 percentage point and the annual average rate of decrease has been - 0.4 per cent. The expenditure share of the

Table 10: Income Share (Per cent) Accruing to Bottom 40 per cent of Households : National 1973-2010

YEAR	Income Share (Per cent) Accruing to Bottom 40 per cent Households
1988-89	23.82
1991-92	23.95
1995-96	22.17
2000	20.66
2005	20.86
2010	21.25
Change during 1988-2010	-2.57
Average Annual rate of change(Per cent)	-0.49

Source: BBS. Author's computation.

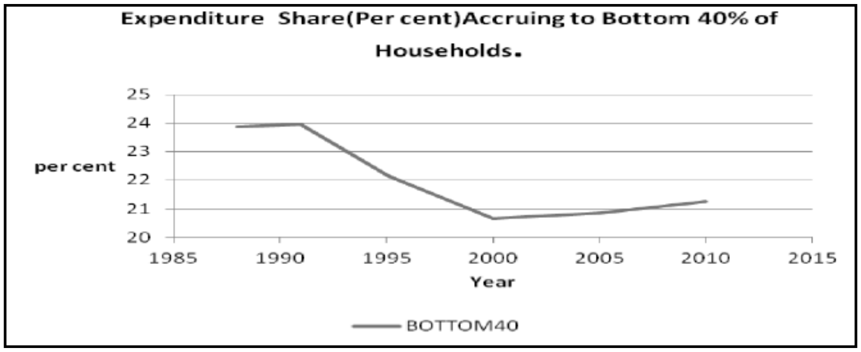

Figure 10.

bottom 40 per cent of households has shown some decrease in the 1990s but has started to increase 2000 onwards. Good news at long last for the development partners and policy makers for their advice and program inputs. Something to cheer!

5. Employment and Labour Market

Due to age structure transformation of population presently Bangladesh is experiencing bulge in working age population. Studies (Matin, 2010, 2012) have shown that the population of the working age started to grow faster in comparison to general population starting from 1980 and it will continue up to 2040. This phenomenon is also known as period of demographic dividend. This is a once in a life time phenomenon for any country and it is not revisited. In order to reap the benefit of demographic dividend Bangladesh has to invest more in employment generation. However, beyond the year 2040, the country will have more and more

dependent population while compared to working age population. But we have lot of unemployed or underemployed working age population. In spite of adoption of several investment friendly policies for both local and foreign capital, the investment rate as per cent of GDP is quite stagnant in recent years. Consequently it hampers employment generation in the domestic market and also the growth rate.

6. Conclusion

Policies should be adopted in such a way that income of the lower 90 per cent of the households increases at faster rate than the rate of increase of income of the top 10% of the households. Some steps should be taken as redistribution of income and wealth in favour of the poor where possible such as safety net programs. It has to be supported by strong political commitment and leadership. The policy instruments include addressing weaker labour market institutions, inadequate social protection systems, poor-quality education, inadequate access to credit etc. There is need of focused attention on three key elements of economic policy to make economic growth inclusive and sustainable within and across generations: greater investment in building human capital of the poor, prudent use of safety nets, and policies to make growth greener.

References

Bangladesh Bank. Economic Trends. June 2014. Also previous Reports. Statistics Department. Bangladesh Bank. Dhaka.

BBS. Statistical Yearbook of Bangladesh 2012. Bangladesh Bureau of Statistics. Ministry of Planning. Dhaka.

BBS. 2012. Population and Housing Census 2011. Socioeconomic and Demographic Report. National Series. Volume 4. Bangladesh Bureau of Statistics. Ministry of Planning. Dhaka

BBS. 2011. Household Income and Expenditure Survey(HIES) 2010. Also previous Reports.

Credit Suisse. Global Wealth Report 2014.

Conservable Economist. September 27th, 2011. The Kuznets Curve and Inequality Over the last 100 Years.

Causa, Orsetta, Alain de Serres and Nicolas Ruiz 2014. Can growth-enhancing policies lift all boats? An analysis based on household disposable incomes, OECD Economics Department Working Papers, OECD Publishing, Paris, forthcoming.

Economist, London. October 13th, 2012. For Richer, for Poorer.

ESCAP. 2014. Economic Survey of Asia and the Pacific. 2014. United Nations. New York.

Gini, C. (1912). "Italian: Variabilità e mutabilità" 'Variability and Mutability', C. Cuppini, Bologna, 156 pages. Reprinted in Memorie di metodologica statistica (Ed. Pizetti E, Salvemini, T). Rome: Libreria Eredi Virgilio Veschi (1955).

Hussain, Z and J. Zutt. 2014. What has happened to Poverty and Inequality Lately ?. The Financial Express. 21st Anniversary Issue Supplement Part 2. November 27th, 2014. Dhaka

Islam, R.2013. Addressing the Challenge of Economic Inequality. The Daily Star. 22nd Anniversary Special Supplment March 19th, 2013. Dhaka.

www.inequality.org/income- inequality/charts

Matin, K. A. 2010. Demographic Dividend In Bangladesh: Opportunities And Challenges.. Paper presented at the First International Conference On Theory and Applications of Statistics organized by the DUSDAA held at Dhaka on December 26-28, 2010. Dept of Statstics

_______ 2012. Demographic Dividends in Bangladesh: The Time To Act is Now. Paper presented at 18th Biennial Conference of the Bangladesh Economic Association(BEA) held in Dhaka during September 14-16, 2012.

Osmani, S. R. 1996. Is Income Equality Good for Growth. Pp 30-60 in Abu Abdullah and A. R. Khan(eds), State Market and Development. Essays in Honour of Rehman Sobhan ., The University Press Limited. Dhaka.

Titumir, R. A and K. M. M. Rahman. 2011. Poverty and Inequality in Bangladesh. Working Paper. Unnayan Onneshan. Dhaka,

Krugman, P. 1992. The Rich, The Right and the Facts: Deconstructing Income Distribution Debate. The American Prospect. The Fall Issue.

———-2014. The Inequality Denial. The New York Times. June 1, 2014

Kuznets, S. 1955. Economic Growth and Income Ineqauality. American Economic Review. 45:1-28

Lorenz, M. O. (1905). Methods of measuring the concentration of wealth.Journal of Statistical Association (Publications of the American Statistical Association, Vol. 9, No. 70) 9 (70): 209–219.

MoF. 2014. Bangladesh Arthanaitik Samikkha (Bangladesh Economic Review) 2014. Finance Division. Ministry of Finance.Dhaka. Dhaka

Persson, T and G. Tabellini. 1994. Is Inequality Harmful for Growth. Review of Economic Studies 60:775-66.

OECD. 2014. Income Inequality Up date June 2014. OECD Publishing, Paris

Planning Commission. 2011. Sixth Five Year Plan FY2011-FY015. Accrelating Growth and Reducing Poverty. Part I: Strategic Directions and Policy Framework. Ministry of Planning. Dhaka.

Planning Commission. 2013. MDGs: Bangladesh Progress Report 2012. General Economic Division. Planning Commission. Ministry of Planning. Dhaka

Sen, A. K. 1992. Inequality Reexamined. Calendron Press. Oxford.

Yunus, M. 2014. Redesigning economics to redesign the World. Why are we missing a collective destination?. The Financial Express and the Daily Star. Dhaka 18-19 November, 2014.

Wade, R. H. 2005. Inequality and Globalization. Pp 23-34 in Q. K. Ahmad(ed), Emerging Global Economic Order and The Developing Countries. Bangladesh Economic Association/The University Press Limited. Dhaka.

Bangladesh Journal of Political Economy

© 2015 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 189-250
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Food Security of Bangladesh: Status, Challenges and Strategic Policy Options

NARAYAN CHANDRA NATH*

Abstract *The paper is designed to make an overview of nutritional food security situation pinpointing the key challenges and potential areas for future development. It has analysed the status of food availability, access to food, food utilization and food stability with emphasis on balanced nutrition and food safety to address the problems of nutritional food security in Bangladesh. Attempt has been made to verify the food adequacy and work out strategic options for food security in the interface of production, consumption requirements and global trade situation. The paper has analysed the alternatives of self sufficiency and self reliance strategies for formulating appropriate food security policy options in the long run for Bangladesh. Focus has been given on redefining food security in terms of stable and adequate supply of balanced nutritious food for all. Emphaies has been on nutrition education among the general public especially among women.*

Key words: *Food security, Food utiliation, Nutrition.*

1. Introduction

1.1 Rationale of the Study

Food, in the hierarchy of needs, is the most basic need for sustenance of life and is the perennial problem issue for healthy and active life of mankind. Food security is not just an economic problem but also a social and political issue in as much as food insecurity can be a factor to create political instability in the country. Food security is a basic factor for development of human capital and starter for overall development of the society. Right to adequate and stable supply

* Ex-Researcher, Bangladesh Institute of Development studies, Agargaon, Dhaka.

of safe food is a constitutional right of the people in Bangladesh. The Government of Bangladesh is firmly committed to the progressive realization of the right to food, as enshrined in the Constitution.

Food security, as put by FAO, involves four dimensions: availability, accessibility, food utilization and stability of components of food security. Nutrition, food safety and quality have attained considerable importance recently in Bangladesh.

Ensuring food security for all is one of the major challenges that Bangladesh faces today. Despite significant achievements in food grain production and food availability, food security at national, household and individual levels remains a matter of major concern for the country and it's Government. Since Independence, Bangladesh has made significant progress in increasing domestic production of food grains. This, to a large extent, helped in overcoming the constraints of insufficient national food availability. Adequate food availability however was not a sufficient condition for ensuring national food security. Ensuring food security for all reportedly require a major effort at enhancing access to food and subsequent utilisation of food by the poor and distressed households.

Though hunger is the number one issue, malnutrition has become emerging problem for treatment. Along with underweight, overweight including obesity has become another problem of health related to food intake. In this situation, providing adequate, stable, safe and nutritious balanced food to all becomes a challenging task in the way of development ahead, and there is a serious need to develop a road map to achieve this visionary goal for a healthy society.

In view of all these, the present paper is designed to make an empirical analysis on components of food security to discern the deficiencies and pinpoint the challenges in the way of food security in Bangladesh. The author has tried to consult the important works and make empirical analysis of balance sheet and household data for the last 40 years to see the status of components of food security in Bangladesh. The paper tries to highlight the food gap against the normative of balanced food composition and verify self sufficiency status of individual food items and tries to highlight challenges and sort out appropriate strategic policy measures and work out a road map for sustained food security system in the context of Bangladesh

1.2 Structure of the Report

The paper is structured as follows:

i. Introduction

ii. Objectives and Methodology of the Study

iii. Understanding the Conception of parameters and components of Food Security with their indicators for measurement and Monitoring and Importance of Food Security in development

iv Literature Review on Food Security and Nutrition;;

v. Availability and Consumption of Food in Bangladesh and Deficiencies relative to requirements of food supply;

vi Status of Access to Food , Quantity and Quality and Structure of Food Intake and Differences with Normative of Balanced Nutrition

vii Food Utilization-Nutrition Status and Food Safety in Bangladesh?

vii. Challenges of Food Security

viii. Strategies of Food Security and recommendations for future Food Policy actions

ix. Conclusions

2. Objectives and Methodology of the Study

2.1 Objectives of the Study

Spceific objectives of the study are:

i. To examine the status of food security in all its individual components of food security of People of Bangladesh;

ii. To analyse the self sufficiency status and food gap of individual food items;

iii. To analyse the structure of food intake and judge its deficiencies in terms of desirable dietary normative for healthy life;

iv. To analyse food security and nutrition status of Bangladesh by socio economic categories;

v. To highlight the major challenges in the individual components of food security in the way of ensuring food fecurity in Bangladesh ; and

vi. To analyse the standpoints of alternative food strategies in Bangladesh and attempt to formulate a desirable strategy of food security for Bangladesh;

2.2 Methodology of the Study

2.2.1 Approach of the Study

We have followed political economic approach to address the problems of food security under market economy environment and proactive government policy actions in Bangladesh. We have tried to work out and estimate different indicators under four components and dimensions of food security in Bangladesh to reveal its true status and pinpoint areas of vulnerability and sustainability of the present status and its improvement. We have tried to highlight food security and nutrition status by socio economic classes. We have tried to analyse the data for pinpointing the challenges and hinting on probable strategic options for sustainable food security in Bangladesh. We have tried to link up food security situation by different socio economic categories, by seasons and regions. We have covered the period of 1973-2013 for data analysis. We have looked into documents, research reports and articles of Government Departments, International Agencies, Research Institutes and individual researchers on the problems of Food Security.

2.2.2 Data Base

The study has been made basically on the base of secondary data of different sources, both national and international institutions and individual studies. We have used data of FAO. Its Balance Sheet data helped us in determining food availability by food items in Bangladesh. We have used data base of Bangladesh Bureau of Statistics and data of Ministry of Agriculture, Ministry of Food and Disaster Management of Bangladesh for determining trend of food availability and food security of the country. We have used data of BB and NBR for determining production, imports and exports of food to determine food availability over the years. For determining the consumption pattern at household level, data of Household Income and Expenditure Surveys of BBS have been used extensively. We have looked into estimates of standard consumption requirements of the country by using normative of World Bank, FAO , WHO, World Food Programme, BIRDEM, UNICEF, ICDDR,B, Institute of Public Health and Institute of Food Science and Nutrition. We tried to use data base of Bangladesh Demographic Health Surveys of NIPPORT and Food and Nutrition Surveillance Project of Ministry of Health and Welfare and Child and Mother Nutrition

Surveys of Bangladesh of BBS to determine anthropometric measures of food security and nutrition status of Bangladesh... For studying different dimensions of food security, we have used also data of individual studies of BIDS and IFRI.

2.2.3 Analytical Tools

Estimation of individual Indicators, ratio analysis, regression techniques, coefficient of variation and growth rates, Graphic and tabular analysis were main analytical tools of the study.

3. Conceptual Framework of Food Security

3.1 Definition of Food Security

Food security, as FAO stated following World Food Summit of 1996, "*is a situation when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life*[i].. (www.fao.org)." This profoundly important definition of food security has four elements:

i. Enough food must be available to meet all people's needs adequately,

ii. People must have access to the food that is available under normal circumstances.

iii. Volatility in production or prices must not threaten this availability at all times, i,e, stability of food supply is not hampered, and

iv. The quality and safety of food that people consume must be ensured for their needs.

Food security needs to be redefined taking the nutritional balance in the fore. given the recent emergence of large incidence of overweight and micronutrient deficiency resulting in non-infectious diseases like cardiovascular disease and diabetics. At present 200 crores people are suffering from hidden hunger, while visible hunger has gone down to 80.5 crores people in the world. Thus food security can be redefined as a situation when all people at all times have economic and physical access to sufficient safe and balanced nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Here food of balanced nutrition is of utmost importance and food security need to be better renamed as nutritional food security...

3.2 Pillars of food security

The WHO states that there are three pillars that determine food security: food availability, food access, and food use[ii]. The FAO adds a fourth pillar: the stability of the first three dimensions of food security over time.[iii] In 2009, the World Summit on Food Security stated that the "four pillars of food security are availability, access, utilization, and stability[iv]"

Food availability relates to the supply of food through production, distribution, and exchange[V]. Determinants of food availability at the national level are domestic food production, public and private food stockholding, food imports and food aid, food exports and wastage in the way of distribution, storage and consumption... With the liberalization of international trade, global availability of food is of increasing importance for national food security. Availability of food at the household level depends on the household's own production including homestead one, household food stock and availability of food in the local markets.

Availability of food at household level depends on the household's capacity to produce or acquire food, household food stockholding, and availability of food at local markets.

Food security is the availability of an adequate supply of safe food, which people can access to obtain their food needs at prices they can afford. These food needs have been generally defined as the basic requirements of food rather than the satisfaction of all food wants..

Access to Food

Food access refers to the affordability and allocation of food, as well as the preferences of individuals and households. The UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights noted that the causes of hunger and malnutrition are often not a scarcity of food but an inability to access available food, usually due to poverty[vi]. Poverty can limit access to food, and can also increase how vulnerable an individual or household is to food price spikes. Access to food depends on whether the household has enough income to purchase food at prevailing prices or has sufficient land and other resources to grow its own food. Households with enough resources can overcome unstable harvests and local food shortages and maintain their access to food.

Household's access to food depends on household income, assets, remittances, gifts, borrowing, income transfers and food aid. Increased income of household can improve household food security in terms of improved access to food. In

addition, expanded asset bases reduce the vulnerability of households to short-term disruptions in income flows and help prevent degradation of household food security in times of adversity. Increased food prices also results in transitory food insecurity of the low-income households by lowering their real income and, hence, eroding their purchasing power.

Food Utilization

The third pillar of food security is food utilization, which refers to the metabolism of food by individuals. Once food is obtained by a household, a variety of factors impact the quantity and quality of food that reaches members of the household. In order to achieve food security, the food ingested must be safe and must be enough to meet the physiological requirements of each individual. Food safety impacts food utilization and can by impacted by the preparation, processing, and cooking of food in the community and household. Nutritional values of the household determine food choice. Access to healthcare is another determinant of food utilization, since the health of individuals controls how the food is metabolized. For example, intestinal parasites can take nutrients from the body and decrease food utilization. Sanitation can also decrease the occurrence and spread of diseases that can affect food utilization. Education about nutrition and food preparation can impact food utilization and improve this pillar of food security.

Food Stability

Food stability refers to the ability to obtain food over time. Food security can be transitory, seasonal, or chronic[vii].In transitory food insecurity, food may be unavailable during certain periods of time[viii].At the food production level, natural disasters and drought result in crop failure and decreased food availability. Civil conflicts can also decrease access to food. Instability in markets resulting in food-price spikes can cause transitory food insecurity. Other factors that can temporarily cause food insecurity are loss of employment or productivity, which can be caused by illness. Seasonal food insecurity can result from the regular pattern of growing seasons in food production. Food production instability, price instability, employment instability, import flow instability and political instability may affect persistence of food security.

Chronic (or permanent) food insecurity is defined as the long-term, persistent lack of adequate food[ix] in this case; households are constantly at risk of being unable to acquire food to meet the needs of all members. Chronic and transitory food insecurity is linked, since the reoccurrence of transitory food security can make households more vulnerable to chronic food insecurity.

3.3 From food adequacy to balanced nutrition

While both macronutrients and micronutrients are necessary, usually macronutrients were emphasised so Far., but now foods rich in micronutrients containing vitamins and minerals are getting increasing attention. Again, among macronutrients, proportion of carbohydrate, protein and fats is getting changed to decrease of carbohydrate and increase of protein and fats. Food Composition Table so far talked of ratio as 60:15:25.. But now with the emergence of overweight, food composition table is designed to reduce carbohydrate, increase protein and decrease fats. Such as 40: 40:20. Once sufficiency of food availability was the main concern, but with the establishment of food entitlement thesis of Prof Amartya Sen, focus has got shifted to food access. Now the shift of focus has been to balanced nutrition. Thus now food security is to ensure all access to adequate food of balanced nutrition for healthy and active life..So long we were perturbed with double burden of under nutrition and overweight, now micronutrient deficiency or hidden hunger came to prominent focus. It has been found that not only malnourished people but also over weighted people are found to suffer from micronutrient deficiency. Thus food insecurity now is associated simultaneously with three burdens: under nutrition, overweight and micronutrient deficiency. And food security in essence has become nutritional food security for healthy and active life.

4. Associated Links

4.1 Link of Food insecurity with Poverty

A direct relationship exists between food consumption levels and poverty. Families with the financial resources to escape extreme poverty rarely suffer from chronic hunger; while poor families not only suffer the most from chronic hunger, but are also the segment of the population most at risk during food shortages and famines.

For deeper development of Bangladesh, there is no more important policy challenge than ensuring food security for all. This is a difficult challenge. It involves not just ensuring the availability of adequate food in total, but that all people have access, at all times, to safe, nutritious food. Reducing poverty is a key element in a policy for food security, because poor people spend such a large share of their incomes on food, leaving them vulnerable to high food prices, and many poor people obtain much of their income from farming, leaving them vulnerable to declines in agricultural output. But reducing poverty is not sufficient, because of the many risks to the food security of the near-poor from a wide range of shocks.

Food insecurity may take the form of endemic hunger while famine is acute hunger happening abruptly. Frequent incidence of hunger may lead to malnourishment of the people. Food insecurity can be categorized as chronic or transitory, seasonal or locational or centric to a definite class or classes.. Chronic food insecurity translates into a high degree of vulnerability to famine and hunger. Ensuring food security presupposes elimination of that vulnerability[x].

5. Link between Food Security, Nutrition and Health

Food security, as put by WHO, is a complex sustainable development issue, linked to health through balanced nutrition, but also to sustainable economic development, environment, and trade. In many countries, health problems related to dietary excess are an ever increasing threat, In fact, malnutrition and food-borne diseases (especially diarrhea) are becoming double burden. Issues such as whether households get enough food, how it is distributed within the household and whether that food fulfils the nutrition needs of all members of the household show that food security is clearly linked to health. Access to adequate food may go together with malnutrition if food intake is not of balanced nutrition. Both under nutrition and over nutrition are problems of malnutrition which may not be solved just by adequate food in imbalance of nutritional composition.

5.1 Link between Poverty and Malnutrition

Poverty and malnutrition are intimately interrelated in as much as poverty exacerbates malnutrition and malnutrition exacerbates poverty. Poverty increases the risk of malnutrition through lower purchasing power, which results in inadequate food access, leading to inadequate diets intake. Poor households are also more likely to have large family size with high dependency ratios, frequent pregnancies and infections, and unhealthy environments; members being engaged in hard physical labor requiring larger energy intake. Low food intake but high energy exhaustion and poor environment of living of poor households contribute to an increased risk of malnutrition of their members.. Conversely, malnutrition that underlies poor health status leads to poor cognitive development and poor quality of schooling, and increased health care expenditure and increased health hazards. Frequent health hazards because of malnutrition result in productivity losses, which further exacerbate poverty. This cyclical relationship perpetuates poverty within and across generations, because malnutrition is intergenerational in nature, passing from mother to child.

6. Main Debatable Issues on Food Security

As put by WHO, there is a great deal of debate around food security with some arguing that:

- There is enough food in the world to feed everyone adequately; the problem is distribution.
- Future food needs can - or cannot - be met by current levels of production.
- National food security is paramount - or no longer necessary because of global trade.
- Globalization may - or may not - lead to the persistence of food insecurity and poverty in rural communities.

Our stand is that there is a need to boost food production, but distribution need to be adequately addressed for ensuring food security for all. Government need to be pro-active, because food insecurity is very often result of market failure. Globalisation may not help always problem of national food security, because of limited volume of food trade by few exporters for large number of importers big or small in the global market. When there is a shortfall of food for the large producers like China and India and when they require to make adequate imports or they need to make big stock without exports in times of exportable surplus, there is a likelihood of non-availability of food in sufficient quantity in the global market. Adverse climate change disrupts domestic production and if there is price spiral or non-availability of food in global market, national food crisis is inevitable. International trade liberalization may help import of food regularly in case of shortfall of trade from the surplus producers in normal situation. Globalisation may not per se lead to food insecurity. Problem arises when export ban or export restrictions are imposed by the large exporters abruptly. Again import liberalization may dampen domestic price creating disincentive to the farmers engaged in food production, and in the situation of lack of alternative employment this may endanger their livelihood and food security. Judicious policy actions need to be in order to balance interests of both farmers and consumers. WTO regulations are yet to address the interests of net food importing countries.

6.1 Food Self Sufficiency and Food Security

Food security is not synonymous with food self-sufficiency. Many developed countries such as England and Japan are not self-sufficient in food but are food

secure, as they are able to import their requirements of food. There are countries that are food secure even without producing any food e.g. Singapore. Food security is the capacity to obtain the required quantum of food, by producing the requirements or accessing them through imports, rather than the ability to produce all the food needed for consumption. Again, there may be food insecurity with food self sufficiency.

The food balance sheets indicate that many countries have a positive balance, but a significant proportion of their populations have inadequate access to food. The availability of adequate food stocks does not necessarily ensure food security at country or household levels. This is owing to prevalence of people in the countries or households being unable to access adequate food. This is the principal and germane issue in food security in the rice producing country like Bangladesh.

6.2 Identification of Components and Indicators of Food Security

Conceptualisation of food security as in Government document is good enough..[xi] However, it is felt that in the set of indicators, under food access domain, employment expansion and under food utilization domain, level of nutrition consciousness and education need to be emphasised. Again, component of Food Stability and its indicators are missing. We have proposed a modified version of indicators of four dimensions for monitoring food security covering its four pillars as developed by FAO.

6.3 Food Availability and Consumption Gap and Difference with Normative

One of the important aspects of food security is to ensure sustained availability of food to meet all people's demand at prices commensurate with their income. Food security is then achieved when all people can buy adequate good quality food sufficient for maintenance of an active and healthy life. It is essential to achieve an overall development of agriculture to ensure production and marketing of food grains as well as non-food grain items, to create employment opportunities and increase real income of the poor, ultimately to improve their nutritional status. In the Bangladesh context, domestic food production, public and private stocking and international trade determine food availability at the national level. With the liberalisation of trade, global availability and prices of food are of increasing importance for ensuring national food security.

The main constraint in the way of improved availability is highlighted by the lack of significant progress in food diversification. Limited increase in rice import dependency is only a result of the imports needed to be carried out by the GOB

Table 3.1 Proposed Set of Indicators for Monitoring Food Security

Type of Indicators
Availability
Average per capita dietary energy supply adequacy
Average per capita Protein Adequacy
Average per capita Fats Adequacy
Adequacy of Micronutrients (vitamins and minerals)
Share of dietary energy supply derived from cereals, roots and tubers
Average supply of protein of non-cereals and of animal origin
Average supply of fats of non-cereals and of animal origin
Average quantum of food production in aggregate and of different types-cereals, non-cereals and of animal source
Structure and growth of Food Production and Availability by Food Items
Sources of Growth of available dietary energy over Time by food Items
Status of Self Sufficiency of Food by items with emphasis on staple food
Level and change of Import Dependency Ratio of Staple Food (cereals)
Quantum of Wastage of Food in different stages from production to consumption
Quantity and Quality of Storage Facilities-Warehouse, Godown and Cold Storage Facilities
Quality of food storage measured at the stage of availability for final consumption
Status of Preservation of unprocessed, semi processed and Processed Food
Growth and share of Public expenditure on agricultural R&D to total fiscal budget
Food Access
Gross domestic product per capita (in purchasing power equivalent)
Domestic food price index
Incidence and depth of poverty in the country in terms of needs
Incidence and Depth of Food Poverty in terms of dietary calorie intake
Share of food expenditure of the poor
Incidence and Depth of the food deficit
Prevalence of food inadequacy as per normative requirements at household level
Rate of unemployment and underemployment
Inflation and Inflation Differential between General CPI and Food CPI
Level of Wage rate and Growth of Real Wage Rate in kilogram of staple food (rice)
Access to Credit facilities in general and for the food insecure people in particular
Prevalence of undernourishment
Percent of paved roads over total roads
Road density
Rail lines density

Public Distribution System	
Nature and quality of Social Safety Nets Measures	
Share of Public Expenditure for Food Protection	
Food Utilization	
Access to improved water sources	
Access to improved sanitation facilities	
Percentage of children under 5 years of age affected by wasting	
Percentage of children under 5 years of age who are stunted	
Percentage of children under 5 years of age who are underweight	
Percentage of adults who are underweight	
Percentage of Children, women and men who are overweight	
Prevalence of anemia among pregnant women	
Prevalence of anemia among children under 5 years of age	
Incidence of low birth weight of infants	
Prevalence of vitamin A deficiency	
Prevalence of iron deficiency	
Prevalence of Zinc Deficiency	
Status of Iodine Deficiency	
Access to Safe Food	
Access to Safe Drinking Water	
Level of Consciousness of the people regarding nutrition and health	
Cooking Practices-Incidence of substandard practices from nutritional point of view	
Quantum of Nutrition Loss	
Status of Food Quality	
Status of Diversity of food	
Adequacy of Nutritional Balance in Food Composition Table compared to norms	
Food Stability	
Cereal import dependency ratio	
Percent of arable land equipped for irrigation	
Value of food imports over total merchandise exports	
Political stability and absence of violence/terrorism	
Domestic food price volatility	
Per capita food production variability	
Per capita food supply variability	
Coefficient of Variation of staple food (Rice) Production –year wise and season wise	

Source: Developed by the Author as modification of Sets of indicators prescribed by FAO.

for stabilizing domestic supply and stabilizing domestic rice price in some years. Target indicators of 2015 seem to be not very far from attainment, but require proactive measures for their complete realisation. Monitoring Report 2012[xii] recommended further intensification, sustainability and resilience of rice production, adjusting interventions to favour more diversified food production, including promotion of investments in processing and marketing, investments in agricultural research to tackle risks associated with climate change and promoting the valorization of unused land in coastal areas, updating/implementing policies on sustainable management of natural resources and facilitating agricultural mechanization in the context of increasing labour scarcity.

6.4 Availability and Adequacy of Food for Consumption

6.4.1 Availability and Adequacy of Food Grain for Consumption

One of the indicators of food availability is adequacy of food available as per consumption requirements. Food grain predominates the food consumption basket with 77% of total food intake and hence adequacy of food grain deserves prior attention in ensuring food security of Bangladesh. Adequacy is needed to be computed with reference to consumption requirements as per age, physical activity, seasons, sex, locations, individual preferences and metabolic capacity,. At national level, only average figure of consumption requirements by individual items is usable for determining the adequacy of quantum of food available. As indicated in the Table-5.2. Food grain production has more than doubled during 1980-2013 and has grown @2.61% p.a.. Rice with 71% gross cropped land constitutes 97% food grain production and has grown @2.74% p.a. Wheat production remains stable in the same period. Domestic food grain production was in shortage upto 2000. After 2000, food grain production was in surplus after meeting consumption requirements. However, imports , specially of wheat also increased in the same period to address requirements of food industry and for fear of uncertainties of supply and to cope with emergencies. Adequacy ratio of food grain availability at national level increased from o.78 in the eighties to 1.39. Per capita food availability reaches the level of consumption requirements in the nineties and showed surplus of 80 grams in 2000-10 and 120 grams of food grain availability for consumption in 2010-13. Food availability has increased @ 3.12% p.a. and per capita food availability has increased @1.45% p.a during 1980-2013. Adequacy of food grain availability has increased by 0.42% point in aggregate and by 0.64% point in per capita food grain availability.

Self sufficiency of food grain production is around 98.8%. The figure for rice production self sufficiency is closer to 100% in the recent period, and in as much as rice is the staple food for the people, Government is in a position to proclaim achievement of food grain self sufficiency in the country. As we shall see later on , Bangladesh has to import huge quantities of non-cereal food items and self sufficiency in many of these items is far from realization because of scarcity of land.

Bangladesh has made substantial progress in enhancing food security by increasing production of food grains, particularly rice. Rice has contributed most to self-sufficiency in food grain. Rice production gains have been mainly driven by an increased use of irrigation water, expanded use of other agricultural inputs along with an increased coverage of high-yielding and modern rice varieties. However, the sustainability of domestic food grain production remains an issue. Rice cannot be expected to experience the growth rate of the past without net technological breakthrough. Furthermore, demographic pressures and increased urbanization have caused cultivated area to decline at a rate of 1 percent per year, whilst cropping intensity has virtually reached its limit.. Small and marginal farmers represent more than 80% of all farmers. Only a limited percentage of crops circulate through commercial channels. This also results in a situation where, despite efforts, food grain procurement remains limited and sizeable food grain imports are needed for public distribution. In the last five years, total annual imports of food grains have ranged between 2 to 3 million tons. Imports consist mainly of wheat, whose production has been continuously reducing over the past years, with rice accounting for about half million tons per year.

It is notable that the emphasis placed on rice production has resulted in an increased dependency on imports for non food grain commodities, such as pulses, oilseeds and fruits which remain unaffordable to many consumers, especially poor consumers. For instance, 70% of the pulses and 66% of the edible oil requirements are currently imported traditionally, the two most important non-cereal foods for the poor were fish and pulses. Due to crop substitution, the national supply of pulses decreased substantially, and the poor substituted cereals for pulses with negative nutritional implications especially for children, pregnant and lactating women. Furthermore, rice mono cropping causes the nutrient depletion of the soil.

With the achievement of self sufficiency in rice, the issue of preserving farmers' incentive has been an issue for debate. Monitoring Report questioned the desirability and affordability of subsidizing low value added exports as rice. We have reservation against this stand.

Our standpoint is that self sufficiency of staple food like rice for Bangladesh need to be consolidated and export channel opening in case of exportable surplus is justified to stabilize price in case of bumper harvest. Stress need to be on subsidised inputs to incentivize the farmers to grow rice with profit margin. For public distribution, Government can procure from the open market in appropriate time and develop storage capacity. It is notable that in future, increased population pressure and shrinking cultivable land may challenge the state of self sufficiency of rice if additional land could not be managed. Rice exports and imports need to be taken as a temporary measure to balance production and demand for sustain food security. We are agreeable to Monitoring Report to the stand that in case of permanent achievement of self-sufficiency, the trade-off between generating a larger exportable surplus of rice, and promoting diversification and a higher degree of self-reliance for other foods needs to be carefully balanced. Farmers' incentives should be adequate to promote the investment and innovations required for a growth of both rice and non-cereal production to generate increasing profit margin for the farmers and for more diversified food production system which would contribute to the diversification of diets and to income growth. More attention should be made on increased production of quality rice like aman and fine rice and diverting some land of boro cultivation to non-cereal agricultural production like pulses, vegetables and seasonal fruits. Diversification efforts need to be backed-up by clear understanding of the relative profitability of competing crops, physical and location-specific conditions for non crop enterprises, the supply chain of high value products and provision for processing, storage and marketing activities, as well as by a clear appraisal of international trade opportunities

There are seven important challenges for food security associated with agricultural production: diversification toward high value nutritious products, risk arising from climate change**,** conversion of arable land to non-agricultural purposes, the depletion of ground water tables, arsenic contamination, high chemical use and emerging scarcity of agricultural labour.

6.4.2 Self Sufficiency and Import Dependence of Food supply

Bangladesh experiences self sufficiency in rice, potato, eggs, vegetables, meat and fish (Table5.3) Near about 90% self sufficiency has been attained by vegetables, fruits, milk spices and pea nuts. Tea and coffee once import export product is busy with domestic consumption with a shortfall of 6% market demand and became import dependent for 8.8% for meeting domestic market demand. There is a possibility of regaining its self sufficiency status if efforts are made for boosting

production in unutlised high land of different areas. The food items that are far from self sufficiency are wheat (27%), sugar (36%), edible oil (10%), pulses (17%), and beverages (1%). In aggregate, Bangladesh is closer to food self sufficiency because of surplus production in rice and potato but experiences considerable import dependence because of high imports of beverages, oilseeds and edible oil, wheat and pulses. Out of gross available food supply, exports constitute only 0.63% and imports constitute 15%. Food self sufficiency of Bangladesh is at a level of 95% gross food supply. Gross food supply is at the level of 128% of net available food supply out of which feed and seed constitute 6.9%, wastage constitute 7% and processing constitute 14% of food supply.

There has been high positive change in self sufficiency in case of rice (9%), potato (4% point) and oil seeds (8%). There was insignificant positive change in case of sugar and spices.High negative change of food self sufficiency was found in case of pulses,vegetables, fruits, tea and cofee, animal fats and wheat during 2007-11.

There is a high import dependence of edible oil (91%), wheat (91%), sugar (76%), pulses (62%) and oilseeds (44%) as indicated in Table-5.3.The food items like milk, spices, fruits and maize are still dependent on imports to an extent despite their closeness to self sufficiency. Among the export items of food, fish, nuts, sugar, vegetables, tea, oil seeds and edible oil are prominent.

There has been increased import dependence in case of wheat (12% point), sugar (13% point), fruits (5.3%), animal fats (11%), tea (5.2%) and milk (2.3%). There has been remarkable decline of import dependence in case of pulses (4.6%), oil seeds (6.2%) and potato (4.3%). At aggregate level, there has been 2% point increase of import dependence during 2007-11.

. Increased self sufficiency in non-cereal and animal products is important from the perspective of expanding employment opportunities and for increased food and nutritional security. This may be a challenging task but possible to accomplish if commitment and drive is there towards that. Reduction of import dependence in food items like fruits, tea, pulses and milk is possible through increased investment, incentives and proactive measures in extension services and research and development (R &D) activities in these vital food products.

In as much as rice and wheat are two important food grains constituting 77% calorie in Bangladesh, we have estimated import dependence of these two products in particular and food grain in general during 1973-2011 in different phases. During the period under review, import dependence for rice was 2.21% and for wheat 64.3% on average, and changing from 2.04% to 3.26% for rice and from 84% to 78% for wheat, implying increase of 1.22% point for rice and decline

of 6% for wheat and decline of 1.4% for the whole food grain import dependence. Coefficient of .variation was small reflecting low volatility of import dependence for the food grain in Bangladesh on yearly basis. Import dependence on wheat is not only high but also persistently increasing after the period of 2001-05. Import dependence for rice has declined from 4.1% in 2001-05 to 2.23% in the period 2006-10,i.e by 2% point. Import dependence for rice has declined from 4.1% in 2001-05 to 2.23% in the period 2006-10 i.e. by 2% point. Import dependence of wheat has increased from 65% to n72% i.e. by 7% during the same period. Import dependence of food grain has been persistently increasing (from 3.72% in the period 1985-90 to 11.2% in 2011-12), because of .large increase of imports of wheat every year for food processing industry.

6.4.3 Wastage of Food in Bangladesh

Out of gross available food supply, as indicated in Food Balance Sheet of FAO, 2011 for Bangladesh, about 5.5% of food supply is for seed and feed, 5.6% is wasted, and 14% of food is used for processing. There has been large amount of wastage in the stages from production to the point of making food available for consumption. High wastage was found in case of potato (10%), eggs (9.5%), fruits (9.1%), vegetables (8.2%), milk (7.6%) and cereals (5.7%) as indicated in Table-5.3. On average, wastage was 5.5% of gross food supply with a large varition from1% in case of spices to 15% in case of potato. This inevitably also means that huge amounts of the resources used in food production are used in vain[xiii].

In Bangladesh wastage is found to occur in both harvesting point and post harvesting operations. In case of rice, total harvest loss has been estimated for Aus, Aman, Boro and all rice type as respectively 6.33%, 6.30%, 7.12% and 6.65%. Total post-harvest losses for Aus, Aman, Boro and all rice type were respectively 9.57%, 8.90%, 10.16% and 9.52%. The post- harvest losses included losses in threshing, winnowing, cleaning and drying, bulk handling for storage (bagging, sacking, etc), in-store (biotic and abiotic), out-store (destoring, bagging, sacking, transporting and marketing).

6.5 Comparatives of Growth of Domestic Production and Availability for Consumption of Food items

There is a significantly positive correlation between growth of domestic production and growth of food availability (0.94). We have estimated regression coefficient of growth of per capita production on growth of per capita availability of food, the coefficient is 0.911 and significant at 01%, adjusted R squared being

0.87. Regression results suggest that with every 10% growth of per capita domestic food production, growth of per capita food availability will increase by 9%.

We have compared per capita production and per capita available food supply per day for consumption. We have seen that there has been surplus of production in case of rice (80 grams) , potatoes (13 grams and, fish (2 grams) as indicated in Table-5.6. In case of products like tea and coffee, nuts, eggs and meat, per capita production and availability for consumption are closer to each other. There has been shortage of per capita production from available supply for consumption in products like milk (9 grams), wheat (34 grams),sugar (9 grams),vegetable oils (14 grams) and pulses (7 grams). All these evidences indicate that there is a deficiency in non-starchy products and surplus of starchy products. This need to be balanced for healthy life of the population.

6.6 Statics and Dynamics of Composition of Food in Bangladesh and Sources of Growth of Food Supply by items

Food availability has reached the level of normative consumption requirement of 2430 kilo calorie per capita per day. Calorie intake consists of 77% cereal, 18% non-cereal and 4% animal food (Table-5.7). Protein intake per capita per day is 55 gram, 82% of which is vegetative food and 18% is animal food. Around two thirds of protein are from cereals, 15% from non-cereal and the rest 18% from animal food. Fat is majorly from non-cereal vegetative food, from cereal 15% and 19% is from animal food. Thus major energy intake is from cereals whereas normative ratio of kilo calorie, protein and fat is 7:1:2 indicating big divergence of food availability from requirement norm. Growth of kilocalorie has been 1.6% p.a with growth of 5.80%p.a for animal food.,2.1% for non-cereal food and animal food 1.27% p.a. There has been negative growth of calorie energy intake during 2007-11, Animal sourced food has positive % point in calories, non-cereals and fat and protein in terms of availability.

As indicated in the Table-5.7, proportion of per capita vegetative products in calorie availability is as astoundingly high as 95.7% in 2011 decreased very slightly from 96.4% in 2007. The Proportion of vegetative products in protein and fats is also as high as 82% and 80% respectively. Three of them declined by 0.64%,2.4% and 3.5% point respectively in vegetative products with corresponding increase of their percentage points in animal source foods which constitutes 4%, 17.5% and 19.5% respectively of the total food available.

Main source of calorie as indicated in Table-5.8, is from cereals constituting 77% of total energy supply. Main source of protein is also cereals constituting 67% of protein supply. Other sources of protein are animal foods(18%) like fish, milk, meat and non-cereals (15%) like pulses, potato, and oilseeds and oil. Fat comes mainly from vegetable oil and animal foods. Low proportion of animal foods as source of calorie, protein and fats is likely to have adverse impact on nutrition and health of Bangladesh population. High positive change in terms of increased percentage point of food available is found in case of rice, wheat, potato, spices, milk and fish. Negative change in terms of decreased percentage point is visible in case of vegetable oil, pulses and cereals. There is positive change in terms of high increase of percentage point in case of animal foods.

Structural change in the composition of available food table, as in Table-5.9, is characterized by negative change of cereals, declined by 7.6% point, positive increase of non-cereals by 4.6% and animal foods by 3.0% point. Among the cereals, rice has negative percentage point to the extent of 6.5%.Among the non-cereals, negative change was found in case of sugar and pulses (-0.7%). High positive change was found in case of potatoes and vegetables. There was very low positive change in case of fruits and vegetable oils. Among the animal foods, there was positive change in case of milk and fish. No perceptible change was visible in case of meat and eggs in the food balance sheet. Main sources of growth of food available in order of importance during 1994-2011, were non-cereals (46%), cereals(33%) and animal foods (26%). Among the individual items, six food items like rice (26%), potato (21.5%),vegetables (9.9%) and fruits (6.3%) constitute together 84% of sources of growth of available food supply during 1972-2011. Negative food supply growth was from sugar and pulses. Very insignificant contribution was from vegetable oil, meat and eggs.

As indicated in Table -5.10, high growth rate was visible in case of animal source foods, followed by non-cereals in all components of macronutrients. In cereals, while there was positive growth of carbohydrates and protein, there was negative growth in fats. In non-cereals, though there was reasonable positive growth in carbohydrates and protein, there was insignificant growth of fats because of negative growth of oil seeds and vegetable oils which are major sources of fats among non-cereal products. High growth of vegetables and fruits as sources of fats is encouraging though their share in fats is insignificant in non-cereals group. Growth of potato and pulses remains static. Growth of carbohydrates and protein in non-cereals is positive and reasonably high. In animal source foods, all food items of macronutrients have highly positive growth.

As sources of growth in carbo hydrates, around 87% is accounted for by vegetative products and 13% animal source products. Cereals constitute 62% share of its growth, followed by non-cereals constituting 25%. Among the cereals , rice constitute 88% cereals growth and the rest 12 % belongs to wheat and other cereals. In the non-cereals group, main sources of growth of carbohydrates, potato has pin case of pulses, oilseeds and vegetable oils.predominantly high share of 21% followed by spices with 3.2% and vegetables with 2.6% for growth of carbohydrates. Negative share of growth of carbohydrates is visible . In the animal source food group, carbohydrates has 13% share. Predominantly high positive share of growth comes from milk (5%) and fish (4.98%) in growth of carbohydrates.

As sources of growth in protein, vegetative products constitute 56% and the rest 44% animal foods and non-cereals. Share of growth of protein is positively high in case of potato (18%), vegetables (4%) and oilseeds (2%).All this means that starchy foods like cereals and potato are the main sources of growth of available protein constituting 54% of its growth total in Bangladesh..Share of growth of protein was negative in case of pulses (-13%). In the animal food group which constitutes 44% share of protein growth, protein has high share of growth in milk (11%), fish (26%), meat (5%) and eggs (2%).

Share in growth of fats of vegetative products is negative (-25%) and of animal foods is highly positive (125%%). High share of negative growth is of cereals (-52%). Non-cereals has a positive share of growth of fats (27%). Among the non-cereals, high share of growth of fats is of fruits (10%), vegetables (10%) and spices (12%). In animal food group, high share of fat growth comes from milk (46%), fish (24%), meat (20%), animal fats (23%) and Eggs (12%).

It is expected that amount of actual consumption and amount of food availabilty will be closer to each other. However as data of Table-5.7 show that there is a gap between availability and consumption . There has been excess availability of cereals (57 grams for rice and 21 grams for wheat), potato (59 grams), milk (24 grams), and fruits (21 gram). Surprisingly, there has been excess consumption over availability in several food items. In case of vegetables, there has been excess of consumption of 95 grams in 2011 as compared to 103 grams in 2007.s). There has been some excess of consumption over availability has been found in case of eggs (2.9 grams), edible oil (4.0) and meat (1.1 grams).

One of the explanations for excess of availability over consumption of food items may be some wastage in course of use of food items in the process of storage, preparation, processing and distribution for final consumption. There may be

overestimation of production of food quantity at field level production. Excess of consumption over availability as in vegetables, eggs, oil and meat may be explained by likelihood of huge quantum of their homestead production which may not be accounted for in national accounting and food balancesheet. There may be procurement of vegetables from nature-forests and community resources like rivers and sea. There is a illegal cross border trade of food items which tremain unrecorded.Likewise, there is a doubt regarding the vailidity of estimate of acreage of cultivation and production of different food items.

6.7 Food Imports in Bangladesh

Bangladesh has to import large amount of food every year to satisfy the needs of huge population with a tiny land for food production. Bangladesh has to import large amount of cereals every year. Cereals constitute major portion of imports constituting 48% of total imports (Table-5.7). Import of cereals has increased from 1382 thousand tons in 1972 to 4420 thousand tons in 2011, i.e. increased by 3.82 times and increased @2.96% p.a.during 1972-2011. Growth rate of import of cereals in the last two decades was as high as 5.35%p.a.Wheat is the most important import item constituting 34% of total imports and 88% of total food grain import and increased @2.44% p.a. during 1972-2011.Average figure of wheat import for the last five years was as high as 2687 thousand tons and rice import is on average 515 thousand tons. Among others, sugar, vegetables oil, milk, pulses and fruits are important imported food items.. During 10972-2011, sugar has grown @ 11.4% vegetable oil has grown @ 8.2%, p.a, fruits @ 8.9% p.a. and milk @ 5.9% p.a. Import dependency of pulses and fruits may be reduced by boosting domestic production. Import of vegetables oil may be reduced by increasing import of oil seeds for processing to oil. There is a high instability of imports in case of rice, sugar, vegetable oil, pulses, vegetables and fruits. Such import instability is linked with both domestic production situation and international market situation.

We have enquired into the changing share of major import items of Bangladesh. As we have observed (Table-5.23), share of wheat in the import basket is predominantly high constituting on average 23% of the total imports throughout 1980-2009 changing from 37% in 1980 to 17% in 2009 decreasing by 20% point. Raw sugar has emerged as second important food import (12%) instead of sugar as final product (1%) as previously imported to the extent of 6% in 1980. Next important food import is vegetable oil like palm and soyabean oil constituting 29% in 2009 increased from 17 % in 1980 i.e. increased by 12% point. Onions and lentils have become important import items in recent years. In 1980, lentil was not important import item. Now it

constitute 5% of our exports. Share of dried milk remained as in 1980, while share of nuts, apples, maize, rapeseeds, soya seeds has increased in the import bills in 2009. Rice import has remarkably decreased from 21% in 1980 to 5% in 2008 and 2% in 2009. Potato import as was visible before is not there in import basket any more. Decline of to insignificant level and absence of potato in the import basket is because of attainment of self sufficiency of these two products. It is observable that with increased income level, share of non-starchy products has increased in the food imports structure of Bangladesh.

6.8 Capacity to Import Food: Proportion of Value of Imports to Export Earnings and Total Imports

Capacity to import depends on Export Earnings, Remittances and Terms of Food import Price relative to export unit price. As indicated in Table-14.1, ratio of food imports to total exports has been on average 20% and increased by 4.6% point during 1994-2011. This reflects increased capacity to import food out of export earnings and increased dependence on import for food in the context of increased global integration of the country. Food share of imports has been 12% on average and increased by 3.04% point. during the period 1993/4 -2010-11. Food grain import to export has been around 8% of export earnings on average and increased from 6.2% in 1993-94 to 9.2% in 2010-11, i.e. positively increased by 3.3% during the period. Coefficient of variation of Share of food grain import to total exports is relatively higher reflecting more volatility of the indicator. It is notable that high magnitude of all three indicators in 1997-98 was related to pervasive floods in the country. Their high magnitude was in 1994-95 and 1995-96 was related to political instability in the country affecting domestic food production system. High magnitude of three ratios in 2007-08 was related to floods and cyclone affecting domestic production and high spiral of food prices in the global market heightening import bill for food import. Thus political instability, climate change and global trade volatility can be pinpointed responsible for causing national level food insecurity in Bangladesh.

Problems related to International trade for food security

Problems related to international trade in relation to food security are visualized as:

i. Problem of lack of Availability of Food for Imports because of Shortage of global market supply of food

ii. azards of Climate Change affecting normal availability of food in the global market

iii. High and volatile Food Price in the Global market

iv. Uncertainty in determining security stock arising out of Uncertainty of demand and Supply

v. Export Restrictions of Supplying Countries creating uncertainty of availability of food in the global market

vi. Adverse effect of trade liberalization dampening domestic food price affecting the domestic productive capacity and future food security

vii. Low Capacity to Import adequate nutritious food and dependence on export earnings

viii. Conflicting interests of producers and consumers in determining food price and trade policy measures

ix. Uncertainty in determining Strategy of food security and Self sufficiency

x. Food Poverty and Inequality in income distribution

xi. Global economic shocks affecting capacity to import food

xii. Trade Distortive WTO Agreement on Agriculture affecting domestic productive capacity of the country creating ground for prospective food insecurity

xiii. Poor and instable access to nutritious and safe food

xiv. Reduced Food Aid affecting food security of poor segments of population

xv. Poor testing facilities to check unhealthy imported food items

xvi. High transaction costs of food imports because of poor shipping and port facilities and bureaucratic procedures in import

xvii. Lack of clear cut long term trade policy regarding food security of the country

6.9 Prices of Food Items and their volatility

Food prices play an important role for the people, specially poor since food consumption constitutes a large fraction of their income. About three quarters of their income is spent on staple foods so that food price increases have major impact on poor consumers and are a threat to their food security. Not only the wage labour but also marginal farmers are net consumers of food commodities

(FA), 2008). Global food market has been characterized by higher and more volatile prices. Taking the period 2002-2004 as base, food price has increased more than two times and experienced high volatility. After the Crisis of 2007-08, food prices started rising again in June 2010 with international prices of food more than doubling by October 2011 (Table-). Not only higher prices but also more volatility of food prices in recent years has created serious concern among the academics and development policy makers. As IFRI research finding show, price volatility has been at its highest level in the last fifty years. This volatility has been found to affect the wheat and maize in particular. It has been found by IFRI (C-Martins-Filho, M. Torero and F.Yao[xiv]," Estimation of Quantiles based on Non-linear Models of Commodity Price Dynamics and Extreme Value Theory", IFRI, 2010, Mimeo,) cited in its Food Policy Report, 2011. In wheat, there was an average of 27 days of excessive volatility a year during January 2001 and December 2006. From January 2007 to December 2011, the average number of days of excessive volatility more than doubled to 76 a year. High price and volatile food prices are two different phenomena with distinctly different implications for producers and consumers. As IFRI Food Policy Report, 2011 stated, high food prices may harm poorer consumers because they will require more money to spend for essential food and thus may cut back quantity or quality of food and other goods and services needed for decent livelihood. For producers, who are not net sellers, their livelihood would worsen. Only net seller producer may benefit from higher price if production costs remain below the price,.

Price volatility is also harmful to both producers and consumers. Greater price volatility encourages speculative behavior and discourages investment since price volatility creates uncertainty of return out of investment and leads to situation of fear of making losses of investment. It becomes difficult to decide what to produce and how much to produce and for which segments of customers. This may reduce supply which may lead to higher food prices hurting the consumers. In a situation where producers and consumers are the same, high prices and price volatility both affect the households. If prices are volatile, these households reduce expenditure on agricultural inputs, this may affect the amount of food available for their own consumption. Even net sellers produce less and have less to sell leading to reduced income lower purchasing power affecting consumption. High price surges (100% price increase) and price volatility in 2004-08 in Bangladesh has caused real income to fall and increased poverty and food insecurity in the country. Study by Rahman et al, at CPD[xv] estimated that high inflation and rapid rises in rice price increased poverty by 8.5% (12.5 Million People). In a second study, Raihan et al[xvi] showed that head count ratio in

Bangladesh remained at 40% during 2004 but increased by 2.1% in 2006 and by a further 4.3% in 2007-08. Another study (2008)conducted by FAO/WFP estimated that the number of food insecure people increased by 7.5 Million as a result of rising food prices. The study added that the number of under nourished people grew by 6.9 Million i.e., by almost 25%[xvii].

Study results indicate the following drivers of high and volatile prices:

i. Increasing bio fuel Production affecting availability of food for human consumption (FAO, 2008, Timmer,2008 and Trostle,2008)

ii. Higher fuel prices leading to high production costs in agriculture by raising the cost of inputs such as fertilizers and irrigation.

iii. Weather related shocks leading to droughts and low harvests have hit countries like Australia and Russia.

iv. Export restrictions of major exporting countries. Export bans and restrictions to stabilize domestic prices lead to more instability in international rice prices and contributed to the sharp increase in the rice price (Headey and Fan 2008[xviii]).

v. Financial speculation in the agricultural commodity markets contributed to food price increases (Von Braun and Torero, 2009)

vi. High concentration in few exporting countries for food supply, i.e. thin world food market

vii. Low level of global stocks of food staples leaving the world and countries vulnerable to high and volatile price situation. In 2007, stock to use ratio of grains and oil seeds reached the lowest level since 1970. As World Bank put, stocks can function as a buffer for market shocks and thereby dampen the effect on prices.[xix].

viiii. Lacking appropriate and timely information flow on production and stocks and price forecasts

ix. Unusual Import Restrictions or abrupt import liberalization of food items by big buyers of food items

x. Too much reliance on private sector for food supply and poor governance in monitoring and in food management of the country

xi. Social unrest and conflict

To cope with the high and volatile price, strategy of self sufficiency in staple food items is better option. High security food stocks is also important to combat the

volatile supply situation in the world of climate change as at present. Government role need to be strengthened to give support to farmers and organize social safety network and public food distribution system effectively. Cost of agricultural inputs need to be kept as low as possible through macroeconomic policy measures. Increasing productivity in agriculture is the unique option to lower cost of production and lower prices of food items. Strategic trade liberalization and management of food aid are important drivers of checking high and volatile prices.

Our regression exercise suggests that there has been positive link between real price of rice in the country and its international price. With increase of 10% increase international price there has been increase of 4% retail price of rice in the domestic market. There has been high positive cross price elasticity between rice and wheat, cross price elasticity being 1.16 implying high level of substitution between the two.

We have enquired into the price movement behaviour of main food imports of Bangladesh during 2000-09. The evidence as in Table-5.21, shows that price of wheat has been on average $149 per ton, rice $225 per ton, Soyabean oil $565, pulses $571, sugar $310 and milk $2384 per ton during 2000-09. Growth of price of these import items were 0.79%, 8.75%, 2.91%, 7.2%, 8.73% and 3.9% respectively. During 2000-08, growth of prices of these commodities. during 2000-08 is much higher, being 9.1%, 12%, 11%, 5.75%, 6.5% and 12.7% respectively. The price of imports of Bangladesh grew abnormally in 2008. It grew @ 68.4%, 40.5%, 111%, 89%, -9% and 58% respectively. Except sugar prices of all the major import items grew at a very high abnormal rate creating catastrophic situation in the global economy. It affected Bangladesh economy tremendously fuelling price of commodities dependent on imports..Coefficient of variation of imported commodities of Bangladesh is a modest one.

We have analysed international food price data during 2000-11 (Table-5.21). The results suggest that there has been spectacular growth for meat, dairy, cereals, oils and fats and sugar. Their growth was 5.7%, 7.2%, 8.6%, 11.4$ and 10.8% respectively. Food price has grown @ 8.3% p.a during the period under review. This might have increased import bill and adversely affected the domestic price.

6.10 Projections of Requirements of Food Supply and Demand of Food and Food Gap by 2015

According to the projected level of requirements and production of important food crops estimated by BARC for the target year 2015 of meeting the millennium

development goals (Table 5.15), there will be a marginal surplus of 1.20 million tons of food grains and 2.03 million tons of potato. However, deficit will continue to persist in pulses, oilseeds, fruits and vegetables. Food availability at the national level in terms of cereals has certainly increased to keep pace with the population growth in recent times. But considering the highly volatile nature of cereal production, caused due to disastrous flood and drought, one cannot predict with any amount of certainty increasing growth in cereal production in the future to feed the growing population. Major efforts will be needed to boost production of food grains to the projected level and to even out the deficit in other food crops to meet the millennium development goals. This is a task that has to be achieved against shrinking land resources, declining soil productivity and competing demand for land by other sectors. Even within agriculture, Boro rice, high value crops (fruits and vegetables), fodder cultivation, pond fisheries and even fruit tree and first growing forest tree cultivation are competing with each other for land. On top of this, inefficient water and fertilizer use, input-output price distortion and inefficient marketing system (inadequate market infrastructure, inefficient market management) will, as usual, have a negative influence on production. The national requirements of meat and milk as estimated by DLS for the year 2015 are 6.86 million tons and 14.29 million tons respectively, and of eggs 16297 million. The deficit is large 4.41 million tons for meat, 9.75 million tons for milk and 5245 million for egg. This is a huge gap, and this gap can be filled by increasing the production at an annual growth rate of 3% only.

Share of rice is expected to go down and share of non rice food production has gone up., negative change occurred in the share of rice compensated by the positive change in non- cereal products (Table-5.16).

6.11 Projections of Consumption and Dietary Energy gap with Normative and supply-Demand Gap in the sixth and Seventh Five Year Plans

The normative of consumption requirements worked out by us in consultation with paramount works on composition table, seems to be closer to balanced and more realistic one in the context of Bangladesh. Reliance on starchy food will get reduced in phases with increased income. Projection results show that the proportion of cereals will be just 40%in our calorie energy table, while share of non-cereals has been 48% and the rest is animal source food constituting 15% of the total food..It is desirable to make separate food composition table for rural and urban people in view of their difference in physical activity and metabolism. In the same way, there is a need for gender specific food composition table.

So long all the composition tables were on dietary calorie requirements with no effort for balancing food intake of protein and fats. Protein and fat composition tables need to be worked out along with dietary calorie requirements normative.. We have analysed the projected consumption demand of Bangladesh in sixth and seventh five year plan with high growth target as worked out by Mahbub Hossain and Uttam Deb. It was expected that consumption level at such high growth envisioned in 7th Five year plan would be at least closer to normative of food requirements. Though situation of nutritional balance is better in the period under 7th five year plan relative to sixth five year plan, nutritional imbalance in food intake is likely to be quite there.

The results show that there persists high nutritional imbalance in projected consumption: excess consumption of rice while there is projected deficiency of intake of fruits and pulses in both rural and urban areas by the year 2021 which is inconsistent with projected high growth scenario. It is expected that deficiency of these two items will be still more under non attainment of projected growth level during 2016-2021. This might be because of high non-availability of pulses and fruits and non-affordability of most of the people. In all food items urban people are found to consume relatively better in terms of nutritional balance in general. Rural people are likely to consume more starchy food and urban people more amount of non-starchy food during the period of seventh five year plan.

We have enquired into the supply-demand gap in the sixth five year plan (2011-16) and seventh five year plan (2016-21). Our estimate shows that there will be sizeable supply deficiency in food products like wheat, pulses, edible oil, vegetables, spices, meat and eggs. Supply-demand gap of wheat is unlikely to be reduced while in others, efforts can be made to reduce supply deficiency by raising productivity, increasing acreage of cultivation and incentivizing the farmers for boosting production of these food products.. There will be sizeable surplus of supply in rice and potato followed by fruits, fish and milk. Government efforts for boosting diversification of food production are necessary to meet the food requirements as per normative for balanced nutrition.

We have calculated and made projections of consumption requirements for the population of Bangladesh by year 2021 and tried to show gap of consumption requirements with domestic supply visa-a- vis demand- supply gap in the country. The results show that there will be a surplus of 5.2 Metric Tons (MT) of food by 2021. However, there will be persistence of nutritional imbalance in the food composition because of deficiency of non-cereals supply by 5.3 MT though cereals are in supply surplus of 6.5 MT. Starchy food will be in surplus of 14.6

MT consisting of cereals of 6.5 MT and potato of 8.0 MT in the country. Non-starchy food is projected be in supply deficiency amounting to around 10 MT by 2021..The projected deficiency of food as per normative of requirements will be in pulses (2.7MT), edible oil (1.0MT), fruits (3.8MT), vegetables (6.2 MT), spices (0.3 MT), meat (0.4 MT) and eggs (0.3 MT). Among the starchy food, only wheat is projected to be in deficiency of supply (2.5 MT) as per normative of consumption requirements. Projection results show that there will be surplus supply in case of mainly four products, namely , rice (9MT), potato (8 MT), fish (2.4 MT) and milk (1.1 MT) by 2021. First three products have possibility of exports in the global market.

Since there is likelihood of difference between demand and requirements of consumption are different, we have compared projected requirements for balanced nutrition with projected consumption demand estimated by Mahbub Hossain and Uttam Dev as under high growth scenario of seventh five year plan. Results of our analysis show that consumption demand can cover normative requirements at aggregate level and can show surplus of 18.5 million tons (MT) of food with 9.3 MT in urban location and 9.2 MT in rural areas, as against the land is at a level of 128% of the normative. under high growth of 10%, In such high level demand projections under high growth scenario, it is expected that all the requirements will be covered by market demand. Food specific analysis shows that it will not be possible to meet the consumption requirements in all food items and in all locations. Even under this high demand projection. Evidence shows that consumer requirements of fruits cannot be met by consumption demand in both rural and urban areas. Requirement of pulses, edible oil, wheat, and sugar is likely to remain unmet by consumption demand in rural areas by 2021. Requirement of urban people in case of all food items except fruits may be met by market demand Thus high growth induced market demand may not guarantee satisfaction of all consumption requirements of all the people, particularly rural population. This is a big challenge in the way of access to balanced nutritious food for all. The results of analysis indicate that rural population deserves priority attention. for balanced nutritional security. In all food items, rural population is lagging behind the urban population in attaining the level of normative by market demand,. Non fulfillment of the growth target, which is not unusual given the previous records of growth performance, is likely to hamper further the attainment of normative of balanced nutritional food security.

7. Access to Food and Affordability of Food

7.1 Link between Food access and food security

Adequate food availability may not necessarily ensure access to adequate food . One need to have ability to afford it. Entitlement approach to have access to food has been well presented by Amartya Sen[xx]. to him, According to him, hunger is the characteristic of some people not having enough food to eat, rather than characteristic of not there being enough food to eat. In order to avoid hunger one has to command over food or purchasing power to afford it. Access or entitlement to food along with food availability is essential to ensure food security. Access to food depends upon entitlement to employment, adequate earnings from employment, access to credit, resources for disposal, price stabilization of food price and entitlement to Social Security Benefits or other transfer such as remittance. A general decline in food supply may result in price increase resulting in unfavourable effect on exchange entitlement and cause the people to get exposed to hunger. Evidences show that food insecurity is in most cases caused by decline of purchasing power and exchange entitlement rather than food shortage in the society. Food supply influences food security through indirect channels of effects on food entitlement. Thus exchange entitlement increases with decline of food price. In a private ownership market economy, access to food .as established by Amartya Sen, depends upon four elements of entitlements:

i. Production based entitlement that depend on ownership of land and non-land assets;

ii. Trade based entitlement that depends upon adequate import and affordable market prices;

iii. Own Labour based entitlement that depends upon employment and wages; and

iv. Transfer based entitlement which includes inheritance, gifts, remittance transfer from relatives and transfer from government through safety network programmes.

vi. The ability of the people to access food is the resultant outcome of the complex operation of all these elements.

Achievements of Bangladesh in the enhancement of people's economic access to food have been significant as reflected in the data of HIES, BBS. Poverty incidence has markedly decreased in both rural and urban areas and this favourable trend holds whatever the methodology is used for measuring poverty.

Still, many poor and vulnerable households, whether food producers or not, as we shall see later on do not have food security because they are unable to afford a minimum basket of food items through their own food production, cash income, market purchases and other resources necessary to acquire safe and nutritious food.

7.2 Incidence of Household Food Insecurity

Prevalence rate of household food insecurity, as indicated in Table-6.3, is as high as 48.0% of households at the national level. In the rural area food insecurity is more relative to urban location with the ratio of 1.04. The proportion of food insecure households appeared to be still more in the slums (63.7%), compared to rural (48.6%) and urban areas (46.5%). Just over 12.0% of households experienced severe food insecurity at national level with equal proportion in the rural and urban area. This proportion appeared relatively higher in the slum stratum (17.2%). Moderate and severe household insecurity taking together is around 34% of the total households in Bangladesh. This food insecurity incidence is around 34.5% in rural areas and 32% in urban areas.

7.3 Food Poverty Incidence of people in Bangladesh

Incidence of food poor people, as indicated in Table-6.4, has decreased from 82% in 1973 to 32% in 2010, i.e. declined by 50% point. during the period. Incidence of rural food poverty has declined from 83% in 1973 to 36% i.e. by 47% point. Incidence of urban food poverty has decreased from 81% in 1973 to 23% i.e. by 58% point during 1973-2010. Incidence of extreme food poverty has decreased from 48% in 1973 to 18% in 2010 i.e. by 30% point. In case of rural areas, incidence of extreme food poverty has decreased from 44% to 22% i.e. by 22% point and in urban location from 29% to 9% i.e. by 20% point during the period.

We have calculated the share of food poor by location. The results show that among the food poor, rural people constitutes 79% in 2010 decreased from 91% in 1973 i.e. decreased by 12% point. Among the extreme food poor, rural population constitutes 69% in 2010 decreased from 94% in 1973, i.e. declined by 25% during the period. Thus the hub of both moderate food poverty and extreme food poverty is still rural location though urban share is increasing with increased urbanization.

It is notable that extreme poor constitutes more than 54% of total food poor in 2010 increased from 52% in 1973. i.e. increased by 2.3% point. Rural extreme food poor constitutes 37.5% of total food poor in 2010 decreased from 49% in

1973 i.e. decreased by 11% point. Urban extreme food poor constitutes 16.7% of total food poor in 2010 increased from 3.2% i.e. increased by 13.5% point. Thus extreme food poverty assumes greater importance for food insecurity with larger rural share.

Though incidence of food insecurity has declined remarkably over the period of 1973-2010, absolute number of food insecure population is still very large. At present, food insecure people are around 48 million out of which 26 million are extremely food insecure which constitutes 54% of total food insecure at national level. Number of food insecure people, as indicated in Appendix Table -6.5, has decreased to 51.2 million in 1985, but again it started increasing and increased to 55.3 million in 1995, 55.9 million in 2000 and 56 million in 2005. After 2005, number of food insecure started falling and decreased to 48 million in 2010. It means that though food insecure people decreased by 15 million people during 1973-2010, it remains large in number, posing a great challenge in the way of development of Bangladesh. Number of extreme food insecure decreased from 33 million in 1973 to 26 million in 2010, i.e. decreased by 7 million during the period. Thus not only number of moderate poor but also of extreme poor is alarmingly large deserving priority focus for policy action. It is notable further that alongside with large decline of food insecure in rural areas, number of urban food insecure increased by 4.4 million in moderate insecurity and 6.0 million in severe extreme food security during the period of 1973-2010. Thus urban food insecurity is emerging challenge to address in the coming years.

Though share of rural areas in food insecurity is much high, over time, urban share of food insecurity has been increasing. Its share has increased from 9% in 1973 to 21 % in 2010 in case of moderate insecurity and from 6% in 1973 to 31% in 2010 in case of extreme food insecurity. Urban share of extreme insecurity among the total food insecure has increased from 3% in 1973 to 17% in 2013,i.e increased by 13.5% point as against decline of extreme food insecurity in rurural areas by 11%. Thus, though rural food insecurity tends to decrease, urban share in food insecurity has been increasing. Increase of urban food insecurity may be the result of migration of food-poor people from the rural areas to the urban centres without prior arrangement of earnings, food and accommodation.

Both moderate and extreme insecure people have increased during 1973-81 @ 0.83% and 4.3% p.a. respectively and in both urban areas (@ 1.7% and 5.3% p.a respectively) and rural areas (@ 0.74% p.a. and 4.3% respectively). However, from 1981 onwards, moderate and extreme food insecurity have decreased in eighties and nineties with the exception of urban areas where it has increased in

all periods upto 2005. It is notable that growth of extreme food insecurity was always positive for urban areas in all the periods of 1973-2005. After 2005, food insecurity whether moderate or extreme in both rural and urban areas, food insecure population tended to decline. During 1973-2010, moderate insecure have decreased @-0.73% p.a. and extreme poor @-0.64% p.a (Table-6.5). This low decline of food insecure is because of continuous increase of urban food insecure .not compensated by meagre decline of food insecurity in rural areas. Highest growth of food insecure was found during 1985-1991 as reflected in highest growth of extreme food insecurity in both rural and urban areas in this period. This may be due to devastating floods in 1987 and 1988 and cyclone of 1991.Incidence of extreme food insecurity has increased to 27% in 1988 and 30% in 1991 from 22% in 1985. Similarly, devastating flood of 1974 might have affected food insecurity which might have caused high growth of extreme food insecurity during 1973-81. Bangladesh faced food insecurity situation in 1997 and 1998 and 2007 and in all these years devastating floods and cyclone have caused colossal damage to the crops and loss of the farming population and agricultural labour in earnings from adequate employment. In normal years, country does well in agricultural production and can attain self sufficiency in rice, potato, vegetables. fish, dairies and poultry products. Thus, food insecurity in Bangladesh is very much related to climate change.

8. Consumption Pattern and Consumption Gap at Household Level

8.1 Trends in Food Intake

We have analysed the trend of food intake. There has been remarkable progress in calorie intake during 1973-2010. Calorie intake has increased from 1915 calories in 1973 to 2315 calories in 2010, i.e. increased @ 0.43% p.a. (Table-7.1). This quantity of calorie intake is closer to normative of food intake. Growth rate has been higher in the eighties, but declined in 90's, In the period during 2001-2010, calorie intake has grown positively @ 0.34% p.a. Calorie intake in the rural area was lagging behind urban areas. Since 1983, rural urban ratio in calorie intake was in favour of the rural areas. Thus magnitude of calorie intake has grown positively in persistent way during the whole period of 1973-2010. On the other, calorie intake in rural area has grown more relative to urban area. Rural urban ratio has increased from 97% in 1973 to 105% in 2010. The level of calorie intake in 2010 is at 121%, 115% and 124$ to 1973 for national, urban and rural area respectively. And rural-urban ratio is around 108% level in 2010 relative to 1973.

It is not only quantity but also quality that matters for balanced nutrition.One of the indicators is share of cereals. Share of calories by international standard and

normative requirements should not exceed 60% of total calorie intake for maintaining nutritional balance. (Table-7.2). Dietary energy intake from cereals is still more than 70% though decreased from 80% in 1973 to 70% in 2010 i.e. decreased by 10% point. Bangladesh is slowly moving toward that though at a slow pace. Rural population is found to be relatively more in nutritional imbalance in dietary energy intake. Share of cereals is closer to normative of consumption requirements in urban areas.

As indicated in the Table-7.4, food security increases with decline of income poverty in both rual and urban locations. However, there is no linear link between income poverty and food poverty in as much as there is incidence of food insecurity in the households of non-poor. Incidence of food security for extreme poverty was in case of 22% increased to 50% in case of moderate poor and 79% in case of non-poor indicating link between food security with income pverty status.

There has been change in case of all food items except rice, wheat, red meat and sugar.Food composition of food intake in Bangladesh is in imbalance and tends to decrease though very slowly. Share of cereals exceeds the level of normative of 60% and other foods remain far below the requirements.

Level of poor to non-poor in dietary energy intake is 75% on average, i.e. far below equtable level. The food where level of poor remains below 50% are meat, fruits, fish, eggs, milk and sugar. The level of poor to non-poor more than 80% is in case of rice, potato and vegetables.

Fig.1 Trend in Food Kilo Calorie in-Take during 1973-2010

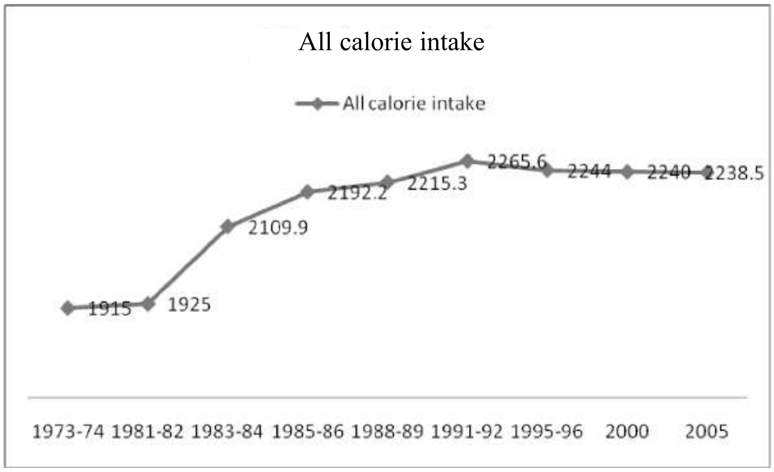

8.2 Adequacy of Food Intake: Gap of Food Intake with Normative of food Items

We have tried to verify adequacy of food intake by comparing the actual food intake with required normative of balanced nutrition. For the purpose, we have worked out a normative for verification of adequacy and gap of actual food intake and its composition with respect to normative of balanced nutrition. We have analysed normatives of six works of four national institutions and two international bodies. Our calculation shows that there has been deficiency of food intake relative to normative in most o f the products except rice, potato and spices. In 2010.large deficiency of calorie intake was found in fruits, milk, pulses, wheat, vegetables and edible oil. There has been structural difference of intake and normative. Share of rice constitutes 42% against the normative of 35% implying 7% point larger share. This is relatively a regressive structure of food intake. Starchy food constitutes 52% as against the normative of 44% implying 7% higher share than the norm. Again, Bangladesh is overeating rice and under eating wheat indicating the need for decrease of taking former and increasing taking of the later. Bangladesh people are over eating carbo-hydrates and under eating protein food like fruits and vegetables, animal foods like meat, eggs and milk and its products. There is a deficiency of sugar intake as well, Thus Bangladesh at present has a serious problem with balanced food though it can tackle hunger situation at reasonable level. Food consumption remains heavily centred on cereals, with rice alone constituting almost two thirds of energy intake. Data analysis indicates that Bangladesh population has been suffering from deficiency in all food items except rice, potato and spices. However, there has been tendency of reduction of these deficiencies over time. Diversifying domestic food production could further improve the situation. It is positive that households in Bangladesh are changing their diets though slowly. They have started consuming a broader range of foods, with a larger share of calories coming from vegetables, fruits and animal-products. These are promising developments to strengthen people's food and nutrition security. There is a need for emphasis on fruits, vegetables, pulses, milk and other animal products consumption to fulfil the requirements of desirable dietary pattern.

As study of BIRDEM[xxi] shows, about 40% of the population take more than 75% of total calorie from carbohydrate which may have link with obesity and related diseases. Forty percent of the population take less than 10% of total calorie from protein sources and 53% of the population take less than 15% of total calorie from fat which reflects the scenario of stunting wasting and underweight in the country. Dietary diversity score (DDS) which is a proxy for nutrient adequacy of the diet of individuals is less than 6 indicating these households at risk for micronutrient deficiency.

9. Economic Accessibility

9.1 Income Poverty

Economic accessibility is reflected in the poverty incidence. Data suggest that head count ratio of poverty has decreased @ 2.6% during 1973-2010, in rural areas @ 2.36% and in urban areas @ 3,64%. Poverty gap ratio and squared poverty gap ratio also decreased significantly. This is reportedly incidental To increasing economic growth of the country. The growth elasticity to poverty reduction has been found to the tent of o.54 implying that 10% increase of growth will lead to increase of poverty reduction by 5.4% point. For rural areas, poverty reducing growth elasticity amounted to 0.57 and in urban areas it amounted to 0.46. Though growth of poverty reduction was visible in all the successive periods, it increased very highly during 1991-2010 with the highest incidence during 2000-10.

9.2 Access to Employment by Different Economic Classes

Access to employment is one of the important drivers for increasing capacity to buy food and eventually access to food. As tabular data show, underemployment rate is around 20% of able bodied population in 2010 decreased from 25% in 2005 and 38% in 2002-03. Over time, underemployment has not decreased rather increased from 16.6 % in 2000 to 20.3% in 2010 dampening the growth effects and interventionist efforts for poverty reduction. Underemployment rate has increased in case of male rather than female. Female underemployment has experienced reduction by 18% point because of expansion of employment opportunities of female specially in non-crop sectors including ready-made garments. Urban underemployment remained at the same level as in 2000.Rural underemployment has increased to 27.8% in 2010 from 17.8% in 2000 i.e. increased by 40.9% point.

We have tried to link underemployment with poverty status of households. It has been found that underemployment was as high as 34% in case of extreme poor, 24% in case of moderate poor and 18% in case of non poor while average underemployment was 26% in 2002-03. Male underemployment was 32% in case of extreme poor, 23% in case of moderate poor and 17% in case of non-poor. Female underemployment was 51% in case of extreme poor, 35% in case of moderate poor and 19 % in case of non-poor.

We have seen the link of seasons with underemployment. Underemployment rate is 34% in slack season as compared to 25% for whole year implying 139% of slack season underemployment relative to whole year underemployment. Female

underemployment in the slack season underemployment is as high as 211%. As against this female seasonal underemployment was to the extent of 105%.

9.3 Physical Accessibility and Actual Consumption by Employment status

We have analysed the link food security with underemployment. AS evidence shows, food security increases with improvement of employment. However, food insecurity is found in good employment in 38% cases. Thus food insecurity is not only of underemployment which has crucial role for this.

Mode of employment influences food security. Data suggest that agricultural and non-agricultural wage labour have poorer access to food. These groups have always been vulnerable in catastrophic situation. In Bengal famine of 1943 and Bangladesh famine 1973 they were the main victims of famine situation. Wage labour has no asset to dispose of to cope with famine situation., They have only labour, which might not be demanded in a climatic crisis as in 1974.

Price varies by seasons. As observed in monthly data of rice price of different periods and years, it is clear that price reaches peak in some months and go down to low rate in some other months. This may happen in pre-harvest season and in post harvesting season. From the rice price fluctuation, we can identify months of high price of rice in February, March and September. It has been found that food shortage occurred in the months of higher underemployment and lower wage rate, though rice price was relatively lower in those months. Again location influences food security. Incidence of food insecurity is more in rural areas relative to urban location.

9.4 Food Intake and Composition by Food Expenditure and Household Income

9.4.1 Food Intake and Composition by Per capita Household Income

As indicated in Table-7.11, ratio of low income group to upper income group has been as low as 0.73 at national level and 0.75 and 0.71 at urban and rural areas respectively. For cereals intake the ratio is closer for the lower income group for both urban and rural areas. In all non-cereals and animal sourced food, lower income group is much behind the upper income group in food intake, The ratio below 0.50 is found in case of meat and eggs, fish, fruits, vegetable oil and milk. Inequality of food intake specially in protein rich food is evident commensurate with income inequality. Situation is worse in rural areas in all food items except in eggs and milk.

As indicated in 7.12, food intake in all items in both rural and urban areas have positively grown in lower 20% income group during 1983-2010. In contrast, there was negative growth in upper 20% income group in cereals, pulse and vegetables. However, ratio of food intake in lower income to upper income group is less than 100% in all food items except in cereals in both rural and urban locations.

9.4.2 Food intake by consumption expenditure and economic strata and Location

As indicated in Table-7.13, expenditure of cereals constitutes 44% of consumption of households of lowest income group compared to 21% in the top most income group. Similarly, vegetables and potato constitute 8.2% and potato 2.6% for lowest income group relative to 6.3% and 1.4% respectively in topmost income group. In fish, meats and eggs, fruits and milk the shares of expenditure for lowest income group were 12%, 5.8%, 2% and 1.5% respectively relative to the topmost income group with 17%, 16%,7.7% and 4.8% respectively. Thus, poor income group has higher share of consumption expenditure in cereals, vegetables, potato and relatively lower share of expenditure in meats and eggs, fruits, fish and milk relative to topmost income group. Such pattern of consumption pattern is reflection of differences of affordability to buy protein rich food and metabolism of different income group.

As indicated in Table-7.14, there is a rural-urban difference in structure of food expenditure with relatively higher share for cereals, spices, fruits, meats, eggs and edible oil but lower share in in vegetables, fish, milk ,pulse and beverages relative to the share of urban population in food expenditure. During the period of 2000-2010, there was positive change in shares of cereals, but negative share for non-creels and animal source foods. In rural areas, there was positive change in cereals but negative change in share of all other food items. In urban areas, there positive % change in cereals, vegetables and spices and negative change in all other products. Negative change in percentage point of protein rich food items may be the result of increased compromise with higher share of non-food expenditure in total consumption in both rural and urban locations.

There has been found clear cut link between income strata and share of food exp in consumption expenditure. Share of food expenditure decreased from 68% in the lowest income group to 47% in the highest income group The ratio of bottom 5% to topmost 5% is around 1.9., in the rural areas, 4.2 and in urban settlement 1.6. Rural urban ratio shows that share of food expenditure is relatively higher in all income groups for the rural population. Rural urban ratio in share of food expenditure has decreased with increase of income level. Thus income level and

locations have influence on share of food expenditure. This is consistent with Engel' law of inverse relation.

between income level and share of food expenditure. This implies that one can use share of food expenditure as an indicator for monitoring poverty and food security.

9.5 Food Vulnerability

Food vulnerability is manifested in two ways: inadequate access to food throughout the year and acute food shortage on a seasonal basis. Food security indicators developed by Murshed, et al. (2008) study show that 7 percent of households faced acute distress in accessing food on regular basis, while up to 30 percent of households encountered such conditions sometimes, marking the latter group as potentially highly food vulnerable. Besides, 12-15 percent of households had chronic under-consumption and "worry about food access frequently," while up to 30 percent of households confronted such food vulnerability sometimes. A recent IRRI synthesis of Food Security for Sustainable Household Livelihoods (FoSHoL) Programme shows that more than two-thirds of landless and marginal agriculture-dependent, resource-poor households faced food crisis in the months of *Kartik, Aswin, Choitra and Boishakh* when they had to reduce the number of meals and quantity and quality of foods. Some households ate reduced portions/ fewer meals throughout the year.

Poor households adopt a range of strategies to cope with hazards in Bangladesh. As a first response, households typically reduce the number and the quality of meals consumed, and/or switch to cheaper but less preferred foods. Often, elderly and female members of the household are the first to reduce their food intake, allowing men and children to eat as normal. As the crisis persists, households increasingly adopt more drastic methods of coping. Female members of the household, who for cultural reasons normally do not engage in work, take up manual labor. In addition, children are taken out of school to engage in income-generating activities, and male members migrate to urban areas in search of employment. A widely practiced strategy for reducing food insecurity is taking loans from relatives and moneylenders, or salary advances from employers. This is often followed by consumption and sale of animal and household assets.(Table-7.16) It is notable that chronic food insecurity translates into a high degree of vulnerability to famine and hunger; ensuring food security presupposes elimination of that vulnerability[xxii].

10. Food Utilization

10.1 Importance and components of Food Utilisation

Food utilization is an important component of food security. Ability to have access to food may not ensure food security unless one has ability to make effective use of that ability to ensure balanced, safe and nutritious food. Adequate food utilization requires a diet providing sufficient energy and essential micronutrients, safe drinking water, adequate sanitation, access to health services, proper feeding practices and sickness treatment facilities. Food utilization is determined by food safety and quality, how much a person eats and how well and how much quantity a person metabolises to energy, all of which affect health, nutritional status and growth. Adequate utilization requires a diet with sufficient energy and essential nutrients, potable water, adequate sanitation, access to health services, proper feeding practices and illness management. Constraints to food utilization include nutritional losses associated with food preparation, inadequate knowledge and practices of health techniques and cultural practices that limit consumption of a nutritionally adequate diet by certain groups or families.

The coexistence of under- and overnutrition has taken a heavy toll on the society undergoing rapid transformations, resulting in the double burden of malnutrition. There has been increasing concern over utilisation of food which is governed by such factors as peoples' food preference, general non-food health condition and the overall environment under which food is prepared and consumed. Added to this micronutrient deficiency has become a third burden for Bangladesh food security.

10.2 Nutritional Balance in Food Intake

The Challenge for food Security is to continue fighting hunger and under nutrition, while preventing or reversing the emerging obesity. The concept of food security covers not only the amount of food required to guarantee absence of hunger, but also the right choice of nutritional intake to avoid malnutrition and health issues. Balanced diet is essential to lead an active and healthy life. Food consumption in Bangladesh need to be diversified, promoting non-rice food production with additional momentum. Compromised utilization caused by poor hygiene can generate nutrition failures manifest in high levels of wasting and stunting, while inappropriate diets can give rise to obesity and diet-related non-communicable diseases. The coexistence of under- and overnutrition has taken a heavy toll on countries undergoing rapid transformations, resulting in the double burden of malnutrition.

The country's undernutrition is the outcome of insufficient intake of energy, protein, fats and micronutrients; poor absorption or rapid loss of nutrients due to illness or increased energy expenditure. The causes of undernutrition are reportedly multi-level and multi-sectoral. The underlying causes at household level malnutrition are insufficient access to food, inadequate maternal and child care practices and poor water, sanitation, and inadequate health services. Chronic and often widespread hunger and nutritional deficiencies result in stunting or stunted growth i.e. decreased body size (specially height to age). This process of nutrition starts *in utero*; if the mother is malnourished and continues through approximately the third year of life (www.en.wikipedia). It leads to higher infant and child mortality, but at rates far lower than during famines. Once stunting has occurred, improved nutritional intake after the age of about two years is unable to reverse the damage. Limiting body size as a way of adapting to low levels of energy (calories) adversely affects health in three ways[xxiii]:

i. Premature failure of vital organs during adulthood. For example, a 50-year-old individual might die of heart failure because his/her heart suffered structural defects during early development;

ii. Stunted individuals suffer a higher rate of disease and illness than those who have not undergone stunting;

iii. Severe malnutrition in early childhood often leads to defects in cognitive development.

It is felt that more efforts are necessary that, normative is made in consideration of individual country characteristics and changing food habits. Normative by location, age and gender need to be separately established. Normative for children, adolescent boys and girls, pregnant and non-pregnant women, male female and adult and old people requires separate focus . There should be data on normative of calorie, protein and fats in the composition table and actual food intake. There should be consensus on conversion rate from gram to calorie in different items. Food items should be in both gram and calorie to facilitate easy understanding of balanced nutrition of food.

As indicated in the table-8.6, in rural area, level of food intake in deficiency with the exception of rice and fish has not reached the level of normative despite satisfactory attainment of normative in aggregate. Thus food composition in rural areas is in serious imbalance. In urban location, attainment of level of normative is a bit better. However urban population is deficient in rice, wheat, pulses and milk. Thus, nutritional imbalance poses a great challenge for food security of Bangladesh. If we take energy balance in terms of calorie along with gram, we can

see the picture of nutritional balance as in Table-8.7. We can see that there is serious imbalance in the energy intake in as much as cereals constitute 77% against the ideal normative of 55% implying excess intake of energy by 21,8%. while non-cereals constitute only 18% as against 37% implying large lagging behind of actual energy intake from the normative by -19%point. Similarly animal source food lags behind the normative by -2.6 %. point. There is positive difference of actual energy intake with normative in cereals (77%), potato (0.8%) spices (0.67%). Negative difference with normative found in most of the non-cereals and animal source foods indicate nutritional imbalance of serious concern.. If we analyse food intake in terms of calorie and protein, we can see that rural population lag behind urban one in protein intake though in carbohydrates they have better intake. There is a considerable deficiency of food intake in pulse, fruits, vegetables and animal foods as compared to the normative worked out by different researchers.. Only rice, potato and spices are consumed in excess of the normative quantity. Thus, apart from the prevailing deficit in total calorie intake, the normal diet of Bangladeshi people is seriously imbalanced, with inadequate consumption of fat, oil and protein, and with excessive calories intake derived from cereals. Women and children are especially vulnerable due to their greater nutritional requirements. This dietary imbalance imanates majorly from insufficient domestic production of non-cereal foods (pulses, oilseeds, fruits, meat, milk and eggs), low incomes, subconscious food preferences and lack of nutrition education and knowledge.

10.2.1 Dietary Diversity

Cereals, largely rice, are the main food in Bangladesh. The people take some vegetables, a little amount of pulses and small quantities of fish if and when available. Milk, milk products and meat are consumed only occasionally and in very small amounts. Fruit consumption is usually seasonal and includes mainly papaya and banana which are cultivated round the year. The dietary intake of cooking oil and fat is meagre. Taking same type of food every day is monotonous. There is limited scope for increase of variety of items because of lack of affordability and availability in the market. There is traditional dietary habit with a preference for polished rice and leafy vegetables and items of poor nutritional quality which often do not meet good nutritional requirements.

As the data (Table-8.9) reveal, around 61% women are found to experience inadequacy of diverse diets. Inadequacy of diverse diet is relatively much higher in case of rural women as compared to urban counterpart in 61 % cases dietary diversity does not exceed 4 food items, which indicates monotonousness of diets

taken by women. Food items exceeding 6 are only in case of 17 % women. Average dietary diversity score is around 4.1 which is very narrow from the view point of nutritious and balanced food. Mean dietary diversity score is higher in case of urban women than that of rural ones. Average score of dietary diversity is not sufficient to get real picture of food intake diversity. We need to measure adequacy of meeting most of macro and micro nutrients requirements of average women. Tabular data As indicated in the table, in the rural area, the situation is still worse with inadequacy of dietary diversity in larger number of households (64%). Food diversity changes with economic status and there is a negative correlation between inadequacy of diverse diet with wealth status of the households. Inadequacy of dietary diversity decreases with increase of economic status as evidenced by the fact that diversity inadequacy decreases from 82% in case of low wealth class to 34% in case of top most wealthy class. Food diversity of women increases with increase of not only of wealth but also with increase of their food security status and reduction of extent of food deficit in the household. Inadequacy of diverse diet is much higher in food insecure and in case of food deficit households with poor food consumption.

The diets of pregnant women in low-income groups are deficient not only in micronutrients but also in dietary energy. Inadequate food intake and imbalanced nutrition along with low dietary diversity affects nutrition for healthy life. Moreover, the general health and sanitary environment and caring practices compound the problem of translation of food consumption into nutrients, contributing to poor nutritional outcomes.[xxiv].

The diets of pregnant women in low-income groups are deficient not only in micronutrients but also in dietary energy. Inadequate food intake and imbalanced nutrition along with low dietary diversity affects nutrition for healthy life. Moreover, the general health and sanitary environment and caring practices compound the problem of translation of food consumption into nutrients, contributing to poor nutritional outcomes.[xxv].

Analysis indicates that the underlying causes of malnutrition of children include (i) household food insecurity resulting from inability to grow or purchase a nutritionally adequate amount and variety of food; (ii) lack of dietary diversity; (iii) inadequate maternal and child care due to inappropriate hygiene, health and nutrition; (iv) low rates of exclusive breast feeding; (v) inadequate access to quality health services; (vi) poor environmental hygiene and sanitation along with low levels of income and maternal formal education. Nutritional status is determined thus not only by quantity and quality of food intake but also by diseases and quality of treatment and healthy environment for living.

Data analysis suggests that Determinants of Acute Undernutrition of Children are: i.Low birth weight of Children, ii. Anemia of Mother ,iii. Low Weight and BMI of Mother, iv. Low Anal care of Mother, v. Low Age of Mother,vi . Poverty of the Household, vii. Stunting of Mother, viii. Low Education of Mother, and ix. Income earning of Mother

10.3 Nutritious Status of Women

Maternal undernutrition (body mass index less than 18.5 kg/m^2) in non-pregnant women in the country, while declining from 54 percent in 1996–1997 to 38 percent in 2003 and 35% in 2011, is still very high. Along with underweight, the women are suffering from overweight (20%).

Undernutrition, both before and during pregnancy, causes intrauterine growth retardation and is one of the major reasons for the high LBW (36 percent) prevalence in the country.

Low birth weight is more common among adolescent mothers. Marriage at very young age has serious consequences for pregnancy, future survival, health, growth and development. When combined with positive energy balance (adequate energy intake) in later life, LBW increases the risk of obesity, diabetes, high blood pressure and coronary heart disease

10.4 Status of Micronutrients in Bangladesh (Adequacy/Deficiency)

The National Micronutrients Survey 2011-12[xxvi] collected updated data on the key micronutrients status- such as subclinical vitamin A, anemia, iron, zinc, foliate, B_{12}, iodine and iodization of salts in Bangladesh population.

The prevalence of subclinical vitamin A deficiency, as measured by serum level of retinol was 20.5% in the preschool age children; the prevalence in the slums was significantly higher at 38.1%. The prevalence was 20.9% and 5.4% respectively in the school age children and the NPNL women. The prevalence in the school age children in the slums was 27.1%. Coverage of Vitamin A supplementation at national level is estimated to be around 77.0%. It is 77.9%, 73.1% and 72.4% respectively in the rural, urban and the slums area. The coverage is 76.4% in the “poorest” section and 87.5% in the “richest” section of population (Table-1).

The prevalence of anemia in the preschool age children was 33.1%. It was 37.0% and 22.8% respectively in the rural and the urban strata. The prevalence appeared to be lower than the earlier nationally representative estimates of the country of

47%. The prevalence of anemia in the school age children was 19.1% and 17.1 % respectively in the 6-11 year and 12-14 year groups. The prevalence of anemia in the NPNL women was 26.0%. According to the earlier nationally representative survey it was 33.0%.

National prevalence of Iron deficiency, as measured by estimation of the serum level of ferritin, was 10.7% in the preschool age children. In the NPNL women it was 7.1%. It was 3.9% and 9.5 % in the school age children aged 6-11 year and 12-14 year respectively. The prevalence of iron deficiency in Bangladesh population appeared to be substantially lower than the widely held assumption. The amount of consumption of iron from food is short of the daily recommended requirement (RDA) in all the population groups studied. The total consumption of iron from food was 41.0-82.0% of the recommended daily requirement across age and sex of the studied population groups. The mean ferritin level in the blood in the studied population groups were significantly higher in the areas where ground water iron concentration was higher than in the areas where groundwater iron was lower. In spite of lower consumption of iron from food, iron deficiency in the population was lesser than expected, and it was presumably linked with high level of iron in the groundwater, which is the largest source for drinking water in Bangladesh population (80.0%).

The national prevalence of zinc deficiency was 44.6% in the preschool age children. It appeared to be higher in the slums children (51.7%) than in the urban (29.5%). In the NPNL women the national prevalence was 57.3%, while the prevalence in the slums was 66.4%. The amount of consumption of zinc was well below the recommended daily amount. In the NPNL women total consumption was 54.7% and 47.0% of the recommended daily amount in the urban and slums area respectively. Of the total consumption majority comes from plant origin, which is poorly bio-available.

The B_{12} and folate status was estimated in the NPNL women. It was the first time the national micronutrients survey has provided a nationally representative data on these deficiencies. The national prevalence of folate deficiency was 9.1%. The prevalence of B_{12} deficiency was 23.0% at the national level.

The prevalence of iodine deficiency as measured by the proportion of the school age children whose mean urinary iodine concentration was below the cut-off mark was 40.0%. It appeared to have a rising trend from the 2004/5 data when it was 33.8%. In the NPNL women, the prevalence of iodine deficiency was 42.1%, which also has shown a rising trend from the earlier data when it was 38.0%. However according to median urinary iodine concentration, which was above the

cut-off for defining the deficiency, indicated that Bangladesh as a whole on the total population basis was iodine sufficient, despite the fact that the trend in iodine deficiency prevalence was on rise. The median urinay iodine concentration in the school age children and the NPNL women were 145.7 µg/l and 122.6 µg/l respectively. According to asset index, the bottom two quintiles –"poorest" and "poorer" of the NPNL women had median urinary iodine concentration below the 100 µg/l, indicating the impoverished section of the women were iodine deficient.

About 80% of the households used iodized salt,while 57.6% of the households used adequately iodized salt In the rural stratum, usage of adequately iodized salt was just 51.8%. The national rate of usage of "brand" salt was 75.8%, however a substantial share (30%) of the households in the rural area still used "open" salt. The usage of "open" salt was 37.0% and 17.0% in the "poorest" and the "richest" households respectively. The proportion of retailer salt sample with adequately iodized salt was 66.4%.

Regarding nutritional status in the preschool age children, estimate shows that the prevalence of stunting (height-for-age z-score<2) in the preschool age children was 32.1%. It was worse in the slums (51.1%) than in the urban (31.3%) and rural (31.4%) strata. The prevalence of underweight (weight-for-age z score<2) at the national level was 30.0%. It was more prevalent in the slums (47.4%) than in the other two strata-29.6% in the rural and 28.1 % in the urban area. The prevalence of wasting (weight-for-height z score<2) was 19.3 %, with proportionately more children in the slums (20.3%) and rural (21.1%) area were living with the condition than in the urban strata (12.9%).

In regard to consumption of micronutrients from food, it appeared that although the consumption level of animal source foods have been increasing in the country (Household Income & Expenditure Survey of Bangladesh, 2010), the data of the national micronutrients survey suggested, the population of Bangladesh are still well short of the Recommended Daily Allowance (RDA) of food intake for the key micronutrients. In case of vitamin A, the median daily consumption of vitamin A, were short of the RDA amount for respective age and population groups. The consumption of animal source iron, the form of dietary iron that is readily absorbed in the body was a scant proportion of the total iron consumption. The share of animal source iron to total iron consumption was 23.0%, 24.0% and 18.0% respectively in the school age children, preschool age children and the NPNL women. In regard to consumption of zinc from food, the median daily consumption was 3.2 mg and 2.6 mg in the urban and slums area, against the RDA of 3-5 mg for zinc in the preschool age children, again falling short of the requirement.

Picture of micronutirients and nutritional status in the slums is startling as the slums population have been suffering from the key micronutrients deficiencies and the under nutrition status was higher than the other two strata-urban and rural, in spite of the fact that Socio economic status indicators were not inferior to the rural area.

The survey results show that 52.0% of households at the national level were food secure. The proportion of food secure households appeared to be less in the slums (36.3%), compared with rural (52.4%) and urban (53.5%) strata. Just over 10.0% of households experienced severe food insecurity at national level as well as in the rural and urban area. This proportion appeared slightly higher in the slum stratum (17.2%).

The Table 9.1 shows prevalence of subclinical vitamin A deficiency and zinc deficiency appeared proportionately higher in the slums than in urban and rural strata. Vitamin A supplementation coverage in the preschool age children was 72% in the slums and was not different from the urban (73%) and rural estimates (78%) (Table 9.1). However dietary consumption of vitamin A appeared lower in the slums. According to data shown elsewhere in this report daily median consumption of total vitamin A and animal-origin vitamin A appeared to be lesser in the slums than in the other two strata in all the studied populations. Same observation is holding true with regard to consumption of zinc from food - the seven day consumption of total and animal source zinc appeared to be less in the slums in the preschool age children and the NPNL women (Table -9.1).

Therefore higher burden of malnutrition in the slums is ascribable to the fact that most of the slum dwellers have to pay for rent of their places, which constitutes a significant portion of their spending. Their peers from the rural stratum mostly own their homesteads (homestead ownership: 93.0%-rural, 78.0%-urban and 33.0%-slums) and do not need to pay for houses. The matter of further stress to the slum dwellers is that they live in the expensive metropolitan cities (Dhaka, Khulna, Chittagong and Rajshahi), where cost of living is higher than in the rural strata. Complementing to this, slums households might have experienced more food insecurity. Just 36.0% of the households in the slums were “food secure” against 53.0% in the urban and 52.0% in the rural. Proportions of households having “severe food insecurity” were 17.0% in the slums, whereas in the rural and urban strata this was 12.0 % (Table 13). Therefore in spite of having slightly better spending ability than the rural households, the actual consumable financial ability is limited in the slum dwellers, resulting in inferior micronutrients and nutritional status in the slums population.

10.5 Food Safety and Quality in Bangladesh

An emerging health problem is related to food safety and quality. Food safety involves handling, preparation and food storage in ways that prevent food borne diseases and avoid potentially severe health hazards. It covers all the stages of supply chain-producers, traders and consumers. Food safety considerations incl.ude the origins of food including the practices relating to food labeling, food hygiene, food additive and pesticide residues, as well as policies on biotechnology and food and guidelines for the management of governmental import and export inspection and certification systems for foods. In considering market to consumer practices, the usual thought is that food ought to be safe in the market and the concern is for safe delivery and preparation of the food for the consumer.

The food contamination and food adulteration situation of Bangladesh, as observed by WHO, is a serious public health concern. Unsafe/contaminated food causes many acute and life-long diseases, ranging from diarrheal diseases to various forms of cancer. In Bangladesh dependable assessment of the public health impact due to food contamination is not available due to absence of a regular monitoring system. Limited data from the ICDDR,B indicates 501 hospital visits per day for treatment of diarrhea that were attributable to food and water borne causes. General scenario on food contamination demonstrates a widespread non compliance with hygienic practice in food handling both among food producers and food traders such as street food traders.

There is also widespread evidence of food adulteration with harmful chemicals. The chronic effect of such events such as cancer, kidney disorders and birth defects is unlikely to be observed in short term, because the manifestation of the disease only occurs after long-term, low-level exposure. Food contamination and consumers exposure to food hazards have major implication on the food security and consumers heath in Bangladesh. Low level of awareness and weakness in existing Food laws and regulation are also contributing to aggravating the country's food safety situation. make it operational in the longer term.

10.6 Stability of Food security

Stability of food security covers stability in food availability, food access, food utilization including nutrition and food safety and quality. Trade is an important instrument to stabilise food supply i.e. check downward movement of consumption and ensure food security. Trade contributes to stability of food supplies through reducing consumption fluctuations and relieving the countries of part of the burden from costly stock holding interventions. Full reliance on trade

may not stabilize prices rather may expose the country to vagaries of instability of price in the global market. Thus government intervention may be necessary to balance the food supply situation all the times depending on the circumstances. The imposition of additional tariffs under certain conditions may be applied for incentivisation to producers for long term food availability from domestic production. Another instrument for stable food supply is to maintain food security stocks at reasonable level depending upon internal and external situation. All year round employment or food safety net or social protection may stabilize the stable food accessibility to all.

11. Challenges and Strategies of Food Security in Bangladesh

11.1 Challenges in the way of Food Security

The challenge of improving food security involves an interdependent set of factors involving government policy and institutions, domestic production system, environment and international trade. The complex of several factors magnifies the challenge of achieving food security: persistent poverty and undernourishment, persistent population pressure, low level of investment in agricultural research and development and changing consumption trends inclined to non-cereal products without adequate technological preparation. There is a high undernourishment of people in Bangladesh and this is a cause of underweight, stunting and wasting of children. Often, the poorest members of society are unable to access food at an affordable price. The country produces and procures from external sources enough calories to meet their nutritional needs, but they frequently lack physical or economic access to food. Barriers include income poverty, inadequate storage and transportation infrastructure, trade barriers, political instability and lack of food safety and quality.

The challenges can be succinctly outlined as:

i. High Incidence of Malnutrition and Hidden hunger, Increasing population pressure
ii. Scarcity of land and Continuous Shrinking of Land and water resources
iii. Land use change
iv. Land Degradation and Diminishing productivity of land
v. Poor Agricultural Diversification
vi. Paradoxical Price setting,

vii. Price Volatility of Food items in the domestic and global market,

viii. Disruptions in the food supply chain ,

ix. Trade Barriers and Uncertainties in international Trade,

x. Labour Shortage and high wage rate of agricultural labour, .

xi. Climate Change,

xii. Agricultural diseases

xiii. Fossil fuel Dependence

xiv. Hybridization, genetic engineering and loss of diversity

xv. Political Malgovernance, Food Sovereignty

xvi. Limited Capacity to Import due to narrow based exports and instability in foreign exchange earnings from remittances

xvii. Large number of food insecure population including severely insecure

xviii. Seasonal variation of food supply

xix. Locational variation of Food Supply

xx. Weak governance in food management and weak coordination among agencies in the way of efficient food management

xxi. Unsafe Food and Low Food Quality-lack of equipment and skilled manpower ,lack of good governance for effective control of quality and safety

xxii. Unsafe Drinking water and arsenic contamination

xxiii. High Economic poverty

xxiv. High underemployment resulting in low accessibility to food

xxv. Inequality of Income in the society.

11.2 Strategies of Food Security- Self Sufficiency versus Self Reliance

There are two distinct strategies of food security that are followed in different countries depending upon circumstances. They are: food self sufficiency and self reliance There are divergent views regarding the option of self sufficiency and self reliance as strategy of food supply. Paul A.Dorosh[xxvii] argued that food self sufficiency is not prerequisite for food security. . Increasing role of self reliance would increase the role of trade for food security with consequences of increased global integration. Trade policy of liberalization and investment in stocks may be necessary to pursue this strategy. On the other hand, Uttam Dev and Mahbub

Hossain[xxviii] asserted that Bangladesh should target food self sufficiency in at least one staple food-rice production. Their arguments for self sufficiency are based on trade uncertainties and protection of producers' interests. Arguments for self reliance are for getting benefits of trade liberalization and from the side of consumer interests in reduced prices because of liberalized imports keeping the prices low or preventing price rise. Paul Dorosh is conscious that pursuance of self reliance strategy may affect the interests of producers. He has suggested for a flexible trade policy to protect the interests of producers and long term food security. At the time of good harvests or steep declines in world prices or high subsidies provided by exporting countries may create disincentives for the producers affecting long term security of the country. There may be justifications for a particular country to pursue food self sufficiency and import restriction of food items to encourage farmers. It is claimed that better choice is flexible policy of self reliance. Import liberalization and trade act as instruments of food security when, self reliance is opted for food security. Following such approach the country need to increase capacity to import through increased export earnings and remittances money to finance food imports. Secondly, there should be confidence on reliability of world market to make supplies in times of crisis. Unreliability crops up with increased incidence of export restrictions imposed by major exporting countries. It is important to note that trade of food items is very thin but demand for purchase is widespread. Although imports at depressed prices may increase food availability may not help food security if it creates disincentive among the domestic producers.

Food security strategy in the short run is determined by domestic production and world food supply and world trade situation. World trade environment is influenced by food supply situation in the global market, the magnitude of import liberalization and restriction, export liberalization and restriction and conversion of food items to other use like bio-fuels and level and volatility of food prices. Bangladesh need to monitor not only seasonal weather and domestic production but also global food supply and trade situation to make a short term strategy in making preparation for any unseen problematic food situation in case of production shortfall and climate crisis.Component wise strategies have been well developed in the Government policy action document. The problem is of proper implement them

11.3 Potential areas of development of Opportunities for Food Security

i. There is still scope for further increase in rice production through intensification of land use in the vast coastal areas and depressed basins as haor and char land where single crop system dominates. Shorter

maturity crop varieties may be further developed by country's R&D system..The risk in rain fed rice production may be reduced by the diffusion of submergence tolerance, drought tolerance and saline tolerance varieties in adverse agro-ecological environments. There is still scope for further increase of aman cultivation through innovative practices, The government can increase investment to increase capability of research institutions to innovate and develop food crops of high yielding and more healthy varieties. Research and development in both crop and non-crop food production and non-food commercial crops for strengthening physical food accessibility as well as economic accessibility for food security.

ii. Expansion of employment in non-cereal production like vegetables, pulses, oil seeds and fruits and animal source foods like dairy, poultry and fisheries and in manufacturing activities is possible which may improve food security of the people.

ii. Expansion of food processing and food preservation activities with effective control of safety and quality with network of laboratory support and extension services by the government across the regions reaching upto farmer level of the country.

iii. Increased investment in increasing quality of food by giving stress on HACCP and Sanitary and photo sanitary measures for boosting exports and ensuring health of domestic consumers.

iv. Liberalisation of imports of fruits and grains for food processing enterprises for products oriented to domestic consumption or for exports

v. Property rights to the farmers in using common property through community based organizations as in fish production in using baor, open water bodies like rivers, plain low fields, canals with extension services from the government agencies. The NGOs may be engaged to see the interests of fish farmers.

vi. Increased capacity to import food through increased export earnings and remittances from migrant workers..

viii. Increased investment in technology and skill development for ensuring safe drinking water throughout the country

ix. Regional variation in food security may be reduced by diffusing technology and knowledge among the farmers and consumers of backward regions.

A comprehensive programme to address hunger would include inclusive and effective interventions in the following areas[xxix]:

- Promoting food security by sustaining strong growth of domestic food production and implementing a liberalized regime for food imports
- Designing and implementing interventions to promote food security
- Supporting safety nets for protection against natural disasters
- Promoting change in food habits for increasing nutritional intake of vulnerable
- Promoting improved infant feeding practices, including breast-feeding practices
- Supporting maternal schooling and hygienic practices
- Improving access to safe drinking water, especially by addressing the threat of arsenic contamination of underground water
- Improving access to sanitation
- Improving access to basic health facilities
- Promoting partnership among the Government, private sector and NGOs

11.4 Recommendations for sustaining and improving Food Security in Bangladesh

1. All the four pillars of food security (food availability, food access, food utilization and food stability) need to be looked into in integrated way;
2. Efforts need to be made to reduce share of a single crop (rice) and a single season (boro, which accounts for over 60% of rice production) in phases. Share of cereals need to be kept below 60% as per WHO normative. Investments in fisheries, livestock and horticulture need to be scaled up in order to raise productivity and encourage farmers to diversify. Efforts need to be made to remove bottlenecks in development, production and dissemination of seeds resistant to salinity and other ecological stresses and declining groundwater adding to the vulnerabilities.

2a. There is a need to stress production of non-starchy food for removing nutritional imbalance and increasing diversity of the food available in the country.

3. Efforts need to be made to reduce deprivation and narrow down inequalities. Measures need to be worked out to address families struggling with unprotected seasonal, idiosyncratic and community-wide risks. The Government's success in rice procurement, storage and distribution needs bolstering with expanded storage capacity and better integration of rice procurement, distribution and trade policies in view of the progress toward self-sufficiency in rice production. Access need to be enhanced by further income and real wage growth, and climate change, declining access to natural resources, vulnerability to price shocks require proactive attention. Regular monitoring need to be stressed to sustain implementation and support coordinated multi-sectoral actions against food insecurity.
4. Simultaneous development of economic and physical access to food need to be addressed for sound food security regime.
5. Government's role need to be enhanced to address the areas of market failure to provide balanced food to all. Government intervention must provide opportunities of employment to able bodied population throughout the year to increase economic accessibility of food . Besides, it has to develop appropriate safety net works for increased accessibility to the disadvantaged and economically excluded.
6. Targeted social safety nets and support for the poorest, focusing on pregnant women, lactating mothers ,infants and adolescents.
7. Strengthen extension services of government in educating the producers, traders and consumers about maintaining food quality, nutrition and food safety in all stages of food supply chain.
8. Policy analysis related to food and nutrition security should go beyond consideration of energy intake and highlight the importance of dietary quality ,safety and nutritional balance.
9. It is crucial to ensure that 'hidden hunger' is adequately addressed for building up healthy population with higher cognitive development. Micronutrient deficiencies cannot be allowed to remain in the shadows when there are ways to eliminate this kind of hunger.
10. Emphasize micronutrient-enriched foods and diet diversity in food assistance interventions, food security and nutritional programmes
11. Policies must be appropriate, adequate, coordinated and connected to each other. Governments should engage health, agriculture, and

education ministries, as well as ministries of planning, finance, and water and sanitation to reach a shared understanding of how national policies will work to reduce undernutrition, including micronutrient deficiencies and improve nutritional balance.

12. Increase access to nutritious foods by endorsing targeted social safety nets and support for the poorest, focusing on pregnant or lactating women, infants under two, and adolescents. Governments must incentivize private sector entities, such as seed and food companies, to develop more nutritious seeds and foods.
13. Enhancement of girls' access to education. Removing gender barriers to learning and literacy can help girls later become more empowered as women. While men control most household income and decision-making, women play a key role in ensuring household food security and fostering the health and nutrition of household members. There is a critical link between a woman's level of schooling and her family's nutritional status.
14. The country needs to define the best set of interventions necessary, considering options such as dietary diversification, fortification, supplementation, biofortification, nutrition education/behavior change, improving access to safe water and quality sanitation, and promoting good hygiene practices.
15. International and national experts should be used with local experts to develop optimal country interventions that maximize coverage and impact, while minimizing costs.
16. This is necessary to create an enabling environment to improve access to and local availability of micronutrient-rich foods. Develop long-term strategies that ensure nutritious foods are available locally. International organizations, the donor community, national and regional governments, as well as the international and national research and extension communities, should invest more in sustainable and diversified productivity increases for a range of foods, such as animal-source foods, fruits, and vegetables, as well as for biofortified staples.
17. Increase support for improved access to local markets and the development of local food processing facilities.
18. There is a need for standardization and regularization of data collection on micronutrient deficiencies. Good policies must be backed by reliable

data: To quantify and track the prevalence of micronutrient deficiencies through time and space, there should be developed standardized cost-effective biomarkers and methods for measuring micronutrient deficiencies.

19. There should be developed a system of cost-effective, and scalable food-based solutions for fighting hidden hunger. Efforts may be made to make food-based interventions, such as homestead food production and biofortification, on target populations. Evidence and best practices have to be continuously disseminated via researchers, nongovernmental organizations, and the media.

20. There is a need for Investment in increasing the number and building the capacity of nutrition and health experts at national and sub national levels, supporting greater coordination and joint interventions across the range of ministries and at lower levels, including between health workers and agriculture extension services.

21. Governments must create an enabling environment that promotes adequate nutrition to promote healthy diets and recommended caring practices and should make effective enforcement and implementation of rules.. The governments must educate consumers about the nutritional value of foods in order to stimulate demand. As consumer demand grows, private sector suppliers will respond. Transparent accountability systems should be installed to control conflicts of interest more systematically and ensure that investments contribute to public health interests. Governments must require companies to communicate nutrition- related information, practices, and performance in a transparent way. There should be enhancement of accountability. Expand monitoring, research, and evidence base to increase accountability.

22. Government intervention should support dietary diversity and strengthen local food systems by building capacity with priority to locals and sustainable solutions to hidden hunger. Measures are needed for nutrition awareness, improved infant and young child feeding, childhood healthy life and adequate hygiene and sanitation. Dietary diversification needs to be increased to reduce micronutrient deficiencies in the country, particularly iron deficiency anemia and vitamin A deficiency.

23. Micronutrient supplementation should be strengthened and food fortification should be promoted, particularly in staple foods.
24. Community based nutrition services should be strengthened considering the intergenerational and lifecycle approach. The institutional setup for multi sectoral coordination needs to be improved.
25. Emphasise 1000 days care to children and mother from the day of conception;
26. Food safety and quality control system need to be developed and existing legislation be updated and enforced. Water and sanitation, especially in urban areas and during disasters, needs to be better assured. Treatment of arsenic pollution need be given special importance for safe drinking water and safe food;
27. Increase effectiveness of the Social Safety Net system and expansion of coverage in areas of high malnutrition and food insecurity;
28. Targeted supplementary feeding with micronutrients for vulnerable groups, Children Under 5's, Under 2's, Pregnant and Lactating Women;
29. Cash transfer interventions and or targeted food assistance accounting for seasonality, and market availability;
30. Support investment in food marketing and storage infrastructure, e.g. warehouses for larger stocks and cold storage in surplus non-cereal food producing areas;
31. Promote accommodative and flexible trade policies, avoid policies that result in unnecessary trade barriers;
32. Invest more on information systems for monitoring and surveillance and early warning for early and timely actions;
33. Address the large numbers of acutely malnourished children with management of acute malnutrition at both facility and community levels;
34. Improve optimal infant and young child feeding practices emphasizing maternal and community participation; and
35. Strengthen health and hygiene promotion to prevent and treat diarrheal disease, respiratory infections and fever.

12. Conclusion

Food security needs to be redefined as a situation where all people have all the time adequate access to safe nutritionally balanced and safe food to satisfy needs with individual [preferences for healthy and active life. Food availability though was a prime concern historically; hunger and famine are found to exist along with food adequate food availability. For food security, there is need for access to food and effective utilization through nutritionally balanced intake of proper safety and quality and with freedom from diseases ensured by health facilities and sound cultural practices. Food security is better to be renamed as nutritional food security. Food security involves not only security in terms of ensuring macronutrients but also in terms micronutrients to the people with particular focus on women and children for healthy and active life. The fact of hidden hunger related to micronutrient deficiency need to be placed in the forefront for the sake of cognitive development of the society.

Data base need to be strengthened to cover details of calorie intake, protein, fats, vitamins and minerals including water. Monitoring progress on food security and nutrition and timely intervention should be of constant concern of the government.

There is a need of comprehensive composition table for indicating balanced nutrition to guide the policy makers and the people for conscious decision making on food intake for healthy life We have proposed a set of indicators in four pillars of food security, namely, in food availability, food access, food utilization and food stability for monitoring the progress of food security in a comprehensive frame. The proposal of the set of indicators of food security is in modification of the ones designed by FAO. We have worked out a composition table for Bangladesh as standard and normative for balanced nutrition of food intake.

Food availability is deficient in non-cereals and animal soured food and in surplus in rice and potato-two important starchy food items. There is a self sufficiency of food in starchy food except wheat. There is a large import dependency in non-starchy food items. Food like fruits, vegetables and eggs and meat are nearer to self sufficiency. Food items like wheat, pulses and vegetable oil are far from self sufficiency.

There is a large nutritional imbalance in food take reflected in deficiency of food intake relative to normative of consumption requirements. Thus food security is not only of quantity of food intake but also of its composition. Carbohydrates are taken larger than required and Protein and fats are taken less than the required

quantum. Additionally, deficiency of micronutrients in food intake is large making the hidden hunger a big concern for health and nutrition of the population of Bangladesh.

Bangladesh has been suffering from triple burden of food insecurity. Its population has been suffering from malnourishment because of poor food intake. It is facing problem of underweight and at the same time facing overweight. Helping emergence of large incidence of non-communicable diseases like carvovascular diseases and diabetics. Added to this, there is micronutrient deficiency which acts as hidden hunger obstructing cognitive development of the people.

Government efforts are outlined in food policy document and action plan. The need is proper implementation. Ensuring food safety and quality has become a serious concern affecting the intake of nutritious food. Safe drinking water is immediate concern for the government intervention.

Principal challenge for food security is huge population to be fed out of a tiny size of land area constantly shrinking for increasing use of non-agricultural activities and facing vulnerability to frequent climate change disaster. Potentials for raising productivity need to be explored in preference to acreage expansion, This needs increased investment in research and development and increasing extension services at farmers' level.

There is scope for expanding area where aman, pulses, fruits and vegetables can be more grown. It is notable that aman is non-competitive crop and its acreage expansion will not hamper other crops. Again, quality and price of aman is higher relative to other rice crops.

There is likelihood that there will be sizeable exportable surplus of rice and potato in near future because of lesser per capita consumption of rice with increased income. Both import and export can occur in rice because of seasonal fluctuation of its production and variation of global trade opportunities

Government require to make increased investment in storage facilities for rice and cold storage facilities for potato, fish, meat and eggs, For maintaining quality, quicker and cheaper transport facilities need to be built up. Standard institutions and inspection network need to be strengthened to ensure food safety. Trading corporation of Bangladesh need to be strengthened for year wide distribution of food essentials at a cheaper price. Social protection and public distribution system need to redesign to provide comprehensive food security to the people as a matter of constitutional obligation of the government.

Interests of the producers in farming and processing food items need to be protected and promoted through providing monetary and fiscal incentives, technical assistance and extension services, Since demand for food specially for non-starchy food will increase in future related to increased income, investment in development of skill., technology and infrastructure for production, storage and distribution of these food items need to be developed with a special focus.

References

FAO Agricultural and Development Economics Division (June 2006). *Food Security*. Retrieved 8 June 2012.

WHO. *"FoodSecurity"*. Retrieved15 October

005). "Climate change and food security". *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 360 (1463): 2139–2148

FAO Agricultural and Development Economics Division (June 2006). *"Food Security"* (2). Retrieved June 8, 2012

FAO (2009). *Declaration of the World Food Summit on Food Security*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Gregory, P. J.; Ingram, J. S. I.; Brklacich, M. (29 November 2005). "Climate change and food security". *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 360 (1463): 2139–2148.

United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (1999). *The right to adequate food*. Geneva: United Nations.

FAO (1997). "The food system and factors affecting household food security and nutrition". *Agriculture, food and nutrition for Africa: a resource book for teachers of agriculture*. Rome: Agriculture and Consumer Protection Department. Retrieved 15 October 2013.

Ecker and Breisinger (2012). *The Food Security System*. Washington, D.D.: International Food Policy Research Institute. pp. 1–14.

Ecker and Breisinger (2012). *The Food Security System*. Washington, D.D.: International Food Policy Research Institute. pp. 1–14.

(www.en.Wikipedia cited from Ayalew, Melaku. *"Food Security and Famine and Hunger"*. Retrieved 21 October 2013).

Bangladesh Country Investment Plan: A Road Map Towards Investment in Agriculture, Food Security and Nutrition,2011, MOFD.

FPMU Division, MOFDM, 2012, Monitoring Report 2012, National Food Policy Action and Country Investment Plan.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 251-344
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Political Economy of the Size of the Government

JAMALUDDIN AHMED*

Abstract *Economic growth may show as countries reach a more advanced stage of economic development that also sees an increase in demand for government, but without a connection. The welfare state paradigm was on the rise since Second World War and indicates numerous signs that the tide of big governments is receding for efficiency and effectiveness. The efficient size of the government will always be a matter of dispute, but very few would be prepared to advocate unlimited government. It is just as incumbent on the advocates of big government. At some point, further expansion of government no longer leads to output expansion, as growth reducing aspects government grow larger, and the growth enhancing feathers of government diminishes. Literature on theories of government growth including monopoly and leviathan has been analyzed. The political determinants of government size, relationship between the size of government and economic growth and with evidences from the developed countries are analyzed. Paradigm shift with regards to public policy from welfare state to optimal size of government argument is discussed. Finally, a search for the right size of the cabinet for the Government of Bangladesh is proposed.*

1. Introduction

The relationship between the size of government and economic development is more complex than many classical liberals would like to believe. There is a robust negative correlation between government size and economic growth, although

* Author Dr Jamaluddin Ahmed FCA, General Secretary of Bangladesh Economic Association & Director of Emerging Credit Rating Limited.

establishing the direction of causality is a more complex issue (Andreas Bergh and Magnus Henrekson, 2010). Economic growth may slow as countries reach a more advanced stage of economic development that also sees an increase in demand for governments, but without a causal connection. Growth in governments can also give rise to a drive in search for greater efficiencies on the part of reform-oriented politicians, making government growth more sustainable and increasing the efficient size of governments. The expected negative relationship between government and economic growth will be weakened to the extent that governments successfully adopt market-oriented policies designed to ease the revenue and other constraints on their expansion. As we shall see, the Henry tax review process and recommendations can be interpreted in this light. These efficiency gains have led some social democrats to claim that growth in government has been a 'free lunch.'

The size of government as a share of the economy has been on a rising trend since the Glorious Revolution of 1688–89, which established Britain as a modern constitutional democracy (Greg Clark 2007). International conflicts such as the Napoleonic Wars and World Wars I and II had a ratchet effect, with the government's share of the economy remaining above its pre-War level in the wake of these conflicts. An important exception to this overall trend was the nineteenth century, during which the government's share of national income declined from its Napoleonic Wars peak to levels of more than a century before. The period after 1815 was an era of relative international peace and increased globalization. The world economy was in some ways more integrated in the late nineteenth century than at any time since, given the general absence of border controls and the considerable international mobility of labor and capital. However, we will see that globalization has mixed implications for the size of government.

The brief trend to smaller governments in the nineteenth century was reversed from around 1900 onwards, aided by the two world wars, the Great Depression, and the rise of the social welfare state in the post-World War II period. The growth of government spending in the twentieth century was documented by Tanzi and Schuknecht, who noted that countries with relatively smaller governments have economically outperformed their bigger government counterparts, without underperforming on a broad range of social, environmental and other indicators. This implies that many governments throughout the developed world likely surpassed their efficient or optimal size from around 1960 onwards (Vito Tanzi and Ludger Schuknecht 2000).

Growth in the size and scope of governments have been a common feature of most developed economies since the beginning of the twentieth century. The recent

global financial crisis has provided renewed impetus to the size and role of governments, consistent with the historical experience with war and economic crises. While being small relative to many comparable countries, the size and scope of the government in Australia has increased over time on a number of metrics: the tax share of GDP, legislative outputs, the size of the federal executive, and the number and scope of federal government departments and agencies. Explanations for the growth in government can be broadly divided into demand- and supply-side models, as well as exogenous explanations that reference factors such as technology, demography, specific historical events, and ideology. The various hypotheses that have been advanced to explain government growth are often unable to yield predictions about the optimal or equilibrium size of government. By the same token, theories of government size struggle to explain long-run trends in government growth.

Empirical testing of the various theories is complicated by the potential for observational equivalence among the various hypotheses, which need not be mutually exclusive. As Durevall and Henrekson suggest, the search for a 'grand explanation' of growth in government may be 'futile' (Dick Durevall and Magnus Henrekson). However, many of the historical drivers of growth in government such as demographic factors are themselves bounded and growth in government is constrained by factors such as the efficiency costs of taxation. Governments like those in the United States, the United Kingdom, the European Union, and Japan are increasingly pushing the limits of these fiscal and other constraints, although it remains to be seen whether this leads to acute fiscal crisis, fiscal reform, and smaller government or secular stagnation based on muddling through under big government. While many governments have almost certainly exceeded their optimal or efficient size, the long-run equilibrium size of government in developed countries such as Australia, if indeed there is one, remains unclear.

The absolute size of government is less important than the constitutional, legal and other constraints under which governments function. Growth in governments is of concern largely because it is symptomatic of a relaxation of the constraints that have traditionally bound it. The relaxation of some of these constraints is welcome, for example, the expansion in the potential tax base associated with the growth of formal and more extensive markets and reduced household production. As markets and other voluntary interactions become more extensive and complex, the demands on government increase, but government effectiveness decreases as knowledge in society also becomes more specialized and dispersed. This argues against the increased centralization power and decision-making that often accompany growth in governments.

To be effective advocates of limited government, classical liberals need to acknowledge and better understand the forces driving the long-run growth in governments. While classical liberals view government as being less efficient than markets in most contexts, governments may grow in part because they are successful in finding greater efficiencies in their activities. This in turn can be expected to undermine the negative correlation between government size and economic growth and weaken critiques of big government sizes based mainly on efficiency arguments. Classical liberals have traditionally argued for policies that would improve the efficiency of specific government tax and spending programs, but such policies need to be located in a broader framework of advocacy for the rules and institutions that support limited government.

1.1 The Rise and fall of the Welfare State Paradigm

As understood by Thomas Kuhn (1962/1970) in his study of scientific revolutions, paradigms are frameworks of concepts and assumptions that organize and explain experience. Over time, anomalies accumulate that become too difficult for the reigning paradigm to resolve; eventually it breaks down and is replaced by a new paradigm. J. M. Keynes is a central figure in the emergence of the welfare-state paradigm, which he elaborated by rejecting the two extremes of state socialism and laissez faire and defining a middle ground between them. This new paradigm sanctioned 'the enlargement of the role of government' for the purpose of correcting deficient demand (Keynes, 1936:380-1). The problem with the new paradigm was that it consisted of the middle ground between two extreme options in an extreme case: the Great Depression. After the Western economies recovered, growing liberalization of international trade and (later) of capital flows challenged the role and competence of government's economic management. Eventually, the welfare state reached its limit in the 1990s, when fiscal deficits and public debt grew to proportions that destroyed government's ability to intervene effectively: additional government spending raises interest rates, which negates any stimulus it provides to demand.

The welfare state was seen as a political and social panacea by the post-war generation (the 'baby-boomers') who were the first beneficiaries of the full range of its services in health, education and social security, as well as by an older generation that benefited in particular from the old-age pension. Even as it was being stretched far beyond its original purpose and problem-solving capabilities, it became closely identified with democracy itself. But then it started to undermine welfare by weakening the values and protective power of the central institutions of civil society: the family, the churches, and the voluntary

associations. This problem has led Sandel (1996:3) to identify the two principal causes of what he calls Democracy's Discontent:

Sandel (1996:351) ends his book by observing that 'the hope of our time rests … with those who can summon the conviction and restraint to make sense of our condition and repair civic life on which democracy depends'.

Yet despite his valuable insights, Sandel fails to see the connection between large, intrusive government and the loss of autonomy and the erosion of community. As taxes rise and the government gets bigger, it tends to crowd out the institutions of civil society by pre-empting their roles and undermining individual self-reliance.

Government has a role to play in assisting those in genuine need. But should as many as a fifth of New Zealanders of working age, and nearly a third of New Zealand's children, be dependent on state welfare (Cox, 1998:27).

1.2 Paradigm Shift

There are numerous signs that the tide of big governments is receding. Interest is growing in the high compliance costs of government. The appearance of Osborne and Gaebler's book Reinventing Government (1992) suggests that governments are trying to increase the efficiency of public spending. In his 1996 Paradigm Shift. There are numerous signs that the tide of big government is receding. Interest is growing in the high compliance costs of government. The appearance of Osborne and Gaebler's book Reinventing Government (1992) suggests that governments are trying to increase the efficiency of public spending. In his 1996 State of the Union Address, US President Bill Clinton announced that the 'era of big government is over'. In the late 1990s, there is talk, and even some action, in the United King-dom, the United States, Australia and New Zealand on replacing welfare handouts with 'workfare'.

The principal reason for this disillusionment with big government is that, if it grows beyond a certain point, the public sector reduces welfare rather than increases it. In his overall analysis of the link between taxes and growth.

The new paradigm therefore centers around the question: what is the optimal size of government? Martin Feldstein (1996:26) has recently argued that 'the central public finance question facing any country is the appropriate level of spending and therefore of taxes'. A considerable literature has emerged that attempts to answer that question. Clark (1945), inspired by Keynes, suggested that where the objective is to minimize inflation and stabilize the exchange rate, the optimal effective tax rate is likely to be around 25 per cent of national income (equivalent

to about 21 per cent of GDP in New Zealand). More recently, Peden (1991:168-9) has found that over the period 1929-86 US government expenditure up to 17 per cent of GNP improved the productivity performance of the economy, but expenditures above that level reduced ‘the growth of productivity’.

In its 1997 World Development Report, the World Bank (1997:168-71) emphasises the value of an ‘effective state’ that facilitates rather than impedes higher levels of economic performance. Its cross-country study examining the impact of 14 independent variables on the growth in GDP per head concludes that the size of government (measured by government consumption’s share of GDP) has an important and consistently negative impact on the standard of living (though it did not search for an optimal level of tax or expenditure relative to GDP). Tanzi and Schuknecht (1997) compare the economic performance (growth rates, gross fixed capital formation, inflation, unemployment, and debt) and social performance (life expectancy, infant mortality, education and income distribution) of 17 small, medium and large OECD countries. They conclude that ‘there is no evidence’ that countries with big governments out-perform the countries with medium and small governments. When government expenditure rises much above 30 per cent of GDP, there are diminishing returns to the social gain from public spending (Tanzi & Schuknecht, 1997:167).

Finally, a recent OECD report has concluded that up to one-third of the growth deceleration in the OECD (from around 5 per cent in 1965-73 to around 2 per cent in 1989-95) would be explained by higher taxes. In some European countries, tax burdens increased much more dramatically than the OECD average, which would imply correspondingly larger effects on their growth rates. (Leibfritz, Thornton & Bibbee, 1997:49).

1.3 Objective and structure of the paper

The main aim of this paper is to summarise some recent research findings on the rising paradigm on the optimal size of government that is replacing the welfarist paradigm. In order to achieve this objective this paper is divided into six sections. *Section one* makes a literature survey on the size of government in terms of the growth of expenditure and size of the cabinet and bureaucracy. *Section two* conducts a search for explanations as to why the government expenditure affects the economic growth. *Section three* provides information from the results of empirical study conducted by Gwartney *et al* (1998) on the impact of government expenditure and economic growth of USA and OECD countries. *Section four* details on the empirical study conducted by Patrick J. Caragata (1998) on the impact of government expenditure on economic growth of NewZealand and

discusses on the suggested optimum size of government for the optimum GDP growth. *Section five* presents rationale as to why to optimize the size of government and cabinet for the GDP growth with particular reference to Bangladesh when government is looking for to see Bangladesh a middle income country 2021**.** *Section six* documents the summary of the paper and recommendation for Bangladesh.

2. Theories of government growth

The brief review of the stylized facts suggests that any theory of government growth faces a heavy explanatory burden. A complete theory would need to answer the following questions: Why did government growth take off throughout the Western world around the 1900s? Why did governments continue to grow 110 years later? Is there an optimal (that is, economic growth, efficiency or welfare-maximizing) size of government? Is there an equilibrium size of government (that is, a stable size of government on which countries will tend to converge)? If there is an optimal or equilibrium size of government, why aren't we there yet? Or are we?

It is generally assumed that the efficient size of government that maximizes economic growth or welfare is some positive share of GDP. Governments have a role to play in the provision of public goods, lowering transaction costs and solving collective action problems that might otherwise stand in the way of the private sector capturing potential gains from trade. However, modern governments typically take on functions that go well beyond these basic functions by reallocating resources, redistributing income and wealth, and promoting some private activities while suppressing others. Technically, the government share of GDP could exceed 100% if government transfers are re-taxed and re-transferred multiple times, although the efficiency costs of such repeated fiscal churning would be considerable. The efficient size of government will always be a matter for dispute, but very few would be prepared to advocate unlimited government. It is just as incumbent on the advocates of big (or bigger) government to identify the limits to government growth as it is for classical liberals. Otherwise, there is a risk of overshooting what even big government advocates might view as appropriate. It is thus useful to think in terms of the economically efficient (or optimal) size of government and what a long-run equilibrium size of government might look like, even if we cannot identify these conditions very precisely. The optimal size of government is distinct from the concept of optimal taxation, which seeks to identify the tax structure that will minimize the economic cost of raising revenue taking the overall revenue-raising task as given. As Brennan and Buchanan note,

most conventional analysis of taxation presumes that governments require 'some exogenously determined amount of revenue per period, with the analysis having as its purpose the identification of that taxing arrangement that will generate such revenue most effectively' (Geoffrey Brennan and James M. Buchanan 1980). The optimal size of government is usually discussed in terms of the revenue share of GDP, which approximates the economy-wide average tax rate. Yet a given average tax share of GDP could be consistent with a wide range of tax structures with very different implications for overall economic efficiency.

It would make sense to address the issues of optimal government size and optimal taxation jointly, but in practice, they are mostly treated separately in public policy debates. For example, the Henry tax review did not address the size of government, taking the expenditure side of the budget and its likely future growth as given. As Brennan and Buchanan note, 'the policy stance that emerges from the conventional treatment, and that is now taken for granted in virtually all professional discussion of tax policy, leads inexorably to broader tax bases and correspondingly larger potential tax revenues(Geoffrey Brennan and James M. Buchanan 1980). An important contribution that classical liberals can make to public policy debates is to tie the issue of optimal taxation more closely to the issue of the optimal size of government, stressing that the latter issue is the conceptually prior and more important one.

Expansion in the size of government may drive a search for greater efficiency in revenue collection but also market-oriented reform more generally, easing the revenue and other resource constraints on the size of government. A more efficient tax structure could conceivably increase the optimal size of government by lowering the economic cost of the overall revenue take. There is evidence to suggest that more efficient tax systems are associated with larger governments, with causality running from tax structure to government size, although it could also be that larger governments adopt more efficient tax systems because these efficiency gains are increasing in the amount of revenue raised (Gary Becker and Casey Mulligan 2003). For example, the change in Australia's tax mix with the introduction of a goods and services tax (GST) in 2000 may have induced an increase in government spending by easing the government's revenue constraint. The resources and terms of trade boom since 2003 has had a similar effect in the absence of a change in tax regime, although proposals for a new resources rent tax can also be seen as an attempt to further ease the government's revenue constraint.

As Becker and Mulligan note, analysis of the economic gains from tax reform often takes government spending as given and ignores the increased welfare costs arising from the induced expansion in the size of government that may follow

from a more efficient tax system. Once the economic costs of induced government spending are taken into account, the supposed efficiency of even lump-sum taxes is called into question.

2.1 The Armey Curve

Borrowing a graphical technique popularized by Arthur Laffer, Representative Richard Armey, an economist by training, developed what he termed as the Armey Curve (Ken Henry (2009). In a state of anarchy, output per capita is low. Similarly, where all input and output decisions are made by government, output per capita is likewise low. Where there is a mix of private and government decisions on the allocation of resources, however, output often is larger. The output-enhancing features of government dominate when government is very small, and expansions in governmental size are associated with expansions in output.

At some point, however, further expansion of government no longer leads to output expansion, as the growth-reducing aspects of government grow larger, and the growth enhancing features of government diminish. Further expansion of government contributes to economic stagnation and decline. Why is this so? In a world without government, there is no rule of law, and no protection of property rights. Bullies and strong people can steal the assets of weaker persons with impunity. There is little incentive to save and invest because the threat of expropriation is real and constant. Moreover, without some collective action, there is no protection from bigger bullies, namely foreign nations, or pirates on the high seas. Collective action also facilitates the creation of roads that improve transportation and lower trading costs. Government can also create a reliable medium of exchange, further developing the gains from trade. Thus, the establishment and early growth of government is associated with rising levels of income and positive rates of economic growth.

As governments grow, the law of diminishing returns begins operating. While the construction of roads initially assists output expansion, the construction of secondary roads and upgrading primary roads start to have less added positive impact per dollar spent. Moreover, the taxes and/or borrowing levied to finance government impose increasing burdens. Low tax rates become higher. New taxes, such as income taxes, are added to low consumption levies, with increasingly adverse effects on human economic behavior. Tariffs are raised, thwarting trade. New government spending no longer enhances economic growth. When government is small, political actions at income redistribution via tax policy or through payments to the poor are modest in magnitude. As transfer payments and

progressive taxation grow with increasingly large government, the negative effects of governmental spending magnify. In small amounts, welfare payments help the poor and do not dramatically influence behavior. As the payments grow larger and more comprehensive, they lead to pronounced work disincentive effects. Thus, it is to be expected that as government absorbs an increasingly large percent of national output, incremental spending will actually have an adverse effect on output. The Armey Curve does not suggest that "all government is bad." To the contrary, some government serves the public good. But like most good things, too much of it is harmful. Just as drinking one glass of wine daily may be good for the drinker's health but drinking 10 glasses is bad, so government in moderation is good for the economy while in excess it is bad. Milton Friedman, comparing the United States and Hong Kong, put it well recently:

> *Government has an essential role to play in a free and open society. Its average contribution is positive; but I believe that the marginal contribution of going from 15% of the national income to 50% has been negative.* (Commonwealth of Australia, Australia to 2050: Future Challenges, Canberra: January 2010).

Professor Friedman is suggesting that the threshold where government's role in economic growth is probably somewhere between 15 and 50 percent of the national income or output.

2.2 Buchanan's taxonomy

Buchanan suggests a division of theories of government growth into two broad perspectives: '*government by the people*' (sometimes referred to as *citizen-over-state*) and '*government against the people*' (or *state-over-citizen*) (James Buchanan 1977). The classical theory of democracy is consistent with the former perspective, which views government as demand-driven, and to that extent, welfare-enhancing. The second perspective suggests that government is supply-driven, serves its own interests, and to that extent is welfare-reducing, at least in aggregate. Public choice theory is often associated with the latter perspective, but rational choice models of collective decision-making straddle both perspectives. Other theories of government growth do not fit neatly into Buchanan's taxonomy. These include *deterministic* or *path dependency* theories, as well as what we will call *zeitgeist* theories. The following sub-sections review some of these theories and their explanatory limitations.

2.3 Citizen-over-state

One of the most enduring theories of government growth in the citizen-over-state tradition is 'Wagner's law of increasing state activity,' named after the German

socialist economist Adolf Wagner. Wagner wrote in the late 1800s and early 1900s and effectively anticipated the growth in government that followed over the next century. Wagner's law has no definitive formulation, but the basic thesis argues that the demand for government increases with economic development (as proxied by real GDP per capita) and related factors such as industrialization and urbanization (Alan Peacock and Alex Scott 2000). The more complex and impersonal society becomes, the greater the demand for collective provision of some goods and services.

In empirical studies, Wagner's law is often interpreted as a national income elasticity of growth in government greater than one, thereby accounting for growth in the government share of national income over time as real GDP per capita increases. Despite extensive empirical testing, Wagner's law remains underspecified theoretically. Lindert has characterized 'the notion that income growth will raise taxes and government spending, including social spending [as] the most durable black box in the whole rise-of-the-state literature (Peter Lindert 1996). Tests of Wagner's law have focused on the relationship between government spending or taxation and national income in both cross-sectional and time series settings (see for example, Ram 1987; Easterly and Rebelo 1993; Oxley 1994). Potential endogeneity between government spending, revenue, and economic growth has been a significant complication for empirical work. Durevall and Henrekson's recent review of the literature finds that 35% of studies obtain unqualified support for Wagner's law, 35% fail to find support, while 30% find support conditioning on other variables or specific categories of government spending (Dick Durevall and Magnus Henrekson 2010).

Empirical tests of Wagner's law in the Australian context have been inconclusive (Brian Dollery and Sukvinder Singh 2000). My own research shows there is a long-run equilibrium relationship between growth in the Australian legislative output (reviewed in the previous section) and the level of real GDP per capita that is consistent with Wagner's law (Stephen Kirchner 2010). While the results from empirical studies are mixed, there is enough evidence for Wagner's law to be taken seriously as a plausible explanation for long-run growth in government. However, we will see that Wagner's law is observationally equivalent with a number of other theories of government growth, making it difficult to distinguish between competing hypotheses.

Also within the citizen-over-state tradition are a number of rational choice and median voter models that view growth in government as driven by voter demands for increased public provision or redistribution. The literature focuses mainly on redistribution, since this has been the main contributor to the growth in the size of

government. Growth in government would be difficult to explain empirically if it were mainly concerned with the provision of public goods, which have become an increasingly small share of government spending in most developed economies (Sam Peltzman1980). Anthony Downs's *An Economic Theory of Democracy* (1957) was an early contribution to this tradition (Anthony Downs 1957). Downs maintained that government could conceivably be undersupplied relative to voter demands, a proposition more plausible in the late 1950s than it is today (Anthony Downs 1960). Later contributions in the rational choice-median voter tradition examined interactions between growth in government and median and average incomes, income inequality, and the extension of the electoral franchise (Allan H. Meltzer and Scott F. Richard 1981). These models maintain that growth in government is the outcome of collective decision-making processes that aggregate individual preferences. Whether these collective choices are welfare-enhancing depends on how efficiently the decision-making process aggregates these preferences. Extensions of Coasean transaction cost economics to the domain of politics suggest that the political process can lead to efficient outcomes (Gary S. Becker1983). Brennan notes that 'there are ... circumstances ... in which electoral competition operates somewhat like an "invisible hand," both aggregating the interests of the "suppliers" of public policies to give citizen-voters what they want (Geoffrey Brennan 2002). This perspective suggests that growth in government may be more conductive to economic and other forms of efficiency than classical liberals would like to concede. However, it should be noted that most of these rational choice/median voter models depend on restrictive assumptions for their results. As the discussion of *zeitgeist* theories will argue, there are also questions over the extent to which rational choice models provide a good model of political choice.

2.4 State-over-citizen

The state-over-citizen tradition is perhaps best exemplified by Franz Oppenheimer's 1908 *The State*, a work of political sociology roughly contemporary with that of Wagner (Franz Oppenheimer 1975). Oppenheimer had an influence on American libertarianism via the writings of Albert Jay Nock (Albert Jay Nock 1989). Oppenheimer saw the evolution of the state as the product of coercion and predation, distinguishing between the economic and political means of sustaining a living, or more colorfully, between 'work and robbery (Franz Oppenheimer 1975). While this is a compelling perspective on the initial rise of the state, it is less informative on the long-run drivers of growth in government in modern constitutional democracies. Mancur Olson maintained that

as groups become larger, the disconnect between the interests of the individual and the collective would increase, with small but powerful distributional coalitions coming to dominate the majority interest, undermining economic growth (Mancur Olson 1971). Olson made an important contribution to the rejection of the traditional view in the political science discipline that interest groups were a benign influence in a democracy. Olson used his model mainly to explain differences in economic performance between countries rather than the generalized growth of government observed in developed economies. For example, Olson thought that the destruction of incumbent interest groups in Germany, France and Japan during World War II explained their economic outperformance in the early post-War period compared to the United States, the United Kingdom and Australia. While this was superficially plausible at the time of writing in the 1960s to early 1980s, subsequent developments have not been kind to Olson's interpretation: Germany, France and Japan have chronically under performed the Anglo-American economies in recent decades. Later in his career, Olson came to embrace institutional explanations for cross-country differences in economic performance (Mancur Olson 1996).

While the state necessarily expands at the expense of the economy and civil society, the economy and civil society also impose limits on the expansion of the state. Olson noted that unlike roving bandits, 'stationary bandits' or autocratic rulers needed to limit their predatory activities to leave enough worth stealing in their domain. The most obvious way in which the economy provides a check on the expansion of the state are the efficiency costs of taxation (or deadweight losses). Brennan and Buchanan model government as a revenue-maximizing Leviathan subject to constitutional constraints such as federal systems of government, although as they note, a federal system of government can also form a revenue-raising cartel (Geoffrey Brennan and James M. Buchanan 2002). Tanzi and Schuckneckt's review of the growth in public expenditure during the twentieth century suggests developed country governments exceeded their efficient size during the 1960s at around 20% of GDP (Vito Tanzi and Ludger Schuknecht, 2000). This is also suggested by attempts to estimate econometrically the point at which the government share of the economy begins to subtract from rather than add to economic growth. Studies along these lines for the United States and New Zealand find that the economic growth-maximizing size of government is likely to be somewhere in the range of 19% to 23% of GDP.31 If these estimates are accurate, then most developed country governments have exceeded their optimal size. If governments were concerned mainly with revenue-maximization, they would choose the tax structure that maximizes the size of the economy and

thus the tax base. Smaller government as a share of the economy could yield bigger government in an absolute sense through increased revenue, although as noted previously, the induced expansion in the size of government from greater tax efficiency may have ambiguous implications for overall economic efficiency and well-being.

The model of government as a revenue maximizer offers insight into the growth of the state during the twentieth century. The shift in production out of the household sector and into organized markets due to changes in production technology, the growth in the division of labor, specialization, and trade has served to expand the potential tax base available to government and eased the governments' revenue constraint. In particular, the growing opportunity cost of household production has seen a dramatic increase in female labour force participation, expanding the tax base as well as government spending on social services such as child care previously supplied by households or in informal markets. In Australia, the female labor force participation rate has increased from 44% in February 1978 to nearly 60% at the end of 2010, driving overall labour force participation to record levels (Australian Bureau of Statistics 2011). Kau and Rubin estimate the elasticity of the US tax to GDP ratio to female labor force participation at around 4 for the period from 1920 to 1970, sufficient to account for almost all of the expansion in the size of the US government over this period (James Kau and Paul Rubin 1981). Female labor force participation can explain 15% of the increase in the government spending share of GDP in OECD countries between 1960 and 1999 (Tiago Cavalcanti and José Tavares 2011). However, this explanation is observationally equivalent with Wagner's law. The increased opportunity cost of self-employment and household production is a feature of economic development that is captured by the relationship between growth in government and growth in real GDP per capita.

The increased labor market flexibility sought by classical liberals through their advocacy of labor market reform may have also served to expand the tax base and eased the government's revenue constraint. The government as revenue-maximizer model helps explain the move to flatter and more efficient tax structures in many developed economies and other market-oriented reforms. These reforms make growth in government more sustainable by lowering the efficiency costs of taxation and expanding the tax base through increased economic growth, easing the government's revenue constraint. The market-oriented reforms in Australia and New Zealand in the 1980s and 1990s and Sweden in the early 1990s are examples of reform programs that have served to increase the sustainability of their welfare states. As Bergh and Henrekson note,

countries with a larger government share of GDP, most notably in Scandinavia, have seen greater increases in measured economic freedom and globalisation between 1970 and 2000. These market-oriented reforms have enhanced economic growth despite the government share of their economies remaining large (Andreas Bergh and Magnus Henrekson, 2011).

Contrary to Becker and Mulligan, Peter Lindert maintains that improvements in tax and spending programs have made growth in government spending in the larger welfare states something of a ‘free lunch (Peter H. Lindert 2004). Similarly, David Alexander maintains that Australia combines relatively small government with a redistributive state in a way that makes both more sustainable (David Alexander 2010). The fact that social democratic parties in Australia, New Zealand and elsewhere have presided over microeconomic reform programs becomes readily explicable in this context. As noted in the introduction, Ken Henry sees the need to raise more revenue in absolute terms as an important motivation for his tax review, which was aimed at increasing the efficiency of the tax system. The potential welfare costs of the projected expansion in government activities anticipated by Henry are either assumed away or ignored.

The role of government growth in driving the search for greater economic efficiencies could be expected to weaken the observed negative correlation between government size and economic growth and attempts to test the direction of causality for this relationship. To the extent that governments successfully endogenise their optimal size through their choice of tax and other policies, we would not expect to observe a negative relationship between government size and economic growth, despite the potential for such a relationship. It is unlikely that governments do this consciously or with any degree of precision, but may through trial and error move in the direction of a more efficient policy mix. Note that there is some observational equivalence with Wagner’s law, because the efficiency of the tax system generally increases with economic development, as countries move away from trade taxes to taxes on income and consumption and as agriculture’s share of total output declines (agricultural output was historically harder to tax before the development of formal or extensive markets).

The government as revenue maximizer model yields some insights into the growth of government as well as pointing to a long-run equilibrium size of government. Governments that push too hard against their economies risk collapse, as the former Soviet Union found. China’s market-oriented reforms since 1978 have sustained and legitimized a government and economy that might otherwise have also collapsed. European Union governments are currently facing severe fiscal constraints likely to lead to sovereign debt defaults under the guise

of debt 'restructuring.' Historical experience is that governments will test the limits of their expansion, with some over-stepping the mark, while others successfully reform in ways that make the growth of government more sustainable.

2.5 Deterministic and path dependency theories

Deterministic theories of government growth do not fit neatly into Buchanan's for-the-people/against-the-people taxonomy. In this perspective, growth in government is attributable to exogenous factors such as technology, productivity, globalization, geography, demography, or urbanization. The historical and economic determinism of Karl Marx maintained that the evolution of the state was a function of the underlying forces of production, and that the state ultimately 'withers away' once it has served its historical purpose. While the governments inspired by Marxism have for the most part withered, they have done so for reasons other than what Marx suggested and have certainly not been replaced with a stateless society. Taking his cue from Marx, Schumpeter foresaw an evolutionary process by which liberal capitalism would inevitably give way to democratic socialism, in part because the successes of capitalism would give rise to an intellectual class hostile to it (Joseph Schumpeter 1954). Olson's theories, already discussed, had a similarly deterministic 'logic.'

Demographic factors, particularly age dependency ratios, have a role in explaining growth in government. The prospective fiscal imbalance and expansion in the size of government identified in the Australian government's *Intergenerational Reports* are largely driven by population ageing and its effects on government health and other expenditures. The IGR projections assume that the increased demand for ageing-related expenditures will continue to be met through public rather than private provision, effectively foreclosing debate on the projected growth in the size of government. Given that growth in real GDP per capita is usually associated with a decline in fertility and an increase in longevity, it is difficult to distinguish the role of demography from Wagner's law. Some see Wagner's law as driven by demography, (Cameron Shelton 2007) but demographic factors can equally be viewed as being subsumed by the overall Wagner's law hypothesis. In Australia's case, with the major exception of the post-War baby boom hump, the share of the population aged 0–16 has generally been declining since Federation, while the share of the population aged 65+ has generally been increasing. The net effect has been for the overall age dependency ratio to decline, but the baby boom hump will see the old age dependency ratio rise in future with implications for growth in the size of government already

noted. While the old age dependency ratio is positively correlated with the tax to GDP ratio, this would be true for a wide range of other indicators associated with the level of economic development. Technology can be a liberating force, but advances in technology have also facilitated the growth of government. A plausible explanation for government growth since 1900 are the improvements in communications and transport that have extended the reach of government as well as markets (Tyler Cowen 2009). It is difficult to imagine the totalitarian regimes of the twentieth century being quite so total in the absence of modern technology. However, because of the strong correlation between improvements in technology and economic development, this hypothesis is also observationally equivalent with Wagner's law, although it may also provide an explanation for why Wagner's law seems to kick in around 1900, coinciding with major technological advances. Technology may also be difficult to divorce from growth in female labour force participation and its role in easing a government's revenue constraint, since labour saving appliances in the home have been important in freeing up labor formerly tied to household production.

A related argument in relation to technical progress is 'Baumol's disease,' the idea that the relative price of government services increases over time because of lagging productivity growth in the public sector, which increases the government share of nominal GDP through changes in prices rather than quantities (William Baumol and William Bowen 1966). The ratio of the private and public consumption deflators (measures of price change for private and public consumption expenditure) can be used as a proxy for Baumol's disease. In Australia's case, Baumol's disease seems to have been prevalent from the late 1950s until the mid-1970s (around the time Baumol advanced the idea) but has shown no clear trend since, although it is notable that this ratio declines during the market reform period from the early 1980s to late 1990s (Kirchner S and Carling R, 2009). The private consumption deflator also includes a range of prices in sectors such as health and education subject to cost inflation due to inefficient government regulation, so this ratio may understate the extent of Baumol's disease.

Another deterministic hypothesis is that growth in government is either contained or promoted by globalization. Increasing globalization in the nineteenth century expanded the possibilities for jurisdictional arbitrage and international competition, helping contain government growth until this process temporarily collapsed with the two world wars and the Great Depression. This leaves unexplained the continued growth in government in the late twentieth and early twenty-first centuries, despite a recovery in globalization during this period.

Indeed, Rodrik finds that small open economies typically have bigger governments, presumably to help insulate their citizens against the adverse consequences of external economic shocks (Dana Rodrik 1998). Globalization does not have straightforward implications for government size or growth.

The 'ratchet hypothesis' seems to fit the stylized facts reviewed in the first section in maintaining that governments expand on the back of wars and crises, but fail to fully reverse this expansion in the aftermath of these events. Peacock and Wiseman advanced this hypothesis in the early 1960s with respect to the United Kingdom (Alan Peacock and Jack Wiseman 1961) and Higgs applies the same idea in his review of the growth of government in the United States (Robert Higgs 1987). The recent global financial crisis may prove to be another of these historical episodes. Yet there have been many cases where war and crises have undermined rather than expanded government.

The expansion in government in the United Kingdom and United States in response to World War II also saw the demise of totalitarian regimes in Germany and Japan. From the perspective of those who started it, World War II was a much less successful strategy for expanding the size and reach of government. Moreover, growth in the size of government has been at least, if not more, pronounced in countries that were non-combatants in World War II (Sam Peltzman, 1980). With the exception of Marx's historical materialism, the various deterministic theories of government growth are notable for generally failing to yield firm conclusions about long-run equilibrium outcomes. Demographic factors such as the female labour force participation rate and age dependency ratios are ultimately bounded, so they cannot explain growth in government without limit, just as the efficiency costs of taxation would also lead us to expect growth in government to be limited at some point.

2.6 Zeitgeist explanations

Ideas and ideology may be important in driving long-run growth in the size of government. Survey evidence and opinion polls can measure trends in attitudes to government (Herbert McClosky and John Zaller 1984). However, this only pushes the question one step back: what drives these changes in opinion and ideas? There is an obvious endogeneity problem with *zeitgeist* explanations. Do ideas drive growth in big government or do collectivist ideas emerge as a rationalisation of growth in the state? Bilateral causality is also possible. The liberalism of the nineteenth century gave way to an upsurge in socialist ideas that dominated the next century until the classical liberal revival of the late twentieth century, but it is hard to say whether these developments in ideas were causal or merely

symptomatic of other trends, including trends in the size of government. *Zeitgeist* explanations are thus to some extent also deterministic theories in the absence of some explanation of what drives the development and propagation of ideas.

Marx would argue that ideas are mere expressions of underlying economic forces. Schumpeter perhaps comes closest to fully indigenizing a model of growing intellectual hostility to capitalism, which might in turn help explain growth in government (Joseph Schumpeter, 1954). Ideology is an important factor in Higgs's crisis-driven model of government growth, but he is compelled to treat ideology as exogenously determined in the absence of a better model (Robert Higgs, 1987). Colin Clark published an article in *Economic Journal* in 1945 arguing that a tax share of national income above 25% was inflationary and therefore unsustainable. In his capacity as editor of the journal, John Maynard Keynes wrote to Clark:

> *In Great Britain after the war I should guess that your figure of 25 per cent as the maximum tolerable proportion of taxation may be exceedingly near to the truth. I should not be at all surprised if we did not find a further confirmation in our post-war experience of your empirical law* (Colin Clark 1964).

It is remarkable that during the rest of the twentieth century, governments continued to expand to shares of GDP that were inconceivable even to Keynes, the most famous exponent of government intervention among modern economists. The Clark-Keynes correspondence provides anecdotal support for the view that ideas lag rather than lead growth in government. Hayek argued that the growth of socialist ideas in the post-War period was partly attributable to a relative lack of intellectual engagement by classical liberals with the wider public that deals in ideas (Friedrich A. Hayek 2007). Hayek maintained that support for socialism was an intellectual error that could be corrected; he probably did more than any other single figure in the post-War classical liberal revival to expose this error.

Yet if socialism is no more than an intellectual error, it is still a remarkably persistent and widespread one. This sits uncomfortably with the assumptions that the classical liberals would prefer to make about individual rationality. Bryan Caplan relocates the traditional Downsian rational ignorance problem in relation to political knowledge to the realm of ideas in general to explain the prevalence of various anti-market biases (Bryan Caplan 2007). If Caplan is correct, then public attitudes sympathetic to a larger role for government may be hard to shift because people are 'rationally irrational,' although this irrationality can be

ameliorated through education, as Hayek would have also argued. *Zeitgeist* explanations provide little guidance on future trends in the growth or size of government. Prior to the global financial crisis, collectivist ideas were seen to be on the back foot. Yet the crisis has shown that many of these ideas quickly resurfaced in opportunistic critiques of capitalism and markets, while governments reverted to interventionist policy solutions such as fiscal stimulus previously shown to be failures. The move from the late nineteenth to the early twentieth century shows that a dominant climate of opinion in favour of limited government can very quickly give way to collectivist doctrines.

The growth in government in the twentieth century was paralleled by a decline in the prevalence of classical liberal ideas, yet the post-War revival of classical liberalism and its political expression in the Thatcher and Reagan governments of the 1980s has not arrested the continued growth in government, suggesting that these ideas have not been nearly as influential as might have been hoped. There are no guarantees about the outcome of the battle of ideas. It would be a mistake for classical liberals to assume that their ideas have an inexorable logic that, given enough time, will overcome competing ideologies. Hayek's stress on the need for greater engagement by classical liberals with the broader public that deals in ideas remains as relevant as ever.

2.7 Bureaucracy Theory

Goods and services provided by the government do not arise out of thin air, but rather they must be created by a government agency. The supply of government output, then, may be a function not only of citizen demand (as the previous theories suggest), but also of the demand of government bureaucrats. Niskanen's (1971) theory of bureaucracy postulates that government bureaucrats maximize the size of their agencies' budgets in accordance with their own preferences and are able to do so because of the unique monopoly position of the bureaucrat. Because the bureaucrat provides output in response to his or her own personal preferences (e.g., the desire for salary, prestige, power), it is possible that the size of the bureaucrat's budget will be greater than the budget required to meet the demands of the citizenry. An important point is that bureaucracy theory does not deny the citizen demand models of government discussed in the previous section, but rather it suggests that bureaucrats can generate budgets that are in excess of what citizen demand warrants. The ability of a bureaucrat to acquire a budget that is greater than the efficient level is dependent on several institutional assumptions (Niskanen, 1971, 2001). *First,* unlike private sector production, the public sector does not produce a specific number of units, but rather supplies a level of activity.

As a result, this creates a monitoring problem for oversight agencies: It is difficult, if not impossible, for monitors to accurately judge the efficiency of production when no tangible or countable unit of output is available. *Second,* the monopoly nature of most bureaus shields them from competitive pressures necessary for efficiency and also denies funding agencies (Congress, the executive branch) comparable information on which to judge the efficiency of the bureau. Third, only the bureau knows its true cost schedule because bureau funding is provided by agents external to the bureau. This provides an opportunity for bureaucrats to overstate their costs in order to receive a larger budget. *Finally,* the bureaucrat can make take-it-or-leave-it budget proposals to the funding agency.

Niskanen (1971) shows that the bureaucrat will maximize a budget subject to the constraint that the budget must cover the costs of producing the good or service. The implication of the model is that the bureau's budget (and output) is expanded beyond the point where the marginal public benefits of the good or service equals the bureau's marginal costs of providing the good or service (Stephen Kirchner 2010). Although the model presents clear reasoning on how a bureau can expand output and costs beyond the efficient level, in reality many bureaus cannot expand output beyond the level demanded by the citizenry. Examples of this at the local level include school districts and garbage collection: School districts cannot educate more students than those who are already attending school, and garbage collectors cannot haul more garbage than is available for disposal. Even in these cases, however, a bureau may expand its budget beyond the efficient level—not by providing output beyond the efficient amount but by providing the services at a higher cost than necessary.

There has been ample literature that has compared the costs of public and private organizations that provide similar services. The activities or firms studied include, but are not limited to, hospitals (Clarkson, 1972), refuse collection (Bennett and Johnson, 1979, and Kemper and Quigley, 1976), water utilities (Morgan, 1977) and fire protection (Ahlbrandt, 1973). Mueller (2003, Chap. 16) provides a summary of 70 studies that examined the cost of public versus private sector provision of identical services. In all but five studies cited, the cost of public provision is significantly greater than private provision, thus lending support for the bureaucracy theory of government. However, the cost difference between private and public organizations may simply be a result of a lack of competitive pressure rather than direct attempts by bureaucrats to maximize their budget. In addition, Mueller (2003) suggests that many of the assumptions necessary for the bureaucracy theory to hold may be too strong and actually weaken the ability of the bureaucrat to manipulate price and output. For example, the ability of a bureau

to present a take-it-or-leave-it budget proposal may be lessened if the funding agency or an oversight agency is aware of the advantage such a position affords the bureau. Thus, the funding agency may request that the bureau present several cost and output scenarios; if the bureau must present a cost schedule, it becomes more likely that the bureau will announce its true costs (Sam Peltzman1980). Also, several agencies exist, such as the U.S. General Accounting Office, that are set-up for the sole purpose of detecting excessive costs and inefficiencies in government bureaus. The possibility of an audit and the negative attention such an action brings creates an incentive for bureaucrats to limit their pricing power and, at least somewhat, promote an efficient organization. Although the constraints on bureaucracy seem reasonable, they are somewhat limited given the number of local, state, and federal agencies that exist relative to the number of funding and oversight agencies. However, although the literature has presented strong evidence that bureaucracy may partly explain government size, much less work has been done on explaining how bureaucracy theory may explain government growth. One explanation put forth by Mueller (2003) is that the ability of a bureau to misrepresent its cost and/or output schedule is likely to be directly correlated with the bureau's size. Thus, larger bureaus can better manipulate their budgets relative to smaller bureaus, and any manipulation of the bureau's budget will increase the size of the bureau, which in turn increases the bureau's ability to manipulate the budget. Despite the limits of bureaucracy theory, it remains a plausible explanation for the scope of government seen today. The common inefficiencies of large organizations, be they private or public, are not unknown by the general public, who often work in such organizations. In addition, it is not uncommon for the media to report waste or fraud that has occurred at large private and public organizations. The bureaucracy theory fits arguably well with the real-world experiences of many people.

2.8 Monopoly Government and Leviathan

The idea that representative governments behave as monopolists was first suggested by Breton (1974). The party in control of the legislature has an objective function that includes the probability of reelection, personal pecuniary gain, and the pursuit of personal ideals. While providing basic public goods, such as police and fire protection (in the case of a local government), the monopoly government can obtain its objectives by bundling narrowly defined issues that benefit individual members of the government along with the more popular public-good services provided. This idea stems from the neoclassical view of the monopolist, where a private monopolist can increase his profit by bundling other

products that he does not monopolize with his monopolist product. Consumers will then buy the monopolist's package as long as their consumer surplus on the bundled products exceeds the cost of the individual packages.

In the case of governments, this bundling of services results in higher levels of government output. Tullock (1959) provides a comprehensive analysis of how the bundling of goods and vote trading among legislators can increase the size of government. The example shown in (Allan Barnard, 1987) the point made by Tullock (1959): A five member legislature is considering the three projects, each of which is inefficient because the net costs outweigh the net benefits (Gary S. Becker1983). As a result, if each project was voted on separately (and each legislator voted according to the preferences of his constituency), then none of the projects would be implemented because each would lose by a 4- to-1 margin. But, bundling the three projects will garner "yes" votes from legislators representing districts A, B, and C, thus allowing the legislation to pass 3-to-2, thereby increasing the size of government expenditures. The monopolist view of government has been extended further by Brennan and Buchanan (1977, 1980). In their model of a "leviathan" government, the monopoly government's sole objective is to maximize revenue. The citizenry is assumed to have lost all control over their government, and political competition is seen as an ineffective constraint on the growth of government (Geoffrey Brennan 2002). Their leviathan view of government is opposite of the government assumed in the citizen-overstate theories—the latter being a benevolent provider of goods, a reducer of externalities, and a re-distributor of income. According to Brennan and Buchanan (1977), only constitutional constraints on the government's authority to tax and issue debt can limit a leviathan government (Franz Oppenheimer 1975).

Empirical evidence for the monopoly view of government has provided mixed results. The studies are often conducted at the local rather than national level due to data availability. Many tests for monopoly government have a similar goal as those for the bureaucracy theory, namely that the cost of public services is greater than the costs of identical services provided by the private sector. Additional research has hypothesized that a constraint on a monopoly government is competition from neighboring governments (Martin and Wagner, 1978). This research on the monopoly power of government has shown that restrictions on incorporation raise the costs of existing local governments. Tests for leviathan government begin with the premise that such a system should be less likely to occur when government is relatively smaller and there exists strong intergovernmental competition. As with the studies of monopoly, much of the literature on leviathan has focused on local governments (Oates, 1972, Nelson,

1987, and Zax, 1989). The mixed results obtained in these studies are due, at least in part, to the variety of methods authors use to proxy for government size. On the national level, Oates (1985) finds that countries having a federalist constitution (many levels of government) had a negative, but insignificant, effect on government growth. Much more empirical testing must be done before the leviathan view of government is broadly accepted as one plausible explanation for government growth.

3. Political Determinants of Government Size

The size and scope of government is a recurring theme both in public and scientific discourse. Most of these debates center around the proper division of labour between the market on one side and the state on the other. Politicians, journalists, interest group leaders and also scientists often disagree with respect to how much the state should be involved in or interfere with economic matters. One opinion states that the state should restrict itself to its classic and basic tasks of domestic and foreign security because its interference with the economy would only lead to the distortion of market forces and thus to economic inefficiencies. On the other hand, proponents of a strong state argue that such an involvement is necessary to counteract the malfunctions and externalities a completely free market would create.

No matter which position is taken, one basic, although rather implicit, assumption of both normative prescriptions is that the level of government size can be, and indeed is, to a large extent purposely changed by government. The main focus of this thesis will be to explore the validity of this assumption. Generally, left parties like social-democratic and labour parties are associated with a preference for more interventionist policies and a greater scepticism towards market-mechanisms than Christian-democratic or even conservative or liberal parties. Thus, if this assumption is correct, party ideology should be one of the major driving forces of government size. This hypothesis will be statistically tested on pooled time-series cross-section (TSCS) data for 16 industrialized democratic countries over a period of 30 years. The study is based on the existing literature that examines the relationship between partisan governments and government size, but at the same time it aims at improving on previous research on theoretical as well as methodological grounds.

Most importantly, it takes into account two factors which potentially mediate the effects of government ideology on government size. Both have their origin in structural features of the political system. The first factor are veto players whose

agreement is necessary for policy change (Tsebelis, 1995, 2002). The number of veto players is at least partly determined by the characteristics of political institutions. Depending on election system, regime type, and other institutions of the political system, the number of veto players varies across countries. This has consequences for the relationship between partisan government and government size. It is reasoned that veto players blur partisan effects on policy output since incumbent parties have to make compromises with other actors in the political system (Schmidt, 2001).

The second constraining factor are interest organizations. Depending on the structure of the interest group system and its relations to state institutions, interest associations can have substantial influence on policy outputs. How this influence is transmitted can range from simple pressure on politicians and bureaucrats to fully-fledged "policy concentration" (Lehmbruch, 1984: 62). The latter describes the cooperative formulation and implementation of policies by the state and powerful interest associations on the system-level. In such a situation, the incumbent government does not only have to engage in compromises with veto players but also with organizationally strong business confederations and trade unions. The paper argues that this is a further hindrance to government in directly realizing its preferences regarding government size.

Theoretically, the analysis takes the perspective of the leading government party, for which both veto players and corporatist interest groups are context factors. It is hypothesized that the impact of its ideological stance is most pronounced in political systems where it does not face such political constraints on its discretion. Methodologically, the relationship between party ideology and government size is seen as being conditional on the number of veto players and the degree of corporatism in the interest group system. In regression analysis, conditional effects are appropriately modelled by interaction terms. Although this seems straightforward, the exploration of these interacting effects has been largely neglected in previous research on government size.

Especially the constraining effect of political institutions has often been acknowledged, but modelled as an independent term in the analysis with a hypothesized negative effect. While this negative relationship has often found empirical support, it is mainly due to the enduring growth of government size for the time periods usually examined. As the public sector is more and more cut back in the eighties and nineties, a negative impact actually means that institutional constraints furthered this retrenchment. But counter-majoritarian institutions are supposed to hinder policy change in any direction. Thus, from a theoretical

perspective a hypothesis about an independent effect of veto players is inappropriate. Since corporatist organizations are assumed to have a similar mediating impact on the effect of government ideology, modelling these factors through interaction terms results in a closer theory-model fit.

Another methodological improvement regards the use of an ideology indicator that varies not only across countries, but also over time. Previous studies usually used simple classifications dividing parties into broad party families like left, right, and liberal parties, and weighted them by the number of cabinet or parliamentary seats held. The variation in these indicators solely results from differences in the composition of cabinet or parliament. Ideology is implicitly assumed to be constant within party families as well as over time. This is a rather unrealistic assumption which gets more implausible the longer the time period and the larger the country sample under study. Furthermore, these classifications are usually based on subjective judgements which are likely to evaluate party ideology with regard to actual policy output rather than party preferences (Budge & Bara, 2001: 12). In contrast, the ideology indicator used here is objectively derived from election programs of parties. Although this also has some shortcomings as discussed below, it is still preferable to traditional measures.

The remainder of this section is organized as to examine the concept of government size in general, clarifies what is meant by the term in the context of this study, and discusses some measurement problems. The extent of economic activity of government is the main focus of the analysis and it is argued that among widely available indicators, public consumption expenditure and public employment most closely reflect this kind of pursuit. The chapter closes with a description and illustration of the dynamics of these indicators in general and with respect to single countries. Although some general trends are visible, it becomes obvious that large parts in the dynamics of government size are dependent on country specific differences in economic and political factors.

This section reviews the literature that previously proposed such factors and tested their impact empirically. It concentrates mainly on papers that made some arguments related to the major hypotheses in this analysis. Special attention is given to studies that examined the impact of partisan politics, institutional constraints, and interest groups on government size. Theoretical and methodological issues are discussed as well as some results of the analyses. Although the literature review focuses on the political factors of main interest here, it is also used to detect other factors commonly associated with the size of government. The identification of these alternative or complementary

explanations is helpful for a correct specification of the statistical model which is developed in the latter part of the paper.

The theories to be examined in the analysis are discussed in more detail in this section. To a large extent, the section also focuses on the theories directly related to the main research question. In the first section, the "parties do matter" thesis is more closely reviewed and its shortcomings discussed. It is concluded that partisan theory (Hibbs, 1977, 1992) is most plausible in Westminster style democracies, that is where governments enjoy a very high institutional power for action and the interest group system is organizationally dispersed. The theory on veto players (Tsebelis, 1995, 2002) is endorsed as a promising approach to account for institutional constraints in a consistent way across countries. To account for the impact of interest groups, the concept of corporatism (Schmitter & Lehmbruch, 1979; Lehmbruch & Schmitter, 1982) is discussed and which of its features should result in hindrances to government discretion is made clear. At the end of the chapter, socio-demographic and economic theories recognized as influential on government size in previous research are briefly described.

3.1 Measuring Government Size

The most commonly used indicators of government size are expenditure measures derived from national accounts. Several components of total government expenditure do not directly reflect economic activity by the state or do not relate to the theoretical argument made in this paper. Thus, the choice of the financial indicator was governed by a trade-off between most closely reflecting the definition of government size as given in the last section and the association to the theoretical argument about partisan politics.

The major parts of overall government spending can be classified into capital formation, subsidies, social transfers, military expenditure, interest payments, and civilian consumption expenditure (Cusack & Fuchs, 2002: 11). On the whole, it seemed that a focus on civilian consumption expenditure is most appropriate. Social transfers and interest payments do not claim any economic resources; they are just redistributions (Gemmel, 1993: 2). This is also true for subsidies, but they can be seen as a device of governments to influence economic activity indirectly. Nevertheless, like in the case of capital expenditure, it is not clear how governments with different ideological positions relate to this component. Anyway, the underestimation of economic activity due to the neglect of capital spending and subsidies is small, since these components constitute only minor parts of overall outlays (see Cusack & Fuchs, 2002: 11-14). Military spending is also excluded on theoretical grounds, since it has been argued that the

international security environment rather than ideological factors is its main driving force (Blais et. al., 1996).

Overall, ideology is most likely to show its effect on civilian consumption expenditure, which measures the direct economic involvement of government as a producer and purchaser of non-military goods and services. Besides traditional state functions like public safety and administration, it mainly includes spending on education, health care, child care, and other welfare provisions by the state, which is seen as a major domain of left parties. Thus, using civilian consumption expenditure in the analysis allows for a more powerful test of the partisan hypothesis. Furthermore, it avoids a problem associated with total government expenditure in percent of gross domestic product (GDP) as a measure of government size, which is not a "real" ratio measure and overstates the size of the public sector (Warlitzer, 1999: 5). Only government consumption expenditure is included in the calculation of society's total economic output.

A further advantage of using consumption expenditure is that it is most directly comparable to a non-monetary indicator of government size, namely government employment. A major part of consumption expenditure consists of wages and salaries to public employees and public employment is another measure of the direct economic involvement of government. The use of two indicators for public sector size in the analysis and the comparison of the results allows for judging the certainty for which the findings can be prescribed to the underlying concept.

Both measures are originally drawn from National Accounts as published by the Organization for Economic Development and Cooperation (OECD), which are often referred to as the most comprehensive and internationally comparable source on government and economic statistics (e.g. Saunders, 1988: 272). Nevertheless, there are some classification and measurement problems that have to be addressed. Both indicators under-represent the actual involvement of government in economic matters. Although the definition of "general government" in national accounts, on which both measures are based, encompasses central, state, as well as local governments, it disregards all activities of public enterprises. Even if an enterprise is completely owned by the state, its activities will not be reflected in general government accounts if it engages in market-oriented activities (Cusack, 1991: 4). Furthermore, any qualitative devices of government to intervene in the economy, as described in the last section, are not or only to a little extent mirrored in these indicators. Since regulation is a major instrument of economic government policies, this is another deficiency of the indicators with regard to the definition of government size.

3.2 The Dynamics of Government Size

This section gives a brief survey of the developments in government consumption expenditure and employment for the period and countries under investigation. It is setting the stage for the discussion of proposed explanations for these dynamics in the literature review of the next chapter. During the eighties, the growth of both indicators slowed down considerably. After some increase in the early years of the decade, average consumption expenditure even returned to about its 1980 level at the end of the eighties, but only to increase again sharply in the first few years of the nineties. Whether the renewed decrease of government consumption at the very end of the period is just a short term fluctuation or signifying a consolidation cannot be inferred from the data [See Barro (1989), Barth and Bradley (1987), Grier and Tullock (1987),Grossman (1988), Kormendi and Meguire (1985), Landau (1983, 1986), Peden (1991), Peden and Bradley (1989), and Scully (1992, 1994)]. Government employment did not show such a dynamic behaviour during this decade. Although its growth lost some pace during the eighties, signs of a potential reversal of the upward trend are only visible in the early nineties. Generally, its growth shows a steadier picture as compared to government consumption. The latter might be more susceptible to economic cycles. It looks like economic downturns were accompanied by strong increases in consumption expenditure. After the first oil-price shock in 1973, at the end of the seventies, and towards the end of the eighties, government consumption grew more rapidly and all these periods were marked by recessions. Thus it seems that public employment is far less influenced by short and medium term economic fluctuations than government consumption expenditure. Partly, this might simply have a technical reason. The denominator of public consumption is GDP, which automatically increases the overall measure when economic output decreases during times of recession. On the other hand, especially during the seventies, countercyclical policies of governments were not uncommon. Governments might have tried to boost the economy by stepping up state contracts.

Overall, it confirms the story about a retrenchment of the state during the eighties and nineties. Increased unemployment, high public debt, and growing globalization of markets, among other factors, indeed seem to have led to a slowdown of the growth of the public sector, both as measured in expenditure and employment data. Despite its short but strong increase in the early nineties, consumption expenditure grew on average only by about six and a half percent from 1980 to 1994. In absolute terms this is roughly a percentage point increase from 16 to 17 % of GDP. Similarly, government employment increased on

average only by 6 % since 1980 from 11.68 % to 12.34 % of working age population at the end of the period.

To sum up, government consumption expenditure and employment increased enormously during the 30 years under study, the former by on average 58 % and the latter by 75 %, whereby the bulk of this growth took place during the sixties and seventies. In 1994, on average 12.34 % of the population between 14 and 65 was employed by the government and 16.96 % of the total economic output of a state is directly produced or ordered by it. This section explores what factors favoured and hindered such a dramatic growth of public economic activity. A main argument is that cross-national differences in political and economic conditions led to very different outcomes. Looking at the average growth of government has the advantage of showing some general developments over time, but more interesting in this context is how different countries faired with respect to public sector size.

3.3 Political Institutions

Whereas constraining effects of political institutions and veto players are increasingly recognized as influencing factors in studies on related topics like welfare state expansion, budget deficits, economic growth, inflation, and taxation, the empirical evidence in the study of government size is rather scarce. The role of profit and loss is central to this process. In the market sector, profit provides decision-makers with a strong incentive to keep cost low, discover better ways of doing things, and adopt improved technologies quickly. On the other hand, losses impose a penalty on those that have high cost or use resources unproductively. Thus, the dynamics are constantly channeling resources toward uses that are more highly valued. There is no similar mechanism that performs this function effectively in the public sector. Compared to the market sector, productive activities are acted upon less rapidly and counterproductive activities are eliminated more slowly in the government sector. As a result, the dynamic growth process is slower in the latter.

Roubini and Sachs (1989), Blais et. al. (1993, 1996), and de Haan and Sturm (1994, 1997) accounted for the constraints faced by parties in coalition and minority governments. Roubini and Sachs (1989) argued that the power dispersion in coalition and minority governments leads to increased logrolling among parties which would eventually result in a higher share of public spending in overall economic activity. Whereas they also found empirical evidence for this hypothesis in their analysis, De Haan and Sturm (1994, 1997) could not confirm such an effect on government spending. Both studies used the measure of political

cohesion developed by Roubini and Sachs (1989) which takes account of different types of governments, ranging from minority governments to oversized coalitions.

Blais et. al. (1993) examined a more refined argument, arguing that minority governments should generally lead to higher government spending for the reasons outlaid above, but that this should also lead to partisan effects being less pronounced. They assessed these hypotheses empirically by including a dummy for minority governments not only as an independent variable, but also in interaction with their government ideology indicator. Whereas they found both hypotheses confirmed in their first study (Blais et. al., 1993), the effects vanished in a following re-analysis using different data and a different model specification (Blais et. al., 1996). Although an interesting methodological approach, the focus solely on minority governments is insufficient, since minority governments are only one possible source of government hindrances. A measure reflecting the degree of political cohesion like Roubini and Sachs' (1989) is clearly preferable to a simple dummy, but their measurement scale is still contestable and omits other constraining factors outside the lower house.

The studies of Huber and her colleagues (Huber et. al., 1993; Huber & Stephens, 2000) and Schmidt (1996, 2002) stressed the importance of the general configuration of political institutions. Their basic argument is that different institutional settings allow for a different number of veto points (Immergut, 1992) accessible for political actors in opposition to the policy proposed by the incumbent party. All studies employed an additive index incremented for bicameralism, the possibility of referenda and federalism. In addition, Huber's index took account of the regime type (incremented for presidentialism) and the election system (incremented for majoritarian, (See Barro, 1990). Schmidt (1996, 2002) identified European Union-membership, an autonomous central bank and a high difficulty of amending the constitution as factors of further constraints.

A problem of these measures is that they presume determinism between institutions and their alleged outcome which is not accurate in many instances. Obvious examples are majoritarian election systems. The simplified hypothesis is that they produce single party majority governments, in contrast to proportional representational election systems, which are supposed to produce minority or coalition governments. This might often be the case, but there is no causal necessity. In addition, it is doubtful whether the different institutions are conceptually equivalent to allow for a combination into one additive index. The proposed causal chains are based on different and partly contradictory

assumptions and their relative importance cannot be distinguished (Ganghof, 2002: 8).

Another criticism concerns the expected relationship between institutional constraints and government size. All authors expected, and indeed found, a negative impact on public sector size. In instances where government size decreased, a negative effect of institutional hindrances means that the decrease is stronger the larger the number of veto points. But in close accordance with theory, institutional constraints should make changes proposed by governments more difficult in either direction. Such "no-change" expectations can be more appropriately modelled by interaction terms between ideology variables and institutional constraints.

Overall, the previous literature dealt with political institutions and veto players in two ways. The political cohesion literature accounted for actual veto players in the lower house, disregarding other institutional features with a potential for vetoes. The institutionalist literature controlled for all institutional settings with a potential for producing veto players without regard to whether this was actually the case. An exception is the study by Cusack and Fuchs (2002), which considered party ideology in all relevant legislative chambers when examining the constraining effects on government. But their analysis was based on the rather questionable assumption that the "willingness to join a coalition means the acceptance of the dominant ideology among the parties member to the coalition" (Cusack & Fuchs, 2002: 21). In short, they treated coalition governments as single actors.

The veto players theory proposed by Tsebelis (1995, 2002) is an attempt to a unifying approach. It offers a consistent theoretical account of what constitutes veto players in different institutional settings and deduces counting rules for their operationalization in empirical analyses. In short, veto players must not only have the power to veto, but also the incentives to do so. Veto players theory is not confined to different types of government like the political cohesion approach or to a certain veto point (like bicameralism in the study of Cusack and Fuchs, 2002), but principally applicable to all possible institutional sources of veto power. On the other hand, these institutional sources for veto power constitute only veto players when the corresponding actors differ in their preferences to those held by the leading government party. Hence, instead of counting all institutional settings as veto points like the institutionalist studies, only the actual veto players constituted by these institutional settings are taken into account.

3.4 Interest Group Systems

Although veto players theory is an improvement with regard to the treatment of political institutions, there is still a blind spot in an institutionalist concept of the political process. Potentially influential actors outside formal political institutions are completely neglected. Particularly, interest associations might be of relevance here. Usually, their influence is seen as related to the degree of corporatism present in a country. Corporatism is a widely used concept and as broad are the meanings ascribed to it. Centralized or coordinated wage bargaining, interest group participation in public policy making, political-economic consensus ("social partnership"), and centralized and concentrated interest groups are just some key terms often equated, alone or in conjunction, with corporatism (Kenworthy, 2000). Before clarifying what is meant by corporatism in the context of this paper, the treatment of the concept in previous quantitative research on government size is first discussed. The literature on the impact of corporatism on macro-economic outcomes is vast, thus it is noteworthy that only few studies examined the more direct influence of corporatist arrangements on government size, the more so since the latter relationship is often assumed to be part of the causal chain linking corporatism to macro-economic outcomes.

Cusack et. al. (1989) and Iversen and Cusack (2000) include a measure of union strength in their models of government size. The latter use this indicator simply as a control variable, without further elaboration of the causal path linking the organizational strength of unions to government expenditure. Cusack et. al. (1989: 483) introduces the variable to "capture the strategic importance of one of the potentially central actors in political-economic decision making within modern industrial societies." In their view, organizational strength is a crucial factor for achieving successful outcomes for the represented group in redistributive struggles often carried out with regard to government policies. Both studies expect a positive effect of union strength on government size, and their analyses confirm this expectation.

Cusack et. al.'s (1989) measure of union strength is simply the share of union members in total employees. Whether this is a valid indicator for organizational strength is doubtful. It has been argued that it is the concentration among and the centralization within interest organizations as well as their institutional standing granted by government within the political-economic system, that defines power of interest groups in the first place. As Schmitter (1981: 312) concluded from his analysis: "What seems to count is not whether *everyone* is getting organized for the pursuit of specialized class and sectoral self-interest but *how* they are doing so" (italics in original). The measure used by Iversen and Cusack (2000) is

somewhat refined in this respect, weighting union density with the degree of union centralization.

Garrett and Lange (1991) and Garrett (1995, 1998) also argue that the organizational strength of unions is a crucial factor in explaining government size. But whereas the studies reviewed in the last paragraph expected an independent effect of union strength, Garrett and Lange (1991) reason that it is the combination of left governments and strong unions that yields the necessary power resources to pursue leftist policies effectively. Thus government size should increase in situations where a government is dominated by social-democratic or labor parties and supported by monopolistic and centralized trade unions.

A methodological shortcoming in these studies is that it is simply assumed that left governments and strong unions have a combined effect on government size over and above their individual effects. Instead of entering the partisan government indicator and the union strength variable separately into the regressions and using an interaction term to test for this conditional relationship, several indicators for both party ideology and union strength are combined into an additive index of "left-labor power" (Garrett, 1995: 637, 1998: 67). Garrett and Lange (1991) report a positive impact of the combined index of left government and union strength on government expenditure as well as on public employment. In contrast, Garrett (1995, 1998) finds only statistically significant positive effects of left-labor power in cases characterized by high financial and economic international integration. Whether the combination of left governments and strong unions or one of these factors alone drives the effects observed cannot be ascertained by the use of such a combined index.

Both approaches described in the previous paragraphs focus on properties of one particular type of interest group organization that is trade unions. Trade unions are usually identified with preferences for more state intervention in the economy, thus expecting a positive effect of organizationally strong unions on government size is reasonable. However, powerful unions are in most countries accompanied by similarly strong employer and business associations with often opposite interests as regards government activity. If corporatism is not equated with strong trade unions, but regarded as a certain type of interest group system, its impact on government size is not so clear cut. Conflicting powerful organized interests could, as with veto players, restrict change in government policies regardless to which end.

3.5 Partisan Politics and Political Constraints

Numerous theories have been proposed to explain the growth and the size of the public sector, and any attempt to give a complete discussion is bound to fail. Hence this chapter focuses on the theories that are the main focus of this paper and the following empirical analysis. It discusses in some detail how political parties are supposed to leave their marks on public sector size and how their ability to do so is limited by political actors endowed with veto power and corporatist interest groups.

3.5.1 Partisan Theory

The "parties do matter"-hypothesis states that the party composition of government is "a major determinant of variation in policy choices and policy outputs" (Schmidt, 1996: 155). It was developed by Hibbs (1977) to explain variation in macroeconomic outcomes. The basic idea is that parties are trying to get (re-)elected in order to implement policies which favor their core clientele (Hibbs, 1992). According to Hibbs (1977), lower social classes are the electorate of left parties. They often hold only human capital and occupy lower status jobs which are most affected by unemployment. The clientele of right parties, on the other hand, are upper income and occupational status groups which hold most of the financial capital. They are more concerned about inflation than unemployment.

Hence, under the proposition that there is a general trade-off between unemployment and inflation, left governments are associated with more expansionary policies resulting in low unemployment but higher inflation, whereas right governments are assumed to endorse policies to keep inflation low, even if the result is a higher unemployment rate. In short, parties act to a substantial degree "ideologically" by promoting policies that respond to the "objective interests and revealed preferences of their core constituencies" (Hibbs, 1992: 363).

Partisan theory not only applies to macroeconomic policy and outcomes. Following Hibbs' (1977) seminal article, his theory was applied to a wide variety of policy domains over the last 25 years. In its general form it holds that, ceteris paribus, changes in the left-right party composition of government are related to changes in public policy (Imbeau et. al., 2001: 2). With regard to government size, left parties are associated with more expansionary fiscal policies, larger welfare effort, and with an overall larger public sector than right parties (Schmidt,

1996).Whereas left parties are seen to resort to government intervention, parties on the right are assumed to rely more on market mechanisms.

Ideology can be defined as “a set of ideas which provides a guideline for political action” (Pennings, 2002: 111). In comparative politics, the term ideology usually refers to the classic left-right dimension and this paper follows the convention. The role of government versus that of the market is the basic criterion distinguishing the left from the right (Blais et. al., 1993: 43; Pennings, 2002: 111). If it is correct that governments can change existing policies generally only at the margin and, hence, any partisan effect is small compared to the influence of non-political factors, such an effect should still be most visible with regard to public sector size.

Partisan theory is based on several propositions (see Schmidt, 2002: 168). Firstly, it assumes that distinct social groups with specific interests and preferences are forming the electorate. Although one might doubt the existence of strong class cleavages in today’s affluent democracies, it is nevertheless obvious that the gains of many government policies are distributed unequally among occupational groups. If one agrees that groups are broadly aware of these differential effects, it is reasonable to assume that lower social strata prefer more government activity than higher income groups since the former often profit at the expense of the latter from such intervention. For example, government spending in welfare related areas involves a direct or indirect redistribution of real income from the “rich” to the “poor”, and the same is true for the macroeconomic fiscal policies as outlaid in the first paragraph.

The second proposition is that these preferences of social groups are successfully fed into the political process. If one is content with the assumption that such distinct groups exist, such a link is straightforward in representational democracies. In order to win elections or at least a substantial share of seats in the legislation, parties need at least the support of their core constituency. Of course, the preferences of social groups are not directly translated into preferences of the corresponding party and in many instances the policy supported by a party will not match the policy favored by its electorate. But on average over a large number of issues, such an assumption is plausible. Parties are “multi-goal organizations” (Schmidt, 2002: 168) with policy-pursuit but also office-seeking ambitions. It is in the party’s own interest to advocate policies which are desired by its clientele if it wants to reach or stay in office.

In any case, the analysis does not crucially depend on the validity of these two assumptions. Government ideology is measured directly, and the precise

mechanism why parties differ in their ideological positions is of second order to the hypotheses to be tested. More controversial are the two assumptions concerning the questions whether parties in government can actually realize their preferred policies and whether these policies result in the outcomes favored.

Hibbs (1977) advanced partisan theory with the explicit goal of explaining macroeconomic outcomes like the rates of inflation and unemployment. But as Schmidt (2001: 22) points out, results of economic processes cannot be determined by government. Macroeconomic outcomes are not amenable to hierarchical steering. Although government surely has some impact on economic developments through its involvement and intervention in the economy, the effect is usually rather remote, hard to detect and hard to disentangle from other influencing factors. Direct impacts of government activity on economic results are an exception rather than the rule. One such example might be the conscious expansion of public employment by government to counteract unemployment. But even in this case, unintended consequences can reverse the result. Algan et. al. (2002) argued that public employment is "crowding out" private employment, leading to higher unemployment rates at least in the long run.

Whether government ideology directly influences macro-economic outcomes is questionable and possible effects are empirically difficult to identify. These problems are omitted in this paper by the focus on the intermediate link between government ideology and public policy, that is on the assumption that partisan governments can realize their preferred policies. Policies are more immediately and comprehensively controlled by governments than macro-economic outcomes, thereby keeping the causal chain to be investigated shorter.

But even policies are not under full control of the incumbent government. New governments in office do not start from scratch; they are confronted with elaborate policy legacies, resulting from decisions taken by numerous predecessors. Often highly institutionalized and intertwined, existing policies cannot be completely overthrown over night. The economic environment also plays a major role in the capability of governments to pursue their favorite policies. For example, low economic growth and high international economic vulnerability can be expected to decrease the scope for partisan policies (Schmidt, 2001: 26). Furthermore, whether a government party can accomplish its preferred policy depends on political factors. In coalition governments, policy proposals are the result of compromises among incumbent parties and whether a policy is enacted depends on constitutional veto possibilities for actors opposing it. Moreover, the formulation and implementation of policies might be enhanced or obstructed by powerful societal interest organizations.

Given the many restrictions on government discretion, the impact of party ideology on aggregate government size is likely to be modest. The more interesting is the identification of political-structural constellations that enhance or decrease government's capacity to implement partisan policies. The next sections explore how veto players and corporatist interest groups are supposed to mediate this relationship between government ideology and public sector size.

3.5.2 Veto Players Theory

Partisan theory was originally developed in the context of a majoritarian democracy with a two-party system (Schmidt, 2001: 27). The underlying picture was a single-party government with a powerless opposition and no constitutional veto players. In such a situation partisan influences should become apparent. In the case of non-majoritarian democracies, the causal chain between the ideological orientation of government and policy outputs might be less obvious (Schmidt, 2001). For example, in the case of coalition governments the leading government party has a lower potential for policy change in line with its partisan preferences because it has to engage in bargaining and to strike compromises with the other parties in the coalition (Blais et. al., 1993). In systems with two legislative chambers the same holds if the Upper House is controlled by the opposition (Tsebelis, 1999). In this case bargaining might not be the dominant interaction modus but the government will anticipate the position of the opposition and formulate its policy proposal accordingly in order to reach the approval of the second chamber.

Hence, policy outputs are often compromises between coalition partners or between the government and its "co-governing" opposition (Schmidt, 2001). In these situations, the effect of partisan ideology on public policy will be less visible. Without taking institutional structures and veto players into account, the smaller differences in policies are credited solely to apparently smaller ideological differences of governing parties (Schmidt, 2001). Political institutions and veto players are an important variable potentially conditioning the effect of partisan governments on policies.

In general, different institutional configurations yield a varying number of veto points which provide opportunities "for blocking or challenging government policy decisions" (Immergut, 1992: 32). Formal institutions like constitutions and laws ascribe roles and rights to political actors and, especially of interest for this study, they inhibit some actors with the power to veto policy proposals of the government. In some cases veto power is a direct cause of formal norms like in

the case of bicameralist systems, in other cases it is rather a remote and not deterministic consequence of institutional settings, e.g. majoritarian election systems often lead to single-party governments and election systems with proportional representation often result in coalition governments. In both situations it is more precise to regard the actual veto players than the institutional settings to describe the constraints imposed on partisan governments. Bicameralism is only a hindrance for partisan policy if the Upper House is controlled by the opposition and the election system tends to, but does not necessarily have to, lead to different government types.

Tsebelis (1995, 2002) offers a consistent theoretical framework for such an analysis through his veto players theory. He defines a veto player as "an individual or collective actor whose agreement … is required for a change in policy" (Tsebelis, 1995: 301). This leads to the question of how to identify these veto players in a certain political system. Tsebelis (2002: 79) distinguishes between two types of veto players, institutional and partisan veto players. The former are specified by the constitution of a state by demanding that certain individual or collective actors have to approve a change in policy. Besides parliament, this could for example be the president or a strong upper chamber, depending on the structure of the political system.

Partisan veto players are generated by the political game within certain institutional veto players. Some institutional veto players, such as parliament, consist of several individual or collective actors themselves. If differing majorities within the legislature are possible, this institutional veto player cannot be reduced further. But if parliament is controlled by one or a coalition of cohesive parties, the institutional veto player can be disaggregated into these partisan veto players.

Finally, the "absorption rule" (Tsebelis, 2002: 28) is applied. Any actor with veto power whose preference is the same as the preference of another veto player or whose preference lies between the preferences of other veto players is discarded, since he sets no further constraints on policy change. In graphical terms, and more precisely, his indifference curve is completely absorbed by the indifference curve of at least one other veto player.

The focus on actual veto players, which are identified by taking their preferences into account, allows for the identification of political institutions and their consequences on political decision making in a consistent way across countries (see Tsebelis, 2002: 1-6). The neat and meaningful distinction of political systems according to traditional classifications, like presidentialism vs. parliamentarism, uni- vs. bicameralism, or two- vs. multiparty systems, is lost when two or more of

these categories are considered simultaneously. Moreover, expectations about the interacting effects of combinations of different regimes, legislative institutions, and party systems on policies are hard to establish.

The steps in the identification of veto players suggested part of the theoretical argument already. In short, the propensity for significant policy change is seen as a function of the number of veto players, their cohesiveness, and preferences. The predictions are that, ceteris paribus, the larger the number of veto players, their internal cohesiveness, and the distance on policy positions between them, the more stable policy will be (Tsebelis, 2002: 2). Whereas these propositions are derived independent of the position of the status quo (Tsebelis, 2002: 23), the location of the status quo is itself another crucial factor in determining policy stability. The status quo can be conceived of as the cumulated result of policy decisions taken in the past. The closer the status quo is located to the constellation of veto players, the more stable policies will be (Tsebelis, 2002: 22-23). Indeed, if veto players' preferred policy positions are located around the status quo, change will be impossible, since any change would result in a less preferred policy for at least one of them.

Only the proposition about the number of veto players will be tested in this analysis. The status quo in a certain policy area is hard to identify empirically (see Tsebelis, 2002: 23). The same argument applies to the degree of cohesiveness of collective actors and multidimensional preference. Entering this terrain is beyond the scope of this paper. In cases where preferences are supposed to be uni-dimensional, using the range of ideology between the most extreme veto players would be theoretically more appropriate than using the number of veto player. But since public sector size is likely to be a multidimensional phenomenon, the number of veto players is a better approximation for constraints than their distance among a single dimension like the left-right scale.

Although ideology is likely and actually hypothesized to be a major determinant of public sector size, it is surely not the only policy dimension that is influential. Furthermore, a larger number of veto players is likely to increase transaction costs in reaching an agreement, also increasing the difficulties for policy change (Tsebelis, 2002: 29). Finally, as Ganghof (2002) points out, the proposition of veto players as pure policy seekers might be too simplifying. Vote- and office-seeking ambitions of parties can be further hindrances for reaching an agreement. These sources of constraints are reflected by the number of veto players but not by their ideological distance.

Some aspects of Tsebelis' approach to identify the number of veto players can be criticized. In parliamentary systems, he counts all parties forming the government as veto players. In cases of single-party-majority or minimum-winning-coalition governments, this seems straightforward. A single party government, holding a majority in parliament, does not face any resistance in putting through its policies. In minimum-winning-coalitions, all parties of the coalition have to agree to pass legislation in parliament. Not so clear is the case for minority governments or oversized coalitions. Minority governments simply do not have a majority in parliament, and in oversized coalitions not all parties of the coalition are needed to agree on policy since respective legislation can principally be passed in parliament with a subset of the coalition's vote.

Tsebelis (2002: 93) general argument is that "every government *as long as it is in power* is able to impose its will on parliament" (italics in original), because it can combine a vote on a bill with the question of confidence. With regard to oversized coalitions, an additional reasoning is that a government party consistently bypassed by its coalition partners will depart from government (Tsebelis, 2002: 95). Concerning minority governments, he argues that the parties forming the minority government are usually centrally located in the policy space and can, through their agenda setting power, choose among differing majorities in parliament to have their bills approved (Tsebelis, 2002: 97).

Although plausible, some of these arguments are open to discussion. Tsebelis' treatment of minority governments is simply not consistent with his basic theoretical counting rules. The parties in minority governments do not have a stable majority at their proposal, which is used as a criterion to identify partisan veto players within constitutional veto players. The same problem regards oversized governments. Since not all government parties' approval is needed to pass legislation in parliament, not all of those parties are necessary for a stable majority. In addition, whether parties repeatedly passed over in oversized coalitions really leave government and whether minority governments are really located in the center of the policy space remains an empirical question.

Despite these possible shortcomings, the advantages of veto players theory as outlined earlier warrant an empirical examination. As Tsebelis (2002: 32) notes, his theory states just necessary but not sufficient conditions for a significant change in policy. Situations with a small number of veto players do not imply that large changes in policy actually take place, they just allow for their possibility. In order to be able to investigate what substantive differences veto players make with regard to policy output, the number of veto players must be combined with some

indicator for the willingness of actors to change policy. Ideology of the leading government party serves as such a measure in this analysis. In accordance with veto players theory, the effect of ideology on public sector size should be smaller the larger the number of veto players.

3.6 Corporatism

The growing concern for institutional features of political systems in quantitative comparative studies results in a closer approximation of the political process. But such studies are still based on an ideal-typical view of democratic politics in which policies are formulated, decided and enacted solely in ways prescribed by the constitution and through actors who are constitutionally legitimated for that purpose. This stands in marked contrast to many empirical case studies which found substantial influence of interest organizations in the policy process (e.g. Schneider, 1986; Lauman & Knoke, 1989; Pappi, 1990). According to this view, policy outputs cannot be explained by a narrow focus on political actors and formal political institutions only. The analytic frame must be widened to encompass societal organizations as well, which often play a major role in the design and implementation of policies.

The extent to which such special interests influence policy formation varies and cannot be determined by a priori. Schmitter (1979a) argues that the degree of influence of interest groups varies with structural features of the interest group system. He differentiates between two ideal-typical "modes of interest intermediation" (Schmitter, 1979b: 64): the corporatist on the one side and the pluralist on the other (Schmitter, 1979a:13-16). Pluralist systems are composed of an unspecified number of multiple, overlapping, non-hierarchically ordered interest organizations with voluntary membership, who compete for influence in policy formation. Schmitter (1979a: 13) contrasts the pluralist conception with his view of corporatist systems, which consist of a limited number of monopolistic, hierarchically ordered interest organizations with compulsory membership and functionally differentiated interest categories. Additionally, these organizations are defined as recognized by the state and granted a representational monopoly in exchange for certain controls on leadership selection or interest articulation. Whereas the last point refers to the relations between the state and interest associations, it is clear that Schmitter's (1979a) definitions focus heavily on the structural characteristics of the interest group system and of the organizations therein.

Lehmbruch (1979), on the other hand, stresses the relations between interest group organizations and the state in his definition of corporatism. For him

(Lehmbruch, 1979: 150) corporatism is a "… pattern of policy formation in which large interest organizations cooperate with each other and with public authorities not only in the articulation (or even 'interest intermediation') of interests, but … in the 'authoritative allocation of values' and in the implementation of such policies" (brackets and quotation marks in original). It is not simply a mode of interest intermediation but a mode of policy formation (Lehmbruch, 1984). Interest associations in corporatist systems do not just pressure state institutions for the consideration of their interests, but participate actively in the formulation and share responsibility for the implementation of policies. In its strongest form this eventually results in policy concertation on the system-level.

To sum up, the concept of corporatism consists of two main dimensions (Schmitter, 1982; Lijpart & Crepaz, 1991; Lijpart, 1999): A vertical dimension describing organizational features of the interest group system and a horizontal dimension reflecting relations between the state and interest associations. It is apparent what dimension of corporatism is most relevant for the research question. Policy concertation involves bargaining between the government and societal actors, and the resulting policies are compromises between different interests.

However, empirically the two dimensions of corporatism can hardly be distinguished. According to Lijphart (Lijpart & Crepaz, 1991: 236; Lijpart, 1999: 171), they can even be regarded as a single phenomenon. Schmitter (1981: 296) speaks of "a strong element of historical causality, between the corporatization of interest intermediation and the emergence of "concerted" forms of policymaking" (quotation marks in original). Corporatist policy making on the macro-level usually involves peak employer associations, trade union confederations, and government. The interaction between these actors can be described as a form of "generalized political exchange" across policy sectors (Lehmbruch, 1984: 67). Unions and business associations get a say in general socio-economic policy making by the state in exchange for cooperation and support in areas over which the government has no or only little direct control, the classic example being wage setting. Only unified and centralized interest associations with considerable organizational resources and control over their membership can offer such assets. Without this ability of interest organizations, government has no incentives to share its policy making authority. Thus, centralized and concentrated interest associations seem to be a necessary condition at least for an enduring policy concertation, and might even be sufficient to assure a certain minimum degree of participation in government policy decisions.

What effect do these structural settings have on government size? Often it is argued that corporatist arrangements allow for a more coordinated and encompassing economic policy. Bernauer and Achini (2000: 246) point out that this enhanced steering capability of the economy does logically lead to neither a decrease nor an increase of government size. The hypothesis examined here is that corporatist interest groups have a similar effect in the policy making process as veto players. They should make changes in policies more difficult regardless in which direction.

Corporatist relations are likely to "result in much inflexibility and immobilism" due to higher transaction costs in terms of time and organization (Lehner, 1987: 65). Looking at properties of the major actors involved, further hindrances to policy change besides transaction costs can be identified. Regarding policy preferences of actors, unions usually favor more government intervention in the economy whereas business associations are in support of a free play for the market. Traxler et. al. (2001: 40) report that domain definitions of peak unions most often refer to socialist or social-democratic ideals.

Although open political or ideological allegiances are rare in domain specifications among business and employer organizations (Traxler et. al., 2001: 50), it would be surprising if they favored leftist policies restricting the discretion of their membership.

The policy stance of the government is assumed to be somewhere between these poles, since it has to appeal to a larger share of the population for re-election, while interest organizations represent specific groups with more narrowly defined interests. This does not mean that government cannot be closer in its ideological position to one or the other group. But regardless of the ideological orientation of government, the results of corporatist bargaining are compromises between all three actors. For example, even if a left government is supported by a trade union with similar policy preferences, the necessary agreement of the business association will inhibit large changes towards more leftist policies.

A crucial assumption in this line of reasoning is that both types of interest organizations have a similar position in corporatist settings. That is, neither of them can be sidestepped by government or only at considerable costs. The theory of social-democratic corporatism makes a different point. According to this approach, it is the cooperation or "quiescence" (Cameron, 1984) of organized labor which is crucial in reaching favorable macro-economic outcomes. Union support is more likely to be granted to left governments, since they are supposed to act as guarantors for the translation of labor self-regulation into economic gains

for workers in the medium term (Garrett & Lange, 1991: 798). In turn, these economic gains for workers are mainly realized by social-democratic governments through more state involvement in the economy. For example, Garrett (1998) argues that left governments counteract dislocations brought about by globalization with a larger public sector, when their backing by organizationally strong unions allows for the effectiveness of leftist policies.

Since indicators of union strength and tripartite corporatism do hardly distinguish both concepts empirically (Cameron, 1984: 168), social-democratic corporatism poses a strong alternative hypothesis regarding the interacting effect of corporatism and government ideology on government size. Tripartite corporatism can be reasonably hypothesized to decrease the impact of government ideology on government size, the opposing interests of organized labor and business making large deviations from the status quo very difficult regardless of the policy preferred by government. According to social-democratic corporatism theory, trade unions occupy a privileged position in the interest group system and are most likely to cooperate with governments of a similar ideological stance. From this perspective, corporatist settings should increase the impact of ideology on government size, mainly by allowing left governments to pursue their favored policies.

3.7 Economic and Socio-Demographic Theories

The size of government is a truly interdisciplinary research field. Political and administrative scientists, economists, and sociologists working in diverse research areas as international relations, comparative political economy, fiscal policy and welfare state research, to name but a few, contribute to the literature on the topic. A wide variety of theories followed from this activity. The sheer number of hypotheses proposed makes the consideration of all of them in a statistical analysis impractical, even where this is technically possible through a large number of observations. Thus, besides the major theories of concern described in the last section, only those theories which proved to be powerful predictors of government size in previous empirical research are taken into account. As identified in earlier section, these factors include international economic and financial integration of markets, unbalanced productivity growth between public and private sectors, economic development, old age population, and unemployment.

During the last decade, a major debate has evolved around the impact of globalization on government size. The discussion centers around two competing hypotheses, the efficiency hypothesis and the compensation hypothesis (see

Garrett & Mitchell, 2001: 149-153). The efficiency hypothesis states that government involvement and intervention in the economy is disadvantageous for the competition of national economies in international markets. According to this view, governments in an ever more integrated and competitive international economy "… have no choice but to bow to the demands of the market …" (Garrett & Mitchell, 2001: 151), regardless of their ideological stance. The supposed result is a decrease in public sector size. The compensation hypothesis argues that the incentives or government economic activity are rather increasing due to public pressures to counteract the economic insecurities brought about by globalization. Government compensation of market-generated inequality and insecurity should lead to an increase in government size. Both hypotheses are theoretically plausible and different studies found empirical support for one or the other. To solve this puzzle is not the aim of the paper. Since the common denominator of these studies is that globalization has an impact on government size, variables controlling for such an effect will be included in the analysis.

According to Baumol (1967), the unbalanced productivity growth between the private and public sector explains the growth of the latter. The "technological structure" (Baumol, 1967: 415) of activities in the public sector entails forces which lead almost unavoidably to increases in the real costs of supplying them. Productivity rises are likely to be small in the labor intensive public sector compared to progressive private manufacturing sectors (Holsey & Borcherding, 1997). But wages inhibit the tendency to converge across sectors, leading to an increase of the relative costs of production in the public sector. Since public services are hardly cut down more resources have to be invested into the public sector to secure their provision, leading to an automatic increase in government spending (Cusack & Garrett, 1992). Note that this applies not just to public expenditure but also to employment. Assuming smaller productivity increases in the public sector and a price inelastic or income elastic demand for public goods, more and more of the labor force will be transferred to the public sector in order to maintain its output level relative to the output of private sectors (Baumol, 1967).

Probably the first proponent of a coherent theory of government growth was Adolph Wagner more than a hundred years ago. There are two main interpretations of Wagner's law of expanding state activity (Lybeck, 1988). According to the first, public sector expansion is due to the restructuring of society during industrialization (Katsimi, 1998). Tasks traditionally located within the family were more and more transferred to the state which led to increased government activity in fields like welfare, health and education. Although this

development was probably largely completed by the beginning of the period under study, a remote consequence should be an expansion of existing welfare and health systems brought about by an ageing society. The second interpretation associates economic development with government growth. This hypothesis is based on the assumption that "goods and services traditionally produced by the government have a high income elasticity of demand" (De Haan & Sturm, 1994: 167). The more affluent countries are the more publicly produced goods are demanded by their citizens, which should also lead to a larger government.

Higher unemployment is also often associated with government growth (e.g. Blais et. al., 1993, 1996; Huber et. al., 1993; Schmidt, 1996). Although its effect is probably not as strong on consumption expenditure as on transfer spending, there are also higher costs involved for "administrating" the unemployed, active labor market policies, and the increased use of supplementary entitlement programs. Similarly, higher unemployment is often counteracted by government through an increase in public employment.

4. Why do Government Expenditures affect Economic Growth

In theory the relationship between government expenditures and economic growth is ambiguous. Long ago, Thomas Hobbes (1651) described life without government as "nasty, brutish, and short" and argued that the law and order provided by government was a necessary component of civilized life (Rothbard 1973). Taking the Hobbesian view, certain functions of government such as the protection of individuals and their property and the operation of a court system to resolve disputes should enhance economic growth (Knack and Keefer 1995) and Keefer and Knack 1997). Viewed from another angle, secure property rights, enforcement of contracts and a stable monetary regime provide the foundation for the smooth operation of a market economy.

Governments can enhance growth through efficient provision of this infrastructure. In addition, there are a few goods—economists call them "public goods"—that markets may find troublesome to provide because their nature makes it difficult (or costly) to establish a close link between payment for and receipt of such goods. Roads and national defense fall into this category. Government provision of such goods might also promote economic growth. However, as government continues to grow and more and more resources are allocated by political rather than market forces, three major factors suggest that the beneficial effects on economic growth will wane and eventually become negative. First, the higher taxes and/or additional borrowing required to finance

government expenditures exert a negative effect on the economy. As government takes more and more of the earnings of workers, their incentive to invest, to take risks, and to undertake productivity-enhancing activities, decreases (Browning 1976). Like taxes, borrowing will crowd out private investment and it will also lead to higher future taxes. Thus, even if the productivity of government expenditures did not decline, the disincentive effects of taxation and borrowing, as resources are shifted from the private sector to the public sector, would exert a negative impact on economic growth. Second, as government grows relative to the market sector, diminishing returns will be confronted. Suppose that a government initially concentrates on those functions for which it is best suited (for example, activities such as protection of property rights, provision of an unbiased legal system, development of a stable monetary framework, and provision of national defense).

By performing these core functions well, the government provides the framework for the efficient operation of markets and thereby enhances economic growth. As it expands into other areas, such as the provision of infrastructure and education, the government might still improve performance and promote growth, even though the private sector has demonstrated its ability to effectively provide these things. If the expansion in government continues, however, expenditures are increasingly channeled into less and less productive activities. Eventually, as the government becomes larger and undertakes more activities for which it is ill suited, negative returns set in and economic growth is retarded. This is likely to result when governments become involved in the provision of private goods—goods for which the consumption benefits accrue to the individual consumers. Goods like food, housing, medical service, and child care fall into this category. There is no reason to expect that governments will either allocate or provide such goods more efficiently than the market sector. Finally, the political process is much less dynamic than the market process. While competition rewards alertness, it also imposes swift and sure punishment on those who make bad decisions and thereby reduce the value of resources. Adjustment to change is much slower in the public sector. By way of comparison with markets, the required time for the weeding out of errors (for example, bad investments) and adjustments to changing circumstances, new information, and improved technologies is more lengthy for governments This is a major shortcoming as it relates to economic growth. To a large degree, growth is a discovery process.

As entrepreneurs discover new and improved technologies, better methods of production, and opportunities that were previously overlooked, they are able to combine resources into goods and services that are more highly valued (Kirzner

1973, 1997; Schumpeter 1912). This is the central element of wealth creation and growth. Reliance on markets and the presence of economic freedom facilitate this process. Clearly, the expansion of government relative to the market sector slows this important source of economic growth.

In short, the government provision of both (a) an infrastructure for the operation of a market economy and (b) a limited set of public goods can provide a framework conducive for economic growth. However, as the size of government continues to grow, the (a) disincentive effects of higher taxes and borrowing, (b) diminishing returns, and (c) a slowing of the discovery and wealth-creation process will become more and more important. Eventually, these factors will dominate and the marginal government expenditures will exert a negative impact on growth.

4.1 Relationship between size of Government and Economic Growth

Gwartney et al (1998) illustrated the relationship between size of government and economic growth, *assuming that governments undertake activities based on their rate of return*. As the size of government, measured on the horizontal axis, expands from zero (complete anarchy), initially the growth rate of the economy—measured on the vertical axis—increases. Gwartney et al (1998) illustrated this situation in their study. As government continues to grow as a share of the economy, expenditures are channeled into less productive (and later counterproductive) activities, causing the rate of economic growth to diminish and eventually decline (See Barro 1990). The range of the curve beyond B illustrates this point. In the real world, governments may not undertake activities based on their rate of return and comparative advantage. Small government by itself is not an asset. When a small government fails to focus on and efficiently provide core functions such as protection of persons and property, a legal system that helps with the enforcement of contacts, and a stable monetary regime, there is no reason to believe that it will promote economic growth. This has been (and still is) the case in many less developed countries. Governments—including those that are small—can be expected to register slow or even negative rates of economic growth when these core functions are poorly performed. Unless proper adjustment is made for how well the core functions are performed, the empirical relationship between size of government and economic growth is likely to be a loose one, particularly when the analysis involves a diverse set of economies.

A fundamental model of economic growth developed by Robert Solow (1956) suggests that while some economies may be wealthier than others, in the long run they should all grow at the same rate. More recent work has suggested that not

only do economies actually have substantially different growth rates over lengthy time periods (Quah 1996; Gwartney and Lawson 1997), there are also good theoretical reasons for believing that countries can maintain the different rates (Lucas 1988; Romer 1990). This issue is important because if long-run growth rates across countries are all the same (or approximately the same), the long-term consequences of economic policies that impede growth are less severe. This study will examine the issue empirically by looking at how the size of government has affected economic growth.

4.2 Government Expenditures and Economic Growth in the United States

Gwartney et al (1998) illustrated this growth in government expenditures in the United States, and showed that the increase in government expenditures is primarily due to the growth of transfers and subsidies, rather than in the core areas of government. Their bars in exhibit 3A showed average government expenditures for all years in each decade, or in the case of the 1990s, partial decade. In the 1960s government expenditures at all levels of government averaged 29.9 percent of GDP, and increased to 32.8 percent of GDP in the 1970s, 34.7 percent of GDP in the 1980s, and 35.3 percent of GDP in the 1990s. The breakdown of components in Exhibit 3A shows that while net interest expenditures almost doubled as a percent of GDP, even in the 1990s interest expenditures amounted to only 2.2 percent of GDP. National defense expenditures declined substantially over the entire period, and there was a slight increase in non-defense purchases. While non-defense purchases were higher in the 1970s than the 1960s, they have been virtually unchanged during the last three decades. *As a share of GDP*, transfers and subsidies have more than doubled since the 1960s. They have risen from 6.4 percent of GDP in the 1960s to 13.5 percent of GDP during the 1990s. Thus, transfers and subsidies consumed an additional 7.1 percent of GDP in the 1990s than during the 1960s. The share of GDP devoted to total government expenditures rose by 5.4 percent over that same period (and 6.2 percent between 1960 and 1996). Thus, transfers and subsidies by themselves fully account for the growth of government as a share of GDP in the United States.

This expansion in the size of the transfer sector is likely to reduce economic growth. Transfers and subsidies that enlarge the size of government will require higher tax rates, which will reduce productive incentives. Compared to expenditures in core areas, additional government expenditures on transfers will exert little positive impact on growth. Transfers and subsidies also bring with them the problem of rent seeking. Rent-seeking (or subsidy seeking) occurs when people attempt to enhance their wealth by trying to direct than by engaging in

productive activity. Rent-seeking benefits the recipient of the rents, but it is government benefits to themselves rather a drain on the economy as a whole. The terminology is somewhat unfortunate because, in this context, “rent” does not mean a payment to a property owner, as it does in common language. Rather, it is referring to transfers received by the recipient that are paid for by others (Tullock 1967). When people try to obtain income by having the government transfer benefits to themselves rather than by providing goods and services to others, economic growth suffers. Gwartney et al (1998) exhibited gross investment as a percentage of GDP for the same time periods. While government expenditures increased as a share of GDP during every decade, gross investment fell. Of course, other factors may be at work here, but there are several reasons to expect that the growth of transfers and subsidies will retard investment. The increased availability of transfers and subsidies will increase the incentive of both businesses and organized interest groups to seek gains through government largess rather than increases in productivity. Since the direction of transfers is generally either from those with high income to those with lower levels of income, or from working people to retired people, they shift income away from people with high savings rates and toward those who save less of their income. The predictable effects are a reduction in total savings, higher real interest rates and a decline in the rate of investment, particularly investment financed by Americans. In addition, much of the growth in the transfer sector (and overall size of government) has been financed with government borrowing. This too is likely to place upward pressure on interest rates and reduce the level of investment.

Investment is the primary factor that increases labor productivity. Individuals working with more capital (better tools and machinery) will produce more output per hour. For example, investment in a backhoe will allow one person to do the work of several with shovels. Gwartney et al (1998) found that as investment has fallen over the four decades from the 1960s to the 1990s, the growth in output per hour has also fallen. In turn, the slowdown in productivity has reduced the growth rate of real GDP during each of the last three decades(see Gwartney et al, 1998). The story told by Gwartney et al (1998) is that as government has grown, it has crowded out investment which has resulted in declining productivity growth and a slowdown in the growth rate of real GDP. Larger government leads to less economic growth.

4.3 Evidence from the OECD Countries

Compared to most other countries around the world, the institutional arrangements and income levels of the 23 long-standing OECD members are

relatively similar. Politically, all OECD countries are stable democracies. Their legal structures generally reflect a commitment to the rule of law. Monetary arrangements have been stable enough to avoid hyperinflation during the post World War II era. In the area of international trade, OECD members have been at the forefront of those promoting more liberal trade policies within the framework of GATT and the World Trade Organization. The homogeneity among these countries adds to the significance of comparisons within this group. Despite their similarities, the size of government as a share of the economy has varied substantially among OECD countries (and across time periods). What impact has this variation had on economic growth? This section views relevant data from several perspectives in an effort to answer this question.

Gwartney et al (1998) presented data on the average year-to-year growth rate of GDP according to the size of government. As illustrated, total government expenditures summed to less than 25 percent of GDP in seven OECD countries in 1960. In total, there were 81 cases during 1960- 1996 where a nation had government expenditures less than 25 percent of GDP. Countries in this category averaged a GDP growth rate of 6.6 percent during these years. When the size of government was between 25 percent and 30 percent of GDP during a year, the average growth rate fell to 4.7 percent. The year-to-year growth declined to 3.8 percent when government expenditures consumed between 30 percent and 40 percent of GDP. Still larger government was associated with still lower rates of growth. During years when the size of government of an OECD country exceeded 60 percent, the average growth of real GDP plummeted to an anemic 1.6 percent. The data of Exhibit 4 clearly illustrate an inverse relationship between the year-to year growth of GDP and the size of government in OECD countries.

Gwartney et al (1998) considered the relationship between size of government and growth over a more lengthy time period. Size of government *at the beginning of a decade* is measured on the x-axis, while growth of real GDP *during the decade* is recorded on the y-axis. The exhibit contains four dots for each of the 23 OECD members—one for each of the four decades—for a total of 92 dots. Each dot represents a country's total government spending *at the beginning of the decade* and its accompanying growth of real GDP *during that decade*. As the plot illustrates, there is a clearly observable negative relationship between size of government and long-term growth of real GDP. The line drawn through the plotted points is the least squares regression line showing the relationship that best fits the data. The slope of the line (*minus* 0.100) indicates that a 10 percentage point increase in government expenditures as a share of GDP leads to approximately a one percentage point reduction in economic growth. The R-

squared of .42 indicates that government spending alone explains about 42 percent of the differences in economic growth among these nations during the period (Gwartney et al; 1998).

Gwartney et al (1998) also illustrated the trade-off between size of government and economic growth. Looking at the regression, government expenditures of 20 percent of GDP are associated with a decade-long average annual growth rate of approximately 5 percent, while government expenditures of about 45 percent are associated with only half as much economic growth. Among these countries, a 25 percent increase in the size of government as a share of GDP retarded the annual rate of economic growth by approximately 2.5 percent. This evidence indicates that big government imposes a heavy penalty in the form of a lower rate of economic growth.

Gwartney et al (1998) examined Several other things are worth noting about. First, although the theory suggested that if government expenditures are too low, economic growth can suffer, there is no evidence of that in their empirical study. There are six observations for nations with government expenditures as a percentage of GDP well below 20 percent. Of these six observations, five lie above the "best fit" line, and the remaining point is only slightly below. Thus, there is no evidence that the size of government for any of the OECD countries during the last four decades was less than the growth-maximizing level. To the contrary, evidence indicated that all of these countries were on the downward sloping portion (right of point B) of the "size of government-growth curve".

The OECD countries represented are developed economies with relatively high per capita incomes. With the possible exception of Japan, none are "growth miracles"—less developed economies that might have high rates of growth because their current level of income is relatively low. Japan did register very high growth rates for several decades. But even here there is a revealing story (Gwartney et al (1998). At the beginning of the 1960s, the total expenditures of the Japanese government were only 17.5 percent of GDP and they averaged only 22.0 percent of GDP during the decade. With that environment, the Japanese economy registered an average annual growth rate of 10.6 percent in the 1960s. During the 1960s the Japanese economy fits the small government, high growth mold. Over the next three decades, the Japanese government grew steadily; by 1996 government spending had soared to 36.9 percent of GDP. At the same time, Japan's growth rate moved in the opposite direction, falling to 5.4 percent in the 1970s, 4.8 percent in the 1980s and sagging to 2.2 percent in the 1990s. As in United States, the growth of government in Japan has been associated with a slowdown in the rate of economic growth.

Gwartney et al (1998) study entered into additional insights on the relationship between size of government and economic growth to be gleaned from comparisons between OECD members with *large* increases in government expenditures and those with *small* increases. The size of government as a share of GDP rose in all OECD countries between 1960 and 1996. However, there was substantial variation. On the top the study also showed data for those countries with the smallest growth in government expenditures as a percentage of GDP, while the bottom portion of the findings presented the figures for those with the largest increases in size of government. The bottom row of the findings indicated the average for all 23 OECD members. In five OECD countries (United States, Iceland, United Kingdom, Ireland, and NewZealand), government's share of GDP increased by less than 15 percentage points. As a share of GDP, the average size of government for this group rose from 28.9 percent in 1960 to 39.1 in 1996, an increase of 10.2 percentage points. In contrast, the *increase* in government expenditures accounted for more than 25 percent of GDP in six OECD countries (Spain, Portugal, Greece, Finland, Sweden, and Denmark). Interestingly, the size of government of these six countries (bottom half of Exhibit 6) averaged 21.8 percent of GDP in 1960, well below the OECD average of 27.0 percent. By 1996, however, the picture was dramatically different. In 1996 the government expenditures of the six had risen to 54.5 percent of GDP, well above the OECD average of 48.0 percent.

As the size of government rose during 1960-96, the growth rates of OECD members plummeted. Among the 23 long-standing members, only Ireland achieved a higher growth rate in 1990-96 than in 1960-65. If size of government negatively impacts growth, the performance of countries with the *largest expansion* in size of government should be relatively poor. Gwartney et al (1998) study sheds light on this issue. It shows the annual growth rates of real GDP for both the "slow" and "rapid" growth of government countries at both the beginning (1960-65) and end (1990-96) of the period. The differential growth rate between the earlier and latter periods is also presented. The growth rate of real GDP declined for both groups, but the reduction was substantially greater for the rapid growth of government group. The reduction in the average growth rate of real GDP was 5.2 percentage points for OECD members with the largest expansion in size of government, compared to an average decline of 1.6 percentage points for those with the least increase in size of government. The reduction in the growth rate of every nation in the "big growth of government" group exceeded the OECD average (bottom line of table). In contrast, each country in the top group—those with the least expansion in government—registered below average reduction in

growth. Moreover, every nation in the bottom group had a *larger reduction* in growth than any of the nations in the top group. In the physical sciences, researchers can go to the laboratory and design experiments to test the validity of their hypotheses. Economists do not have this luxury.

However, sometimes fortuitous events provide an almost ideal experiment. Such was the case with regard to the changes in the size of government for the nations of Gwartney et al (1998). Government expenditures as a share of the economy for each of the countries in the top part exceeded the OECD average (27.0 percent) in 1960. At the same time, their average growth rate (4.3 percent) during 1960-65 was less than the OECD average (5.5 percent) (Gwartney et al 1998). This situation was exactly the opposite *for this same set of countries* in the 1990s. By the 1990s, government expenditures as a share of the economy for those in the top group were below the OECD average, while their average growth rate (2.7 percent) exceeded the OECD average (1.9 percent). Meanwhile, just the reverse happened to the bottom group. Except for Sweden, their government expenditures were below the OECD average in 1960 and they achieved above average growth in the first half of the 1960s. By 1996, the size of government (except for Spain and Portugal which were just slightly below the OECD average) of the countries in the bottom group was above the OECD average. Correspondingly, their average growth rate (1.2 percent during 1990-96) fell below the OECD average. Because these figures are for the same countries (and country groupings with relatively similar political structures, incomes, and levels of development), the potential impact of differences in such things as culture, natural resources, and motivation of the people is minimized. It would have been difficult for a researcher seeking to isolate the impact of size of government on economic growth to have designed a more relevant experiment. This is what makes the pattern of the results presented in Gwartney et al (1998) study so compelling.

When the size of government was below the OECD average—the 1990s for the top group and 1960s for the bottom group—those nations enjoyed above average growth. In contrast, when the size of government exceeded the OECD average—the 1960s for the top group and 1990s for the bottom group—those nations suffered below average growth. Using the entire sample of OECD countries from Exhibit 1, the regression results of Exhibit 7 add precision to our findings. As in Gwartney et al (1998), there are four observations for each nation. The dependent variable in the first two regressions is the growth of real GDP in a nation during a decade, and the first independent variable is government expenditures as a share of GDP *at the beginning* of that decade. The second independent variable is the *change* in government expenditures as a share of GDP during the decade. The

regression shows that there is a strong negative relationship between the share of GDP going to government and the growth rate of GDP during the subsequent decade, with a t-statistic of 8.14 (indicating significance at the 99 percent level of confidence). There is a weaker relationship, although still statistically significant at better than the 90 percent level, between the *change* in government expenditures and GDP growth. The second regression adds investment as a percentage of GDP as an independent variable.

Investment would be expected to increase economic growth, and the positive sign on the investment coefficient shows that more investment is correlated with higher economic growth. The coefficient of the investment variable is significant at better than the 95 percent level of confidence. Even after adjusting for cross-country differences in investment rates, both the levels of the government expenditures and the changes in the sizes of governments during the decade remain highly significant. This provides additional support for the hypothesis that a larger public sector reduces economic growth.

The coefficients of the government expenditure variables indicate the impact of a one unit (a one percentage point) change in government expenditures on the growth rate of real GDP. The 0.11 coefficient for government expenditures at the beginning of the period in Gwartney et al (1998) study indicates that a one unit increase in the size of government as a share of GDP at the beginning of the period reduces the growth rate during the decade by 0.11 percentage points. At the same time, an increase in government expenditures *during the decade* reduces growth by an additional 0.046 percentage points. Even when investment is included as an independent variable in the model in Gwartney et al (1998) study, growth is reduced by approximately one-tenth of a percentage point when the size of government is one unit greater at the beginning of the period (and by approximately five hundredths of a percent for each percent point increase in size of government during the decade). This indicates that if government expenditures were 10 percentage points higher (for example, 35 percent rather than 25 percent) as a share of GDP at the beginning of the period, the long-term growth rate of real GDP would be a full percentage point lower (See Barro and Sala-i-Martin (1995). Correspondingly, a 10 percentage point *increase* in the size of government during the decade would reduce growth by five-tenths of a percentage point.

As discussed earlier, higher government expenditures crowd out investment. Evidence was presented that this has been the case in the United States, and the third regression of Gwartney et al (1998) study indicated that this has been true for other OECD countries. In this equation, investment as a share of GDP is the dependent variable, while size of government is the independent variable. There

is a strong negative correlation between the two. The 0.159 coefficient for the size of government variable indicates that a 10 percentage point increase in the government expenditures as a share of GDP reduces an economy's investment rate by approximately 1.6 percentage points. The t-statistic (5.14) is significant at more than the 99 percent level, illustrating that the estimated negative impact of the government expenditures on investment is highly reliable.

Similar to the United States, the evidence from OECD countries indicates that increases in the size of government retard both investment and economic growth. The persuasiveness of these findings is enhanced by the homogeneity of OECD members. All of these economies have the commonly recognized prerequisites for economic growth: mature financial markets, an educated work force, stable political institutions, secure property rights, and a stable monetary policy with low inflation. The consistent negative relationship between size of government (and its growth) and the growth of real GDP for these economies is particularly revealing. What do these estimates imply with regard to the United States? If the size of government as a share of GDP in the United States had remained at the 28.4 percent level of 1960, our estimates indicate that real GDP in 1996 would have been 20 percent greater. On average, government expenditures were 5 percent more than the 28.4 figure of 1960. The estimates of Exhibit 7 indicate that this retarded real GDP growth by five-tenths of a percent annually. This figure compounded over the 36-year period is equal to 20 percent. If it were not for the expansion in the size of government *as a share of the economy* between 1960 and 1996, real GDP in 1996 would have been $9.16 trillion rather than $7.64 trillion. This would have increased the income of Americans a whopping $5,860 *per person* (an income increase of $23,440 for the average family of four).

Even more striking, consider what would have happened if non-defense government expenditures had remained at their 1960 level as a share of GDP, while defense expenditures followed the downward path that actually occurred. In this case, the size of government would have fallen to 25.4 percent of GDP by the end of the 1960s and it would have been just slightly lower throughout the rest of the period. If this had occurred, the estimates of Exhibit 7 indicate that real GDP in 1996 would have been more than 40 percent greater percent compounded over a 36-year period is actually a little more than 40 percent. 20 See Appendix for a listing of the 60 countries included in the analysis of this section. Put another way, if government expenditures had been approximately one quarter (rather a little more than a third) of the economy during the last three decades, the per capita income of Americans in 1996 would have been $11,500 higher. For a family four,

this translates to an increase in income of $46,000. As these figures demonstrate, in the long run big government extracts a heavy toll on growth and prosperity.

4.4 More International Evidence

In order to add breadth, data were assembled on size of government and other factors thought to influence growth for 60 countries, including both less developed and high-income industrial economies. Because this is a more diverse group than OECD members, adjustment for differences in political economy characteristics is important. Because of the unavailability of some of the required variables for years prior to 1980, our analysis covers the 1980-95 period. Gwartney et al (1998) study summarizes the statistical results for this larger and more diverse data set. Results are presented for four different regression models. All countries for which the required data could be obtained are included in the analysis. The average annual growth rate of real GDP during 1980-95 is the dependent variable. The various independent variables included in the alternative models are indicated down the left side of the table.

The first four independent variables are measures of government expenditures and their changes. In addition to these sizes of government variables, alternative models also consider the impact of (a) security of property rights, (b) variability in the rate of inflation, (c) schooling (investment in human capital), and (d) investment in physical capital. These “control variables” are included in order to help us better isolate the independent effects of the size of government. The data on security of property rights come from the *International Country Risk Guide,* a private rating service that has tracked the political, financial and economic risks accompanying business and investment activities in various countries since 1982. The credibility of these ratings is enhanced by the fact that the business has survived by marketing them to investors and businesses over a lengthy time period. While the ratings cover several areas, three of them pertain specifically to the security of property rights and presence of rule of law. These three factors are (a) risk of expropriation, (b) risk of contact violation, and (c) presence of rule of law. We placed the ratings on a scale of one to ten; a higher rating is indicative of more secure property rights and stronger support for rule of law principles. The country ratings for Risk of Expropriation and Risk of Contact Violation were on a one-to-ten scale, while that for Rule of Law was on a one-to-six scale. After the Rule of Law variable was converted to a one-to-ten scale, the three components were averaged to derive the property rights rating. Because the data series begins in 1982, the initial rating is for 1982 (or earliest available year) rather than 1980.

Components for both the property rights rating in 1982 and the *change in the rating* during the 1982-1995 period are incorporated into the analysis.

High and variable rates of inflation may also retard economic growth. Higher inflation rates reduce the value of a nation's currency and encourage people to shift resources away from production and toward activities designed to protect themselves from inflation. Inflation also lowers the informational content of prices. Nations with high levels of inflation also tend to have high variability in their inflation rates, but there is a slightly stronger statistical relationship between the variability of the inflation rate (as measured by its standard deviation) and GDP growth than is true for the level of inflation. Thus, the standard deviation of the inflation rate was used to measure the impact of inflation on economic growth. Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro and others have highlighted the adverse side effects of variability of the rate of inflation. For a theoretical analysis of this subject and related issues, (see Miller, 1994). Both economic theory and prior research suggest that investment in both human and physical capital can be expected to enhance economic growth. We use data on increases between 1980 and 1995 in the mean years of schooling for persons age 25 and over as a measure of improvements in the level of human capital. The years of schooling data are from Barro and Lee (1993). The physical investment component is the average investment rate as a share of GDP during 1980-95. Of course, increases in both of these variables are expected to positively impact economic growth.

In addition to the size of government variables, equation developed by Gwartney et al (1998) study includes the initial property rights rating in 1982, the *change* in the rating between 1982 and 1995, and standard deviation of the inflation rate in the model. Both property right variables are highly significant and the inflation variable is also significant at the 90 percent level. With regard to the size of government variables, the coefficients for the *level* of government expenditures as a share of GDP, and the *changes* between 1980 and 1985 and between 1985 and 1990 were all negative and highly significant. The adjusted .48 R2 of Equation calculated by Gwartney et al (1998) study indicated that the variables incorporated into this model explain 48 percent of the variation in growth rates among this diverse set of countries.

What do the coefficients for the size of government variables indicate about the impact of government expenditures on the growth of economies? The coefficient for the *level* variable indicates that a 10 percentage point increase in size of government *at the beginning of the period* was associated with approximately a six-tenths of a percentage point reduction in annual growth during the entire 15-

year period. The coefficients for the *change* in size of government variables between 1980 and 1985 and between 1985 and 1990 indicate that a 10 percentage point increase during each of these periods reduced the annual growth of real GDP by 1.15 percentage points during the 1980-95 period. While the change in size of government between 1990 and 1995 is negative, it is insignificant. The larger coefficients (and greater significance) of the variables reflecting the changes in the size of government for the earlier five-year periods compared to the five years of the 1990s make sense. After all, the expansion in government between 1980 and 1985 (and 1985 and 1990) will influence growth for a decade or more of the 1980-95 period, whereas the government growth of the 1990s will exert an impact over only a short portion of 1980-95 period.

Equation adding the schooling variable to the Gwartney et al (1998) model found the changes in the years of schooling between 1980 and 1995 exert the expected positive impact and the variable is significant at the 95 percent level of confidence. With the exception of the inflation variable, all of the other variables remain significant. Equation deletes the schooling variable from the model and inserts the investment rate. The investment variable has the expected sign and it is significant at the 90 percent level of confidence. The size and significance of the other variables is very similar to that of Equation.

Finally, Equation incorporated by the Gwartney et al (1998) study both the schooling and investment variables into the model along with the property rights, inflation, and size of government measures. In this more comprehensive model, both the initial level of government expenditures and the change during both of the five-year periods of the 1980s continue to be significant at the 90 percent level or more. The property rights and schooling variables are also highly significant. While the inflation and investment variables have the expected signs, they are no longer significant. The R2 for Equation indicates that the variables of this model explain 54 percent of the variation in the ratings among this diverse set of countries. The results of Gwartney et al (1998) study illustrate that there is a strong positive correlation between the security of property rights and economic growth (See Knack and Keefer (1995) and Keefer and Knack (1997) for additional evidence on this point). This relationship highlights the importance of a legal structure that protects property rights, helps with the enforcement of contacts, and provides a fair mechanism—rule of law—for the settlement of disputes between parties. As we previously discussed, core functions of government in this area are vitally important for the smooth operation of a market economy. Many governments—particularly those of less developed nations—perform this function poorly. Economic stagnation and poverty are the highly

visible side effects. Gwartney et al (1998) study also indicates that improvements in human capital are an important source of growth. Increases in educational attainment consistently lead to increases in the growth rate of GDP. While the statistical links between growth and the price level stability and investment variables were weaker, their significance may well have been reduced because of their correlation with other variables in the model. The primary reason for including the "control variables" of the Gwartney et al (1998) study was to see whether size of government exerted a strong independent impact on the growth of real GDP. The results indicate that it does. Even after accounting for differences across countries in protection of property rights, inflation, education, and investment, the level of government expenditures at the beginning of the period and the growth of those expenditures during the first decade of the 15-year period exerted statistically significant effects on the growth of GDP during 1980-95. As in the case of the OECD nations, the magnitude of these coefficients indicates that the negative impact of size of government on growth is sizeable.

4.5 Evidence from OECD Nations with Shrinking Government

The growth of government has been so pervasive in the last half of the twentieth century that there have been only a few instances where nations have substantially reduced its size. This is particularly true for the high-income industrial economies. Gwartney et al (1998) study isolated the only three instances of a substantial decline in government expenditures as a share of the economy among OECD countries during the 1960-96 period. The first case is that of Ireland, which saw government expenditures as a share of GDP go from 28 percent in 1960 to 52.3 percent in 1986. This situation was reversed during the 1987-96 period. As a share of GDP, government expenditures declined from the 52.3 percent level of 1986 to 37.7 percent in 1996, a reduction of 14.6 percentage points. From 1960 to 1977 government expenditures increased from 28 percent to 43.7 percent, and Ireland's real GDP growth rate was 4.3 percent. It declined to 3.4 percent during 1977-86, as the government further expanded to 52.3 percent of GDP. During the recent decade of shrinking government, the annual growth rate in Ireland's real GDP rose to 5.4 percent.

As government expenditures shrank in Ireland, Ireland's economic growth increased. The experience of New Zealand is also revealing. Between 1974 and 1992, New Zealand's government expenditures as a share of GDP rose from 34.1 percent to 48.4 percent. Its average growth rate during this period was 1.2 percent. Recently New Zealand began moving in the opposite direction. The percentage of GDP devoted to government expenditures was reduced from 48.4 percent in 1992

to 42.3 percent in 1996, a reduction of 6.1 percentage points. Compared to the earlier period, New Zealand's real GDP growth has increased by more than two percentage points to 3.9 percent. The United Kingdom provides additional evidence. Government's share of GDP rose from 32.2 percent in 1960 to 47.2 percent in 1982. During this period, UK's GDP growth rate was 2.2 percent and there was widespread reference to the "British disease." Between 1982 and 1989, government's share of GDP declined by 6.5 percentage points to 40.7 percent. Responding, UK's rate of GDP growth increased from 2.2 percent to 3.7 percent. While shrinking government has been rare in the past few decades, evidence from places where government has shrunk is consistent with the hypothesis that larger government lowers economic growth. The evidence illustrates that if the size of government is reduced, higher rates of economic growth can be anticipated.

4.6 Size of Government in High-Growth Nations

The data in Gwartney et al (1998) study for OECD countries suggests that smaller government is correlated with faster rates of economic growth. While in theory government could be too small to provide the necessary environment for economic growth, the data in Exhibit 4 give no indication that any OECD government was excessively small at any time during 1960-96. Within the size of government range of this period, smaller government was consistently associated with more rapid economic growth. Gwartney et al (1998) study probes this issue further by looking at government expenditures as a share of GDP for the 10 nations with the fastest rates of economic growth during 1980-95. The average annual per capita GDP growth of these countries ranged from 7.4 percent for South Korea to 4.2 percent for Malaysia. There are no OECD members in this group of fastest-growing economies. The numbers in the table show total government expenditures as a share of GDP at five-year intervals during the 1975-95 period. The numbers in South Korea, the world's fastest-growing economy during this period, had government expenditures that were relatively stable at between 20 and 21 percent of GDP. Non-investment government expenditures in South Korea showed a steady decline from just over 15 percent of GDP to just over 10 percent during the two decade period, indicating that South Korea has increasingly been devoting government expenditures toward investment. The total government expenditures of Thailand, the second fastest-growing economy, were generally less than 20 percent of GDP throughout most of the period, and they also showed a trend toward increased government investment. Taiwan, third on the list, showed a substantial increase in total government expenditures, from 21.5 percent of GDP to 30.1 percent, but still ended the period with government

expenditures well below the world average. Taiwan's non-investment government expenditures were still less than 20 percent of GDP. Singapore and Hong Kong, the next two countries, saw substantial declines in government expenditures as a percentage of GDP, and both countries had 1995 government expenditures well below 20 percent of GDP.

The next five economies on the list had higher government expenditures than the five fastest-growing economies, but all were still well below the OECD average shown in Gwartney et al (1998) study. The average level of government expenditures of the 10 fastest-growing economies was 24.7 percent of GDP in 1995, compared to 25.2 percent in 1975. Thus, these economies were characterised by small and relatively stable government expenditures as a share of the economy. These characteristics were even more pronounced among the Top Five. Except for Taiwan, none of the five fastest-growing economies had government expenditures greater than 21 percent of GDP in 1995. The average level of government expenditures for the five fastest-growing economies was 20.1 percent of GDP in 1995, lower than the average for the Top 10. The noninvestment government expenditures of the five fastest-growing economies averaged less than 13 percent of GDP in 1995. Once again, the size of government figures from the world's fastest-growing economies are consistent with the hypothesis that the smaller the level of government expenditures, the higher the rate of GDP growth. Furthermore, in contrast with OECD countries, the tendency toward the growth of government was absent among the fast-growing economies.

4.7 Growth-Maximizing level of Government Expenditures

A persuasive argument can be made for designing government policies in order to maximize the economy's rate of growth. In the long run, a strong economy is the best way to benefit all citizens. One need only look at the progress of the 20th century to see how economic growth has helped even those least well-off in the economy or compare the well-being of those in poverty in the United States with the typical standard of living in less-developed economies, to see why policies that foster economic growth are the key to long-term prosperity of non-investment government expenditures in cases where these figures are available. If one wanted to design a government that maximized economic growth, how large would that government be? The data examined earlier give no indication because for every nation examined, none had governments so small that they impeded economic growth, even though there were several instances in which total government expenditures were less than 20 percent of GDP. Because there is no evidence that any existing government is smaller than the growth maximizing size of

government, some other method must be used to surmise what size of government would maximize an economy's growth rate. One way to address the question would be to look at the size of the government within the framework of the theory discussed earlier in the paper. There are certain core functions of government that assist economic growth by protecting property rights and creating an environment conducive to growth. As economies expand beyond these core functions, larger government impedes growth because of: (a) the disincentive effects of taxes, (b) the tendency of government to expand into areas that are better suited for private sector production, (c) increased rent-seeking (rather than productive) activities, and (d) the crowding out of private investment.

Thus, one way to conjecture what level of government would maximize economic growth is to examine the size of public sector expenditures on these core functions. What might fall into these core functions is itself a matter of debate. Gwartney et al (1998) study indicates the size of federal, state, and local government expenditures in the United States for various years for six categories that many would consider the core functions of government. Protection of persons and property would come high on the list, and the top section of Gwartney et al (1998) study shows the percentage of GDP devoted to this area, broken out to show several sub-components. Expenditures on the protection of persons and property have been expanding over the years, rising from 0.64 percent of GDP in 1960 to 1.5 percent of GDP in 1992. Despite this growth, these expenditures consumed a relatively small share of GDP even in the 1990s. National defence and international affairs is another area that might be considered a core function of government. In most years it is the largest of the functions listed here, but has shown a considerable decline since the 1960s. The national security category was 9.3 percent of GDP in 1960, and after the end of the Cold War has fallen to approximately 5 percent in 1992.

One might debate over the issue of whether education should even be included as a core function of government, because the private sector has shown itself to be quite capable of providing high-quality education. Nevertheless, education is a key component in economic growth, and most education in the United States (and around the world) is produced by government. Education's share of GDP increased substantially in the 1960s, from 3.69 percent in 1960 to 5.38 percent in 1970s. It was only slightly more than that in 1992. Infrastructure is another area in which government might foster economic growth, even though the private sector has the capability to produce infrastructure without government. Gwartney et al (1998) shows government expenditures on (a) highways and (b) sewage, sanitation, and environmental protection. The combined government expenditures

in these categories summed up to less than two percent of GDP in 1992. The expenditures of the Federal Reserve System, which only constitute a tiny fraction of GDP, are also included. Function expenditures have been less than 15 percent of GDP. Gwartney et al (1998) showed that in the 1990s government outlays in the United States were 34.8 percent of GDP, suggesting that if government expenditures were half as large as they are today, they would still be large enough to cover the core functions of government.

A similar story emerges when government expenditures are examined in other developed economies. In addition to the data for the United States, Gwartney et al (1998) presents data for Canada (in 1960 and 1995), United Kingdom, Germany, Australia, and Sweden (for various recent years). In an effort to maintain compatibility of the data across countries, the categories of Gwartney et al (1998) study are slightly different. The primary difference is the substitution of expenditures on “transportation and communication” for those on highways, sewage, sanitation and environmental protection. The latter categories were unavailable for countries other than the United States and Canada. These data indicate that in recent years the actual government expenditures on these core functions sum up to between 9 percent and 14 percent of GDP. Interestingly, these core government expenditures in “big government” European economies like Sweden and Germany consume approximately the same share of the economy as in the United States. Finally, while data over a lengthy period of time were available for only the United States and Canada, in these two countries, expenditures on the core functions of government were a smaller share of GDP in the 1990s than in the 1960s. Clearly, the growth of expenditures in the core areas has contributed little to the rapid growth of government.

5. Paradigm Shift for Public Policy- Welfare State to Optimal Size of Government

Caragata (1988) has reported that NewZealand has climbed a tax mountain for most of the 20th century. In 1921 the total tax take exceeded 15 per cent of GDP; in 1941 it exceeded 20 per cent; in 1943, 25 per cent; and in 1980 30 per cent. In 1990 it reached a historic peak of 36 per cent, falling back to 34 per cent in 1997. This tax mountain is the creation of rising government expenditure. In 1973-74, government expenditure accounted for 28 per cent of GDP. After 1975, it generally remained over 38 per cent and peaked in 1986-87 at 44.2 per cent. Much of this increase reflected the rising cost of social transfers, which jumped from 12 per cent of total government expenditures in the early 1970s to a peak of around 22 per cent in 1989.

During 1950-75, interest on the public debt averaged 2.4 per cent of GDP a year. It rose to 3.2 per cent in 1975-79, 5 per cent in 1980-84, and 7.2 per cent in 1985-89. It peaked at 8 per cent of GDP (and 20.7 per cent of government expenditure) in 1987-88. This level was comparable to the early years of World War II (1940-42), when interest payments consumed 22.4 per cent of total expenditures. The gross public debt itself was 40.5 per cent of GDP in 1973-74; within five years, it reached 53 per cent of GDP. At its peak in 1986-87, the gross public debt reached 77.2 per cent of GDP.

Even in the late 1980s, after the reforms of Roger Douglas, the Minister of Finance, government expenditure did not fall below 38 per cent of GDP, ten percent-age points above the 1973-74 level. The ratio remained at 38 per cent for the first two years of the Bolger National government (1991-92), reflecting the need to cushion those most affected by the structural adjustment of the economy and high debt service payments (Caragata, 1997:55-70).

This huge increase in the role of government, from 28 per cent to 44 per cent of GDP in the 13 years from 1973-74 to 1986-87, was not planned; nor was it subjected to any cost-benefit analysis or risk assessment of its potential impact on the economy. Rather, it reflected a dominant welfare-state paradigm about the role of government that has guided political thinking for over 50 years but is now beginning to lose its grip.

5.1 Optimal Tax Levels for Growth and Employment

Caragata (1998) presents the final report of the New Zealand Inland Revenue's Taxation Economics Group. One of the principal aims of our research project during 1994-97 was to determine the level of tax that is optimal with respect to two simultaneous objectives: (i) maximizing economic growth and employment; and (ii) efficiently minimizing tax evasion. Our approach was to estimate a range for the ratio of tax to GDP and the tax mix (direct and indirect tax relative to GDP) that would maximize economic growth and employment and efficiently minimize tax evasion. For New Zealand, we concluded that the optimal level of total tax (the level at which economic growth is maximized is probably located between 15 per cent and 25 per cent of GDP. We used five separate sets of models, with three research teams. This multiple-methods approach was designed to provide reassurance about the quality of the results.

Scully (1996a) uses a non-linear Cobb-Douglas production function model that combines analysis of the tax mix, the ratio of tax to GDP and the rate of real economic growth. The model can also be used to estimate the tax burden and tax

mix that maximises the employment and economic growth, and minimises the deadweight loss. The model involves an economy with a public sector and a private sector, exhibiting constant returns. The latter feature of the model is supported statistically by the data. With this constraint, and using the empirical estimates for the model's parameters, positive growth paths emerge. The empirical basis of the model is crucial: misleading results could be obtained if arbitrary values were assigned to the parameters. The rate of growth is a function of the tax level, and the model facilitates a calculation of the value of the latter rate that maximizes the output growth.

Scully (1996a) estimates that New Zealand loses two percentage points of growth a year because total taxes were higher than 20 per cent of GDP. His model yields a growth-maximizing tax level range, covering the years 1927-94, of 16.4 per cent to 23 per cent, for an average of 19.7 per cent of GDP. Scully also finds that the growth maximizing tax levels for some other countries are consistent with those for New Zealand Research by Scully (1996c) covering the period of 1951-94 in New Zealand indicating that a one percentage point increase in the ratio of tax to GDP appears to have its strongest impact in labour markets on employment growth, although the impacts on labour force participation and the unemployment rate are also strong. A one percentage point increase in the ratio of tax to GDP in New Zealand lowers employment growth by over 42,470 workers, decreases labour force participation by 11,900 workers and increases the unemployment rate by about 15,900. The optimal tax level for maximizing employment is about 20 per cent of GDP.

5.2 Deadweight Loss Estimates

Ballard and Fullerton (1992:118-19) note that deadweight loss analysis has typically ignored the effects of administration costs and compliance costs. By contrast, the work for New Zealand's Inland Revenue by Scully (1996a), Caragata and Small (1996a) and Branson and Lovell (1997) picks up these effects in their analysis of dynamic deadweight loss. Branson and Lovell (1997), using a two-tier model employing both econometrics and data envelopment analysis, conclude that for the period 1946-95, on average, economic output fell short of its annual potential by 17 per cent because taxes were at 35 per cent of GDP rather than a growth-maximising rate of 22.5 per cent of GDP. This 'deadweight loss' is the gap between actual and potential economic performance arising from taxes. Branson and Lovell conclude that if deadweight losses were added to the existing tax burden, the effective tax rate would be 51 per cent of GDP, not 35 per cent. Scully (1996a) estimates that, for each dollar of tax in New Zealand, there is a long-run

cost to the economy of about $2.70. The magnitude of these results is confirmed by Caragata and Small (1996a) and anticipated by Usher (1991), Bird (1991) and Feldstein (1995). These magnitudes are also consistent with the cumulative aggregation of output losses imposed by government intervention anticipated by Mancur Ol-son (1996). Thus, a cost-benefit analysis approach to tax policy-making would oper-ate on the assumption that, for a dollar of government spending to be justified, it would have to produce a long-run benefit of at least about $2.70.

5.2.1 Optimal Tax Levels for Efficiently Reducing Tax Evasion

Another approach to estimating the optimal size of the government is to determine the tax level that efficiently minimizes the hidden economy and tax evasion. Twenty-five years ago, when OECD countries' tax levels were averaging about 30 per cent of GDP, various studies estimated that their hidden economies ranged from 7 per cent to 16 per cent of GDP. Thus, an average of about 10 per cent of the income of OECD countries was unreported for tax purposes. Currently, with the average ratio of tax to GDP of about 38 per cent, many countries have underground economies ranging from 10 per cent to 25 per cent of GDP, with an average at about 16 per cent. That is to say, while their average tax burden has gone up by 30 per cent since 1970, their hidden economies grew by about 60 per cent. For New Zealand, the tax burden rose by 35 per cent between 1971 and 1994, while the hidden economy jumped from 7 per cent of GDP in 1970 to 11.3 per cent in 1994, an increase of 63 per cent (Giles, 1996). Thus, New Zealand's tax burden and hidden economy have been growing as fast as, or faster than, the OECD average. This raises the question of what ratio of total tax to GDP efficiently minimizes the hidden economy and related tax evasion.

Five models developed by Giles (1996) show that the hidden economy responds more to tax than to inflation and government regulation, and that the hidden economy was pro-cyclical rather than counter-cyclical. In New Zealand, the hidden economy is currently around 11 per cent of GDP and tax evasion is estimated at about $3.2 billion a year. As taxes are reduced, the hidden economy will shrink. But if taxes are driven to zero, the hidden economy will still be about 4 per cent of GDP, representing the hard core of criminal activity in the hidden economy that is driven by factors other than tax (Giles & Caragata, 1996).

Caragata & Giles (1996) develop a model for New Zealand estimating an efficient tax evasion-minimizing optimal tax level of 21 per cent of GDP. This provides further corroboration that the optimal tax level is close to 20 per cent of GDP. We

find that a mix of 33 per cent direct tax and 67 per cent indirect tax would most efficiently minimize the size of the hidden economy and tax evasion. It was concluded that if the tax department adopts scientific audit selection, there would be significant tax revenue gains and significant savings in terms of administrative efficiency for the tax department and compliance cost savings for business.

5.2.2 The Optimal Tax Mix

Two models that we developed for New Zealand with a growth maximization objective favour a tax mix that emphasizes direct taxes. Another model with a similar objective emphasizes indirect taxes. A fourth model with an objective of minimizing tax evasion emphasizes indirect taxes. All the models indicate that the total tax burden is far more important than the tax mix in its impact on economic growth and tax evasion. Branson and Lovell (1997) conclude that the level of tax is six times more important than the tax mix in influencing growth. Scully (1996b) concludes that a mix of 57 per cent direct tax and 43 per cent indirect tax would maximize economic growth at a tax: GDP ratio of 20 per cent. Branson and Lovell (1997) conclude that, on average, a mix of 65 per cent direct tax and 35 per cent indirect is optimal for promoting economic growth in New Zealand at an average optimal tax:GDP ratio of 23 per cent.

Caragata and Small's (1996b) non-linear model estimates that, with a ratio of tax to GDP of 20 per cent, tax policy would most accelerate economic growth when the tax mix is 28 per cent direct tax and 72 per cent indirect. This model finds that the relationship between growth and direct taxes is always negative: which implies that a tax mix of zero direct taxes and 100 per cent indirect taxes would potentially maximize economic growth. However, the Caragata-Small model is not free of measurement error and its conclusions are tentative and subject to caution despite their confirmation of the strong trend in economic theory favoring the abolition of the income tax.

Finally, Caragata & Giles (1996) find that a mix of 33 per cent direct and 67 per cent indirect would most efficiently minimize the size of the hidden economy and tax evasion. While both the objectives of maximizing economic growth and minimizing the hidden economy suggest that the current tax mix favoring direct tax over indirect is less than optimal, it seems that a growth-maximization objective suggests a frontier mix with a rough balance between the two. Thus, too much weight on indirect taxes in pursuit of reducing the size of the hidden economy could undermine economic growth. More research on these new findings is required.

5.3 Implications for Fiscal Policy

All countries have paid a high and often unseen price (in terms of reduced growth and employment and higher tax evasion) for climbing the tax mountain in pursuit of the objectives of the welfare state. The huge increase in the size of government that occurred mainly between the early 1970s and the late 1980s was a failure in economic development and policy management. The old ideological paradigm of the welfare state is now beginning to give way to the empirically based paradigm of the optimal size of government. How can governments most rapidly incorporate the insights of the new paradigm into its fiscal policies?

5.3.1 *Tax policy*: The first priority is to cut income taxes so that the total tax burden falls and the tax mix places greater emphasis on consumption tax. Tax cuts have weaker growth effects at higher rates (such as 35 per cent of GDP) than at lower rates (such as 25 per cent of GDP). Tax cuts are also best applied before an economy falls into recession. *Crisis management*: There is nothing wrong with counter-cyclical financing and government deficits as long as they occur only in emergencies and for short periods. Keynesian fiscal strategies became discredited because politicians wanted to run deficits even during boom times in order to buy votes.

Universality: End universal welfare benefits, which benefit the rich unnecessarily. Help those who need it. Means test all social services and programmes. *Transparency and accountability:* Each year, all efficiency and benchmarking reports produced for government departments and agencies should be made public so that taxpayers can determine if they are obtaining value for money from their taxes. *Public choice:* The public should be given more choice about how to spend their money. Many people who are dissatisfied with the government provision of police, education and health services opt for private sector solutions, but cannot avoid paying taxes. Thus, they pay twice for these services when they opt for private provision of such services. *Timing:* It took 40-50 years to push the state's share of the economy to its current level. It may take a decade or so to move taxes down to about 22-25 per cent of GDP, in part because of the need for a smooth transition. It should not be allowed to take much longer than that, because higher economic growth is needed in order to finance the expected increase in spending on health services when the retirement of the baby-boom generation peaks in 2025.

The culture of public control, or regulatory and intrusive management, that has grown up under the welfare state must be ended and replaced with the culture of public service that respects taxpayers as the shareholders of government. The

greater the numbers demanding benefits from government, the greater is the welfare dependency of the population, and the greater the level of government control. The greater the level of control, the less acceptable and the more wasteful are government services likely to be. Reducing taxes helps to encourage less wasteful spending and greater personal responsibility. The new paradigm of the optimal size of government offers politicians the basis for addressing 'democracy's discontent' by reducing the culture of dependency arising from the intrusive welfare state and promoting self-development and learning as the basis for national re-invigoration and enhanced international competitiveness.

6. Search for the Right Size of the Government Cabinet

The term cabinet is the most easily recognized generic description of this body, but it might create some confusion between cabinets as a collective political body and cabinets. In particular, France, sense a group of advisers working for a minister, comprising friends, political allies, and politically sympathetic civil servants dealing with political aspects of the post.

6.1 The Bangladesh Scenario

Until recently, the operation of the Peoples' Republic of Bangladesh have been running with 231 office organizations under 36 ministries. Soon after the independence, number of ministries were 21 in 1972, 13 in 1975, 33 in 1977 under military dictator, 19 in 1982 also under military dictator, 35 in 1995 under BNP-Jamat lead coalition, 36 in 2000 under Awami League-JSD & JP coalition, strikingly 72 in 2001 lead by BNP-Jamat. Since independence, different governments have formed 16 committees and commissions to reform bureaucracy and public services within the country. However, the situation has not changed under the Grand Alliance since 2009 showing significant increase in the size of the government in terms of size of cabinet, expenditure and number of civil servants and departments.

An analysis of the 231 office organizations reveal that 48 are under the supervision of the Ministry of Finance, 20 Law and Justice, 16 Health and Family Welfare, 11 Home Affairs, and 10 in Education. Ministries of Establishment, Defense, and Cabinet Division each have 9 offices under their supervision with the Prime Minister being the in-charge for all of these 27 offices. Ministries those have 7 offices under them are Communications, Information, Housing and Public Works, Shipping and Agriculture. Labor & manpower and Commerce are two Ministries who supervise 6 offices each. The Prime Minister being the in-charge

of Power and Energy Ministry has 5 offices under them. Ministries each of those have 4 offices under them are LGERD, Industries, Fisheries and Livestock, Land, including Environment and Forest. 5 Ministries, such as, Disaster and Relief, Religious Affairs, Planning, Youth and Sports and Culture each have 3 offices under their supervision. There are only 2 offices each work under the Ministry of Post & Telecommunications and Women & Children Affairs. There are 8 Ministries running with 1 office under them are Foreign Affairs, Food, Textiles, Hill Tracts, Civil Aviation & Tourism, Science and Technology, Social Welfare, Water Resources, and the Prime Minister's Office. In addition the Parliament Secretariat and Election Commission each have 2 offices and 1 office work under Bangladesh Public Service Commission.

Information provided above provoke a vital question about whether Bangladesh needs the existing 39 Ministries (current proposal 39) where 8 Ministries (22.22% of the number of ministries) each are supervising a single office under them and 2 Ministries (5.55%) each supervise only 2 offices. Five Ministries (13.88%) each supervises only 3 offices and another 5 Ministries (13.88%) each supervise 4 offices. Supervision of 5-6 offices are conducted by 3 Ministries (8.33) each, 7 offices each by 5 (13.88%) ministries, 9 offices each by 3 (8.33%) Ministries, 10 offices by 1 (2.77%) Ministry, 11 offices by 1 (2.77%) Ministry, 16 offices by 1 (2.77%) Ministry, 20 offices by 1 (2.77%) Ministry, 48 offices by 1 (2.77%) Ministry. Moreover, Prime Minister, being the head of the GoB has inducted her 11 family members in the cabinet in addition to several useless advisors for different ministries who are the main cause behind the increasing cost of doing business of the government. The vital ministries, like defense, establishment, Energy and mineral Resource, Home Affairs, Civil Aviation have been under the Prime Minister for the last four and half years most of which shown alarming performances with few exception.

Compared to the benchmark of other countries, the Cabinet and Prime Minister's Office (PMO) of Bangladesh is enormously large in size with 287 employees. The Public Administration Reform Committee further recommended increasing the number to 386. In Sweden, the PMO was as created in 1946, which remained surprisingly small, with a half time secretary and a Porter, until the 1970s. Since 1969 PMO have 10 staff members excluding typists and service staff. In Denmark the PMO covers the cabinet office with 3 permanent secretaries in addition to very small administrative support unit. In the UK the PMO has 100 people at 10 Downing Street that include policing and secretarial staff. Examples of small PMO are Ireland with 3 to 4 advisors who are politically appointed and a handful of professional civil servants, Norway has 9 civil servants and 5 political advisors,

Austria 30, Canada 85 and Germany 453 in the Chancellor's office. In 1930 the White House staff in the USA were three confidential secretaries, a stenographer, and a handful of clerks. Number of White House staff started expanding since Rossevelt's election victory in 1932 with the creation of Executive Office of the Presidency under the Reorganization Act of 1939. Sixty years later the requirements of the US presidency have generated a staff that is the size of a large village. Critics raise questions about whether PMO in Bangladesh is heading for the creation of a large village in competition with that of the US presidency.

These are the few facts and information on the ministries of different countries as well as of Bangladesh. The size of the newly elected government in Bangladesh does not reveal a good start. For delivery of better service to the nation, establishing good governance with transparent and accountable supervision & monitoring system the number of ministries should be within 17. All of us are talking about reduction in the size of the Government as well as public sectors. The Finance Minister of the new Government in Bangladesh (2001-2006), since day one, has been blaming the large size of the public sector and started closing the branches of Nationalized Commercial Banks, has however, closed his mouth to comment on the largest size of the Cabinet in the World's poorest country. It is perceived that the function of public sector reform first should start from reshaping the form of Cabinet from functional viewpoint. After functional analysis of GoB organs, the number of ministries should range from 12-17, which was proven to be smooth working during three caretaker Governments of Bangladesh in the years 1991, 1996 and 2001 in addition to the living examples from OECD practices. Functional analysis of GoB organs does not support current huge size of the cabinet when the Finance Minister is downsizing Annual Development Program for the welfare of the common people. This situation has created alternate powerhouses, family governments within the government, and Prime Minister's office in Bangladesh administration turned into a parallel to the elected government. Ultimately the key decisions appeared to have been taken beyond the knowledge of the main cabinet and has created enabling environment for massive corruption and facilitate destruction of credible public institutions.

This paper presented various data illustrating this increase in government growth and then focused on several economic theories that attempt to explain this growth. The theories fit into one of two philosophies of government growth: either (i) the growth of government is driven by citizen demand or (ii) the growth in government is a result of government itself, brought on by inherent inefficiencies in the public sector, the personal incentives of public officials, and representative democracy. The theories discussed in this article are not the only theories on

Government of Bangladesh Proposed size of the Cabinet

Prime Minister

Education ICT Science & Techno Cultural Youth & Sports Education Infrastructure	Human Resource Dev Employment stablishment Training & Development	Finance and Planning	National Ressources Mangt Energy & Mineral Resources Land, Water, Forest & Environment Energy Infrastructure	Industry Commerce SME Textile & RMG Jute, Economic Zone EPZ and Infrastructure	National Defense and Defense infrastructure

Health & Family Welfare Health Infrastructure	Public Works Housing Town Planning Rural Development	Communications Road & Highways Railway Bridges Port & Shipping Civil Aviation	Foreign Relations and Foreign Employment	Internal Security Law and Order	Agriculture Food Fisheries & Livestock	Gender Minority & Children Affairs

Social Welfare Religion Minority Mental and Physical Disadvantaged Disaster Relief	News Media Statistics Tourism Information Technology	Law Justice & Parliamentary Affairs	Local Government Rural Development Rural Communications Cooperatives

government growth that have been raised. Researchers have suggested that electoral cycles, in conjunction with citizen demand, may play a role in the size and growth of government (Downs, 1957, and Coughlin, 1992). The expansion of the voting franchise, an arguably more controversial explanation for government growth, was suggested by Meltzer and Richard (1981); their idea is that groups of individuals that were given the right to vote were typically from the lower end of the income distribution and demanded greater government services. Although each theory was presented here as a stand-alone explanation for government size and growth, the complexity of the public sector and the political process as well as the limits of empirical economic analysis suggest that government growth is likely to be a function of some or all of the above theories. In addition, many of the theories do a better job at either explaining size or growth, but do not adequately explain the current size of government or its growth over time. Some of the theories have not withstood empirical tests, and debate continues as to whether this is a result of incorrect theory or incorrect empirical modeling. The challenge for economists and political scientists is to formulate a single cohesive theory that accounts for all aspects of the citizen-over-state and state-over-citizen theories presented here.

7. Concluding remarks

This paper have shown that most recent studies published in scientific journals tend to find a negative relationship between total government size and economic growth in rich countries. This stands in stark contrast to scholars such as Lindert (2004) and Madrick (2009), who have argued in book length treatments that there is no tradeoff between economic growth and government size. Studies that disaggregate taxes and expenditure typically seem to find that if the policy objective is economic growth then there are two consequences: First, that direct taxes on income are worse than indirect taxes, and second, that social transfers are worse than public expenditure on investment including human capital, which, if anything, increases growth.

Hence, results do not imply that government must shrink for growth to increase. There is potential for increasing growth by restructuring taxes and expenditure so that the negative effects on growth for a given government size are minimized. Furthermore, countries tend to cluster to institutions that go well together. As stressed by many observers (e.g. Freeman 1995), the Swedish welfare state can be seen as an economic model defined by a unique mix of institutions. The specific mix of institutions and the emergent idiosyncratic interactions among them are key determinants of economic performance.

Both the Scandinavian and the Anglo-Saxon welfare states seem able to deliver high growth rates for very different levels of government size. This does not mean low-tax countries can increase taxes without expecting negative effects on growth, nor that the various mechanisms by which high taxes distort the economy do not apply in Scandinavia. A more incisive interpretation is that there is something omitted from the analysis that explains how Scandinavian countries combine high taxes and high economic growth. We have suggested two such explanations—compensation using growth friendly policies and benefits from high historical trust (lack of apprehension) levels—but these at best remain only speculative, with ambiguous policy implications. Even if the debate regarding the existence of a correlation between growth and aggregate government size in rich countries now seems more or less settled, the research on policy change, institutions and growth is progressing rapidly. Bangladesh, to become a middle income country needs to formulate strategy considering the best practices keeping close tie with the East Asian experiences like South Korea, Malaysia and many other Asian examples of development models.

Bibliographies

Abdiweli, Ali M. (2003). Institutional Differences as Sources of Growth Differences. *Atlantic Economic Journal* 31 (4): 348–362.

Afonso, Antonio, and DavideFurceri (2010). Government Size, Composition, Volatility and Economic Growth. *European Journal of Political Economy* 26 (4): 517–532.

Agell, Jonas (1996). Why Sweden's Welfare State Needed Reform. *Economic Journal* 106 (439): 1760–1771.

Agell, Jonas, Henry Ohlsson, and Peter Skogman Thoursie (2006). Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries: A Comment. *European Economic Review* 50 (1): 211–219.

Agell, Jonas, Thomas Lindh, and Henry Ohlsson (1997). Growth and the Public Sector: A Critical Review Essay. *European Journal of Political Economy* 13 (1): 33–52.

Aghion, Philippe, Yann Algan, Pierre Cahuc, and Andrei Shleifer (2010b). Regulations and Distrust. *Quarterly Journal of Economics* 125 (3): 1015–1049.

Ahlbrandt, Roger S. Jr. "Efficiency in the Provision of Fire Services." *Public Choice*, Fall 1973, *16*, pp. 1-15.Baumol, William J. "The Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis." *American Economic Review*, June 1967, *57*(3), pp. 415-26.

Aigner, D., F. Schneider & D. Ghosh (1988), 'Me and My Shadow: Estimating the Size of the Hidden Economy From Time Series Data', pp. 297-334 in W. Barnett et al. (eds), Dynamic EconometricModelling: Proceedings of the Third International Symposium in Economic Theory and Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge.

Aiken, Leona S., and Stephen G. West (1991): Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions. Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage.

Alesina, Alberto, and Romain Wacziarg (1998). Openness, Country Size and Government. *Journal of Public Economics* 69 (3): 305–321.

Algan, Yann, Pierre Cahuc, and André Zylberberg (2002): Public Employment and Labour Market Performance. Economic Policy 34: 9-65.

Anderson, John E., and Hendrik van den Berg (1998): Fiscal Decentralization and Government Size: An International Test for Leviathan Accounting for Unmeasured Economic Activity. International Tax and Public Finance 5: 171-186.

Arellano, Manuel, and Olympia Bover (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models. *Journal of Econometrics* 68 (1): 29–51.

Arellano, Manuel, and Stephen Bond (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. *Review of Economic Studies* 58 (2): 277–297.

Armey, Dick (1995). *The Freedom Revolution*. Washington, DC: Regnery Publishing.

Asoni, Andrea (2008). Protection of Property Rights and Growth as Political Equilibria. *Journal of Economic Surveys* 22 (5): 953–987.

Atkinson, Paul, and Paul van den Noord (2001): Managing Public Expenditure: Some Emerging Policy Issues and a Framework for Analysis. Economics Department Working Papers 285. Paris: OECD.

Ayal, Eliezer B., and Georgios Karras (1998). Components of Economic Freedom and Growth: An Empirical Study. *Journal of Developing Areas* 32 (3): 327–338.

Ballard, C. & D. Fullerton (1992), 'Distortionary Taxes and the Provision of Public Goods', Journal of Economic Perspectives 6: 117-31.

Barro, Robert J, and Xavier Sala-i-Martin (2004). *Economic Growth*. 2nd edition. Cambridge and London: MIT Press.

Barro, Robert J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy* 98 (5): 103–125.

Barro, Robert J. (1997). *Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study*. Cambridge, MA: MIT Press.

Barro, Robert J. "Democracy and Growth." *Journal of Economic Growth* 1 (1996): 1-27.

Barro, Robert J. "Economic Growth in a Cross Section of Countries." *National Bureau of Economic Research Working Paper* #3120 (1989).

Barro, Robert J. "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth." *Journal of Political Economy* 98 (1990): S103-S125.

Barro, Robert J. and Lee, Jong-Wha. "International Comparisons of Educational Attainment." *Journal of Monetary Economics* 32 (1993): 363-394.

Barro, Robert J. and Sala-i-Martin, Xavier. *Economic Growth*. New York: McGraw Hill, 1995.

Barth, James R. and Bradley, Michael D. "The Impact of Government Spending on Economic Activity." *George Washington University Manuscript* (1987).

Bauer, P.T. *Dissent on Development: Studies and Debates in Development Economics*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972.

Baumol, William J. (1967): The Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis. American Economic Review 57: 415-426.

Beck, Nathaniel (2001): Time-Series-Cross-Section Data: What Have We Learned in the Past Few Years? Annual Review of Political Science 4: 271-293.

Beck, Nathaniel, and Jonathan N. Katz (1995): What to Do (and Not to Do) with Time-Series Cross-Section Data. American Political Science Review 89: 634-647.

Beck, Nathaniel, and Jonathan N. Katz (1996): Nuisance vs. Substance: Specifying and Estimating Time-Series-Cross-Section Models. Pp. 1-36 in John R. Freeman (ed.): Political Analysis. Volume 6. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Becker, Gary S. "A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence." *Quarterly Journal of Economics*, August 1983, *98*(3), pp. 371- 400.

Bendor, Jonathan; Taylor, Serge and Van Gaalen, Roland. "Bureaucratic Expertise versus Legislative Authority: A Model of Deception and Monitoring in Budgeting." *American Political Science Review*, December 1985, *79*(4), pp. 1041-60.

Bennett, James T. and Johnson, Manuel H. "Public versus Private Provision of Collective Goods and Services: Garbage Collection Revisited." *Public Choice*, 1979, *34*(1), pp. 55-63.

Berggren, Niclas, and Henrik Jordahl (2005). Does Free Trade Really Reduce Growth? Further Testing Using the Economic Freedom Index. *Public Choice* 122 (1–2): 99–114.

Bergh, Andreas, and Christian Bjørnskov (2011). Historical Trust Levels Predict Current Welfare State Size. *Kyklos*, forthcoming.

Bergh, Andreas, and Martin Karlsson (2010). Government Size and Growth: Accounting for Economic Freedom and Globalization. *Public Choice* 142 (1–2): 195–213.

Bergh, Andreas, and Nina Öhrn (2011). Growth Effects of Fiscal Policies: A Critique of Colombier. Mimeo. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

Berk, Richard A., Bruce Western, and Robert E. Weiss (1995): Statistical Inference for Apparent Populations. Pp. 421-458 in Peter V. Marsden (ed.): Sociological Methodology. Volume 25. Washington: American Sociological Association.

Bernauer, Thomas, and Christoph Achini (2000): From 'Real' to 'Virtual' States? Integration of the World Economy and its Effects on Government Activity. European Journal of International Relations 6: 223-276.

Besley, Timothy, and Torsten Persson (2009). The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Policy. *American Economic Review* 99(4): 1218–1244.

Bird, R. (1991), 'More Taxing Than Taxes: An Introduction', in R. Bird (ed.), More Taxing Than Taxes, Institute for Contemporary Studies, San Francisco.

Bjørnskov, Christian (2009). Economic Growth. In Gert T. Svendsen and Gunnar L. H. Svendsen, eds., *Handbook of Social Capital*. Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar, 337–353.

Blais, André, Donald Blake, and Stéphane Dion (1993): Do Parties Make a Difference? Parties and the Size of Government in Liberal Democracies. American Journal of Political Science 37: 40-62.

Blais, André, Donald Blake, and Stéphane Dion (1996): Do Parties Make a Difference? A Reappraisal. American Journal of Political Science 40: 514-520.

Blundell, Richard, and Stephen Bond (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. *Journal of Econometrics* 87 (1): 115–143.

Bollen, Kenneth A. (1995): Apparent and Nonapparent Significance Tests. Pp. 459-468 in Peter V. Marsden (ed.): Sociological Methodology. Vol. 25. Washington: American Sociological Association.

Bradley, David, Evelyne Huber, Stephanie Moller, Francois Nielsen, and John D. Stephens (2003). Distribution and Redistribution in Postindustrial Democracies. *World Politics* 55 (4): 193–228.

Branson, J. & C. Lovell (1997), A Growth Maximising Tax Burden and Tax Mix for New Zealand, Inland Revenue, Wellington (March) (Working Papers on Monitoring the Health of the Tax Sys-tem No. 30).

Brennan, Geoffrey and Buchanan, James M. "Towards a Tax Constitution for Leviathan." J*ournal of Public Economics*, December 1977, *8*(3), pp. 255-73.

Brennan, Geoffrey and Buchanan, James M. *The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

Breton, Albert. *The Economic Theory of Representative Government*. Chicago: Aldine, 1974. Buchanan, James. *Public Finance in DemocraticProcesses*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1967.

Browning, Edgar K. "The Marginal Cost of Public Funds." *Journal of Political Economy* 84 (1976): 283-298.

Buchanan, James M. (1980). Rent-Seeking and Profit-Seeking. In James M. Buchanan and Gordon 21 Tullock, eds., *Toward a Theory of the Rent-Seeking Society*. College Station, TX: Texas A&M University Press.

Budge, Ian, and Judith Bara (2001): Introduction: Content Analysis and Political Texts. Pp. 1-18 in Ian Budge, Hans-Dieter Klingemann, Andrea Volkens, Judith Bara, and Eric Tanenbaum (eds.): Mapping Policy Preferences. Estimates for Parties, Electors, and Governments 1945-1998. Oxford: Oxford University Press.

Budge, Ian, Hans-Dieter Klingemann, Andrea Volkens, Judith Bara, and Eric Tanenbaum (2001, eds.): Mapping Policy Preferences. Estimates for Parties, Electors, and Governments 1945-1998. Oxford: Oxford University Press.

Cameron, David (1982). On the Limits of the Public Economy. *Annals of the Academy of Political and Social Science* 459 (1): 46–62.

Cameron, David R. (1984): Social Democracy, Corporatism, Labour Quiescence, and the Representation of Economic Interest in Advanced Capitalist Society. Pp. 143-178 in John H. Goldthorpe (ed.): Order and Conflict in Contemporary Capitalism. Oxford: Oxford University Press.

Campbell, Collin (1996) " Central Guidance in a Ghanaian Executive Branch" Workshop for Senior Managers, Ghananian National Institutional Renewal Program, Accara, Ghana.

Caragata, P. & D. Giles (1996), Simulating the Relationship Between the Hidden Economy and the Tax Mix in New Zealand, Inland Revenue, Wellington (November) (Working Papers on Moni-toring the Health of the Tax System No. 22). Patrick J. Caragata 286

Caragata, P. & J. Small (1996a), Tax Burden Effects on Output Growth in New Zealand: A Non-Linear Dynamic Model, Inland Revenue, Wellington (December) (Working Papers on Monitor-ing the Health of the Tax System No. 24). (1996b), The Tax Burden, The Tax Mix and Output Growth in New Zealand: A Tax Mix Model, Inland Revenue, Wellington (December) (Working Papers on Monitoring the Health of the Tax System No. 25).

Caragata, P. (1997), The Economic and Compliance Consequences of Taxation: A Report on the Health of the Tax System in New Zealand, Inland Revenue, Wellington. (This report was published under the same title by Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, in July 1998.)

Castles, Francis G. (2001): On the Political Economy of Recent Public Sector Development. Journal of European Social Policy 11: 195-211.

Castles, Francis G., and Peter Mair (1984): Left-Right Political Scales: Some 'Expert' Judgements. European Journal of Political Research 12: 73-88.

Chernick, Howard. "An Econometric Model of the Distribution of Project Grants," in P. Mieszkowski and W. Oakland, eds., Fiscal Federalism and Grantsin- Aid. Washington, DC: The Urban Institute, 1979.

Clark, C. (1945), 'Public Finance and Changes in the Value of Money', Economic Journal 55: 371-89.

Clarkson, Kenneth W. "Some Implications of Property Rights in Hospital Management." *Journal of Law and Economics*, October 1972, *15*(2), pp. 363-84.

Colombier, Carsten (2009). Growth Effects of Fiscal Policies: An Application of Robust Modified M-Estimator. *Applied Economics* 41 (7): 899–912.

Coughlin, Peter. *Probabilistic Voting Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Cox, J. (1998), Towards Personal Independence and Prosperity: Income Support for Persons of Working Age in New Zealand, New Zealand Business Roundtable, Wellington.

Cusack, Thomas R. (1991): The Changing Contours of Government. FIB Paper P91-304. Berlin: Wissenschaftszentrum für Sozialforschung.

Cusack, Thomas R. (1997): Partisan Politics and Public Finance: Changes in Public Spending in the Industrialized Democracies, 1955-1989. Public Choice 91: 375-395.

Cusack, Thomas R., and Susanne Fuchs (2002): Ideology, Institutions, and Public Spending. Discussion Paper P02-903. Berlin: Wissenschaftszentrum für Sozialforschung.

Dar, A. Atul, and Saleh AmirKhalkhali (2002). Government Size, Factor Accumulation, and Economic Growth: Evidence from OECD Countries. *Journal of Policy Modeling* 24 (7–8): 679–692.

Dawson, John W. (2003). Causality in the Freedom-Growth Relationship. *European Journal of Political Economy* 19 (3): 479–495.

De Haan, Jakob, and Jan-Egbert Sturm (2000). On the Relationship between Economic Freedom and Economic Growth. *European Journal of Political Economy* 16 (2): 215–241.

De Tocqueville, A. (1835/1945), Democracy in America, Vol. 2, Addison-Wesley, Reading, Mass.

Diewert, W. & D. Lawrence (1994), The Marginal Costs of Taxation in New Zealand, Swan Consultants, Canberra. (1995), 'The Excess Burden of Taxation in New Zealand', Agenda 2: 27-34.

Dincer, Oguzhan C., and Eric M. Uslaner (2010). Trust and Growth. *Public Choice* 142 (1): 59–67.

Doppelhofer, Gernot, Ronald Miller, and Xavier Sala-i-Martin. 2004. Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach. *American Economic Review* 94 (4): 813–835.

Doucouliagos, Chris, and Mehmet A. Ulubasoglu (2006). Economic Freedom and Economic Growth: Does Specification Make a Difference? *European Journal of Political Economy* 22 (1): 60–81.

Downs, Anthony. "Problems of Majority Voting: In Defense of Majority Voting," *Journal of Political Economy*, April 1961, *69*(2), pp. 192-99.

Downs, Anthony. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper and Row, 1957.

Durevall, Dick, and Magnus Henrekson (2010). The Futile Quest for a Grand Explanation of Long-Run Government Expenditure. IFN Working Paper No. 818. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

Ekelund, Robert and Tollison, Robert. "The Interest Group Theory of Government," in William Shughart and Laura Razzolini, eds., *The Elgar Companion To Public Choice*. Northhampton: Edward Elgar, 2001, pp. 357-78.

Esping-Andersen, Gøsta (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Feldstein, M. (1995), Tax Avoidance and the Deadweight Loss of the Income Tax, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass. (Working Paper No. 5055). (1996), How Big Should Government Be?, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass. (Working Paper No. 5868).

Feldstein, Martin. S. (2006). The Effect of Taxes on Efficiency and Growth. NBER Working Paper 12201. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

Ferris, J. Stephen and West, Edwin G. "Cost Disease verses Leviathan Explanations of Rising Government Costs: An Empirical Investigation." *Public Choice*, March 1999, *98*(3-4), pp. 307-16.

Fisher, Ronald. *State and Local Public Finance*. Chicago: Irwin, 1996.

Fölster, Stefan, and Magnus Henrekson (2001). Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries. *European Economic Review* 45 (8): 1501–1520.

Fölster, Stefan, and Magnus Henrekson (2006). Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries: A Reply. *European Economic Review* 50 (1): 219–222.

Freeman, Richard B. (1995). The Large Welfare State as a System. *American Economic Review* 85 (2): 16–21.

Friedman, Milton and Schwartz, Anna J. *A Monetary History of the United States, 1867-1960*. Princeton: Princeton University Press, 1963.

Friedman, Thomas (2005). *The World Is Flat: A Brief History of the Globalized World in the Twenty-first Century*. London: Allen Lane.

Garrett, Thomas A. and Rhine, Russell M. "Social Security verses Private Retirement Accounts: A Historical Analysis." Federal Reserve Bank of St. Louis *Review*, March/April 2005, *87*(2), Part 1, pp. 103-21.

Geography and Integration in Economic Development. *Journal of Economic Growth* 9 (2): 131–165.

Giles, D. (1996), Measuring the Size of the Hidden Economy and the Tax Gap in New Zealand: An Econometric Analysis, Inland Revenue, Wellington (December) (Working Papers on Monitoring the Health of the Tax System No. 5 [revised]). (Forthcoming in Empirical Economics.) & P. Caragata (1996), The Learning Path of the Hidden Economy: Tax and Growth Effects in New Zealand, Inland Revenue, Wellington (August) (Working Papers on Monitoring the Health of the Tax System No. 21).

Glaeser, Edward L., Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer (2004). Do Institutions Cause Growth? *Journal of Economic Growth* 9 (3): 271–303.

Gordon, Peter, and Lanlan Wang (2004). Does Economic Performance Correlate with Big Government? *Econ Journal Watch* 1 (2): 192–221.

Grier, Kevin B. and Tullock, Gordon. "A Empirical Analysis of Cross-National Economic Growth, 1950-1980." *California Institute of Technology Manuscript* (1987).

Grier, Kevin B., and Gordon Tullock (1989). An Empirical Analysis of Cross-National Economic Growth, 1951–80. *Journal of Monetary Economics* 24 (2): 259–276.

Grossman, Philip J. "Government and Economic Growth: A Non-Linear Relationship." *Public Choice* 56 (1988): 193-200.

Gwartney, James and Lawson, Robert. *Economic Freedom of the World: 1997 Annual Report.* Vancouver, B.C., Canada: Fraser Institute, 1997.

Gwartney, James and Stroup, Richard L. *Microeconomics: Private and Public Choice*. 8th Edition. Chicago: Dryden Press, 1997.

Gwartney, James D., Randall G. Holcombe, and Robert A. Lawson (2004). Economic Freedom, Institutional Quality, and Cross-Country Differences in Income and Growth. *Cato Journal*, 24 (3): 205–233.

Gwartney, James D., Robert A. Lawson, and Seth Norton (2008). *Economic Freedom of the World: 2008 Annual Report*. The Fraser Institute. Data retrieved from www.freetheworld.com.

Gwartney, James, Lawson, Robert and Block, Walter. *Economic Freedom of the World: 1975- 1995*. Vancouver, B.C., Canada: Fraser Institute, 1996.

Hamilton, Bruce W. "The Fly Paper Effect and Other Anomalies." *Journal of Public Economics*, December 1983, *22*(3), pp. 347-61.

Hansson, Pär, and Magnus Henrekson (1994). A New Framework for Testing the Effect of Government Spending on Growth and Productivity. *Public Choice* 81 (3–4): 381–401.

Hayek, Frederick A. von. *The Road to Serfdom*. London: George Routledge and Sons, 1944.

Hines, James R. Jr. and Thaler, Richard H. "The Fly Paper Effect." *The Journal of Economic Perspectives*, Fall 1995, *9*(4), pp. 217-26.

Hobbes, Thomas. *Leviathan.* New York, NY: E.P. Dutton, 1950 (orig. 1651).Keefer, Philip and Knack, Stephen. "Why Don't Poor Countries Catch Up? A Cross-National Test of an Institutional Explanation." *Economic Inquiry* 35 (1997): 590-602.

Holcombe, Randall G. and Lacombe, Donald J. "Interests versus Ideology in the Ratification of the 16th and 17th Amendments." *Economics and Politics*, July 1998, *10*(2), pp. 143-59.

Hotelling, Harold. "Stability in Competition." *Economic Journal*, March 1929, *39*(153), pp. 41-Kemper, Peter and Quigley, John M. *The Economics of Refuse Collection*. Cambridge, MA: Balinger, 1976.

Iversen, Torben (2005). *Capitalism, Democracy and Welfare*. New York: Cambridge University Press.

James S. Guesh (1997) *Government Size and Economic Growth in Developing Countries: A Political-Economy Framework Journal of Macroeconomics,* Winter 1997, Vol. 19, No. 1, pp. 175–192 175 Copyright _ 1997 by Louisiana State University Press

Keynes, J. (1936), The General Theory of Employment Interest and Money, Macmillan, London.

Keynes, John Maynard. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. New York: Harcourt Brace, 1936.

King, Robert G., and Sergio Rebelo (1990). Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications. *Journal of Political Economy* 98 (5): 126–150. 22

Kirzner, Israel M. "Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach." *Journal of Economic Literature* 35 (1997): 60-85. 30 A JOINT ECONOMIC COMMITTEE STUDY

Kirzner, Israel M. *Competition and Entrepreneurship*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1973.

Kliesen, Kevin. "Big Government. The Comeback Kid?" Federal Reserve Bank of St. Louis *Regional Economist*, January 2003.

Knack, Stephen (1999). Social Capital, Growth and Poverty: A Survey of Cross-Country Evidence. World Bank Social Capital Initiative Working Paper No. 7.

Knack, Stephen and Keefer, Philip. "Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures." *Economics and Politics* 7 (1995): 207-227.

Knack, Stephen, and Philip Keefer (1995). Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures. *Economics and Politics* 7 (3): 207–227.

Kormendi, Roger C. and Meguire, Philip G. "Macroeconomic Determinants of Growth: Cross- Country Evidence." *Journal of Monetary Economics* 16 (1985): 141-163.

Kreuger, Anne O. "The Political Economy of the Rent-Seeking Society." *American Economic Review* 64 (1974): 291-303.

Kreuger, Anne O. "Trade Policy and Economic Development: How We Learn," *American Economic Review* 87, 1 (March 1997): 1-22

Kreuger, Anne O. *Political Economy of Policy Reform in Developing Countries.* Cambridge: MIT Press, 1993.

Kristov, Lorenzo; Lindert, Peter and McClelland, Robert. "Pressure Groups and Redistribution." *Journal of Public Economics*, July 1992, *48*(2), pp. 135-63.

Kuhn, T. (1962/1970), The Structure of Scientific Revolutions, 2nd ed., University of Chicago Press, Chicago.

Kumlin, Staffan, and Bo Rothstein (2005). Making and Breaking Social Capital: The Impact of Welfare-State Institutions. *Comparative Political Studies* 38 (4): 339–365.

Landau, Daniel. "Government and Economic Growth in the Less Developed Countries: An Empirical Study for 1960-1980." *Economic Development and Cultural Change* 35 (1986): 68.

Landau, Daniel. "Government Expenditures and Economic Growth: A Cross-Country Study." *Southern Economic Journal* 49 (1983): 783-792.

Landau, David (1983). Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Southern Economic Journal* 49 (3): 783–792

Lehmbruch, Gerhard (1979): Consociational Democracy, Class Conflict and the New Corporatism. Pp. 54-61 in Philippe C. Schmitter and Gerhard Lehmbruch (eds.): Trends toward Corporatist Intermediation. London/Beverly Hills: Sage.

Lehmbruch, Gerhard (1984): Concertation and the Structure of Corporatist Networks. Pp. 60-80 in John H. Goldthorpe (ed.): Order and Conflict in Contemporary Capitalism. New York: Oxford University Press.

Lehmbruch, Gerhard, and Philippe C. Schmitter (1982, eds.): Patterns of Corporatist Policy Making. London/Beverly Hills: Sage.

Lehner, Franz (1987): Interest Intermediation, Institutional Structures and Public Policy. Pp. 54-82 in Hans Keman, Heikki Paloheimo, and Paul F. Whiteley (eds.): Coping with the Economic Crisis. Alternative Responses to Economic Recession in Advanced Industrial Societies. London/Newbury Park/Beverly Hills/New Delhi: Sage.

Leibfritz, W., J. Thornton & A. Bibbee (1997), Taxation and Economic Performance, OECD, Paris (Economics Department Working Papers No. 176).

Levine, Ross, and David Renelt (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. *American Economic Review* 82 (4): 942–963.

Lijphart, Arend (1999): Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press.

Lijphart, Arend, and Markus M. Crepaz (1991): Corporatism and Consensus Democracy in Eighteen Countries: Conceptual and Empirical Linkages. British Journal of Political Science 21: 235-256.

Lindert, Peter H. (2004). *Growing Public*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lover; Michael; and Kenneth Shepsle; eds (1994). Cabinet Ministers and Parliamentary Government. New York: Cambridge University Press.

Lucas, Robert E., Jr. "On the Mechanics of Economic Development." *Journal of Monetary Economics* 22 (1988): 3-42.

Mackie, Thomas and Hogwood, Brian (1985)" unlocking the cabinet: Cabinet structures in comparative perspective. London: Sage.

Madrick, Jeff (2009). *The Case for Big Government*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Manning, Nick; and Barma, Naazneen; (1999)."Cabinet Government Model: Technical Note" World Bank Public Sector Management Division, Washington, DC.

Manning, Nick; Barma, Nazneen; Blondel, Jean; Pilichowski; Elsa; Wright; Vincent (1999) Strategic Decisionmaking in Cabinet Government: Institutional Underpinnings and obstacles The World Bank.

Marlow, Michael L. (1986). Private Sector Shrinkage and the Growth of Industrialized Economies. *Public Choice* 49 (2): 143–154.

Martin, Dolores T. and Wagner, Richard E. "The Institutional Framework for Municipal Incorporations: An Economic Analysis of Local Agency Formation Commissions in California." *Journal of Law and Economics*, October 1978, *21*(2), pp. 409-25.

Martin, Hans-Peter, and Harald Schumann (1997). *The Global Trap: Globalization and the Assault on Prosperity and Democracy*. London and New York: Zed Books.

McCormick, Robert and Tollison, Robert. *Politicians, Legislation, and the Economy: An Inquiry into the Interest Group Theory of Government.* Boston: Martinus Nijhoff, 1981.

Meltzer, Allan H. and Richard, Scott F. "A Rational Theory of the Size of Government." *Journal of Political Economy*, October 1981, *89*(5), pp. 914-27.

Meltzer, Allan H. and Richard, Scott F. "Tests of a Rational Theory of the Size of Government." *Public Choice*, 1983, *41*(3), pp. 403-18.

Meltzer, Allan H. and Richard, Scott F. "Why Government Grows (and Grows) in a Democracy." *Public Interest*, Summer 1978, *52*, pp. 111-18.

Milestone Documents in the National Archives. Washington, DC: 1995, pp. 69-73.

Miller, Preston J. (ed.) *The Rational Expectation Revolution: Readings From the Front Line*. Cambridge, MA: MIT Press, 1994.

Moe, Terry M. *The Organization of Interests: Incentives and the Internal Dynamics of Political Interest Groups*. Chicago: University of ChicagoPress, 1980.

Morgan, W. "Investor Owned vs. Publicly Owned Water Agencies: An Evaluation of the Property Rights Theory of the Firm." *Water Resources Bulletin*, 1977, *13*(4), pp. 775-81.

Mueller, Dennis and Murrell, Peter. "Interest Groups and the Political Economy of Government Size," in Francesco Forte and Alan Peacock, eds., *Public Expenditures and Government Growth*. Oxford: Basil Blackwell, 1985.

Mueller, Dennis C. and Murrell, Peter. "Interest Groups and the Size of Government." *Public Choice*, 1986, *48*(2), pp. 125-45. National Archives and Records Administration.

Mueller, Dennis C. *Public Choice III*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Nannestad, Peter (2008). What Have We Learned About Generalized Trust, If Anything? *Annual Review of Political Science* 11: 413–437.

Nelson, Michael A. "Searching for Leviathan: Comment and Extension." *American Economic Review*, March 1987, *77*(1), pp. 198-204.

Nelson, Michael, A., and Ram D. Singh (1998). Democracy, Economic Freedom, Fiscal Policy, and Growth in LDCs: A Fresh Look. *Economic Development and Cultural Change* 46 (3): 677–96.

Niskanen, William. "Bureaucracy," in William Shughart and Laura Razzolini, eds., *The Elgar Companion To Public Choice*. Northhampton: Edward Elgar, 2001. Oates, Wallace E. *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.

Niskanen, William. *Bureaucracy and Representative Government*. Chicago: Aldine-Atherton, 1971.

North, Douglass C. (1987). Institutions, Transaction Costs and Economic Growth. *Economic Inquiry* 25 (3): 419–428.

North, Douglass C. *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge: MA: Cambridge University Press, 1990.

Oates, Wallace E. "On the Nature and Measurement of Fiscal Illusion: A Survey," in G. Brennan et al., eds., *Taxation and Fiscal Federalism: Essays in Honour of Russell Mathews*. Sydney: Australian National University Press, 1988.

Oates, Wallace E. "Searching for Leviathan: An Empirical Study." *American Economic Review*, September 1985, *75*(4), pp. 748-57.

OECD (2009a). *Regions at a Glance*. 2009 Edition. Paris: OECD.

OECD (2009b.) *Revenue Statistics 2009*. Paris: OECD.

Olson, M. 1996, 'Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich, and Others Poor', Journal of Economic Perspectives 10: 3-24.

Olson, Mancur (1982). *The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities.* New Haven, CN.: Yale University Press.

Olson, Mancur. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge: Harvard University Press, 1965.Peltzman, Sam. "The Growth of Government." *Journal of Law and Economics*, October 1980, *23*(2), pp. 209-87.

Osborne, D. & T. Gaebler (1992), Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Addison-Wesley, Reading, Mass.

Ostrom, Charles W. (1990): Time Series Analysis. Regression Techniques. Newbury Park/London/New Delhi: Sage.

Pande, Rohini, and Christopher Udry (2005). Institutions and Development: A View from Below. Economic Growth Center Discussion Paper No. 928, Yale University.

Pappi, Franz U. (1990): Politischer Tausch im Politikfeld, Arbeit' – Ergebnisse einer Untersuchung der deutschen Interessengruppen und politischen Akteure auf Bundesebene. Pp. 157-189 in Thomas Ellwein, Joachim J. Hesse, Renate Mayntz, and Fritz W. Scharpf (eds.): Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft. Band 4. Baden-Baden: Nomos.

Patrick J. Caragata (1998) study on From Welfare State to Optimal Size of Government: A Paradigm Shift for

Peden, E. (1991), 'Productivity in the United States and its Relationship to Government Activity: An Analysis of 57 Years, 1929-1986', Public Choice 69: 153-73.

Peden, Edgar A. "Productivity in the United States and Its Relationship to Government Activity: An Analysis of 57 Years, 1929-1986." *Public Choice* 69 (1991): 153-173.

Peden, Edgar A. and Bradley, Michael D. "Government Size, Productivity, and Economic Growth: The Post-War Experience." *Public Choice* 61 (1989): 229-245.

Pennings, Paul (2002): Voters, Elections and Ideology in European Democracies. Pp. 99-121 in Hans Keman (ed.): Comparative Democratic Politics. A Guide to Contemporary Theory and Research. London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage. Lybeck, Johan A. (1988): Comparing Government Growth Rates: The Non-Institutional vs. the Institutional Approach. Pp. 29-48 in Johan A. Lybeck and Magnus Henrekson (eds.): Explaining the Growth of Government. Amsterdam: North Holland.

Persson, Torsten, and Guido Tabellini (1999): The Size and Scope of Government: Comparative Politics with Rational Politicians. European Economic Review 43: 699-735.

Peters, B. Guy, and Martin O. Heisler (1983): Thinking About Public Sector Growth: Conceptual, Operational, Theoretical, and Policy Considerations. Pp. 177-198 in Charles L. Taylor (ed.): Why Governments Grow. Measuring Public Sector Size. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage.

Plosser, Charles I. (1992). The Search for Growth. In *Policies for Long-Run Economic Growth: A Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City*. Jackson Hole, Wyoming, August 27–29. Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City.

Podestà, Federico (2002): Recent Developments in Quantitative Comparative Methodology: The Case of Pooled Time Series Cross-Section Analysis. DSS Papers SOC 3-02. Brescia: Department of Sociology, University of Brescia. http://fausto.eco.unibs.it/~segdss/paper/pode202.pdf (21.07.2002).

Public Administration Reform Committee, Government of Bangladesh (2000).

Public Policy Agenda, Volume 5, Number 3, 1998, pages 277-287

Quah, Danny T. "Convergence Empirics Across Economies with (Some) Capital Mobility." *Journal of Economic Growth* 1 (1996): 95-124.

Quinn, Dennis (1997): The Correlates of Change in International Financial Regulation. American Political Science Review 91: 531-551.

Rodrik, Dani (1998): Why Do More Open Economies Have Bigger Governments? Journal of Political Economy 106: 997-1032.

Rodrik, Dani (2007). *One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth* Princeton University Press.

Rodrik, Dani, Arvind Subramanian, and Francesco Trebbi (2004). Institutions Rule: The Primacy of Institutions over

Rodrik, Dani. "Why Do More Open Economies Have Bigger Governments," *Journal of Political Economy*, October 1998, *106*(5), pp. 997-1032.

Romer, Paul M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy* 94 (5): 1002–1037.

Romer, Paul M. "Endogenous Technological Change." *Journal of Political Economy* 98 (1990): S71-S102.

Romero-Avila, Diego, and Rolf Strauch (2008). Public Finances and Long-Term Growth in Europe: Evidence from a Panel Data Analysis. *European Journal of Political Economy* 24 (1): 172–191.

Roodman, David (2009). A Note on the Theme of Too Many Instruments. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 71 (1): 135–158.

Rose, Andrew K. (2006). Size Really Doesn't Matter: In Search of a National Scale Effect. *Journal of the Japanese and International Economies* 20 (4): 482–507.

Rose, Richard (1983): Disaggregating the Concept of Government. Pp. 157-176 in Charles L. Taylor (ed.): Why Governments Grow. Measuring Public Sector Size. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage.

Rothbard, Murray N. *For a New Liberty.* New York, NY: Macmillan, 1973.

Roubini, Nouriel, and Jeffrey Sachs (1989): Government Spending and Budget Deficits in the Industrial Countries. Economic Policy 4: 100-132.

Sala-i-Martin, Xavier (1997). I Just Ran 2 Million Regressions. *American Economic Review* 87 (2): 178–183.

Sandel, M. (1996), Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy, Cambridge, Mass.

Saunders, Peter (1986). What Can We Learn from International Comparisons of Public Sector Size and Economic Performance? *European Sociological Review* 2 (1): 52–60.

Saunders, Peter (1988). Private Sector Shrinkage and the Growth of Industrialized Economies: Comment. *Public Choice* 58 (3): 277–284.

Saunders, Peter (1988): Explaining International Differences in Public Expenditure: An Empirical Study. Public Finance 43: 271-294.

Schmidt, Manfred G. (1996): When Parties Differ. A Review of the Possibilities and Limits of Partisan Influence on Public Policy. European Journal of Political Research 30: 155-183.

Schmidt, Manfred G. (2001): Parteien und Staatstätigkeit. ZeS-Arbeitspapier 2. Bremen: Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen.

Schmidt, Manfred G. (2002): The Impact of Political Parties, Constitutional Structures and Veto Players on Public Policy. Pp. 166-184 in Hans Keman (ed.): Comparative Democratic Politics. A Guide to Contemporary Theory and Research. London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage.

Schmitter, Philippe C. (1979a): Still the Century of Corporatism? Pp. 7-52 in Philippe C. Schmitter and Gerhard Lehmbruch (eds.): Trends toward Corporatist Intermediation. London/Beverly Hills: Sage.

Schmitter, Philippe C. (1979b): Modes of Interest Intermediation and Models of Societal Change in Western Europe. Pp. 63-94 in Philippe C. Schmitter and Gerhard Lehmbruch (eds.): Trends toward Corporatist Intermediation. London/Beverly Hills: Sage.

Schmitter, Philippe C. (1981): Interest Intermediation and Regime Governability in Contemporary Western Europe and North America. Pp. 287-330 in Suzanne Berger (ed.): Organizing Interests in Western Europe. Pluralism, Corporatism, and the Transformation of Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Schmitter, Philippe C. (1982): Reflections on Where the Theory of Neo-Corporatism Has Gone and Where the Praxis of Neo-Corporatism May Be Going. Pp. 259-280 in Gerhard Lehmbruch and Philippe C. Schmitter (eds.): Patterns of Corporatist Policy-Making. London/Beverly Hills: Sage.

Schmitter, Philippe C., and Gerhard Lehmbruch (1979, eds.): Trends toward Corporatist Intermediation. London/Beverly Hills: Sage.

Schneider, F. (1997), Empirical Results for the Size of the Shadow Economy of Western European Countries Over Time, Institüt für Volkeswirtschaftslehre, Linz University (March) (Working Pa-per No. 9710).

Schneider, Volker (1986): Tauschnetzwerke in der Politikentwicklung. Chemikalienkontrolle in der OECD, EG und der Bundesrepublik Deutschland. Journal für Sozialforschung 26: 383-416.

Schnell, Rainer (1994): Graphisch gestützte Datenanalyse. München/Wien: Oldenbourg.

Schulze, Günther G., and Heinrich W. Ursprung (1999): Globalisation of the Economy and the Nation State. The World Economy 22: 295-352.

Schumpeter, Joseph. *The Theory of Economic Development*. 1912. Translated by R. Opie, 1934. Reprinted 1961.

Scully, G. (1991), Tax Rates, Tax Revenues and Economic Growth, National Centre for Policy Analy-sis, Dallas (Policy Report No. 98). (1995), 'The "Growth Tax" in the United States', Public Choice 85: 71-80. (1996a), Taxation and Economic Growth in New Zealand, Inland Revenue, Wellington (March) (Working Papers on Monitoring the Health of the Tax System No. 14). Subsequently published as G. Scully (1996), 'Taxation and Economic Growth in New Zealand', Pacific Economic Review 1: 169-77. (1996b), The Growth-Maximising Tax Mix in New Zealand, Inland Revenue, Wellington (August) (Working Papers on Monitoring the Health of the Tax System No. 20). (1996c), Taxation and Employment in New Zealand, Inland Revenue, Wellington (August) (Working Papers on Monitoring the Health of the Tax System No. 23).

Scully, Gerald W. "The Institutional Framework and Economic Development." *Journal of Political Economy* 96 (1988): 652-662.

Scully, Gerald W. C*onstitutional Environments and Economic Growth*. Princeton: Princeton University Press, 1992.

Scully, Gerald W. *What Is the Optimal Size of Government in the United States?* Dallas, TX: National Center for Policy Analysis, 1994.

Siaroff, Alan (1999): Corporatism in 24 Industrial Democracies: Meaning and Measurement. European Journal of Political Research 36: 175-205.

Sinn, Hans-Werner (1997). The Selection Principle and Market Failure in Systems Competition. *Journal of Public Economics* 66 (2): 247–274. 23 Solow, Robert M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics* 70 (1): 65–94.

Small, J. (1995), The Marginal Costs of Taxation in New Zealand: A Sensitivity Analysis of the Diew-ert and Lawrence Model, Inland Revenue, Wellington (December) (Working Papers on Moni-toring the Health of the Tax System No. 16).

Sobel, Russell S. "The Budget Surplus: A Public Choice Explanation." Working Paper 2001-05, West Virginia University, 2001.

Solow, Robert M. "A Contribution to the Theory of Economic Growth." *Quarterly Journal of Economics* 70 (1956): 65-94.

Stephen Kirchner (1968) Why Does Government Grow, Research monograph, Center for Independent Study Group, Australia.

Strange, Susan (1996). *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sturm, Jan-Egbert, and Jakob De Haan (2001). How Robust is the Relationship between Economic Freedom and Economic Growth? *Applied Economics* 33 (7): 839–844.

Swan, Trevor W. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. *Economic Record* 32 (2): 334–361.

Swank, Duane (2002): Global Capital, Political Institutions, and Policy Change in Developed Welfare States. Cambridge: Cambridge University Press.

Tabachnick, Barbara G., and Linda S. Fidell (1996): Using Multivariate Statistics. New York: HarperCollins.

Tanzi, V. & L. Schuknecht (1997), 'Reconsidering the Fiscal Role of Government: The International Perspective', AEA Papers and Proceedings 87(2): 164-8.

Thakur, Subhash, Michael Keen, Balázs Horváth, and Valerie Cerra (2003). *Sweden's Welfare State: Can the Bumblebee Keep Flying?* Washington: International Monetary Fund.

Torstensson, Johan. "Property Rights and Economic Growth: An Empirical Study." *Kyklos* 47 (1994): 231-247.

Traxler, Franz, Sabine Blaschke, and Bernhard Kittel (2001): National Labour Relations in International Markets. A Comparative Study of Institutions, Change, and Performance. Oxford: Oxford University Press.

Tsebelis, George (1995): Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism. British Journal of Political Science 25: 289-325.

Tsebelis, George (1999): Veto Players and Law Production in Parliamentary Democracies: An Empirical Analysis. American Political Science Review 93: 591-608.

Tsebelis, George (2002): Veto Players. How Political Institutions Work. New York: Russell Sage Foundation.

Tsebelis, George, and Eric C. C. Chang (2001): Veto Players and the Structure of Budgets in Advanced Industrialized Countries. Unpublished manuscript. Los Angeles: Department of Political Science, University of California. http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/tsebelis/TCpaperfinal.PDF (25.09.2002).

Tullock, Gordon. "Problems of Majority Voting." *Journal of Political Economy*, December 1959, *67*(6), pp. 571-79.

Tullock, Gordon. "The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft." *Western Economic Journal* 5 (1967): 224-232.

Usher, D. (1991), 'The Hidden Costs of Public Expenditure', in R. Bird (ed.), More Taxing Than Taxes, Institute for Contemporary Studies, San Francisco.

Uslaner, Eric M. (2008). Where You Stand Depends Upon Where Your Grandparents Sat: The Inheritability of Generalized Trust. *Public Opinion Quarterly* 72 (4): 725–740.

Warlitzer, Henrike (1999): Staatsausgaben und Wirtschaftswachstum. Ein internationaler Vergleich. Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialpolitik 254. Köln: Institut der deutschen Wirtschaft.

Weingast, Barry R.; Shepsle, Kenneth A. and Johnsen, Christopher. "The Political Economy of Benefits and Costs: A Neoclassical Approach to Distributive Politics." *Journal of Political Economy*, August 1981, *89*(4), pp. 642-64.

Western, Bruce (1998): Causal Heterogeneity in Comparative Research: A Bayesian Hierarchical Modelling Approach. American Journal of Political Science 42: 1233-1259.

Widmalm, Frida (2001). Tax Structure and Growth: Are Some Taxes Better than Others? *Public Choice* 107 (3–4): 199–219.

Wooldridge, Jeffrey M. (2002): Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge/London: MIT Press.

World Bank (1997), World Development Report: The State in a Changing World, Oxford University Press, New York.

Wright, V (1998) " Ten paradoxes of French Administration " Oxford University, Nuffield College, Oxford.

Yergin, Daniel and Stanislaw, Joseph. *TCommanding Heights: The Battle for the World Economy*. New York: Simon and Schuster, 2002. Zax, Jeffrey S. "Is There a Leviathan in Your Neighborhood?" *American Economic Review*, June 1989, *79*(3), pp. 560-67.

Yohai, Victor, Werner A. Stahel, and Ruben H. Zamar (1991). A Procedure for Robust Estimation and Inference in Linear Regression. In Werner A. Stahel and Sanford Weisberg, eds., *Directions in Robust Statistics – Part II, Vol. 34*. New York: IMA Volumes in Mathematics and Its Application, 365–374.

Ziliak, Stephen T., and Deirdre N. McCloskey (2004). Size Matters: The Standard Error of Regressions in the American Economic Review. *Journal of Socio-Economics* 33 (5): 527–546.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 345-402
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Fine Tuning the Microfinance Sector under Regulatory Control in Bangladesh: Imminent Issues and Challenges[1]

TAWHEED REZA NOOR*

Abstract *Although microcredit is often seen as a simple solution to poverty reduction, its sustainability for longer-term community development is debated. The emergence of a formal regulatory body under MRA Act 2006 and the relevant rules & regulations for the NGO-MFIs triggers an era that Bangladesh did not experience ever. The post MRA microfinance operation in Bangladesh reveals a very complex as well as challenging scenario. The paper sheds some light over how a small sample of key MFIs with varied typologies have been adjusting and getting concerned in the changed environment due to the regulatory control and highlights having its own intent and objectives, each single MFI has leverage, limitations and challenges that MRA and other concerned are to take into account. Interplays of various factors in the microfinance sector of the country are narrowed down in this document to understand the sectoral dynamics mainly through the eyes of the operators and regulator. The paper reveals that MFIs with varied types have their respective concerns and challenges that are to be taken into consideration for future adjustments. The issues and challenges covered in this paper reveal that there are many hurdles yet to be crossed to reach the poor and to uplift them from poverty. An exploration of this sort deserves importance in shaping up the sector better.*

Key Words: *Regulation, Microfinance, Bangladesh, Poverty*

* Development Researcher; CEO and Managing Director of *Unnayan Bhabna*, Banglades

1. This paper is based on the findings of PhD research of the author at Jawaharlal Nehru University, India. He is thankful to PhD Supervisor Professor Amitabh Kundu, and also to Dr Q K Ahmad, Chairperson of PKSF and Professor Abul Barkat, University of Dhaka for their suggestions.

1. Introduction

Keeping the poor at the center, the mammoth endeavor for accomplishing microfinance interventions is existent elsewhere of the world, which is a real complex. The microfinance (MF) sector itself is not static; rather it has been evolving through an evolutionary as well as complex process. Notably, an increasing range of players in the development field have been attracted by the (successful) experiences of different private institutions in providing small-scale financial services to the poor. These include donors, social investors, as well as for-profit foundations/banks, which have all shown an ever-growing interest in the development and promotion of these organizations. (Bateman, 2010; Ausburg and Cyril, 2010).

The microfinance sector in Bangladesh has been being dominated by the non-government organizations known as NGO-MFIs. Grameen Bank (GB), which is not an NGO-MFI but a microfinance (MF) Bank formed under a special Ordinance, has quite a big stake in the overall microcredit market of the country. The top twenty MFIs including three very large MFIs (ASA, BRAC and Grameen Bank) mainly capture the market. The cooperatives, mainly Bangladesh Rural Development Board (BRDB), have been another important platform working long in the rural Bangladesh.

The emergence of a formal regulatory body called Microcredit Regulatory Authority (MRA) in 2006 triggers a new era of the microfinance system in Bangladesh, where all the sector actors have been working under a new system. In other words, the sector is crossing a transitional phase. Newly formulated rules and regulations for streamlining the microcredit deliverers, particularly the NGO-MFIs in Bangladesh, are being taken place. Under this new era, the same MFIs have been adjusting their interventions to reach the poor side by side with fine-tuning their financial viability aspect.

This paper focuses on upcoming issues and challenges flagged by the different sector actors including a small sample of microcredit operators, MRA and other concerned for making microfinance interventions in Bangladesh more effective for the poor/poorest, particularly within regulatory control. Also this paper captures a quick list of probable recommendations that may help shape up the sector better in the days to come.

2. Methodology

The findings of this paper are the partial outcomes of a recently done PhD research, which was by design an exploratory as well as descriptive study. A body

of relevant data and information both at primary and secondary level were collected. This paper is developed based on the data and information collected mainly from eight microfinance institutions (MFIs) in Bangladesh, representing different typologies.

Both quantitative and qualitative methods were followed to cover opinions of the poor borrowers, practitioners, experts, academicians and policy makers. The changes in the sector centering financial viability and targeting aspects due to the emergence of MRA were the central area to capture during these investigations.

The paper is organised as follows. It talks about the select MFIs in the next two sections (Section 3 and Section 4). Section 5 deals with the rationale behind regulation and supervision of microfinance. Giving a quick view over the global context in Section 6, the next two sections (Section 7 and Section 8) discuss about the explosion of MFIs and emergence of MRA in Bangladesh, respectively. Section 9 narrates the sectoral reality through the lens of MRA guidelines. Section 10 lists out the responses and reactions/challenges made by the select NGO-MFIs over the most concerned provisions of MRA. Issues and challenges of two key actors (GB and BRDB) are discussed in the following section (Section 11). MRA perspectives on different issues and few upcoming challenges that MRA is to confront are summarized in Section 12. Few other issues that are to be considered to understand the sectoral reality are talked about in Section 13. A set of probable recommendations suggested by the NGO-MFIs on the most concerned provisions of MRA are discussed briefly in Section 14, followed by concluding remarks in the next section (Section 15).

3. Microfinance Systems under Consideration

A sample of eight microfinance institutions (MFIs) – one microfinance (MF) bank, one cooperative and six NGO-MFIs – that are selected for this study. The MFIs include ASA, Grameen Bank (GB), BRAC, Shakti Foundation for Disadvantaged Women (Shakti), Caritas Bangladesh (CB), Resource Integration Centre (RIC), Coast Trust Bangladesh (Coast) and Bangladesh Rural Development Board (BRDB).

Table 1 takes a stock of the legal environment in which the select MFIs operate. The basic characteristics of all sample MFIs organizations are summarized in Appendix Table 1. GB is registered under the special Ordinance known as Grameen Bank Ordinance 1983. BRDB is registered under Cooperative Societies Act, 1984. NGOs that finally turned to microcredit program or added microcredit as one of the components of the overall service package are called NGO-MFIs. In

general, NGOs derive their legal basis from the country's constitutional guarantee of freedom of association of citizens within legal boundaries. NGOs may be registered under specific laws, but informally – they simply exercise their members' right to freedom of association for mutual well-being. NGOs that prefer to register have several options (mentioned in the Table below) under which they can be registered.

Table 1 Sample MFIs by legal condition

Institution	*MFI*	*Registration*
MF Bank	GB	Grameen Bank Ordinance 1983
Cooperative	BRDB	Cooperative Societies Act, 1984
NGO-MFIs	ASA, BRAC, Shakti, CB, RIC, Coast	Must be registered under MRA; in addition to that to be registered under any one or more than one Act(s): *1. Societies Registration Act, 1860* *2. Companies Act, 1913* *3. Charitable and Religious Trust Act, 1920* *4. Trust Act, 1882*

Since 2006, it is a must for all NGO-MFIs to get a license from MRA. NGOs that wish to receive foreign donations must be registered with NGO Affairs Bureau (NGOAB) under the Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978. Most NGOs are registered with Social Welfare Department under the Societies Registration Act, 1860. Appendix Table 1 summarizes the basic characteristics of the sample MFIs in terms of year of establishment, working area, approach and dominant fund sources.

BRAC is the eldest in terms of year of inception among the MFIs selected for this study. It was established in 1974. Though the other two big organizations - GB and ASA – were also established in 1970s (GB in 1976 and ASA in 1978) but GB has been formally started its work as an NGO-Bank since 1983 and ASA has been working as a credit-focused MFI since 1992. CB and RIC are two microfinance institutions of 1980s: CB started providing its services in early 1980s (from 1982) whereas RIC started its operations in late 1980s (1989). On the other hand, *Shakti* and *Coast* are the organizations of 1990s: *Shakti* has been established in early 1990s (in 1992) and *COAST* in late 1990s (in 1997). Considering the programme specialization phase, ASA is also to be recognized as an organization that initiated its microcredit focused services from early 1990s. Finally, BRDB, a semi-autonomous government agency under the Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives, was established in 1982. Its predecessor was the Integrated Rural Development Programme (IRDP), which was based on the

Comilla Model of two-tier cooperatives. BRDB‘s rural development projects were financed by the government and by various donor agencies and executed through cooperative societies.

There are variations among the select MFIs in terms of working areas. The four (i.e. ASA, BRAC, CB and RIC) out of these 8 organizations extend their services both in rural and urban areas. *Shakti* works only in the urban settlements whereas *Coast*, GB, and BRDB provide services exclusively in the rural areas.

By approach, ASA concentrates mainly on credit services (i.e. following a credit-only approach) whereas BRAC follows a credit plus approach that include some components (such as training, awareness building, etc.) with same importance along with its credit services. GB is considered as a non-governmental Bank – so it operates like a Bank (though there are number differences with commercial banking approach) at the grass-roots level having provision of collecting deposits from both members and non-members.

Shakti extends its microfinance services to particular underprivileged groups – disadvantaged women residing in the urban areas. CB follows a missionary approach that is in-between ASA and BRAC in terms of overall design. RIC and *Coast* follows rights based approach with special focus on elderly people and coastal area, respectively. BRDB is the governmental initiative that provides microfinance services through cooperatives.

The dominant sources of fund vary among these MF systems. ASA mostly collects its fund through deposits of the members, followed by the local banks but just the reverse is true for BRAC. Members’ deposit is the core source of fund for CB as well. It also receives some funds from International Donors. GB has the privilege to collect deposits from both members and non-members. The main funds for RIC come from PKSF, followed by members’ savings whereas the reverse is true for both *Shakti* and *Coast* (i.e. members’ savings, followed by PKSF). The allocation under Revenue Set Up of the Government is the vital source of fund for BRDB, followed by the grants/donations made by different international agencies.

4. MFIs intent

All the promised missions and visions of the select MFIs are summarized in Appendix Table 2. The table suggests that ASA envisions establishing a ‘*poverty free society*’ through supporting and strengthening the economy for the people who belong to the lower tier of the society by facilitating financial services

particularly for the ‘poor, marginalized and disadvantaged’ people. Therefore, ASA has chosen the ‘minimalist’ or ‘credit only’ approach to provide its bundle of financial services to its target population.

Contrarily, BRAC holds a very vast revelation as it dreams for a ‘*world*‘ that would be free from all forms of *exploitation and discrimination* and where everyone has the *opportunity to realize their potential*. For achieving this ‘*world*’, BRAC has chosen ‘credit plus’ approach with a mission that covers a diverse area. Unlike ASA, it is concentrating not only on financial services; rather BRAC is committed to serve for the ‘people’ and ‘community’ for their ‘empowerment’ in multi-dimensional areas including poverty, illiteracy (i.e. education), disease (i.e. health) and social injustice (i.e. legal rights).

The main agenda of the Nobel Peace Prize (2006) winning organization GB is to *extend banking facilities to poor men and women* [residing in rural areas] so that it helps *eliminate the exploitation of the poor by money lenders*; at the same time, it promises to create opportunities for self-employment for the vast multitude of unemployed people in rural Bangladesh. In addition to these, GB puts over to empower the disadvantaged people, particularly the women from the poorest households, by bringing them under an organizational format so that they can understand and manage by themselves.

Shakti works for underprivileged women in urban areas who want to break away from their conventional lifestyles and establish a strong socio-economic base for themselves. Though *Shakti* does not contour its territory, but it announces its clear cut vision stating to see women in a *poverty-free world* of *equal opportunities*. Therefore, the mission of *Shakti* is to bring women out of the cycle of poverty and provide conducive support to their development as entrepreneurs, leaders, and agents of social change.

Based on the philosophy of Christianity, CB envisions a society which embraces the *values of freedom* and *justice, peace and forgiveness*, to live as a communion and community of *mutual love and respect*. As an organization CB extends its cooperation in the development field of the country. Hence, in order to attain integral development, CB works with a mission to become a partner of people – especially the poor and marginalized, with equal respect for all so that they can live a truly human life in dignity and to serve others responsibly.

RIC has a much focused vision centering Bangladesh. It envisages establishing a *happy and prosperous Bangladesh* based on *equal rights and strong democratic values*. RIC provides services to its target population with a mission to alleviate poverty by means of human resource mobilization and socio-economic

development in its broader sense. RIC has made an extensive promise to accomplish its mission that include *a) standardizing the quality of life of people at the grassroots, b) ensure the rise of human development index (HDI), c) increase human rights (HR) and political empowerment including gender equity and conservation of congenial environment*.

Coast has set its mission as to facilitate the sustainable and equitable improvement of life, particularly for women, children and disadvantaged population of the *Coast*al areas in Bangladesh through their increased participation in the socio-economic, cultural and civic life of the country.

Going one step further, BRDB - the prime government agency engaged in rural development and poverty alleviation - envisions not only for a *poverty free* [society] but also for a *self-reliant rural Bangladesh*. In order to ensure optimum utilization of human as well as material resources available to development, BRDB sets its multi-faceted mission that is to a) organize *Comilla* type of cooperatives, b) organize rural masses into cohesive & disciplined group for planned sustained development, c) ensure proper utilization of institutional credits, and d) integrate supply and services for effective utilization.

The set of visions and missions just discussed above generates a general impression that all the select MFIs have been serving, though more or less in varied manner, to support and strengthen their target population. Among them, three MFIs (*Shakti*, RIC and *Coast*) can generate funds at wholesale rate from PKSF. In order to understand the issues and challenges due to emergence of MRA in the sector more deeply, this study consulted with 2 more small MFIs that are partner organizations (POs) of PKSF. Being housed at the periphery levels, these two small MFIs mainly work in the rural areas. Members' savings and PKSF are the sole sources of funds for these two small MFIs.

Considering overall characteristics of the sample MFIs (including small MFIs that are POs of PKSF, and excluding GB and BRDB[2]), the organizations are categorized into eight categories including *very large NGO-MFIs: with credit only approach* (ASA), *very large NGO-MFIs: with credit plus approach* (BRAC), *medium and large NGO-MFIs with cheaper fund source* (*Shakti*, RIC and *Coast*), *small NGO-MFIs with cheaper fund source*[3] (say, PO1 and PO2), *NGO-MFIs with*

2 GB and BRDB are not included in these categories as these two MFIs (though important players in the sector) are not under control of MRA; several issues for GB and BRDB are covered in a separate section.

3 Names of these two organizations remained anonymous here

special focus on urban setting (*Shakti*)*, NGO-MFIs working with „missionary5 objective* (CB), *NGO-MFIs working in hard to reach areas* (*Coast*), and *NGO-MFIs with special focus on elderly People* (RIC).

5. Why regulation and supervision?

Currently MFIs are solemn about double bottom-line[4] concept and consider operational and financial sustainability as important an objective as client outreach. In many developing countries, MFIs are dependent on donor subsidies and grants. These MFIs and their clients are likely to fail, once the donor funding is withdrawn. To achieve sustainability in the long run, MFIs eventually require funds from commercial sources (such as member deposits or commercial banks). But without proper regulation is in place, it is difficult to attract such funding. It is also risky for MFIs that do not develop these alternatives. As the MFIs clients are from the poorest households of a community, any loss of their savings due to MFI insolvency or fraud would be ruinous for them. Here comes the issue of regulation and supervision. "Regulation" refers to the set of government rules that apply to microfinance and "Supervision" is the process of enforcing compliance with those rules (CGAP, 2003a[5]). Microfinance providers that take deposits need "prudential" regulation. The prudential regulation for any financial institution rests on the need to protect the depositors from the loss of their savings, preserve the confidence and strengthen the financial system (Huq M *et al.*). Furthermore, prudential regulation plays a supportive role in building confidence between MFIs and their clients through appropriate capital management, earnings and strong internal control mechanisms. On the other hand, "non-prudential" rules—e.g., screening out unsuitable owners/managers or requiring transparent reporting and disclosure—tend to be easier to administer because government authorities do not have to take responsibility for the financial soundness of the organization.

But due to factors like information and data collection problems, weak accounting standards, lack of professionalism and political interference, the prudential regulation has often proved ineffective in developing countries. Gallardo (2002) suggests that many countries now a days are strengthening their prudential

4 Meeting both social and financial objectives (WWB Focus Note at: http://www.swwb.org/sites/ default/files/pubs/en/stemming_the_tide_of_mission_drift_microfinance_transformations_and_the_double_bottom_line.pdf)

5 For further information, please see: Robert Christen and Richard Rosenberg, *The Rush to Regulate: Legal Frameworks for Microfinance*, CGAP Occasional Paper No. 4 (Washington, D.C.: CGAP, April 2000).

standards and extending them to cover other institutions such as MFIs. It is expected that a standard legal framework for the MFIs should be in place that will identify the role of the regulatory authority, the rules for MFI entry and exit and the boundaries and benchmarks for sustainable operations. An appropriate regulatory setting can create due environment and provide encouragement to these MFIs to raise sufficient cash flow so as to reduce their donor dependency. Hence, the justification of regulating MFIs should be: to protect the interest of the small depositors[6], enhance liquidity management, develop operational as well as financial sustainability, and to protect against moral hazards. Ideally, regulation should encourage MFIs to avoid excessive risk in microfinance as it helps strengthening MFI reputation and preventing fraudulent activities through increasing transparency in financial accounting, transaction reporting and increasing operational and financial sustainability (Meagher 2002, Rhyne 2002).

CGAP (2003b) emphasized that microfinance needs different treatment than normal banking primarily because microfinance assets consist of many small, uncollateralized (that is, unguaranteed) loans. Areas of regulation that typically require adjustment include unsecured lending limits, capital-adequacy ratios, rules for provisioning loan-losses, and minimum capital requirements.

6. Global context: a quick review

Microcredit has been a popular instrument used by a range of development and financial agencies in many parts of the world for serving un-bankable poor. It has been becoming more so after the Nobel Peace Prize Award in 2006. The Nobel Committee considered the model of 'Micro-credit has proved to be an important liberating force' meaning instrumental in poverty alleviation.

In terms of scale, the track record of microfinance is encouraging. The recent Microcredit Summit Campaign Report (2012) suggests as of December 31, 2010, 3,652 microfinance institutions reported reaching 205.3 million clients, 137.1 million of whom were among the poorest when they took their first loan. Of these poorest clients, 82.3 percent (113.1 million) are women. Institutional Action Plans (IAPs) were submitted by 609 MFIs in 2011[7]. But still there are on-going controversies regarding the effectiveness of micro-credit for poverty alleviation as

6 Non prudential regulation can address other operational issues like lenders charging high usurious interest rate, improper way of collecting debt etc. (Huq, M, 2008)

7 At the time of collecting the data in early 2011 (covering the year ending December 31, 2010), the clients in Andhra Pradesh of India were still on the MFIs' books and treated as active borrowers.

"how this instrument work" [for the poor] is still a burning issue as it "depends on the setting, in which it is applied, and the manner of applying it"[8].

The microfinance field experienced two major paradigm shifts in course of time (Hamada, 2010). Initially, it focused on agricultural credit or microcredit subsidized by government and/or donors to small farmers during the 1960s to 1980s. The first paradigm shift commenced in the second half of the 1980s and the target shifted to the poor. It recognized the problem of high transaction costs and risks due to information asymmetries (Zeller and Meyer 2002). The emphasis of this paradigm shift was to build cost-efficient MFIs adopting product-centered approach[9] (Robinson 2002). The second paradigm shift began in the middle of the 2000s. In this paradigm shift, the focus was changed from microfinance to inclusive finance, from supporting discrete MFIs and initiatives to building inclusive financial sectors adopting client-focused approach[10] (United Nations 2006). The second paradigm shift can be described as a shift from a product-centered to a client-centered approach. The microfinance agenda is now increasingly client or market driven. Therefore, new attention is being given to client products: focusing on how to attract and keep clients (Cohen 2002). Under increasingly competitive conditions, obtaining information on clients becomes crucial for MFIs (Dunn 2002).

From early 1990s a thoroughly "neo-liberalized" for-profit model of microfinance – commonly known as "new wave" model – was being emerged as the "best practice". In the beginning of this millennium, the "new wave" microfinance model became so dominant that it even led GB finally to agree in converting over into "new wave" respectability, which it executed in 2002 under a new label called the "Grameen II" project. This spread quickly all over the globe. Apart from Bangladesh, other mentionable countries include Bolivia, Bosnia, Mongolia, Cambodia, Nicaragua, Sri Lanka, Peru, Colombia, Mexico and India (Bateman 2011).

8 Foreword on Ahmad (2007) by Dr Anisur Rahman, Member of First Planning Commission of Bangladesh

9 The product-centered approach is one where microcredit organizations offer a standardized product targeted to the "average client" during "normal times". (Dunn, 2002).

10 A client-centered approach focuses on identifying and meeting the effective demand from both current and future clients. A client-centered MFI may offer a variety of financial products and services aimed at a variety of customers (*ibid*).

In 2004, the Consultative Group to Assist the Poor (CGAP[11]) endorsed "the key principles of microfinance" that were explained within a framework for an inclusive financial system. For ensuring access of the massive number of excluded people to the financial system, the framework emphasized on integration of financial services for the poor at micro, meso, and macro levels[12] (Helms 2006). Traditional microfinance focused on the micro level of financial providers, but current microfinance focuses on a more comprehensive financial system. Within this framework, poor and low-income people are the clients at the center of the financial system.

The years 2005 and 2006 are considered globally as the very optimistic epoch for microfinance. All around the globe, the sector actors of microfinance observed 2005 as the United Nations announced this year as the 'International Year of Microcredit". The following year was the "D Day" for microfinance as the Norwegian Nobel Committee announced the Nobel Peace Prize, divided into two equal parts, to Muhammad Yunus and Grameen Bank for their efforts '*to create economic and social development from below*".

At the outset of worldly recognition of Yunus and Grameen Bank, there was an exuberance-type of aura centering microfinance – but it has been faded away over time. The sector was taken aback by the first spark that occurred in 2007, right after a year of Nobel Peace Prize winning, when Compartamos, the Mexican MFI, got involved in the process of Initial Public Offering (IPO). It was thought that due to this offering, commendable levels of poverty reduction would occur among the poor Mexicans but the IPO process basically ensured the Wall Street-type "private enrichment|" of the senior managers of Compartamos (Bateman and Chang, 2011). These vast rewards were effectively made possible by quietly charging 195% interest rates on the microloans taken out by their poor – mainly female – clients[13].

---

11 Recognizing the powerful role of microfinance as a development tool, CGAP was set up at the World Bank as a three-year initiative (1995–1998) to increase the quality and quantity of sustainable microfinance institutions (MFIs) serving the poor and it is still continuing. CGAP serves three primary stakeholders, namely MFIs, donors, and the microfinance industry. Although CGAP is housed at and financially supported by the World Bank, it operates as an independent entity with its own governance structure (Bhatnagar, D *et al.* __ __)

12 The micro level of inclusive financial systems consists of financial service providers that offer services to poor and low-income clients; the meso level includes the financial system's basic financial infrastructure and its range of services; and the macro level consists of an appropriate government legislative and policy framework.

13 Please see http://blogs.cgdev.org/open_book/2011/01/compartamos-and-the-meaning-of-interest-rates.php

The issue of IPO led to much public outrage against Compartamos and its senior staff, and then a tidal wave of criticism of the commercialized microfinance model in general. Soon after, a range of narrow to comprehensive criticisms came into being on IPO and commercialized microfinance (Dichter and Harper 2007; Bateman and Chang 2009; Bateman 2010a, 2011a). Other researchers using new and supposedly more accurate Randomized Control Trial (RCT) methodologies found little to no impact arising from individual microfinance programs (Banerjee et al 2009: Karlan and Zinman 2009). But the time covered (~15 months) in these studies (i.e. Banerjee et al 2009; Karlan and Zinman 2009) for assessing impact, has been questioned by experts (like Murdoch[14]) whether the researcher should expect to see impact after 15 months. Emphasizing the importance of this research method to obtain more credible data, Murdoch pointed out that the benefits coming from access to such financial services are unlikely to show up in the results of a randomized control trial. Roodman and Morduch (2009) threw a serious challenge to the mostly cited World Bank supported study by Pitt and Khandker (1998) that claims that microfinance programs in Bangladesh have strong poverty reduction impact. Re-examining the original dataset used by Pitt and Khandker, both sets of authors located serious mistakes in the original analysis and, as a result, declared that Pitt and Khandker‘s work did not confirm a positive impact from the microfinance programs studied. A further quite devastating blow to the microfinance industry came in 2011 when Duvendack *et al* (2011), through their systematic review, found that the previous impact studies[15] were almost all seriously biased, incomplete or else very poorly designed to the point of being quite unusable.

Notably, in the microfinance arena, success of a microfinance institution (MFI) has long been associated with financial performance outcomes[16] measured by loan portfolio quality, cost recovery and profitability etc. (SEEP, 2006). Given that microfinance was introduced mainly with development organizations (NGOs and societies), which are now being encouraged to be more ‗business like‘ so they could access investment funds rather than continue being dependent upon donor grants. This brought in new dimension of accountings, management, and

14 Jonathan Morduch, Professor of Public Policy and Economics at New York University; shared in a panel discussion entitled Taking stock of microfinance: Does it really help the poor? organized by Microfinance Working Group at Columbia University; 19 November 2009 (MIX website); Also see: Rosenberg (2010).

15 Virtually all of the impact evaluation evidence long said to confirm that microfinance has had a positive impact on the well-being of the poor.

16 Standard ratios of Financial Performance Analyses as discussed in the methodology section

reporting which, over several years, led to the establishment of standard definitions and terms for reporting on financial performance. These are now almost routinely included in the annual reports of MFIs; nearly 700 MFIs [all over the world] report them to the Microfinance Information eXchange (MIX)[17] (Sinha, 2008). Yet, these indicators tell part of the performance story in microfinance. Most microfinance institutions strive to meet both financial and social goals, managing a double bottom line by which financial performance facilitates the fulfillment of a social mission (SEEP, 2006).

7. Bang of MFIs in Bangladesh

A gripping expansion of microcredit operations has occurred over the past two decades as billions of dollars were injected in this sector through bi-lateral and multi-lateral donors as well as private foundations and philanthropists. The governments, politicians, social workers and many observers showered praise to these supports on the sector. Basically, microcredit (MC) began its organized journey in Bangladesh three decades ago with the advent of Grameen Bank (GB) in 1983 (Ahmad, 2011). Of course, GB was not the only experiment in microcredit getting under way in Bangladesh in the early 1980s (Bateman, 2010). Simultaneously with ongoing experiments with microcredit promoted by Khan[18], two other important institutions were also in place alongside the GB, both of which soon followed Grameen by offering microcredit to the poor. The first of these organizations was Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), founded in 1972 by Sir Fazle Hassan Abed, followed in by Association for Social Assistance (ASA), which was founded by Shafiqual Haque Choudhury. Elsewhere in Asia, similar microcredit operations were also underway[19]. Simultaneously with Asia, the microcredit operations were also being established rapidity and enormously with enthusiasm in Latin America. By the late 1980s, microcredit and microenterprise development had become the international development community‘s anti-poverty intervention of choice (Levitsky, 1989).

17 The MIX market is the global microfinance information marketplace, providing financial data and profiles on MFIs and microfinance sector on the internet.

18 Akhter Hameed Khan, renowned economist and proponent of Comilla Model. In Khan‘s Comilla Model, MC was disbursed to poor rural communities during 1950s in East Pakistan through village and sector based cooperatives.

19 Such as the State-owned Bank Rakayet Indonesia (BRI) was somewhat in advance of the GB (Bateman, 2010); established as early as 1972, BRI provided microloans to rural families for non-farm productive activities. In the early 1990s in India, an important variant of Grameen Bank model emerged, the self help group (SHG) movement (Harper, 2002).

Over time, new types of micro-services such as micro-savings, micro-insurance etc. were being added to the simple microcredit offer provided to the poor by most microfinance institutions (hereafter MFIs). Among other things, the term microcredit has been coined to new generic term *microfinance* (MF)[20] (Seibel, 2005). This term *microfinance* describes better the evolving complex reality of very small-scale finance.

The microcredit sector of Bangladesh is characterized by a small number of medium to large and a large number of small to tiny MFIs. Besides, there are many individuals and groups engaged in MC operations. Reportedly they make their own rules. Ahmed and Hakim (2004) suggest about the explosion of NGO-MFIs in Bangladesh during 1990 – 2000. According to them, although most of the MFIs in Bangladesh established in the immediate wake of the GB experiment were basically structured to operate as NGOs with non-profit status but the number of microcredit providers rose to 8000 by 2000 from around 4500 in 1995 and around 1500 in 1990. Vast majority of the MFIs were initially capitalized by government and/or international donor funding.

Notably, the emergence of Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF), an apex body of government, in 1990 has been a major boost behind the accelerated expansion of microcredit in Bangladesh since the mid-1990s. Even though the mandate of PKSF is poverty reduction through employment generation but this platform concentrated solely on MC (not on employment generation) until it initiated a comprehensive household-focused integrated approach (on a pilot basis) in 21 Unions in different parts of Bangladesh recently.

CDF (2006) reports the existence of greater competition in the microcredit market in Bangladesh that had been far easier for borrowers to switch from one MFI to another and waiting times for accessing credit were far shorter than it was in the early 1990s. According to CDF, the Microfinance NGOs in Bangladesh have generally overlooked the necessity to develop a progressive financial sector. However, the scale and performance of the microfinance sector is slowly approaching the banking system. Profits of MFIs are now recycled, thereby fueling growth and providing NGOs with a cushion against risks entailed in growth. As a result of expansion of MFIs, a large proportion of extremely poor households, measured by initial landholder size, join microcredit program (See Khandker 2003).

20 In practice, the terms *microfinance, microcredit, microloans* are all pretty interchangeably used

But the study carried out in Bangladesh by Ahmad (2007) reveals serious shortcomings in the operation of this instrument given the general structure of the terms of its operation and the socio-economic context in which this instrument is being applied. The study gives the strong warning that in majority of cases the operation of microcredit in Bangladesh is not yielding desired improvements in the lives of its clients. On the other hand, it is working as a rather lucrative profit yielding business to external agencies engaged in such operation.

During euphoric 1990s for MF, very few people raised questions as to whether MF operations were really focusing on helping the poor. MF was just expanding very fast and widely regarded as the most effective intervention for poverty eradication (Ahmad, 2011). But still in 1995, the then myth of "*microcredit alone*" being the panacea that enables the poor to shake off poverty and moves on to a process of sustained progress was questioned (Ahmad, 1998). In the context of the stated mission, the questions were asked if all were okay in MC as claimed. Given the minimalist "credit only" intervention and the regular, virtually full recovery of credit, the borrowers have generally remained caught at a low level poverty trap under the burden of high actual interest rates and stringent weekly repayment schedules, starting just after a week. The borrowers are getting more and more into debt, without viable exit options (Ahmad, 2011).

As opposed to social service to and socio-economic uplift of the poor, commercial instincts – focused on expansion and profit making – seems to be increasingly driving force behind MC operations among the many MFIs (MRA, 2011; Alamgir and Wright, 2004; BEA Lecture 1995). Loan repayment is being strictly enforced, regardless of what happens to the economic conditions of the borrowers.

Yunus (2011) acknowledges the degeneration of MC in a recent article stating, "In the 1970s, when I began working here on what would eventually be called 'microcredit' – one of my goals was to eliminate the presence of loan sharks who grew rich by preying on the poor. …At that time, I never imagined that one day microcredit would give rise to its own breed of loan sharks. But, it has." He further adds, "Microcredit has been widely commercialized, focusing on reaping ever-increasing profits and, as a result, the people whom microcredit was supposed to help are instead being harmed."

Citing controversies on microfinance in recent past being surfaced in Mexico, lately also in India, Yunus (2011a) talked in favor of special legal framework that is needed to support microfinance. The controversy stems from the fact that the original goal of microfinance from the 1970s was abandoned when microfinance institutions turned to profit-making rather than supporting self-employment and

job creation. Microfinance led some people to strive for profit rather than social goals. But Yunus expects the regulatory authority needs to be separate from the central bank because ‘regulating microfinance is different from regulating conventional banks’. Furthermore, Yunus supports ‘stricter government regulation’ as it may ‘reaffirm the original definition of microcredit, abandon commercialization and turn back to serving the poor’.

In his speech[21], the Governor of Bangladesh Bank shared his expectations to MRA. According to the Governor, MRA should maintain six key issues including a) NGO-MFIs should not be over-regulated; b) clients‘ protections are to be ensured; c) MRA should be favorable for the overall sectoral efforts; d) over all financial system to be regulated; e) the Board Members to meet ‘fit and proper test’ i.e. they must be knowledgeable about accounts; f) should give importance to corporate governance.

8. Emergence of MRA

A quick look towards source-wise shares in generating RLF over the time period 1996 to 2009 suggests the microfinance sector in Bangladesh has become exclusively dependent on internal sources.

Diagram 1 below exhibits the share of external[22] and internal[23] sources in generating RLF for the NGO-MFIs of Bangladesh over 1996 to 2009. The figure suggests that over this said time period the NGO-MFIs concentrated more and more towards the internal sources for developing its revolving loan funds. Until mid 1990s (in 1996), the external sources also played significant role in generating RLF (nearly 50%) for the NGO-MFIs of Bangladesh but over time it diminishes down to only 2.2% in 2009. It is clear from Diagram 2 that other than in 1997, the channels for revolving funds through external sources have been gradually narrowed down over time. In 1997, the sector experienced relatively a sharp drop (~18%) in revolving loan funds through external sources. It implies

21 Speech delivered by the Governor of Bangladesh Bank in a Seminar on MRA and Regulation. held in PKSF Auditorium. 2011.

22 The ***external sources*** consist of *international donors* and *international NGOs*.

23 The ***internal sources*** broadly consist of *own sources of NGO-MFIs* and *other sources*. NGO-MFIs can generate RLF mainly through *members‟ savings, service charges* and *own fund.* Recently from 2008, two more sub-sources are included as own sources of NGO-MFIs: these are *personal loans and security funds*. *Other sources* under ***internal sources*** include *Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF), Credit Development Forum (CDF), lacal banks, local NGOs and others.*

that for continuing their services, the NGO-MFIs of Bangladesh became solely dependent on the funds generated through internal sources. In Bangladesh, members' savings, service charge and own funds are mainly responsible for internal fund generation.

Though not for all NGO-MFIs but since inception in 1990, PKSF played the role of a quasi regulator for NGO-MFIs that used to receive its funds (Rahman and Rashid, 2011). Basically, PKSF does not have any regulatory power. It can only exert some degree of desirable influence on the MFIs as it offered them subsidized funds. With the growth of the microfinance sector, several issues such as sustainability of MFIs without donor funds, the legal basis of deposit collection, draining financial services to the rural financial market through NGO networks came to the forefront that triggered the process of 'formal' regulation of the sector.

In December 1997, Bangladesh Bank commissioned out a study to examine 'the regulatory aspects of microfinance institutions and linking them with the formal financial sector'. In June 2000, Government formed a National Steering Committee of eleven members with the Chairmanship of the Governor of Bangladesh Bank to a) recommend an effective credit and savings policy for MF sector, b) prescribe the best practices for the NGO-MFIs engaged in offering microcredit and financial services with a view to enriching their quality of services; c) ensure transparency and accountability in NGO-MFIs activities; d) formulate a uniform accounting guideline for the sector, and e) recommend a regulatory framework for an efficient, effective and forward-looking regulatory body with a view to widening microcredit operations and financial services as well as upholding the confidence of the people[24].

Finally in July 2006, National Parliament passed the law "Microcredit Regulatory Authority (MRA) Act 2006" following the recommendations given by the Steering Committee and MRA was established under this Act. Accordingly, the MRA has been working since 27 August 2006 as the regulatory and supervisory body of non-governmental microfinance institutions in Bangladesh.

This study reveals that MRA Act was not only an outcome of Government's initiative; rather NGO-MFIs also expressed their demand in favor of a regulatory authority. This willingness from MFIs' end had some genuine reasons. Due to sharp contraction in donor contributions, the NGO-MFIs had to look around new sources of funds. Many MFIs stumbled on Commercial banks and foreign

24 As reported in the Official website of MRA at http://www.mra.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=114

investors as fund giving sources. For lending funds, the banks were asking the MFIs if they were legal entity. At the same time, as collecting money from the borrowers as savings is one of the cheapest fund sources, so to carry on this smoothly the MFIs were seeking some legal basis. These two reasons worked behind the willingness of the NGO-MFIs for a regulatory authority, which will help creating favorable market environment for them. So it was a demand from both government and practitioners.

Interestingly the demand from small MFIs for a regulatory authority was stronger. It was very hard for the small MFIs to compete with the dominating MFIs. On the contrary, due to reputation and socio-political influence the large MFIs, for example – BRAC, have an access to the commercial banks or international donors even before receiving the license from MRA. Given this scenario, the small MFIs were facing more difficulties in collecting required funds due to their lack of any legal identity. So they were more supportive for a regulatory authority in the sector.

Diagram 2 below summarizes the setting of the microfinance sector in Bangladesh. Keeping the poor borrowers at the center, different other actors are engaged in the sector.

The diagram shows the main actors that directly serve the poor borrowers in Bangladesh include all licensed NGO-MFIs, Grameen Bank, BRDB & other cooperatives, to some cases Commercial Banks. Besides, there are other unregulated small actors engaged in providing microloans to the poor people. Credit Development Forum (CDF) has been generating microfinance statistics since its inception in early 1990s. Institute of Microfinance (InM) – an organization solely devoted for carrying out research work on microfinance issues. For the last few years, both CDF and InM have been jointly generating microfinance statistics and contributing to the sector indirectly. On the other hand, PKSF has been supporting NGO-MFIs with funds at cheaper rate. Presence of MRA in the system is very crucial.

9. Sectoral Reality: Under the Light of MRA Guidelines

In fact, the on-going phase (that the microfinance sector of Bangladesh has been passing through) itself is a big challenge – not only for the microcredit operators and borrowers, but also challenging for the regulator as well as other sector actors. This is basically a transitional phase for the Bangladeshi microfinance sector. Right after a formal regulatory body known as Microcredit Regulatory Authority (MRA) came into being in 2006 under an Act formulated and passed in this

Diagram 1: Share of External and Internal Sources for Generating RLF of NGO-MFIs in Bangladesh: 1996 - 2009

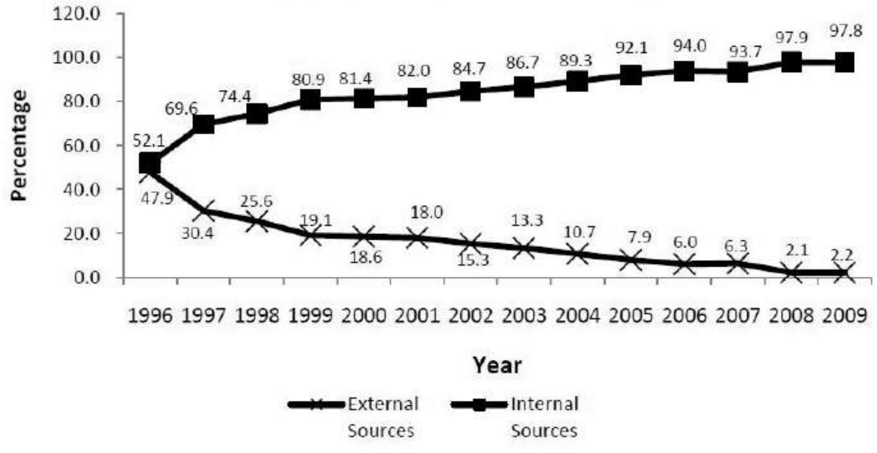

Source: Microfinance Statistics (different issues) . CDF; CDF & InM (done by Author)

regard, the whole sector actors gradually have been getting familiarized and conscientized with the new system.

In order to clarify its working territory, MRA as a part of its foremost task started certifying those NGO-MFIs that qualified the set criteria for obtaining a license, and allowed some extended time period for the others that did not qualify. In October 2010, very successfully MRA came up with a set of guiding as well as mandatory rules and regulations for the licensed NGO-MFIs, and time to time instructed those licensed microcredit operators through official circulars. At this outset of sectoral setting, the licensed NGO-MFIs have been adjusting their model/approaches under the light of MRA Act 2006 and MRA Rules 2010. Keeping this scenario in mind, the following sections elucidate further the sectoral dynamics, upcoming issues and challenges due to MRA control.

9.1 Where does the sector stand?

Conceptually, the clients of MF are the poor. In Bangladesh – the poor are numerous and they are relatively voiceless as well. Any interventions that deal with the lives and livelihoods of the poor must have space for the targeted clients to hear their voices. Making the poor clients aware of any changes and having consent from them, the intervention should go further. The poor clients have rights to know about any issue they are not satisfied with. But as the poor are basically

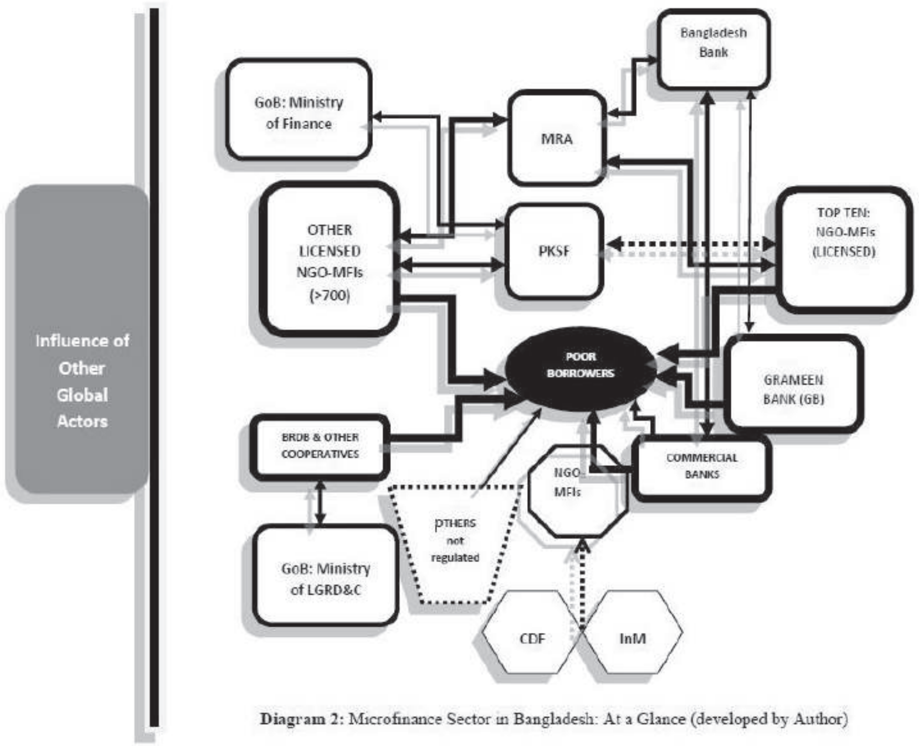

Diagram 2: Microfinance Sector in Bangladesh: At a Glance (developed by Author)

weak, voiceless, and obliged – so it is expected that a regulatory body like MRA would uphold the public interest.

As said earlier, basically in broad head four organizations are active in the sector: a) Grameen bank; b) NGO-MFIs; c) Banking Sector; and d) Cooperatives (mainly BRDB). Earlier these organizations used to operate in separate markets but now the market is not that separated. Banking sector is also operating few microfinance programs (as *retailers*) such as Pubali Bank, Islami Bank Limited, etc.

It was mandatory for all NGO-MFIs in Bangladesh to apply to the Authority (MRA) for a license within six months of the MRA Act 2006 was formally passed. Otherwise, the delayed MFIs would be considered as illegal entities and would not be allowed to serve the people with financial products. During the given timeframe, MRA received application from more than 4 thousand MFIs. So MRA considers these organizations as valid and has been in a process of issuing license to them, if qualify, phase by phase.

MRA found that other than very few MFIs, all of the organizations that applied for formal license were relatively smaller in size. It was very difficult for MRA to verify the organizational status of each and every MFI at field level. That is why MRA had to set qualifying criteria for the MFIs. For a one-branch MFI to be sustainable, either the MFI needs to have minimum 1000 borrowers or minimum 40 lacs (4 millions) taka outstanding loans. The MFIs that fulfilled either of these criteria were given licenses. And the non-qualifying MFIs were asked to keep on trying to meet the criteria. MRA even suggested the small MFIs to merge together so that the criteria are fulfilled for a license. But as in Bangladesh context, the MFIs are more interested to provide services independently, so MRA hardly got any response from the MFIs in this respect. For issuing a license, MRA paid attention to the following key issues: a) whether the MFI really operational in the field; b) status of the existing financial system; c) level of operation; and d) type of management.

According to the MRA, the sector has been divided into five categories on the basis of its borrower outreach, such as *very large*, *large*, *medium, small* and *very small*. The definition of each category in terms of number of borrowers is given in Table 2 below.

Table 2: Categories of NGO-MFIs

Category of NGO-MFI	Number of Borrowers
Very small	<10,000
Small	≥ 10,000 but <50,000
Medium	≥ 50,000 but <100,000
Large	≥ 100,000 but <1,000,000
Very large	≥ 1,000,000

On the basis of the MRA suggested classification, an attempt has been made to obtain the distribution of the NGO-MFIs by its categories in Bangladesh at three

***Table 3: Distribution Patterns of NGO-MFI Categories in Banglades**h**(1996, 2001 and 20*

Classification	1996		2001		2009	
	Number	%	Number	%	Number	%
Very small	337	96.01	557	88.55	625	83.91
Small	10	2.85	55	8.74	83	11.14
Medium	0	0.00	10	1.59	17	2.28
Large	3	0.85	4	0.64	17	2.28
Very large	1	0.28	3	0.48	3	0.40
Total NGO-MFIs	**351**	**100.00**	**629**	**100.00**	**745**	**100.00**

Source: *Bangladesh Microfinance Statistics* (1996, 2001, 2009), CDF; CDF & InM (Calculated by Author)

points of time: mid-1990s (1996), early 2000s (2001) and late 2000s (2009). For getting data for this long time period, this study used the database developed by CDF (for 1996 and 2001), and CDF & InM (for 2009). The distribution is summarized in Table 3.

The table suggests that the number of NGO-MFIs that reported to the database of CDF (or CDF & InM) has been increased over time: 351 in 1996, 629 in 2001 and 745 in 2009. As per the classification suggested by MRA, in mid 1990s, the microfinance sector was completely dominated with (96%) very small NGO-MFIs, which has been decreased over time (84% at the end of 2000s) - allowing more medium (2.3%) and large (2.3%) NGO-MFIs to enter into the sector. In Bangladesh, there were only one (BRAC) *very large* NGO-MFIs (in terms of number of borrowers) during mid 1990s and over the time of 1.5 decades only two more NGO-MFIs (ASA and Proshika) were added in this category.

Now this study explores the overall patterns of RLF captured by the *very large* NGO-MFIs in Bangladesh in the aforesaid three points of time that are summarized in Table 4 below. The table suggests that the market share of the *very large* NGO-MFIs was two fifths of the total RLFs in 1996, which has been increased to nearly two thirds in 2001. But over the decade, it has been reduced down to one third of the total RLFs in 2009, implying the distribution of RLF has been more spread all over the sector. Perhaps the role of MRA contributed to this change.

***Table 4**: Revolving Loan Funds captured by the very large NGO-MFIs in Banglades*l
(1996, 2001 and 2009)

Year	# of very large NGO-MFI	Total RLF (in million Taka) Whole Sector	RLF captured by VL NGO-MFI
1996	1	8116.98	39.68
2001	3	33960.68	64.05
2009	3	268525.04	33.72

Source: Bangladesh Microfinance Statistics (1996, 2001, 2009)
CDF; CDF & InM; Calculated by Author

9.2 Deposit as a source of fund

Let us have a quick look to the sector. Previously donor driven NGOs are now increasingly trying to become more dependent on local sources of fund with the decline of foreign fund, which stood only at 3.82 percent in June 2011 (Table 5). In Bangladesh, the law (MRA Act 2006) allows all MFIs to collect deposit money from the members[25]. So deposit operation has been becoming a common activity

[25] No micro credit institution can receive any deposit from anybody other than its members (Clause 32, MRA Act, 2006).

for all MFIs in Bangladesh as it generates funds at a cheaper rate for further credit operations. It is evident that over the period 2008 – 2011, savings from the clients and surplus income from microcredit operations appeared to be the main strength of NGO-MFIs for their future growth as the Table suggests increasing contributions of these two major sources for generating revolving loan funds. The clients' savings has increased from 31.11 percent in 2010 to 34.46 percent in 2011- an indicator suggesting that MRA Rules have a positive impact on savings collections. Similarly, contribution from cumulative surplus has been increased over the same time period: 25.4 percent in 2008 versus 27.4 percent in 2011.

Table 5 Source-wise revolving loan funds in Bangladesh (2008 - 2011)

Source of Fund	**June 2008**		**June 2009**		**June 2010**		**June 2011**	
	(Million Tk.)	**(%)**	**(Million Tk.)**	**(%)**	**(Million Tk.)**	**(%)**	**(Million Tk.)**	**(%)**
Clients' Savings	36,397.32	29.66	40,526.91	29.73	47,436.3 5	31.15	63,295.88	34.46
PKSF	22,708.58	18.50	22,666.20	16.63	24,484.12	16.08	31,767.84	17.30
Banks	23,487.03	19.13	23,896.37	17.53	23,006.41	15.11	23,577.85	12.84
Donors' Fund	4,549.07	3.71	4,110.29	3.02	4,109.29	2.70	7,008.37	3.82
Cum. Surplus	31,170.02	25.39	36,261.74	26.60	42,339.27	27.80	50,298.66	27.38
Other Funds	4,435.49	3.61	8,847.97	6.49	10,907.4 0	7.16	7,727.32	4.20
Total	**122,747.51**	**100.00**	**136,309.48**	**100.00**	**152,282.84**	**100.00**	**1,83,675.92**	**100.00**

Source: MRA (2011)

PKSF, the micro finance wholesale funding agency, provides a large portion of loan fund at a subsidized rate [5.5% to 8.0%, depending on the size of the POs]. Loan from PKSF increased in absolute term, from Tk. 22,708 million to Tk. 31,768 million, but it has lost its share in the total fund until 2010 but it shows a slight increase in 2011 (16% in 2010 versus 17.3% in 2011).

It is observed that although the commercial banks are recently considered a potential source of fund of microfinance, their share of the total source of fund did not increase over the last four years. Though MRA has been creating an environment for increased loans from commercial banks to the sector through introducing the banks to the NGO-MFIs, but a diminishing contribution of the local banks is found over this period. Perhaps, the very high borrowing cost from commercial banks due to high interest rate charged and inflation discourages NGO-MFIs to avail this as a source of fund.

Table 2 suggests that the owner of almost one third of the total funds (as of June 2011) is the common people, particularly poor population. As this fund is being used in the business, so it is to be remained secured. If the MFIs fail to get back revolving loan fund, then it would be uncertain that the poor clients would get their deposited money back. So MRA deems there must be some rules or provisions for securing this money and these rules are to be enforced, while needed.

For any MFIs in Bangladesh, the interest rate offered on the deposited money is well below the interest rates charged over the 'deposited money' that is rented out by the MFIs as credit. Usually any formal financial institutions offer interest over the savings deposit on a quarterly basis but MFIs in Bangladesh chiefly calculate it on annual basis. For calculating the interest amount of savings deposits, in most of the cases the minimum savings balance for each month is considered. As a result, the actual value of interest received mismatches with the amount promised

Table 6 Most concerned provisions of MRA

Topic	Description
Interest rate cap	*„Interest should be calculated on a Declining Balance Method; initially the maximum interest rate to be charged from the clients has been set at 27.00 (twenty seven) percent per annum.* "[MRA Circular No. 5]
Provision of reserve fund and usage of deposit funds	Reserve Fund: *Every Microcredit Organization will create a reserve fund using 10% (ten percent) of its total income surplus.* [Clause 20(1), MRA Rule, 2010/. Usage of deposit fund: *Every Microcredit Organization must maintain 15% liquidity fund of its entire compulsory, voluntary and term deposit, or whatever name assigned to the deposit funds, in the savings account of a scheduled bank of the branch offices.* [Sub-clause 34(1), MRA Rules, 2010]
Write off provision	*The loan loss provision for bad loan should be 100% and to be written off* [MRA Circular Letter 14]

in the announced guideline. In other words, the poor borrowers receive less interest on their deposited money (with the MFIs) than was promised (Review Committee Report on GB, 2011).

The interest calculation methods are also different, except for only a negligible number of MFIs, for these two situations. As a result, the discrepancy in the method of computation of interest rates of the two makes the difference wider. At the same time, a discrepancy between pronouncements and acts weaken a creditor's standing.

So in practice any MFI or the branch office of any MFI in Bangladesh can lend savings money collected at the branch to the same set of clients or new clients at its lending rate, which is usually quite higher than the interest rate offered to the seed money (i.e. deposited money) implying a wide ‘spread’. Spread refers to ‘*difference between the* “*cost of funds*” *and the “effective yield” to an MFI on those funds*’ (Ledgerwood, 1998). For example, if the effective yield earned on loans disbursed (with seed money collected through clients as deposits) by the branch is approximately 30% and the branch pays 5% per annum on clients‘ deposits, the resulting “spread” is 25%.

Now the extent of “spread” depends on the value of ‘cost of fund’ and ‘effective yield’. In respect to deposited money, an MFI can increase the “spread” further either by increasing the effective yield (i.e. effective interest rate on the microloans) or by decreasing the cost for fund (i.e. the interest rate offered on deposits). The complete burden of “spread” goes on the shoulders of poor borrowers, if an MFI plays with this, and it is the MFIs that get the accumulated net surplus, which is exempted from taxation. As a result, even with series of money circulations like this over the economy through MFIs, the Government of Bangladesh could not generate any revenues.

In order to control this _spread‘, recently MRA imposes bar[26] on rate of interest over the mandatory weekly savings (minimum 6% per annum) as well as on the loans (maximum 27%, calculated on a declining balance method). The instruction further suggests that the incumbent MFI ‘*will strive to gradually bring the rate down with operational efficiency*’ so that the service could be more easily accessible to the poor borrowers. In addition to that, MRA suggests that 15% of the deposited money can never be used as RLF; rather this money must be deposited in a saving account of a scheduled bank of the branch offices[27]. After setting this fund aside, the remaining portion of the deposit can only be utilized for microcredit portfolio investment[28].

10. Responding to MRA Changes: NGO-MFI Perspectives

As a part of the study, the concerned managements of the selected NGO-MFIs, MRA Officials and other concerned were consulted to know their opinions about emergence of MRA as a whole, and also their reactions over any MRA

26 MRA Circular No. 5, dated 10 November, 2010.

27 Sub-clause (1) of Clause 34, MRA Rules 2010

28 Sub-clause (6) of Clause 34, MRA Rules 2010

rules/guidelines. The study finds that among many other issues/changes suggested by MRA, the NGO-MFIs are more concerned about three provisions of MRA that include *interest rate cap*, *provision of reserve fund and usage of deposit funds,* and *write off provision*. These provisions are summarized in Table 6 below.

The responses on MRA as a whole and three most concerned provisions (mentioned in Table 3) are arranged according to the above-mentioned categories of NGO-MFIs and discussed below.

10.1 Comments on MRA

The opinions of the NGO-MFI managements under consideration in this study on emergence of MRA are summarized in Appendix Table 3.

Management of very large MFIs with minimalist approach appreciates the consultation process for developing MRA rules and regulations where large MFIs (ASA, BRAC, and GB) and other concerned took part. They acknowledged that these stakeholder consultations helped coming up with policies and rules that are benefitting for both clients and MFIs. But for the very large MFIs with credit plus approach, the experience with MRA has been a mixed pack. MFI of this category comprehends that the consumer protection (CP) is the first priority of the regulator, and MRA has made some good progress in this regard but at the same time, this MFI is critical to the provision of interest rate ceiling as it seems MRA is very obsessive in fixing interest rate threshold. MFI belong to this category further emphasized that the interest rate should not be a big issue when the size of each installment is considered. It is not that the borrower cannot pay her installment because the interest rate is high rather due to appropriate use of the borrowed money.

MFI with focus on urban setting is positive about MRA as it has been trying to protect the interest of the poor households by setting several standards for MFIs. It also appreciates MRA for its useful efforts in streamlining as well as standardizing a system for NGO-MFIs. Because of this standardization, the poor will be benefitted. At the same time, this MFI questioned whether the suggestions made by MRA are the felt-need of the poor clients.

Now, the MFI with missionary objective viewed emergence of MRA in the sector as positive but at the same time considered its presence very challenging, particularly for the MFIs with strong social commitments. Initially, management of this MFI found MRA very authoritarian, but now they feel it (MRA) has been getting more NGO-MFI-friendly over time. To them, MRA is suggesting several

provisions that are challenging and difficult to comply with for an MFI like CB. The two most challenging provisions of MRA identified by this MFI management are *reserve fund* as well as *write off provisions*.

Management of MFI that works in the hard to reach areas (coastal belts) considers MRA as a very appreciable addition in the sector but they are concerned about the people in the regulation body who are not practitioners. So to their understanding, the proposals that MRA has been imposing to MFIs are not always conducive for proper implementation.

Finally, the MFI with focus on elderly people finds MRA quite supportive for the sector development. Similar feeling expressed by the MFI working in the hard to reach areas as they find it as an appreciable addition in the sector.

For formulating the guidelines, though MRA followed consultations processes through which the voices of the stakeholders including the representatives of the NGO-MFIs were heard but the High Officials of MFIs found concerned about the management body of MRA as it lacks representatives from NGO-MFIs. So they believe that the people (in MRA) who have made all these suggestions are not practitioners; rather *„they are the Doctors without any Degree who wrote these prescriptions*!‘ That is why they feel there are differential issues that MRA misses out while shaping out the sector.

10.2 Reactions and challenges: Specific provisions

The expressed reactions and identified challenges by the management of NGO-MFIs on *interest rate cap, provision of reserve funds* and *provision of write-off* are encapsulated in Appendix Table 4, Appendix Table 5 and Appendix Table 6, respectively. In addition to that, their responses on ‘funding’ are also discussed briefly (please see Appendix Table 7). Corresponding recommendations to those reactions/challenges are given in the next column of each table.

10.2.1 Interest rate cap

ASA has already introduced interest rate cap in providing microloans and for calculating the EIR (27%) suggested by MRA, ASA brought due changes to its software. At the same time, they think that the expected surplus of the MFIs will be reduced due to the interest rate cap. Even if the income generation of MFIs is affected by the interest rate cap but ASA considers with the active presence of MRA in the sector, the clients will be more protected and the MFIs licensed by MRA will enjoy more legal footing.

On the other hand, though BRAC has already started piloting the newly set service charge but it finds the interest rate cap may create some very practical difficulties in near future. BRAC cautioned that NGO-MFIs should not be considered as commercial banks. In case of any commercial bank, each branch has to be run profitably but for NGO-MFIs, profitability is not the prime motive; rather sustainability is the issue. Usually, with the surplus generated from better off branches of any NGO-MFI - it cross subsidizes its other worse off branches that are not being run sustainably.

BRAC experiences suggest that the loan size remains smaller and the rate of default stays higher for any branch office of an NGO-MFI located in North Bengal, the most poverty prone area of Bangladesh. So branches located in that region are hardly sustainable. Again branches near Dhaka city, (say, Manikgonj or Savar) usually deal with borrowers group who are relatively better off compared to the groups in North Bengal. So naturally the loan size is larger and the repayment rate is better in these areas, which allows these branches to generate surplus. An MFI has to adjust its costs across the branches using this surplus.

So BRAC feels that the interest cap will discourage any NGO-MFIs to intervene in hard to reach areas, which is conflicting with its social mission. Considering sustainability aspect, the MFIs supposedly are more interested to work in the areas convenient in all respect in order to maintain interest rate cap set by MRA. In other words, even if the focus of MFI is not profit generation but interest rate cap will direct it to be more selective in terms of program areas and beneficiary groups that will invite mission drift to step in. BRAC proposes that the interest rate cap should be adjusted with inflation rate over the years so that NGO-MFIs can confront inflation rate and remain at the sustainable level.

Shakti remained more tough on the issue of interest rate cap as to them it was just an imposition from MRA‘s end over the MFIs. Rather it likes to rely more on the capability of its clients who migrated from rural areas to the towns in search of better lives. *Shakti* believes that these poor women are very good fund managers. ‘*They are struggling all the time and side by side they are feeding their children, sending them to schools, clothing them, providing medicines while sick, paying money for the rented sheds, even purchasing electricity and water! So when a poor woman borrows, certainly she also makes a plan to repay the loan.*’ In short, the poor clients of any MFIs always do their calculation to manage their financial lives. It is she who decides if the price of a microloan offered by an MFI is worthy for her or not. If it does not suit her, then obviously she would not take loan from that MFI. So this interest rate cap is just an imposition from MRA‘s end over the MFIs, not a felt-need of the poor borrower.

CB is quite okay with the interest rate cap as from the very beginning it offers its microloans at a rate less than the threshold. CB charges 12% flat rate (i.e. maximum 24% in DBM) and is confident to stick with that, although as per MRA guidelines it could have increased the charge up to 27%. On principle, CB is not inclined to make profit, so it is satisfied with charging below the threshold set by MRA and attaining either the break-even level or slightly more than that.

CB found the time period given by MRA to the NGO-MFIs for introducing declining balance method (DBM) was not sufficient and at the same time, MRA could not organize required orientation sessions for all the licensed NGO-MFIs regarding the automated template for calculating interest rate. According to CB management, it would be relatively easier for the MFIs that follow automated system to take up the suggested changes on time but it is hardly possible for MFIs to bring changes in their system within the given timeframe those execute this task manually. So CB is concerned about the possible errors of a big number of licensed NGO-MFIs while calculating manually. To minimize errors in the MIS, MRA should make a plan for corrective measures in this regard.

Coast management considers the interest rate cap for an MFI like *Coast* should be relaxed as the operational cost is higher; actually it should be more than plain land due to high supervision cost and disaster related cost. As per MRA guideline, no MFI irrespective of approach (minimalist or credit plus etc.), location (rural or urban etc.) can charge more than 27% as service charge calculating in declining balance method. But the operational costs vary approach to approach, or location to location. Operational cost for serving in Saint Martin Island is not as same as it is in a place adjacent to Dhaka city. Risks in the hard to reach areas will be more as well. So the management expects the approach that Coast follows should be given special attention/incentives and MRA should bring NGO-MFIs under differential interest rate cap provisions on the basis of approach, locations/ contexts etc.

RIC found indifferent with interest rate cap but it pronounced the double threshold problem that it has to tackle being PO of PKSF. Basically, the NGO-MFIs that generate funds from PKSF are experiencing double-threshold problem. Though the interest rate ceiling set by MRA is 27% in DBM but as per the agreement with PKSF, the maximum interest rate these MFIs can charge is 25% in DBM (i.e. 12.5% flat rate). As a result, these MFIs are bound to charge 25% in DBM.

10.2.2 Reserve fund and usage of deposit funds

MRA asked every NGO-MFI to create a reserve fund using 10 percent of its total income surplus[29]. MRA also instructed all MFIs to maintain 15 percent liquidity fund for its entire compulsory, voluntary and term deposit, in the savings account of a scheduled bank of the branch offices. Considering these two requirements affect the operational fund of the organization, the NGO-MFIs clubbed these together in case of responding. Henceforth, these two requirements together will be referred as ‘reserve funds’.

Both the very large NGO-MFIs, irrespective of approach, agreed with the percentage of the portfolio suggested by MRA to keep aside as reserve funds. But of these two MFIs, the one with credit only approach indicated that it would reduce the extent of surplus. Other than the very large MFIs, microcredit operators of rest of the categories pointed out that this reserve funds provision will invite liquidity shortage for running their respective programs. On the other hand, for medium and large MFIs with cheaper fund source, the suggested provision of reserve funds is challenging as it affects the operation of the MFIs directly, inducing shortage of revolving loan funds. The same is true for the small MFIs with cheaper fund source but the problem here is more acute as the operation of these MFIs come at stake due to the resultant shortage of funds caused by this provision.

To the MFI with special focus at urban setting, this reserve funds provision, even though challenging is expected in the sector. Microcredit operators that are either working with ‘missionary’ objective or working in hard to reach areas, point out the importance of their social commitments that are supposed to get affected with this provision.

They believe that this provision is not benefitting for the MFIs that have liquidity problem. So keeping aside a portion of the cash as reserve fund has been making the situation worse as this provision will aggravate the problem with liquidity, particularly for the liquidity-scarce MFIs. Confronting with liquidity scarce state, these MFIs find this provision as ‘perturbing’ or ‘inconvenient’. Finally, the MFI with special focus on elderly people expresses the similar feeling with a concern that this provision curbs the freedom of the MFIs to channelize the deposited money into circulation.

29 Clause 20, MRA Rules 2010

10.2.3 Write off provision

Appendix Table 4 puts across that for the very large NGO-MFIs, the MRA suggested write-off provision is quite acceptable. Even this is not an issue at all, particularly for the very large MFI with minimalist approach. Writing off loans that are overdue for a year is not a big problem for an MFI working with minimalist approach (such as, ASA) as it has very negligible default rate (say, 0.5%) and can write off their overdue loans every year. It hardly affects the liquidity levels of MFIs of this category.

But writing off overdue loans every year is very challenging and does not bring good to the MFIs that are liquidity-scarce but socially committed. MFI with missionary objective experiences 15 – 20% default rates[30], so it is not easy for this MFI to write off the overdue loans every year. According to this MFI, the hardcore poor are the defaulters, and about three quarters of them used to spend their loan money in consumption purposes.

The table below further suggests that the responses of the NGO-MFIs under remaining categories are similar to the reactions/challenges that they expressed regarding provision for reserve funds. In brief, NGO-MFIs under all categories (excluding the very large NGO-MFIs) pointed out that this provision brings about the problem of liquidity shortage for further expansion.

This problem seems more severe for the small MFIs with cheap fund source and the MFIs working in hard to reach areas as it affects their smooth operations.

10.2.4 Funding

The dwindling trends of donor funds suggest the MFIs in the sector to generate funds through borrowing at commercial rate for continuing their services are. But it is very hard for the socially committed MFIs to serve the poorest community scrounging funds at market rate. The responses in respect to funding availability are summarized in Appendix Table 7.

The very large MFIs (irrespective of approach) are not facing fund problems in particular because of their reputations, reliability and strong networks. These MFIs have been generating sufficient surplus funds as well. Converting these entities into microfinance bank is a challenge for these MFIs.

Medium and large NGO-MFIs with cheaper fund source are concerned about the robust process maintained by PKSF. Plus fulfilling double bottom line objective

30 This rate is suggested by the CB management

is a big challenge for them. The small NGO-MFIs with cheaper funds expressed similar concerns. But they stated that due to delayed fund release from PKSF their operations get affected directly. Also they experience that the amount of sanctioned fund mismatches with the amount they usually demand for, which lead them to bring gross changes in their plan. Due to their lack of financial strengths, these small MFIs are also not in the good book of the commercial banks as their potential clients.

NGO-MFIs working in hard to reach areas are concerned about their funding as other than members' savings, they are mostly dependent on cheap funds and donations. NGO-MFIs with missionary objective is also worried as currently members' deposits contribute the major portion of their funds. The NGO-MFI working in the urban setting has been generating enough funds from their members. At the same time, it is accessible to cheap funds and donations as well. These MFI has been generating surplus income. So MFI of this category is not very concerned about funding.

NGO-MFI with focus on elderly people feels shaky as PKSF also increased its lending rates, so the cheap fund is extracting added costs. So the challenge is to run a credit plus approach focusing elderly people as the cost of fund has been increased.

11. Issues and challenges: GB and BRDB

GB offers loan at the lowest interest rate (20% calculated in DBM) compared to any other microcredit operators of the country[31], probably due to its entitlement of collecting deposit money from the non-members as well. In GB, there are two sources of funds for any branch office: (a) deposit by members (b) deposit by non-members. GB is authorized to use these funds as RLF. By the Grameen Bank Ordinance 1983, GB is allowed to accept deposit from the non-borrowers and it was exempted from taxes for 25 years starting from 1983 (till 2008) subject to formation of a reserve fund[32] by the profit generated through the operation,

31 In practice, the price charged for a microloan by different microcredit operators in the sector follows: 11% flat (i.e. 22% in DBM) by Government run micro credits such as BRDB, BARD and government banks; maximum 27% (in DBM) by NGO-MFIs; maximum 12.5% flat (25% in DBM) by PKSF supported NGO-MFIs.

32 The reserve fund is known as rehabilitation fund that is used for supporting GB members while affected by natural disasters or so. This is an interest free support. The members who will be given this loan support are supposed to pay back the principal at a time convenient for them. GB does not create any pressure over them to get back these loans.

instead of distributing dividends. Again, this tax exemption has been increased in July 2008 until December 2011. GB is supposed to pay taxes from January 2012.

GB strongly criticizes the injection of subsidies in the sector stating that it is wise not to allow subsidy in the microfinance intervention as the subsidized product hardly reaches to the targeted population due to leakages occurred in the disbursing process.. The elite people or local leaders interferes and make the process contaminated. But this notion was criticized by the resource-scarce NGO-MFIs working in the hard to reach areas. Probably GB says this so confidently because since its birth, GB has been enjoying the advantage of its inherent _duality': entitlement of deposit collection from public (both members and non-members) like a commercial bank and tax exemption over the generated positive surplus like an NGO-MFI. At the same time, GB management firmly believes that it is only NGOs or NGO-MFIs that can reach the poor. So they expect the government should remain low profile or abstain from microfinance programs; rather the governmental funds in this regard can be given to the poor people channelized through NGO-MFIs. Otherwise, it would just be a charitable program from government's end.

The cooperative movement of the country was a very popular intervention right after independence, but it could not be succeeded the way it was expected. The mostly said reason behind this failure is mis-targeting and financial misappropriation. The members of the cooperatives usually belonged to different socio-economic groups. As a result, the members from upper socio-economic class dominated the poor members of the same group and appropriated funds.

Through the eyes of the NGO-MFIs and GB, three factors usually make the loan releasing process of BRDB lengthy: (1) the government staff equivalent to Manager Level who is working being very close to the clients does not have loan approval power. So the loan approval takes time as it requires clearance from the higher authority sitting at District level; (2) hardly they use information technology; (3) innate _go slow' policy of Government. Contrarily, in case of GB or NGO-MFIs, it is the Area Manager who gives the loan approval and s/he sits in a place located within 30 kms of the program villages. At the same time, the Area Managers remain mobile and visit fields and Branch Offices almost in every working day. Hence, the loan sanctioning procedure of the non-governmental MFIs gets fastened.

For BRDB, the delayed release in funds slows down its microcredit operation. In fact, Government sanctions an allocation from its revenue budget for BRDB every year, and all the cost related to salary and other benefits of the staff are met from

this allocation. Other than revenue budget, also some funds come through different ministries (such as Ministry of Women and Children Affairs, Ministry of Liberation War, Ministry of Land and so on) and foreign donors. Services related to informal groups are being carried out under a project set up and in 2003 the government has sanctioned 250 crores taka as a lump-sum allocation to run this project[33]. Further investigation reveals that BRDB used to experience problems as the fund flow does not remain smooth all the time. Besides, it also happens that government does not give allocation as per the demand of BRDB. Every year BRDB provides demand for loan funds to the concerned authority, and government responses differently: sometimes provides funds as demanded and sometimes allocates partially. As a result, BRDB faces fund shortages and cannot render its services smoothly as planned that create negative impact.

Importantly, BRDB official refutes the allegations used to put against the largest public cooperative program in the country saying, it is commonly said that the government is very weak in case of releasing/handling loans and the NGO-MFIs are far smarter than the governmental agencies the way the support goes to the poor. BRDB claimed that it has expedited the process and now it is more systematically reaching the poor.

BRDB further discards the allegation of biased selection saying, "There is no question of biased selection as BRDB has set few straightforward criteria to select its members. The key criterion is the member must belong to the poorer section of the village. Basically, the members are selected by the villagers, not by BRDB and directly it (BRDB) does not have any role to play in this respect. The management committee (President, Manager etc.) is also selected by the *samity* members. BRDB staffs, the Village Leader, the Member or the Chairperson do not have any role to play in selecting management committee for the *samity.*" This implies that the government (i.e. state run microcredit system) has been becoming one of the competitive actors in the sector.

Main challenges: GB perspectives

(1) *Tough attitude of the Government* GB has been under scrutiny of the Government for the last few years that was almost absent since its inception; rather with the promotional attitude of Government, GB grew over the years.

(2) *Lack of microfinance database* The sector lacks a dependable database that will track all the relevant information of the sector.

33 BRDB Annual Report, 2008 - 2009

(3) *Working with government permission* Under being the regulation and supervision of Bangladesh Bank, GB requires approval from BB even in case of opening a new branch office. Bangladesh Bank has its own mechanism to cross check some important information, which claims time. For this reason, GB sometimes experiences lengthy process in getting approval. Besides, for setting interest rate or recruiting/selecting the Managing Director, the GB needs approval from the Central Bank.

(4) *Restricted working areas* There are some villages in the hill tracts areas and few other pocket areas where GB could not intervene due to the government approval or political reasons.

(5) *Subsidized intervention* Subsidized microfinance program in the sector would invite leakages and make the process contaminated.

Main challenges: BRDB perspectives

(1) Domination of the NGO-MFIs in the sector that affects BRDB mandate. BRDB works to fulfill the objective of the government. For credit services, BRDB follows two conditions strictly: (a) other than the first loan is repaid fully, one member is not entitled to apply for the second loan; (b) *samity* has to be functioning. On the hand, usually the NGO-MFIs emphasize to generate 'surplus' out of their services rendered to the poor. So these NGO-MFIs follow *refinancing* strategy i.e. sanction a fresh loan before the first loan is fully repaid. As a result, the BRDB members get attracted with the loan system of the NGO-MFIs and over time, leaving BRDB many of them just walk off for the credits from NGO-MFIs.

(2) Again, BRDB is committed to empower the members under rural *samities*. But the NGO-MFIs used to allure them saying, "It is tough to get credit from BRDB. Why don't you come to us for easy loan?" So many members of BRDB used to get inspired to leave the group. Consequently, compared to BRDB – "more people are moving towards the NGO-MFIs and instead of getting out of poverty - they are just entering into debt-traps". The borrowers were to earn income or become more self-reliant with the loan money from BRDB but unfortunately receiving more loan money from the NGO-MFIs, they "get captivated in the web of poverty. So their poverty level is getting worse, instead of improvement".

(3) The huge shortage of funds at government level restrains BRDB to bring all target population in a Upazilla (sub-district) under governmental service. As a result, a large number of 'potential members of BRDB' join groups supported by NGO-MFIs.

12. Key challenges and responses: MRA perspective

This section captures the MRA perspectives in regards key challenges and responses to some key issues in section 13.1 and Section 13.2, respectively.

12.1 Key challenges for MRA

Squeezing market share

As of June 2011, among the MFIs applied for sanction, MRA gave approval for 650 plus NGO-MFIs[34]. According to a recent official press release, MRA reported that it has given licenses to over 700 NGO-MFIs[35] being operational in Bangladesh. The lion share of the market is captured by big four giant MFIs (ASA, BRAC, Proshika[36] and Grameen Bank). So the four other giant MFIs (including GB) plus the top fifteen NGO-MFIs in the next layer basically capture almost the whole market. But MRA issued licenses for over 700 NGO-MFIs implying MRA is keen to promote small actors in the sector. So it is a big challenge for MRA to create adequate market space for the MFIs beyond Top 20 in the sector.

Ensuring level playing field

In practice, there exist a number of multi-purpose cooperatives in Bangladesh under Cooperative Act who set interest rates against their loans even on daily basis. Not being under MRA, these cooperatives apply skyrocketing charges that are calculated in hundred taka or thousand taka. For an example, weekly they charge 10 taka for every 100 taka loan. This fact reveals that the same market containing actors with differing outlooks and the MFIs committed with their social missions are mainly getting affected due to the existence of these 'loan sharks'. Therefore, to create a level playing field for the all operational sector players is a big challenge for MRA (and other concerned authorities).

Awareness building

For awareness building, Currently MRA has published and distributed a poster through the licensed NGO-MFIs. The borrowers are supposed to keep in mind the core messages given in the poster before taking a loan. These include: a) *to make*

---

34 NGO-MFIs in Bangladesh, Volume VIII, June 2011, MRA

35 Press Release: Seminar on MRA's Rules and Regulations: Institutional and Users' Perspective, 3 April 2013, MRA

36 After being dormant for the last few years, Proshika has now been active again in the sector

out whether the MFI is licensed; b) *to know in detail the terms and conditions of microloans and savings*; c) *to know clearly about the cost to incur for a loan*; d) *to dial to the given phone number, if any complain*. This poster is mainly visible in the branch offices of any MFI and in few common places like bazaar. As many of the borrowers are uneducated and most of the times they remain within their homesteads with household chores, so the impact of poster may be less until the loan officers or the educated clients do not inform other neighboring potential borrowers in this regard. So it is quite challenging for MRA to make poor as well as mostly uneducated borrowers aware of these new changes and their responsibilities in that respect.

12.2 MRA responses

This sub-section deals with three important areas including interest rate cap[37], consumer protection and focus of MRA has been discussed in sub-section 13.1.1 below. The next sub-section deals with the upcoming key challenges for MRA.

12.2.1 Interest Rate Cap

It is customarily claimed that the MFIs in Bangladesh are charging well below that a local money lender used to charge and that is why introducing interest rate cap is not a good idea. But MRA tends to ask question who to compare with: the money lenders or the commercial banks? For setting price of microloans, MRA considers several advantages that the NGO-MFIs in Bangladesh have been enjoying since long. These include contextual advantage, tax rebate, accumulated capital base and promotional outlook of GoB.

First, *population density* itself is an advantage for the NGO-MFIs being operational in Bangladesh. People are densely populated in most of the places in Bangladesh. So it is possible to serve poor people in Bangladesh with less operational costs compared to any African countries where the households are sparsely distributed. Second, all the NGO-MFIs are under *tax rebate*. The entire surplus of any NGO-MFI generated through microfinance intervention is tax free whereas in case of corporate houses a substantial portion of their profits is to be surrendered as taxes.

Third, at the initial stage of microfinance movement in Bangladesh, almost all the NGO-MFIs received huge grants and foreign donations that helped generating *very strong capital base* of these organizations. Though not for all, but it has been

37 Among the three most concerned provisions, this paper discusses only _interest rate cap' as the responses from MRA's end has not been captured for the remaining provisions.

a huge advantage for many microcredit operators in Bangladesh. Fourth, the Government of Bangladesh always remained positive and relaxed towards NGO activities. The NGO-MFIs that generated adequate funds in the name of advocacy or poverty alleviation were not questioned or brought under scrutiny by the government. This *promotional outlook of the Government* has been an advantage for NGOs or NGO-MFIs in Bangladesh.

According to MRA[38], in reality, the cost of fund for the microcredit sector is only 7% on average compared to 3-4% for the banking sector. It may be noted that the average amount of savings for the MFIs is 30% of the loans outstanding on which only a maximum of 5% interest is paid. In addition to that, the MFIs have a large amount of retained earnings, which does not bear any cost. Hence taking into consideration the zero cost of retained earnings and the cheaper fund from savings along with the traditional cost of bank borrowing, the cost of fund of the microfinance industry works out, as per MRA, to 7%.

Setting the chargeable interest rate by MRA maximum at 27% (calculated in DBM) would mean that the gross margin for the MFIs would be 20%, which is still considerably high. So it implies that the margin is large enough to cater for increased overhead expenses and/or costlier borrowings from banks and still operate profitably. In this ground, MRA finds it is possible to further reduce the rate of interest on loans offered by the MFIs through shrinking overhead costs and/or attaining operational efficiency. With this understanding, MRA declared that it would continue to work to this end in the forthcoming days.

12.2.2 Focus of MRA

Screening the applications in the second phase, MRA found that the most concentrated area for microfinance intervention is Dhaka, followed by Tangail. At this phase, MRA considered that given the microfinance market in Bangladesh, 600 licensed MFIs are sufficient to serve. Now, in the second phase MRA has been keener to give license only to those MFIs who are interested to work in the hard to reach areas of the country including *haor*, *char* (river islands) and hilly contexts, or in those districts where microfinance coverage is relatively lesser[39].

12.2.3 Squeezing market share

Squeezing market share of the very large MFIs, MRA is keen to bring NGO-MFIs belong to the second and sub-sequent tiers to the forefront through policy support.

38 Please see the ‗Clarification on Interest Rate on Microloan and Several Other Issues'; an enclosure for MRA Circular Letter No. 07 dated 13 January 2011.

39 Through Key Informant Interview with the concerned MRA Official

MRA believes that it will take time. It acknowledges[40] that small MFIs at local level have advantages compared to the large MFIs as these (local MFIs) are relatively free from information asymmetry. MRA is aware of some weaknesses of some ‘branded’ MFIs (such as *absconding staff after stealing borrowers’ money, high default rate, high dropout rate* etc.) operational in remote areas. So MRA is confident that the local MFIs can take advantage of the weaknesses of the influential MFIs and with support from MRA, can help breaking the monopolistic nature of the market.

12.2.4 Consumer protection

The microcredit is ideally for the unbankable poor borrowers. In Bangladesh, microfinance interventions has been expanding fast but its *productive use* has faced a serious challenge, given a lack of attention by the MFIs to *skill development training* at borrowers’ level. In practice, larger MFIs usually offer much larger first time and more progressive loans compared to smaller players. They can also provide much quicker repeat loans. It attracts borrowers, which in turn limit them exercising freedom of choice.

Client protection is an important as well as an emerging area in microfinance. The regulatory body in Bangladesh gives high priority to protect the clients. For ensuring clients’ protection, it is expected that the MFIs do not behave rough with the clients when collect installments. MRA should oversee if any anomalies like these are taking place in the sector.

Before MRA Rules 2010, the MFIs exercised complete freedom in setting service charges of financial products. Usually MFIs do not explain clearly about the amount of money a client has to pay to borrow. Simply they (MFIs) say it is a loan of 15% flat or so. But they do not share with the clients regarding the impact of other fees and obligatory deposits over the effective rate of interest (EIR), which causes effective interest rate quite high for a poor borrower. MRA took a strong stand to stop these practices. It puts emphasis on ‘*the rate and procedure of determining Service Charge [that] must be set according to the policies formulated on the basis [of] directives, related to the rate of Service Charges and procedure’* that the government and the Authority will provide from time to time. For the benefit of the clients, the service charge set as per the government policy ‘*must be informed to the Client and the charged rate cannot be higher than the declared rate under any circumstance’*. The policy also suggested a national rate of rebate for a ‘relevant client’ for prepayment of the entire outstanding loan[41].

40 Interaction with the responsible official of MRA

41 *Please see* Clause 26 in MRA Rules 2010.

Through a circular[42] MRA informed all the licensed NGO-MFIs in the sector to follow the 'Guidelines on Interest Rate and Other Allied Issues of Microcredit'. The guidelines covered several important issues including maximum fees chargeable from clients as fees/passbook etc. [*not more than 15 taka*], grace period [*at least 15 days*], number of installments [*50 in a tenure of 1 year*], embargo on upfront deduction [*no money could be cut at source*], expected rate of interest to be paid on deposit [*minimum 6% per annum*], calculation method for interest rate [*DBM*], maximum interest rate to be charged [*not more than 27%*], and categorization of MFIs [*three categories on the basis on Yunus Benchmark*]. Also it suggests microloan as a collateral free loan – so agreement on non-judicial paper is not deemed necessary. Having feedback from the field, MRA revised the suggested number of installments (*46 instead of 50*[43]) afterwards.

According to MRA, an NGO-MFI is supposed to calculate the EIR in declining balance method, which must not exceed 27% and place that in written form in its office so that it could be visible. The calculation of any specific product with features should be transparently uploaded in the organizational website, if there is any. But this study suggests that the concerned NGO-MFIs are yet to execute this.

MRA gives emphasis on protecting rights of the clients of any Microcredit Organization identifying 8 areas[44] including receiving financial products offered by MFIs, knowing the applicable procedures (*both in writing or verbally*) of availing these products clearly, exercising right to withdraw deposit, in part or full if the client has no outstanding loans, participating in various training and awareness creation programs of MFIs, claiming the benefits of insurance policies, receiving documentary evidence of all transactions from the MFI, earning interest on deposits as the MFI offers, and receiving information related to deposit and loan balance from the relevant branch office on any working day.

Having aware of the above-mentioned rights, the borrowers are expected to play responsible roles so that they do not get cheated over the process. Considering this aspect, MRA also spells out a set of responsibilities[45] that the borrowers should execute.

For awareness building, MRA has published and distributed a poster through the licensed NGO-MFIs. The poster suggests that the borrowers are supposed to keep

42 *Please see* MRA/Circular Letter No – Regu – 05; 10 November 2010.

43 *Please see* MRA /Circular Letter No. Regu – 08; 8 June, 2011.

44 *Please see* Clause 16 of MRA Rules 2010.

45 *Please see* Annex 1.

in mind the core messages given in the poster before taking a loan. These include: a) *to make out whether the MFI is licensed*; b) *to know in detail the terms and conditions of microloans and savings*; c) *to know clearly about the cost to incur for a loan*; d) *to dial to the given phone number, if any complain*. This poster is mainly visible in the branch offices of any licensed NGO-MFI and in few common places like *bazaar*. As many of the borrowers are uneducated and most of the times they remain within their homesteads with household chores, so the impact of poster may be less until the loan officers or the educated clients do not inform other neighboring potential borrowers in this regard.

Again, in the backdrop of failure of an MFI, called *Jubok* - very recently MRA has decided to provide a 'cushion' to the depositors of MFIs by forming *depositors' security fund* (DSF), which will help establish good governance and discipline in the sector. The proposed coverage size would be Tk 3,500 to safeguard the interest of 80 percent depositors, where about 80 per cent of the depositors of MFIs have less than Tk 3,500 deposit on an average. Reportedly, the *Jubok* made a false statement to Bangladesh Bank that it had Tk 380 million deposit from its 0.27 million clients but a probe committee found that it actually owed Tk 21.47 billion to its members[46], which created strong protests from the innocent clients. But sometimes, pressures or protests from borrowers compelled the micro creditors to make changes in or modify the *modus operandi* of the fund and thereby resorting to more intricate calculations (Chowdhury, 2007).

13. Upcoming challenges: General

There are few other important challenges existing in the sector as a whole that are being shared in this section.

13.1 Multiple borrowing

This is a huge sector where numerous human-powers are involved in and that contributes to the national GDP. But the sector still lacks a dependable database that will track all the relevant information of the sector. *Overlapping* is prevalent[47] in the sector but it is not easy to trace that out as the actors are reluctant in sharing their information. To the MFIs, with increased competition, *multiple borrowing* causes an increment in the loan recovery rate and a reduction in the drop-outs rate.

---

46 Report published on 22 July 2012 in the bdnews24, a popular electronic news media of Bangladesh; it is accessible at http://www.bdnews24.com/details.php?cid=4&id=228664.

47 *Please see* Faruquee and Khalily (2011), and (Yashuiko, 2010)

In a saturated market, borrowers find it easier to take out credit in excess of their repayment capacities (*over-borrowing*). They can do so by going to several MFIs (multiple borrowing), which are not aware of the client's credit record and are willing to lend in order to increase their business volume. In fact, empirical evidence shows that over-borrowing is closely related to multiple borrowing[48]. With multiple borrowing, the borrower can choose to default strategically on one or several of the loans. In the absence of credit bureaus, and if no collateral has been posted, potentially negative consequences for the borrower remain limited. Over-borrowing and strategic default are typical problems of moral hazard in lending relationships caused by MFIs' inability to coordinate their lending decisions[49].

13.2 Refinancing and rescheduling

Delinquency is a part of any microcredit program and it has a serious effect on an institution's costs, income and financial situation. Delays in receiving income in the form of interest make it difficult for the institution to manage its cash flow and when loans are overdue for a long time, managers may lose hope of recovering the interest and concentrate on recovering the principal, thus foregoing some of their income. Delinquency also slows down the rotation of the portfolio and deprives other borrowers of the benefit of getting a loan, as well as reducing the income earning potential of the institution.

In order to reduce the recorded arrears without reducing the portfolio, if not all but many NGO-MFIs in Bangladesh commonly *reschedule* or *refinance* loans of the poor clients. *Rescheduling* a loan involves changing the payment schedule so that the borrower is no longer in arrears (or will be able to avoid going into arrears) and has a new payment schedule. *Refinancing* a loan implies lending more money to a borrower who still has an outstanding balance. The new loan is usually used to pay off the previous loan and to provide some new finance for the client's business.

The MFIs in Bangladesh prefer these tools as the loans are not written off; rather interest charges continue to accrue when loans are refinanced or rescheduled. Although rescheduling and refinancing seem to improve the quality of a portfolio in the short run, they mask a delinquency problem and may contribute to a

18 *Please see* Schicks and Rosenberg (2011) for an overview of empirical findings regarding over-indebtedness.

49 The Bolivian microfinance crisis of 2000 provides a vivid example of this form of moral hazard. See Vogelgesang (2003) and Schreiner (2004) for a more detailed description.

worsening portfolio in the long run by actually encouraging delinquency if the borrower fails to generate due funds and get further indebted.

13.3 Pricing non-transparency

There are many small MFIs in the sector that do not even understand how to calculate. But MRA expects that through the credit deliverers the borrowers will come to know the exact amount they have to pay for their loans.

Usually MFIs do not explain clearly about the amount of money a borrower has to pay to borrow. Simply they (MFIs) say 15% flat or so. But they do not share the impact of other fees and obligatory deposits over the effective rate of interest. MRA took a strong stand to stop these practices. After adhering to the MRA guidelines, an NGO-MFI is supposed to calculate the EIR and place that in written form in its office so that it could be visible. The calculation of any specific product with features should be transparently uploaded in the organizational website, if there is any. Though MRA has already taken some steps, but still it is a big challenge to evaporate the pricing non-transparency from the sector.

14. Recommendations

This section mainly deals with the recommendations suggested by the NGO-MFIs on three mostly concerned provisions including *interest rate cap, reserve funds* and *provision for writing off*. It also lists down few recommendations by the sample operators on *funding*.

Interest rate cap

Considering self-sufficiency aspect, the very large MFIs expect that MRA would carry out a thorough exercise including all sector players before lowering the cap level in future. MFIs with cheap fund source look ahead to the resolution of double threshold problem through joint meeting between MRA and PKSF. The MFI with focus on urban setting recommended that price fixation from the top should be reviewed. Interest cap is not a problem for the MFI with missionary objective as it already offers well below the threshold level and this operator does not find any problem coping with further reduction of MRA interest cap. MFIs working in the hard to reach area suggest MRA to introduce differential interest rate cap that will be compatible with the geographical locations and approaches being followed by NGO-MFIs to reach the poorer section of the country. Considering sustainability aspect, the MFI with focus to the elderly people expect that the current interest rate should be reviewed and relaxed.

Provision of reserve funds

Very large MFIs are satisfied with the suggested provision of reserve funds and they recommend that for the benefit of the borrowers, this reserve funds should be maintained in the sector. Medium and large MFIs with cheap fund source expect that the proportion of reserve funds should not be the same for all NGO-MFIs in the sector; rather it should be reduced on the basis of the size of the MFIs. MFI working in hard to reach area also suggests differential proportion of reserve fund provision. On the other hand, the small MFIs with cheap source and MFI working with missionary objective recommend either provision of this sort is to be waived or the proportion of the reserve funds should be less for this category. MFI with focus on elderly people also expects that the proportion of the reserve fund should be less for MFIs of this category. For the MFI working in urban setting, the proposed reserve fund is expected and it should be maintained all over the sector.

Write off provision

Alike provision for reserve funds, the very large MFIs expect that for the benefit of the borrowers, the MRA suggested write off provision should prevail in the sector. At the same time, the MFI with focus on urban setting also considers that even though challenging but this provision should be operational in the sector. On the other hand, the MFIs under other categories mainly differ with the time period suggested flatly for all performing NGO-MFIs in Bangladesh, irrespective of size, approach and leverage. They mainly propose differential time limit should be thought about for NGO-MFIs in the sector on the basis of size, approach and leverage. Basically, these MFIs expect extended time period for writing off their overdue loans. In favor of their stand, these MFIs pointed out the practice being transpired in the commercial banks of Bangladesh. It is a common practice in the formal banking sector of Bangladesh that the wealthy clients of the commercial banks do not repay their loans on time and these overdue loans are carried forward years after years. So it is verily expected that the loans of the poor clients of MFIs should be allowed to remain overdue for relatively longer (compared to time suggested by MRA) period of time, particularly for the liquidity scarce NGO-MFIs.

Funding

Very large MFIs suggest that the concerned authority should explore the possibilities of converting them into microfinance banks. Large and medium MFIs with cheap fund source suggest that fund giving conditions of PKSF at cheap price to be softened.

For the small MFIs expressed that in principle, all the NGOs are supposed to work with the poor people. To keep the NGOs on track, the authority has to make space where the socially committed MFIs can grow. Keeping this in mind, the small MFIs expect the following recommendations may be favorable for them to serve the poor. These include:

the conditions imposed by PKSF over its POs are very tough, which is to be softened PKSF to release its funds on time the gap between the amount applied for and the amount sanctioned to be lessened more subsidized fund sources are to be linked with; commercial banks should open special window for funding MFIs of this category at a cheaper rate.

Alike the small MFIs, the operators that work in the hard to reach areas also demands for further subsidized fund sources which should be accessible. The MFI with missionary objective also support that the funds of PKSF should be accessible but with softened condition. As an alternative cheap fund sources, they proposed 'affluent' people of the country with altruistic minds. The MFI with focus on elderly people emphasized funds that should be made accessible in cheaper cost, especially for the special interventions like it operates.

The MFI with focus in urban setting did not recommend any point in regards to funding.

15. Conclusion

The emergence of a formal regulatory body under MRA Act 2006 and the relevant rules & regulations for the NGO-MFIs instructed by this Authority to follow truly triggers an era that Bangladesh did not experience ever. Post MRA microfinance operation in Bangladesh reveals a very complex as well as challenging scenario. The paper sheds some light over how a small sample of key MFIs with varied typologies have been adjusting and getting concerned in the changed environment due to the regulatory control. The issues and challenges covered in this paper reveal that there are many hurdles yet to be crossed to reach the poor and to uplift them from poverty. It is clear that having its own intent and objectives, each single MFI has leverage, limitations and challenges that MRA and other concerned are to take into account. Most importantly, the rules and guidelines developed later on under the light of MRA Act 2006 are applicable for all NGO-MFIs in Bangladesh irrespective of its typologies, which remind us "one size does not fit all".

Constructive coordination among the regulators of differing sector actors will help make the sector pro-poor. Government (MRA and other concerned bodies of

Government), along with the other sector actors, has very important roles to play in this regard.

The issues and challenges flagged by the concerned microcredit operators and regulators are the partially told story. So to make ‘microfinance’ as one of the tools for ‘poverty alleviation’ – the voices of the poor borrowers, ‘potential borrowers’ and voluntary non-borrowers at post MRA phase are to be listened and internalized carefully, and on the basis of that the program designs are to be adjusted accordingly in future.

References

1. Ahmad, Kholiquzzaman. 2011. ―Microcredit: A Panacea or A Villain?ξ . Bangladesh Foundation for Development Research. *Presented in 6th S A M Kibria Memorial Lecture. 25 January 2011.*
2. Ahmad, Kholiquzzaman. 2007. ―*Socio-Economic and Indebtedness-Related Impact of Micro-Credit in Bangladesh*ξ . Action Aid, BUP and UPL, Dhaka.
3. Ahmad, Kholiquzzaman. 1998. ‗Nation Building in Bangladesh: Putting People First. *Bangladesh Journal of Political Economy.* Bangladesh Economic Association.
4. Augsburg, Britta and Cyril Fouillet. 2010. ―Profit Empowerment: The Microfinance Institution‘s Mission Driftξ . *Perspectives on Global Developmentn and Technology*.
5. Banerjee, A., E, Duflo., R, Glennerster., and C, Kinnan. 2009. ‗*The miracle of microfinance? Evidence from a randomised evaluation*.‘ Working paper.
6. Bateman, Milton. 2010. *Why Doesn5 t Microfinance Work? The Destructive Rise of Local Neoliberalism*. Zed Books. London.
7. Bateman, M., H-J, Chang. 2009. *The Microfinance Illusion*, Working Paper, University of Juraj Dobrila Pula, Croatia, and University of Cambridge, UK.
8. Bateman, M. 2011a. Ed. *Confronting Microfinance: Undermining Sustainable Development*. Sterling, VA: Kumarian Press.
9. Bateman, M. 2011b. ‗Introduction: looking beyond the hype and entrenched myths‘ in: Bateman, M. 2011a. (*op cit*).
10. Bateman, Milford and Ha-Joon Chang. 2011. ―Microfinance and the Illusion of Development: from Hubris to Nemesis in Thirty Years ―
11. Bhatnagar, D *et al.* ___. Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP). *A case study*.
12. BRDB Annual Report, 2008 – 2009
13. CDF, Bangladesh (Different Years): Bangladesh Microfinance Statistics, Bangladesh
14. CDF & InM. 2009. *Bangladesh Microfinance Statistics.*
15. Christen Robert and Richard Rosenberg, *The Rush to Regulate: Legal Frameworks for Microfinance*, CGAP Occasional Paper No. 4 (Washington, D.C.: CGAP, April 2000).
16. Cohen, Monique. 2002. ―Making Microfinance More Clients-Led.ξ *Journal of International Development* 14, no. 3: 335–50.

17. Dichter, T., and Malcolm Harper. 2007. eds. *What5 s wrong with Microfinance?* London: Practical Action Publishers.

18. Dunn, Elizabeth. 2002. ―It Pays to Know the Customer: Addressing the Information Needs of Client-Centered MFIs.ξ *Journal of International Development* 14, no. 3: 325–34.

19. Duvendack, M., Palmer-Jones, R., Copestake, J.G., Hooper, L., Loke, Y., Rao, N. 2011. ‗*What is the evidence of the impact of microfinance on the well-being of poor people?5* London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London.

20. Duflos, Eric and Kathryn Imboden. 2004. ―The Role of Governments in Microfinanceξ . *Helping to Improve Donor Effectiveness in Microfinance.* CGAP *Donor Brief:* No. 19. May 2004.

21. Faruqee, R and B. Khalily. 2011. *Multiple Borrowing by MFI Clients: Current Status and Implications for Future of Microfinance*. Institute of Microfinance, Dhaka, Bangladesh.

22. Gallardo, J. 2002. A framework for regulating microfinance institutions: the experience in Ghana and Philippines. *World Bank Policy Research Paper No.2755* http://econ.worldbank.org/resource.php?type=5.

23. Hamada, Miki. 2010. ―Financial Services to the Poor: An Introduction to the Special Issue on Microfinanceξ . *The Developing Economies* 48, no. 1 (March 2010): 1–14

24. Helms, Bigit. 2006. *Access for All: Building Inclusive Financial Systems*. Washington, D.C.: World Bank.

25. Huq M *et al.* 2008. Regulation of Microfinance Institutions in Asia: A Comparative Analysis. *International Review of Business Research Papers. Vol.4 No.4. Aug-Sept 2008. PP. 421-450*

26. Karlan, D. and J. Zinman. 2009. Expanding Microenterprise Credit Access: Using Randomized Supply Decisions to Estimate the Impacts in Manila. (mimeo).

27. Ledgerwood, J. (1999): Sustainable Banking with the Poor; Microfinnace HandBook; An Institutional and Financial Perspective, The World Bank, Washington, D. C.

28. Meagher, P. 2002. Microfinance regulation in developing countries: a comparative review of current practice. *IRIS Centre Research Working Paper*, University of Maryland.

29. Microcredit Regulatory Authority (MRA) Act 2006. *Government of Bangladesh.*

30. Microcredit Summit Campaign Report. 2012.

31. MRA. 2008. *NGO-MFIs in Bangladesh.* Vol. 5. Microcredit Regulatory Authority. Dhaka, Bangladesh.

32. MRA Rules. 2010. Microcredit Regulatory Authority

33. MRA. 2011. *NGO-MFIs in Bangladesh.* Vol. 8. Microcredit Regulatory Authority. Dhaka, Bangladesh.

34. MRA Circulars of different dates

35. Nobel Peace Prize Award in 2006. The Nobel Committee

36. Official website of MRA at http://www.mra.gov.bd/index.php?option=com_
content&view=article&id=40&Itemid=114

37. Pitt, M. and S. Khandker. 1998. ‗The impact of group-based credit programs on poor households in Bangladesh: does the gender of participants matter?', *Journal of Political Economy* 106(5): 958-96.

38. Rahman, R I and Lila Rashid (ed.). 2011. *Microfinance Regulations for Development: Global Experiences*. University Press Limited. Dhaka. Bangladesh.

39. Review Committee Report on Grameen Bank, 2011

40. Rhyne, E. 2002. The experience of microfinance institutions with regulation and supervision. Paper presented in the Conference on the 5th International Forum on Micro enterprise; Inter-American Development Bank, September 10 2002, Rio de Janeiro, organised by ACCION.

41. Robinson, Marguerite S. 2002. *The Microfinance Revolution.* Vol. 2*, Lessons from Indonesia*. Washington, D.C.: World Bank.

42. Roodman, D., Morduch J. 2009. ‗The impact of microcredit on the poor in Bangladesh: revisiting the evidence, *Working Paper Number 174* (June), Center for Global Development: Washington DC. (revised version 2011)

43. United Nations. 2006. Building Inclusive Financial Sector for Development. New York: United Nations.

44. Rosenberg, Richard. 2003. ―Regulation and Supervision of Microfinanceξ *Helping to Improve Donor Effectiveness in Microfinance.* CGAP *Donor Brief:* No. 12. May 2003.

45. Rosenberg, R 2010. ―Does Microcredit Really Help the Poor?ξ Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), *Focus Note* No. 59. Washington DC.

46. Schicks and Rosenberg (2011) for an overview of empirical findings regarding over-indebtedness.

47. Schicks, Jessica & Rosenberg, Richard. 2011. ―Too much Microcredit? A Survey of the Evidence on Over-Indebtednessξ , *CGAP Occational PaperNo. 19*, Spetember 2011.

48. SEEP Network. 2006. Social Performance Progress Brief, September, accessed through web

49. SEEP Network. 2006. Conceptual Note on Social Performance, October, accessed through web

50. Sinha, F.2008. Social Rating and Social Performance Reporting in Microfinance, Towards a Common Framework, *Argidius Foundation and SEEP Network*.

51. Vogelgesang, Ulrike. 2003. —Microfinance in Times of Crisis: The Effects of Competition, Rising Indebtedness, and Economic Crisis on Repayment Behaviorξ , *World Development*, Vol. 31, No. 13, pp. 2085– 2114

52. Yuge, Yashuiko. 2010. —The Current Situation of Microfinance in Bangladesh: A Growing Concern About Overlapping Loan Problems – From a Field Visit to Rajshahi and Comilla. Tufts University.

53. Yunus, M. 2011. —Wrong Turn for Microfinanceξ . Published in *The Daily Star* . Dhaka, 9 January 2011.

54. Yunus, M 2011a. —Sacrificing Microcredit for Megaprofitsξ published in *The Newyork Times* on January 14, 2011

55. Yunus, M 2011b —Opening remarks: financial inclusion and the regulation of microfinanceξ in *Central banking in Africa: prospects in a changing world*, 2011, vol. 56, pp 7-9. Bank for International Settlements.

56. Zeller, Manfred, and Richard L. Meyer, eds. 2002. *The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, and Impact*. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press.

Annex 1. *Duties of the Clients*

The following are the duties of the Clients of the Microcredit Organization:

(a) Deposit the amount stipulated by the relevant organization, ensure entry in the passbook and obtain signature from the designated employee of the Microcredit Organization and also to ensure that loan and Insurance related transactions are recorded properly in the appropriate pass book;

(b) Make timely payments of loan installments and Insurance premium as per specified terms and to encourage other Clients also to do the same;

(c) Abide by law and order of the Samity and spontaneously co-operate with the Microcredit Organization by attending the meetings of the Samity and participating in its operational programs;

(d) Be fully aware of the terms and conditions of the services before availing any service offered by the Microcredit Organization;

(e) Actively participate in the demand based training courses and awareness programs of the Microcredit Organization;

(f) Efficiently invest the granted loan amount into stipulated income generating activities and thereby increase own profit desirably; and

(g) Refrain from taking loans from one or more sources which the Client cannot utilize profitably.

Source: Clause 17, Microcredit Regulatory Authority Rules

Appendices

Appendix Table 1. Basic Characteristics of Select MFIs

MFI	*Year estd.*	*Dominant working area*	*Approach/Focus*	*Dominant fund sources*
ASA	1992	Both rural and urban	Credit only	Deposits by members, followed by local banks
BRAC	1974	Both rural and urban	Credit plus	Local banks, followed by members‘ savings
GB	1983	Rural areas	MF Bank	Deposits by members and non-members
Shakti	1992	Urban areas	Focus: poor women at urban setting	Deposits by members, followed by PKSF
CB	1982	Both rural and urban	Missionary approach	Deposits by members, followed by international donor
RIC	1989	Both rural and urban	Credit plus (special focus: Elderly people)	PKSF, followed by members‘ Savings
Coast	1991	Rural areas (esp. *Coast*al areas)	Rights Based Approach	Deposits by members, followed by PKSF
BRDB	1983	Rural areas	Cooperative approach	Funds through Revenue Set up made by the Government, followed by Grants/ Donations from different Agencies

Appendix Table 2 Mission and Vision of Select MFIs

MFI	Mission/Objectives	Vision/Goal
ASA	To support and strengthen the economy at the bottom of the socio-economic pyramid by facilitating access to financial services for the poor, marginalized and disadvantaged	To establish a poverty free society.
BRAC	To empower people and communities in situations of poverty, illiteracy, disease and social injustice	A world free from all forms of exploitation and discrimination where everyone has the opportunity to realize their potential.
GB	To extend banking facilities to poor men and women; eliminate the exploitation of the poor by money lenders; create opportunities for self-employment for the vast multitude of unemployed people in rural Bangladesh; bring the disadvantaged, mostly the women from the poorest households, within the fold of an organizational format which they can understand and manage by themselves;	-
Shakti	To bring women out of the cycle of poverty and provide conducive support to their development as entrepreneurs, leaders, and agents of social change.	Women in a poverty-free world of equal opportunities
CB	To become a partner of people – especially the poor and marginalized, with equal respect for all – to attain integral development, to live a truly human life in dignity and to serve others responsibly	Envisions a society which embraces the values of freedom and justice, peace and forgiveness, to live as a communion and community of mutual love and respect
RIC	To alleviate poverty through human resource mobilization and socio-economic development in its broader sense	To establish a happy and prosperous Bangladesh based on equal rights and strong democratic values
Coast	To facilitate the sustainable and equitable improvement of life, especially of women, children and disadvantaged population of the *Coast*al areas in Bangladesh through their increased participation in the socio-economic, cultural and civic life of the country.	-
BRDB	To organize Comilla type of cooperative for optimum utilization of human as well as material resources available to development; to organize rural masses into cohesive & disciplined group for planned sustained development; to ensure proper utilization of institutional credits; to integrate supply and services for effective utilization.	Poverty free and self-reliant rural Bangladesh

Appendix Table 3. Responses on MRA by MFI category

Category	MFI	General comment on MRA
Very large NGO-MFI: Credit only approach	ASA	Benefitting for both clients and MFIs
Very large NGO-MFI: Credit plus approach	BRAC	A bit mixed pack even though a positive control for the sector and good for the clients
Medium and large NGO-MFIs with cheaper fund source	SFDW, RIC & Coast	Supportive but challenging
Small NGO-MFIs with cheaper fund source	PO1 & PO2	Appreciable addition but very challenging
NGO-MFIs with special focus 1: Urban Setting	SFDW	Useful effort for client protection and streamlining MFIs in a system; doubtful whether the suggestion made by MRA are the felt-need of the poor clients
NGO-MFIs working with „missionary" objective	CB	Positive but very challenging for the MFIs with strong social commitments;
NGO-MFIs working in hard to reach areas	Coast	Very appreciable addition in the sector
NGO-MFIs with special focus 2: Elderly People	RIC	Quite supportive for sector development

Appendix Table 4. Challenges and Recommendations on interest rate cap

Category	MFI	Reaction/Challenge	Probable Recommendation
Very large NGO-MFI: Credit only approach	ASA	Adhering to the price cap (27%) is not a problem at all but further reduction of cap level may be challenging ; less revenue	Before lowering the cap level, MRA should carry out a thorough exercise including all sector players.
Very large NGO-MFI: Credit plus approach	BRAC	May invite mission drift	Same as above
Medium and large NGO-MFIs with cheaper fund source	SFDW, RIC & Coast	Confronting problem with double interest thresholds: 27% by MRA and 25% by PKSF;	PKSF and MRA should agree with a single threshold level
Small NGO-MFIs with cheaper fund source	PO1 & PO2	Same as above	Same as above.
NGO-MFIs with special focus 1: Urban Setting	SFDW	Just an imposition from MRA's end over the MFIs; poor women are very good fund managers; it will affect the revenue of the MFIs	For making an MFI self sufficient, this price fixation from the top deserves further review
NGO-MFIs working with „missionary " objective	CB	Already offers microloan at a level (24%) lower to MRA suggested cap	Possible to cope with further reduction of MRA interest cap
NGO-MFIs working in hard to reach areas	Coast	Confronting stressing reality as well as double threshold problem	Differential interest cap is expected
NGO-MFIs with special focus 2: Elderly People	RIC	Confronting stressing reality as well as double threshold problem	Interest cap should be relaxed

Appendix Table 5 Challenges and recommendations on Reserve Fund

Category	MFI	Reaction/Challenge	Probable Recommendation
Very large NGO-MFI: Credit only approach	ASA	Less surplus but acceptable	For the benefit of the borrowers, this reserve funds should be maintained.
Very large NGO-MFI: Credit plus approach	BRAC	Acceptable	Reserve funds should be maintained
Medium and large NGO-MFIs with cheaper fund source	SFDW, RIC & Coast	Shortage of revolving loan funds; challenging	Proportion of reserve fund should not be the same flatly for all NGO-MFIs; should be reduced on the basis of the size of the MFIs.
Small NGO-MFIs with cheaper fund source	PO1 & PO2	Shortage of revolving loan funds; difficult to run;	Either fund of this sort is to be waived or the proportion of the reserve fund should be less for this category.
NGO-MFIs with special focus 1: Urban Setting	SFDW	Good but challenging	This reserve fund should be maintained all over the sector.
NGO-MFIs working with „missionary" objective	CB	Perturbing for liquidity-scarce but socially committed MFIs	Either fund of this sort is to be waived or proportion of the reserve fund should be less for MFIs of this category.
NGO-MFIs working in hard to reach areas	Coast	Not convenient for liquidity-scarce but socially committed MFIs	Differential proportion is expected.
NGO-MFIs with special focus 2: Elderly People	RIC	Freedom of the MFI to utilize the deposit money as RLF has been getting narrower	Proportion of the reserve fund should be less for MFIs of this category.

Appendix Table 6 : Challenges and recommendations on Write-off provisions

Category	MFI	Reaction/Challenge	Probable Recommendation
Very large NGO-MFI: Credit only approach	ASA	*Not an issue; less surplus but acceptable;*	*For the benefit of the borrowers, this provision should be maintained.*
Very large NGO-MFI: Credit plus approach	BRAC	*Acceptable*	*This provision should be operational in the sector*
Medium and large NGO-MFIs with cheaper fund source	SFDW, RIC & Coast	*Shortage of revolving loan funds; challenging*	*Differential time limit to be proposed for writing off over due loans*
Small NGO-MFIs with cheaper fund source	PO1 & PO2	*Shortage of revolving loan funds; difficult to run;*	*More time should be allowed for writing off*
NGO-MFIs with special focus 1: Urban Setting	SFDW	*Good but challenging*	*Though challenging but this provision should be operational in the sector*
NGO-MFIs working with „missionary‟ objective	CB	*Challenging for liquidity-scarce but socially committed MFIs*	*Time for writing off the overdue loans to be expanded*
NGO-MFIs working in hard to reach areas	Coast	*Not convenient for liquidity-scarce but socially committed MFIs; program areas (coastal belts) are at risk as well*	*Differential time limit to be proposed for writing off over due loans*
NGO-MFIs with special focus 2: Elderly People	RIC	*Face further liquidity shortage*	*Time period for writing off over due loans to be increased*

Appendix Table 7: Opinions of NGO-MFI managements on Fund Availability

MFI	CHALLENGE	RECOMMENDATION
Very large: NGO-MFI with minimalist apporach	Not facing fund problems in particular; rather generating sufficient surplus funds; converting these entities into microfinance bank is a challenge.	Concerned authority should explore the possibilities of converting these into microfinance banks.
Medium and large NGO-MFIs with cheaper fund source	Cheaper fund from PKSF is accessible but the robust process maintained by PKSF is stressful; fulfilling double bottom line objective is a big challenge.	Fund giving conditions of PKSF at cheap price to be softened.
Small NGO-MFIs with cheaper *fund source*	Same as above; PLUS delayed fund release from PKSF; the amount of sanctioned fund mismatches with the amount applied for that lead the small MFIs to bring gross changes in the plan; negligence by commercial banks as their potential clients.	Same as above; fund of PKSF to be released on time; the gap between the amount of applied fund by the MFI and sanctioned fund of PKSF should be less; more subsidized fund sources are to be linked with; commercial banks should open special window for funding MFIs of this category at a cheaper rate.
NGO-MFIs working in hard to reach areas	Other than members‛ savings, dependent on cheap funds and donations	Further subsidized fund sources should be accessible
NGO-MFIs working with „missionary" objective	Currently members‛ deposits contribute the major portion of the fund.	Fund of PKSF should be accessible but with softened condition; alternative cheap fund sources are to be promoted, such as ‗affluent‛ people of the country with altruistic minds.
NGO-MFIs with special focus 1: urban setting	Generating enough fund from the members; cheap fund is accessible; donations are available; generating surplus income.	No comment given.
NGO-MFIs with special focus 2: elderly people	PKSF also increased its lending rates, so the cheap fund is extracting added costs; challenge is to run a credit plus approach focusing elderly people as the cost of fund has been increased.	Funds should be made accessible in cheaper cost, especially for the special interventions like this

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 403-420
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Determinants of Technical Inefficiency of Rice Production in Groundwater Irrigation Markets in Bangladesh

M. SAIDUR RAHMAN*
M. A. SATTAR MANDAL**
HUMNATH BHANDARI***

Abstract *The objective of this study is to determine the technical inefficiencies of rice production under different payment systems of irrigation. Forty eight upazilas were selected proportionately from the total rice areas of those five divisions. Unions, villages and household were selected randomly from the list of those. It is found that the technical efficiency and inefficiencies are different among the payment methods of irrigation. It is seen that the technical inefficiency is higher in share payment system which needs to be taken care for increasing production of HYV boro rice. Tabular model and graphic analyses show the same natures of the results that in the crop share payment system. The Tobit model shows the major determinants of those inefficiencies. The statistically significant factors are sandy loam soil type, education, kinship and asset position of the farmers. The sandy loam soil type has positive significant influence on technical inefficiency of HYV boro production. It is also seen that kinship and education level of the farmers have significant negative influence on technical inefficiency which are quit logical in the HYV boro rice production. Particularly it needs to emphasis the education level of the farmers since it is the highly significant factors for reducing inefficiency of rice production. Other than own payment system, cash payment is better in terms of efficiency consideration and two part tariff*

* Professor & Head, Department of Agricultural Economics, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh

** Professor, Department of Agricultural Economics & former Vice-Chancellor, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh

*** Agricultural Economist, International Rice Research Institute (Bangladesh Office), Dhaka

payment system is the most feasible payment where farmers are less inefficient in producing HYV boro rice by using groundwater irrigation and the users have more freedom to use irrigation according to their crop needs. It can be also a situation where farmers will see the benefits of using AWD in their irrigation field. It will reduce irrigation cost and will also reduce the pressure of using groundwater irrigation in Bangladesh.

1. Introduction

The supply of rice, a staple food for half of the world's population and the primary source of income and employment of one-fifth of the global population, is strongly determined by small farmers' incentives for rice production. More than 200 million small farmers with an average of less than 1 hectare of land produce 90% of the total rice in the world (Tonini & Cabrera, 2011). Small farm households are believed to face a lower opportunity cost of labour than large farm households (Carter & Wiebe, 1990; Hunt, 1979; Sen, 1966). In Bangladesh, rice is the staple food of 149.8 million people and supplies 76% of the total calorie intake and more than 65% of the protein intake of the people (Dey, Miah, Mustafi, & Hossain, 1996). The agricultural sector is also characterized by the traditional subsistence small-scale farming. This country has shortage of all factors of production except labour, obviously cannot afford to make an inefficient use of resources. It is therefore important to estimate the level of technical efficiency at the farm-level, and to identify the sources of such efficiency and inefficiency. Information such as these are important for formulating appropriate policies for reducing the level of technical inefficiency. Measurement of technical efficiency could also help decide whether to improve efficiency first or develop a new technology in the short run. Technical efficiency is used as a measure of a farm's ability to produce maximum output from a given set of inputs under certain production technology.

Farm efficiency is examined by comparing the economic efficiencies of various types of farm holders (landless, marginal, small, medium and large). The majority of studies of agricultural productivity in developing countries support the view that there is an inverse relationship between productivity and farm size (Berry and Cline, 1979; Barrett, 1996). The relationship between farm size and efficiency is found to be non-linear, with efficiency first falling and then rising with size (Helfan et.al., 2004). High technical efficiency will not only enable farmers to increase the employment of productive resources, but it will also give a direction of adjustments required in the long run to increase food production. This present paper examines technical efficiency with emphasis on farm size in Bangladesh in order to suggest the ways to increase the levels of rice production in Bangladesh.

Previous studies in Asia have tested for relative efficiency differences by farm size, with conflicting results. Lau and Yotopoulos, 1971 and Yotopoulos and Lau, 1973 found that small wheat farms in the Indian Punjab were more technically efficient than large farms. In Pakistan, Khan and Maki (1979) found that large farms are more technically efficient than small farms. In Cote d'Ivoire, Adesina and Djato, 1996 found no differences in the technical efficiency of small and large farms. Onyenweaku, 1997 examined the technical efficiencies of two groups of farms in Kaduna state, Nigeria. The results showed higher level of technical efficiency for large scale farms. The above results on relative technical efficiency suggest the need to avoid generalizations in this regard as what obtains in one country may not follow in another country due to differences in agricultural and institutional settings. The definition of farm size has been variable in the efficiency literature, as what is considered "large" or "small" is relative depending on the agricultural system settings. In Pakistan agriculture, Khan and Maki, 1979 classified large farms as those having 12.5 acres or over 5 hectares. Using Indian data, Yotopoulos and Lau, 1973, and Sidhu, 1974 classified "large" farms as those with at least 10 acres (i.e., 4 ha). In Nigeria, Olayide et al., 1980 described small farms as those farm holdings less than 10 hectares. In a similar study in Cote d'Ivoire, Adesina and Djato, 1996 defined large farms as farms of at least 4 hectares. Ohajianya and Onyenweaku, 2002, in a similar study, defined large farms as farms of at least 4 hectares. In this study, large scale farmers were defined as farmers that have more than 3.04 ha (i. e.,7.50 acres) of land. This study investigates the productivity, technical inefficiency and their determinants among different rice farmers in Bangladesh. Necessary policies are suggested based on the findings of this study.

2. Methodology

A multi-staged sampling technique was employed to select a representative sample in this study. Five divisions were selected since they are the major rice growing divisions in Bangladesh. Forty eight upazilas were selected proportionately from the total rice areas of those five divisions. Unions and villages were selected randomly from the list of those. Then irrigated rice growing households were selected randomly. Based on the category of farm size, there were five categories of farmers identified. They were landless (<0.20 ha), marginal (0.20 – 0.40 ha), small (0.40 – 1.01 ha), medium (1.01 - 3.03 ha) and large (>3.04 ha) and their sample size were 17, 350, 357, 69 and 3 respectively. Data were collected using structured and validated questionnaire administered on the farm families using Surveybe CAPI software during the 2013 boro rice season

by trained enumerators under the supervision of the researcher. Data were collected on the socioeconomic characteristics of the farmers, production activities in terms of inputs, outputs and their prices.

The methods to estimate farm household technical efficiency include parametric and nonparametric methods, i.e. stochastic frontier analysis (SFA) introduced by Farrell (1957) and data envelopment analysis (DEA) introduced by Charnes et al (1978). There are debates on which one is more appropriate approach for the technical efficiency estimation. DEA, the non-parametric approach, does not impose the restrictions the production function and distribution assumption of error terms and is suitable to deal with the multiple outputs (Chavas et al, 2005). However, the measurement errors can influence on the shape and positioning of the estimated frontier largely (Coeli and Battese, 1996). Instead, in SFA, the two error terms, i.e. technical inefficiency and random error term are specified explicitly (Coeli and Battese, 1996; Battese & Coelli, 1995). In this study, focus will be on only one single specific crop and SFA would be applied which is suitable for this research.

To apply SFA approach, it actually includes two regressions. The first one is to estimate the technical efficiency coefficient based on the input-output data at farm level by using production function and the second one is to evaluate the effects of determinants for inefficiency in different payment systems. It is proposed that one-stage regression is more appropriate than the two separate stage regression because the assumption of technical inefficiency coefficient is not hypothesized to be independent and affected by the covariates in the efficiency model (Battese and Coelli, 1995). One-stage approach is thus applied in the study, i.e. a stochastic production frontier based on the factors of production was estimated simultaneously with the determinants of inefficiency using maximum likelihood estimate following the methodology of Battese and Coelli (1995). We use here Tobit model since the technical inefficiency data are censored and its values are between 0 to 1.

2.1 Kernel Density Estimation (KDE)

In statistics, the univariate kernel density estimation (KDE) is a non-parametric way to estimate the probability density function f() of a random variable X, is a fundamental data smoothing problem where inferences about the population are made, based on a finite data sample. These techniques are widely used in various inference procedures such as signal processing, data mining and econometrics. It is used for estimating a density of probability and its derivatives with a bandwidth selector. The yield data in our survey supports the following distribution. This

normal distribution of yield is useful to explain the inefficiency issue in different payment systems.

Technical efficiency and the determinants of technical inefficiency are calculated by first estimating a score for technical efficiency and then that score is used to

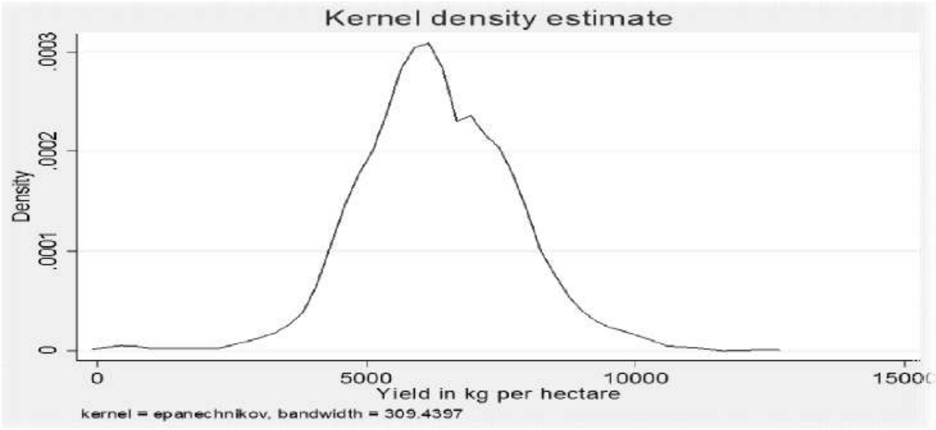

Figure 1. Kernel density estimation of yield

determine influencing factors. The output or yield of the stochastic production frontier is considered to be a function of input variables (Aigner et. Al., 1977). Following Coelli et al., 1998, a stochastic production function is specified as:

$Y_i = f(X_i) exp (5_i)$ … … … ..... … … … … … … … … … … … … … … … ...... … … *(1)*

Where Y_i is the yield for farmer i, X_i are the input variables used by the farmer i, 5_i is the error term, and f is the functional form to be specified. The error term is assumed to be composed of two separate errors, such that:

$5_i = v_i - u_i$ …*(2)*

Where v_i is the stochastic error term with a two-sided noise component and u_i is the one-sided error component. Within the error term, v_i, accounts for random noise that is outside of the farmers' control as well as measurement errors. The second component, u_i, captures the absolute distance between farmers' yield and production possibility frontier. The first component, v_i is assumed to be normally distributed ($v \sim N(0, \sigma^2_v)$) with a mean of zero and variance of σ^2_v. The second component, u_i is representing technical inefficiency (TI). If u=0, production lies on the stochastic frontier and production is technically efficient; if u>0, production lies below the frontier and is inefficient. Lastly, the two components of the error term are assumed to be independent of each other.

Farmers' individual technical efficiency scores are estimated to show the difference in the actual production to the potential production for each farm (Greene, 1980). The measurement of the technical efficiency is constructed using the observed deviation of output from individual farmers and the production frontier, the most efficient point obtainable by the farmers. Farmers with observed technical efficiency that lies on the production frontier are considered to be perfectly efficient. Conversely, any farmers with technical efficiency scores that are lying below the production frontier are considered to be technically inefficient. The index of technical efficiency is specified as:

$$\frac{y_i}{f(x_i)e^{v_i}} = \exp(-\mu_i) \quad \text{... ... ... (3)}$$

Both descriptive and inferential statistics were used to analyze the pattern of inputs of production and the socioeconomic characteristics of the farm households. The Cobb-Douglas and Translog functional form will be used for this study. The empirical model of the Cobb-Douglas functional form (Gujarati, 1995) is as follows:

$$\ln Y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^{n} \beta_j \ln X_{ij} + v_i - \mu_i \quad \text{.. ... ...(4)}$$

where:

ln = natural logarithmic form

Y_i = rice production (yield) in tons ha^{-1}

k = number of input variables

β_0 = intercept or constant term

β_j = unknown parameters to be estimated

X_{ij} = vector of production inputs (j) of the farmer

v_i = random error term

u_i = inefficiency component

2.2 Translog production function

$$\ln Y_i = \beta_0 + \sum_{i=1}^{k} \beta_i \ln X_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} \beta_{ij} \ln X_i \ln X_j + v_i - \mu_i \quad \text{... ... .(5)}$$

We can generalized it in the following form like as,

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1i} + \beta_2 \ln X_2 i + 0.5\, \beta_{11}(\ln X_{1i})^2 + 0.5\, \beta_{22}(\ln X_{2i})^2 + 0.5\, \beta_{12} \ln X_{1i} \ln X_{2i} + v_i - \mu_i \quad \text{... ... ... (6)}$$

While the technical inefficiency model is given as:

$$\mu_i = \delta_0 + \sum_{i=1}^{k} \delta_{ij} Z_{ij} \quad \ldots\ldots (7)$$

Where,

μ_i = technical inefficiency

δ_0 = intercept or constant term

δ_j = parameters to be estimated

Z_j = determinants of inefficiency

To determine the appropriate functional form for the model specification, a likelihood ratio test (LR test) is conducted. This test compares the translog function and the Cobb-Douglas. The null hypothesis is H_0: Cobb-Douglas

Table 1: Model selection test results

Hypothesis and decision	Criteria	LR value and probability
H0: Cobb-Douglas H1: Translog	Likelihood-ratio test (Assumption: Cobb_Douglas nested in Translog)	LR chi2(58) = 92.95 Prob > chi2 = 0.0024
Decision: Null hypothesis is rejected with ≤ 1 percent level of significance	Translog is the appropriate form for this data set.	

functional form and H1: Translog functional form. We run both the model and LR test as well. The test rejects the null hypothesis, H_0. This LR test proves that the translog functional form for estimating inefficiency with the current data set is the appropriate form of model.

Given a flexible and interactive production frontier for which the translog production frontier is specified, the farmer specific technical efficiency (TE) of the ith farmer is estimated by using the expectation of ui conditional on the random variable ei as shown by Battese (1992). That is, So that 0≤TE≤1. Farm specific technical inefficiency index (TI) is computed by using the following expression:

$$TE = \exp(-u_t) = e^{u_i} \quad \ldots\ldots (8)$$

$$TI = [1 - \exp(-u_t)] \quad \ldots\ldots (9)$$

In the production function, zero values were also observed in cases where farmers did not apply other fertilizer. As proposed by Battese (1997), the following methodology was applied to account for the zero values.

$$\ln Y_j = \beta_0 + (\alpha_0 - \beta_0)D_{2j} + \beta_1 \ln X_{1j} + \beta_2 \ln X_{2j} * + V_j, i = 1, 2, \ldots, n \quad \ldots\ldots (10)$$

where,

$D_{2j} = 1$ if $X_{2j} = 0$ and $D_{2j} = 0$ if $X_{2j} > 0$; and $X_{2j}^* = \text{Max}\ (X_{2j}, D_{2j})$

The model in equation 3 implies that $X_{2j}^* = X_{2j}$ is true for $X_{2j} > 0$ but if $X_{2j} = 0$ then $X_{2j}^* = 1$.

2.3 Empirical models specification: Cobb-Douglas

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1i} + \beta_2 \ln X_{2i} + \beta_3 \ln X_{3i} + \beta_4 \ln X_{4i} + \beta_5 \ln X_{5i} + \beta_6 \ln X_{6i} + \beta_7 \ln X_{7i} + \beta_8 \ln X_{8i} + \beta_9 \ln X_{9i} + \beta_{10} \ln X_{10i} + \beta_{11} \ln X_{11i} + v_i - \mu_i \quad \text{.. ... ...} \quad (11)$$

Where,

Y_i = Yield (kg)

X_{1i} = Seed (kg/ha)

X_{2i} = Human labour (man-day/ha)

X_{3i} = Tillage (hour/ha)

X_{4i} = Irrigation (hour/ha)

X_{5i} = Chemical fertilizer (kg/ha)

X_{6i} = Insecticide & herbicides (kg or lit/ha)

X_{7i} = Other fertilizer dummy (1=use other fertilizer, 0= otherwise)

X_{8i} = Other cost dummy (1=use other cost, 0=otherwise)

X_{9i} = Share payment dummy (1=under share payment, 0=otherwise)

X_{10i} = Fixed charge dummy (1=under fixed charge payment, 0=otherwise)

X_{11i} = Two part dummy (1=under two part tariff payment, 0=otherwise)

We have used own payment system as reference case.

β_0 = Constant term,

β_{1-11} = Unknown parameters to be estimated from the Cobb-Douglas production function

ξ_i = Error term

2.4 Empirical models specification: Translog

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1i} + \beta_2 \ln X_2 i + 0.5\ \beta_{11} (\ln X_{1i})^2 + 0.5\ \beta_{22} (\ln X_{2i})^2 + \beta_{12} \ln X_{1i} \ln X_{2i} + \ldots + v_i - \mu_i \quad \text{.................... ....} \ (12)$$

2.5 Censored data distribution

A very common problem in microeconomic data is censoring of the dependent variable. When the dependent variable is censored, values in a certain range are all transformed to a single value range. Some examples that have appeared in the empirical literature are household purchases, farm experimental affairs, hours worked by women in farms and industries, household expenditure on various commodities, etc. Each of these studies analyzes a dependent variable that is zero for significant fraction of the observations. Conventional regression methods fail to account for the quantitative difference between limit (zero) observations and non-limit (continuous) observations. The relevant distribution theory for a censored variable is similar to that for a truncated one. We begin with the normal distribution, as much of the received work has been based on an assumption of normality. We also assume that the censoring point is zero, although this is only a convenient normalization. In a truncated distribution, only the part of distribution above y=0 is relevant to our computations. To make the distribution integrate to one, we scale it up by the probability that an observation in the un-truncated population fails in the range that interests us. When data are censored, the distribution that applies to the sample data is a mixture of discrete and continuous distribution. To analyze this distribution, we can define a new random variable y transformed from the original one, y^*, by

$$y = 0 \text{ if } y^* \leq 0$$

$$y = y^* \text{ if } y^* > 0$$

The distribution that applies if $y^* \sim N[\mu, \sigma^2]$ is $\text{Prob}(y=0) = \text{Prob}(y^* \leq 0) = \xi\ (-\mu/\sigma) = 1-\xi\ (\mu/\sigma)$, and if $y^* > 0$, then y has the density of y^*. This distribution is a mixture of discrete and continuous parts. The total probability is one, as required, but instead of scaling the second part, we simply assign the null probability in the censored region to the censoring point, this case, zero (Greene, 2006).

2.6 Tobit model setup

Wooldrige (2002, 517-520) makes clear, censored regression applications fall into two categories. They are: 1. Censored regression application, and 2. Corner solution models. Both types of application- the censored regression application and corner solution application lead us to the standard censored Tobit model with type-1 (Sigelman and Zeng, 1999).

The structural equation in Tobit model (Tobin, 1958) is $Y^*_i = X_i\beta + \xi_i$ Where $\xi_i \sim N(0, \sigma^2)$. Y^* is a latent variable that is observed for values greater than τ and

Table 2: List of variables and interaction factors are as follows

Input variables	Interaction factor variables
1. Seed	12. 0.5*Seed^2, 13. Seed*Human labour, 14. Seed*Tillage, 15. Seed*Irrigation, 16. Seed*Chemical fertilizer, 17. Seed* Insecticide & herbicides, 18. Seed* Other fertilizer dummy, 19. Seed* Other cost dummy, 20. Seed* Share payment dummy, 21. Seed* Fixed charge dummy, 22. Seed* Two part dummy
2. Human labour	23. 0.5*Human labour^2, 24. Human labour*Tillage, 25. Human labour*Irrigation, 26. Human labour*Chemical fertilizer, 27. Human labour*Insecticide & herbicides, 28. Human labour*Other fertilizer dummy, 29. Human labour*Other cost dummy, 30. Human labour*Share payment dummy, 31. Human labour* Fixed charge dummy, 32. Human labour*Two part dummy
3 . Tillage	33. 0.5*Tillage^2, 34. Tillage*Irrigation, 35. Tillage*Chemical fertilizer, 36. Tillage*Insecticide & herbicides, 37. Tillage* Other fertilizer dummy, 38. Tillage*Other cost dummy, 39. Tillage* Share payment dummy, 40. Tillage*Fixed charge dummy, 41. Tillage* Two part dummy
4. Irrigation	42. 0.5*Irrigation^2, 43. Irrigation* Chemical fertilizer, 44. Irrigation* Insecticide & herbicides, 45. Irrigation*Other fertilizer dummy 46. Irrigation*Other cost dummy, 47. Irrigation* Share payment dummy, 48. Irrigation*Fixed charge dummy, 49. Irrigation* Two part dummy
5. Chemical fertilizer	50. 0.5*Chemical fertilizer^2, 51. Chemical fertilizer*Insecticide & herbicides, 52. Chemical fertilizer*Other fertilizer dummy, 53. Chemical fertilizer*Other cost dummy, 54. Chemical fertilizer* Share payment dummy, 55. Chemical fertilizer* Fixed charge dummy, 56. Chemical fertilizer* Two part dummy
6. Insecticide & herbicides	57. 0.5*Insecticide & herbicides^2, 58. Insecticide & herbicides* Other fertilizer dummy, 59. Insecticide & herbicides*Other cost dummy, 60. Insecticide & herbicides* Share payment dummy, 61. Insecticide & herbicides* Fixed charge dummy, 62. Insecticide & herbicides* Two part dummy
7. Other fertilizer dummy	63. Other fertilizer dummy*Other cost dummy, 64. Other fertilizer dummy*Share payment dummy, 65. Other fertilizer dummy*Fixed charge dummy, 66. Other fertilizer dummy*Two part dummy
8. Other cost dummy	67. Other cost dummy*Share payment dummy, 68. Other cost dummy* Fixed charge dummy, 69. Other cost dummy*Two part dummy
9. Share payment dummy	-
10. Fixed charge dummy	-
11. Two part dummy	-

censored otherwise. The observed y is defined by the following measurement equation

$$y_i = \begin{cases} y^* \text{ if } y^* > \tau \\ \tau_y \text{ if } y^* \leq \tau \end{cases}$$

In the typical Tobit model, we assume that $\tau = 0$ i.e. the data are censored at 0. Thus, we have

$$y_i = \begin{cases} y^* \text{ if } y^* > 0 \\ 0 \text{ if } y^* \leq 0 \end{cases}$$

Marginal effects for Tobit model is

$$\frac{\delta E[y^*]}{\delta x_k} = \beta_k \ldots\ldots \ldots\ldots (8)$$

Thus the reported Tobit coefficients indicate how a one unit change in an independent variable x_k alerts the latent dependent variable.

It is important to realize that estimates the effect of x on y^*, the latent variable, not on y. The Tobit model depends on the correctness of the normality assumption. The interpretation of the parameters becomes more difficult than in the linear model. We need to compute partial effects of changing x as we have done for the Logit and Probit model. These partial effects depend not only on β but also on x and σ. Stata 12 version can carry out these calculations automatically.

Empirical model for the determinants of technical inefficiency

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1i} + \beta_2 \ln X_{2i} + \beta_3 \ln X_{3i} + \beta_4 \ln X_{4i} + \beta_5 \ln X_{5i} + \beta_6 \ln X_{6i} + \beta_7 \ln X_{7i} + \beta_8 \ln X_{8i} + \beta_9 \ln X_{9i} + \beta_{10} \ln X_{10i} + \mu_i \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \; (13)$$

Where,

Y_i = Technical inefficiency [Censored values, ll(o) & ul(1)]
X_{1i} = Sandy loam soil type dummy (1=sandy loam soil, 0=otherwise)
X_{2i} = Clay loam soil type dummy (1=clay loam soil, 0=otherwise)
X_{3i} = Clay soil type dummy (1=clay soil, 0=otherwise)
X_{4i} = Medium high land type dummy (1=medium high land, 0=otherwise)
X_{5i} = high land type dummy (1=high land, 0=otherwise)
X_{6i} = Farm size (ha)
X_{7i} = Kinship dummy (1=kinship, 0= otherwise)
X_{8i} = Family head age (year)
X_{9i} = Family head education (year of schooling)

X_{10i} = Distance from plot to tubewell (meter)

X_{11i} = Asset position of the farmer (Tk.)

X_{12i} = Loan dummy (1=loan receiver, 0=otherwise)

μ_i = Error term

3. Results discussion

The generalized likelihood ratio test is used here which is commonly used in stochastic frontier analysis to determine the appropriate functional form (Battese and Coelli 1988, 1992 Coelli 1995, Battese and Hassan 1998). We use a procedure to determine the functional form. We test the null hypothesis that Cobb-Douglas half normal is nested under the translog half normal function. We fail to reject the null hypothesis. We estimate equation (5) using the translog half normal function. The estimate of the stochastic frontier shows the best practice performance of HYV boro production under the available technologies which was first represented by a production function, such as Cobb-Douglas and constant elasticity of substitution (CES) place restriction on elasticity of substitution (Cobb and Douglas, 1928; Arrow, et al. 1961). The model goodness of fit is well with the correctness of the specified distributional assumptions. Here log likelihood is -9.75 and Wald chi-squared at 69 degrees of freedom is 121.52 which are significant at less than 1 percent level of significant. LR test of sigma_u=0 i.e. probably testing whether an estimated variance component (something that is always greater than zero) is different from zero. The test says it is significantly different from zero at less than 1 percent level of significance. The mean value of technical efficiency is 0.77 is higher than 0.75, 0.62, 0.47 found by Kumbhakar (1994), Huaiyu, et al., (2012) and Al-hasan, (2012) respectively. Our technical efficiency level is lower than 0.83, 0.96, and 0.89 which were found by Huang & Bagi (1984), Parikh & Shah (1994), Tadesse & Krishnamoorthy (1997), respectively.

The variables those have significant influences on yield are two part payment dummy, seed-tillage, seed-irrigation, seed-two part payment dummy, labour-irrigation, labour-chemical fertilizer, tillage, tillage-other fertilizer, tillage-two part payment dummy, irrigation other fertilizer, irrigation-share payment dummy and chemical fertilizer-other fertilizer dummy. Most of the coefficients of those variables or interactive factors are significant at 1 & 5 percent level of significance. Different cross product or interaction factors have robust influence on yield which means the interaction factors need to be taken care intensively to explain the yield variation of the farmers. Irrigation and tillage have linked with

payment system and it seen that the share crop payment dummy has significant negative influence on technical efficiency of HYV boro rice production.

Interpretation of Technical Efficiency and inefficiency Scores

Computationally, the technical efficiency scores relate to the distance of a farmer's current production point from its respective benchmarking frontier of

Table 3: List of significant variables in the translog model

Number of observation =958
Wald chi-square =121.52
Probability > chi-square = 0.0001
Log likelihood = -9.745668

Input variables and integration variables	Coefficient.	Std. Err.	z	P>z
Two part dummy	-1.028**	0.437	-2.350	0.019
Seed-tillage	-0.080***	0.027	-2.960	0.003
Seed-irrigation	0.033**	0.016	2.000	0.046
Seed-two part tariff dummy	0.057*	0.032	1.780	0.075
Labour-irrigation	0.076**	0.037	2.090	0.037
Labour-chemical fertilizer	0.112**	0.068	1.640	0.102
Tillageha^2	-0.063*	0.038	-1.640	0.101
Tillage-other fertilizer	-0.099**	0.037	-2.700	0.007
Tillage-two part tariff dummy	0.130***	0.046	2.820	0.005
Irrigation-other fertilizer	-0.039*	0.022	-1.780	0.074
Irrigation-share payment dummy	-0.069**	0.034	-2.050	0.040
Chemical fertilizer-other fertilizer	0.107**	0.050	2.150	0.031
Constant term	12.232	1.633	7.49	0.00
/lnsig2v	-4.374	0.159	-27.560	0.000
/lnsig2u	-1.888	0.073	-25.940	0.000
sigma_v	0.112	0.009	-	
sigma_u	0.389	0.014	-	
sigma2	0.164	0.010	-	
lambda	3.466	0.020	-	
Likelihood-ratio test of sigma_u=0: chibar2(01) = 2.3e+02Prob>=chibar2 = 0.000				

*, **, *** significant at 10%, 5% and 1% level of significance

HYV rice production. The exact interpretation is specific to the model orientation. For the output oriented model, the efficiency scores measure the volume of output that a farmer is currently producing, relative to the maximum volume it could

potentially produce from its current inputs. For example, an output-oriented efficiency score of 77 per cent would mean that a farm is producing 77 per cent of its full output potential. This would be interpreted to mean that the farmer is producing at 23 per cent below its maximum capacity or that it has the potential to increase its current output level by 23 per cent without needing to increase its resources. This 23 is nothing but the technical inefficiency score of a HYV rice producing farmer.

3.1 Division-wise inefficiency level

Inefficiency levels are also presented at different divisions of Bangladesh. It is seen that the inefficiency is higher at own payment system in Chittagong division. Average inefficiency is the lowest in two part payment system in Rajshahi division and it is followed by the Khulna division. In Rangpur division, we do not have information about share payment system. Still the average inefficiency is lower in crop share system.

Table 4: Division-wise technical efficiencies and inefficiencies of the farmers under different payment systems

Division name	Technical efficiency level				Technical inefficiency level			
	Own payment	Crop share	Fixed charge	Two part tariff	Own payment	Crop share	Fixed charge	Two part tariff
Chittagong	0.568	0.609	0.661	0.662	0.432	0.391	0.339	0.338
Dhaka	0.750	0.736	0.769	0.745	0.250	0.264	0.231	0.255
Khulna	0.793	0.818	0.768	0.780	0.207	0.182	0.232	0.220
Rajshahi	0.765	0.774	0.792	0.844	0.235	0.226	0.208	0.156
Rangpur	0.792	0.000	0.773	0.791	0.208	0.000	0.227	0.209
All	0.767	0.763	0.768	0.766	0.233	0.237	0.232	0.234

3.2 Overall technical inefficiency level

The inefficiency levels of the farmers are higher between the ranges of 0.1 to 0.4. Most of the farmers (52%) are between 0.1 to 0.4 inefficiency levels. It can be mentioned here that magnitudes of the inefficient farmers are lower and also means that they not so far from technically efficient farmers.

Inefficiency level under different payment systems

It can be seen that the distribution of inefficiencies are different among the payment systems. The range is lower in share payment system but higher

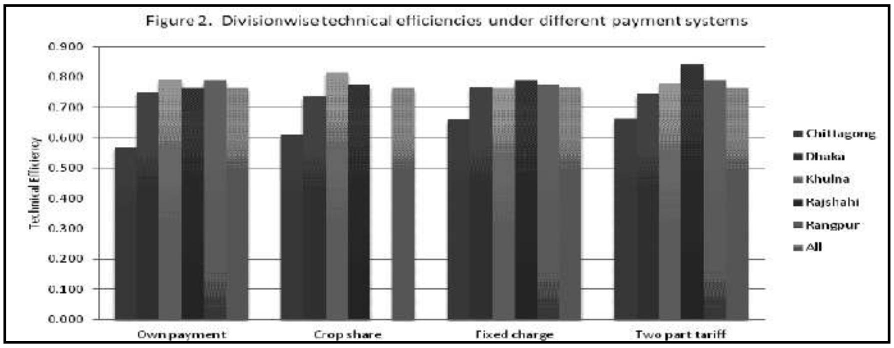

Figure 2. Divisionwise technical efficiencies under different payment systems

inefficiency lies on that payment method. In two part tariff payment system, most of the farmers have lower inefficiency. The patterns are similar in fixed payment system.

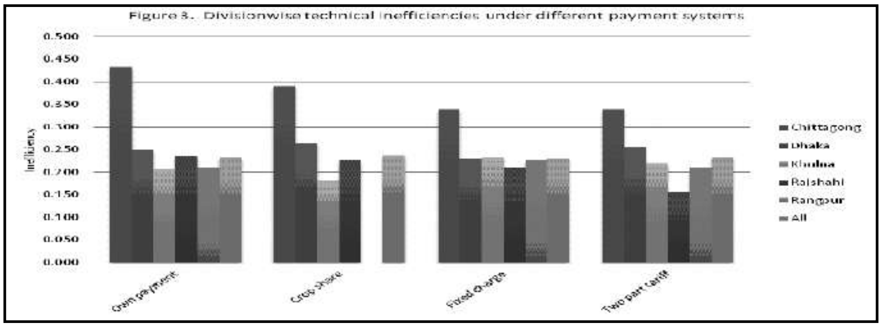

Figure 3. Divisionwise technical inefficiencies under different payment systems

Figure 4. Frequency distribution of technical inefficiency

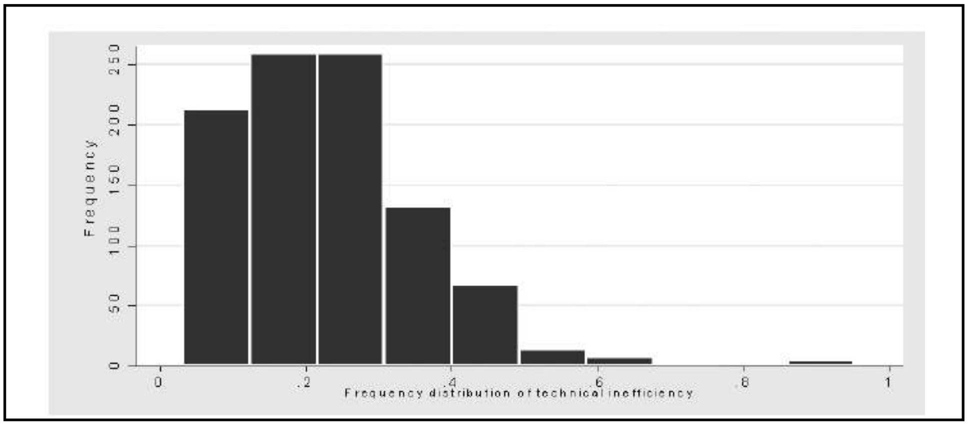

Ranking of inefficiency in different payment systems

The following table shows that the technical efficiency ranking is the lowest in share payment system of irrigation but the highest in fixed charge system and it is

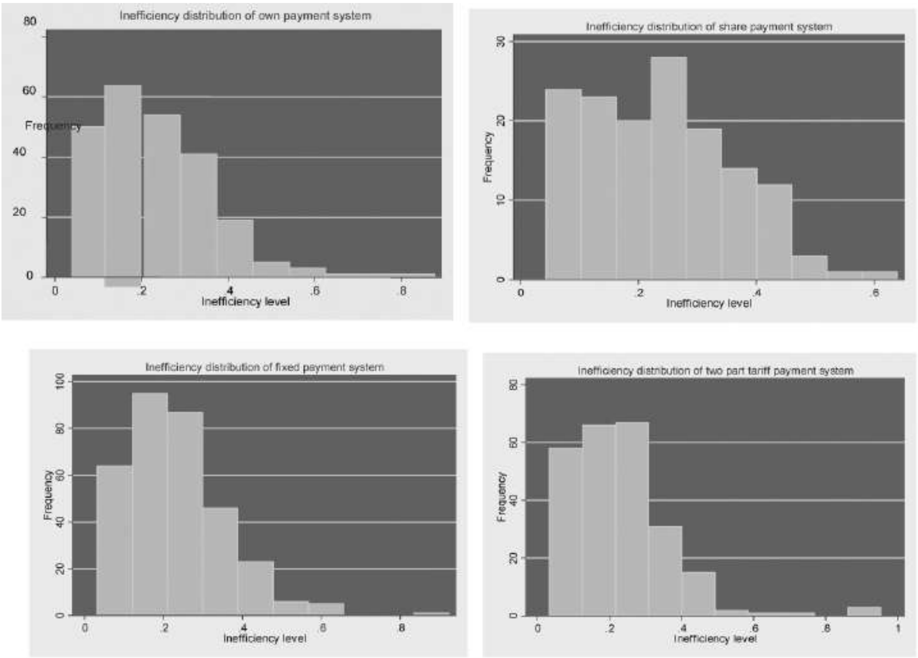

Figure 5. Frequency distribution of technical inefficiency in different payment systems

Table 5: Technical efficiency, inefficiency and rank under different payment systems

Payment methods	Technical efficiency	TE Rank	Technical inefficiency	TI Rank
Own payment	0.767	2	0.232	3
Crop share	0.763	4	0.237	1
Fixed charge	0.768	1	0.231	4
Two part tariff	0.766	3	0.234	2
All	0.767	-	0.233	-

because of the efficient inputs use other than irrigation by the users. Due to the same reason, the TE is higher in own payment system. We can see almost the opposite scenario in inefficiency ranking in different payment systems. Technical inefficiency in crop share payment system is the highest in ranking among other payment systems (Table 3).

Socioeconomic influence on HYV rice production inefficiency

A total of ten socioeconomic and farm characteristic variables are investigated as the determinants of technical inefficiency. There are four major soil types are

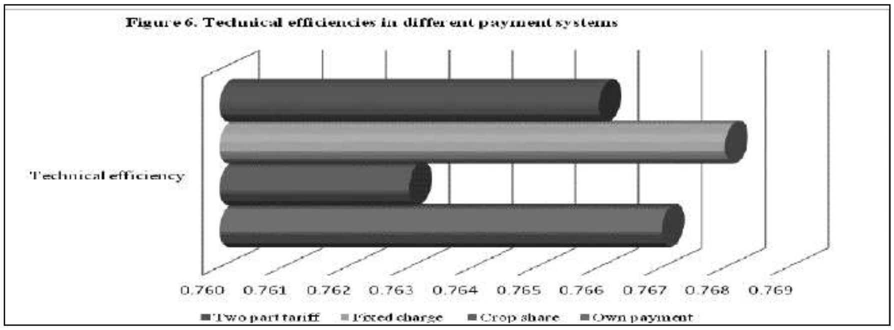

Figure 6. Technical efficiencies in different payment systems

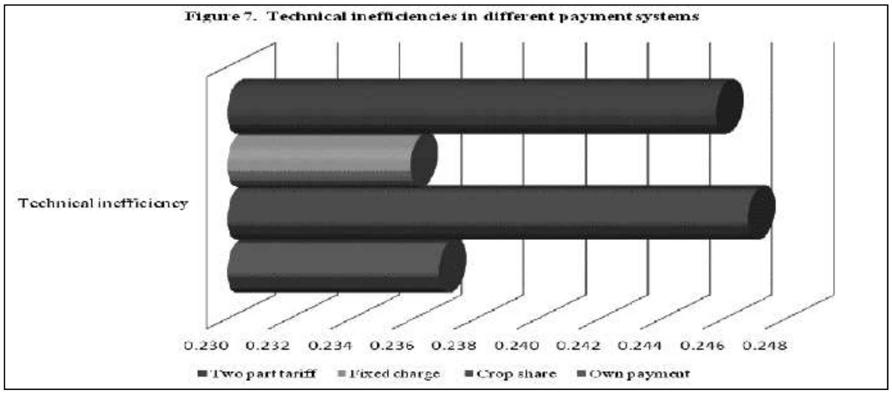

Figure 7. Technical inefficiencies in different payment systems

mentioned by the farmers where they grow HYV boro rice. Three dummies are taken to capture four types of soil. As before, loam soil is the reference soil type. The dummies are sandy loam soil, clay loam soil and clay soil. Loam soil type is

Table 6: Determinants of technical inefficiency in irrigated HYV boro rice by using Tobit model

Determinants of inefficiency	Coefficients	Std. Err.	t	P>t
Sandy loam soil type dummy	0.0209**	0.0105	1.99	0.047
Clay loam soil type dummy	0.0163	0.0132	1.23	0.219
Clay soil type dummy	-0.0058	0.0115	-0.51	0.611
Medium high land type dummy	0.0121	0.0091	1.33	0.185
High land dummy	0.0082	0.0134	0.62	0.538
Farm size (ha)	-0.0068	0.0066	-1.03	0.301
Respondent's age	0.0162	0.0153	1.06	0.29
Respondent's education	-0.0128***	0.0046	-2.78	0.006
Kinship dummy	-0.0178*	0.0095	-1.88	0.061
Distance from plot to tubewell	0.0021	0.0024	0.89	0.373
Asset position of the farmer	-0.0083*	0.0049	-1.7	0.089
Loan dummy	0.0003	0.0084	0.03	0.975

*, **, *** significant at 10%, 5% and 1% level of significance

captured by the constant term. It is determined that sandy loam soil type has positive significant influence on technical inefficiency of HYV boro production. It is seen that education of the respondent, kinship and asset position of the farmers have significant negative influence on technical inefficiency which are quit logical in the practical situation. Here respondent's education is highly significant meaning is that we need to take special care for education to reduce the technical inefficiency in producing HYV boro rice and it can increase our yield more.

4. Conclusions

It is found that the efficiency varies among the payment systems of irrigation water. Also technical efficiency and inefficiencies are different among the payment methods of irrigation. Technical inefficiency is higher in share payment system which needs to be taken care for increasing production of HYV boro rice. Tabular model and graphic analyses show the same natures of the results that the crop share payment system. The Tobit model shows the major determinants of those inefficiencies. The statistically significant factors are sandy loam soil type, education, kinship and asset position of the farmers. The sandy loam soil type has positive significant influence on technical inefficiency of HYV boro production. It is also seen that kinship and education of the farmers have significant negative influence on technical inefficiency which are quit logical in the HYV boro rice production. Particularly we need to emphasis the education level of the farmers since it is the highly significant factors for reducing inefficiency of rice production. Other than own payment system, cash payment is better in terms of efficiency consideration and two part tariff payment system is the most feasible payment where farmers are less inefficient in producing HYV boro rice by using groundwater irrigation and the users have more freedom to use irrigation according to their crop needs. It can be also a situation where farmers will see the benefits of using AWD in their irrigation field. It will reduce irrigation cost and will also reduce the pressure of using groundwater irrigation in Bangladesh.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 421-436
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Seasonal Variation in Efficiency of Rice Farms in Bangladesh

MD. ABDUL WADUD*
MD. NURUNNABI MIAH**

Abstract *This paper aims to assess the seasonal variation in technical efficiency of rice farms in Bangladesh within the framework of the Cobb-Douglas stochastic frontier model. We use field survey data and estimate the frontier applying maximum likelihood single stage methodology. The technical efficiency among the rice producers in aman, boro and aus season shows almost similar trend ranging between 50 to100 per cent. The mean technical efficiencies of farms in aman, boro and aus seasons are 85.17, 80.42 and 86.85 per cent respectively. The minimum efficiency scores in aman, boro and season are 55.73. 48.73 and 57.51 per cent respectively and respective maximum scores are 98.22, 99.93 and 98,50 per cent. This exhibits that the mean technical efficiency score in aus season is slightly higher followed by that of aman and boro seasons. This can be explained that farmers in aus season are more capable of utilizing their inputs more properly. About 32.28 per cent rice farms in aman season, 26.70 per cent in boro season and 44.62 in aus season in our survey area belong to the technical efficiency group of 76 to 90 per cent. About 17.83, 19.58 and 13.15 per cent technical efficiency could be improved in aman, boro and aus season respectively without any changing or improving cultivation technologies if rice farmers operate at full efficiency scale.*

Results of inefficiency effects model show while extension services play a significant role to reduce inefficiency of rice farms in aman season; credit contributes positively to the improvement of efficiency in boro season.

* Professor, Department of Economics, University of Rajshahi, Rajshahi 6205, Bangladesh, Email: wadud68@yahoo.com

** Assistant Professor, Department of Economics, Dwipnagar College, Bagmara, Rajshahi 6250, Bangladesh

1. Introduction

Agricultural productivity is an important source of income of rurally people in Bangladesh. Productivity gains can be obtained through technical progress and efficiency improvement. Gain from the former is likely to take long time, considerable effort and fund. Raising efficiency offers more immediate gain at relatively modest cost. The agriculture in Bangladesh is characterized by random variability in production resulting from natural factors such as drought, flood and some socioeconomic factors and environmental factors which affect farm efficiency.

Banik (1994) reported a value of 82 per cent efficiency for a sample of 99 boro modern variety rice farmers. Using a Cobb-Douglas functional form, Sharif and Dar (1996) reported mean estimate of technical efficiency for a sample of 100 farms. For aman rice, farmers were found to be over 90 per cent technically efficient. These results on efficiency are perceived to be rather high. Battese and Broca (1997) found education level to be positively related to technical efficiency, and tenancy for a sample of wheat farmers in Pakistan, and Phillips (1994) provided a detailed review of the influence of education on farmer efficiency. In a meta-analysis of existing research he found that education positively influenced productivity and this was especially so in Asia compared to Latin America. Huang and Kalirajan (1997) supported this finding for rice production in China. For Bangladesh, Sharif and Dar (1996) found that education was positively related to technical efficiency.

Wadud and White (2000) employed both data envelopment analysis (DEA) and stochastic frontier analysis (SFA) to examine the technical efficiency of a sample of 150 farmers in Bangladesh. For translog SFA, they found technical efficiency to be 79 per cent, whilst for DEA it was 79 per cent under constant returns to scale and 86 per cent under variable returns to scale. For SFA, they reported that the sample of farms exhibited decreasing returns to scale. Coelli et. al. (2002) employed a comprehensive set of variables in a second stage Tobit regression to explain technical efficiency for both aman and boro rice production, but found few statistically significant estimates. Simar and Wilson (2003) have identified significant technical shortcomings with the two-stage approach that stems from the upward bias in technical efficiency estimates of DEA.

Andersson et.al. (2008) studied efficiency in shrimp farming in a rural region in Bangladesh where formal microlending is well established, but where more expensive informal microlending coexists with the formal schemes. Both farmers who exclusively use formal loans and those who also use informal loans, are

credit constrained; both types of farmers over-utilise labour in order to reduce the need for inputs that require cash at the beginning of the season, creating inefficiencies in production. However, the credit constraint is actually milder for the informal borrowers; the implicit shadow price of working capital is substantially higher in the group that only takes formal loans than in the group that also uses informal loans. Results suggest that, even in areas where formal microlending has existed for a long time, access to credit remains a problem for many smallholders. Moreover, informal lenders – with their closer ties to the individual farmers – remain more successful in identifying those smallholder farmers that are most likely to make the best use of the borrowed funds. Thus, although formal microcredit schemes avoid one of the problems of traditional formal lending - the high administrative fees that create barriers to small loans - they do not necessarily solve the problem of how to select successful borrowers. Informal lenders have an information advantage that formal microlenders lack. Formal lenders need to find routes for accessing this information in order for formal microcredits to succeed.

Constantin, Martin and Rivera (2009) estimated inefficiencies over time as well as respective TFP (Total Factor Productivity) sources for main Brazilian grain crops - namely, rice, beans, maize, soybeans and wheat for the period 2001-2006. They apply Cobb-Douglas, Translog Stochastic Production Function and Data Envelopment Analysis. Results indicate that, although positive changes exist in TFP for the sample analyzed, a decline in the use of technology has been evidenced for all grain crops in which it is observed a historical downfall in the use of inputs in Brazilian agriculture

Butso and Isvilanonda (2010) applied the time-varying Cobb-Douglas production frontier model with unbalanced panel data between the crop year (CY) 1987/88 and CY 2007/08. They found that returns to scale from rice production in Thailand have been decreasing. This is a sign that an increase in the amount of inputs may not improve rice yield performance. Even with the adoption of labor-saving technology and machinery over the last two decades, the efficiency of rice production in terms of yield increase has been less than the maximum potential yield. Instead, there has been a declining trend. Results also showed that the mean technical efficiency score was 88.32 percent in CY 1987/88 and this decreased to 72.63 percent in CY 2007/08, which indicates that the farmers in CY 1987/88 utilized their resources more effectively than the farmers in CY 2007/08. Moreover, the technical efficiency score of rice production in irrigated areas was higher than that in other areas, which implied that irrigation development was the key factor for improvements in technical efficiency.

Akinbode, Dipeolu and Ayinde (2011) examined technical, allocative and economic efficiencies in *Ofada* rice farming in South-West Nigeria and factors determining affecting efficiency of a total of 192 rice farmers applying the stochastic frontier analysis. Results reported that the mean technical, allocative and economic efficiencies were 0.726, 0.928 and 0.674 respectively. It was therefore concluded that rice farmers can still increase output or save cost without change to existing technology. Furthermore, extension contact and education were found to be very crucial to efficient rice production.

Kularatne et. al. (2012) examined the factors affecting the technical efficiency (TE) of irrigated rice farmers in village irrigation systems (VIS) in Sri Lanka using primary data for a sample 460 rice farmers applying stochastic translog production frontier for rice production. The mean TE of rice farming in village irrigation was found to be 0.72, although 63% of rice farmers exceeded this average. The most influential factors of TE are membership of Farmer Organisations (FOs) and the participatory rate in collective actions organised by FOs. Results suggested that enhancement of co-operative arrangements of farmers by strengthening the membership of FOs was considered important for increasing TE in rice farming in VIS.

Orawan and Isvilanonda (2012) estimated the production frontier to assess the technical efficiency of rice farms in Thailand. Results revealed that rice producers in general operates in a decreasing return to scale, suggesting the ineffectual yield of the input factor use to rice performance. The technical efficiency score of 88.32% in 1987/88 crop year and decreasing to 72.63% in 2007/08 crop year denotes a production trend that is less than the potential output possible over time. The study suggested crop diversification as one strategy to improve production efficiency at the farm level and supervised credit on fertilizers and seeds to farmers to provide farm managerial support.

Mohammad, Ismat and Rahman (2011) employed stochastic frontier production function to measure total factor productivity (TFP), technical change, and technical efficiency change covering the period of pre-market reform (1987) and post-market reform (2000 and 2004). The study used panel data of 73 farm households from a field survey of 1987–1988, 1999-2000 and 2003-04. It was evident from results that over time period (1987-2004), the TFP increased (31.76%) only due to upward shift in the technology. Technological change increased to 59.99% in post reform period. However, although TFP increased substantial inefficiencies remain in Bangladesh rice sector. Technical efficiency change (-34.46%) developed negatively over the years of study at farm level.

Market reform policy had negative impact on technical efficiency change but positive in technical change and TFP change although all are declining over the time period. Therefore, government policies need for further reform of domestic market and trade policies focusing on institutional changes, tariff and non-tariff barriers in order to develop a competitive environment in rice sector.

Ghee-Thean, Ismail, and Harron (2012) investigated the level of technical efficiency and the determinants of technical inefficiency for a sample of 230 paddy farmers operating in Malaysia by using a translog stochastic production frontier. The mean level of technical efficiency of farmers was estimated at 85.8%, while the efficiency of farmers varied from 0.263 to 0.982. Inefficiency model indicated that the attendance at seminar or workshop significantly influenced technical inefficiency. The attendance at seminar or workshop had become an ace factor in increasing technical efficiency and in increasing yield per hectare. Hence, this study suggests that, the farmers should attend seminar or workshop of paddy farming from time to time. Encouraging paddy farmers to attend seminar or workshop can be achieved through offering incentives, subsidies in order to offset the opportunity cost of attendance at seminar or workshop.

Daniel et. al. (2013) employed stochastic frontier production function to determine the technical efficiency of sugarcane farmers in Mubi Region in the north-east of Adamawa state using data from 160 farmers across the five Local Government areas which constitute the region. Results showed that the coefficients of land size, fertilizer, fuel are significant while seed-cane was significant. The mean efficiency of the farmers was 0.87 while the maximum and minimum were 0.97 and 0.12 respectively. The distribution of efficiency indices shows that 93.74% of the farmers operated above 70% of their maximum efficiency. This research recommended replacing manual labour with labour-saving technology such as tractors and simple machines, like ox-dawn plough as well as adequate extension services to the farmers.

Dağistan and Kemal (2010) carried out a study to determine technical efficiency of wheat growing farms in Cukurova region of Turkey during the period 2004-2005. Technical efficiency of wheat farming was estimated by using the data envelopment analysis (DEA). Technical efficiency scores were calculated by employing an input-oriented DEA and Tobit regression analysis was used to identify determinants of technical efficiency. Results showed that wheat farmers could save from the variable inputs by at least 20% at the same production level. The efficiency level is mainly affected by farmer education level and number, size

and location of wheat plots of 103 farms, of which 13 showed constant, 87 increasing and 3 decreasing returns to scale conditions. Determining variations in technical efficiencies of wheat growing farms and the causes of inefficiencies, our results are expected to be useful for policy makers as well as wheat growers.

This paper is designed to estimate technical efficiency of a sample of rice farms in Northern Bangladesh over the three seasons – Aman, Boro and Aus seasons. To the best of our knowledge, there is no research which deals with the comparison of farm efficiency of three seasons in Bangladesh and hence this research is first of its kind.

Following this introduction:section 2 describes the analytical framework; Section 3 explains data and variables; Section 4 specifies the empirical model; Section 5 yields the empirical results and discussions; and Section 6 concludes.

2. Theoritical Framework

We use stochastic frontier model (Aigner et al., 1977; and Meeusen and van den Broeck, 1977) to estimate technical efficiency. We start with the general stochastic frontier production model defined as:

$$y_i = f(x_i;\beta)^{u_i} \qquad i = 1, 2, 3, ...i, n \tag{1}$$

where represents the output of the *ith* farms, a vector of k inputs, a vector of *K* unknown parameters, The composed error term is decomposed into two components: a stochastic random error component and a technical inefficiency component, that is,

$$u_i = \xi_i - \zeta_i \tag{2}$$

The symmetric random error, ξ_i is assumed to be independently and identically distributed as . The asymmetric non-negative random error, ζ_i, measures the technical inefficiency and is assumed to be independently and identically distributed non-negative truncations (at zero from below) of the distribution. The variance parameters of the model are expressed as:

$$\sigma_u^2 = \sigma_\xi^2 + \sigma_\zeta^2; \; \gamma = \sigma_\zeta^2 / \sigma_u^2 \; and \;\; 0 \le \gamma \le 1 \tag{3}$$

The maximum likelihood estimation of (1) provides estimators for β and variance parameters. Given the distributional assumptions of ξ_i and ζ_i, the estimate of - ζ_i can be derived from the conditional expectation of - ζ_i, given u_i, applying standard integrals:

$$E(-\varsigma_i / u_i) = [\frac{1-\Phi\{\sigma_i^* - (\mu_i^* / \sigma_j^*)\}}{1-\Phi(-\mu_i^* / \sigma_i^*)}]e^{(-\mu_i^* + \frac{1}{2}\sigma_i^{*2})} \tag{4}$$

where $\mu_i^* \equiv \dfrac{\mu\sigma^2\xi - \mu_i\sigma^2\varsigma}{\sigma^2\xi + \sigma^2\varsigma}, \sigma_i^{*2} \equiv \dfrac{\sigma^2\varsigma\sigma^2\xi}{\sigma^2\xi + \sigma^2\varsigma}$ and represents cumulative distribution function (Battese and Coelli, 1988).

3. Data and Variables

The data used in this paper are collected from three upazilas of three different districts of Northern Bangladesh through a field survey conducted in 2010. The questionnaire is administered to 251 farms for the period of one year covering three growing seasons- aman, boro and aus. The data consists of information on rice output and seven inputs: land, labour, plough, seed, irrigation, fertilizer and pesticides and socioeconomic and other factors associated with inefficiency. These are discussed brief as follows.

For efficiency analysis we have taken only one output of rice and seven inputs. Output (y) indicates the market value of the observed rice production and are measured in taka. Revenue means quantity of output multiplied by price per mound (1 mounds = 37.32 kilograms (Kg). Land (x_{i1}) denotes the total amount of land used for rice cultivation and the price of land, p_{i1} represents 1 per cent increasing rental value of per acre land. Labour (xi_2) represents the per acre labour used in rice production which includes family and hired both labour and the price of labour, p_{i2} indicates the wage per man-day. Polugh (xi_3) indicates per times of land plough and the price of plough, p_{i3} represents as the money paid to the power tiller holder. Seed (x_{i4}) denotes the amount of seeds used on per acre of land and is measured in Kg. The seeds price, p_{i4} means the average price of seeds per Kg including both HYV and traditional type of seeds. Irrigation (xi_5) is the total amount of land irrigated for rice cultivation and the price of irrigation, p_{i5} represents irrigation price per acre. Fertilizer (xi_6) includes all organic and inorganic fertilizer and is measured in Kg. And the price of fertilizer, p_{i6} indicates the average price of all fertilizer per Kg. Pesticides (xi_7) denotes the total quantity of pesticides used per acre of land is measured also in Kg. The price of pesticides, p_{i7} is the price of all pesticides per Kg. All type of inputs costs are measured in local market price in taka ($ 1 = about 77 Bangladeshi taka). Each input plays as a vital role for rice production. Labour and seed costs are more significant than other variable costs.

Differences in efficiency may be due to factors that very among farmers. The literature indicates that a range of socio-economic and demography factors determine the efficiency of farms (Seyoum et al., 1998; Coelli and Battese, 1996,

and Wilson et al., 1998). These include land use, credit availability and the education level of farmers (Kalirajan and Flinn, 1983; Lingard et. al., 1983) Shapiro and Muller, 1977; and Kumbhakar, 1994). Techniques of cultivation, share tenancy and farm holding size may also influence efficiency (Ali and Choudhury, 1990; Coelli and Battese, 1996; and Kumbhakar, 1994). Some environmental factors and non-physical factors like farming experience and extension services may affect the capability of a producer to utilize the available technology efficiently (Parikh and Shah, 1993; and Kumbhakar, 1994). We now consider the variables which may affect efficiency in agriculture.

The age of the farmers, *a priori*, could have a positive or negative effect on inefficiency. Farming experience can be achieved with increasing age and this may reduce inefficiency. However some older farmers are less respective to and more conservative in adopting new technologies and practices. *A priori*, we expect that more years of formal education will increase efficiency because education enables farmers to acquire and process relevant information. Schooling is the years of attending schools. Farmers can be exposed to new technologies and improved techniques with education.

Land fragmentation, that is the small plot size, is likely to have negative effects upon efficiency. Average plot size is used as a measure of land fragmentation, thus the smaller the plot size the greater is the land fragmentation. The greater the plot size (less fragmentation) of a farm, the greater in the opportunity to apply new technologies such as; tractor and irrigation systems and other modern equipments (Wadud, 1999).

Credit has a positive effect on efficiency of farmer. The cultivation system has been changed. Now, farmers turn their cropping pattern from traditional less-costly to modern mechanical more expensive system. Therefore, if credits are provided in a easiest way to the poor, marginal and small size farmers, they become more efficient in production process. Hence credit is a useful component to improve the technical efficiency of rice cultivation.

Extension services may have a positive or negative impact on efficiency of the farmers. Quality extension services could improve the ability of the farmers' to allocate inputs more successfully. Extension services availability and education level were found by Huffman (1977) to be important variables of the rate of adjustment in fertilizer use in response to price changes.

Land degradation is increasing because of dependence for household fuel on crop residues and animal dung along with wood, leaves and twigs which, if recycled

back to the soils, would reduce the rate of soil erosion, and soil structure degradation (Idris, 1994). Visual inspection and a subsection of the questionnaire assessed the state of land degradation on the farm. All these factors contribute to inefficiency in production.

4. Empirical Model

The stochastic production frontier is required to specify to estimate technical efficiency (TE). The Cobb-Douglas stochastic frontier model is specified to fit the stochastic production frontier using maximum likelihood method as:

$$\ln y_i = \beta_0 + \sum_{k=1}^{7} \beta_{ik} \ln x_{ik} + \xi_i - \varsigma_i \quad (k \text{ indicates inputs}) \qquad (6)$$

where y_i represents the rice output, z_{i1} is the amount of land x_{i2} s the total labour, x_{i3} is the total plough area x_{i4} is the total amount of seed x_{i5} is the irrigated rice area, is x_{i6} the amount of fertilizer x_{i7} is the quantity of pesticides applied during this farming operation and *In* indicates the natural log. The systematic error components ξ_i , are previously defined and the technical inefficiency effects, ς_i, are assumed to be independently distributed of ξ_i such that ξ_i is satisfied by the truncation (at zero from below) of the $N(\mu_i, \sigma_\varsigma^2)$ where μ_i can be specified and defined as:

$$\mu_i = f(z_{ik}) \qquad (7)$$

where z_{i1} denotes the age of the farmer x_{i2} s the farmer's year of schooling, x_{i3} represents land fragmentation, x_{i4} denotes credit facilities dummy variable which assumes a value one if the farmers takes credit and zero otherwise x_{i5} denotes extension services dummy variable which takes a value one if the farmers get services and zero otherwise and x_{i6} represents the land degradation dummy variable which takes a value one if the land is degraded and zero otherwise. The value of one for x_{i6} implies that most lands of a farm household are un-degraded.

The stochastic frontier model is estimated using both the truncated normal and the half-normal distributional assumption for the technical inefficiency effects term. The half-normal distribution is rejected by the generalized likelihood ratio (LR) test which is, $\lambda = -2In[L(H_0)/L(H_A)]$ where $L(H_0)$ and $L(H_A)$ re the values of the likelihood function under the null and alternative hypothesis respectively. The λ statistic has asymptotic chi-squire distribution with degrees of freedom equal to the number of restrictions imposed under the null hypothesis (Coelli, 1995). Therefore we use the results from the truncated normal distribution.

5. Empirical Results and Discussion

5.1 Stochastic Frontier Results

The maximum likelihood estimates of the coefficient of parameters of the Cobb-Douglas stochastic frontier are presented in Table 1. The signs of the coefficients of the stochastic frontier are all positive as expected and most of them coefficients are highly significant. These are land, plough, irrigation, fertilizer and pesticides. Coefficients of labour and seed are positive but insignificant. In field level survey, we have observed some insignificant behaviour for labour and seeds. It shows that there are already abundant supplies of labour in agriculture sector of our survey area in northern Bangladesh.

The stochastic frontier model yields the highest elasticity of output for fertilizer in aman season, for irrigation in boro season and for fertilizer for aus season. This

Table 1 : Maximum Likelihood Estimates of the Cobb-Douglas Stochastic Frontier Model for Aman, Boro and Aus Season

		Aman Season		Boro Season		Aus	
Name of variables	Parameters	Coefficients	t-ratios	Coefficients	t-ratios	Coefficients	t-ratios
Constant	$?_0$	2.4432	6.5926	2.3863	5.1860	2.2730	6.6228
Land	$?_1$	0.1125	5.9513	0.2193	6.6461	0.1214	5.7314
Labour	$?_2$	0.2041	2.4737	0.6849	2.8674	0.2136	2.8654
Plough	$?_3$	0.4407	3.1399	0.3239	3.6088	0.2947	3.4594
Seeds	$?_4$	0.3525	1.8942	0.2485	1.6795	0.4068	2.1307
Irrigation	$?_5$	0.4354	5.6698	0.7906	5.4596		
Fertilizer	$?_6$	0.5167	4.5145	0.3468	3.1320	0.9571	4.9523
Pesticides	$?_7$	0.4326	3.5728	0.4594	4.3539	0.3918	4.2105
Inefficiency Model							
Constant	$?_0$	0.0415	5.1535	0.2559	4.9207	0.4846	5.1620
Age	$?_1$	-0.0089	-1.6415	-0.0072	-1.0417	-0.0076	-1.0290
Years of schooling	$?_2$	0.0033	0.3688	0.0049	0.3046	0.0123	0.4072
Experience	$?_3$	-0.0069	-2.5276	-0.0057	-2.3367		
Land fragmentation	$?_4$	-0.4996	-3.4165	-0.5147	-4.4574	-0.4151	-3.3204
Credit facilities dummy	$?_5$	0.0951	0.7803	-0.0764	-2.5942	0.0798	0.6186
Extension services	$?_6$	-0.0599	-0.5340	0.0362	0.4617	0.0918	0.4188
dummy	$?_7$	-0.0253	-3.6159	-0.0305	-4.1059	-0.0288	-4.1098
Land degradation dummy							
Variance Parameters							
Sigma-squared	$\sigma^2 = \sigma_\xi^2 + \sigma_\zeta^2$	0.1306	3.1304	0.1656	5.4656	0.6323	4.6248
Gamma	$\gamma = \left(\sigma_\zeta^2 / \sigma^2 \right)$	0.9259	4.1582	0.5395	4.1261	0.9339	3.3012
	σ_ξ^2	0.0097		0.0763		0.0418	
	σ_ζ^2	0.1209		0.0893		0.5905	
Log likelihood value		42.2315		29.2432		35.2498	

Table 2: Frequency Distribution of Farm-Specific Technical Efficiency Estimates from the Cobb-Douglas Stochastic Frontier Model for Aman, Boro and Aus Season

Efficiency index (percentage)	**Aman**			**Boro**			**Aus**		
	No of farms	**% of farms**	**Cumulative % of farms**	**No of farms**	**% of farms**	**Cumulative % of farms**	**No. of farms**	**% of farms**	**Cumulative % of farms**
1 – 50	0	0	0	4	1.59	1.59	0	0	0.00
50 – 60	2	0.8	0.8	16	6.37	7.96	1	0.40	0.40
60-70	21	8.36	9.16	54	21.53	29.49	8	3.19	3.59
70-80	55	21.91	31.07	46	18.32	47.81	52	20.72	24.30
80-90	92	36.65	67.72	64	25.49	73.3	78	31.08	55.38
90-100	81	32.28	100	67	26.7	100	112	44.62	100
Total	251	100		251	100		251	100	
Summary Statistics of Technical Efficiency									
Mean	85.17			80.42			86.85		
Minimum	55.73			48.73			57.51		
Maximum	98.22			99.93			98.50		
Standard deviation	9.23			13.01			8.49		

implies that fertilizer is the most important factor of production in both aman and aus seasons while irrigation is the most important input in boro season. The coefficients of these inputs are expected and significant.

The overall technical inefficiency effects are evaluated in terms of variance parameters σ^2 and the parameters γ reported in Table 1. The coefficients of the σ^2 in aman, boro and aus seasons are 0.13, 0.16 and 0.63, and those of γ are 0.92, 0.54 and 0.93 respectively which all are highly significant. These indicate that the technical inefficiency effects are a significant component of the total variability of rice producers' output of farm households in northern Bangladesh. This result is consistent with Coelli and Battese and Sharma et. al., (1996 and 1997).

5.2 Results of Inefficiency Effects Model

The estimates of the coefficients associated with the rice producer specific technical inefficiency effects model is also presented in Table 1. We examine whether they have a significant effect on technical inefficiency. The sings of the estimated coefficients of need to be discussed carefully because variation in technical efficiency of producers arises due to these variables.

Table 1 shows that in aman, boro and aus seasons, the coefficients from Cobb-Douglas stochastic frontier technical inefficiency of land fragmentation and land degradation are negative and significant in all seasons. The coefficients of age are negative and insignificant in all seasons. The coefficients of schooling are positive but insignificant. The coefficients of credit are positive and insignificant in aman and aus seasons, but negative and significant in aus season. This implies that credit plays a significant role in reducing inefficiency in boro season.

5.3 Estimates of Technical Efficiency of Aman, Boro and Aus Seasons Together

The frequency distributions of the technical efficiency estimates and their summary statistics of the Cobb-Douglas stochastic frontier results are presented in Table 2. The estimated farm-specific technical efficiencies show substantial variability, ranging are between 56 to 98 per cent, 59 to 100 per cent and 57 to 99 per cent respectively in aman, boro and aus seasons.

The mean value of efficiency in aman, boro and aus season are 85.17 per cent, 80.42 per cent and 86.85 per cent respectively and their respective standard deviations are 9 per cent, 13 per cent and 8 per cent. These results indicate that there are considerable inefficiencies in rice production and hence considerable room for improving farm efficiency and thereby enhancing farm output, income

and the welfare of farm households. The majority of 32.28, 26.70 and 44.62 per cent are 90 –100 per cent technically efficient in aman, boro and aus seasons respectively.

6. Conclusion

This paper applies the stochastic frontier model to evaluate technical efficiency of a sample of 251 rice farms of Northern Bangladesh. Technical efficiencies of the same farm in three seasons – aman, boro and aus - are calculated separately to make a comparison. The inefficiency effects model is assumed to be a function of some farm-specific socioeconomic and farm characteristics like age and education of the farmers and land fragmentation, irrigation infrastructure and land degradation of farms. Results show that farms are characterized by slightly decreasing returns to scale. Technical efficiencies of farms in aman boro and aus seasons vary from 56-98 per cent, 48-100 per cent and 58-98 per cent respectively with respective mean efficiencies of 85.17, 80.42 and 86.85 per cent.

Results of the analysis of inefficiency by socioeconomic factors show that the younger farmers with more receptive tendency to new technology and with more education are more capable of operating farming activities efficiently. Moreover the plot size is estimated to be inversely related to the levels of technical inefficiency. This suggests that larger plot size, i.e., less land fragmentation, contributes significantly to increasing farm efficiency. Results show that irrigation infrastructure and land degradation are the most statistically significant factors associated with technical inefficiency. Results also imply that land degradation as an environmental factor is positively associated with technical inefficiency; these indicate that land degradation lowers farmers' ability to utilize existing technology efficiently and hiders the allocation of inputs in a cost-minimizing way.

Evaluating efficiency suggests that there is considerable amount of inefficiency among farming activities in all three seasons and a substantial potential for increasing rice output through the improvement of technical efficiency. In particular, farms on average can reduce their production cost by about 13-20 per cent if production activity is operated as efficient as the most efficient farm. Assessing factors associated with inefficiency provides two policy in placation measures to decrease land fragmentation and reduce land degradation would enhance farm efficiency.

References

Aigner, D.J., Lovell, C.A.K. and Schmidt, P. (1977). Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, Journal of Econometrics, 6, 21-37.

Ajibefun, I.A., Battese, G.E. and Daramola, A.G. (1996). Investigation of Factors Influencing the Technical Efficiencies of Smallholder Croppers in Nigeria, CEPA Working Papers, No. 10/96, Department of Economics, University of New England, Armidale, pp. 19.

Ali, M. and Choudhury, M.A. (1990). Inter-regional Farm Efficiency In Pakistan's Punjab: A Frontier Production Function Study, Journal of Agricultural Economics, 41, 62-74.

Battese, G.E. and Coelli, T.J. (1995). A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data, Empirical Economics, 20, 325-332.

Battese, G.E. and Coelli, T.J. (1988) Prediction of Firm-Level Technical Efficiencies with a Generalized Frontier Production Function and Panel Data, Journal of Econometrics, 38, 387-399.

Bangladesh Economic Review. (2012). Ministry of finance, Government of the People's Republic of Bangladesh.

Bravo-Ureta, B.E. ad Rieger, L. (1991). Dairy farm Efficiency Measurement Using Stochastic Frontier and Neoclassical Duality, American Journal of Agricultural Economics, 73, 421-428.

Bravo-Ureta, B.E. and Evension, R.E. (1994). Efficiency in Agricultural Production: The Case of Peasant Farmers in Eastern Paraguay, Agricultural Economics, 10, 27-37.

Coelli, T., (1995), Recent Development in Frontier Modeling and Efficiency Measurement, Australian Journal of Agricultural Economics, 39, 219-245.

Coelli, T. and Battese, G. (1996). Identification of Factors which Influences the Technical Inefficiency of Indian Farmers, Australian Journal of Agricultural Economics, 40, 103-128.

Huang, C.J. and Liu, J.T. (1994). Estimation of a Non-Neutral Stochastic Frontier Production Function, Journal of Productivity Analysis, 4, 171-180.

Idris, K.M., 1994, Barind Tract: Soil Fertility and Its Management, Proceeding of Commission VI Conference, Dhaka, Bangladesh.

Kalirajan, K. and Flinn, J.C. (1983). The Measurement of Farm-specific Technical Efficiency, Pakistan Journal of Applied Economics, 2, 167-180.

Kalirajan, K. (1981). An Econometric Analysis of Yield Variability in Paddy Production Canadian Journal of Agricultural Economics, 29, 283-294.

Kopp, R.J. and Diewert. W.E. (1982). The Decomposition of Frontier Cost Function Deviations into Measures of Technical and Allocative Efficiency, Journal of Econometrics, 19, 319-331.

Kumbhakar, S.C. (1994). Efficiency Estimation in a Profit Maximizing Model using Flexible Production Function, Agricultural Economics, 10, 146-152.

Kumbhakar, S.C., Ghosh, S. and Meguckin, J.T. (1991). A Generalized Production Frontier Approach for Estimating Determinants of Inefficiency in U.S. Dairy Farms, Journal of Business and Economic Statistics, 9, 279-286.

Lingard, J., Castillo, L. and Jayasuriay, S. (1983). Comparative Efficiency of Rice Farms in Central Luzon in the Philippines, Journal of Agricultural Economics, 34, 163-173.

Meeusen, W. and van den Broeck, J. (1977). Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production with composed Error, International Economic Review, 18, 435-444.

Muller, J. (1974). On Sources of Measured Technical Efficiency: The Impact of Information, American Journal of Agricultural Economics, 56, 730-738.

Miah, M.N. (2013) Efficiency performance of rice farms in northern bangladesh: an application of the stochastic frontier and data envelopment analysis (DEA) model. Ph.D. Thesis, Department of Economics, University of Rajshahi, Bangladesh.

Parikh, A and shah, K. (1995). Measurement of Technical Efficiency in the North-Western Frontier Province of Pakistan, Journal of Agricultural Economics, 45, 132-138.

Schmidt, P. (1986). Frontier Production Function, Econometric Review, 4, 289-328.

Seyoum, E.T., Battese, G.E., Fleming, E.M. (1998). Technical Efficiency and Productivity of Maize Producers in Eastern Ethiopia: A Study of Farmers Within and Outside the Sasakawa-Glabal 2000 Project, Agricultural Economics, 19, 341-348.

Shapiro, K.H. and Muller, J. (1977). Sources of Technical Efficiency: The Role of Modernization and Information, Economic Development and Cultural, 25, 293-310.

Sharma, K.R., Leung, P.S. and Zaleski, H.M. (1999). Technical Allocative and Economic Efficiency in Swine Production in Hawaii: A Comparison of Parametric and Nonparametric Approaches, Agricultural Economics, 20, 23-35.

Taylor, T.G., Drummond, H.E., and Gomes, A.T. (1986), Agricultural Credit Programs and Production Efficiency: An Analysis of Traditional Farming in Southeastern Minas Gerais, Brazil, American Journal of Agricultural Economics, 110-119.

Wadud, M.A. (1999). Factors Determining the Technical Inefficiency of Farms in Bangladesh, Paper presented at The 1999 Taipei International Conference on

Efficiency and Productivity Growth, Institute of Economics, Academia Sinica, Nankang, Taipei, Taiwan.

Wadud, M.A., and White, B. (2000). Farm household efficiency in Bangladesh: A comparision of stochastic frontier and DEA methods. Applied Economics, 32: 65-73.

Wadud, M.A. (2006). Measurement of Economic Efficiency: Theory, Methodology, and Applications Stochastic Frontier and Data Envelopment Analysis, First Edition, Research and Academic Publishers, Dhaka, Bangladesh.

Wilson, P., Hadley, D. Ramsden, S. and Kaltsas, (1998). Measuring and Explaining Technical Efficiency in Uk Potato Production, Journal of Agricultural Economics, 49, 294-305.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 437-462
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

SME Development in Crops, Livestock and Fisheries in Bangladesh: Fundamentals, Reasons and Achievements

MD. ZAKIR HOSSAIN*
MOHAMMAD MIZANUL HAQUE KAZAL**
JASIM UDDIN AHMED***

Abstract *Small and medium enterprise (SME) development in crops, fisheries and livestock is of utmost importance for sustainable and growing agricultural diversification to ensure nutritional food security and inclusive development. This paper is intended to explore the status of SME development in the aforesaid agricultural sub-sectors in terms of fundamentals of enterprises and entrepreneurs; reasons of establishment of enterprises; and achievements from the enterprises. This paper is an outcome of a study that has adopted both quantitative and qualitative approaches to gather the necessary data and information from the three districts under climate affected regions and two districts under environmentally normal areas on a statistically representative sample size. Several descriptive and inferential statistical tools and techniques including factor analysis have been used for analyzing the data.*

According to the perceptive views of the entrepreneurs, the main reasons for establishing enterprises were high profit margin, creation of employment opportunity, increasing business opportunity, availability of internal funds, inspiration by friends/relatives, easy availability of raw materials, chief labour cost and access to climate adopted technology. The study has performed factor analysis to identify the major dimensions of reasons for establishing SMEs and

* Professor, Department of Statistics, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet
** Professor, Department of Development & Poverty Studies, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka
*** Associate Professor of Economics, North East University Bangladesh, Sylhet

it identifies five main factors as sound politico-economic environment, finance and return potentials, labour and product market facilities, inspiration and local affinity, and easy access to intermediate goods and export market. A vast majority of the entrepreneurs reported to have significant achievements from their enterprises through the expansion of their businesses and increased efficiency of manpower and more growth due to increased demand of the product. The factors responsible for significant achievements from the sampled enterprises were also found to vary according to the sectors. The analysis of the perceptions of the entrepreneurs regarding factors responsible for significant achievements according to the climatically affected and normal areas indicates a wide variation. Factor analysis has sorted out hassle free government services; expansion of market demand and favourable investment climate; investment friendly fiscal policy; good investment opportunity; congenial public environment; and improved access to raw materials as the major dimensional factors that can be broadly renamed good governance and sound investment climate for recent increase in investment.

1. Introduction

There is no denying that the development of Small and Medium Enterprises (SMEs) can be considered as a vital instrument for poverty alleviation and accelerating industrialization in the context of Bangladesh. The assessment of the status of SMEs in crops, livestock and fisheries is necessary from both micro and macro point of view. The assessment of the status of SMEs from micro perspective is necessary because of the contribution of SMEs in households' poverty reduction and making the household economy sustainable. On the other hand, the assessment of the status of SMEs (in crops, livestock and fisheries) from macro perspective is necessary because of the importance of these sectors in Bangladesh economy, particularly in terms of employment generation and provision of nutritious food components in the context of ever growing domestic demand for food.

It is documented that SMEs are relatively more predominant in the developing countries like Bangladesh because of enhancing employment and wealth creating opportunities for poverty alleviation, which yield significant social impacts in terms of reduction of income inequalities, promotion of social equalities etc. (Uddin, 2008). It is estimated from different sources that SMEs in Bangladesh would be observed to provide over 70 percent of industrial employment and 30 to 40 percent of industrial value added. Hence, the SMEs are regarded as the backbone of the Bangladesh economy and an effective instrument for generating work opportunities for the unemployed, youth and women (Ahmed, 2008).

There are an estimated 1.3 million fish ponds in the country, covering an area of 0.151 million ha, of which 55.30 percent is cultured, 28.52 percent is worth culturing and 16.18 percent is unusable. In 2002, the percentage of production and potential production from the above three systems was 72.09, 20.01 and 7.90 respectively (BBS, 2002). In general the size of fish ponds varies between 0.020 and 20 ha with an average of 0.30 ha. In Bangladesh, the highest number of ponds exists in the Barisal district (12.11percent), followed by Comilla (9.36 percent), Sylhet (9.10 percent), Chittagong (8.02 percent) and Noakhali (7.75 percent) (BBS, 2002). In a study, it is reported that the fisheries sector contributes 3.74% of the gross domestic product (GDP), 20.87% of agricultural resources and 4.04% of foreign exchange earning of Bangladesh (DoF, 2009). Total fish production in our country during the 2007-2008 was about 2.57 million metric tons of which 2.065 million metric tons were produced from freshwater including culture fisheries and 0.04 million metric tons from marine water including shrimp (DoF, 2009).

The current contribution of livestock sub-sector to overall GDP is about 2.73% which is 17.15% of agricultural GDP. The export earnings from leather and leather goods is 4.31% of the total export; 20% of the population is directly and 50% is partly dependent on this sector. Livestock population in Bangladesh in 2007-08 was cattle 23 million, buffalo 1.3 million, goats 21.6 million, sheep 2.8 million, chicken 212.5 million and ducks 39.8 million. The per capita number of cattle was o.16, goats 0.15, sheep 0.01, chicken 1.47 and ducks 0.27. Although an upward trend in the production of meat, milk and egg during 2001-2008 is evident, the per capita availability of meat was 20gm/day, milk- 51ml/day and 40 eggs/year in the year (2007-08, DLS). Total production in the years 2002-2008 was milk 1.82- 2.65 million ton at a growth rate of 145.6%, meat 0.91 – 1.04 million ton at a growth rate of 114.3%, and eggs 4770- 5653 million numbers at a growth rate of 118.5%. Demand and supply gap is more evidenced. As per FAO estimates there is a deficit of 80% in milk, 82% in meat and 63% in eggs.

It is utmost priority to reduce the poverty through employment creation in the rural economy of Bangladesh. The government is committed to reducing the number of unemployed people in the country from 28 to 24 million by 2013 and will further still to 15 million by 2021 (Karim *et al*., 2010). The livestock and fisheries sectors offer the greatest potential for new employment opportunities. These sectors including crops are important for investment as huge numbers of smallholders are engaged.

Having reviewed the literature on SME development already in existence in Bangladesh, two points of lacuna have been identified. First, the existing literature focuses on only the manufacturing and trade sectors. The agriculture sector along with crops, livestock and fisheries sub-sectors is almost totally ignored in terms

of survey-based research at micro-level from SME development perspective. Second, the climate affected areas remain completely unstudied in this context as a result of which the impact of climate vulnerability on SME development in the concerned fields is yet to be explored. The definition of SME for crops, fisheries and livestock is not available in the existing literature and the traditional definition for non-manufacturing activities is not suitable for these sectors, because these sectors are not purely manufacturing as well as non-manufacturing, instead they occupy a mixed and in-between position. It is an urgent need to fix-up an operational definition of SME for each of these sectors to get the benefit from the government and the financial institutions to establish such enterprises. Having reviewed the existing definitions as well as stakeholders' consultation, the operational definition of SME for crops, fisheries and livestock has been finalized as: A venture is considered as an enterprise if (i) it is developed with commercial motive; (ii) its production is sustainable during more than 2 rounds of production cycle and (iii) it has contractual paid employees over a stipulated period of time.

Against this backdrop, this paper attempts to assess the status of the SME development in crops, livestock and fisheries from micro point of view. Categorically, it discusses the issues – fundamental features of the enterprise, reasons for SME development and major achievements of the enterprises including the key reasons for these achievements.

2. Methodology

The data for this study have been taken from the research project "Small and Medium Enterprise (SME) Development in Crops, Livestock and Fisheries in the Climate Affected Zones of Bangladesh: Status, Problems and Potentials" sponsored by Program Support Unit of Planning Commission of Bangladesh. Under the project, the primary data have been collected from three climate vulnerable districts and two environmentally normal districts. Among three climate affected areas, one district has been selected from the drought region viz., Rajshahi (Drought prone), one from the Char land and river erosion region viz., Lalmonirhat (*Monga* prone) and another from flood plain region viz., Sunamganj (*Haor* region). In addition, two environmentally normal districts viz., Brahmanbaria and Naogaon have been selected as controls. The project has collected the quantitative information from 210 enterprises (SMEs in crops, livestock and fisheries) from 5 districts under Farm-level survey. The qualitative information has been collected from 50 stakeholders/entrepreneurs for Key Informant's Interview. In addition, 40 Participatory Rural Appraisal (PRAs) have been conducted to know the collective views of the participants and to train them on SME development in crops, livestock and fisheries sectors.

Analytical Techniques

The study has utilized several descriptive and inferential statistical tools and techniques including factor analysis for analyzing the data. Factor analysis has been used to find out the major dimensions of reasons for SME development in the proposed sectors and reasons for increasing investments during the last 2 years.

Factor Analysis

Factor analysis allows looking at groups of variables that tend to be correlated to one another and identify underlying dimensions that explain these correlations. In a sense, each of the observed variables is considered as a dependent variable that is a function of some underlying, latent, and hypothetical set of factors. Conversely, one can look at each factor as dependent variable that is a function of the observed variables.

If $\{X_1, X_2, ——, X_n\}$ be a set of n observed variables and $\{F1, F2, ..., F_m\}$ be a set of unobservable variables then the factor analysis model can be expressed as

$$\left.\begin{array}{l} X_1 - \mu_1 = l_{11} F_1 + l_{12} F2 + ------ + l_{1m} F_m + \varepsilon_1 \\ X_2 - \mu_2 = l_{21} F_1 + l_{22} F_2 + ------ + l_{2m} F_m + \varepsilon_2 \\ ---------------------------- \\ ---------------------------- \\ X_n - \mu_n = l_{n1} F_1 + l_{n2} F_2 + ------ + l_{nm} F_m + \varepsilon_m \end{array}\right\} \text{-----------} \qquad (1)$$

where μ_i is mean of X_i, ε_i is error or specific factor. The coefficient l_{ii} is the loading of i-th variable on the j-th factor. In matrix notation the factor analysis model can be expressed as

$$X - \mu = LF + \varepsilon \qquad (2)$$

where L_{nxm} is the matrix of factor loadings.

Several methods are available in literature to estimate factor loadings and factor scores. The study considers principal component method to estimate the factor loadings and communalities [$h_i^2 = \sum_{j=1}^{m} l_{ij}^2$], a measure of the variation of observed variables through factors. Several factor rotation methods like 'Varimax', 'Equamax', 'Quartimax' are adopted to find better estimates of factor loadings.

3. Results and Discussion

The analyses of fundamentals of the sampled enterprises indicate that about 88% were found to be engaged in production and the rest were mainly engaged in processing. The operational nature of the enterprises was found to vary according to different sectors: about 97% enterprises of both livestock and fisheries sectors

were found to be engaged in production, while the figure was about 70% for crop sector. About 84% sampled enterprises were found proprietorship (sole ownership) and the rest 16% were partnership. Three-quarters of the sampled enterprises were found to be established on owned premises, about 16% on rented premises and 6.6% on leased premises. The type of possession of enterprise premise was found to vary across the sectors considered in the study. Seven out of ten enterprises both livestock and fisheries sectors were found registered. However, about half of the enterprises were found registered in the crops sector and most of them were of processing category. Over half of the enterprises were found to have tax identification number (TIN). About 83% of the registered enterprises have the tax identification number and the registration status of the enterprise was found to have significantly and positively associated with the TIN. Over nine-in-ten enterprises, irrespective of sectors, reported to increase their investment during the two years prior to the survey.

The average age of the entrepreneurs was 44.0 years and about three-fifths of the entrepreneurs were found ageing 36-55 years. About 97% of the entrepreneurs were found male and about 93% married. The age distribution of the entrepreneurs indicates that people become entrepreneurs during the prime period of working span of life-cycle. The educational level of the entrepreneurs indicates that 10% had no education, 17% had primary education, 43% had secondary education and 30% were found to have at least higher secondary level of formal education. The sampled entrepreneurs belonging to the livestock sectors were found to have more education than those belonging to crops sector.Over 90% of the sampled entrepreneurs were Muslims and over three-fifths belonged to nuclear family.

About 7 out of 10 of the entrepreneurs were found to become the owner of the enterprise through self-initiative as they started their enterprises by themselves. The ownership of the enterprises by self-initiative was found positively linked with the level of education. The analysis of sources of motivation indicates that one-quarter of the entrepreneurs were motivated to start their enterprises by reference group (friends and relatives). Nearly half of the entrepreneurs had no clear cut idea about SME though their venture is certainly being considered as an SME. Among the entrepreneurs who reported to have idea about SME, about one-quarter got idea from government agency, about 18% from NGO, about 21% from media and the rest from other sources mainly friends/family members/relatives/ demonstration effect. About half of the sampled entrepreneurs had received training regarding their business from some sorts of government/non-government organizations.

Following sub-sections are categorically discussed the findings of the study in terms of financial status of the enterprise, reasons for SME development and major achievements of the enterprise.

3.1 Financial Status of the Enterprises

The financial status of the sampled enterprises has been assessed in terms of equity, loan, investment and profit. Table 1 shows the financial status of the sampled enterprises belonging to different sectors.

Amount of equity

The average present equity of the sampled enterprises is estimated at Tk.3276350.71. The average equity was found lowest in fisheries sector (Tk.2966571.41) and highest in crop sector (Tk.3618541.67), may be because of inclusion of rice mills in the crop sector. The initial equity of the sampled enterprises is estimated at Tk.1176131.45, which was found extremely lower than the present equity. The findings indicate that a huge amount of profit is reinvested as equity. It is also observed that the growth of equity during the last 2 years was found remarkably higher (about four-fold) in the fishers sector than the other sectors. This finding reveals that SME development in fisheries is more expanding.

Amount of loan

It is found that over half of the enterprises received loan to boost up their business, though only a quarter were found to receive loan at the initial stage of the enterprise. The average amount of present loan and initial loan is estimated at Tk.1423394.74 and Tk.711036.36 respectively for the enterprises received any sort of loan. This estimate reveals that average amount of loan has doubled during initial to survey point of time. The average amount of present loan was found higher for the enterprises of livestock sector and lower for the enterprises of fisheries sector.

Recent investment scenario

The investment scenario for the last two financial years of the sampled enterprises has been documented in Table 1. It is observed that about 81% enterprises reported to invest in their enterprises in the financial year 2010-2011; while a greater percentage (89.6%) of the enterprises were found to invest in the financial year 2011-2012. The average amount of investment is estimated at Tk.1363629.41 for the financial year 2010-2011 and Tk.1275169.3 for the financial year 2011-2012.

The average investment amount in the sampled enterprises was found to vary significantly across the sectors of the enterprise. The average amount of investment for the year 2011-2012 was found lower (Tk.695447.76) for the enterprises of crop sector and higher for the enterprises of livestock sector (Tk.1741649.12).

Table 1: Financial status of the sampled enterprise by sectors

	Sector of the enterprise			**Overall**
	Livestock	**Fisheries**	**Crops**	
Present equity in Taka (Mean ±SD), (n)	3233550.72 ± 7703026.77, (69)	2966571.43 ± 3157290.57, (70)	3618541.67 ± 8322499.26, (72)	3276350.71± 6780832.17, (211)
Present Loan in Taka (Mean ±SD), (n)	2229425.00 ± 5281665.76, (40)	658235.29 ± 661107.25, (34)	1267750.00 ± 2380755.63, (40)	1423394.74± 3482295.36, (114)
Initial equity in Taka (Mean ±SD), (n)	1276328.57±36 87552.49, (70)	656214.28±10013 77.83, (70)	1578602.74±62 66112.05, (73)	1176131.45± 4270303.51, (213)
Initial Loan in Taka (Mean ±SD), (n)	730277.77±149 3517.83, (18)	230944.44±21160 9.09, (18)	1147631.58±24 76530.59, (19)	711036.36±1 704330.92, (55)
Investment in 2010-2011 in Taka (Mean ±SD), (n)	1775288.46 ± 6132650.60, (52)	1813666.67 ± 6672816.59, (60)	529000.00 ± 1559206.44, (58)	1363629.41± 5298812.71, (170)
Investment in 2011-2012 in Taka (Mean ±SD), (n)	1741649.12 ± 5950164.69, (57)	1463661.54 ± 3197966.01, (65)	695447.76 ± 2156709.83, (67)	1275169.31± 3982273.94, (189)
Profit in 2010-2011 in Taka (Mean ±SD), (n)	281641.79 ± 442949.30, (67)	400625.00 ± 474173.88, (64)	265555.56 ± 446945.83, (63)	315670.10± 456372.91, (194)
Profit in 2011-2012 in Taka (Mean ±SD), (n)	439406.78 ± 918841.61, (59)	554677.42 ± 667048.10, (62)	326065.57 ± 697397.61, (61)	440686.81± 768505.54, (182)

Source: Field Survey, 2012

Profit of the enterprises

The entrepreneurs were asked whether they made any profit in the last two financial years. About 85% reported that they made profit in the last financial year (2011-2012) and about 91% reported that they made profit in the financial year 2010-2011. The average amount of profit in the last year is estimated at Tk440686.8 with a standard deviation of Tk768505.5. The average profit amount was found highest in fisheries sector (Tk554677.4), followed by livestock sector (Tk439406.8) and by crop sector (Tk326065.6). This finding suggests that the enterprises of fisheries sector are much more rewarding in terms of profit than the other two sectors.

Facilities received from Government for enterprise development

The sampled entrepreneurs were asked whether they received any facility from the government and about 58% of them reported that they received some sort of facilities from government (Figure 1). Those who received facilities, were further asked to report the types of facilities that they received and Figure 2 shows the responses. Near two-thirds of them reported that they received the facilities in terms of approvals of license and/or trade certificate, registration to Joint Stock Company (JSC) or other organizations etc; about 45% of them received facilities in terms of training; and about 36% of them received credit facility from the government.

Over four-fifths of the entrepreneurs ranked approvals of license and/or trade certificate, registration to Joint Stock Company or other organizations as the topmost one among the facilities they received from the government (Appendix Table 1). The entrepreneurs' perception regarding kinds of the facilities received from the government was found to vary across the scale of the enterprises. Very logically, a significantly ($p<0.01$) higher proportion of the entrepreneurs of medium scale enterprises reported to receive facilities in terms of 'SME loan' than that of small scale enterprises (Appendix Table 1). On the contrary, a higher proportion of entrepreneurs from small scale enterprises reported to receive facilities from government in terms of 'training' than that from medium scale enterprises. The entrepreneurs' perception regarding the kinds of facilities received from the government was found to vary significantly ($p<0.10$) across the sectors of the enterprises in case of 'training' only. However, the perception regarding kinds of the facilities received from the government did not vary according to the climate affected and environmentally normal regions except 'land for the establishment'. A significantly ($p<0.05$) higher proportion of the entrepreneurs from climatically affected regions reported that they received the facilities from the government in terms of 'land for establishment'.

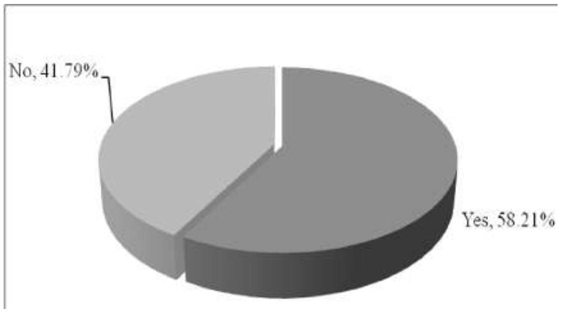

Figure 1: Percentage of enterprises received facility from government

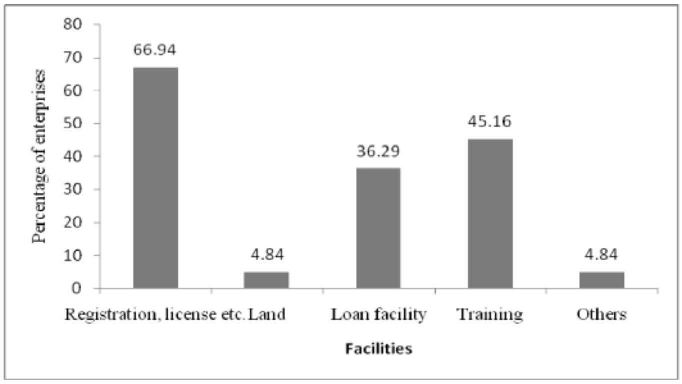

Figure 2: Kinds of facilities received from government

3.2 Reasons for Establishing Enterprises in Crops, Livestock and Fisheries

In this section, the opinions of the entrepreneurs regarding establishing enterprises are analyzed and the main reasons are shown in Figure 3 and Appendix Table 2. Over nine-in-ten of the entrepreneurs cited high profit margin as the main reason for establishing enterprises irrespective of environmentally fragile and normal regions. Over half of the entrepreneurs mentioned that creation of employment opportunity, increasing business opportunity, availability of internal funds, and inspired by friends and relatives as the main reasons for establishing enterprises. Other reasons such as easy availability of raw materials, chief labour cost and access to climate adopted technology were also mentioned by a considerable number of the entrepreneurs. The entrepreneurs were also asked to rank the reasons mentioned by them according to their preferences. The entrepreneursrated the high profit margin and creation of employment opportunity as the first and second most important reasons for establishing enterprises in crops, fisheries and livestock.

In order to calculate the variation in the perceptions of the entrepreneurs regarding the reasons of establishing enterprises, the data are analyzed according to scale, sector, and region (climate affected and climate normal) and the results are given in Appendix Table 2. The perception of the entrepreneurs by scale of enterprise shows significant ($p<0.05$) variation in case of better facilitation from government agencies and availability of external funds. The results show that the entrepreneurs of the small scale enterprise emphasized on high profit margins, creating employment opportunity, increasing business opportunity and inspired by friends and relatives as the main reasons for establishing enterprises; while the entrepreneurs of the medium scale enterprise gave emphases on high profit margin, creating employment opportunity, increasing business opportunity, chief labour cost and easy availability of raw materials as the main reasons for establishing enterprises.

The analysis of perceptions of the entrepreneurs according to climate affected and environmentally normal regions indicates a wide variation in the reasons behind establishing enterprises. The variation regarding reasons of establishing enterprises between climate affected and environmentally normal regions was found highly significant ($p<0.01$) in case of high export opportunity, local patriotism, less amount of equity capital, SME loan facility, and favourable income tax policy. The comparison shows that a significantly ($p<0.05$) higher percentage of entrepreneurs from environmentally normal areas stated that easy availability of raw materials, high export opportunity, local patriotism, less amount of equity capital, SME loan facility, favourable income tax policy, and access to climate adopted technology were the main reasons for establishing enterprises; on the contrary, a significantly ($p<0.05$) higher percentage of entrepreneurs from climate affected areas stated cheap labour cost as the main reasons for establishing enterprises.

The analysis of perceptions according to sectors of enterprises also exhibits huge variation on reasons for establishing enterprises. A relatively higher percentage of entrepreneurs from crop sector have given emphasis on availability of raw materials and chief labour cost as the main reasons for establishing enterprises than that of fisheries and livestock sectors. On the contrary, relatively higher percentage of entrepreneurs from livestock sectors state that receiving SME loan, availability of internal funds, and create employment opportunities are the main reasons for establishing enterprises.

Factor analysis regarding reasons for establishing enterprises

The descriptive statistics have indicated that a number of reasons were responsible for establishing SMEs in fisheries, livestock and crop sectors. The

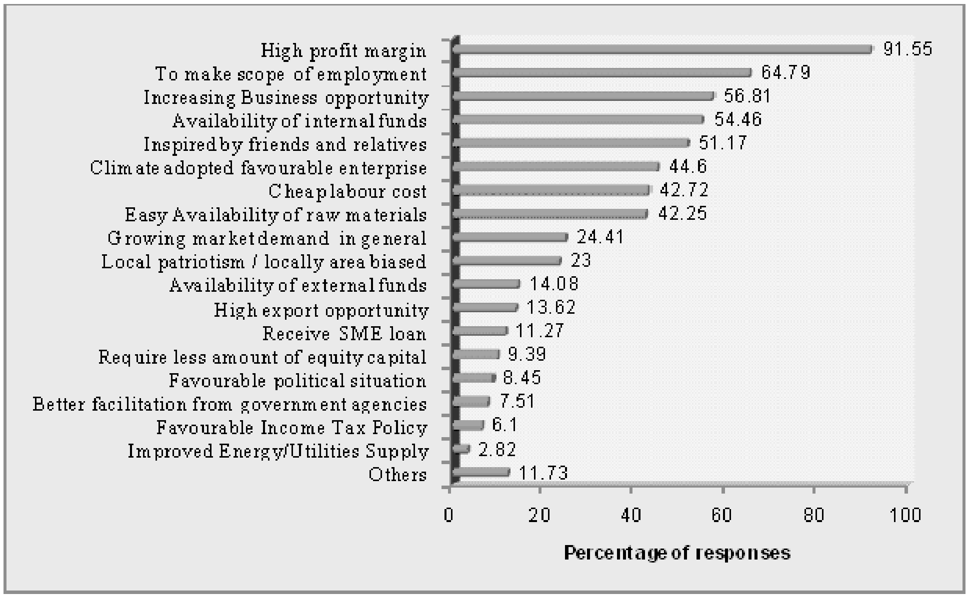

Figure 3: Reasons for establishing enterprises

study has also adopted factor analysis to identify the major dimensions of reasons establishing SMEs that explain most of the variance observed in a much larger number of manifest variables by reducing the number of reasons to a few factors. The factor analysis is performed by assigning weights to the ranks of the responses (reasons establishing SMEs). A response that is ranked as 1 has the weight 13; one that is ranked 2 has the weight 12, and so on. The analysis used principal component method to extract the factors with varimax rotation technique and Table 2 shows the results of the factor analysis.

The selection of a particular variable to be included as a factor was made on the basis of whether the correlation value (factor loadings) was high or not. On the basis of the maximum variation of the factors, the study identified five main factors as the reasons for establishing SMEs in fisheries, livestock and crop sectors. These factors are:

Factor-I: To make scope of employment, Growing market demand for the product in general, Require less amount of equity capital, Favourable political situation

Factor-II: High profit margin, Climate adopted favourable enterprise in this region, Availability of internal funds, Availability of external funds

Factor-III: Cheap labour cost, Increasing Business opportunity,

Factor-IV: Inspired by friends and relatives, Local patriotism/ locally area biased

Factor-V: Easy Availability of raw materials/intermediate goods, High export opportunity

The elements of each of the above factors are arranged in order of their respective magnitude (absolute) of factor loadings indicating the importance of a particular element in a factor. The reasons comprising Factor-I are mainly related to *sound politico-economic environment*; the reasons of Factor-II relate to the *finance and return potentials*; the Factor-III contains the reasons related to *labour and product market facilities*; the elements of Factor-IV include the reasons related to *inspiration and local affinity*; and the elements of Factor-V include the reasons related to *easy access to intermediate goods and export market*. The result suggests that these factors are mainly responsible for establishing SMEs in crops, fisheries and livestock. Therefore, the government agencies and other concerned should take proper action to maintain the sound politico-economic environment, favourable SMEs in crops, fisheries and livestock.

3.3 Major Achievements from the Enterprise

The entrepreneurs were asked about major achievements (business expansion, growth due to demand, increased efficiency etc) of their businesses and about 97% of them reported to have significant achievements from their enterprises. Figure 4 demonstrate the significant achievements of the sampled SMEs. A remarkable portion of the entrepreneurs marked significant achievements through the expansion of their businesses (95.2%) and increase efficiency of manpower (65.2%) and more growth due to increased demand of the product (53.1%). Over four-fifths of the entrepreneurs ranked 'expansion of the business as the foremost significant success of their enterprises.

The significant achievements of the sampled SMEs have been analyzed according to scale, region (climatically vulnerable and normal) and sector (Appendix Table 3). It is depicted that medium scale enterprises gained more significant achievement than small scale enterprises in terms of capability of using advanced technology ($p<0.05$) and increase in the efficiency of manpower ($p<0.10$). The perception about achievements shows a wide variation according to the sector of enterprises: nearly two-thirds of the entrepreneurs of fisheries sector marked diversification of the products, while 32.4% entrepreneurs of livestock sector and 46.5% entrepreneurs of crop sector marked the same reason as one of the significant achievements. The analysis of perceptions of the entrepreneurs regarding significant achievements according to climatically affected and normal regions indicates that there was no significant variation except expansion of the

business and cost advantage of the product. A significantly (p<0.10) higher percentage of the entrepreneurs from climate affected regions mentioned that their

Table 2: Factor analysis for the reasons of establishing SMEs in fisheries, livestock and crops

Reasons for establishing SMEs	Factors						
	F1	**F2**	**F3**	**F4**	**F5**	**F6**	**F7**
Easy Availability of raw materials/intermediate goods					.772		
High profit margin		-.649					
Better facilitation from government agencies						.809	
Inspired by friends and relatives				.772			
High export opportunity					.584		
Cheap labour cost			.776				
Local patriotism / locally area biased				.478			
To make scope of employment	-.494						
Growing market demand for the product in general	.549						
Require less amount of equity capital	.573						
Receive special loan/ credit facilities as SME enterprise							
Climate adopted favourable enterprise in this region		.504					
Availability of internal funds		.548					
Availability of external funds		.750					
Favourable Income Tax Policy							.426
Favourable political situation	.696						
Increasing Business opportunity			.729				
Improved Energy/Utilities Supply							.745
Any others (Please specify)				-.604			
Eigenvalue	3.26	1.83	1.47	1.37	1.36	1.12	1.05
Percent of variation	17.16	9.61	7.71	7.22	7.03	6.30	5.51
Cumulative percent of variation	17.16	26.77	34.49	41.70	48.73	55.03	60.53
KMO=0.588 & Only factor loadings ≥0.40 has been shown in the Table							

Source: Field Survey, 2012

product was cost effective than that of the entrepreneurs from environmentally normal regions, may be due to cheap labour cost in climate affected regions.

3.3.1 Reasons behind the Major Achievements of the Enterprises

The entrepreneurs were asked to report the major factors responsible for the significant achievements of their enterprise and Figure 5 illustrates the views of the entrepreneurs concerning the factors responsible for significant achievements. The most important factors behind significant achievements were identified as retention of profits as capital (90.3%), increasing demand for the product (69.1%), favourable investment climate (52.7%), and hard work by both the owner and labour (95.2%).

More than three-fifths of the entrepreneurs ranked hard working by both the owner and labour and nearly three-in-ten ranked increasing demand for the product as the most significant factor for the achievement (Appendix Table 4). The analysis on the perception of the entrepreneurs regarding factors responsible for significant achievements according to the scale of enterprise indicates significant ($p<0.01$) variation in case of 'received special facilities from government' only. The factors responsible for significant achievements of the sampled entrepreneurs were also found to vary according to the sectors of the enterprises.

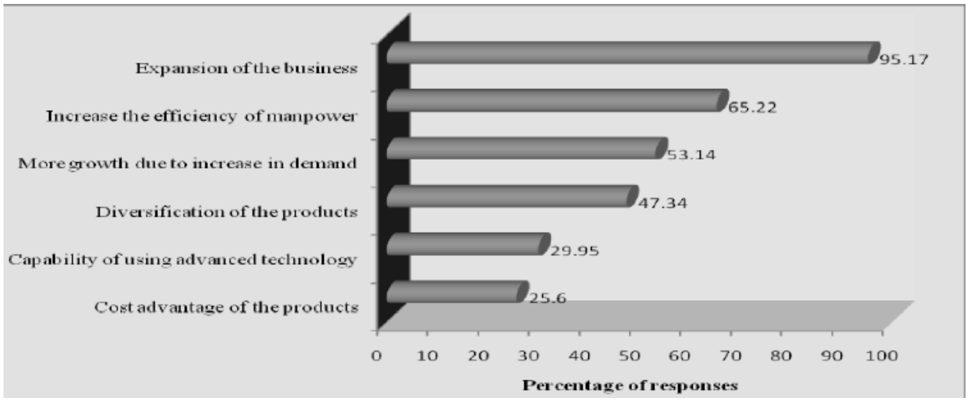

Figure 4: Major achievements of the sampled enterprises

The analysis of the perceptions of the entrepreneurs regarding factors responsible for significant achievements according to the climatically affected and normal areas indicates a wide variation for a number of issues. A significantly ($p<0.05$) higher proportion of entrepreneurs of environmentally normal areas mentioned that increasing demand for the product, retention of profits as capital, received special facilities from government as major factors contributing to the significant achievements of their enterprises in comparison to the entrepreneurs of climate affected areas.

3.3.2 Reasons for Increasing Investments during the Last 2 Years

At first, the entrepreneurs were asked whether their investments had increased or not during the last 2 years. Over nine-in-ten of the entrepreneurs have reported to increase their investment during 2 years prior to the survey. Figure 6 illustrates the perceptions of the entrepreneurs regarding reasons for increasing investment in their enterprises during this couple of years. The main reasons were identified as increase in demand for their firm's product (92.9%), growing market demand for the product in general (77.8%), increasing business opportunity (69.2%), favourable climate for the enterprise development (64.6%), availability of external funds (84.3%) and availability of raw materials (48.5%). About 45% of the entrepreneurs ranked increase in demand for their firm's product as the top choice for reasons of more investment during this period of time, while about 31% put the same reason as second choice for more investment. On the other hand, about 41% entrepreneurs rated growing market demand for the product in general as the second choice for reasons of more investment with about 14% ranking the reason as first choice.

The results of the analysis on the perceptions according to scale, sector and location of enterprises are shown in Appendix Table 5. On the basis of the scale of enterprises, the reasons for increasing investment was found to vary significantly ($p<0.05$) in case of increase in demand for their firm's product, better facilitation from government agencies, reduced harassment by government agencies, favourable income tax policy and improved energy/utility supply. A significantly ($p<0.01$) higher percentage of entrepreneurs from small scale enterprises (94.6%) stated that increase in demand for their firm's product as the main reason for increasing investment than medium scale enterprises (71.4%).

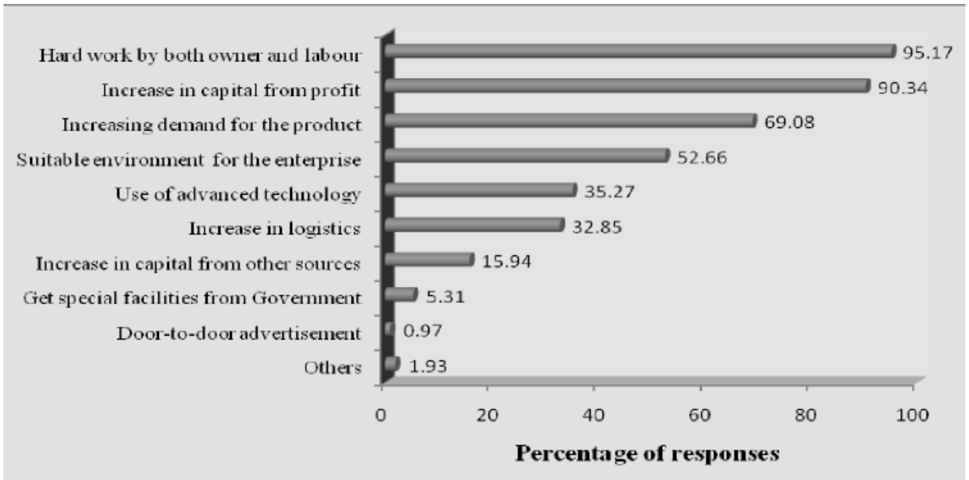

Figure 5: Reasons behind the major achievements

The analysis of perceptions regarding reasons for increasing investment in their enterprises according to the sectors of enterprises was found to vary significantly ($p<0.05$) for 'growing market demand for the product in general' and 'availability of internal funds'. The 'growing market demand for the product in general' was identified as one of the main reasons for increasing investment by 86.1% of entrepreneurs belonging to the fisheries sector, while very logically, 66.2% of the entrepreneurs of crops sector identified the same reason for increasing investment. The analysis of reasons for increasing investment according to the climatically normal and vulnerable region shows significant ($p<0.05$) variations for a number of reasons including easy to get SME loan, decreasing cost of raw materials and improved energy/utility supply (Appendix Table 5). A higher percentage of respondents from climatically normal areas mentioned these reasons than that from vulnerable areas.

Factor analysis of reasons for increasing investments during the last 2 years

The descriptive statistics have indicated that a number of reasons were responsible for increasing investments during the last 2 years. The study also adopted factor analysis to identify the major dimensions of reasons for increasing

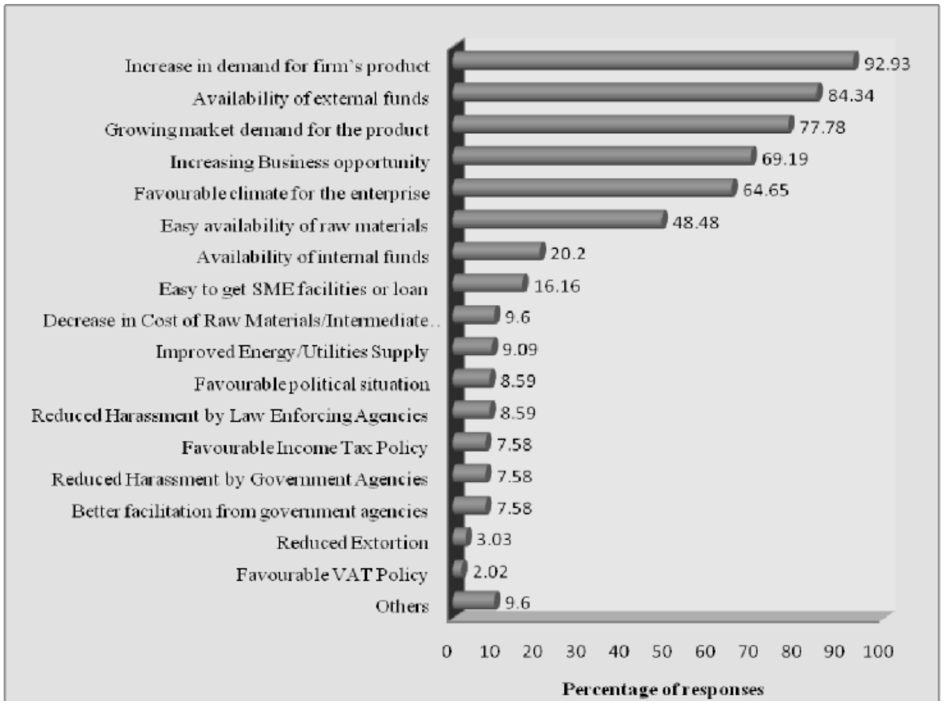

Figure 6: Reasons for increasing investments during the last 2 years

investments during the last 2 years that explain most of the variance observed in a much larger number of manifest variables by reducing the number of reasons to a few factors. The factor analysis is performed by assigning weights to the ranks of the responses (reasons for increasing investments). A response that is ranked as 1 has the weight 12; one that is ranked 2 has the weight 11, and so on. The analysis used principal component method to extract the factors with varimax rotation technique and Table 3 shows the results of the factor analysis. The selection of a particular variable to be included as a factor was made on the basis of whether the correlation value (factor loadings) was high or not. On the basis of the maximum variation of the factors, the study identified six main factors as the reasons for increasing investments during the last 2 years. These are:

Factor-I: Reduced harassment by government agencies, Reduced harassment by law enforcing agencies.

Factor-II: Increase in demand for firm's product, Growing market demand for the product in general, Availability of internal funds, Favourable climate/environment for the enterprise, Increasing business opportunity.

Factor-III: Favourable income tax policy, Favourable VAT policy.

Factor-IV: Availability of external funds, Better facilitation from government agencies, Easy to get SME facilities or loan.

Factor-V: Favourable political situation, Reduced extortion.

Factor-VI: Decrease in cost of raw materials/intermediate goods, Easy availability of raw materials/intermediate goods.

The elements of each of the above factors are arranged in order of their respective magnitude (absolute) of factor loadings indicating the importance of a particular element in a factor. The reasons comprising Factor-I are mainly related to *hassle free government services*; the reasons of Factor-II related to the *expansion of market demand and favourable investment climate*; the Factor-III contains the reasons related to *investment friendly fiscal policy*; the elements of Factor-IV include the reasons related to *good investment opportunity*; the elements of Factor-V include the reasons related to *congenial public environment*; and the elements of Factor-VI include the reasons related to *improved access to raw materials*. Broadly, the above six factors can be named as *good governance and sound investment climate*. The result suggests that these factors are mainly responsible for increasing investments of SMEs in crops, fisheries and livestock during the last 2 years. Therefore, the government agencies and other concerned should take proper action to maintain the good governance and investment friendly climate for increasing the investments of SMEs in crops, fisheries and livestock.

4. Conclusion

Most of the entrepreneurs were middle-aged and became the owner of the enterprise through their own initiative. Government agencies, NGOs, media and reference groups play a vital role in generating idea about SME development. Most of the sampled enterprises of fisheries and livestock sectors were found to be engaged in production. Substantial portion of the enterprises generated profit in the last two years and the enterprises of fisheries sector earned more profit followed by livestock sector. Near half of the enterprises increased manpower in last year that indicates that employment generation is a regular phenomenon for the SMEs of crops, fisheries and livestock.

The study focused that high profit margin, creating employment opportunity, increasing business, availability of internal funds and inspiration by friends/ relatives were the main reasons behind establishing enterprises. The results from factor analysis identified that sound politico-economic environment, favourable finance condition, easy access to raw materials and export market are the major dimensional factors for establishing the SMEs in crops, fisheries and livestock. A significant proportion of the SMEs received facilities from government in terms of registration/ license and training. The most significant achievements of enterprises were expansion of business and increased efficiency of manpower. The achievements were due to hard work by the owner and labourer, increase in capital through retention of profit and increasing demand for the product. The main reasons for increasing investments during recent years were increase in demand for farm's product, availability of external funds and favourable climate for investment. The results from factor analysis explored that good governance and sound investment climate are the main issues for increasing investments in SMEs in recent years.

Table 3: Factor analysis for the reasons of increasing investments during the last 2 years

Reasons of increasing investments during the last two years	**Factor**						
	F1	**F2**	**F3**	**F4**	**F5**	**F6**	**F7**
Increase in Demand for firm's product		-.431					-.546
Growing market demand for the product in general		-.669					
Decrease in Cost of Raw Materials/Intermediate Goods						.623	
Easy Availability of raw materials/intermediate goods						.798	
Availability of internal funds		.435					
Availability of external funds				-.622			
Better facilitation from government agencies				.596			
Reduced Harassment by Government Agencies	.867						
Reduced Harassment by Law Enforcing Agencies	.878						
Easy to get SME facilities or loan				.668			
Favourable climate/ environment for the enterprise		.664					
Favourable Income Tax Policy			.808				
Favourable VAT Policy			.892				
Favourable political situation					.814		
Increasing Business opportunity		.736					
Improved Energy/Utilities Supply							.779
Reduced Extortion					.744		
Eigenvalue	2.68	2.03	1.55	1.35	1.31	1.19	1.04
Percent of variation	15.78	11.91	9.10	7.95	7.70	7.02	6.12
Cumulative percent of variation	15.78	27.70	36.80	44.75	52.46	59.48	65.60
KMO=0.564 & Only factor loadings ≥0.40 has been shown in the Table							

Source: Field Survey, 2012

Appendix Table 1: Entrepreneurs' perception regarding kinds of facilities received from government according to scale, sector and location

Kinds of Facilities from government	# of responses	% of responses	Rank of the responses			Percentage of responses by various groups						
						Scale of enterprise		Sector of Enterprise			Region	
			1st	2nd	3rd	Small	Medium	Livestock	Fisheries	Crops	Affected	Normal
Approvals of license, registration to JSC etc	83	66.94	81.93	14.46	3.61	65.77	76.92	71.05	58.70	72.50	67.11	66.67
Land for establishment	6	4.84	50.00	33.33	16.67	5.41	0.00	2.63	6.52	5.00	7.89	0.00[b]
Loan facility / SME loan facility	45	36.29	33.33	53.33	11.11	32.43	69.23[a]	42.11	32.61	35.00	32.89	41.67
Training	56	45.16	60.71	32.14	5.36	46.85	30.77	52.63	52.17[c]	30.00	46.05	43.75
Others	6	4.84	66.67	16.67	16.67	4.50	7.69	0.00	6.52	7.50	3.95	6.25
Total (n)	124					111	13	38	46	40	76	48

Source: Field Survey, 2012

a, b and *c* indicate the significant at 1%, 5% and 10% level respectively

Appendix Table 2: Entrepreneurs' perception regarding reasons for establishing enterprise according to scale, sector and location

Reasons for establishing enterprise	# of responses	% of responses	Rank of the responses				Percentage of responses by various groups						
							Scale		Sector of Enterprise			Region	
			1st	2nd	3rd	4th	Small	Medium	Livestock	Fisheries	Crops	Affected	Normal
Easy availability of raw materials/ intermediate goods	90	42.25	8.89	30.00	24.44	13.33	40.70	64.29^{C}	30.00	40.00	56.16^{a}	35.66	52.38^{b}
High profit margin	195	91.55	51.79	28.72	9.74	1.54	92.46	78.57^{C}	95.71	95.71	83.56^{b}	93.02	89.29
Better facilitation from government agencies	16	7.51	6.25	18.75	12.50	31.25	6.53	21.43^{b}	8.57	4.29	9.59	7.75	7.14
Inspired by friends and relatives	109	51.17	4.59	17.43	27.52	24.77	51.26	50.00	50.00	58.57	45.21	49.61	53.57
High export opportunity	29	13.62	3.49	17.40	17.40	20.69	14.57	0.00	2.86	24.29	13.70^{a}	7.75	22.62^{a}
Cheap labour cost	91	42.72	3.30	12.09	19.78	25.27	41.21	64.29^{C}	41.43	40.00	46.58	48.84	33.33^{b}
Local affinity	49	23.00	4.08	12.24	20.41	18.37	22.61	28.57	18.57	22.86	27.40	14.73	35.71^{a}
To make scope of employment	138	64.79	34.06	20.29	21.74	7.97	63.32	85.71^{C}	67.14	64.29	63.01	67.44	60.71
Growing market demand for the product in general	52	24.41	5.77	23.08	17.31	25.00	23.62	35.71	24.29	25.71	23.29	20.16	30.95^{C}
Require less amount of equity capital	20	9.39	10.00	35.00	20.00	10.00	10.05	0.00	12.86	14.29	1.37^{b}	3.88	17.86^{a}
Receive special loan/ credit facilities as SME	24	11.27	8.33	8.33	4.17	25.00	10.55	21.43	22.86	5.71	5.48^{a}	6.20	19.05^{a}
Climate adopted enterprise in this region	95	44.60	14.74	14.74	12.63	13.68	45.23	35.71	31.43	51.43	50.68^{b}	37.98	54.76^{b}
Availability of internal funds	116	54.46	7.76	21.55	28.45	22.41	54.77	50.00	60.00	48.57	54.79	56.59	51.19
Availability of external funds	30	14.08	3.33	6.66	16.67	23.33	12.56	35.71^{b}	12.86	8.57	20.55	13.95	14.29
Favourable Income Tax Policy	13	6.10	7.69	15.38	7.69	30.77	5.53	14.29	7.14	7.14	4.11	2.33	11.90^{a}
Favourable political situation	18	8.45	5.56	11.11	22.22	16.67	8.04	14.29	7.14	14.29	4.11^{C}	8.53	8.33
Increasing Business opportunity	121	56.81	10.74	20.66	15.70	16.53	55.28	78.57^{C}	55.71	52.86	61.64	53.49	61.90
Improved Energy/Utilities Supply	6	2.82	0.00	0.00	16.67	33.33	2.51	7.14	4.29	1.43	2.74	0.78	5.95^{b}
Any others	25	11.73	72.00	4.00	12.00	8.00	12.06	7.14	12.86	12.86	9.59	17.83	2.38
Total (n)	213						199	14	70	70	73	129	84

Source: Field Survey, 2012

a, b and *c* indicate the significant at 1%, 5% and 10%level respectively

Appendix Table 3: Entrepreneurs' perception regarding major achievements from the enterprises according to scale, sector and location

Achievements from enterprises	# of responses	% of responses	Rank of the responses				Percentage of responses by various groups						
							Scale of enterprise		Sector of Enterprise			Region	
			1st	2nd	3rd	4th	Small	Medium	Livestock	Fisheries	Crops	Affected	Normal
Expansion of the business	197	95.17	83.75	12.69	2.54	1.01	94.82	100.00	92.65	98.53	94.37	92.86	98.77 [C]
Diversification of the products	98	47.34	14.28	65.31	15.31	5.10	48.19	35.71	32.35	63.24	46.48 [a]	51.59	40.74
More growth due to increase in demand	110	53.14	7.27	42.73	34.55	12.73	52.85	57.14	48.53	57.35	53.52	52.38	54.32
Increase the efficiency of manpower	135	65.22	6.67	25.93	45.93	18.52	63.73	85.71 [C]	58.82	69.12	67.61	61.11	71.60
Cost advantage of the products	53	25.60	9.43	9.43	20.75	39.62	25.39	28.57	11.76	29.41	35.21 [a]	30.16	18.52 [C]
Capability of using advanced technology	62	29.95	8.06	19.35	27.42	32.26	27.98	57.14 [b]	23.53	27.94	38.03	32.54	25.93
Total (n)	207						193	14	68	68	71	126	81

Source: Field Survey, 2012

a, b and *c* indicate the significant at 1%, 5% and 10% level respectively

Appendix Table 4: Entrepreneur's perception regarding reasons behind major achievements from enterprises according to scale, sector and location of enterprises

Reasons behind achievements	# of responses	% of responses	Rank of the responses				Percentage of responses by various groups						
							Scale of enterprise		Sector of Enterprise			Region	
			1st	2nd	3rd	4th	Small	Medium	Livestock	Fisheries	Crops	Affected	Normal
Increasing demand for the product	143	69.08	30.07	41.26	17.48	6.29	68.39	78.57	64.71	73.53	69.01	62.70	79.01[b]
Increase in logistics	68	32.85	10.29	16.18	30.88	32.35	31.61	50.00	26.47	35.29	36.62	30.16	37.04
Hard work by both owner and labour	197	95.17	63.96	22.34	9.64	3.55	95.85	85.71[c]	97.06	94.12	94.37	96.03	93.83
Door-to-door advertisement of the product	2	0.97	0.00	100.00	0.00	0.00	1.04	0.00	1.47	0.00	1.41	1.59	0.00
Increase in capital from profit	187	90.34	16.58	33.69	39.04	8.56	91.19	78.57	89.71	91.18	90.14	85.71	97.53[a]
Increase in capital from other sources (other than profit)	33	15.94	0.00	9.09	27.27	36.36	15.03	28.57	16.18	16.18	15.49	11.90	22.22[c]
Use of advanced technology	73	35.27	2.74	15.07	28.77	31.51	34.20	50.00	32.35	33.82	39.44	37.30	32.10
Get special facilities from Government as SME entrepreneur	11	5.31	0.00	18.18	9.09	18.18	4.15	21.43[a]	8.82	1.47	5.63	1.59	11.11[a]
Suitable climate/ environment for the enterprise	109	52.66	8.26	17.43	26.61	32.11	51.81	64.29	39.71	57.35	60.56[b]	53.17	51.85
Others	4	1.93	75.00	0.00	25.00	0.00	2.07	0.00	1.47	2.94	1.41	1.59	2.47
Total (n)	207						193	14	68	68	71	126	81

Source: Field Survey, 2012

a, *b* and *c* indicate the significant at 1%, 5% and 10% level respectively

Appendix Table 5: Entrepreneurs' perception regarding reasons for increasing investment during last 2 years according to scale, sector and location

Reasons for increasing investment	# of responses	% of responses	Rank of the responses				Percentage of responses by various groups: Scale of enterprise		Sector of Enterprise			Region	
			1st	2nd	3rd	4th	Small	Medium	Livestock	Fisheries	Crops	Affected	Normal
Increase in demand for firm's product	184	92.93	44.57	30.98	11.96	5.98	94.57	71.43[a]	90.77	98.46	89.71	92.37	93.75
Growing market demand for the product in general	154	77.78	13.64	40.91	25.97	9.74	78.26	71.43	81.54	86.15	66.18[b]	77.12	78.75
Decrease in Cost of Raw Materials/Intermediate Goods	19	9.60	5.26	21.05	36.84	5.26	9.78	7.14	7.69	13.85	7.35	5.93	15.00[b]
Easy availability of raw materials/intermediate goods	96	48.48	5.21	14.58	27.08	30.21	48.37	50.00	41.54	43.08	60.29[C]	46.61	51.25
Availability of internal funds	40	20.20	0.00	2.50	20.00	35.00	19.57	28.57	16.92	13.85	29.41[b]	21.19	18.75
Availability of external funds	167	84.34	27.54	13.77	31.14	13.77	85.33	71.43	84.62	84.62	83.82	84.75	83.75
Better facilitation from government agencies	15	7.58	13.33	13.33	13.33	20.00	5.43	35.71[a]	7.69	6.15	8.82	5.93	10.00
Reduced Harassment by Government Agencies	15	7.58	0.00	0.00	6.67	26.67	6.52	21.43[b]	9.23	6.15	7.35	0.00	18.75[a]
Reduced Harassment by Law Enforcing Agencies	17	8.59	0.00	0.00	5.88	5.88	7.61	21.43[c]	9.23	7.69	8.82	0.00	21.25[a]
Easy to get SME facilities or loan	32	16.16	6.25	12.50	25.00	28.13	15.76	21.43	21.54	18.46	8.82	8.47	27.50[a]
Favourable climate/ environment for the enterprise	128	64.65	16.41	14.06	16.41	25.78	64.67	64.29	55.38	70.77	67.65	61.86	68.75
Favourable Income Tax Policy	15	7.58	0.00	0.00	6.67	26.67	6.52	21.43[b]	7.69	9.23	5.88	1.69	16.25[a]
Favourable VAT Policy	4	2.02	0.00	0.00	0.00	25.00	2.17	0.00	3.08	3.08	0.00	0.85	3.75[b]
Favourable political situation	17	8.59	5.88	0.00	5.88	17.65	8.70	7.14	7.69	12.31	5.88	11.86	3.75
Increasing Business opportunity	137	69.19	13.14	17.52	13.14	17.52	69.02	71.43	63.08	69.23	75.00	67.80	71.25
Improved Energy/Utilities Supply	18	9.09	5.56	0.00	0.00	11.11	7.61	28.57[a]	12.31	7.69	7.35	5.08	15.00[b]
Reduced Extortion	6	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	3.08	3.08	2.94	3.39	2.50
Any others (Please specify)	19	9.60	52.63	10.53	10.53	10.53	9.78	7.14	10.77	12.31	5.88	12.71	5.00[C]
Total (n)	198						184	14	65	65	68	118	80

Source: Field Survey, 2012;

a, b and c indicate the significant at 1%, 5% and 10% level respectively

References

1. Ahmed, M. U. (2008), "Report of the PRSP-2 Thematic Study on Small and Medium Enterprises Development in Bangladesh", Dhaka, March 30, 2008.
2. BBS (2002), "Statistical Pocket Book of Bangladesh", Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh.
3. DoF (2009), "Fisheries Statistical Yearbook of Bangladesh", Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh.
4. Karim, Z., K.S. Huque, M.G. Hussain, Z. Ali and M. Hossain, (2010), "Growth and Development Potential of Livestock and Fisheries in Bangladesh", Presented at the Bangladesh Food Security Investment Forum, 26-27 May, 2010, Dhaka.
5. Uddin, S. M. N. (2008), "A Country Paper for Bangladesh presented in the Joint Regional Workshop on SME Development and Regional Economic Integration", Tokyo, Japan, 22-26 September, 2008.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 463-478
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Causal Nexus of Electricity Consumption and Economic Growth: Evidence for Selected Eight Asian Countries

MATIUR RAHMAN*
PRASHANTA K. BANERJEE**

Abstract *The objective of this study is to explore the direction of causality between electricity consumption and real economic growth for eight selected Asian countries, which include Bangladesh, India, China, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Sri Lanka, and Pakistan. To implement this research design, standard unit root tests for data non-stationarity/ stationarity, the Johansen-Juselius procedure for I(1) behavior of both variables, and the autoregressive distributed lag (ARDL) procedure for different orders of integration of both variables are applied for cointegration, as applicable to individual countries. Finally, vector error-correction models (VECMs) are estimated on the evidence of cointegration for long-run causal convergence and short-run interactive feedback dynamics. In the absence of cointegration, the standard vector autoregressive (VAR) models are estimated for short-run causality and feedback effects.*

According to findings, the evidence on long-run causality and convergence are weakly bi-directional in all cases with the exception of Pakistan. However, for some countries, reverse causality is relatively stronger, though statistically not so significant. There is evidence of short-run net positive interactive feedback effects. For India and Sri Lanka, there is evidence of bi-directional Granger causality with net positive interactive feedback effects.

* Matiur Rahman is a Professor of Finance and MBA Director at McNeese State University holding JP Morgan Chase Endowed Professorship in Finance.

** Prashanta K. Banerjee is Professor and Director (RD&C) of Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM), Dhaka, Bangladesh.

1. Introduction

In economic growth empirics, waves of neo-classical theories pioneered by Solow (1956) include capital and labor as variable inputs with technology as total factor productivity. They omitted the essential role of electricity consumption in economic growth enhancement. The seminal work of Kraft and Kraft (1978) that found evidence of a unidirectional causal flow from GNP to electricity consumption in the U.S. for 1947-74 inspired an expanding volume of academic research on this important subject for developing countries.

The empirical findings of these studies are summarized in four classifications: i) growth hypothesis (causality runs from electricity consumption to economic growth), ii) conservation hypothesis (causality flows from economic growth to electricity consumption or its reverse), iii) feedback hypothesis (bi-directional causality between electricity consumption and economic growth), and iv) neutrality hypothesis (absence of causal connection between electricity consumption and economic growth).

The above hypotheses sparked curiosity and interest among economists and policymakers over three decades to investigate the direction of causality between electricity consumption and GDP, income, employment, or energy prices. The primary objective of this study is to explore the direction of causality between electricity consumption and real economic growth for selected eight Asian countries (Bangladesh, India, China, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Sri Lanka and Pakistan). To implement this research design, standard unit root tests for data nonstationarity/stationarity, the Johansen-Juselius procedure for I(1) behavior of both variables and the ARDL (Autoregressive Distributed Lag) procedure for different orders of integration of both variables are applied for cointegration, as applicable to individual countries. Finally, vector error-correction models (VECMs) are estimated on the evidence of cointegration for long-run causal convergence and short-run interactive feedback dynamics. In the absence of cointegration, the standard Vector Autoregressive (VAR) models are estimated for short-run causality and feedback effects.

The remainder of this paper proceeds as follows. Section II presents a brief review of the related literature. Section III details the empirical methodology. Section IV reports empirical results. Section V offers conclusions and policy implications.

2. Review of Literature

The empirical evidences in the existing literature are mixed, and inconclusive. They vary across countries, sample periods and empirical methodologies.

To summarize,

i. The studies that found the direction of causality stemming from energy consumption to economic growth include [Yu and Choi (1985), Masih and Masih (1996), Asafu and Adjaye (2000), Yang (2000), Soytas and Sari (2003), Morimoto and Hope (2004), and Narayan and Singh (2007)].

ii. The studies that found unidirectional causality springing from economic growth to energy consumption include [Kraft and Kraft (1978), Cheng and Lai (1997), Glasure and Lee (1998), Cheng (1999), Soytas and Sari (2003), and Narayan and Smyth (2009)].

iii. The studies that found two-way causality include [Masih and Masih (1997), Asafu and Adjaye (2000), Glasure (2002), and Oh and Lee (2004)].

iv. Studies that found no causal relationship between energy consumption and economic growth include [Akarca and Long (1980), Yu and Hwang (1984), Yu and Choi (1985), Erol and Yu (1987), Stern (1993), Paul and Bhattacharya (2004), Cheng (1999), and Imran (2010)].

To elaborate on some of the aforementioned studies, they mostly have tended to focus on Vector Autoregressive (VAR) and Vector Error-Correction (VEC) models in cointegration approach. For example, Masih and Masih (1996) used the cointegration analysis to study the causal relationship between energy consumption in a panel of six Asian countries and found cointegrating relationship between these variables for the cases in India, Pakistan and Indonesia but no cointegration was found in Malaysia, Singapore and the Philippines. The direction of causality is found running from energy consumption to GDP for India, and that running from GDP to energy consumption for Pakistan and the Philippines. Asafu and Adjaye (2000) investigated the causal relation between energy use and income in four Asian countries using cointegration and error-correction mechanism. They found that causality ran from energy use to income for India and Indonesia. Also, bi-directional causality was detected for Thailand and the Philippines.

The evidences on bi-directional causality are more in common than other cases in the empirical literature. Yang (2000) found bi-directional causality between energy consumption and GDP for Taiwan and these results contradicted with Cheng and Lai (1997) results. Soytas and Sari (2003) found bi-directional causality in Argentina and unidirectional causality running from GDP to energy consumption for Italy and South Korea, and that running from energy

consumption to GDP in Turkey, France, Germany and Japan. Paul and Bhattacharya (2004) found bi-directional causality between energy consumption and economic growth for India. Dirck (2008) used the cointegration approach to study the causal relationship between electricity consumption and economic growth for the panel of fifteen European countries. He found cointegration in Great Britain, Greece, Ireland, Italy, and Netherlands, and no cointegration in Austria, Belgium, Germany, Denmark, Spain, Finland, France, Luxembourg, Portugal and Switzerland. He also found a unidirectional causality springing from electricity consumption to GDP for Great Britain, Ireland, Netherland, Spain and Portugal, whereas no causality was found for Austria, Germany, Denmark, Finland, France, Luxembourg, and Switzerland. Narayan, et al., (2010) used the cointegration approach to study the causal relationship between electricity consumption and economic growth for six different panels of ninety three countries. They found bi-directional causal relationship between these two variables except for the panel of the Middle East. However, causality flowing from GDP to electricity consumption was found for the panel of the Middle East in the above study, just mentioned.

3. Empirical Methodology

First, the time series property of each variable is examined by (ADF) Augmented Dickey-Fuller (Dickey and Fuller, 1981; Fuller, 1996) and KPSS (Kwiattkowski, et al., 1992) tests, although such pre-testing is optional in the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model.

Second, in the event of non- stationarity of time series variables, the most commonly used procedures for ascertaining their cointegrating relationship include the Engle – Granger (1987) residual-based procedure and the Johansen-Juselius (1992, 1999) maximum likelihood-based procedure. Both procedures focus on the cases in which the underlying variables are integrated of order one, I(1). If so, both λ_{trace} and λ_{max} tests can be applied to find cointegration on the evidence of I(1) behavior of each variable. However, it is unlikely in the real world that all countries' macroeconomic variables will depict I(1) behavior. To address the issue of unequal order of integration of non-stationary variables for long-run equilibrium relationship and causal flows, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model or bounds-testing procedure, as suggested by Pesaran et al. (2001) has been used in this study. It is applicable irrespective of whether the regressors in the model are purely I(0), and I(1) or mutually integrated. Another advantage of this approach is that the model takes a sufficient number of lags to capture the data generating process (DGP) in a General-to-Specific (GETS)

modeling framework (Laurenceson and Chai, 2003). Third, a dynamic error-correction model (ECM) for long-run causality can also be derived from ARDL procedure through a simple linear transformation (Banerjee et al., 1993). The ECM integrates the short–run dynamics with the long-run equilibrium relationship without losing long-term memory.

Fourth, the ARDL procedure, based on bounds-testing approach, uses the following unrestricted model, as found in (Pesaran and Shin, 1999 and Pesaran, et al., 2001). Assuming a unique long –run relationship among the weakly exogenous independent variables, the following estimating models are specified:

$$\Delta lnGDP_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p} b\, \Delta lnGDP_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} c\, \Delta lnEL_{t-i} + \lambda_1 lnGDP_{t-1} + \lambda_2 lnEL_{t-1} + \varepsilon_t \ldots(1)$$

$$\Delta lnEL_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^{p} b'\Delta EL_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} e'\Delta lnGDP_{t-i} + \lambda'_1 lnGDP_{t-1} + \lambda'_2 lnEL_{t-1} + \varepsilon'_1 \ldots\ldots(2)$$

where, GDP = Gross Domestic Product, and EL = Net Electricity Consumption in billion kilowatts (per hour). All first-differenced variables are expressed in natural log. To implement the bounds-testing procedure, the following steps are outlined:

i) for weak exogeneity, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) procedure is implemented through VAR pair-wise Granger Causality, and ii) for block exogeneity, Wald Test is applied. Johansen (1988) states that the weak exogeneity assumption influences the dynamic properties of the model and must be tested in the full system framework.

Fifth, equation (1) has been estimated by the Ordinary Least Squares (OLS) in order to test for the existence of a cointegrating relationship among the variables through conducting F-test for the joint statistical significance of the coefficients of the lagged variables in levels. The null and the accompanying alternative hypotheses for the cointegrating relationship are specified as follows:

For equation (1),
Ho: $\lambda_1=\lambda_2 = 0$ for no cointegration
Ha: $\lambda_1\neq\lambda_2 \neq 0$ for cointegration
For equation (2),
Ho: $\lambda_1\neq\lambda_2 \neq = 0$ for no cointegration
Ha: $\lambda_1\neq\lambda_2 \neq = 0$ for cointegration

If the calculated F-statistic is above its upper critical value, the null hypothesis of no long-run relationship can be rejected irrespective of the orders of integration for the time series variables. Conversely, if the calculated F-statistic falls below its lower critical value, the null hypothesis cannot be rejected. If the calculated F-statistic falls between its lower and upper critical values, the inference remains inconclusive.

Finally, on the evidence of cointegrating relationship, the following conditional ARDL (p_1, q_1) models are estimated:

$$lnGDP_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p1} \alpha_1 \ln GDP_{t-i} + \sum_{i=0}^{q1} \alpha_2 EL_{t-i} + \omega_t \quad \text{......(3)}$$

$$lnEL_t = \beta_0 + \sum_{i=0}^{q_1} \beta_1 lnEL_{t-i} + \sum_{i=0}^{p_1} \beta_2 lnGDP_{t-i} + \omega'_t \quad \text{......(4)}$$

The optimum lag orders in the above are selected by the Akaike Information Criterion (AIC), as found in Akaike (1969). The optimum number of lags are selected appropriately to reduce residual serial correlation and to avoid overparameterization. According to the recommendation of Pesaran and Shin (1999) for annual data, a maximum of two lags are selected.

For subsequent use in the vector error-correction model, the error-correction term () is obtained from the following equation:

$$ECM_{t-1} = lnGDP_t - (\widehat{\alpha_0} + \sum_{i=1}^{p1} \widehat{\alpha_1} GDP_{t-i} + \sum_{i=0}^{q1} \widehat{\alpha_2} lnEL_{t-i}) \quad \text{......(5)}$$

$$ECM'_t = lnEL_t - (\bar{\beta}_0 + \sum_{i=1}^{q_1} \bar{\beta}_1 lnEL_{t-i} + \sum_{i=0}^{p_1} \bar{\beta}_2 lnGDP_{t-i}) \quad \text{......(6)}$$

The short –run and long-run dynamics are captured by estimating the following vector error-correction models:

$$\Delta lnGDP_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^{p} \theta_1 \Delta lnGDP_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} \theta_2 \Delta lnEL_{t-i} + \psi\, ECM_{t-1} + \mu_t \quad \text{......(7)}$$

$$\Delta lnEL_t = \pi_0 + \sum_{i=1}^{q_1} \pi_1 \Delta lnEL_{t-i} + \sum_{i=1} \pi_2 \Delta lnGDP_{t-i} + \psi' ECM'_{t-1} + \mu'_t \quad \text{......(8)}$$

where, θ's are the coefficients relating to the short –run dynamic elasticities and ψ is the speed of adjustment toward the long-run equilibrium associated with the error-correction term, ECM_{t-1}. The expected sign of ψ is negative. Its statistical significance is reflected through the associated t-value and its numerical magnitude indicates the speed of adjustment toward long-run convergence in equation (7). Likewise, π's reflect short-term dynamics and the expected sign of ψ' is negative. Its statistical significance in equation (8) confirms long-run causal flow and convergence. In the absence of cointegration, the above models are estimated by excluding the respective error-correction terms that collapse into VAR models.

Annual data from 1981 through 2010 are employed in this study. GDP data are obtained from several annual volumes of International Financial Statistics (IFS), published by the IMF (International Monetary Fund). Net electricity consumption data in billion kilowatts (per hour) are obtained from http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindX3.cfm.

4. Empirical Results

First, the results for ADF and KPSS tests with orders of integration of both time series variables for individual countries are reported as follows:

Both variables are found nonstationary, based on both ADF and KPSS tests. They reveal the same order of integration or I(1) behavior for India, Indonesia, Taiwan, Sri Lanka and Pakistan justifying the implementation of the Johansen-Juselius procedure. As a result, λ_{trace} and λ_{max} tests are applied for cointegration in these five countries. For Bangladesh, China and Malaysia, the orders of integration of variables are different. So, the ARDL procedure is applied for these three countries.

Second, the λ_{trace} and the λ_{max} tests results, reported in segments (A) and (B) of Table 2, are respectively as follows:

As observed in Tables 2(A and B), there are evidences of cointegration for Indonesia, Pakistan and Taiwan in terms of both λ_{trace} and λ_{max} tests. Thus, vector error-correction models (VECMs) (7) and (8) are estimated for these countries. On the other hand, there are no evidences of cointegration for India and Sri Lanka where VAR models are estimated.

Third, ARDL model is implemented for cointegration in the cases of Bangladesh, China and Malaysia, as stated earlier. The estimates are reported as follows:

None of the coefficients of the one-period lagged variables in natural log as in equations (1) and (2) is zero for Bangladesh, China and Malaysia confirming cointegration in each country. As a result, the vector error-correction models are estimated for these countries as well. Fourth, the estimates of the vector error-correction models (VECMs) (7) and (8) are reported as follows:

Table 4 reveals that the coefficient of the error-correction term (ECM_{t-1}) for each country has expected negative sign. But the associated t-value only for Pakistan is statistically significant. For other countries, the associated t-values are statistically insignificant. The aforementioned imply a significant long-run causal flow from electricity consumption to real GDP of Pakistan. A similar inference is statistically weak for other countries. However, there are evidences of net positive short-run interactive feedback effects between variables for all countries, as reported above.

For Pakistan, Taiwan and China, there are strong evidences of statistically significant long-run causal flow from GDP to electricity consumption, as confirmed by the negative coefficient of the respective error-correction term

Table 1: ADF and KPSS Tests Results and Order of Integration

		ADF			KPSS			
Countries	***Variables***	***Level***	***First Differ***	***Second Differ***	***Level***	***First Differ***	***Second Differ***	**Cointegration Precedures**
Bangladesh	LGDP	4.635533	-0.345571	-4.870659	0.729765	0.653816	0.67340	ARDL
	L Ele	0.222884	-6.192168		0.696556	0.090554		
India	LGDP	1.704999	-2.771239	-5.718762	0.732964	0.358826		Johansen
	L Ele	-1.387959	-3.388931	-6.156508	0.686397	0.273794		
China	LGDP	0.652279	-3.876784		0.734246	0.054770		ARDL
	L Ele	0.118627	-2.742057	-5.124485	0.691377	0.302600		
Malaysia	LGDP	1.847460	-4.720454		0.718146	0.420981	0.187744	ARDL
	L Ele	2.589583	-1.556959	-7.918122	0.672534	0.435664	0.325873	
Indonesia	LGDP	-0.651773	-4.127104		0.7222050	0.123078	0.373639	Johansen
	L Ele	-2.161482	-4.871339		0.686947	0.483615	0.284923	
Taiwan	LGDP	-2.922713	-4.334428		0.718381	0.483808	0.036945	Johansen
	L Ele	-1.022084	-4.823407		0.681884	0.195361	0.240078	
Sri Lanka	LGDP	1.170354	-4.531076		0.735219	0.193604		Johansen
	L Ele	-0.448244	-7.802992		0.694363	0.424055		
Pakistan	LGDP	-2.311315	-3.579252		0.729502	0.320644		Johansen
	L Ele	-3.354856	-4.820201		0.681808	0.451290		

Table 2A: Computed Values of λ_{trace} Statistic

Hypotheses	*India*	*Indonesia*	*Pakistan*	*Sri Lanka*	*Taiwan*	*0.05 Critical Values*
None (H_0: r = 0)	5.829664	12.59124	27.21762*	9.940424	17.16654*	15.49471
At most 1 (H_0: r ≤ 1)	0.0007769	4.806432*	2.383669	0.808535	4.012546*	3.841466

Trace test indicates cointegrating equations at the 0.05 level

*Denotes rejection of the null hypothesis of no cointegration at the 0.05 level

Table 2B: Computed Values of λ_{max} Statstic

Hypotheses	***India***	***Indonesia***	***Pakistan***	***Sri Lanka***	***Taiwan***	***0.05 Critical Values***
None (H_0: r = 0)	5.829664	7.784811	24.83395*	9.131889	13.15399	14.26460
At most 1 (H_0: r ≤ 1)	0.0007769	4.806432*	2.383669	0.808535	4.012546*	3.841466

λ_{max} test indicates cointegrating equations at the 0.05 level

*Denotes rejection of the null hypothesis of no cointegration at the 0.05 level

Table 3: ARDL Estimates

	Bangladesh		**China**		**Malaysia**	
Variables	Coefficients	t-statistic	Coefficients	t-statistic	Coefficients	t-statistic
C	-0.008848	0.039041	0.188222	2.800019	0.371659	0.713653
lnGDP (-1	1.004607	28.15090	0.833734	11.50805	0.354549	0.925811
lnELC (-1	0.007944	0.476691	0.180574	2.218077	0.858711	4.845887

Table 4: Estimates of VECM (7) with lnGDP as Dependent Variable*

Variables	*Pakistan*	*Indonesia*	*Taiwan*	*Malaysia*	*China*	*Bangladesh*
C	0.030368 (2.670401)	0.052478 (1.953874)	0.012382 (0.579222)	0.037433 (1.786286)	0.039650 (1.519129)	0.005697 (0.749011)
ECM_{t-1}	-0.142890 (-1.967493)	-0.020997 (0.061207)	-0.145211 (-1.294252)	-0.175967 (-1.175799)	-0.027525 (-0.664807)	-0.014713 (-0.357300)
$\Delta lnGDP_{t-1}$	0.192395 (0.919753)	0.270689 (1.179423)	0.253362 (1.052141)	0.123657 (0.461776)	0.806021 (3.994995)	0.762121 (3.403805)
$\Delta lnGDP_{t-2}$	0.192395 (-0.455623)	-0.099111 (-0.434362)	0.349436 (1.458480)	0.012801 (0.045493)	-0.421445 (-2.093505)	0.012011 (0.053273)
$\Delta ln\ EL_{t}$	0.142393 (2.787878)	0.020530 (0.134175)	0.279868 (2.261836)	1.172266 (1.574492)	0.200525 (0.994889)	0.033569 (1.377122)
$\Delta ln\ EL_{t-1}$	0.028134 (0.552840)	0.089202 (0.610061)	-0.038676 (-0.298066)	-0.879846 (-0.927646)	0.127626 (0.530762)	0.017468 (0.709777)
$\Delta ln\ EL_{t-2}$	-0.006120 (-0.122503)	-0.043268 (-0.300664)	-0.069604 (-0.581154)	0.193305 (0.275908)	-0.121139 (-0.592910)	0.007711 (0.354539)

*Associated t-values are reported within parentheses.

Table 5: Estimates of VECM (8) with lnEL as Dependent Variable*

Variables	*Pakistan*	*Indonesia*	*Taiwan*	*Malaysia*	*China*	*Bangladesh*
C	-0.090380 (-2.107452)	0.087111 (2.198630)	0.055894 (1.628443)	0.001844 (.0285094)	0.016307 (0.514979)	0.084592 (1.301871)
ECM_{t-1}	-0.022507 (-3.618992)	-0.139024 (-0.956910)	-0.362920 (-2.385510)	-0.075482 (-0.72843)	-0.173418 (-1.814901)	-0.243101 (-1.447627)
$\Delta lnEL_{t-1}$	-0.006215 (-0.040964)	0.102131 (0.432733)	0.121399 (0.580791)	0.606455 (2.540915)	0.627432 (2.750994)	-0.150796 (-0.680011)
$\Delta lnEL_{t-2}$	0.083136 (0.559614)	0.132288 (0.588854)	0.125284 (0.642836)	0.005284 (0.026542)	0.275000 (1.185650)	-0.077525 (-0.397005)
$\Delta lnGDP_{t-1}$	0.016498 (0.025398)	0.029801 (0.080682)	-0.539614 (-1.375594)	0.129346 (1.851105)	-0.365176 (-1.329946)	-2.657937 (-1.073097)
$\Delta lnGDP_{t-2}$	0.556765 (0.892462)	-0.179913 (-0.488507)	-0.316816 (-0.769119)	-0.100924 (-1.319091)	-0.141435 (-0.589724)	0.636026 (0.316240)

*Associated t-values are reported within parentheses.

(ECM_{t-1}) and the associated t-value. For other countries, such evidences are remotely significant in statistical sense. However, there exist net positive interactive feedback effects for all the above countries in the short run.

Finally, VAR models are estimated for short-fun bi-directional causality and interactive feedback effects. The results for India and Sri Lanka are reported as follows:

Table 6: VAR Estimates*

	LnGDP as Dependent Variable		lnEL as Dependent Variable		
Variables	**India**	**Sri Lanka**	**Variables**	**India**	**Sri Lanka**
C	0.025795 (1.530152)	0.029986 (1.999853)	C	0.035525 (1.557107)	0.050743 (1.047493)
$\Delta lnGDP_{t-1}$	0.600498 (2.638162)	0.139927 (0.603349)	$\Delta lnEL_{t-1}$	0.329944 (1.551541)	-0.544929 (-2.468557)
$\Delta lnGDP_{t-2}$	-0.084799 (-0.332568)	0.102351 (0.436201)	$\Delta lnEL_{t-2}$	0.243619 (1.156446)	-0.188245 (-0.832896)
$\Delta lnEL_{t-1}$	-0.154083 (-0.948840)	-0.004354 (-0.052313)	$\Delta lnGDP_{t-1}$	0.220365 (0.620873)	0.590064 (0.847194)
$\Delta lnEL_{t-2}$	0.087246 (0.547737)	0.006152 (0.081075)	$\Delta lnGDP_{t-2}$	-0.606094 (-1.899371)	0.228678 (0.321037)

*Associated t-values are reported within parentheses.

Table 6 reveals short-run bi-directional causality for both India and Sri Lanka with net positive interactive feedback effects as the respective sum of the lagged co-efficients of variables for each country is positive.

In light of the ADF test and the KPSS test results as well as I(1) behavior of each time series variable, the Johansen-Juselius procedure for cointegration is applied in the cases of India, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka and Taiwan. Among these countries, cointegration is not found for India and Sri Lanka. For them, VAR models are estimated. For Indonesia, Pakistan and Taiwan, VECMs are implemented. For nonstationarity in each time series variable and different orders of integration, the ARDL procedure is applied in the cases of Bangladesh, China and Malaysia. On the evidence of cointegration, VECMs are estimated for them as well.

The estimates of VECMs and VARs are summarized in Table 7 as follows:

Table 7: Summary Results of VECMs and VARs

Country	Long-Run Causal Flows	Net Feedback Effects
	VECMs	
Pakistan	Bidirectional (strong)	Positive
Indonesia	Bidirectional (weak)	Positive
Taiwan	Bidirectional (stronger reverse causality)	Positive
Malaysia	Bidirectional (weak)	Positive
China	Bidirectional (stronger reverse causality)	Positive
Bangladesh	Bidirectional (weak)	Positive
	VAR's	
India	Bidirectional (Granger causality)	Positive
Sri Lanka	Bidirectional (Granger causality)	Positive

In brief, the evidences on long-run causality and convergence are weakly bi-directional in all cases except Pakistan. However, for some countries, reverse causality is relatively stronger, though statistically not so significant. There are evidences of short-run net positive interactive feedback effects. For India and Sri Lanka, there are evidences of bi-directional Granger causality with net positive interactive feedback effects.

5. Conclusions

Adequate electricity and its timely and uninterrupted supply is a pre-condition to maintain and enhance the economic growth momentum. The government of each sampled country is requesed to closely monitor the surging demand for electricity following real GDP growth momentum and invest in advance to generate its additional supply to match such excess demand. Otherwise, the economic growth momentum is destined to be unsustainable in each country regardless of the mixed empirical evidences in this study. In closing, policy implications are likely to vary from one country to another country.

References

1. Akaike, H., Fitting Autoregression for Prediction, *Annals of the Institute of Mathematical Statistics*, vol. 21, (1969), pp. 243-47.

2. Akarca, A.T. and Long, I.T.V., On the Relationship between Energy and GDP: A Reexamination, *Journal of Energy and Development*, vol. 5, (1980), pp. 326-331.

3. Asafu, J. and Adjaye, The Relationship between Energy Consumption, Energy Prices and Economic Growth: Time Series Evidence from Asian Developing Countries, *Energy Economics*, vol. 22 (6) , (2000), pp. 615-625.

4. Banerjee, A., Dolado, J.J., Golbraith, J.W., and Henry, D., Cointegration, Error-Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Advanced Texts in Econometrics, Oxford: Oxford University Press, 1993.

5. Cheng, B.S., Causality between Energy Consumption and Economic Growth in India: An Application of Cointegration and Error-Correction Modeling, *Indian Economic Review*, vol. 34, (1999), pp. 39-49.

6. Cheng, B.S. and Lai, T.W., An Investigation of Co-Integration and Causality between Energy Consumption and Economic Activity in Taiwan, *Energy Economics*, vol. 19 (4), (1997), pp. 435-444.

7. Dickey, D.A. and Fuller, W.A., Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, *Econometrica*, vol. 49, (1981), pp. 1057-1072.

8. Dirck, C.B., Electricity Consumption and Economic Growth in the European Union: A Causality Study Using Panel Unit Root Test and Cointegration Analysis, IEEE Xplore, 2008.

9. Engle, R.F. and Granger, C.W.J., Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation, and Testing, *Econometrica*, vol. 55, (1987), pp. 251-276.

10. Erol, U. and Yu, E.S.H., On the Causal Relationship between Energy and Income for Industrialized Countries, *Journal of Energy and Development*, vol. 13 (11), (1987), pp. 113-122.

11. Fuller, W.A., *Introduction to statistical time series*, New York: John Wiley and Sons, 1996.

12. Glasure, Y.U., Energy and National Income in Korea: Further Evidence on the Role of Omitted Variables, *Energy Economics*, vol. 24, (2002), pp. 355-365.

13. Glasure, Y.U. and Lee, A.R., Cointegration, Error Correction and the Relationship between GDP and Energy: the Case of South Korea and Singapore, *Resource and Energy Economics*, vol. 20 (1), (1998), pp. 17-25.

14. Imran, K., Energy Consumption and Economic Growth: A Case Study of Three SAARC Countries, *European Journal of Social Sciences*, vol. 16 (2), (2010), pp. 206-224.

15. Johansen, S. and Juselius, K., Testing Structural Hypothesis in Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and VIP for U.K., *Journal of Econometrics*, may 1992, pp. 211-244.

16. Johansen, S. and Juselius, K., Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the Demand for Money, *Oxford Bulletin of Statistics*, may 1999, pp. 169-210.

17. Johansen, S., Statistical Analysis of Cointegration Vectors, *Journal of Economic Dynamics and Control*, vol. 12, (1988), pp. 231-254.

18. Kraft, J. and Kraft, A., On the Relationship between Energy and GDP, *Journal of Energy and Development*, (1978), pp. 401-403.

19. Kwiatkowski, D., Phillips, P.C. B., Schmidt, P., and Shin, Y., Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root, *Journal of Econometrics*, vol. 54, (1992), pp. 159-178.

20. Laurenceson, J. and Chai, J., Financial Reform and Economic Development in China, Edward Elgar: Chelton, 2003.

21. Masih, A.M.M. and Masih, R., Energy Consumption, Real Income and Temporal Causality: Results from Multi-Country Study Based on Cointegration and Error-Correction Modeling Techniques, *Energy Economics*, vol. 18, (1996), pp. 165-183.

22. Masih, A.M.M. and Masih, R., On the Temporal Causal Relationship between Energy Consumption, Real Income, and Prices: Some New Evidence from Asian-Energy Dependent NICS Based on a Multivariate Cointegration/ Vector Error-Correction Approach, *Journal of Policy Modeling*, vol. 19 (4), (1997), pp. 417-440.

23. Morimoto, R. and Hope, C., The Impact of Electricity Supply on Economic Growth in Sri Lanka, *Energy Economics*, vol. 26, (2004), pp. 77-85.

24. Narayan, P.K. and Singh, B., The Electricity Consumption and GDP Nexus for the Fiji Islands, *Energy Economics*, vol. 29, (2007), pp. 1141-50.

25. Narayan, P.K. and Smyth, R., Multivariate Granger Causality between Electricity Consumption, Export and GDP: Evidence from A Panel of Middle Eastern Countries, *Energy Policy*, vol. 37, (2009), pp. 229-36.

26. Narayan, P.K., Narayan, S. and Popp, S., Does Electricity Consumption Panel Granger Cause GDP? A New Global Evidence, *Applied Energy*, vol. 87, (2010), pp. 3294-3298.

27. Oh, W. and Lee, K., Causal Relationship between Energy Consumption and GDP Revisited: The Case of Korea 1970-1999, *Energy Economics*, vol. 26, (2004), pp. 51-59.

28. Paul, S. and Bhattacharya, R.N., Causality between Energy Consumption and Economic Growth in India: A Note on Conflicting Results, *Energy Economics*, vol. 26, (2004), pp. 973-981.

29. Pesaran, M.H., and Shin, Y., An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to Cointegration Analysis, in Sorm, S. (Ed.), Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, Chapter 11, Cambridge University Press, Cambridge, (1999).

30. Pesaran, M.H., Shin, Y., and Smith R. J., Bound Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship, *Journal of Applied Econometrics*, vol. 16, (2001), pp. 289-326.

31. Solow, R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 70, (1956), pp. 65-94.

32. Soytas, U. and Sari, R., Energy Consumption and GDP: Causality Relationship in G-7 Countries and Emerging Markets, *Energy Economics*, vol. 25, (2003), pp. 33-37.

33. Stern, D.I., Energy Growth in the USA: A Multivariate Approach, *Energy Economics*, vol. 15, (1993), pp. 137-150.

34. Yang, H.Y., A Note on the Causal Relationship between Energy and GDP in Taiwan, *Energy Economics*, vol. 22 (3), (2000), pp. 309-317.

35. Yu, E.S.H. and Choi, J.Y., The Causal Relationship between Energy and GNP: An International Comparison, *Journal of Energy and Development*, vol. 10 (2), (1985), pp. 249-272.

36. Yu, E.S.H. and Hwang, B.K., The Relationship between Energy and GNP: Further Results, *Energy Economics*, vol. 6 (3), (1984), pp. 186-190.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 479-490
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Higher Education in Sylhet International University: A Study on Students' Enrollment Behavior

S. M. SAIEF UDDIN AHMED*

Abstract: *This paper investigates the enrollment behavior of the students of Sylhet International University (SIU), a private university in Bangladesh. Analyzing Primary data enrolment behavior of a private university, it is found that the students mostly prefer BBA program followed by LL.B. In the Faculty of Science and Engineering, B.Sc in Computer Science and Engineering gets the highest preference. In Post Graduate level MBA and LL.M programs are the preferred subjects. The most important factor for the students admission is the quality of teaching, followed by location of the university, lower tuition fees, hostel facility and course system.*

Key words: *Students, SIU, descriptive analysis, chi-square tests.*

1. Introduction

In general, higher educational attainment in Bangladesh is very low. From last ten years,the expansion of tertiary education in this country has largely been due to the rapid growth of the private sector. Till mid nineties the conventional education system has been supported by massively subsidized education through a very small number of state-run institutions to a very narrow spectrum of students chosen out of fierce competition. In course of time, to fulfill the ever-growing demand of institutions for higher studies, a large number of private universities emerged. According to Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS, 2009), there are 31 public universities (excluding National University–NU and. Open University) and 51 private universities[1]. It also shows that although the number of students enrolled in public universities remains

* Assistant Professor, Department of Business Administration, Sylhet International University, Email: ahmedsaief@gmail.com

higher, the pace of increase for enrollment in private universities seems to have accelerated. In 2006, the number of enrollment in private universities was 124267 which stood at 200939 in 2009.Deabnath (2007) mentions that almost 100,000 students get themselves admitted into the private universities each year [2].Female and male enrolments at the primary, secondary, college and university levels will be equalized, respectively, by the years 2009, 2012, 2021 and 2148 [3].Most of the studies in the context of private universities in Bangladesh have so far focused on the quality of education, high tuition fees, confinement of these universities into limited number of disciplines, debate on public versus private universities and the reasons for which students get enrolled into these universities.The students' market will be an attractive segment for private universities in Sylhet to focus on. But very few studies have been undertaken particularly on students in Sylhet division.As Sylhet International University is one of the oldest private university in Bangladesh as well as in Sylhet division and most of its students came from this particular division; this study investigates the enrollment behavior of the students of Sylhet International University in Bangladesh, so that the concerned authorities in SIU can take necessary steps to attract the potential students more in this market segment.

2. Objectives

- To identify the demographic profile of the students of Sylhet International University (SIU)
- To identify the distribution of enrollment of students in different fields of study in SIU
- To find out the university (SIU)selection criteria of the students
- To measure the level of satisfaction of the students with their preferred selection criteria

3. Literature Review

Researchers have identified demography as a very important tool for market segmentation to identify target customers and their needs. Students can be considered as the customers of a university. Consequently, it is very important for a university to focus first on those students who can be their target customers and what qualities the students expect from their universities. One possible method of determining those target customers is by utilizing customer demographics. Hansman and Schutjens (1993) proposed a "rational assumption" that age is a strong predictor of changes in attitudes and behavior [4]. And this study thus considered age as one of the factors to determine demographic profile of the students.

Schofield (1996) identified tuition fees as the main factor affecting a student's choice of a private university in Bangladesh as the tuition fees of these universities vary widely here [5]. In another study, Salahuddin et al. (2008) stated that it is obvious that students do consider cost and cost-related factors more than anything else because private university education is still very expensive from an economic perspective and a significant number of students are from middle-class families [6]. Mostly the source of tuition fees of the students is the monthly income of the guardians of the students. So the current study considers the monthly income of the guardians of the students as one of the demographic factors. Here the guardian income refers to the income level of the person who bears the educational expenses of the students.

Generally, the broad field of 'social sciences, business and law' attracts the largest number of female enrollments (often more than one-third of the total) in almost all countries [7]**.** It is generally followed by'education' in sub-Saharan Africa and by 'humanities and arts' in many countries of the Asia and Pacific region, while 'engineering, manufacturing and construction' programs come second in most countries of Latin America and the Caribbean, North America and Europe. The fields 'health and welfare' and 'science' follow, in this order, for most countries, while the lowest enrolments are reported in 'agriculture' and 'services' programs (accounting for less than 5% of the total in most countries) [7]**.** This study considers 'field of study' in higher secondary education as one demographic factor to identify whether it has any impact on the selection of programs in higher education.

Mamun and Das (1999) undertook a study and pointed towards some other attracting factors such as library facilities, laboratory facilities and internship assistance for students [8]. Rahman (2000) pointed out that fee structure, faculty strength and job security were key attractions for the students in choosing a private institution [9]. He also identified the nature of the curriculum (i.e., discipline-based versus skilled-based program), the location and aesthetic of the campus, and the number of full-time faculty members as factors attracting students to private institutions.

Zahid, Chowdhury and Sogra (2000) undertook an extensive qualitative study of performance of business education in Bangladesh and identified the course system (year-end or semester-end examination), quality of teaching, medium of instruction, campus size and location, accommodation for the students, campus facilities (such as auditorium, parking, canteen, indoor and outdoor parking facilities) as the factors of selecting private universities [10].

Majid, Mamun and Siddique (2000) at one study found the similar factors mentioned above and identified teaching quality, teaching learning methodology,

teaching aids and support facilities as the basic selection factors of business education in private institutions [11].

Ahmed, Ahmed and Anwar (2000) found that skill-based curriculum and teaching quality are the major attracting factors for the students in choosing private institutions for business study [12]. Thornton (2006) studied the performance of educational institutions in Bangladesh and identified that teaching quality is the most important factor in judging overall performance [13]. Salahuddin et al. (2008) identified mode of payment, quality of teaching, cost and environment as the key influencing factors for the students to get admitted into a university [6]. Considering the factor, parents' decision has been considered as another selection criteria in this study.

4. Research Design

Research type	Descriptive
Types of data	Primary
Sampling design process	Questionnaire with Three parts: Part A, consists of demographic information of students such as religion, age, gender, guardian's income, study level, study program etc. Part B (University/ Program Selection Criteria), consists of twenty three variables, were designed in a Likert scale format which is given five point rating scale ranges from strongly disagree to strongly agree. Part C (Satisfaction Measurement), consists of twenty variables, were designed in a Likert scale format which is given five point rating scale ranges from highly dissatisfied to highlysatisfied.
Target population	The students of Sylhet International University, a Private University in Sylhet Division, Bangladesh.
Sampling technique	Convenient Sampling
Sample Size	584
Sampling frame	A Private University, Sylhet International University in Bangladesh
Method of administering questionnaire	Personal interview of the respondents; average interviewing time was 15-20 minutes
Execution	The survey was conducted over a period of 15 days in the month of March 2014.
Data analysis and interpretation	Statistical Packages for Social Sciences (SPSS)

5. Data Analysis and discussion

Pallant (2000) says that the most commonly used indicator of internal consistency is Cronbach's alpha coefficient. Ideally, this coefficient should be above 0.7[14]. In this study, the attributes/features considered to brand Sylhet International University have strong internal consistency, with a Cronbach's alpha coefficient estimated at 0.740.The following methods were used to analyze the collected data:

- Frequency table
- Contingency table and charts
- Descriptive Statistics
- Chi-square test

Table 1: Religious status among the students of SIU

	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Islam	423	72.4	72.4
Hindu	156	26.7	99.1
Christan	3	.5	99.7
Other	2	.3	100.0
Total	584	100.0	

Source: Field survey, 2014

Frequency table 1shows majority of the respondents (72.4%)practicing Islam as their religion and 26.7% is practicing Hinduism as religion.

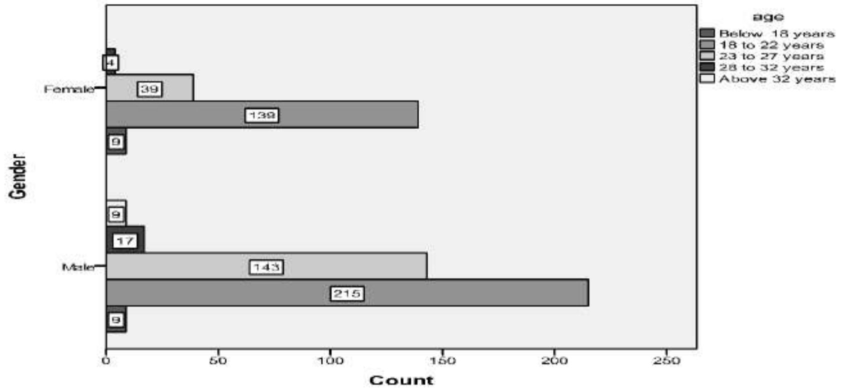

Chart 1: Bar chart between age and gender of SIU respondents

The bar chart shows 60.6% respondents belongs to age group 18-22 years, out of which 36.8% male and 23.8% female.

The bar chart shows 84.2% respondents are studying in undergraduate program and 15.8% of those studying post graduate program.

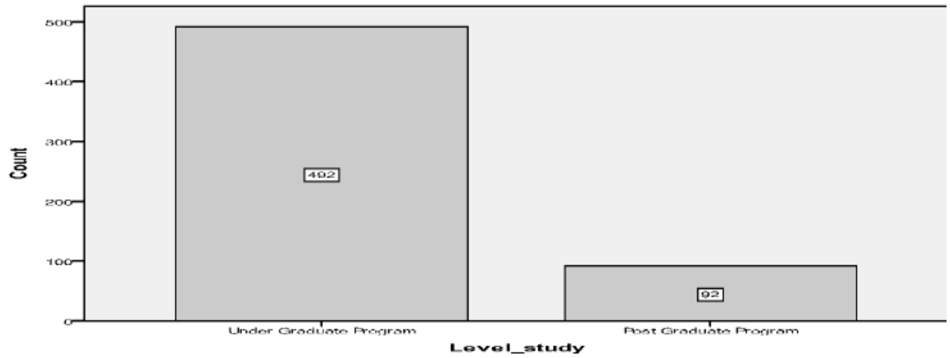

Chart 2: Respondents studying in different program

The table shows 41.8% respondents had commerce in HSC and out of which 31.7% took BBA as their preferred program. 30.5% respondents had science in HSC; out of which 11.8% took BBA, 7.5% took B.ScHons in CSE and 3.3% took LL.B. Whereas 25.3% respondents having Arts in HSC but 11.1% took BBA. The

Table 2:Contingency table between SIU respondents HSC group and program study

Program_study		HSC_group				Total
		Science	Commerce	Arts	Others (A level, Madrasa etc)	
BBA	Count	69	185	65	6	325
	% of Total	11.8%	31.7%	11.1%	1.0%	**55.7%**
MBA	Count	24	36	20	4	84
	% of Total	4.1%	6.2%	3.4%	.7%	14.4%
LLB	Count	19	19	52	4	94
	% of Total	3.3%	3.3%	8.9%	.7%	16.1%
LLM	Count	5	0	3	0	8
	% of Total	.9%	.0%	.5%	.0%	1.4%
B.Sc. Hons.	Count	44	0	0	0	44
(CSE)	% of Total	7.5%	.0%	.0%	.0%	7.5%
BA Hons.	Count	7	3	6	0	16
(English)	% of Total	1.2%	.5%	1.0%	.0%	2.7%
B. Sc. Hons	Count	7	0	0	0	7
(ECE)	% of Total	1.2%	.0%	.0%	.0%	1.2%
Others	Count	3	1	2	0	6
	% of Total	.5%	.2%	.3%	.0%	1.0%
Total	Count	178	244	148	14	584
	% of Total	30.5%	41.8%	25.3%	2.4%	100.0%

Source: Field survey, 2014

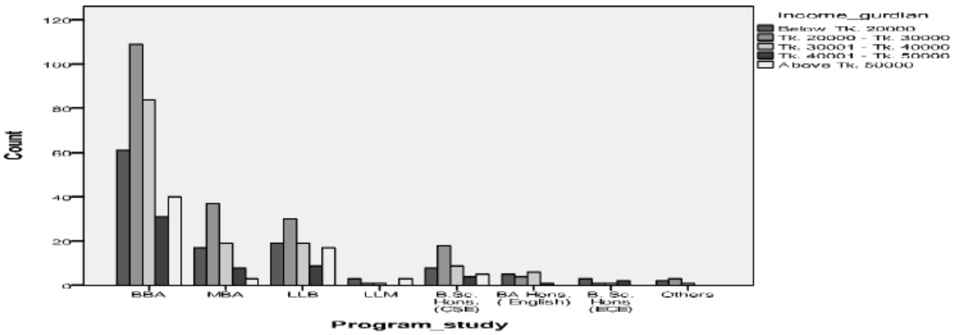

Chart 3: Bar chart between SIU respondents' program study and guardian income

tendency to take MBA in post graduation from science background students is worthy to mention as the percentage is 4.1 out of 14.4%.

The bar chart shows 34.8% respondents' guardian income level belongs to Tk. 20000 – Tk. 30000, whereas 24% respondents' guardian income belongs to Tk.

Table 3: Criteria affecting the enrollment behavior of SIU students

Criteria	Mean	Std.Deviation
Lower tuition fees	4.1336	1.09230
Course system (Year/Semester end exam)	3.9846	.98258
Location of the university	3.8562	1.15365
Demand of the studied program	3.8373	.98666
Freedom to choose major subject	3.8134	1.06774
Quality of teaching	3.7089	.94125
Environment of the university	3.6182	1.04926
Social and academic status of the VC	3.6182	1.10188
Peers (friends, relatives etc) influenced me to get enroll here	3.6113	1.10880
Number of qualified faculty members	3.6045	.94771
Library facility	3.5856	1.10023
Infrastructure of the university	3.5428	1.06474
Parent's decision	3.5308	1.19565
Image of the university	3.5188	1.05735
Medium of instruction in the classroom	3.4983	1.03456
Performance of the graduating students	3.4983	1.07042
Position of this university in the UGC ranking	3.4007	1.08177
Co-curricular activities	3.3527	1.07628
Laboratory Facilities	3.3527	1.13372
Hostel Facilities	3.3048	1.33417
Availability of concession/scholarship	3.2945	1.14426
Advertisement of this university	3.2637	1.09057
Credit transfer facility to foreign university	3.2312	1.21299

Source: Field survey, 2014.

30001- Tk. 40000. From 55.7% BBA program respondents, 18.7% of their guardian income belongs to Tk. 20000 – Tk. 30000.

Descriptive statistical analysis in Table 3 shows the students of Sylhet InternationalUniversity very strongly agree that they look for lower tuition fees of their preferred program during enrollment into a university.Course system, location of the university, demand of the studied program, freedom to choose major subject follows the priority list. They also disagree that Credit transfer facility to foreign university, Advertisement of this university and Availability of concession/scholarshiphas strong influence on their decision to get them admitted into a university.

Now we want to justify whether these enrollment behavior variables have any close association with selection of Sylhet International University, to do so we need to conduct Pearson chi-square test (table 4).

Table 4: Pearson Chi-square test for students' enrollment behavior and university selection

Criteria	X^2	*df*	*p*
Quality of teaching	25.151	4	**.000**
Number of the qualified faculty members	7.991	4	.092
Image of the university	10.208	4	.037
Demand of my preferred program	1.673	4	.796
Library facility	1.676	4	.795
Parents decision	13.736	4	.008
Performance of the graduating students in job market	4.909	4	.297
Credit transfer facility to foreign universities	15.742	4	.003
Location of the university	25.209	4	**.000**
Social and academic status of the VC	7.625	4	.106
Freedom to choose the major subject	6.999	4	.136
Congenial environment (class room, common room, canteen, and auditorium)	1.566	4	.815
Course system (year/semester end exam)	20.986	4	**.000**
Medium of instruction in the class room	.644	4	.958
Laboratory facility	1.107	4	.893
Infrastructure of the university	8.054	4	.090
Availability of concession/scholarship	4.263	4	.372
Hostel facility	38.116	4	**.000**
Co-curricular activities	9.346	4	.053
Position of this university in the UGC ranking	8.283	4	.082
Advertisement	6.629	4	.157
Lower tuition fees	157.995	4	**.000**
Peers (friends, relatives etc) influence	.897	4	.925

Source: Field survey, 2014

Table 4 suggests that *lower tuition fees*, *course system*, *location of the university*, quality of teaching, hostel facility and credit transfer facility have strongly related while students' choose to enroll Sylhet International University. As the first three variables have high mean value, it is also justified from the chi-square test that these three factors played very important role in choosing SIU as students' higher education platform.

Table 5: Satisfaction Level: Students of Sylhet International University

	Mean	Std. Deviation
Lower Tuition fee	**3.9452**	**1.06901**
Location of the university	**3.8579**	**1.05036**
Demand of the studied program	**3.8322**	**.95665**
Social and academic status of the VC	**3.7997**	**1.03420**
Quality of teaching	**3.7928**	**.93707**
Library facility	3.7158	1.05980
Environment (class room, common room, canteen, and auditorium)	3.6062	1.05217
Performance of the graduating students	3.5839	.91480
Overall satisfaction	3.5822	.99575
Number of qualified full time faculty members	3.5736	.92686
Infrastructure of the university	3.5514	.99437
Administrative support	3.4555	1.05007
Laboratory facility	3.4401	1.10193
Image of the university	3.4229	1.15262
Co-curricular activities	3.3801	1.05883
Hostel facility	3.3322	1.26542
Internship facility	3.3048	1.11726
Credit transfer facility to foreign universities	3.2825	1.19201
Availability of concession/scholarship	3.2774	1.12896
Job placement facility	3.2106	1.07927

Source: Field survey, 2014

Descriptive statistical analysis in Table 5 shows the students of Sylhet International University highly satisfied with lower tuition fees of their preferred program; the reason is that this university charge comparatively lower tuition fee for the programs it offers than that of other universities.Demand of the studied program, Quality of teaching and social and academic status of the Vice Chancellor respectively follow the ranking list which have the mean score just above the average score 3.75.It needs to be mentioned here that students of this university are dissatisfied with most of the factors they have been provided to. Among them credit transfer facility to foreign universities, job placement facility, co-curricular activities and internship assistance facility have been rated as the least satisfying factors by the students of this university.

Now we want to justify after enrolling into the Sylhet International University which variables are highly correlatedwith students' preferred criteria. To do so we need to conduct Pearson chi-square test (table 6).

Table 6 : Pearson Chi-square test for students' satisfaction level with their preferred criteria

Criteria	X^2	*df*	*p*
Quality of teaching	15.258	4	**.004**
Number of qualified full time faculty members	22.005	4	**.000**
Image of the university	34.063	4	**.000**
Demand of the studied program	1.028	4	.906
Library facility	10.052	4	.040
Internship facility	8.602	4	.072
Performance of the graduating students	3.970	4	.410
Credit transfer facility to foreign universities	17.493	4	.002
Location of the university	12.656	4	.013
Social and academic status of the VC	7.158	4	.128
Environment (class room and common room etc.)	2.337	4	.674
Job placement facility	6.554	4	.161
Lower Tuition fee	87.209	4	**.000**
Laboratory facility	5.140	4	.273
Infrastructure of the university	13.517	4	.009
Availability of concession/scholarship	0.133	4	.998
Hostel facility	41.342	4	**.000**
Co-curricular activities	5.638	4	.228
Administrative support	5.937	4	.204
Overall satisfaction	13.857	4	.008

Source: Field survey, 2014

Once the students enrolled into the university, they try to interpret their feelings as satisfaction. Table 6 suggests that*number of qualified full time faculty members, image of the university,lower tuition fees and hostel facility* arehighlysatisfied factors from students' perspective. From table 5 and table 6, it is also justified that lower tuition fees and quality of teaching are highly satisfactory factors for SIU students.

6. Summary and Conclusion

This study provides useful information for both the business and academic community who are either involved or keen to get involved into higher education in private sector especially in Sylhet division.

Majority of the students are Muslim,so the concern authority must maintain harmony in religious values and norms. The findings of guardians' income show that a major portion of the students in SIU are from the middle class of the society. Asthis university charging comparatively lower tuition fees or providing financial support in terms of course waiver or scholarships attract the large number of students from other classes.

Majority of the students are is in the age between 18 to 22 years. Concentration in this age category attributes that most of the students in this university are undergraduate students. As the market share of the students is increasing day by day, the students deserve special attention. Focus should be given to BBA, Law, CSE, English and ECE programs respectively in under graduate level and MBA and LLM in graduate level to get the maximum share of the market. The authority can chalk out to open several new under graduate programs such as Pharmacy, Architecture, Journalism, Social Science and Social Work etc.

Majority of the students studying in SIU had commerce in HSC level and percentage of students from Madrasa and English background is very low.To attract a large number of students who passed A level or other needs special attention.The students mostly prefer BBA program followed by Bachelor of Law program, Bachelor of Arts in English and in the Faculty of Science and Engineering, Bachelor of Science in Computer Science gets the highest preference from the students which is followed by Bachelor in Electrical and Electronic Engineering. SIU need to strengthen respective department so as to deliver better teaching.

SIU should consider quality of teaching, number of full time qualified faculty members, tuition fees, image of the university and hostel facility as vital factors to attract the students. As parents' decision has significant impact on the students' enrollment process, the university has to formulate effective strategy to attract the students' parents as well.

Satisfying the existing students should get priority from the authority as peer influence has impact on university selection criteria. To satisfy the existing students, the university should focus on their image of the university, quality of teaching, hostel facility, credit transfer facility and qualified faculty member.

References

1. Ahmed, M. Ahmed, M. and Anwar, S. F.: “Bridging the Gap Between Expectations of the Business Community and Delivery of the Business Schools in Bangladesh”, *Journal of Business Administration*, 26, pp. 47-66, 2000.
2. Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS): Directorate of University education, Internet entry: http://www.banbeis.gov.bd/webnew/index.php?option=com_content&view= article&id= 466: enrolment-by-gender-in-private-universities-2009&catid=78:university-education- 2010&Itemid=186, retrieved on April 13, 2014.
3. Deabnath, S.: “No seats for 1.2 lakh after HSC result” The Daily Star, published on 31 August, 2007.
4. Global Monitoring Report 2003/4 by UNESCO, Chapter 2: Towards EFA: assessing progress,http://portal.unesco.org/ducation/en/ev.phpurl_id=24148&url_do=do_topic&url_section=201.html, retrieved on March 20, 2014.
5. Hansman, H. &Schutjens, V.: “Dynamics in market segmentation: a demographic perspective on age-specific consumption”, *Marketing and Research Today,* 21(3), 139-47, 1993.
6. Majid A. K. M. S., Mamun, M. Z. and Siddique, S. R.: “Practices of Teaching Methods, Aids and Students’ Performance Evaluation”, 2000.
7. Mamun, M. Z. and Das, S.: “Total Quality Management for Non-Government Universities of Bangladesh”, *Proceedings of Annual Convention of Bangladesh Society for Total Quality Management in Association with Department of Industrial and Production Engineering*, BUET, Dhaka, December 3-4, 1999, pp. 23-29, 1999.
8. Pallant, J: “Development and validation of a scale to measure perceived control of internal states”, *Journal of Personality Assessment*, 75, Pp.308-337, 2000.
9. Rahman, N.: “Business education in Bangladesh: developing a need-based Perspective”,*Journal of Business Administration,* 26, pp. 1-10, 2000.
10. Salahuddin et al.: “How Can We Increase the Quality of Private Schools in Bangladesh from the Perspectives of Students and Managers?”,*International Journal of Management Perspectives,* ISSN: 1307-1629, 2008, 2 (1), 2008.
11. Schofield, A.: “Private Post-Secondary Education in Four Commonwealth Countries”, Paris, UNESCO, 1996.
12. Thornton, H.: “Teachers talking: the role of collaboration in secondary schools in Bangladesh”, *Compare,* 36, pp.181-196, 2006.
13. Tisdell, C. A. & Hossain M. A.: “Closing Gender Gap in Bangladesh: inequality in education, employment and earnings.”, *International Journal of Social Economics,* Vol. 32, No 5, Page 439-453, 2005.
14. Zahid, J. R., Chowdhury G. M. and Sogra. J.: “Present Status and Future Direction of Business Education in Bangladesh”, *Journal of Business Administration*, 26, pp. 11-24, 2000.

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 491-502
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Nexus between Salinity and Ecological Sustainability of Crop Production of Southwest Coastal Region of Bangladesh: Translog Production Function Approach

MD. HAFIZ IQBAL*

Abstrct *Salinity has been increasing in the coastal region of Bangladesh and 0.223 million ha (26.7%) of total cultivated land affecting the crop ecology. This study uses cross-section data collected by suruey for application of Translog (Transcendental logarithmic) production function to generate empirically supported assessment. Aus rice and Boro rice are mostly vulnerable to salinity than Aman rice, Wheat, and Cotton. Fertilizer plays an important role to control salinity. Use of Urea in salinity intrusion condition is harmful for crop production but use of recommended dose of Phosphorus, TSP, green manures can neutralize the level of salinity and improve the crop productivity under the salinity intruded condition. The findings of this study provide a robust basis for policy makers, researchers, and stakeholders for further research and development of specific policies and plan.*

Keywords: *Salinity, Crop production, Southwest coastal region, Bangladesh.*

1. Introduction

Climate change due to global warming and its negative consequence on environment and agro ecosystem is a threat of the coastal economy. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) predicts an increased

* Assistant Professor, Department of Economics, Government Edward College, Pabna, Bangladesh.
The author is thankful to Abdul Malek, Assistant Agricultural Extension officer, Gurudaspur, Natore, Bangladesh and Md. Iman Ali Khan, Dulai, Sujanagar, Pabna, Bangladesh, for their generous assistance to provide data, relevant information, and valuable guidance in preparing an earlier draft of the manuscript.

frequency of heavy precipitation events, drought, intense tropical cyclones, sea level rise (SLR) and temperature. All those aspects related to climate change are very relevant to coastal regions. Most of these factors are responsible for creating salinity in the coastal region. Salinity is the common phenomenon of any coastal region and Bangladesh coast is not free from such type of natural hazards.

The impacts of salinity are considered as one of the most serious threats to the environment with its potential negative impacts on food security, agriculture, fisheries, human health, biodiversity, water, and other natural resources. Degradation of productive land, loss of firm production, diminished farm production, and damage to infrastructure are also affected by the existence of salinity. In total, 52.8% of the cultivable land in the coastal region of Bangladesh was affected by salinity in 1990 (Karim et al., 1990) and the salt affected area has increased by 14600 ha per year (SRDI[1], 2001). SRDI had made a comparative study of the salt affected area between 1973 to 2009 and showed that about 0.223 million ha (26.7%) of new land has been affected by varying degrees of salinity during the last four decades and that has badly hampered the agro-biodiversity (SRDI, 2010). Figure 1.1 illustrates the salinity intrusion scenario of different years of the coastal region of Bangladesh.

Most of Bangladesh's coastal region lies on the southwest coastal region of the country. Approximately 30% of the crops land of Bangladesh is located in this region (Mondal, et al., 2001) and continuous to support crops productivity and GDP growth. But in the recent past, the contribution of crops to GDP has decreased because of salinity. Out of 2.68 million ha of coastal and off-shore lands, about 1.056 million ha of arable lands are affected by varying degrees of salinity (SRDI, 2001). Farmers mostly cultivate low yielding, traditional rice varieties. Most of the land kept fallow in the summer or pre-monsoon hot season (March-early June) and autumn or post-monsoon season (October-February) because of soil salinity, lack of good quality irrigation water and late draining condition. In the recent past, with the changing degree of salinity of southwest coastal region of Bangladesh, rice production becomes very risky and crop yields, cropping intensity, production levels of rice and people's quality of livelihood are much lower than that in the other parts of the country. As limited resources with high population, farmers have no scope to keep her land fallow. So, it is crucial matter to consider high salinity tolerance crops instead of vulnerable crops to salinity that ensures calorie intake, food security, poverty reduction, and economic growth.

SRDI stands for Soil Resource Development Institute.

There are large numbers of existing peer-reviewed studies focused on salinity and crop ecology in the world. Land, soil, hydrology, and agro-climatic parameters are the basic components of the coastal ecosystem. Crop production is largely dependent upon the quality and limitations of these natural resources. Rice, jute, sugarcane, cotton, wheat, barley, tomato, spinach, potato, and other crops can be grown under saline conditions, but their contributions to cropping intensity are very low. Salinity is the most dominant limiting factor in the coastal region. It affects certain crops at different levels of salinity and at critical stages of growth reduces yield and causes crop failure. The problem of salinity is a serious constraint for constructing the sustained crop production and makes it difficult to develop a "Green Revolution." Drought, water excess, and salinity badly hampered the grass production in the Netherlands (Kroes and Supit, 2011). The impacts of salinity and water loggings constraints to salt land pasture production in Australia. Dry land salinity is a major problem affecting agricultural production and natural resource value in Australia 5.7 Mha are presently considered as being at risk from salinity because of shallow water tables and this figure is expected to grow to 17 Mha by the year 2050 (Bennett et al., 2009). Soil salinity and water logging directly affects the farmer in resource allocation and resource transformation in northwest India (Singh and Singh, 1995). Irrigated agriculture occasionally suffers from problems related to high levels of salinity in irrigation and soil in the San Joaquin and Imperial Valleys of California (Dinar et al., 1991). Germination and seedlings stages are most sensitive to saline irrigation water, and any failure in this stage will consequently lead to a reduction in crop production (Hamdy et al., 1993). For Bangladesh, there are several studies about the salinity issue. In saline soils, crop growth is hampered by salt accumulation in the crop root zone. If the upward salt movement caused by evaporation exceeds the downward gravitational movement, salt will accumulate in the root zone. Most plants suffer salt injury at concentration equivalent of electrical conductivity of the soil saturation extract (ECe) of 4 dS/m or higher in the coastal region of Bangladesh (Mondal et al, 2001). Increasing salinity and low quality irrigation water are responsible for farmers' being unable to produce more rice and other agricultural crops in the southwest coastal region of Bangladesh (Rahman et al., 2011). However, very few studies focus on the empirically supported assessment of salinity and its impacts on crop productivity in the southwest coastal region of Bangladesh. The severity of salinity in Bangladesh varies throughout the time and regions of Bangladesh and it is essential to review different policies for different salinity levels among the different coastal regions. The southwest coastal region experiences more severe salinity level compared to other coastal regions of Bangladesh and therefore, this region requires different adaptation policies for

more crop productivity and ensuring food security. This study focuses on the economic assessment of crop productivity resulting from severe salinity in the southwest coastal region of Bangladesh. The specific objective of this study is to identify the highly tolerance crops to salinity and develop an approach for the management strategy to produce more crops under the salinity intrusion condition of southwest coastal region of Bangladesh.

2. Materials and methods

2.1 Study area

Soil salinity is more hazardous in the southwest coastal region than the other coastal region of Bangladesh. Most crop land of this part is in the process of high level of salinity. This study has selected the site in Khulna, Satkhira, and Bagerhat districts as a study area located in the southwest coastal region of Bangladesh. This region is part of an active delta of large Himalayan Rivers and is vulnerable to natural hazards due to its disadvantaged geographic location, and its flat and low-lying topography (Kibria, 2011). This study site is located between latitude from N “22^{0}16’00.3” to N “22^{0}58’56.2” and longitude from E “88^{0}58’01.1” to E “89^{0}56’00.3”of southwest coastal region. The site is bounded by the Ganges River

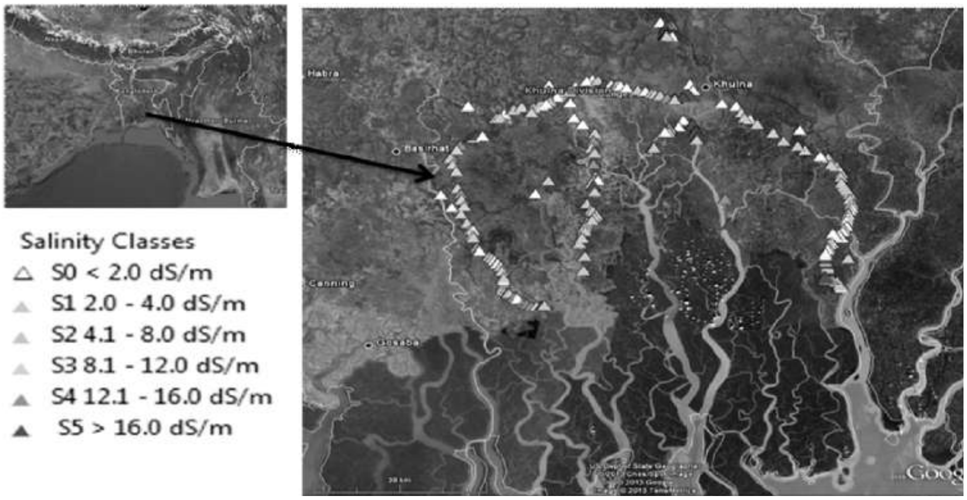

Figure 2.1. Study area (southwest coastal region) of Bangladesh
(Source: Prepared by the author based on GPS and EC (dS/m) data)

in the North, tributaries from the Meghna River in the East, an international boundary in the West, and the Bay of Bengal in the South (see Figure 2 for more details).

The whole coastal region of Bangladesh has been suffering salinity related problems for many years. But the salinity problem in the southwest coastal region is more severe due to the following reasons:

1. his region has excessive shrimp culture.
2. his region possesses strong intensity of water and soil salinity.
3. his region is adjacent to the Bay of Bengal with high population density and highly degraded soil by salinity.
4. idal waves, storm surges and cyclones frequently hits and bring salinity from the Bay of Bengal.

2.2 Pling, Field survey, and data collection

To represents the population as a whole, compreheusive sample framework is necessary. In this study the sample frame is a set of different crops producing farmers, depending on farming system, and the level of salinity (dS/m). This study followed the purposive sampling methods to collect household micro cross-section data from crops farmers.

The economic agent and sample unit 'household' was chosen because production decisions come from the household level, rather than at the individual level. To obtain salinity level (dS/m) and crops production data, southwest coastal region was visited two times from 7 September 2012 to 30 September, 2012 and from 3 February, 2013 to 10 February, 2013. 317 respondents (crops farmers affected by salinity) were selected from salinity affected southwest coastal region. Latitude, longitude, and salinity data were collected by using Germin (GPS map 62 series) and a salinometer.

Selected characteristics of the heads of the sample households, the overwhelming majority of whom were male, are presented in Table 2.1. As many as 67.82 percent of the sample household were engaged in active farming activities and 32.18 percent of the sample households were engaged in casual farming activities in the salinity affected southwest coastal region. In addition, small trading, remittance, service, shrimp farming are the alternative sources of income of sample households in this region.

2.3 The analytical approach

To study the impacts of salinity on crops, Translog production function was used because of its advantage over the other production function. Translog production function is a generalization of the Cobb-Douglas production function. It is linear in parameters and can be estimated using least square method (Blackorby and

Russell, 1989). In addition, Translog production function can easily explain the cross and marginal effects of inputs. This study has considered cotton, wheat and three varieties of rice (Aus, Aman, and Boro) under the salinity intrusion condition. Crops production depends on many factors. But this study has only considered crops production as a function of urea, TSP, phosphorus, green manures, and labor as the input factors and salinity as the natural shocks. Urea, TSP, phosphorus, green manures, and labor are considered man-controlled variables or decision variables and salinity is considered as a natural phenomenon and farmer has no control over the salinity. An increase in the level of one of the man-controlled variables results in a change (increasing or decreasing, depending on the relationship) in the level of the dependent variable up to a certain point. Any further increase in its level results in an opposite response (decrease or increase, respectively) in the dependent variable (Dinar, 1991). Other factors (tillage, irrigation, pesticides, weeding, drought, precipitation, etc.) affecting the crops production are assumed to be constant in this study. The implicit relationship of crops production and its inputs and shock is:

$$Q=f(U,T,P,G,L,S) \quad (1)$$

where, Q=quantity of output, T=TSP, P=phosphorus, G=green manures, L=labor, and S=salinity. Due to the presence of a climatic induced factor (salinity) in the southwest coastal region, this study assume that urea, TSP, phosphorus, green manures, and labor are weakly separable from salinity. This means that marginal rate of substitution between urea-TSP ($MRTS_{UT}$), urea-phosphorus ($MRTS_{UP}$), urea-green manures ($MRTS_{UG}$), urea-labor ($MRTS_{UL}$), TSP-phosphorus ($MRTS_{TP}$), TSP-green manures ($MRTS_{TG}$), TSP-labor ($MRTS_{TL}$), phosphorus-green manures ($MRTS_{PG}$), phosphorus-labor ($MRTS_{PL}$), and green manures-labor ($MRTS_{GL}$)are independent from salinity. Based on the weakly separable condition, equation (1) can be written as:

$$Q=F[f(U,T,P,G,L);S] \quad (2)$$

This study also assumed that urea, TSP, phosphorus, green manures, labor and salinity are homothetic in their components. Mathematically,

$$Q=F\left[f\left\{U(U_1,U_2,\ldots,U_i),T(T_1,T_2,\ldots,T_j),P(P_1,P_2,\ldots P_k),G(G_1,G_2,\ldots,G_l),L(L_1,L_2,\ldots,L_m)\right\};S(S_1,S_2,\ldots,S_e)\right] \quad (3)$$

Including interaction terms in the log natural liner production function improves empirical fit and allows pairs of factors to be complements or substitutes in production. Translog production function plays an important role in this regard. Translog production function developed by Christensen, Jorgensen, and Lau in 1973 introduces interaction terms and can be estimated in a symmetric system of

derived factor share equations that improves estimation properties relative to a single equation (Thompson, 2006). Translog production function is an attractive flexible function. This function has both liner and quadratic terms with the ability to use more than two factors inputs. This function can be approximated by second order Taylor series (Christensen et al., 1973). Translog production function used in salinity free rice production can be written in terms of log natural form as

$$\ln(Q_i) = \beta_0 + \sum_{j=1}^{N} \beta_j \ln(x_{ij}) + 0.5 \sum_{j=1}^{N} \theta_j \ln(x_{ij}) \ln(x_{ij}) + \sum_{j \neq k}^{K} \gamma_j \ln(x_{ij,t}) \ln(x_{ki}) + s_i + \mu_i \quad (4)$$

where, subscript of variables indicates the used inputs for urea, TSP, phosphorus, green manures, and labor, and subscript of salinity (s_i) indicates the level of salinity, and indicates stochastic disturbance or error term with mean zero and variance . Factor shares for urea, TSP, phosphorus, green manures, and labor of crops production of equation (4) is given as

$$\theta_u = \frac{\partial \ln Q}{\partial U} = \beta_U + \beta_{UU}\ln U + \beta_{UT}\ln T + \beta_{UP}\ln P + \beta_{UG}\ln G + \beta_{UL}\ln L \quad (5)$$

$$\theta_T = \frac{\partial \ln Q}{\partial T} = \beta_T + \beta_{TT}\ln T + \beta_{TU}\ln U + \beta_{TP}\ln P + \beta_{TG}\ln G + \beta_{TL}\ln L \quad (6)$$

$$\theta_P = \frac{\partial \ln Q}{\partial P} = \beta_P + \beta_{PP}\ln P + \beta_{PU}\ln U + \beta_{PT}\ln T + \beta_{PG}\ln G + \beta_{PL}\ln L \quad (7)$$

$$\theta_G = \frac{\partial \ln Q}{\partial G} = \beta_G + \beta_{GG}\ln G + \beta_{GU}\ln U + \beta_{GT}\ln T + \beta_{GP}\ln P + \beta_{GL}\ln L \quad (8)$$

$$\theta_L = \frac{\partial \ln Q}{\partial L} = \beta_L + \beta_{LL}\ln L + \beta_{LU}\ln U + \beta_{LT}\ln T + \beta_{LP}\ln P + \beta_{LG}\ln G \quad (9)$$

The major restrictions imposed on equations (4) is Symmetric restriction and restriction for Cobb-Douglas production function:

$$\beta_{UT} = \beta_{TU} = \beta_{UP} = \beta_{PU} = \beta_{UG} = \beta_{GU} = \beta_{UL} = \beta_{LU} = \beta_{TP} = \beta_{PT} = \beta_{TG} = \beta_{GT} = \beta_{TL} = \beta_{LT} = \beta_{PG} = \beta_{GP} = \beta_{PL} = \beta_{LP} = \beta_{GL} = \beta_{LG} = 0 \quad (10)$$

Linear homogeneity in factors of production:

$$\sum_{j=1}^{N} \beta_j = \sum_{j=1}^{N} \beta_i = 1; \sum_{j=1}^{N} \beta_{ij} = \sum_{j=1}^{N} \beta_{ji} = 0; \sum_{j=1}^{N} i\beta_{iQ} = 0 \quad (11)$$

3. Results and discussion

This study first estimates the factor shares (equations 5, 6, 7, 8, and 9) of salinity affected crops model. Prior to imposing assumptions, the coefficient restrictions are tested by Wald test so as to confirm asymptotically how much the data set fits these restrictions. After that, this study focuses on the estimation side of the salinity affected Translog production (equation 4). As shown in table 3.1, all

Table 3.1: Regression coefficient estimates of per acre different crops under salinity affected soil

Variables	Parameter	Aus rice	Aman rice	Boro rice	Wheat	Cotton
	β_0	3.174557***	7.467213***	5.013768***	9.359871***	0.540871**
ln U	β_U	-1.087231*	-0.901031**	-1.326223**	-0.512390***	.372454***
ln T	β_T	0.787984***	0.451289*	0.234712***	0.768972***	0.897167***
ln P	β_P	0.490123**	0.340912**	0.560369**	0.679037***	0.912390**
ln G	β_G	0.937983*	0.671230**	0.436750*	0.549038*	0.783038**
ln L	β_L	0.637490***	0.743292***	0.440628**	0.339078***	0.660350**
(ln U)2	β_{UU}	-0.126702	-0.139800**	-0.195071	0.236512*	0.092091*
(ln T)2	β_{TT}	-0.078923*	-0.190231*	-0.219012***	0.078920***	0.078923*
(ln P)2	β_{PP}	-0.085908*	-0.03453	-0.115541	-0.103109***	0.110090**
(ln G)2	β_{GG}	-0.183421**	-0.229012***	-0.298231*	-1.174502*	-0.313678***
(ln L)2	β_{LL}	-0.134678	-0.2339031*	-0.137097	-0.097123	-0.231320**
(ln U)*(lnT)	β_{UT}	0.458091*	0.067901**	0.233160***	0.317420***	0.109510***
(ln U)*(lnP)	β_{UP}	0.607123	0.231295*	0.502971***	0.173420**	0.450091*
(ln U)*(lnG)	β_{UG}	-0.013120*	-0.441890**	-0.078213	-0.045671	-0.145531*
(ln U)*(lnL)	β_{UL}	-0.031280***	-0.342098***	-0.512309*	-0.179809***	-0.119091*
(ln T)*(lnP)	β_{TP}	-0.321390*	-0.085671***	-0.330090***	-0.234351***	-0.190834*
(ln T)*(lnG)	β_{TG}	-0.452361	-0.380010	-0.290034***	-0.109230***	-0.070921**
(ln T)*(lnL)	β_{TL}	-0.543296*	-0.278021**	-0.287525	-0.033265	-0.065754*
(ln P)*(lnG)	β_{PG}	-0.112011***	-0.092389**	-0.009350***	-0.032170	-0.348509
(ln P)*(lnL)	β_{PL}	-0.096190	-0.276431**	-0.123780	-0.290125	-0.190930
(ln G)*(lnL)	β_{GL}	-0.243279***	-0.1332189***	-0.462544*	-0.160450*	-0.339087***
S	β_S	-0.923209***	-0.667891***	-0.729321***	-0.233034***	-0.176540**
Pseudo R^2		0.474078	0.390050	0.568023	0.579421	0.529070
Number of observation		107	162	129	101	92

*** Significant at the 1% level, ** Significant at the 5% level, and * Significant at the 10% level

variables are significant except a few variables of all crops at the 1%, 5%, and 10% levels and show the expected sign.

A one percent increase in urea induced to reduce per acre Aus rice, Amam rice, Boro rice, wheat, and cotton production by 1.087231, 0.901031, 1.326223, 0.512390, and 0.372454 kg respective in the salinity affected southwest coastal region of Bangladesh. Most of the log natural quadratic forms of inputs of all crops are negative and significant, except urea and TSP of wheat and cotton and phosphorus of cotton, and they support the concavity condition of production. The cross effect of urea-TSP and urea-phosphorus are positive and significant for all crops, which implies that urea-TSP and urea-phosphorus are substitute of each other. Similarly, most of the cases, TSP-Phosphorus, TSP-green manure, TSP-labor, phosphorus-green manure, and green manure-labor are complements of each other under the salinity affected soil. The coefficients of the Aus rice model ranges from -1.087231 to 0.937983 (except intercept/constant value). Similarly, the coefficients of the Aman rice model, Boro rice model, Wheat model, and Cotton model ranges from (-0.901031 to 0.743292), (-1.326223 to 0.560369), (-1.174502 to 0.768972) and (-0.348509 to 0.912390) respectively. The Pseudo R^2 value indicates that 47% of the variation of the salinity is explained by the associate variables for the Aus rice model. On the other hand, The Pseudo R^2 values for the Aman rice, Boro rice, Wheat, and Cotton indicates that 39%, 56%, 57% and 52% of the variations of the salinity are explained by the associate variables. A one percent increase in salinity induced to reduce per acre Aus rice, Aman rice, Boro rice, wheat, and cotton production by 0.923209 kg, 0.667891kg, 0.729321kg, 0.233034 kg, and 0.176540 kg respectively. Low constant values of Aus rice and Boro rice models suggest that Aus rice and Aman rice are vulnerable to salinity.

4. Comparison among different crops with respect to average yield, income, total cost, profit, sowing and harvesting time.

The incidence of salinity affects the farmer in resource allocation and resource transformation because of returns from affected soils decline, and this may even lead to abandoning production activities under the presence of high level of salinity (Singh and Singh, 1995). Table 4.1 illustrates total production, total cost, and profit from rice varieties (Aus, Aman, and Boro), wheat, and cotton.

As a limited resource, Farmers of the Southwest coastal region have no scope to keep their land fallow. Furthermore, there is the possibility of occurrence of high intensity of salinity when the land remains uncultivated. To reduce the level of salinity and earn more profits, farmers of the southwest coastal region should

Table 4.1: Per acre average yield, income, total cost, and profit of varieties of rice (Aus, Aman, and Boro), wheat, and cotton under salinity intrusion condition

	Rice Varieties			Wheat	Cotton
	Aus	Aman	Boro		
Yield (kg)/acre	725	956	1578	944	360
Income (kg/acre)	13,050	16,650	28,404	23,600	54,000
Total cost (kg)/acre	11,399	14,703	25,675	10,179	31,860
Profit (Tk.)/acre	1651	1947	2729	13,421	22,140
Sowing	Mar-Mid May	Jun-Aug	Nov-Jan	Nov-Dec	1. Oct after monsoon 2. Apr-May
Harvesting	Jul-Aug	Nov-Dec	Apr-May	Mar-Apr	1. Mar 2. Oct-Nov

(Source: BBS, 2010)

cultivate high salinity tolerance crops like Cotton and Wheat. Per acre production cost of Cotton is bit higher than all varieties rice and wheat but farmers can get more profit to cultivate Cotton. On the other hands, per acre cost of Wheat is lower than the all varieties of rice and Cotton but farmers can also get more profits to cultivate Wheat. As more vulnerability to salinity and gets less profits from per acre Aus rice and Boro rice production, Farmers can sow Cotton and Wheat in the Aus rice and Boro rice season.

5. Conclusion and policy implications

Salinity is a major natural hazard of the southwest coastal region of Bangladesh. Like other second generation climatic problem (sea-level rise and drought), salinity creates negative impacts on crops production and badly hampered food security and rural livelihood. All crops are not equally vulnerable to salinity. Aus rice and Boro rice are the most affected by salinity. As a rain fed variety, Aman rice is less affected by salinity because rain and flood water washes out and reduces the level of salinity. In addition, wheat and cotton grows moderately well under the high salinity level. Farmer should cultivate high yielding wheat and cotton instead of vulnerable rice varieties (Aus rice and Aman rice) to salinity that could produce sustainable crops yield. Farmers should use more TSP, phosphorus, green manure to for improve the crops productivity under salinity intrusion condition. Government can induce the farmer's decision to change the input patterns by providing more subsidies on TSP and phosphorus in the southwest coastal region of Bangladesh. This policy will help the farmers to produce more crops with lower production cost.

References

BBS (2010). Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning, Dhaka, Bangladesh.

Bennett, S. J., Barrett-Lennard, E. G., &Colmer, T. D. (2009). Salinity and waterlogging as constraints to saltland pasture production: a review. *Agriculture, Ecosystem and Environment,* 129, 349-360.

Blackorby, C., & Russel, R. R. (1989). With the real elasticity of substitution please stand up? A
comparision of the Allen/Uzawa and Morishima elasticity. *The American Economic Review*. 79(4). 882-888.

Christensen, L., Jorgenson, D., & Lau, L. (1973). Transcendental logarithmic production frontiers. *The Review of Economics and Statistics,* 28-45.

Dinar, A; Rhoades, P., Nash, & Waggoner, B. L. (1991). Production functions relating crop yield, water quality and quantity, soil salinity and drainage volume. *Agricultural Water Management*, 19, 51-66.

Hamdy, A., Abdel-Dayem, S., & Abu-Zeid, M. (1993). Saline water management for optimum crop production.*Agricultural Water Management*, 24, 189-203.

Inter governmental Panel on Climate Change (2007). Climate change 2007: Impacts, adaptation and
vulnerability. Contribution of Working Group II to the Forth Assessment Report of the IPCC.
Cambridge University Press, UK.

Karim, Z. H., Hossain, S. G., & Ahmed, M. (1990). Salinity problems and crop intensification in the coastal region of Bangladesh. Soils Publication No. 33. BRAC, Dhaka, Bangladesh.

Kibria, Z. (2011). Tidal river management (TRM): climate change adaptation and community based river basin management in southwest coastal region of Bangladesh. Uttaran, Dhaka, Bangladesh.

Kroes, J.G., &Supit, I. (2011).Impact analysis of drought, water excess and salinity on grass production in the Netherlands using historical and future climate data. Agriculture, *Ecosystem and Environment,* 144, 370-381.

Mondal, M. K., Bhuiyan, S. I., & Franco, D. T. (2001). Soil salinity reduction and production of salt dynamics in the coastal rice lands of Bangladesh. *Agricultural Water Management*, 47, 9-23.

Rahman, M.H., Lund, T., & Bryceson, I. (2011). Salinity impacts on agro-biodiversity in three coastal, rural villages of Bangladesh. *Ocean & Coastal Management*, 54, 455-468.

Singh, J., & Singh, J.P. (1995). Land degradation and economic sustainability. *Ecological Economics*, 15, 77-86.

SRDI (2001). Soil salinity in Bangladesh. Soil Resource Development Institute, Ministry of Agriculture, Dhaka, Bangladesh.

SRDI (2010). Saline soils of Bangladesh. Soil Resource Development Institute. SRMAF Project, Ministry of Agriculture, Dhaka, Bangladesh.

Thomson, H. (2006). The applied theory of energy substitution in production. *Energy Economics,* Auburn University, 1-20.

Bangladesh Journal of Political Economy

Note

© 2015 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 503-514
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

Challenges of SMEs in Bangladesh

SAMANTHA SAYEED*
A.N.M.G. MURTUZA**
M. KAWSAR***
M A R SARKAR****

Abstract *SMEs are accounting for 25 percent of GDP, 80 percent of industrial jobs, and 25 percent of the total labor force in Bangladesh even though the prospective sector gets negligible facilitation from different support service providers. Bangladesh SMEs have assumed special significance for poverty reduction programs and potential contribution to the overall industrial and economic growth. Although SMEs are contributing to the economy in the form of employment, supply of products and services by using indigenous technologies, social entrepreneurship, income generating activities etc. These are found most vulnerable to the macro-economic as well as internal management crises. There are many constraints in developing the SME sector in Bangladesh. Several studies have identified different constraints, ranging from access to credit to marketing their products and services. However, access to credit is considered as the main constraint.In this work existing problems and challengesof SMEs in Bangladesh are highlighted.*

1. Introduction

Small medium enterprises (SMEs) are firms whose financial requirements are toosmall to be effectively served by corporate banking model. SME financing is a topic of significant research interest to academics and an issue of great importance to the policymakers of Bangladesh and around the world. SMEs make

* Production Leader, Quality, Decathlon Savar
** Production officer, Denimach washing ltd, Gazipur
*** Senior officer (planning), Padma group of converters, Narayon gonj
**** Professor, Department of Mechanical Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), Dhaka

up the largest portion of the employment base in many developing countries and, indeed, are often the foundation of the local private sector. Now the SMEs are not only concentrated to low-tech, traditional, and agro-based economic activities; these are spread over other non-traditional manufacturing and service sector as well.SMEs are considered as one of the priority sectors of Bangladesh economy since independence. Small businesses are numerous in Bangladesh and form a large majority in the domestic markets. According the estimate of BSCIC there are about 523 thousands of small enterprises including cottage industries in the country employing about 2.3 millions of people, which is around 82 percent of total industrial labor forces.These sectors are expected to offer ample opportunities to different cross sectional people of the society to get involved into income generating activities-traditional, technological, vocational and other activities and thereby strengthening the efforts towards achieving high and sustainable economic growth which are most important prerequisites for triggering an exit from vicious poverty circle.The growing economic significance of SMEs as source of development of entrepreneurship- traditional and technology social venture.

Existing definition of SME is recommended by Better Business Forum and accepted as auniform oneby Ministry of Industry and Bangladesh Bank.

Definition of the Small Enterprise con be obtained from information contained in the following.

Table 1 : Definition of SMEs

Serial No.	Sector	Fixed Asset other than Land and Building (Tk.)	Employed Manpower (not above)
01	Service	50,000-50,00,000	25
02	Business	50,000-50,00,000	25
03	Industrial	50,000-1,50,00,000	50

Source : Bangladesh Bank Report 2010.

Table 2 : Definition.

Serial No.	Sector	Fixed Asset other than Land and Building (Tk.)	Employed Manpower (not above)
01	Service	50,00,000-10,00,00,000	50
02	Business	50,00,000-10,00,00,000	50
03	Industrial	1,50,00,000-20,00,00,000	150

Source : Bangladesh Bank Report 2010.

Thus at is obvious that SMEs are not Thus at is bourns that SMEs are not the firm/business which is not a public limited company and complies.

Definition of Medium Enterprise can be establishment from the criteria mentored from the table below.

Now the SMEs worldwide are recognized as engines of economic growth where as it is one of the major tool of poverty reduction in Bangladesh. Government of Bangladesh formulated a comprehensive Industrial Policy-2005 by putting special emphasis for developing Small and Medium Enterprises (SMEs) as a thrust sector for balanced and sustainable industrial development in the country to help deal with the challenges of free market economy and globalization.

A well-developed SME sector is a pre-requisite to attaining higher growth of large-scale industry and the services sector as well. There are about 6.0 million SMEs in Bangladesh, which contribute about 50 per cent of the country's industrial output, employing about 80 per cent of its industrial labour force. SMEs are labour intensive and also need less capital. They are also significant contributors to backward linkage to heavy industries. With multilateral trade negotiations often lead to improving market access and with developing countries also being a lot more willing than before to participate in globalization, rich country government and the aid agencies have apparently decided to focus on the SMEs as one important ingredient of private-sector development.

Industrialization's link to poverty reduction is through - charging-up the growth rate of the country, enhancement of the productivity of the worker(s) in employment, providing employment to the unemployed, expanding consumer spending and thus the confidence level by sharing lower costs from scale economies via lower prices. As a result SME in Bangladesh takes several strategies to grow itself & economy of this country. Neighboring countries have also given due importance on SME.

2. Objectives

The present study focuses on the current scenario of SMEs and challenges faced by them in Bangladesh as well as suggest some policy recommendations. is basically based on secondary data.

3. Literature review

A.K.M. HelaluzZaman (june 2011) said that SMEs are heterogeneous by their characteristics, mode of operation and types of SME products and processes.

Development of entrepreneurship, new business creation and development of inter-sectoral linkages should be given top priority. The government should define a secure and pragmatic policy for the development of SMEs in the country. The concept of public private partnership (PPP) in the sphere of development and growth of SMEs can also be explored. An enabling economic environment comprising of sound macroeconomic and structural policies, good infrastructure, fair policy of competition, and efficiently functioning financial institutions also need to be created and strengthened.

Abdul Awal Mintoo(2006) highlighted that several constraints present in SME sector in Bangladesh which gradually deteriorate the percentage of prospects.To highlight the fact that, without the introduction of suitable machinery to ensure high quality, without the enhancement of productivity and skills of workers through training and retraining, without substantial improvement in finishing, packaging and transportation systems, and without learning to switch over to e-commerce, most RMG operators will start falling behind. On this paper significant recommendations have taken place on the basis of findgings.

Mahmud (2006) said that the SMEs have very limited bank finance, which is only around 10 percent, while self-finance remains the major source of their finance contributing 76.5 percent of fixed capital and 51.8 percent of working capital.

Ministry of Industries,Government of the People's Republic of Bangladesh(2005) has reported on policy strategies for small & medium enterprises (SME) development in Bangladesh where, Definition of SMEs and identification of booster sectors, national taskforce on SME development, mitigating impediments in clusters, credit-distribution package and venture capital- market, technical plan of actions and relevant quires and suggestions have been placed.

A World Bank survey (2002) on Bangladesh's SMEs identified lack of financeas the major issue, with 55% SMEs reporting it. Bribes (21%), orders/marketing ofproduct (28%), lack of knowledge (12%), and license for work (8%), along withnew technology (8%) were also considered as major issues. Without the much vitalcapital, they have little chance of growth or even sustenance in this mobile world.This study has tried to pinpoint, through empirical research, the major, problemsfaced by SMEs and banks in Bangladesh in relation to financing and has providedrecommendations based on the findings to improve the situation.

S. M. AKTERUJJAMAN (2010) elaborated problems and prospects of SMEs loanmanagement on the basis of MercantileBank Limited, Khulna Branch. The paper contained significant findings of various problems and prospects that were associated with SME loan management.

4. SME in Bangladesh

Like many other developing countries, Bangladesh has utilized the traditional "blunt" approaches to rural development, such as the "green revolution" in agriculture, which was once thought to be capable of eradicating poverty through trickle-down effects on income and employment for the poor. In the 1960s, "industrialization" was also thought to be able to absorb the surplus labor released from agriculture following 'capital-intensive' technological innovations, which was also failed. The policy makers failed to realize that they should develop 'labor-intensive' industries rather than 'capital-intensive' industries because Bangladesh is a labor abundant but capital scarce country and SMEs have a natural comparative advantage and it is widely claimed that relative to large capital-intensive industries, SMEs are more labor-intensive, that is they employ more labor relative to capital than large enterprises producing the similar products. Moreover, SMEs have high potential for employment generation; require much lower investment per worker compared to large industries.

Though the economic significance of the SMEs in our national development efforts has been ritualistically recognized in all the Five Year Development Plan of both pre- and post-independent Bangladesh, the sector received very little attention in terms of allocations of public investments or operational policy formulation and institution building.

SCIs were declared a prioritysector for the first time in the Third Five Year Plan (1985-1990) and a set of promotional measures was envisaged to be offered facilitating their development. After a long time, SME sector has been declared as a "priority sector" in the Industrial Policy, 2004 and various measures have been initiated to help maximize the SMEs' growth potential. Moreover, special emphasis has given to this sector in the Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP) of Government of Bangladesh.Despite all these initiatives, the entrepreneurs in this sector face a number of problems from initialfinancing of their enterprises to marketing of their final products comparing with their largercounterparts.

In Bangladesh, SMEs including micro enterprises comprise over 99 per cent of all industrial units, contributing over 85 per cent of industrial employment. Focusing on the 10+ units, small units constitute 87.4 per cent, followed by medium and large units comprising 5.7 and 6.9 percent respectively. In other words, 81 thousand SMEs all together constitute more than 93 percent of the total 10+ units. Again, focusing on the 10+ units, small units contribute to 35 per cent of the employment, followed by medium and large units comprising 8.8 and 56.0

Table 3 : Number of sample entrepreneurs by sex Figures in the parent heals are row Percentage

Type of enterprise	Number	Entrepreneurs by sex Male	Female	Total
Manufacturing	30	28 (93.3)	2 (6.7)	30 (100)
Service	4	4 (100.0)	-	4 (100.0)
Business	36	34 (94.4)	2 (5.6)	36 (100)
All	70	66 (94.3)	4 (5.7)	70 (100)

Source : SME Background Study : Entrepreneurs Survey 2009.

percent respectively. In other words, SMEs employ 1.3 million people, constituting 44 percent of employment generated by 10+ units.

The recent available estimates obtained from two major micro surveys, International Consulting Group (ICG) study and South Asia Enterprise Development Facility (SEDF) survey suggest the SME contribution to manufacturing value added to be in the range of 20 to 25 percent.[6] The micro, small and medium enterprises (MSMEs) together employ a total of 31 million people, equivalent to about 40 per cent of the population of Bangladesh, aged 15 years and above. More than three quarters of the household income in both urban and rural areas are provided by the MSMEs.

There is no chance to deny the fact that Bangladesh needs a sustained level of development of small and medium enterprises (SMEs) in order to reduce poverty. Having predominance of agro-based economic activities, low level of technological development, lack of availability of highly skilled laborers, small scale businesses have been suitably developed in the country. Considering the country's level of economic growth, composition of resources or natural resources, level of international integration, and growing urbanization, industrialization there is huge scope for developing diversified and new SMEs in agriculture, manufacturing, service sectors etc.Access to finance is vital for SME sector development. In many instances, entrepreneurs raise complain regarding high rate of interest. Indeed, higher rate of interest is a major hindrance, but availability of adequate fund is very much important. That is because Bangladesh Bank is committed to facilitate SME credit through refinance window. To develop SME sector, the fund of BB, IDA and ADB is being channelized through refinance scheme. So far a total of Tk.1,432crore has been refinanced (up to

December 2009) to 14,122 enterprises using the revolving fund (Tk.918 crore) of BB, IDA & ADB. Moreover, Bangladesh Bank is going to launch an extended refinance scheme of Tk. 660 crore very soon with the newly arranged ADB fund.

Among SME enterprises/entrepreneurs in our country, small entrepreneurs have more prospects for generating employment, reducing unemployment and achieving economic growth. Keeping this in view, at least 40% of the total disbursement target of SME credit should be reserved for small entrepreneurs and the rest will be allocated to medium entrepreneurs**.**

Table 4 : Growth Rates of Manufacturing Industries at Constant 1995-96 prices

Year	Large & Medium Enterprises	Small Industries	Total Manufacturing Industries
1998-99	4.19	0.75	3.19
1999-00	4.35	5.80	4.76
2000-01	6.55	7.02	6.68
2001-02	4.60	7.69	5.48
2002-03 (Provisional)	6.04	8.01	6.62

Source : Bangladesh Authentic Smirking 2003, Ministry & finauce

SMEs sectors of Bangladesh

Mainly specialized textiles, block printing (manual), hand loom and handicrafts, electrical & electronics, agro processed products, leather, ceramic, light engineering, information and communication technology ("ICT"), etc., fall in the category of SMEs.

The proposed Industrial Policy 2002 recommended the following industries as thrust sectors that can contribute towards economic development and growth:

Sl. No. Name of the Thrust Sector

- Agro-based industries
- Artificial Flower Making
- Computer software and information technology
- Electronics
- Frozen Foods
- Floriculture
- Sericulture & silk industry
- Infrastructure
- Jute & jute mixed goods

- Jewelry, diamond cutting & polishing
- Leather & leather goods
- Oil & gas
- Gift items
- Stuffed Toys
- Textiles and fashion-rich personal effects.
- Tourism
- Basic chemicals/ industrial raw materials
- Dyes and chemicals used in Textile industry
- Spectacles frame
- CNG
- Wood & Steel Furniture

5. Challenges of SME

From the sequence of this analysis it has been observed the possible impacts of global financial crisis and ongoing economic recession which require a careful observation to ensure sustained and accelerated growth for the Bangladesh economy and to make poverty reduction mission successful. In this context, we need to categorize the existing challenges for the economy. These challenges are analyzed in this section.

- Non-Availability of finance hinders the growth of SMEs in Bangladesh. It is observed that 47% of the investigating entrepreneurs mention that loan granting procedures are very complex and about 13% entrepreneurs mention that their loan applications have been rejected. The remaining 40% were reluctant to take loan for their personal reasons. Hence, financial institution may try to minimize the complexity of loan sanctioning mechanism.
- Most of the entrepreneurs mention that due to the low salary structure most of the skilled employees leave SMEs.
- One of the main barriers to the development of SME in Bangladesh is inadequate technologies. Many SMEs have failed to adopt modern technology due to the shortage of adequate fund.
- Most of the entrepreneurs have mentioned that commercial banks ask for collateral at the time of granting loans. It hinders the entrepreneurs to get credit from the institutional sources.
- The loan procedure system is lengthy .It is reflected that about 46% of the respondents' mention that banks take a long time to grant SME loans. Among

the respondents 54 mention that loan application procedure is easy but 46% mention the procedure to be tough.[10]

- Numbers of institutions offering micro credit facilities are inadequate in our country.
- Some executives have highlighted that SME entrepreneurs are not properly awareabout SMEcredit facilities.
- Inequality of opportunity is a major problem for SMEs. Female entrepreneurs aretreated with discrimination. They are not well represented in business organizations.We have observed from our study that only 10% respondents are femaleentrepreneurs. Government and our society do not provide adequate institutionalassistance and encouragement to the women entrepreneurs.
- For SMEs, owing a retail space is very expensive in the major cities in Bangladesh.As a result, many customers are not interested to buy products and services fromSMEs. Because the quality cannot be judged until the products are examine.
- Inadequate government supports can be a top ranking constraints for SMEs. Unnecessarylayers of bureaucracy and red-tapes are reducing the competitiveness of SMEs andraising the cost of transactions and operations. Unnecessary harassment rendered by tax or VAT collector and law enforcing agents.
- Adept with the current economic condition & achieve the desired growth in SME segment.
- Maintain the competitive edge over other players & retain the No 1 position in SME lending in an environment where there will be increased competition among existing players as well as new entrants (new banks/FIs) focusing the SME segment.
- In most of the cases SMEs in Bangladesh are not able to use the Integrated Marketing Communication (IMC) tools. But these tools play the role of important stimulus in motivating the customers and retaining them. The country does not have enough marketing capability and resources to invest in marketing.
- Most of the investigating entrepreneurs do not have adequate international exposure.To keep pace with international competition, firms face challenges to improve their products processes constantly. But in Bangladesh SMEs are

still notstressing the importance of satisfying and retaining customers by offering novel anddesired benefits.

- Govt. has face difficulties to frame a national quality policy, provide adequate support systemsand establish a national quality certification authority. As a consequence SMEs ofBangladesh have faced trouble to ensure the quality of their products and services both inlocal and international markets.
- Improve/maintain the Quality of the Portfolio.
- Imperfect market giving traders and smugglers considerable advantage over entrepreneurs.
- Inadequate human resource development programs, training facilities for entrepreneurs.
- Greater regulatory intervention in SME lending which may impact pricing and bring down revenue.
- Declining Net Interest Margin due to increase in cost of liquidity.
- Rapid liberalization & globalization.

6. Conclusion

Although the government of Bangladesh has taken some initiative in ensuring the growth ofSMEs and has shown its positive attitude towards this sector but those steps are not enough at all.Bangladesh Bank has already declared 'Loan Policy For SMEs' and directed all commercial banks and non-banking financial institutions to simplify the SME Loan procedures by opening separate SME Loan Centre. At this juncture, the inferences drawn by the present study and strategies & policies suggested can be of immense interest to related parties to SMEs for giving this sector appropriate direction towards development of economy of the country.As the experiences of SME finance in Bangladesh suggest, there is critical need for putting inplace a credit delivery system that evaluates the credit worthiness of borrowers, on a basisother than fixed asset ownership. The evaluation may require examining transaction recordsof the borrowers, assessing the value of movable assets etc. There will also be the need forenhanced post disbursement monitoring. An effective SME finance policy will have to coversuch enhanced cost of credit administration. In addition to credit guarantee or refinancingfacility there will have to be adequate rediscount facility for the primary lender toaccommodate these costs. Such credit line also needs to be made available to non-bankinstitutions such as the NGOs. Since the SME financing has been identified as a major obstacle to SME growth, the financing scheme should

also include special provisionsfor women entrepreneurs. Indeed, the Implementation of appropriate policies and strategiesis a prerequisite to harness sustainable competitiveness of SMEs around the country.Suggestive remarks have been stipulated in this write up. With that paradigm, proactivepolicy is essential to enact them. The first step this regard is to make firm's filly aware of thecompetitive challenges they have to face. The next step is to help SMEs prepare to meet thechallenge by understanding their strengths and weaknesses and providing the inputs theyneed to help them upgrade. Having ensured above those there will be remained big issues such as social and political instability and infrastructure. Paying the concern equally on to the challenges, SME sector can be the leading economic strength of Bangladesh.

Reference

1. Bangladesh Bank Report-2010
2. CIDA Reporton August 1, 2010
3. BSCIC Annual Report, 1997-‘98
4. Sarder, 1995
5. SME Background Study: Entrepreneurs Survey 2009, BIDS.Figures in parentheses represent of row percentages
6. Ahmed2008; Bahar and Uddin 2007
7. Rahman 2007
8. Bangladesh AurthonaitikSamiksha, 2003, Ministry of Finance.
9. Proposed Industrial Policy, 2002
10. T A Chowdhury and Kashfia Ahmed “An Appraisal of the Problems and Prospects of Small and Medium Enterprises (SMEs) Financing in Bangladesh: A Study on Selected Districts” Published by the Center for Research and Training.
11. Policy Analysis Unit, Bangladesh Bank,June 2008
12. SME & Special Programmes Department Bangladesh Bank “Small and Medium Enterprise (SME) Credit Policies &Programmes”
13. Dr. A.K.E Haque, and Mr. S Mahmud, “Economic Policy Paperon Access to Finance for SMEs: Problems and Remedies”
14. A Sinha“Experience of SMEs in South and South-east Asia”
15. DR. M.U AHMED “THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME) IN BANGLADESH: AN OVERVIEW OF THE CURRENT STATUS”
16. A.K.M. HelaluzZaman* Md. Jahirul Islam** “Small and Medium Enterprises Development in Bangladesh: Problems and Prospects”. (ASA University Review, Vol. 5 No. 1, January–June, 2011)
17. Md M Siddiquee* K. M. Z Islam** Md I Rahman*** “Revisiting SME Financing in Bangladesh” (Daffodil International University Journal of Business and Economics, Vol. 1, No. 1, July 2006)
18. Md. S Alam,Md. A Ullah “SMEs in Bangladesh and Their Financing :An Analysis and Some Recommendations” ISSN 1817-5090 (The Cost and Management Vol. 34 No. 3 May-June 2006, pp. 57-72).

Bangladesh
Journal of
Political
Economy

Note

© 2015 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 515-547
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

An Analysis of the Growth Trends of a First Generation Private Sector Bank in Post-Independence Period: A Study on AB Bank Limited

BISWAS SHAHEEN AHMMAD*

Abstract *In this paper, efforts have been made to analyse the growth trends of AB Bank Limited (ABBL) in post-independence period. AB Bank is one of the first Private Commercial Banks (PCBs) in Bangladesh. ABBL has shown remarkable growth in its activity. Important growth indicators of ABBL such as number of branches, manpower, deposits, loans and advances etc. have been anaiysed in this study with the help of simple linear regression. The trend growth rates of the indicators of ABBL (from 1982 to 2008) are positive.*

1. Introduction

The history of banking in most parts of the world is a history of private banking. Bangladesh is no exception. She has a long history of private banking from 1846 with the establishment of "Dacca Bank". Up to 1971 she gathered the experience of private banking of a long period of nearly one and a half centuries. After the independence of Bangladesh, the Government which assumed power in 1971, nationalised all banks (except the foreign ones) operating in the country with a view to establish the Government's socialist leaning economic policy. But a decade after, for various reasons, the denationalization and privatization process started again in the commercial banking sector of Bangladesh since 1983. In that year, two nationalised commercial banks (NCBs), namely Uttara Bank and Pubali Bank were denationalised and tranferred to private ownership and six new private commercial banks (PCBs) were established. These are new born private banks in

* PhD Fellow, IBS, RU & Assistant Professor (Economics), Officer on Special Duty, Directorate of Secondary and Higher Education, Ministry of Education.

post-independence called First Generation Private Sector Banks in Bangladesh. AB Bank Limited is one of them and the first private bank in Bangladesh. Now, it is necessary to analyse the trends of growth of ABBL for the period starting from 1982 to 2008.

2. Objectives of the Study

The major objective of the study is to analyse the growth trends of banking variables of ABBL.

3. Methodology

The sources of data are secondary. But, since those had to be collected and complied from the annual reports of different years (from 1982 to 2008) of ABBL. Important banking variables of ABBL such as branches, manpower, deposits, loans and advances, export, import, investment, income, expenditure and net profit have been measured in this study. These variables are treated as dependent variables (Y) and time is an independent variable (X). Simple linear regression has been undertaken to express the relationship between the dependent and independent variables with the help of SPSS (Statistical Package for Social Science Program). The coefficient of variations (R^2) is used to know how much of the variations in the dependent variable are explained by the independent variable included in the regression analysis. Some other statistical tools like tabular forms, trend lines, bar diagrams, percentages have been used in this study.

4. Growth Activities of ABBL

The banks are required to ensure an elastic supply of credit flow in the economy with a view to help the expansion of growth of GDP (Gross Domestic Product) of the country concerned. As Bangladesh is a developing country, so the banks are very important in our country for capital accumulation and savings mobilization. Banks are the means through which certain macro-economic objectives like attainment of monetary goals are expected to achieve. They jointly constitute an important economic agent for mobilizing resources as well as for efficient deployment of those resources in the productive ventures which the economy undertakes currently or in recent years. So, the role of the banks in building up a national economy is of paramount significance.

AB Bank is the first PCBs in Bangladesh. The vision statement of ABBL is “to be the trendsetter for innovative banking with excellence and perfection” and the mission statement is “to be the best performing bank in the country”. Since its

establishment with the above vision and mission, ABBL has shown as remarkable growth in regards to its activity. This is a very positive sign for any bank, which aims to reach its goal and turn its visions into a reality. As the PCBs were established with a purpose to ensure better services to consumers, efficiency among the competitors and to improve performance, it is an obligation to the PCBs that they maintain a continuous growth in their activities. It is a fact that the newly born PCBs have already gained more than two and a half decades' experiences in their operational activities. Though the period is not too long, but their activities already focused the trend of their operations. They have made a revolutionary work in the banking sector in respect of customer services, profit, growth and economic development etc. In this regard Dey observes, "private sector banks are helping concentration of wealth in the country, because these banks are providing funds to cater the needs of group of industrialists and businessmen. In short, the role and activities of these banks are similar to those performed by private banks of Pakistan Period". If we want to discover how ABBL is doing its performance according to its above visions and missions, we must analyse their Trend Growth Rate (TGR) in terms of its branches, deposits, manpower, exports, imports and many other factors. It gives us a clear pen-picture of the overall performance of the bank and tell us to what extent ABBL has achieved its targets. So, the study of trend growth rate of ABBL is very important to analyse its performance.

4.1. Growth Trend of Branches of ABBL

It is very important for a private bank to expand its branches. Because it wants to reach to the maximum number of customers. Bank branches are the only means through which ABBL can provide its services to the common people. One of the first generation private sector banks in Bangladesh, ABBL maintains twin objectives such as to maximize profit and customer satisfaction. Therefore, it is essential for them to extend their network of branches continuously to achieve higher coverage. ABBL intends to have its presence in every district of the country. To achieve this, ABBL not only has expanded its branches to the urban areas but also has expanded its branches to the rural areas. Now, we intend to explore their growth of branches that is shown in Table 1.1 and Figure 1.1.

Table 3.2 shows that the growth of branches of ABBL is all along the positive except the year of 2005. In 2005, the growth of branches of ABBL is negative that is (-4.29) per cent. This indicates that in this year the number of branches decreased. From the very beginning the growth of branches of ABBL sharply increased up to 1985. The highest growth rate of branches of ABBL was found in

Table 1.1: Growth of ABBL's Branches

Years	Total Number of Branches	Simple Growth Rate (SGR)
1982	2	-
1983	6	200
1984	9	50
1985	13	44.44
1986	18	38.46
1987	21	16.67
1988	24	14.29
1989	30	25
1990	35	16.67
1991	38	8.57
1992	46	21.05
1993	46	0
1994	50	8.70
1995	54	8
1996	55	1.85
1997	57	3.64
1998	59	3.51
1999	62	5.08
2000	62	0
2001	64	3.23
2002	69	7.81
2003	69	0
2004	70	1.45
2005	67	-4.29
2006	68	1.49
2007	71	4.41
2008	72	1.41

Annual Reports of ABBL of Different Years

1983 (200 per cent). The remarkable growth also existed in the years of 1984 (50 per cent), 1985 (44.44 per cent) and 1986 (38.46 per cent). After 1985, it slightly decreased. In the years of 1993, 2000 and 2003, the growth rates of branches of ABBL are zero. The conclusion from the above analysis is that the growth of AB Bank branches is continuously increasing day by day. The above Table 3.2 is shown below graphically.

From Figure 1.1, we can see that since its establishment, ABBL has enjoyed a high growth rate in its branches. But the growth rate was stagnant in the years of

Figure 1.1: Growth of ABBL'S Branches

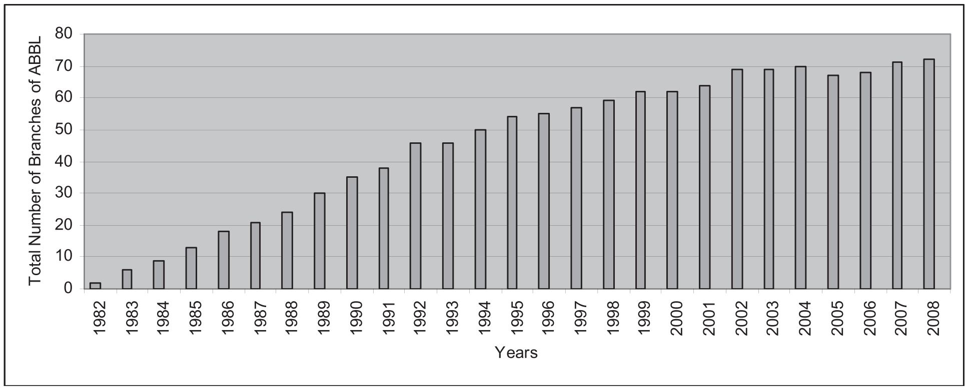

1993, 2000 and 2003. In the year of 2005, the growth of bank branches was negative. After that, it was an increasing trend.

4.2 Trend Growth Rate of Branch Expansion of ABBL

The researcher has analysed the growth trend of AB Bank's branches during the period from 1982 to 2008. Semi-logarithmic trend line is estimated for that period. The semi-logarithmic trend equation showing the relationship between AB Bank's branches (Y) as dependent variable and time (X) as independent variable has been fitted by the least square method and the significance of the coefficient of time has been tested by the t-test technique. The estimated form of the semi-logarithmic equation is:

$$\text{Log } Y = A+BX$$

Where, Y = AB Bank's branches, A= Constant, B= Estimated trend coefficient i.e., the slope of the trend and X = Point in time. The formula of TGR is as follows:

$$TGR = [\text{ antilog } (B) -1]\ 100$$

This growth rate is known as a semi-logarithmic least square trend growth or simply Trend Growth Rate (TGR). It is also a compound growth rate.

Table 1.2: Estimated Semi-logarithmic Trend Line of AB Bank's Branches (1982 to 2008) (Estimated Statistics of the Equation: Log Y = A + BX)

AB Bank's	A	B	t	R^2	TGR	P-value	Result
Branches	.982	.041	7.888	.713	9.90	.000	Significant

Table 1.1

Note: R^2= Coefficient of Determination

Table 1.2 shows that the trend line equation has positive slope (i.e., the sign of the coefficient of time denoted by B is positive) and the slope was found statistically significant at five per cent level of significance. The R^2 value of .71 revealed that the independent variable explained for about 71 percentages of the variations in dependent variables. The estimate of 't' 7.888 was found to be highly statistically significant. The trend growth rate of AB Bank's branches is found to be 9.90 per cent. Thus, it may be concluded from above analysis that the growth of AB Bank's branches has an increasing trend during the period under the study. Figure 1.2 explains the growth trends of branches of ABBL.

Figure 1.2: Estimated Trend Line of AB Bank's Branches during 1982 to 2008

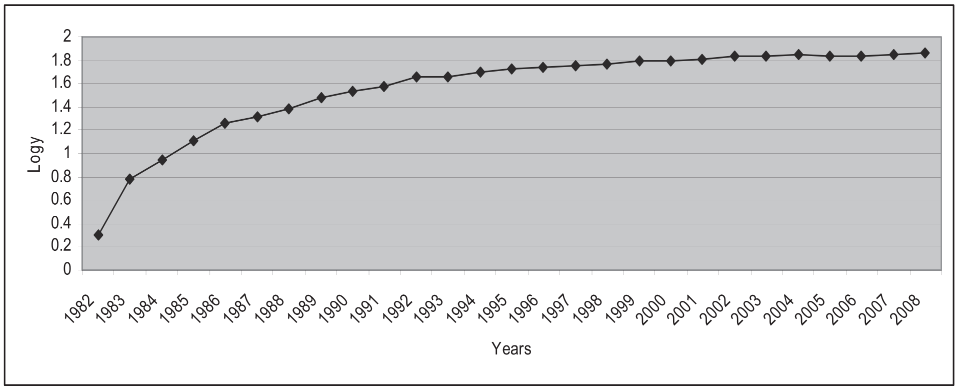

4.3 Growth of Manpower of ABBL

The significance of an effective and efficient management structure, for any organization, cannot be overemphasized. The management believes in having a strong and vibrant workforce to take the bank towards the path of progress. Therefore, the development of the human resource, will receive the management's utmost attention. That's why, manpower is considered as the gateway to success of an organization. It is a key and important asset of an organization. An organization can achieve its objectives through its manpower. Banking organization is no exception to this fact. Moreover, banking being a service industry, manpower is more important in banks than in other manufacturing industries. The modern computerized banking is experimentally started in very limited number of urban branches of NCBs and PCBs. In this regard, the PCBs had a better starting than the NCBs. From the very beginning of ABBL, it recruits the best of the best in our country so that they can take a long way to face the challenges of the 21st century of the banking sector. Now, with this view of the growth of manpower of ABBL is given in the Table 1.3.

Table 1.3: Growth of ABBL's Manpower

Years	Number of Employees	Simple Growth Rate
1982	N/A	-
1983	350	-
1984	411	17.43
1985	480	16.79
1986	601	25.21
1987	648	7.82
1988	697	7.56
1989	838	20.23
1990	960	14.56
1991	1038	8.13
1992	1246	20.04
1993	1353	8.59
1994	1454	7.46
1995	1538	5.78
1996	1542	0.26
1997	1540	-0.13
1998	1540	0
1999	1472	-4.42
2000	1555	5.43
2001	1590	2.25
2002	1659	4.34
2003	1602	-3.44
2004	1726	7.74
2005	1525	-11.65
2006	1590	4.26
2007	1725	8.49
2008	1804	4.58

nnual Reports of ABBL of Different Years

Table 1.3 shows the growth of manpower of ABBL is all along the positive except the years of 1997, 1999, 2003 and 2005. In the years of 1997, 1999, 2003 and 2005, the growth rates of manpower of ABBL are negative, i.e., (-0.13), (-4.42), (-3.44) and (-11.65) per cent. This means that in those years, the numbers of employees had decreased. At the very beginning, the growth of workforce of ABBL shows a high positive growth rate up to 1989. After 1989, the growth is positive but a decreasing trend. The highest growth rate of manpower was achieved in 1986 (25.21 per cent). In 1992, it is a high positive growth rate. After 1992, again it is decreasing. In 1998, the growth rate is zero. At last, the

Figure 1.3: Manpower Growth of ABBL

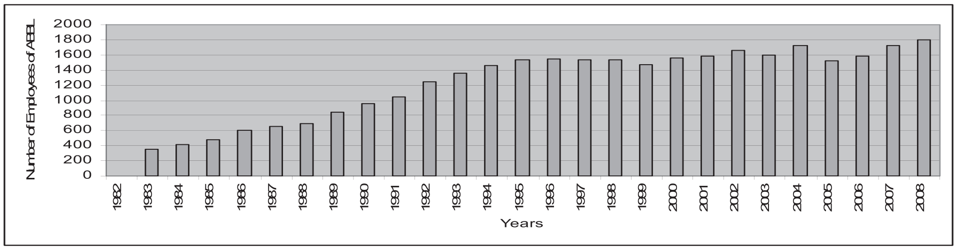

Table 1.3

conclusion from the above analysis is that the growth of manpower of ABBL is continuously increasing day by day. The growth of manpower of ABBL is shown below graphically.

Figure 1.3 shows that ABBL registered a steady growth in the initial stage. However, there was a drop in the number of workforce of ABBL in the years of 1997, 1999, 2003 and 2005. Except of those years, the growth of workforce of ABBL is positive.

4.4 Trend Growth Rate of Manpower

The trend growth rate of manpower of ABBL has been analysed by the researcher during the period from 1982 to 2008. Semi-logarithmic trend line is estimated for that period. The semi-logarithmic trend equation shows the relationship between number of employees (Y) as dependent variable and time (X) as independent variable. It has fitted by the least square method and the significance of the coefficient of time has been fitted by the t-test technique. The estimated semi-logarithmic trend equation for manpower growth is shown in Table 1.4.

Table 1.4: Estimated Semi-logarithmic Trend Line of Manpower of ABBL (1982-2008) (Estimated Statistics of the Equation: Log Y = A+BX)

Manpower	A	B	t	R^2	TGR	P-value	Result
of ABBL	2.698	.025	9.284	.782	5.93	.000	Significant

Table 1.3

Note: R^2= Coefficient of Determination

Table 1.4 shows that the trend line equation has positive slope (i.e., the sign of the coefficient of time denoted by B is positive) and the slope was found statistically significant at five per cent level of significance. The Rvalue of .78 revealed that the independent variable explained for about 78 percentages of the variations in dependent variables. The estimate of 't' 9.284 was found to be highly statistically

Figure 1.4: Estimated Trend Line of Manpower

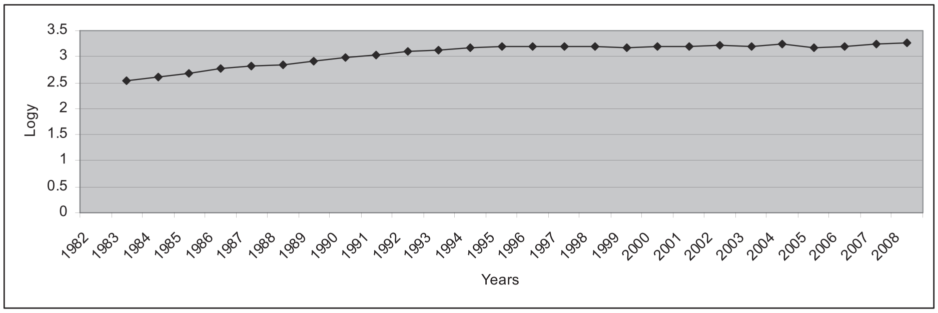

Table 1.3

significant. The trend growth rate of AB Bank's manpower is found to be 5.93. It, therefore, suggests that the number of employees of ABBL increased during the period. Figure 1.4 explains the growth trend of manpower of ABBL from 1982 to 2008.

4.5 Growth of Deposits of ABBL

Deposit is the heart of the bank. Because all the activities of the banks are dependent on deposits. The existence of a commercial bank is totally impossible in the absence of deposits. So, every bank expects that deposits will be sufficient, safe and the flow of deposit will remain smooth. According to the privatization perspective of the banks, it is their obligation to mobilize scattered savings and turn them into capital. It is the most important functions of both NCBs and PCBs. If they fail to acquire optimum level of deposit in a given time period, they are sure to fail in achieving their mission and vision. Jahangir Alam and Al Nahian Riyadh (2003) opine that PCBs are far ahead of the NCBs operating in deposit collection in Bangladesh. Among the PCBs, the third generation banks like Eastern Bank Limited, Dhaka Bank Limited and South East Bank Limited are doing better than that of the first and second generation PCBs due to modern banking systems and efficient human resources. Therefore, it may appear that being a member of the first generation banks; ABBL is loosing the race to the third generation banks. But actually in spite of belonging to an old aged group, performance of ABBL in deposit collection is quite impressive. Yet there is a room for the management of ABBL to reconsider the scope of modern and e-banking system and a more dynamic workforce, which can bring more deposit. We can now see the status of deposit collection of ABBL in more details in Table 1.5.

Table 1.5: Growth of Deposits of ABBL (Taka in Million)

Years	Total Amount of Deposits	Simple Growth Rate
1982	153	-
1983	744.3	386.47
1984	1385.3	86.12
1985	1830.5	32.14
1986	2353.3	28.56
1987	3145.2	33.65
1988	3449.1	9.66
1989	4586.5	32.97
1990	5378.7	17.27
1991	6688.3	24.35
1992	8275.40	23.73
1993	9014.39	89.30
1994	9438.04	4.70
1995	9863.93	4.51
1996	9710.51	-1.56
1997	10506.56	8.20
1998	11716.21	11.51
1999	13625.27	16.29
2000	16596.33	21.81
2001	19409.88	16.95
2002	25524.58	31.50
2003	27260.16	6.80
2004	28299.23	3.81
2005	27361.44	-3.31
2006	42077.00	53.78
2007	53,375.35	26.85
2008	68,560.47	28.45

Annual Reports of ABBL of Different Years

Table 1.5 shows that ABBL had a continuous positive growth in its deposit collection except the years of 1996 and 2005. The highest growth rate was recorded in the year of 1983, which is an impressive growth of 386.47 per cent.

Figure 1.5: Growth of Deposit of ABBL

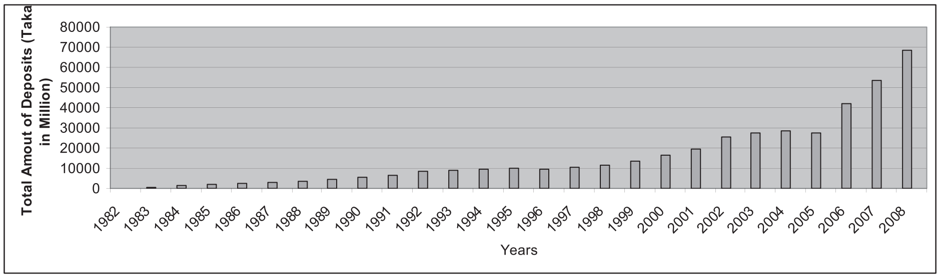

Table 1.5

The remarkable growth rates were recorded in the years of 1984 (86.12 per cent), 1993 (89.30 per cent) and 2006 (53.78 per cent). There have been some ups and downs in the simple growth rate of ABBL's deposit. This is further shown in Figure 1.5.

4.6 Trend Growth Rate of Deposits

The semi-logarithmic trend line is estimated for measuring trend growth rate of deposits. The semi-logarithmic trend equation showing the relationship between deposits (Y) as dependent variable and time (X) as independent variable has been fitted by the least square method and the significance of the coefficient of time has been tested by the t-test technique. The estimated semi-logarithmic trend equation for deposits is shown in Table 1.6.

Table 1.6: Estimated Semi-logarithmic Trend Line of Deposits of ABBL (1982 -2008)
(Estimated Statistics of the Equation: $Log\ Y = A + BX$)

Deposits of	A	B	t	R^2	TGR	P-value	Result
ABBL	2.917	.071	14.306	.891	17.76	.000	Significant

Table 1.5

Note: R^2= Coefficient of Determination

Table 1.6 shows that the trend line equation has positive slope (i. e., the sign of the coefficient of time denoted by 'B' is positive) and the slope was found statistically significant at five per cent level of significance. It, therefore, suggests that the amount of deposits of ABBL during the above time period has increased. Figure 1.6 explains the estimated trend growth rate of deposit of ABBL from 1982 to 2008.

Figure 1.6: Estimated Trend Line of Deposits of ABBL

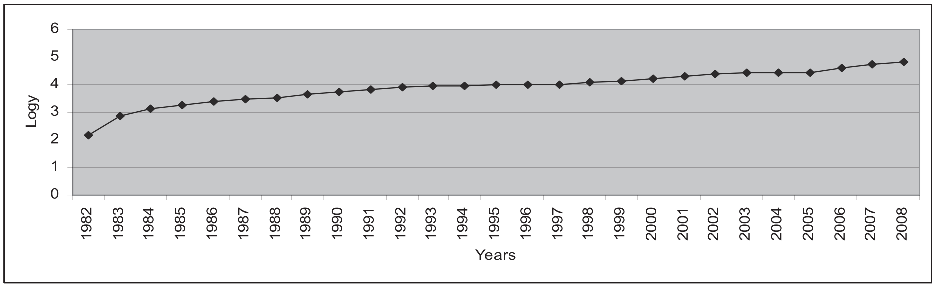

Table 1.5

4.7 Growth of Loans and Advances of ABBL

The main functions of commercial banks are to receive scattered savings from the people and lend those savings to the individuals and business enterprises. Through

the lending process they create money and as a result they provide liquidity to the economy. Loans and advances of a bank bears a great economic significance, which enables a producer to bridge gap between the production and sale of his goods and a consumer to consume goods out of his future income. As a part of the money supply it is considered as the circulation of blood in the nerves of a dynamic and growing economy. Thus, commercial banks can assist to remove sectoral bottlenecks.

Growth in loans and advances is one of the important factors for the PCBs that actually generate profit of a bank. It is the single most important function of PCBs

Table 1.7: Growth of Loans and Advances of ABBL (Taka in Million)

Years	Loans & Advances	SGR
1982	117	-
1983	554.30	373.76
1984	1067.50	92.59
1985	1250.30	17.12
1986	1598.60	27.86
1987	2049.30	28.19
1988	2797.00	36.49
1989	3596.90	28.60
1990	4216.60	17.23
1991	5107.60	21.13
1992	6526.71	27.78
1993	6811.44	4.36
1994	6245.19	-8.31
1995	6735.21	7.85
1996	6700.86	-0.51
1997	6741.88	0.61
1998	7807.24	15.80
1999	10768.81	37.93
2000	12682.18	17.77
2001	14861.98	17.19
2002	19477.32	31.05
2003	20435.24	4.92
2004	17008.50	-16.77
2005	21384.63	25.72
2006	31289.25	32.46
2007	40915.35	30.76
2008	56708.54	38.60

All the figures are tabulated from Annual Reports of Different Years, ABBL

through which the banks generate profits and other operating expenses. After collecting deposits from various sectors and turning them into capital, banks provide these capitals as loans and advances to the debtors on fixed rate, which is a little higher than the rate of deposit collection. Thus, the banks generate profits and maintain their operating expenses from the gap of two interest rates. Now, we can explain the loans and advances of ABBL in more details in Table 1.7.

All the figures are tabulated from Annual Reports of Different Years, ABBL. We have analysed the simple growth rate of ABBL's loans and advances in Table 1.7. It shows that in the initial year of 1984, it had an outstanding growth of 92.59 per cent. The highest growth rate was recorded in the year 1983 (373.76 per cent). After this year, the SGR of loans and advances of ABBL kept on decreasing trend. Again, it was an increasing trend up to 1988. So, there were ups and downs of loans and advances of ABBL. In the years 1994 (-8.31 per cent), 1996 (-0.51 per cent) and 2004 (-16.77 per cent) there existed a negative trend. This indicated that the loans and advances of ABBL were decreased. This is shown in further details in Figure 1.7.

Figure 1.7: Growth of Loans and Advances of ABBL

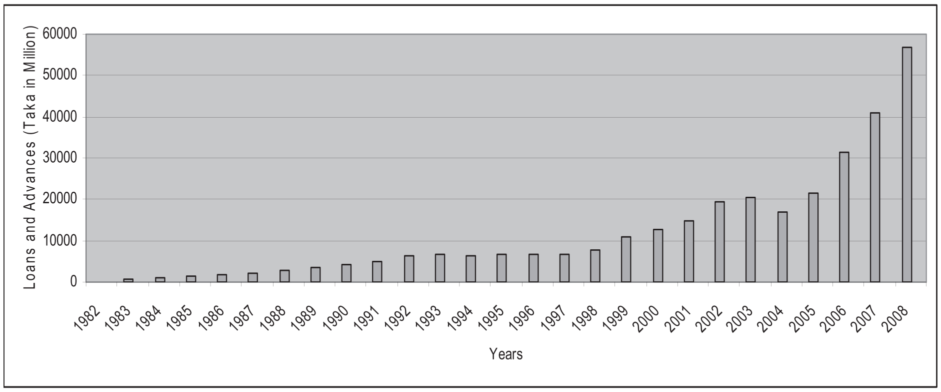

Table 1.7

4.8 Trend Growth Rate of Loans and Advances of ABBL

The semi-logarithmic trend line is estimated for measuring trend growth rate of loans and advances. The semi-logarithmic trend equation showing the relationship between loans and advances (Y) as dependent variable and time (X) as independent variable has been fitted by the least square method and the significance of the coefficient of time has been tested by the t-test technique. The estimated semi-logarithmic trend equation for loans and advances is shown in Table 1.8.

Table 1.8: Estimated Semi-logarithmic Trend Line of Loans and Advances of ABBL (1982 -2008) (Estimated Statistics of the Equation: Log Y = A+BX)

Loans and Advances of ABBL	A	B	t	R^2	TGR	P-value	Result
	2.779	.071	14.222	.890	17.76	.000	Significant

Table 1.7

Note: R^2= Coefficient of Determination

Table 1.8 shows that the trend line equation has positive slope (i. e., the sign of the coefficient of time denoted by 'B' is positive) and the slope was found statistically significant at five per cent level of significance. It, therefore, suggests that the amount of deposits of ABBL during the above time period has increased. Figure 1.8 explains the estimated trend growth rate of loans and advances of ABBL from 1982 to 2008.

Figure 1.8: Estimated Trend Line of Loans and Advances of ABBL

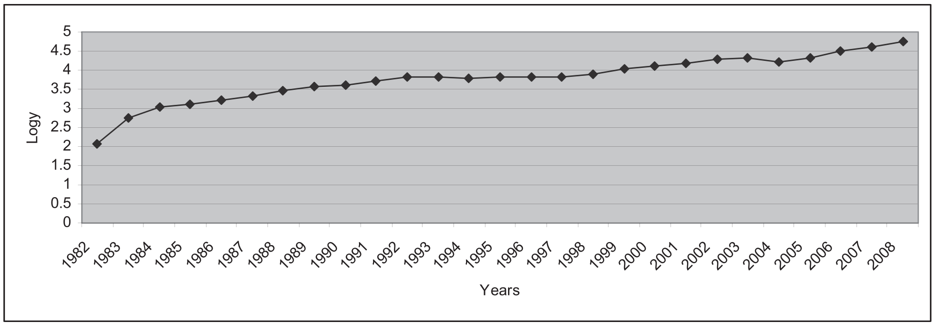

Table 1.7

4.9 Growth of Import Business

The foreign trade including import and export business of a country is transacted through banks. It is impossible to conduct international business between two countries without banks. So, in this regard, banks play an important role in maintaining international business. However, as we know that Bangladesh is an import-oriented country, so banks have a huge impact over the economy by assisting the import business. Banks contribute to the import business through various ways such as transaction of currencies and goods and services, L/Cs and providing loans to the importers.

Letter of Credit (L/C) is the main service provided by the banks is utilized by both importers and government in conducting and regulating import. "A letter of credit is a document or order by a banker in one place, authorizing some other banker, acting as his agent or correspondent in another place, to honor the drafts or

cheques of a person named in the document, up to the amount stated in the letter and charge the total amount of the drafts so honored or payments so made to the grantor of the letter of credit".

The sale of goods across the world is now usually arranged by means of confirmed credits. The buyer requests his banker to open a credit in favor of the seller and in pursuance of that request the banker, or his foreign agent, issue a confirmed credit in favor of the seller. This credit is a promise by the banker to pay money to the seller in return for the shipping documents. Then the sellers, when he presents the documents, get paid the contract's price. The conditions of

Table 1.9: Growth of Import Business

(Taka in Million)

Years	Import	SGR
1982	400.23	-
1983	1177.20	194.13
1984	2475.00	110.24
1985	2250.25	-9.08
1986	2239.30	-0.49
1987	3409.90	52.28
1988	3713.80	8.91
1989	5491.90	47.88
1990	5218.90	-4.97
1991	6929.50	32.78
1992	7040.00	1.59
1993	7190.58	2.14
1994	8275.78	15.09
1995	8573.00	3.59
1996	7645.80	-10.83
1997	9114.90	19.21
1998	10000.70	9.72
1999	10065.30	0.65
2000	13119.00	30.33
2001	12428.08	-5.27
2002	17213.00	38.50
2003	19281.23	12.01
2004	19266.00	-.07
2005	23150.85	20.16
2006	42860.24	85.13
2007	48441.35	13.02
2008	70041.35	44.59

Annual Reports of ABBL of Different Years

the credit must be strictly fulfilled; otherwise the seller would not be entitled to draw on it. Now, we can explain the growth of import of ABBL in more details in Table 1.9.

From Table 1.9, we can see that the highest growth of import business of ABBL was occurred in 1983 (194.13 per cent). The outstanding growth rate was held in the year of 1984 (110.24 per cent). After this year, the growth of import business was negative. In the year of 1987, the growth was impressive. Again, it was positive but decreased. So, there were ups and downs of the growth of import business of ABBL. To get a deep understanding of those growths, we look at the simple growth rate of ABBL's import business in Table 1.9, where we can see that there is no constant increasing growth rate in its import business. Although we see a wide fluctuation in the growth rate, the overall amount increased in a positive manner except the years 1985, 1986, 1990, 1996, 2001, 2004 where the growth rate went negative. In 2008, imports (44.59 per cent) experienced significant growth keeping in pace with the overall business. Major import finance of ABBL was in the areas of food items, textiles, and scrap vessels among others. This is shown in further details in Figure 1.9.

Figure 1.9: Growth of Import of ABBL

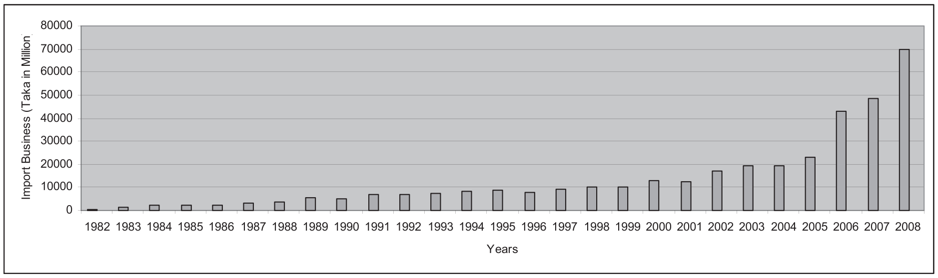

Table 1.9

4.10 Trend Growth Rate of Import Business of ABBL

The semi-logarithmic trend line is estimated for measuring trend growth rate of import business of ABBL. The semi-logarithmic trend equation showing the relationship between import (Y) as dependent variable and time (X) as independent variable has been fitted by the least square method and the significance of the coefficient of time has been tested by the t-test technique. The estimated semi-logarithmic trend equation for import is shown in Table 1.10.

Table 1.10 shows that the trend line equation has positive slope (i. e., the sign of the coefficient of time denoted by 'B' is positive) and the slope was found statistically significant at five per cent level of significance. It, therefore, suggests

Table 1.10: Estimated Semi-logarithmic Trend Line of Loans and Advances of ABBL (1982 -2008) (Estimated Statistics of the Equation: Log Y = A+BX)

Import	A	B	t	R^2	TGR	P-value	Result
Business of ABBL	3.066	.059	15.380	.904	14.55	.000	Significant

Table 1.9

Note: R^2= Coefficient of Determination

that the import business of ABBL during the above time period has increased. Figure 1.10 explains the estimated trend growth rate of import business of ABBL

Figure 1.10: Estimated Trend Line of Import Business of ABBL

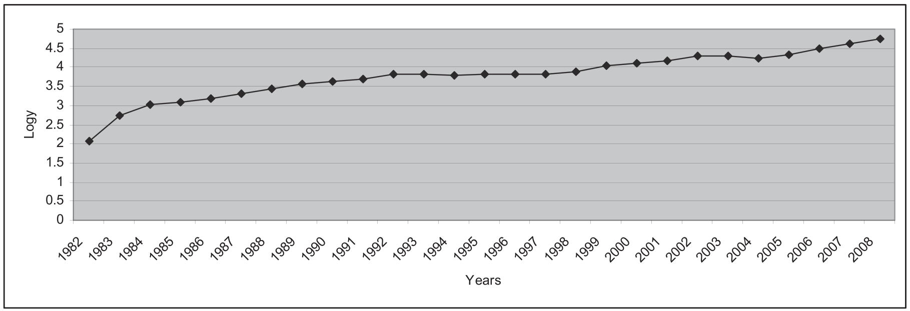

Table 1.9

4.11 Growth of Export Business

Banks play a vital role in the prosperity of a country through influencing and facilitating export business. As we have mentioned earlier that no international trade or exchange can take place without banks. By facilitating communication transaction and providing assurance for safety, banks create a flexible environment where local business and exporters can sell their products in the foreign market and bring much foreign currency to be utilized in the development of a country. As Bangladesh is mostly an import-oriented country, banks have a limited role in the field of export. However, there are a number of potential industries such as leather, frozen food, ready-made garments, knitwear, and customized software and so on; where we cannot neglect the importance of banks that can take Bangladeshi export business to a long way.

PCBs as well as the NCBs are the only source for exporter to acquire finance for their business and sell their products in the foreign market. However, in this competition, PCBs are more preferable among the business community as they are more flexible and efficient in response to their customers and provide a

Table 1.11 : Growth of Export Business of ABBL

(Taka in Million)

Years	Export	SGR
1982	50	-
1983	141.80	183.60
1984	256.80	81.10
1985	600.21	133.73
1986	762.30	27.00
1987	984.30	29.12
1988	1264.30	28.45
1989	1676.90	32.63
1990	2311.10	37.82
1991	2965.70	28.32
1992	3918.80	32.13
1993	4473.63	14.16
1994	5144.49	14.99
1995	4534.26	-11.86
1996	4488.90	-1.00
1997	5181.39	15.43
1998	6079.80	17.34
1999	6818.10	12.14
2000	8435.80	23.73
2001	8275.10	-1.90
2002	8467.00	2.32
2003	9743.08	15.07
2004	10100.00	3.66
2005	12595.20	24.70
2006	17876.15	41.93
2007	20676.61	15.67
2008	28937.24	39.95

Annual Reports of ABBL of Different Years

number of lucrative packages to their clients on a lower interest rate. However, as they are profit-driven organization they cannot exceed their capability in order to meet the needs of the customers like the NCBs. At last, we can come to the conclusion that PCBs are quite efficient in satisfying needs of the clients more efficiently, sharply and timely at a comparatively higher rate. Now, we can discuss the growth of export business of ABBL in more details in Table 1.11.

From Table 1.11, we can see that at the very initial stage, the impressive export growth of ABBL was seen in the years of 1983 (183.60 per cent), 1984 (81.10 per cent) and 1985 (133.73 per cent). After that, the growth of export went to decrease

but was positive. In the years of 1995 (-11.86), 1996 (-1.00 per cent) and 2001 (-1.90 per cent) we have seen a negative export growth. From the above Table, we can come to a conclusion that there were ups and downs of export growth of ABBL. The impressive growth rates were achieved in the years of 1990 (37.82 per cent) and 2006 (41.93 per cent). In 2008, exports (39.95 per cent) experienced significant growth keeping in pace with the overall business. Export business concentration was in the area of frozen fish, ready-made garments, knitwear and other indigenous products. The above Table is shown below graphically:

Figure 1.11 : Growth of Export Business of ABBL

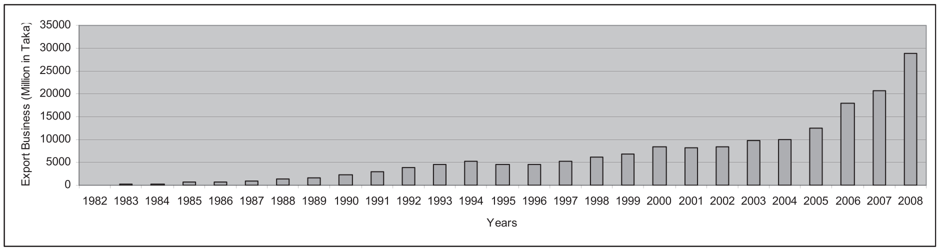

Table 1.11

4.12 Trend Growth Rate of Export Business of ABBL

The semi-logarithmic trend line is estimated for measuring trend growth rate of export business of ABBL. The semi-logarithmic trend equation showing the relationship between export (Y) as dependent variable and time (X) as independent variable has been fitted by the least square method and the significance of the coefficient of time has been tested by the t-test technique. The estimated semi-logarithmic trend equation for import is shown in Table 1.12.

Table 1.12: Estimated Semi-logarithmic Trend Line of Export of ABBL (1982 -2008) (Estimated Statistics of the Equation: Log Y = A + BX)

Export	A	B	t	R^2	TGR	P-value	Result
Business of ABBL	2.406	.078	12.817	.868	19.67	.000	Significant

Table 1.11

Note: R^2= Coefficient of Determination

Table 1.12 shows that the trend line equation has positive slope (i. e., the sign of the coefficient of time denoted by ‘B’ is positive) and the slope was found statistically significant at five per cent level of significance. It, therefore, suggests that the export business of ABBL during the above time period has increased. Figure 1.12 explains the estimated trend growth rate of export business of ABBL from 1982 to 2008.

Figure 1.12: Estimated Trend Line of Export Business of ABBL

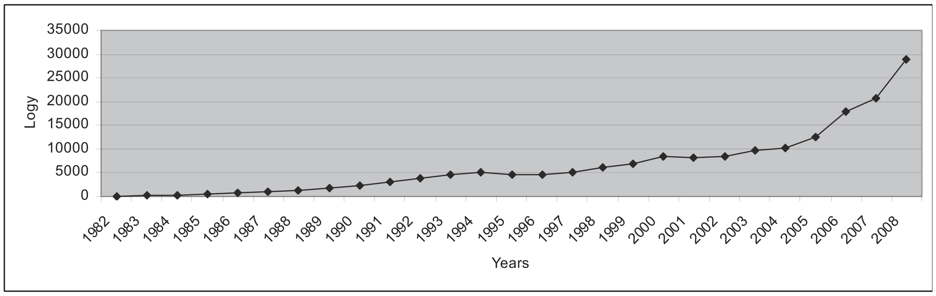

Table 1.11

4.13 Growth of Investment

AB Bank Limited, which is the pioneer private bank in the country, has been established at a critical time when the nation realized the importance of greater needs of banking service which is a pre-condition for the industrialization, especially in the private sector.

Growth of investment is very important for any organization. Especially for financial organization like PCBs, it is very critical that they keep on increasing their investments as they mature in business. Banks, no matter nationalized or PCBs, have a number of areas where they can invest their capital to utilize it to its maximum extent. Now, most of the businesses like industries (chemical, paper, garments, leather, constructions and finance) are working on the investment of the banks. Therefore, it is an essential factor for the PCBs to maintain a steady growth in their investment because without adequate investment their whole existence might come under jeopardy. That is why, every PCBs puts very importance on increasing its investments. Although banks have a number of areas where they can invest, they have divided their investments area into two parts. These are: (1) Government and (2) Others. Government part comprises treasury bonds and prize bonds etc. On the other hand, debentures, bonds and ordinary shares build up the other part. No matter which area the banks invest, they do so with two objectives ahead of them. These are:

1. To assist Central Bank as well as national economy to prosper by maintaining the flow of money in the country; and
2. To utilize their deposits in order to gain more ensured profit.

Beginning with the year 2007, Investment Banking Division was established to bring in coherence and focus in the capital market service segment of the bank. AB is the pioneer to launch merchant banking services among all commercial banks in late 2002. Since its inception, it has continuously strived towards the development of investor confidence and the capital market as a whole. Today, the

portfolio size of the Merchant Banking Wing (MBW) represents more than 1 per cent of the total market capitalization of the Dhaka Stock Exchange, the prime bourse. In 2008, MBW managed one of the largest IPO worth Taka 115.00 crore for First Security Bank Limited and a private sector Direct Listing for Shinepukur Ceramics Limited worth Taka 35.00 crore respectively. AB also stepped into one-stop stock brokerage service with corporate memberships at both the Dhaka and Chittagong Exchange in 2008 for substantial turnovers. Being committed to offer innovative and diversified services, bank also launched Custodial Services in 2007 to cater the investment needs of NRBs and foreign investors.

Table 1.13: Growth of Investment of ABBL from 1982 to 2008

(Taka in Million)

Years	Investment	SGR
1982	110.20	-
1983	166.00	50.64
1984	220.7	32.95
1985	300.50	36.16
1986	364.4	21.26
1987	400.30	9.85
1988	531.40	32.75
1989	673.0	26.65
1990	755.80	12.30
1991	890.10	17.77
1992	1100.55	23.64
1993	1249.17	13.50
1994	1019.57	-18.38
1995	1423.16	39.58
1996	1676.97	17.83
1997	1537.38	-8.32
1998	1703.91	10.83
1999	2113.06	24.01
2000	2429.66	14.98
2001	2703.73	11.28
2002	3218.63	19.04
2003	3335.87	3.64
2004	6738.15	101.99
2005	4060.95	-39.73
2006	6281.37	54.68
2007	8884.60	41.44
2008	11408.54	28.40

Annual Reports of ABBL of Different Years

Optimistic about the growth of capital market in future and proactive to equip with a diversified range of products and services to cater all kinds of capital market service needs, AB plans to launch an Asset Management Company. Keeping in pace with the vision to reach services to the investors across Bangladesh, geographic expansion at several places in Dhaka, Chittagong and Sylhet are planned in addition to the existing platforms. Now, the following Table 1.13 shows the growth of investment of ABBL from 1982 to 2008.

From Table 1.13, we can see that at the initial stage, the growth of investment of ABBL increased up to 1985. After this year, the growth of investment was positive but decreased. In this way, there were ups and downs of the growth of investment of ABBL. In the years of 1994, 1997 and 2005, the growth of investment of ABBL was negative. The highest growth rate was recorded in the year 2004 (101.99 per cent). The significant growth rates were achieved in the years of 2007 (41.44 per cent), 2006 (54.68 per cent) and 1983 (50.64 per cent). Except those years, we can come to a conclusion that the growth of investment of ABBL is increasing day by day. This is shown further in details in Figure 1.13.

Figure 1.13: Growth of Investment of ABBL

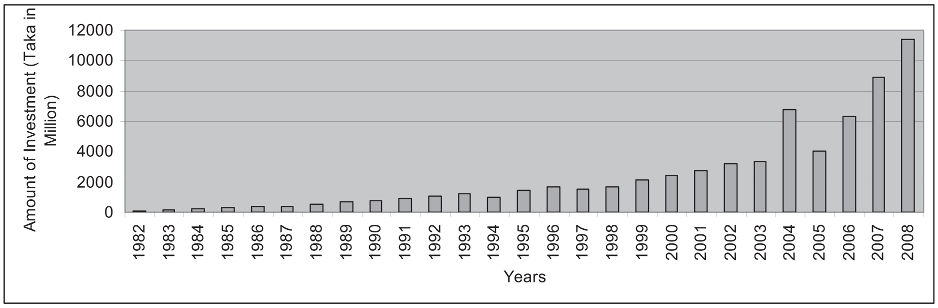

Table 1.13

4.14 Trend Growth Rate of Investment of ABBL

The semi-logarithmic trend line is estimated for measuring trend growth rate of investment of ABBL. The semi-logarithmic trend equation showing the relationship between investment (Y) as dependent variable and time (X) as

Table 1.14: Estimated Semi-logarithmic Trend Line of Investment of ABBL (1982 -2008) (Estimated Statistics of the Equation: Log Y = A+BX)

Investment of ABBL	A	B	t	R^2	TGR	P-value	Result
	2.195	.065	27.971	.969	16.55	.000	Significant

Note: R^2= Coefficient of Determination
Table 1.13

independent variable has been fitted by the least square method and the significance of the coefficient of time has been tested by the t-test technique. The estimated semi-logarithmic trend equation for investment is shown in Table 1.14.

Table 1.14 shows that the trend line equation has positive slope (i. e., the sign of the coefficient of time denoted by 'B' is positive) and the slope was found statistically significant at five per cent level of significance. It, therefore, suggests that the investment of ABBL during the above time period has increased. Figure 1.14 explains the estimated trend growth rate of investment of ABBL from 1982 to 2008.

Figure 1.14: Estimated Trend Line of Investment of ABBL

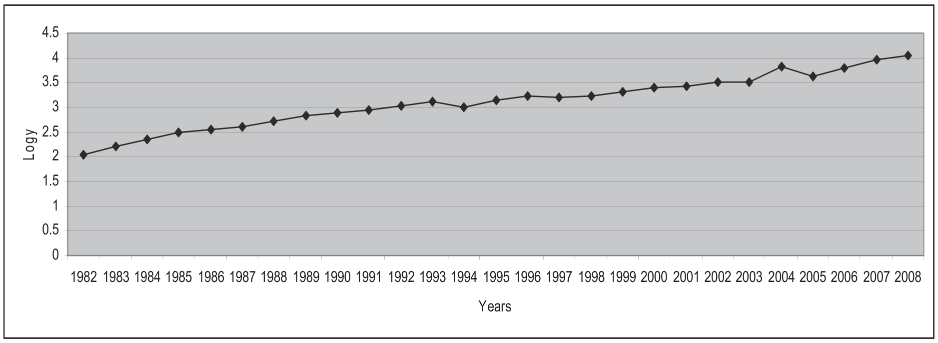

Table 1.13

4.15 Growth of AB Bank's Income, Expenditure and Net Profit

Like any other institution commercial banks also require income for its survival. Income is considered as the closest proxy of its total output. It represents the reward or return of all banking operations. On the other hand, expenditure is treated as the closest proxy of all the inputs of banking production function. In other words, it represents the cost of all inputs used for its operation. The difference between total income and total expenditure represents net profit. The balance of net profit after making necessary provision for tax is divisible among the owners or shareholders. Hence, the volume of total income and total expenditure represents the activities of the banks and net profit after making provision for tax represent the net result of all activities.

4.15.1 Growth of Total Income

For a financial institution especially like PCBs, it is very important to generate income at a satisfactory level. As they are profit-oriented organizations, they have obligations towards their investors, shareholders, stakeholders by providing them continuous return on their input. It is not like a non-profit organization that is not

obligated to anyone in regards to loss or profit. Incomes for PCBs, come from various sources such as credit allocation, loans and investments. Now, growth of ABBL's total income is analysed in Table 1.15.

Table 1.15: Growth of Total Income of ABBL

(Taka in Million)

Years	Total Income	SGR
1982	12.33	-
1983	79.91	1668
1984	646.13	179
1985	274.90	39
1986	324.34	17
1987	386.38	1
1988	506.6	2
1989	586.24	-63
1990	762.80	171
1991	878.60	34
1992	998.94	20
1993	1003.94	-22
1994	921.44	75
1995	862.88	-41
1996	978.44	155
1997	1049.68	-13
1998	1159.40	-1
1999	1353.13	0
2000	1782.01	79
2001	2199.45	66
2002	2419.51	-10
2003	2985.15	69
2004	3001.20	5
2005	3149.04	12
2006	5413	21
2007	8487.20	24
2008	11485.18	45

Annual Reports of ABBL of Different Years

Table 1.15 shows the growth of total income of ABBL from 1982 to 2008. The total income of ABBL increased to Taka 12.33 million in 1982 against Taka 79.91 million in 1983 showing an increase of 1668 per cent over the previous year. In this way, the SGR of ABBL sharply decreased to 179 per cent in 1984. After 1984, it was followed by a decreasing trend up to 1988. The maximum SGR of ABBL was 1668 per cent recorded in the year of 1983. The negative SGRs of total income of ABBL were (-63 per cent), (-22 per cent), (-4 per cent), (-13 per cent),

Figure 1.15: Growth of Total Income of ABBL

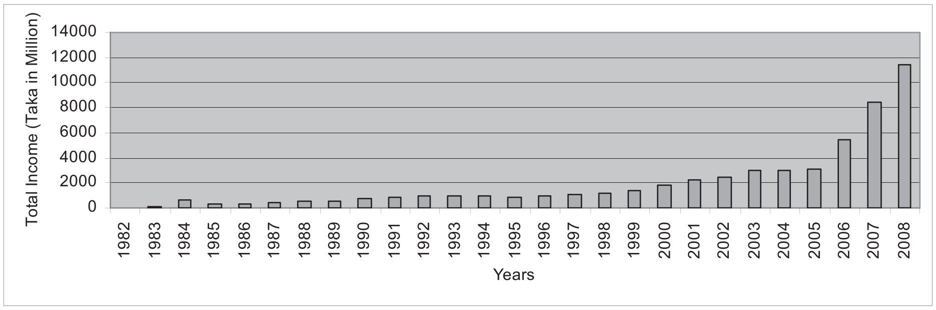

Table 1.15

(-1 per cent) and (-10 per cent) recorded in the years of 1989, 1993, 1995, 1997, 1998 and 2002. Except those years, the total income of ABBL showed an increasing growth trend. This is shown further in details in Figure 1.15.

4.15.2 Trend Growth Rate of Total Income of ABBL

The semi-logarithmic trend line is estimated for measuring trend growth rate of total income of ABBL. The semi-logarithmic trend equation showing the relationship between total income (Y) as dependent variable and time (X) as

Table 1.16: Estimated Semi-logarithmic Trend Line of Total Income of ABBL (1982 -2008) (Estimated Statistics of the Equation: Log Y = A+BX)

Total Income	A	B	t	R^2	TGR	P-value	Result
of ABBL	2.052	.067	9.926	.798	16.68	.000	Significant

Note: R^2= Coefficient of Determination
Table 1.15

independent variable has been fitted by the least square method and the significance of the coefficient of time has been tested by the t-test technique. The estimated semi-logarithmic trend equation for total income is shown in Table 1.16.

Figure 1.16: Estimated Trend Line of Total Income of ABBL

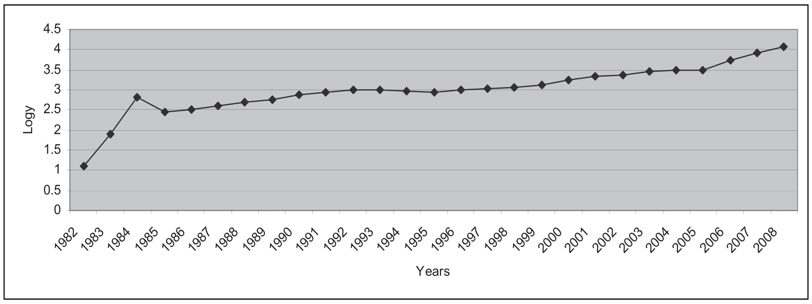

Table 1.15

Table 1.16 shows that the trend line equation has positive slope (i. e., the sign of the coefficient of time denoted by 'B' is positive) and the slope was found statistically significant at five per cent level of significance. It, therefore, suggests that the total income of ABBL during the above time period has increased. Figure 1.16 explains the estimated trend growth rate of total income of ABBL from 1982 to 2008.

4.15.3 Growth of Total Expenditure

Growth of expenditure for a bank is also an important factor. Usually where growth in expenditure does not only mean increase on their expenses but rather a growth in their capacity and capability. A bank may increase its expenditure to

Table 1.17: Growth of Total Expenditure of ABBL

(Taka in Million)

Years	Total Expenditure	SGR
1982	11.96	-
1983	64.37	438
1984	597.90	829
1985	204.55	-66
1986	255.48	25
1987	321.84	26
1988	436.42	36
1989	555.69	27
1990	693.50	25
1991	779.92	12
1992	898.49	15
1993	916.77	2
1994	796.08	-13
1995	791.44	-1
1996	805.15	2
1997	910.13	13
1998	1020.96	12
1999	1215.46	19
2000	1518.15	25
2001	1756.17	16
2002	2317.34	32
2003	2821.80	22
2004	2641.14	-6
2005	2394	-9
2006	4702.31	96
2007	5161.91	10
2008	7186.79	39

Annual Reports of ABBL of Different Years

increase the number of bank branches, acquisition of workforce and maintenance, development and motivation of its human resources. Banks should keep in mind that without expanding their operation and business and developing their workforce, it would be very difficult for them to sustain themselves in this competitive market. Now, growth of ABBL's total expenditure is displayed in Table 1.17.

Figure 1.17 Growth of Total Expenditure of ABBL

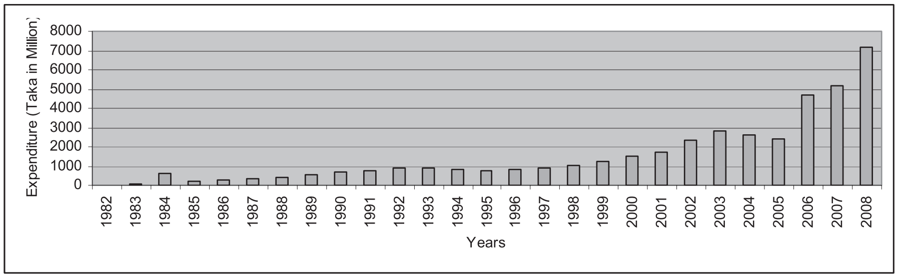

Source: Table 1.17

Table 1.17 shows the growth of total expenditure of ABBL from 1982 to 2008. The total expenditure of ABBL increased to Taka 11.96 million in 1982 against Taka 64.37 million in 1983 showing an increase of 438 per cent over the previous year. In this way, the SGR of ABBL increased to 829 per cent in 1984. After 1984, it was negative growth that is (-66 per cent). Again it decreased but became positive in 1986. The maximum SGR of ABBL was 829 per cent recorded in the year of 1984. The negative SGRs of total expenditure of ABBL were (-66), (-13), (-1), (-6) and (-9 per cent) recorded in the years of 1985, 1994, 1995, 2004, and 2005. The impressive growth rate was occurred in 2006 (96 per cent). Except those years, the growth of total expenditure of ABBL showed an increasing growth trend. This is shown further in details in Figure 1.17.

4.15.4 Trend Growth Rate of Total Expenditure of ABBL

The semi-logarithmic trend line is estimated for measuring trend growth rate of total expenditure of ABBL. The semi-logarithmic trend equation showing the relationship

Table 1.18: Estimated Semi-logarithmic Trend Line of Total Expenditure of ABBL (1982 -2008) (Estimated Statistics of the Equation: Log Y = A+BX)

Total	A	B	t	R^2	TGR	P-value	Result
Expenditure of ABBL	2.011	.065	9.786	.793	16.14	.000	Significant

Note: R^2= Coefficient of Determination
Table 1.17

between total expenditure (Y) as dependent variable and time (X) as independent variable has been fitted by the least square method and the significance of the coefficient of time has been tested by the t-test technique. The estimated semi-logarithmic trend equation for total expenditure is shown in Table 1.18.

Figure 1.18: Estimated Trend Line of Total Expenditure of ABBL

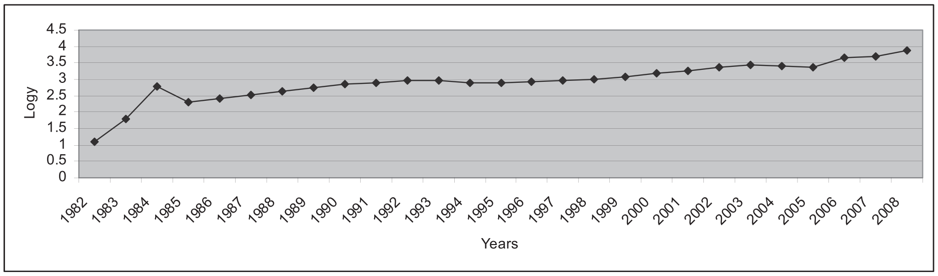

Table 1.17

Table 1.18 shows that the trend line equation has positive slope (i. e., the sign of the coefficient of time denoted by 'B' is positive) and the slope was found statistically significant at five per cent level of significance. It, therefore, suggests that the expenditure of ABBL during the above time period increased. Figure 1.18 explains the estimated trend growth rate of total expenditure of ABBL from 1982 to 2008.

4.15.5 Growth of Net Profit (After Tax)

Like any other commercial organization, PCBs try to maximize the net profit. It shows the financial strength of a bank. Every financial institution like bank wants to maximize profit. Being a profit-oriented organization, PCBs have financial obligation to its investors, shareholders and stakeholders. Besides, as it is a financial intermediary, it must attempt to raise fund from internal source. Most important thing is that it shows the financial strength of that particular bank which in turn determines the customers' trust on the bank. All these set the collective weight of net profit for a bank.

Competing against the rivals, all the PCBs try to accelerate the growth rate of net profit. Thus it is a vital scale to justify the relative strength of a bank. To view the ABBL's position in this regard Table 1.19 is considered.

Table 1.19 shows the growth of net profit of ABBL from 1982 to 2008. The total net profit of ABBL increased to Taka 0.37 million in 1982 against Taka 6.54 million in 1983 showing a highly increase of 1668 per cent over the previous year. In this way, the SGR of net profit increased to 179 per cent in 1984. The highest

Table 1.19: Growth of Net Profit of ABBL

(Taka in Million)

Years	Net Profit (After Tax)	SGR
1982	0.37	-
1983	6.54	1668
1984	18.26	179
1985	25.35	39
1986	29.76	17
1987	30.19	1
1988	30.90	2
1989	11.55	-63
1990	31.30	171
1991	41.88	34
1992	50.35	20
1993	39.17	-22
1994	68.56	75
1995	40.44	-41
1996	103.30	155
1997	89.55	-13
1998	88.44	-1
1999	88.67	0
2000	158.86	79
2001	263.28	66
2002	237.39	-10
2003	400.27	69
2004	419.95	5
2005	471.06	12
2006	568.68	21
2007	702.38	24
2008	1016.02	45

Annual Reports of ABBL of Different Years

growth of net profit rose to 1668 per cent in 1983. The remarkable growth rates of net profit of ABBL was achieved in the years of 1984 (179 per cent), 1990 (171 per cent), 1994 (75 per cent), 2000 (79 per cent), 2001 (66 per cent), 2003 (69 per cent) and 2008 (45 per cent). The negative SGRs of net profit of ABBL were in 1989, 1993, 1995, 1997, 1998, and 2002. Except those years, the growth of net profit of ABBL showed an increasing growth trend. This is shown further in details in Figure 1.19.

Figure 1.19: Growth of Net Profit of ABBL

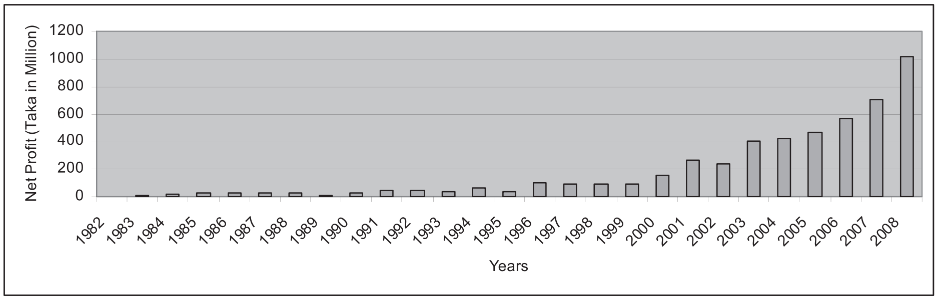

Table 1.19

4.15.6 Trend Growth Rate of Net Profit of ABBL

The semi-logarithmic trend line is estimated for measuring trend growth rate of net profit of ABBL. The semi-logarithmic trend equation showing the relationship between net profit (Y) as dependent variable and time (X) as independent variable has been fitted by the least square method and the significance of the coefficient of time has been tested by the t-test technique. The estimated semi-logarithmic trend equation for net profit is shown in Table 1.20.

Table 1.20: Estimated Semi-logarithmic Trend Line of Net Profit of ABBL (1982 -2008) (Estimated Statistics of the Equation: Log Y = A+BX)

Total	A	B	t	R^2	TGR	P-value	Result
Expenditure of ABBL	.661	.084	11.354	.838	21.34	.000	Significant

Note: R^2= Coefficient of Determination
Table 1.19

Table 1.20 shows that the trend line equation has positive slope (i. e., the sign of the coefficient of time denoted by 'B' is positive) and the slopes was found

Figure 1.20: Estimated Trend Line of Net Profit of ABBL

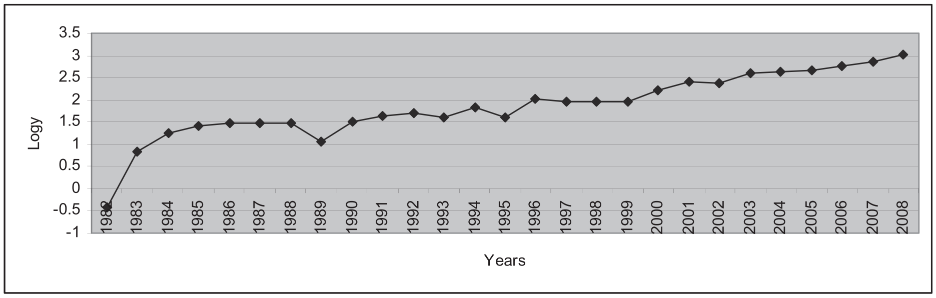

Table 1.19

statistically significant at five per cent level of significance. It, therefore, suggests that the net profit of ABBL during the above time period increased. Figure 1.20 explains the estimated trend growth rate of net profit of ABBL from 1982 to 2008.

5. Major Findings of the Study

In case of the growth of branches of ABBL, it is found in this study that it is all along positive except the single year 2005. The highest growth rate of branchs of ABBL was found in 1983 (200 per cent). The remarkable growth also existed in the years of 1984 (50 per cent), 1985 (44.44 per cent) and 1986 (38.46 per cent). The trend line equation has positive slope (i.e., the sign of the coefficient of time denoted by B is positive) and the slope was found statistically significant at 5 per cent level of significance. The R value of .71 revealed that the independent variable (time) explained for about 71 per cent of the variations in the dependent variable (branches). The trend growth rate of AB Bank's branches is found to be 9.9 per cent.

In case of the growth of manpower of ABBL, it is found in this study that it is all along the positive except the years of 1997, 1999, 2003 and 2005. The trend growth rate of manpower of ABBL is found to be 5.93 per cent. It is found in this study that ABBL had a continuous positive growth in its deposit collection except the years of 1996 and 2005. The highest remarkable growth rate was recorded in the year of 1983 (386.47 per cent). The trend growth rate of deposits of ABBL is found to be 17.76 per cent.

The study indicates that at the very beginning, ABBL had an outstanding growth of 92.59 per cent in 1984 in case of loans and advances. It also shows that there existed a negative growth rate. So, there were ups and downs of loans and advances of ABBL. The trend growth rate of loans and advances of ABBL is found to be 17.76 per cent.

In case of import of ABBL, we can see that there is no constant increasing growth rate in its import business. Although we see a wide fluctuation in the growth rate, the overall amount increased in a positive manner except the years 1985, 1986, 1990, 1996, 2001 and 2004 where the growth rate went negative. In 2008, imports (44.59 per cent) experienced significant growth keeping in pace with the overall business. In the year 1984, the outstanding growth rate was 110.24 per cent. The trend growth rate of imports of ABBL is found to be 14.55 per cent.

At the very initial stage, the impressive export growth of ABBL was seen in the years of 1983, 1984 and 1985. After that, the growth of exports went down. In the years of 1995, 1996 and 2001 we have seen a negative export growth. From the

above analysis, we can come to a conclusion that there were ups and downs of export of ABBL. Trend growth rate of export is to be found 19.67 per cent.

It is found in this study hat the highest growth rate of investment recorded in the year 2004 (101.99 per cent). In the years of 1994, 1997 and 2005, the growth of investment of ABBL was negative. Except those years, we observe that the growth of investment of ABBL is increasing day by day.

The study shows that the trend line equation of income of ABBL has positive slope (i.e., the sign of the coefficient of time denoted by 'B' is positive) and the slope was found statistically significant at 5 per cent level of significance. It, therefore, suggests that the income of ABBL during the study period from 1982 to 2008 has increased. The trend growth rate of income of ABBL is to be found 16.68 per cent.

The study shows that the total expenditure of ABBL increased from Taka 11.96 million in 1982 to Taka 64.37 million in 1983 showing an increase of 438 per cent over the previous year. The negative growth rates of total expenditure of ABBL were (-66), (-13), (-1), (-6), and (-9) per cent recorded in the years of 1985, 1994, 1995, 2004 and 2005. Except of those years, the growth of total expenditure of ABBL showed an increasing growth trend.

The significant growth rate of net profit of ABBL was achieved in the years of 1984 (179 per cent), 1990 (171 per cent), 1994 (75 per cent), 2000 (79 per cent), 2001 (66 per cent), 2003 (69 per cent) and 2008 (45 per cent). Except those years, the growth of net profit of ABBL showed an increasing growth trend.

6. Conclusion

This study presents the growth trends of ABBL in post-independence period. From the above analysis, it is observed that the values of R^2 of branches, manpower, deposits, loans and advances, import, export, investment, total income, total expenditure and net profit are more than .70. The high R^2 value indicates that the model is well fit and the explanatory powers of the model is very high. So, we can expect that the indicators for the performance of ABBL will work well in course of time.

References

1. Abedin, M.Z. *Commercial Banking in Bangladesh: A Study of Disparities of Regional and Sectoral Growth Trends (1846-1986)* (Dhaka: National Institute of Local Government, Agargoan, 1990), p. 49.
2. Abedin, M.Z. "Performance of Private Sector Banks in Bangladesh (1983-1990)", *Banglar Mookh* (Current Issues Relating to the Economy, Society and Culture of Bangladesh) (Dhaka: Book Syndicate, 2007), p. 78.
3. Abedin, M.Z. Roy, M.K. and Mustafi, F.A.A."A Preliminary Note on Measurement of Productivity in the Commercial Banks of Bangladesh", *Bank Parikrama*, Vol. XIV, Nos. 3 & 4 (September & December, 1989), p. 6.
4. Alam, J and Riyadh, A.N. "Measuring Competitiveness of Banks in Bangladesh", *Journal of the Institute of Bankers Bangladesh*, Vol. 50, No. 1 (January-June, 2003), pp. 34-35.
5. *Annual Report 1984* (Dhaka: ABBL, 1984), p. 31.
6. *Annual Report 2008* (Dhaka: ABBL, 2008), p. 50.
7. Bhuiya M.A.B. Bangladesh Laws on Banks and Banking (2nd ed.; Dhaka: M. Haider Choowdhury, 1996), p. 132.
8. Chowdhury, M.M.H. "Effect of Human Resource Management on the Performance of Private Sector Commercial Banks in Bangladesh: A Study on National Bank Limited", Unpublished PhD Thesis (Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 2007), p. 110.
9. Choudhury T.A., "Impact of Denationalization and Privatization on the Profitability and Productivity of the Commercial Banks of Bangladesh", *Bank Parikrama*, Vol. XIII, Nos. 3 & 4 (September & December, 1988), p. 37.
10. Dey, M. "A Comparative Evaluation of the Performance of Nationalized Vs. Denationalized Banks", *The Young Economist* (Dhaka: Young Economists' Association, April, 1985), p. 93.
11. Khan, A.R *Bank Management A Fund Emphasis* (Dhaka: Ruby Publications, 2008), p. 69.
12. Shahid, A.T.M.A, "Manpower Planning in Banks". *Bank Parikrama,* Vol. XII, No. 2 (June, 1987), p. 108.

Footnoting and writing style of the Bangladesh Journal of Political Economy

1. The Bangladesh Journal of Political Economy is published in June and December each year.
2. Manuscripts of research articles, research notes and reviews written in English or Bangla should be sent in triplicate to the Editor, The Bangladesh Journal of Political Economy, Bangladesh Economic Association, 4/c Eskaton Garden Road, Dhaka-1000, Bangladesh.
3. An article should have an abstract preferably within 150 words.
4. Manuscript typed in double space on one side of each page should be submitted to the Editor. Submission of electronic version is encouraged.
5. All articles should be organized generally into the following sections: a) Introduction: stating the background and problem; b) Objectives and hypotheses; c) Methodological issues involved; d) Findings; e) Policy implications; f) Limitations, if any; and g) Conclusion (s).
6. The author should not mention his/her name and address on the manuscript. A separate page bearing his/her full name, mailing address and telephone number, if any, and mentioning the title of the paper should be sent to the Editor.
7. If the article is accepted for publication elsewhere, it must be communicated immediately. Otherwise, the onus for any problem that may arise will lie on the author.
8. The title of the article should be short. Brief subheadings may be used at suitable points throughout the text. The Editorial Board reserves the right to alter the title of the article.
9. Tables, graphs and maps may be used in the article. Title and source(s) of such tables should be mentioned.
10. If the Editorial Board is of the opinion that an article provisionally accepted for publication needs to be shortened or particular expressions deleted or rephrased, such proposed changes will be sent to the author of the article for clearance prior to its publication. The author may be requested to recast any article in response to the review thereof by any reviewer.
11. The numbering of notes should be consecutive and placed at the end of the artile.
12. Reference in the text and in the Reference list at the end of article should follow it as below:

    i. Book (one or more authors)

    - Start your full reference with the last name of the author(s) so it connects with the citation; then give initials or first name(s) of the author(s).
    - Year of publication comes next.

- Next, give the title of book: in italics or underlined (but be consistent throughout your list of references).
- Finally, give the place of publication and name of publisher.

Example

In-text citation:

(Wilmore 2000)

(Just cite the last name(s) of writer(s) and the year the book was published).

Full reference:

WILMORE, G.T.D. (2000). *Alien plants of Yorkshire.* Kendall: Yorkshire Naturalists' Union.

ii. Chapter from an edited book

- Start with the full reference entry with the last name of the chapter's author, followed by initials, then state year of publication.
- Then give name (s) of editor(s). The last name of an editor precedes his or her initials, to distinguish editor(s) from the name of the writer of the chapter. Indicate single editor by an abbreviation: (Ed.), or editors: (Eds.).
- State full title of book - in italics or underlined. It is helpful to then give a chapter number.
- Finally, give place of publication and name of publisher.

Example

Citation:

(Nicholls 2002)

(Cite the name of the writer of the chapter or section in the edited book).

Full reference:

NICHOLLS, G. (2002). Mentoring: the art of teaching and learning. In P. JARVIS (Ed.) *The theory and practice of teaching,* chap. 12. London: Kogan Page.

iii. Referencing journal articles

- Start with the last name of the author of the article and initials of author.
- Year of publication.
- Title of article (this can go in inverted commas, if wished).

- Name of the journal or magazine (in italics or underlined).
- Volume number and part number (if applicable) and page numbers.

References to journal articles dojroMnclude the name of the publisher or place of **publication** unless there is more than one journal with the same title, e.g. ***International Affairs (Moscow)*** *and* ***International Affairs*** (London).

Example

Citation:

(Bosworth and Yang 2000).

Reference:

BOSWORTH, D. and D. YANG (2000). Intellectual property law, technology flow and licensing opportunities in China. **Internationa! Business Review,** vol. 9, no. 4, pp.453-477.

The abbreviations, 'vol.' (for volume), 'no.' (for number) and 'pp' (for page numbers) can be omitted. However for clarity and to avoid confusing the reader with a mass of consecutive numbers, they can be included, but be consistent. Note how, in the example above, the initials of the first author follows his last name (Bosworth, D.), but precede the second named (D. Yang). This is the practice illustrated by British Standard in their guidelines with Harvard and both numerical-referencing styles, although you may find the guidelines at your institution may differ on this point.

iv. Example of referencing an electronic source

Example

Citation:

(Djxons Group 2004)

Reference:

D1XONS GROUP PLC (2004). ***Company report: profile.*** [Accessed online from Financial Analysis Made Easy (FAME) database at http://www.bvdep.com/en/FAME. html 13 Dec. 2005].

13. Reference mentioned in the text should be arranged in alphabetical order and provided at the end of the article.
14. The Bangladesh Economic Association shall not be responsible for the views expressed in the article, notes, etc. The responsiblity of statements, whether of fact or opinion, shall lie entirely with the author. The author shall also be fully responsible for the accuracy of the data used in his/her manuscript.
15. Articles, not accepted for publication, are not returned to the authors.
16. Each author will receive two complimentary copies of The Bangladesh Journal of Political Economy and 25 off-prints.

Matiur Rahman, Prashanta K. Banerjee
Causal Nexus of Electricity Consumption and Economic Growth: Evidence for Selected Eight Asian Countries

S. M. Saief Uddin Ahmed
Higher Education in Sylhet International University: A Study on Students' Enrollment Behavior

Md. Hafiz Iqbal
Nexus between Salinity and Ecological Sustainability of Crop Production of Southwest Coastal Region of Bangladesh: Translog Production Function Approach

Note

Samantha Sayeed, A.N.M.G Murtuza, M.Kawsar, M A R Sarkar
Challenges of SMEs in Bangladesh

Biswas Shaheen Ahmmad
An Analysis of the Growth Trends of a First Generation Private Sector Bank in Post-Independence Period: A Study on AB Bank Limited

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

Bangladesh Economic Association
4/C, Eskaton Garden Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : 934 5996, Fax : 880-2-934 5996
E-mail : bea.dhaka@gmail.com
Website : bea-bd.org